

GOV

APRIL TO DEE

1884

Sas
Librarian

Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

CONTENTS.

CONTENTS.	PAGE.	বিবর্তন।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ..	41-43	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ..	৪১-৪৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ..	351-371	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ..	৩৫১-৩৭১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ..	5-25	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ..	৫-২৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ..	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা ..	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ..	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ..	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ..	9-15	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা ..	৯-১৫
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ..	23-26	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশাদি ..	২৩-২৬
PART VIII.—Advertisements ..	399-408	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ..	৩৯৯-৪০৮
SUPPLEMENT ..	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ..	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 26th March 1884.

No. 7. — His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., cap. 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General for the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,

Secretary to the Government of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 24th March 1884.

No. 527. — Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530. — During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,

Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—GENERAL.

Fort William, the 22nd March 1884.

No. 604G. — During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,**Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.*

জেনারেল টিউ ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ ।

৭ নম্বর ।—মহিমবর জ্যেষ্ঠ রাজ্যস্থিতি জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেবের প্রতি মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আহন ও বাবদ্বা প্রায়শনার্থ জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদে মনোনীত করিলেন ।

ডি. ফিটজপাটিক,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পত্রিক ।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।

৫২৭ নম্বর ।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেব মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্জাবের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সিমলার মহিমবর জ্যেষ্ঠের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে ।

৫৩০ নম্বর ।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ থাকিবেন ।

এ. মাকেনজি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—সামারণ ।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ ।

৬০৫ নম্বর (১) ।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে ফরিন ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ হইবেন ।

জে. ডবলিউ রিজগে, লেপ্টেনেন্ট কর্নেল,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION

The 31st March 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta, but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. PRACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

GENERAL.—*The 21st March 1884.*—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sadder station of the District of Hooghly.

Bahoo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhousidah sub-division of that district, during the absence on leave of Mr. W. G. Deane, or until further orders.

The 26th March 1884.—Mr. W. H. Page, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagulpore, during the absence, on leave, of Mr. W. H. Verrier, or until further orders.

The 27th March 1884.—Mr. H. Holmwood, Assistant Magistrate and Collector, Kanchia, Nuddea, is allowed special leave for six months under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Bahoo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28th March 1884.—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. A. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. Rudock, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

The 29th March 1884.—Mr. J. G. Ritchie, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B. W. D. Morton, or until further orders.

The 31st March 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Saran, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সঙ্গে সাফাৎ সম্বন্ধে যে কার্যাবলি লিখিত পাঠান করিয়া থাকেন মাসাবর জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দার্জিলিং অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতার সেক্রেটারীর আফিসে যেন পাঠান গিয়া থাকে তেমন পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র দ্বারা যথার্থ আবেদন ও প্রতীক পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জিলিং জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্যবিভাগের যে সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এক. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—২৪ পরগনার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী নৈয়দ মহম্মদ জগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

জীযুত ডবলিউ. জি. ডিয়ার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তদনুযায়ী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী নৈয়দ মহম্মদ জগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত ক্রমবর্তী কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—জীযুত ডবলিউ. এচ. বর্নর সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তাহাতে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ডবলিউ. এচ. পেম সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যগমনের রিপোর্ট করিয়া ডায়ালগুয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—মদীয়র অন্তর্গত কুস্তার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এচ. গোমউড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৬২ ধারানুসারে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি ছুটি মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

ময়মনসিংহের সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বা. পোতাধর বন্দোপাধ্যায় সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারানুসারে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এচ. মোলবী সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—ত্রিপুরার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীযুত এক. ডবলিউ. জে. রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের প্রথম প্রেরণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গোশালপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীযুত এক. ডবলিউ. বি. পিটেরস সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের প্রথম প্রেরণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রাজধানীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত ই. এচ. রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় প্রেরণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—জীযুত জে. জি. রিচী সাহেব, সি. এস. নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ২৪ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল জীযুত বি. ডবলিউ. ডি. মটম সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মদীয়র একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত জি. জে. বি. ডি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনারের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সারগের অন্তর্গত সেওয়ারের বিজয়কালীন সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী সেখ আবদুল্লাহ সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারানুসারে ১৮৮৪ সালের ২০ অপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida, Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

রাজকার্যোগলক্ষে জীবুত জে. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, দুইপ্রান্ত করীশপেটের ডিট্রিট ও সেশন জজ জীবুত এফ. জে. জি. কাম্বল সাহেব রাজসাহীর ডিট্রিট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোগলক্ষে জ্যৈষ্ঠ ১৫, বেবলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে লখনা বান্দ জনা আসা। তা হর রাজশাহীর একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জ্যৈষ্ঠ ১৬, মি. চার্লস সাহেব ২৪ পরগনা ও হুগলীর আভি-শাসন ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কথ্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটি হাইকে-বাজিজেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিয়ুত সি, জার, যেদ্রিট সাকেন কাগামি
জুলাই মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে জুগী গ্রন্থন কলেম তদবধি নিবিল কার্য-
কারকদের জুগীর বিধির ৫০ খারামতে শনের মাসের নিয়মিত জুগী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি।—শ্রীযুক্ত এ. এ. ওয়েলস সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বঙ্গটিব্বর রাইফল
ফলের A কোম্পানিতে কান্তাম্বরূপ খ্রীল কমিশ্যাম ডাংগ করবার্থে য়ে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত সেনেটেমেন্ট
গবর্নর সাহেব ডাংগ গ্রহণ করিলেন।

গরার অন্তর্ভুক্ত আওতাধীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুযায়ী শিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারা-মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতকীরার ছুটীগ্রাম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিবুত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীদানে অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার কাণ্ডের তাঁর এহণার্বে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বারু মহানন্দ গুপ্ত এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুটি গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অমুগ্রহের দুটি পাইলেন।

যশোরহরের অন্তর্গত স্থানিতহের ভেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ভেপুটী কাণেটর অধুত জবলিউ, জি, ডিরর
মাহের যে তারিখে দুটী গ্রহণ করেন তদবধি লিবিলা কাণ্যাকারকনের দুটীর বিধির ও অধ্যায়ের ৭২
মারামতে ভিন মাসের দুটী পাইলেন ।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বাঁবাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. যুক্ত বাবু কেশরনাথ
• দত্ত, কুগলী জিলার অন্তর্গত জিরানপুর মহকুমার প্রেজিডেট ছিলেন।

বর্জ্যমানের অন্তর্গত কালমার জ্যানিষ্টাণ্টে মালিট্রুট ও কালেন্টের মিশ্রিত গোটপল্লকৃষ্ণ বাবু ২৪ পরগনা জিলার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারানসি মাহুয়ার কাঠের দার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁতির ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কমিশনার আবুত হোসেন রহিমুদ্দীন ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচন্দ্রন মিত্রের দুই প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যখন অন্য আঁজা বা হর
বিশেষ কার্যে নিযুক্ত গরীব একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাফিকশোভ
মাস্ত্রান সৈকত জিলার অন্তর্গত আরসাবান মহকুমার কাঁচার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মথন কুমার বসু
গাউন জিলাত সদর বোকায়ে অবস্থাপিত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি আইটে-মার্জিট্রিট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.বুট এচ, সেরার সাহেব গত মার্চ মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পাম তমহিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি.ই.ই. কলকাতা সাহেবের অস্থগহিতিকালে অধাণ যাবৎ অন্য জাজা না হয় দিল্লীপুত্রের ক্রিয়ংগামীম জাজেট্টে ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ই.ই. সি, টুট সাহেব সেই জিলায় জাজেট্টে ও কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাঠোপলটক জিহুত এস, এস, আলেকজান্ডার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে জখবা বান্দ'জন, জাজা না ছর পাহনার, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জিহুত ই, লি, মেলির সাহেব মরদন: সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের তর্ফ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

* রাজকাৰ্য্যালয়লৈকে জীৱিত হি, জি, গ্লেজিয়ৰ সাহেবৰ অমূল্যবোধিতকালে অৰ্থাৎ যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, মেরিনীপুৰেৰ আইসি-মালিষ্ট্ৰেট ও ডেপুটি কালেক্টৰ জীৱিত আৰু, কৰ্ণাল সাহেব পাবনাৰ মালিষ্ট্ৰেট ও কালেক্টৰেৰ কৰ্ম কৰিতে নিযুক্ত হইলেন।

[সদস্যগণের সংখ্যা : ১৮৮৪। ৮ অ্যাঞ্জিল।]

EDUCATION.—*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhushan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosanna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIMUM.—*The 27th March 1884.*—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April 1884.*—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March 1884.*—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

The 27th March 1884.—Dr. Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Uday Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon D. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warder, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bali Municipality :—

Baboo Shib Chandra Chatterjee	...	} Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Prankissen Kuwar	...	
„ Srikrissen Gangooly	...	} Landholders.
„ Haran Chandra Mukerjee	...	

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajpurg Municipality, in the district of Fubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bara-et Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nundolai Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.		Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards.		Mir Mohamed Ali.
		Shaik Hyder Buksh.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

পিকাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নওয়াখালী জিলার স্থান কয়টির বেঘরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ঈশুত রীস সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ ঈশুত জে. পোশ্চট সাহেব।

ঈশুত বাবু বগলা গ্রাম মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঈশুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী।

নওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল ঈশুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি. এন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—বহির আফীমের আসিষ্ট্যান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট ঈশুত এ. এলিওট সাহেব আফাশি যে মাসে ১ ডারিং অবশি অথবা ডারিং পর যে তারিখে ছুটি এজেন্ট করেম ভদবহি মিলিল কার্যক্রমের ছুটির বিধি ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

পোর্ট ট্রাঙ্ক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—ঈশুত ডবলিউ. সি. আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে ঈশুত আর. জীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশনার অরূপ অধীনে স্থায়ীকরণ নিযুক্ত হইলেন।

ঈশুত জি. অর্কিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশনারের পক্ষে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—ঈশুত বাবু ত্রৈলোক্যকুমার রায় কর্ম্য ভাগ করিতে ঈশুত বাবু মোহিনীমোহন দাস চাকার কিন্তু ব্যক্তিরের আশ্রয় বাজীর পরিদর্শকের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জগদীর অন্তর্গত ঈরাবপুরের মিলি চিকিৎসক ডাক্তার ঈশুত উমরচাঁদ দস্ত, অনেকের প্রতি কক্ষে রোগারূপে করিবার তাবিত্ত অর্থ মিলিল কার্যক্রমের ছুটির বিধি ৪ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

ডাক্তার ঈশুত উমরচাঁদ দস্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অর্থনা মাদে অন্য আফাশি হইয়া রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্ট্যান্ট সর্জন ঈশুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ জগদীর অন্তর্গত ঈরাবপুরের মিলি চিকিৎসকের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন ঈশুত সি. জে. এচ. ওয়াডেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অর্থনা মাদে অন্য আফাশি হইয়া ছুটিপ্রাপ্ত মেডিকাল কালেক্টর ইম্পাণ্টের রোভেন্টে কিসিমিয়ন সর্জন ঈশুত এল. এ. ওয়াডেন সাহেব উক্ত কালেক্টর কীর বিদ্যার অধ্যাপকের ও ক্রিয়ের পরীক্ষকের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্ট্যান্ট সর্জন ঈশুত চন্দ্রকুমার বসু চট্টোপাধ্যায়ের পরজাতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি ফাঁড়ির চি. ১২ নং কারখানার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুনিসিপালিটির কমিশনারের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।—

জগদীর জজ আদালতের উকীল	{	ঈশুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
	 আনন্দের কুণ্ডার।
সুমাধিকারী	{ জীকক গঙ্গোপাধ্যায়।
	 শরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সব-ডেপুটী কালেক্টর ঈশুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে পোলাসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঈশুত জে. সি. টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশনারের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—বারাসত মুনিসিপালিটির কমিশনারের আসিষ্ট্যান্ট সর্জন ঈশুত টেকমাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে মনোনীত করিতে ঈশুত লেন্টেনেন্ট-গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ঈরাবপুর মুনিসিপালিটির কমিশনারের ঈশুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনর্বার মনোনীত করিতে ঈশুত লেন্টেনেন্ট-গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশনারের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক ঈশুত সি. এস. হিল সাহেব।	ঈশুত লেন্সন হুগেন আলি।
ঈশুত ডবলিউ. সি. এডওয়ার্ডস সাহেব। মির মাহমুদ আলি।

ঈশুত মেথ হারদর বসু।

[সর্বমুখে গেজেটে। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

ROAD COMS.—*The 20th March 1884.*—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21st March 1884 —Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22nd March 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.	Baboo Kali Dass Goopta.
Munshi Rohim Bux.	„ Sreenath Chuckerbutty.
„ Khairat Ali.	„ Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25th March 1884.—Baboo Ratonessari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Saran District Road Committee, *vice* Shew Gobind Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26th March 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27th March 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Muushiguage Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—*The 19th March 1884.*—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Newgong.

No. 85.—*The 20th March 1884.*—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—*The 20th March 1884.*—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kellcher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PRACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8th April 1884.]

পঞ্চম বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত গ্রিগোর সাহেব স্থানীয় প্রেসে প্রস্তুত হওয়াতে আইন্স মাজিস্ট্রেট জিহুত সি, কে, সিরস সাহেব পাটনা জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—জিহুত বাবু বিশমবিহারী দত্ত যেমিনীপুর জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—জিহুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চ কমিটীর মেম্বরে পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত চিচার্ট হটম সাহেব।

” যুন্দী রবি বসু।

” ” বরদা আলি।

জিহুত বাবু কানিশাস গুপ্ত।

” ” জিনাথ চক্রবর্তী।

” ” শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

জিহুত বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—জিহুত শিবগোবিন্দ শা ও জিহুত আর, বি, ডীড সাহেবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু হরেশ্বরী প্রসাদ দারিদ্র সিংহ ও জিহুত সি, বি, বরদা সাহেব দারিদ্র জিলার পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু গজেন্দ্র সেন ও জিহুত বাবু প্রভাপ্রসন্ন সিংহের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু চুর্নীদাস রায় ও জিহুত বাবু কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জিহুত বাবু হরদ্বান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বজারের শাখা পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সেন্টেনেন্ট কর্নেল জিহুত হেনারিৎ আলি ও জিহুত বাবু গৌর প্রসাদ শাহার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত মৌলবী গৌর প্রসাদ শাহ ও জিহুত শ্রীমদারাম বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মৌলবী গৌর আলি খাঁতাবা জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত বাবু কগদাস চন্দ্র গুপ্ত ও জিহুত বাবু যোগেন্দ্র বসুর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু তারিনী চরণ রায় ও জিহুত বাবু কল্যাসচন্দ্র শাহান ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সী-গঞ্জের শাখা পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন আদায় গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭২ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—মৌলবীর আদায় কামিশানর জিহুত এ, জে, হিমরোস সাহেব বিবিন কাগ্যকারকদের ছুটির বিধির ৪৩ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—মুর্শা উপত্যকা খণ্ডের মৌলবী স্থানের মৌলবীর বসতিতে জিহুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডাবলিউ সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আদায় গেজেটে প্রকাশিত ৬ মাসের ৭ তারিখের ৩১ নং বিজ্ঞাপন এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত এড, মফসসি সাহেব জিহুত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর প্রতি জিহুতের ডিট্রিট ও লেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কক্ষের নীচের কার্য কর্মকর্তার অবদার প্রদর্শন হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের পূর্বদিক অবধি আনুযায়িক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—জিহুতের ডিট্রিট ও লেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত জিহুত জে, কলেবর সাহেব জিহুত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অপরাহ্ন বর্ষের তারিখ গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monoharpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MacDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy Collector	} <i>Official Members.</i>
Baboo Bhowani Charan Mukerjee, Head Master, Deoghur School	
Baboo Sailajananda Jha, High Priest	
„ Russik Lal Tewari, Mukhtear	} <i>Non-official Members.</i>
„ Jai Kumar Dutt Jha, Priest	

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনাত্মক ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত শুকলি, মহেশপুর ও নিমতলায় রেশম কুশীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজন জিযুত বাবু শ্রীকুমার বসু এম. এম. এসকে জিযুত বাবু কৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুশীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজনের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন।

এ. পি. মাকডেনল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—নিম্নলিখিত মর্মান্বয়ের ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত মেওঘর বালাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু জগদ্বল্লভ বসাক	...	} ইহার প্রাক্কীয় পদ- ধারি মেম্বর।
মেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক জিযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়	...	
প্রধান পুরোহিত জিযুত বাবু শৈলজামদ্য বা	...	} ইহার প্রাক্কীয় পদ- ধারি নহেন এমন মেম্বর।
মোস্তাফিজ জিযুত বাবু রসিকলাল ভেঙ্করাতী	...	
পুরোহিত জিযুত বাবু জয়কুমার দত্ত বা	...	

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—সামান্যের অবগতার্থে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটির মধ্যে কৈবতনগর গ্রামালয় নামে যে দাওয়া স্থাপন হইয়াছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে হওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারদের প্রতি অর্পণ করিবার কামনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারদা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা নহে হওয়াতে সামান্যের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাইন জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা নহে হওয়াতে সামান্যের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, vice Messrs. J. Westland and J. G. Wumack, resigned:—

Mr. E. F. T. Atkinson

Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Blockbook number	Name of parganah.
1	Bangalipur	93	Rakunpur.
2	Syndpur	92	Surooppur.
3	Nan utpur	83	Ditto.
4	Lukhanpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে হারভাঙ্গা জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—জিযুক্ত জে. ওয়েক্সলাণ্ড সাহেব ও জিযুক্ত জে. জি. ওয়াক সাহেব কর্তৃক ভাগ করাতে জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত মতীয়াদমগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কাল মার্গা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

জিযুক্ত ই. এক, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার জিযুক্ত কে. বি. কুর্গার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দণ্ডওয়ানী থানাত্তক হইবার অনুমতি দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।			প্রাকবস্ত নম্বর।	পথগমনার নাম।
১	বঙ্গলপুর	১৩	ককনপুর।
২	টেলঘনপুর	১২	বঙ্গলপুর।
৩	নিয়াংমংপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্যনপুর	১৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের দরীদ্রী কার্যবিভাগের কার্যকারকেরা তিন দিন অধীশ করিয়া আপনাদের যানচত্রে ও বিকার্ডে যে গ্রামের যে নাম দিয়াছেন এই নির্ঘণ্টপত্রে সেই গ্রামের সেই নাম দেওয়া গেল।

সি. ডবলিউ. বোস্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এজিটং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbans, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14½ dhors of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5½ dhors of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdul Dhaunk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna maliks and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umaid Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Bhubuah, pergunnah Champore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhors, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গের স্টেট রেলওয়ের লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. বোল্টন সাহেব, ও আসিস্ট্যান্ট লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ, চেন সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় আইনের ২ ধারামতে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবরাহের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

সি. ডবলিউ. বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিরিপুরে নতুন ডাক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ২৪ পরগনার একটিং আর্টিফ মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং সুন্দর বনের কাম-শামর জি. ডবলিউ. এচ, ই. পরগনার সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাঠলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারের উত্তর দিকের মোকামা গ্রামে জলপ্রবাহের উৎসস্থানার্থে মোকামা গ্রাম সমাহারের অর্ধবায়ের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. এচ, চেন সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভূমি গ্রহণ করা যাইবে।

১ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ক্রমান্বিত ১/২ বিঘা ১৫ পুর পরিমিত ভাঙ্গার উত্তর সীমা ১০ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জামকী সিংহের বসতি বাটী, দক্ষিণ সীমা ১০ আনা পটীতে স্থিত ককীরা ভাঙ্গার, দোদা ডেল ও সেক ডেলের বসতি বাটী, পূর্ব সীমা ১০ আনা পটীতে স্থিত মেঘু সিংহের বসতি বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও ভিরগি মহতনের বসতি বাটী।

২ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ক্রমান্বিত ৫০ কাঠা ৫ পুর পরিমিত, ভাঙ্গার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাইবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর লাহার, ও রাধদিয়াল মাতুর বসতি বাটী (ইহার) তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব সীমা এক আনা মালিকের কাছারী ঘর ও গোপাল বেলিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা ১০ আনা পটীর উত্তর দিক সিংহের বসতি বাটী।

ইহাতে মোকামার সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাল বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চাম্পুর পরগনার ভূমি লওয়া নগরে মুন্সিপাল বাজার করিবার জন্য ভূমি লওয়া মুন্সিপালোটির অর্ধবায়ের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. এচ, চেন সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত স্থানীয় মাপের ১/২ কাঠা ২ পুর পরিমিত এক খণ্ড পটীতে ভূমি গ্রহণ করা যাইবে। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বুরয়ার লেখরাজ ভূমির কর্তৃত্ব জমি, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব সীমা মোকামা বাজার বাজার ও পথের বাসলাঘর এবং পশ্চিম সীমা ইকন বাজার কর্তৃত্ব জমি। ভূমি লওয়া মুন্সিপালোটির সভাপতির আফিসে ইহার নকশা দেখা যাইতে পারিবে।

ইহাতে মোকামার সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাল বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Bahoo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, vice Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884.—Bahoo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Bahoo Purna Chandra Dey at the sadder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Kooشته Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Bahoo Tryluckho Nath Mittra.		Bahoo Nibratan Adhikari.
„ Ambika Churn Moitra.		„ Umesh Chunder Dutt.

Bahoo Protap Chandra Mozumdar, Third Munsif of Maradunggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Bahoo Sham Chand Roy, Munsif of Garhbeta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্ধাৎ বর্জমান জিলার অন্তর্গত বর্জমান পরগনার টিকারহাট গ্রামে লাকুর্জি পথের কতক অংশ পরিষ্কার করার জন্য বর্জমান সুমিসিলাবীলীর অর্ধ-বারের গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়াছে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপতে প্রাথমিক ১০৫০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড জমির প্রয়োজন। উক্ত জমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব সীমা লাকুর্জি পথ, এবং পশ্চিম সীমা লাকুর্জির বিনোদ বিহারী বীর, টিকারহাটের মামুন মুচু মিঞার, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি মেওয়ারীর এবং বর্জমানের পোয়ারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিত্বা উক্ত জমির নকশা বর্জমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন। ইহাতে বীহানের সন্মতিক্রমে ১৮৮০ সালের ১০ আক্টোবর ১ তারিখ বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাস মেডলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

১৭২০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—রাজ্যের একটি জাজিট্রি ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত সি.আর. মেরিট সাহেব কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত ডবলিউ. রাইট সাহেবের প্রতি কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি করিয়াছে বর্জমানের জুডিশিয়াল সর্ভিসেন্ট জজ জিহুত সাহেব কর্তৃক গেল, কংকের ছোট আদালতের জজের ও সর্ভিসেন্ট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত আর বুলবি সাহেব কলিকাতা নগরে ও তারকার শাখা নগরে ও হাবড়ার বাম্প বাইলর ও তৎসংযুক্ত গ্রাউন্ড মুক্ত সকলের সিমিত কালমেসুর পরিদর্শন করণার্থে আইন নামে ১৮৭৯ সালের ২৯শী ও আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশানের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকাংগোপলকে জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র দেব সমর যোগায়ে গম্যপ্রযুক্ত অনুপরিচিকালে কথবা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, জিহুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল. ময়মনসিংহ জিলার মুনসেফের কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া গামানাতঃ জগদপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

অগোষ্ঠার রাজ্যের সত্ত্ব জিহুত গবর্নর জেমস সাহেবের এক্সেস্ট এবং পোলিটিকাল পেমসল মের সুপারিটেন্ডেন্ট সেন্টেমেন্ট কর্ণেল জিহুত বি. ডি. সাহেব অগোষ্ঠার রাজ্যের মধ্যে প্রথম জেলার মাজিট্রিটের ক্ষমতা ও কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৪৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

সিহুলিখিত বর্ণনায়েরা নলীরা জিলার অন্তর্গত কুচীপাংগে অটোরনিক মাজিট্রিটের পদে নিযুক্ত হইয়া ডীও জেলার মাজিট্রিটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু তৈলোকামাথ মিত্র।

জিহুত বাবু মীলরড অফিসারী।

” ” অধিকাচরণ মিত্র।

” ” উমেশচন্দ্র দত্ত।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সঙ্করনার জুডিসিয়ালি থানার ডিউটি ছোট আদালতঃ বিচারী ২০ টাকা পথাস্ত্র মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের মেওয়ারী আদালত বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতঃ জজের বিচারবিপক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

সেন্টেমেন্ট জিহুত ডবলিউ. এল. সাহেব সাহেব মোরন্দা মেমোরিটের আলিগাঁও মাজিট্রিটের পদে পদ ৬, করণার্থে যে পর পাঠ্য জিহুত সেন্টেমেন্ট গবর্নর সাহেব দ্বারা প্রদত্ত করলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বতাবু মুনসেফ জিহুত বাবু শ্যামচাঁদ রায় ছোট আদালতঃ বিচারী ২০ টাকা পথাস্ত্র মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের মেওয়ারী আদালত বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতঃ জজের বিচারবিপক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেটরি ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

The 1st April 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong.

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24 Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lall Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Monmotho Coomiar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th March 1884.*—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26th March 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangab, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28th March 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kuoshtea, in the district of Nuddea, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31st March 1884.—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Dhar, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The 31st March 1884.*—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojodulab Mitra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, for Municipal read General.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the head-quarters of the Bauskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—পাটনার একটিং সর্ভিসেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জীবুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সর্ভিসেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পাংগনার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ জীবুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাটনার সর্ভিসেট জজের ও ছোট আদালতের জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টোপাধ্যায়ের একটিং সর্ভিসেট জজ জীবুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিসেট জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিসেট জজের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু মনুধনুসার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ জীবুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২ আশ্বিন অবধি অপরাহ্ন তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বাগেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ জীবুত বাবু প্রেস্টান পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ জীবুত বাবু দিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস ৩৬ইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

করীমপুর জিলার অন্তর্গত ভাঁড়ার প্রথম মুনসেফ জীবুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ১৮ মার্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুস্তাই মুনসেফ জীবুত বাবু উপেন্দ্রনাথ খোসা ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিন অবধি এক মাস আট দিনের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে ১৩৩ দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত মাজিস্ট্রেটের মুনসেফ জীবুত বাবু রামদাস তলীপাড়া সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চাঁকায় আডিশ্যনাল মুনসেফ জীবুত বাবু শারদাপ্রসাদ ধর অনোর প্রতি কর্মের আদর্শ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

অনুজ্ঞাপ্রদান।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভূগলী জিলার অন্তর্গত জাহাঙ্গীরাবাদ মুনিসিপাল বোর্ডের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে জীবুত বাবু ব্রজব্রজ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এত মাসের ১৮ তারিখের রাজস্ব গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “মুনিসিপাল” শব্দের পরিবর্তে “সদর” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জীবুত সেন্টেনেট গবর্নর সাহেব চট্টোপাধ্যায় জিলার অন্তর্গত বাগমালী সদর-মাজিস্ট্রেটী আফিসের যে সদর স্থান এইকণে কালীপুরে আছে তাহা তথাহইতে টানপুরে উঠিয়া বাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ যে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsei Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (solo).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Rant Pal and Payesh Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dasa Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Salpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalehand Chanchi.

7. *Rajmekal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbat bridge, third mile.

F. B. PRADDER,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31st March 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 53 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1st April 1884.

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Assistant Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, Major, R.E.,
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 8th April 1884]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্ডেনেন্টে গবর্নর সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজার ও মালদহ মুন্সিপালিটিতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্যন্ত দ্বারা বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১ম অবধি প্রচলিত করিলেন ।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা পরারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটান পরামানিকের তুতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহনত ও গৌদন নৈখের ঘোঁড়, এবং পূর্ব সীমা ভাটি নগর ও ঘুরান মণ্ডলের ঘোঁড় ।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমা পুতিয়া মড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নিম্ন জুমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলনী শাহার বসতি বাগী ও সমক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমা কালিরাচক কুঠী বাড়ী ।

৩। ভোলাহাট হাট (চোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও নারেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোহার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মলাল বাবুর ও ঘিয়া বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী ।

৪। বলদলচাঁপে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায় দুজা করাল, তজ্জল গোপ, তিতল মণ্ডল, মাগী দাবক ও মধিচরণ মালের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কানুরা অবধি ষোঁ পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা কালীচরণ মফাংর, অকল মণ্ডল, মহাবল রায় ও স্বকাত কুর্মির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান ।

৫। সাঁওতালপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস টেবরাগীর ঘোঁড়, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের তুতক্ষেত, এবং পূর্ব সীমা হরশাকর সোণার, খজ্জনি বৈকনী, দেবদারারণ পারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি ।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা ককিম সিংহ ও নফর সিংহের তুতের জমি, পশ্চিম সীমা গৌসাই হুংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গৌসাই হুংস গিরের নিম্ন জুমি বা দিল এবং পূর্ব সীমা লালচাঁদ চাকির তুতের জমি ।

৭। রাজমহাল পথের ধারে।—মালগ্হের সিবিল স্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর দুই মাইল পর্যন্ত ।

এক, দি, পৌকর,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।

১৫২ নম্বর ।—ছুটী ।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, সি. ওয়াহয়েট সাহেব এত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

১৫৩ নম্বর ।—ডানার প্রেরণ ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, সি. এলিয়ার সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে হুইতে জাহাজ স্টেট রেলওয়েতে প্রবর্তিত হইলেন ।

এক, টি, ট্রেবর, কপেল, আর, ই,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।

১৫৪ নম্বর ।—ছুটী ।—হাজারীবাগ থণ্ডের প্রথম শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, এক হুয়াথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

জিহুত ডি, এক, হুয়াথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আত্মা না হয় জিহুত ডবালড, বি, ক্রিষ্টি সাহেব হাজারীবাগ থণ্ডের এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের প্রাইন্ট সেক্রেটারীর পরিবর্তে,
জি, এক, ই, এস, মৌল, মেজর, আর, ই ।

[গবর্নমেন্ট প্রেসে ১৮৮৪ । ৮ আশ্বিন ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ক্ষীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভার ক্ষীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অণুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিম্নে এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৩ সালের ২১ আইন।

দেশাণ্ড্রগমন বিষয়ক ভারতবর্ষের ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।
- ২। গবর্ণমেণ্টের ভাষাজ্ঞের প্রতি এট আইন পাঠিতবার কথা।
- ৩। জুরিস্ত।
- ৪। যেহ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

Act No. XXI of 1883.

ধারা।

- ৫। রহিত করা আইন ও কার্যাদি সংরক্ষণের কথা।
- ৬। অণুমোদনের কথা।

২ অধ্যায়।

যেহ বন্দর হইতে যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ ভিত্তিমত্ব বিধি।

- ৭। যেহ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৮। যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৯। যে দেশে দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভা বিধি ৩ ক্ষীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
- ১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ক্ষীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষার স্থানী। গবর্ণমেণ্টের দেশাণ্ড্রগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।
- ১১। নিষেধ রহিত করিবার কথা।
- ১২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোল বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোল দেশে যাওয়া এ গবর্ণমেণ্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৩। জাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কাগজ প্রত্নত করা যায়, তাহার বাণ্যাত না হইবার কথা।

যাৱা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করি-
বার কথা।

১৫। এজেন্টমিগের পারিভ্রমিকের কথা।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের
বিধি।

১৬। দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

১৭। দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্তব্য
কর্মের কথা।

১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরি-
দর্শনকাগজের প্রবিধি ও রুগ্না দিবার কথা।

৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক শিঘ্রক বিধি।

২০। মজুরসংগ্রাহক দিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষ-
কের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২২। অনুমতিপত্র বহু কাল বলবৎ থাকিবে তাহার
কথা।

২৩। অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৪। কোমর স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর
বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫। ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার
করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ
দেশান্তরগামিদের রক্ষকে দিবার কথা।

২৬। মজুরসংগ্রাহক যে শর্তে কর্তারপত্র করিতে
অস্বীকার হয়, তাহাকে তাহার বর্ণমাণ্ড
দিবার কথা।

২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্তৃক থাকিবার স্থান
দিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিষ্ট্রী করিবার ও দেশান্তর
গমনের কর্তারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রেজিষ্ট্রী করণকর্তৃ-
পক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৯। কর্তারপত্র করিবার কথা।

যাৱা।

৩০। যে ব্যক্তিত্ব ত্রিদেশগমনের জন্য তাহাদের
রেজিষ্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপ-
স্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্ট্রী
করণের কথা।

৩২। সমস্ত স্ত্রীলোকের বেলা রেজিষ্ট্রী করিতে
অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ
লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। কর্তারপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার নাকী
হইবার কথা।

৩৬। কর্তারপত্রে বাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন খণ্ড লইয়া বাহা করিতে
হইবে তাহার কথা।

৩৮। কর্তারপত্রে প্রস্তুত করণের গীর কথা।

৩৯। যোল বৎস বৃত্তিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তার-
পত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সন্তান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে কর্তার-
পত্র করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের আঁজা বিধিক বিধি।

৪১। তাহাজে উঠিবার বন্দরে আঁজা স্থাপন করি-
বার কথা।

৪২। আঁজার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা
পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে
হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা
লাভের কথা।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে আঁজার লইয়া বাইবার ও
পরিদর্শনে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তি-
কে হাসানতর না করিবার কথা।

যায়া

- ৪৭। দেশান্তরগামিকে আত্মার লইয়া বাইবার কথা।
- ৪৮। আত্মার পঁছড়িলে ৭২বার দিতে হইবার কথা।
- ৪৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।
- ৫০। রক্তকের কোমর স্থলে দেশান্তরগামির কিট্রিয়া বাইবার খরচদিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।
- ৫১। গোমারের ও আত্মার ৭৫৫ দিবার কথা।
- ৫২। পরিদর্শনা কোমর মজুরের ৩টি কুবাংহার হইলে তাহাকে ক্ষতিপূর্ণ দিবার কথা।
- ৫৩। দেশান্তরগামি ব্যক্তির 'মমিত যে খরচ পড়ে' রক্তকের তাহা দিয়া আত্মার কট্রিয়া লইতে পারিবার কথা।

২ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মার বিবরণবিধি।

- ৫৪। দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মার কাণ্ডামের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।
- ৫৫। অনুমতিপত্র পাঠিবার আদিবার কথা।
- ৫৬। আত্মার পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।
- ৫৭। দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মাকে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।
- ৫৮। ঐ আত্মাকে স্থানান্তরিত বিধির কথা।
- ৫৯। আত্মার ক্রমা, কাণ্ড, জ্বালা, কাঁটা ও জলের কথা।
- ৬০। চিকিৎসক, ডাক্তার, ঔষধ ও অন্যান্য সাবজেক্টের কথা।
- ৬১। পূর্জ দুই ধারা প্রবল করণ সহজে দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাঁহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৬২। দেশান্তরগামীদের আত্মার কাণ্ডামের নিয়ন্ত্রণ দিবার কথা।

যায়া

১০ অধ্যায়।

আত্মাকে উঠিবার ও যাঁহা করিবার কথা।

- ৬৩। পঁছড়িলে তাহাঃ উঠিবার সময়ের কথা।
 - ৬৪। যে সময়ে মজুরদের আত্মার ভারতবর্ষ হইতে যাঁহা করিতে পারে তাহাঃ কথা।
 - ৬৫। দেশান্তরগামী মজুর আত্মাকে উঠিতে অস্বীকার করিলে বাধ্যগতীয় কথা।
 - ৬৬। মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও ভাড়াপত্র দিবার কথা।
 - ৬৭। আত্মার রক্তকে নির্ঘণ্টের দুই প্রত্যয় দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৬৮। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একচেত্রে অধ্যক্ষের দুই প্রত্যয় দিবার ও তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৬৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।
 - ৭০। অধ্যক্ষকে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় একচেত্রে দেশান্তরগমনের কারণপত্র দিবার কথা।
 - ৭১। দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একচেত্রে সঠিকিকোটের কথা।
 - ৭২। আটম এবং বিধি আত্মাকে রাখিবার কথা।
 - ৭৩। যে প্রত্যেক মজুর আত্মাকে উঠে তাহার কীর কথা।
 - ৭৪। তাহার আত্মাকে আইন ও বিধি পালিত হয়, তাহাদের ইচ্ছা দেখিতে হইবার কথা।
 - ৭৫। মজুরকে ছাড়িয়া ফিরাইয়া দিবার কথা।
- কলিকাতা হইতে যে সকল আত্মার বার ভৎসনহেতু বিশেষ বিধান।
- ৭৬। কলিকাতা হইতে গেলে আত্মাকে উঠিবার সময়াবধি চিকিৎসা বক্তার মধ্যে আত্মার পুলিশি কথা।
 - ৭৭। কলিকাতা হইতে গেলে সমস্ত পর্য্যন্ত আত্মার টানিয়া লইয়া বাইবার কথা।
 - ৭৮। কলিকাতা হইতে যে আত্মার ছাড়িয়া বার সেই আত্মাকে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

ধারা।

৭২। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে মায়াইয়া দিতে পারিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

বিবি।

৮০। মস্তিস্যভাষিক্ত জীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৮১। গাণ্ডুলখ ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিবি।

৮২। বে-আইনী মজুরসংগ্রহ করিবার কথা।

৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিস্ট্রী করা হয় নাই মজুরসংগ্রহক তাহাদিগকে আফসার লইয়া গেলেন তাহার কথা।

৮৪। প্রত্যাহারপূর্বক এসনীর কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররোক্ত দিলে তাহার কথা।

৮৫। গবর্ণমেন্টের ক্ষাতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিখ্যাত বানঃ করিলে তাহার কথা।

৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৭। বন্দাক প্রত্যাহারবিধি কোন কাণ্ড করিলে তাহার কথা।

৮৮। জাহাজের আদেশ গালম্ভ না করিয়া জাহাজ প্রত্যাহার যাইবার কথা।

৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘট ও ছাড়পত্র সংগ্রহীত বিধানমতে কাছ না বসিলে তাহার কথা।

৯০। নির্ঘটে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম দেখা না থাকে জাহাজে যুলিয়া যাওয়ার পর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯১। অধ্যক্ষ নির্ঘটে দেশ জাহাজে অমাত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯২। কলিকাতা জাজিয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আত্মীয় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আফসারহইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

ধারা।

৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠালে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৬। অভিযোগ উপস্থাপ্ত করিবার কথা।

৯৭। পলায়নের অভিযোগ করিলে, অভিযানের কথা।

৯৮। এই আইনের কার্যপক্ষে কর্তৃকর্তব্য কার্যাবলীর নের জাহাজনি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

৯৯। এই আইনের কার্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মাজিস্ট্রেটনিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১০০। কর্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেটের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

১০১। এই আইনের কার্যপক্ষে যে যাত্রার মজুরগণ যতকাল লাগিলে তাহা নিরূপণ করিতে মস্তিস্যভাষিক্ত জীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০২। এই সেকশনেটে ও ড্রিকটরস্‌তী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের বাইবার কথা।

১০৩। ব্রিটিশ বন্দক হইতে পরানী ও গুলফাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৪। ভারতবর্ষের পরানী বন্দক হইতে পরানী উপ-নিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্যাবলী হইয়াছে, তাৎপরি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৫। মজুরপারবর্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কাম করিবার করারপত্রকমে ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তির প্রলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যে দেশে যাওয়া আইনগত তাহার নাই।

দ্বিতীয়।—মজুরগণ গ্রাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।

তৃতীয়।—এই আইনমত যাত্রার প্রত্যাহার ৬৬ কাল লাগিলে।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন কংগ্রেস আইন ।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই যেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ অধ্যায় ।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন "দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বত্র বর্জিবে ।

২ ধারা । এতদ্বারা কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিকোন কথা প্রযোজ্য হইবে তাহার নির্ণয় এই আইন না বাচিবার কথা ।

৩ ধারা । বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হুজুরি অনা আইন ।

৪ ধারা । যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে সেই তারিখ অবধি ভিন্নদেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ফ্রেট পেটনমেন্ট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে ।

৫ ধারা । এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে প্রণীত করা আইনমত কার্যাদি নবরক্ষণের কথা ।

৬ ধারা । বিমর ১৭ পূর্বাংশের কথা দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকাশ না হইলে, এই আইন—

(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পণ্ডিত করিবার চুক্তিরূপে ভারতবর্ষের মীমার ব্যক্তির সিংহন দ্বীপ বা ফ্রেট পেটনমেন্ট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, " ভিন্নদেশ বা দেশান্তরে যাওয়া " ও " ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন " শব্দে জ্ঞাত সেই গমন বুঝাইবে ।

কিন্তু যখন যেরূপ চাকর উন্নীত কর্তার সঙ্গে যার, সে উপরিলিখিত লক্ষণের সঙ্গীতসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না ।

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের সঙ্গীতসারে ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন কর বা দেশান্তর গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে যাঁহার রেজিস্ট্রারী হইয়াছে, " দেশান্তর বা ভিন্নদেশগামী " শব্দে জ্ঞাত সেই গমন বুঝাইবে ।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যার, " পোষা " শব্দে জ্ঞাত সেই গমন বুঝাইবে ।

(৪) যে কোন জীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের কর্তব্যপত্র লাই ;

(৫) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে প্রাপ্ত কোন কর্তব্যপত্র করা হয় নাই ; ও

(৬) যে কোন মজুর বা অক্ষম বা অসুস্থ বা বন্ধ ।

(৭) " মাজিস্ট্রেট " শব্দে রাজধানী নগরে কোন-প্রেন্সিপ্যাল মাজিস্ট্রেট ও অন্য কোন জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে মাজিস্ট্রেটের বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত মাজিস্ট্রেটের কার্য করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ।

(৮) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে মাজিস্ট্রেটের বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত রেজিস্ট্রারী করণের কর্তব্যপত্র কর্তব্য করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, " রেজিস্ট্রারী করণের কর্তব্যপত্র " শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৯) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি আমার অনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা প্রেরণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে জ্ঞাত সেই ব্যক্তি বুঝাইবে ।

(১০) মজুর বা সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকানি নিযুক্ত হয়, " জাহাজ " শব্দে জ্ঞাত সেই জাহাজ বুঝাইবে ।

(১১) যে জাহাজের কাপ্তান জাহাজে এই আইনমত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত জন, " দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ " বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে ।

(১২) অভিক্রান্তি বা হাববর মাস্টার ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যক্ষতা বা কর্তৃত্বাধীনে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, " কাপ্তান " বা " অধ্যক্ষ " বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

২ অধ্যায় ।

যে বন্দর হইতে যে দেশে গমন করা আইন সিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ বিধি ।

৭ ধারা । (১) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই আইনসিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ হইবে ।

গেজেটে প্রকাশিত প্রকাশ করিয়া অন্য যে বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে । এতদ্বিত্ত কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না ।

(২) এই ধারামতে যে কোন আশ্রমপত্র প্রচার করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে কোন সময়ে একরূপ আশ্রমপত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর-হটতে দেশান্তরে যাওয়া আইন নিষিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সনিয়ে রাজকীয় গেজেটে আশ্রমপত্র দিয়া এই আইনের কাহা পক্ষে সেই বন্দরে লোকী সন্নিধান করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম ডফসীলের নির্দিষ্ট নীতিতে গমন করা দেশে, ও এই আইনমতে যে আইনসিদ্ধ ভাষা করা দেশে গমন করা আশ্রমপত্র হইবে বিনীত মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব ইতিয়া গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করণপূর্বক সময়েই নির্দেশ করেন। সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এই ধারামতে আশ্রমপত্রে যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকারী ভারতবর্ষীয় লোকদের ভাষায় বাসকালে সুরক্ষার নিমিত্ত যে আইন ও অন্য যে বিধান-যথা-যোগ্য আদায় করেন, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট এমত আইন প্রবর্তিত করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবকে ঐ আইনসিদ্ধরূপে প্রকাশ করা সিদ্ধ হইবে।

৭ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমন নিষেধ কর-
বে কোন দেশে গমন
নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভা
ভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল
সাহেবের সমস্ত কথা।
যে পশ্চাৎলিখিত কোন হেতু
কাজে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত
গবর্নর জেনরল সাহেব এই-
রূপ বিধান কার্য্যের কারণ
কেনিলে, তিনি ইতিয়া গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ
করিয়া, এই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট বিধানাবলি সেই
স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ করিতে
পারবেন; এবং সমুদায় এই বিধানাবলি উক্ত স্থানে
আইনসিদ্ধ থাকিবে।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু
এই,—

(ক) যে দেশে প্রায় সামান্য রোগ কিম্বা ম্যালেরিয়া
ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাপক রোগের প্রভাব
হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হটতে যে দেশে বাহ্যিক গরি তাক-
দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পতিতবাসী
কি ভাষায় যতদূর থাকে ততদূর তাহাদের
সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাইবার
পূর্বে তাহাদের সাহিত্য যে চুক্তি করা হয়, উক্ত
দেশের গবর্নমেন্ট তাহা নিরাসিতরূপে প্রবল
করেন না; এবং

(৩) মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব
সাক্ষাৎসমক্ষে অথবা তাহাদের পক্ষে
মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব
যে স্থানে এই দেশগামী মজুরদের যতদূর
ও তাহাদের প্রতি দেশে বাসকারী হয় তদ্বি-
শেষ পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে
পত্র লিখিয়া সুকিযুক্ত সময়েই যথোপযথ
করণ প্রাপ্ত হইবে।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ
সেই দেশে যোগ্য লোক রোগ
কিম্বা ম্যালেরিয়া মারাত্মক অন্য
ব্যাপক রোগের প্রভাব হই-
য়াছে, এবং সেই দেশে দেশ-
ান্তরগামীদের মধ্যে হইতে মিলে
ভাষায় উপযুক্ত কইবাসী
ভাষাদের জীবন সম্বন্ধে উক-
তর আশঙ্কা আছে, স্থানীয়
গবর্নমেন্ট রূপ বিধান কার্য্যের কারণ দাখিল, রাজকীয়
গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাভিত্তিক
জিহুত গবর্নর সাহেবকে বিজ্ঞাপন করিবার অগোচর
এই গবর্নমেন্টের আশ্রমপত্রের কোন বন্দর হইতে
এই দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ বাধ্য প্রকাশ করিতে পার-
বেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই ধারামতে আশ্রমপত্র
প্রকাশ করণের কথা তাহার সুকিযুক্ত মন্ত্রিসভাভিত্তিক
জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট আবেদন বি-
গোষ্ঠিত করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইতিয়া গেজেটে
বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত
আশ্রমপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাভিত্তিক জিহুত
গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্বে
নিষেধ রহিত করিবার
হুত ধারার কোন ধারামতে
কোন দেশে গমন নিষেধ
আশ্রমপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি
ইতিয়া গেজেটে আশ্রম-
পত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট বি-
ধানাবলি পুনঃ সেই দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে বিনীত
প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাভিত্তিক
জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের
আশ্রমপত্রের সমস্ত কথা
যে দেশে গমন করা
নিষেধ কোন দেশে গ-
হইতে এই গবর্নমেন্টের নি-
ষেধ করিতে পারিবার
কথা।
অনুমতি গ্রহণপূর্বক রাজকীয়
গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ
করিয়া এই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট
ভাষায় অথবা ভারতবর্ষীয় সকল
ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ
শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে আশ্রমপত্র
আশ্রমপত্রের কোন বন্দর বা
নিষেধ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে
নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা
যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এইরূপ অনুমতি, গ্রহণপূর্বক
এরপে তাহা পতিতবাসী বা রহিত করিতে পারিবেন।

୧୦. ସାହା । ପୂର୍ବୀ ଚାନ୍ଦି ସାହା : ୧୫ ଜାମିନ ମତ୍ର ଏକାଂଶ
 କରି ଗୋଲେ, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ବେ ସେ
 ନୋମ ତ୍ରାସ କରା ଯିବ କି ଅଗ-
 ରାଧ ହର କି ସୋକଦ୍ୱୟାଦି ଓ
 କାର୍ଯ୍ୟେ ଅଧିକାର ହର ଯାହାର
 କେ ମ ଦେଲକ୍ଷ୍ୟା ହେବେ ନା ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ମେଳାସୁର ଶ୍ରବଣମାସୀମ ଏଠାରେ ଦିହା ।

১৪. ২৫। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইন-
সিদ্ধ হয়। সেই দেশের
গবর্ণমেন্টে যে কোন ব্যক্তি
চাইতে চিহ্নদেখে যাওয়া যায়,
বৈধ হয়।

କାର୍ଯ୍ୟ କରା । ମେଢ଼ ବନ୍ଦରେ ମେଢ଼ାସ୍ତ୍ରଗନ୍ଧରୁ ଗନ୍ଧା-
ବିନ୍ୟ ଏଣ୍ଡୋଟେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣାର୍ଥେ କୌଣ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ନିୟୁକ୍ତ
କରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ରମେ ଯେ କେମିତି ବା କେମିତି ନିୟୁକ୍ତ କରୁନ
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପେ ବା ଅପମତ କରିବେ ମାରିବେନ

(২) রাজকীয় গেজেটে জাপান জুজয়ে স্থানীয় পৰ্য-
মেষ্ট্রি মিয়োগেনের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই
স্বাধীনতা কোন নিয়োগ ফলপ্ৰসূত হইবে না।

১৫ হারী। দেশান্তরগমনসম্পর্কিত এজেন্টেরা জির
এজেন্টদের পারিষ- দেশে যত মজুর ধারণ
করেন তাহাদের সংখ্যানুসারে
পারিশ্রমিক পাইবেন না ও
তদনুসারে তাহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না
কিন্তু অবশ্যরিত বেতন ভাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

কিন্তু যন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনারেল সাহেব
সময়ের নৈমিত্তিক কংগ্রেস নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্প-
র্কীয় বিশেষ এক্সেপ্টিগকে বিচরণ বা দিবার আজ্ঞা
করিবে পারিবেন।

४ अध्याय ।

দেশান্তরগামিনের ত্র্যক্ষক ও পদ্বিদর্শনার্থ চিকিৎসক
সংকল্প লিখি।

১৬ ধারা। (১) স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আপনাতর নাম-
লাদীন দেশের যে কোন বন্দর
কর্তৃত্ব দেশান্তরে যাওয়া আইন-
সিদ্ধ, সেই বন্দরের নিমিত্ত
সমরোই কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তর পার্শ্বের রক্ষক
নিয়ুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) বহুবিধতাধিষ্ঠিত জীবিত গদ্যের ক্ষেত্রল সাহেব
ঐক্যে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রককের ক্ষমতা যে
স্থানে বর্তিবে, তাহা সময়েই নিদেপ করিয়া দিতে
পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিনের যে রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট বিমুক্ত করেন সেই স্বর্ণমেষ্ট তাঁগকে তিরুৎকাণ
কি তিরুকাইল নির্দিষ্ট অবসর কর্তৃক পারিবে।

(৪) দেশাতুরগামিদের প্রত্যেক রক্ত উরিভাষীর
মণ্ডলিনর আহনের বর্মাণুযাচী রাজ্যের কার্যকার
বলিতা গণ্য হইবে।

১৭ বার:। দেশান্তরগাঁ-দেয় এতৎক রক্ষকের প্রতি
 দেশান্তরগাঁবাদের রক্ষ- এই আইন-তে বা এই আইন
 কের সাধারণ কর্তব্য অনুসারে প্রাপ্ত বিধিমনকে
 কর্তব্য কৰণ। বিশেষ ঘেত বন্দী অধিত হর,
 তত্ত্বাত্ত-কনি,

(ক) দেশীভূতগণি সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষণ করিবেন
ও পদোন্নতি দিরা তাহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনপাঠে প্রদত্ত বিধির সকল বিধানানুসারে যতদূর গাঠনিক কল্প মাবন করা-
ইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরে প্রত্যেক জন, কোন আর্থিক মন্ব-
নিসংকে করিয়া থাকিবে তাহ বন্দরে পরিচি: তিনি
সেই আর্থিকের পরিচরন করিবেন।

(খ) যক্ষুরেরা যে মেশে গিয়াছিল সেও মেশে তাহা দেহ কন্ম করণকালে শুষ্কভাবে পী.ম. রক্তময় তাকালের প্রতি যন্ত্রণা আচর্য বাহ্যিক স্বভাবাছিল এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তথ্য-সংগ্রহের বিশেষাটী কপিবেল।

(ঙ) দেশাধুর কইটে আশংক্য হৈ বাজিনিগকে
তিনি যুক্তিনতে মত দূর পা.নে, ওত প্রমাণা করি-
নে ও শত্রুদর্শি যেন।

৮ খণ্ড। (১) হানৌর গবর্নরেটে ৫০ বন্দর হুইচে
 পরিচালনাধীন চিকিৎসা-
 নক নিযুক্ত করণের
 কথা।
 উক্ত নক নিযুক্ত করিতে এ.২
 উদ্দেশ্যে অগিয়া বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) দেশাভ্যুত্তরামিনের পরিদর্শন-পার্থ প্রভেদে
চিকিৎসক ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকি কংগ্রেসে যোগ
দায়িত্ব কার্যকরক বলিয়া গণ্য হইবে ।

১৯ খারা। এই আইনযতে কিবা এই আইন অনু-
সারে প্রণীত বিধিতে দেশ-
স্বত্বাধিনের রক্ষার ও পরি-
রক্ষার্থে চিকিৎসকের যে পরি-
মর্শন ও পরীক্ষা ও শয্যাবেকার
করিতে হইবে তাহারা ক

সামান্য দায়িত্বভার করে, বহু জাতি-মণ্ডল-
সুগমনসম্পর্কীয় এতোটো একে-টো এবং অজ্ঞার কর্ম-
চালাইবার ভারপ্রাপ্ত প্রাচীন ব্যক্তি ও আত্মীয়-
প্রাণের কর্মচারী, এবং দেশোত্তরণ-ব্যক্তিগণের
লইয়া বাইবার আর্হাজের অধিকতা ভারপ্রাপ্ত এতো-ক
ব্যক্তি ও সেই সকল আহাজের কর্মচারীগণ ই শাসন-
নানি করিবার সর্বপ্রকার সুবিধা কার্যাদেবন, ও তাঁরা
যুক্তিযুক্ত যে সকল বিষয়ে সম্মান জানিতে চাহেন তা
তৎক্ষণাৎ কে জ্ঞাত করবেন।

৫ অধ্যায়।

মজুরসংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০ ধারা। (১) যে২ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া

মজুরসংগ্রাহকমণ্ডল
দেশান্তরগামীদের রক্ষা
কর অনুমতিপত্র দিবার
কথা।

আইনসিদ্ধ। তদুপ কাম বন্দরে
যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষা
নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে
যাওয়া আইনসিদ্ধ গেট দেশের
দেশান্তর গমনসম্পর্কীয়

কর্তার আদেশ। যেতে যে স্থানে আপনাদের কদমতা থাকে
সেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আনয়ন
করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার
অনুমতিপত্র দিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না
থাকিলে, সেই ব্যক্তি

(ক) কাটারত সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-
সূচক কোন করারপত্র করবেন না বা করিবার উদ্যোগ
করবেন না, কিংবা

(খ) হেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ
কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি দিবে
না কিংবা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিংবা

(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে
না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

২১ ধারা। মজুরসংগ্রাহকে এই অধ্যায়মতে যে

অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা
এই আইনের দ্বিতীয় তক-
মালের পাঠে লেখা যাউতে

পারিবে, এবং উচ্চাতে যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের
মধ্যে পত্রখারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইবেন
তাঁহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

২২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে

অনুমতিপত্র যত কাল
বলবৎ থাকিবে তাহার
কথা।

তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ
অবধি তাহা এক বৎসরের
অধিক প্রবল থাকিবে না।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষা এই অধ্যায়মতে যে
কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেট
অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্বেই
অসমীচর হেতু তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন

আইনসিদ্ধ সেই বন্দরের বহি-

অনুমতিপত্রের কোড-
সংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের

কোড স্বাক্ষর না পাইলে, তথাপি কোন ব্যক্তির সঙ্গে
ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে
না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিংবা ভিন্নদেশগম-
নার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি
দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিংবা প্ররতি দিবার বা
সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিংবা প্রকার-
ান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে না বা নিযুক্ত
থাকিবে না।

(২) কোন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যেকোন অনু-
মতান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে
দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন
কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত,
তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড স্বাক্ষর
করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৩) এই মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনসম্পর্কীয়
দেশান্তরগামী যে মজুরমণ্ডল সংগ্রহ করে, রেজিষ্ট্রারী
করিবার বা জাহাজ চড়িবার সময়ই আঁকার লইয়া
যাইবার পূর্বে উপযুক্ত জাহাজের কমা প্রচুর
ও যথার্থোপায় থাকিবার স্থানের বিধান করা যার
মাত্র বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত
মাজিস্ট্রেট পূর্বোক্তরূপ অনুমতান লইয়া ইহা
জবোদমতে আনিবে, যত কাল তিনি সূচিগত জ্ঞান
করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের
অনুমতিপত্রে কোড স্বাক্ষর করিতে কিংবা এই অনুমতি-
পত্রে কোড স্বাক্ষর করিবেন কি না ইহা স্থির করিতে
অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড
স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা বিলম্ব করিবার পূর্বে
মাজিস্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল

কোন স্থানে যাকি-
ষ্ট্রেটের কোড স্বাক্ষর
বাতিল করিতে পারিবার
কথা।

তাহার চরিত্রহেতু কি অন্য
কারণে সে এই আইনমত
মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত
নৌক মর, কিংবা তৎসংগত
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় দেশান্তর-
গামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা
যার তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে
পারে না, কোন মাজিস্ট্রেট অনুমতিপত্রে কোড স্বাক্ষর
করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-
প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনাদের অনুমতিপত্র আনিয়া দেখা-
ইতে আজ্ঞা দিয়া অপর কোড স্বাক্ষর বাতিল করিতে
পারিবেন, অথবা এই অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল
করিবার জন্যে এই পত্রদ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

২৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের

অনুমতিপত্রে কোড স্বাক্ষর
করিলে কিংবা করিতে না চাহিলে
কিংবা আপনাদের কোড স্বাক্ষর
বাতিল করিলে, দেশান্তরগামী-
দের যে রক্ষক এই অনুমতিপত্র
দেন তাঁহার নিকট তিনি
অগোণে রিপোর্ট লিখিয়া

কোড স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার
করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা, ও
অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ লিখিবেন।

২৬ ধারা। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কিত যে একে-

মজুরসংগ্রাহক যে
পাঠে করায়ত্ত করিতে
ক্ষমতাপন্ন হন, তাহাকে
ভাণ্ডার বর্ণনাগত বিচার
করা।

স্টেট প্রার্থনামতে যে মজুর সং-
গ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া
যায়, সেই একজনে সেই মজু-
র সংগ্রাহককে আগমনাৎ আকর্ষিত
ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
কেন্দ্রস্থাপক যুক্ত দেখা বা

ছাপা একখান বর্ণনাগত দিবে। ভিন্নদেশগামী
হইতে যাহাদের অভিপ্রায় থাকে, তাহাদের সহিত ঐ
মজুরসংগ্রাহক উক্ত একজনের পক্ষে যে পাঠে করায়-
ত্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ বর্ণনাগত্রে তাহা
দেখা থাকিবে।

(২) ঐ বর্ণনাগত ইচ্ছারূপী ভাষার ও মজুর সংগ্রা-
হকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বসে সেই স্থানের এক
বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুরসংগ্রাহক যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্ত-
রগমনার্থ আশ্বাস করেন তাহাকে ঐ বর্ণনাগত্রে যথার্থ
প্রতিলিপি দিবে ও কোন মাজিস্ট্রেটের বা পোলীস
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞাক্রমে, তাহার অব-
গতি নিষিদ্ধ ঐ বর্ণনাগত্রে উল্লিখিত করিবে।

২৭ ধারা। (১) একজন মজুরসংগ্রাহক দেশান্তর-
গমনেচ্ছু কিম্বা দেশান্তরগামী
যে মজুরদিগকে সংগ্রহ
করেন, তাহাদিগকে রেজিস্ট্রারী
করিবার পূর্বে, কিম্বা তাহাদের

চর্চাবার বন্দরে লইয়া যাইবার পূর্বে, উপযুক্ত জায়গার
প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থান নিশ্চয়।

(২) যে বাসী প্রত্যাভিত উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া
যায়, তাহাও কোন সুশ্রাবণ স্থানে একখান তক্তা লা-
গান থাকিবে, ঐ বাসী প্রত্যাভি যে জন ব্যবহৃত হয়,
উহাকে তাহা দেখা থাকিবে।

(৩) একজন জিলার মাজিস্ট্রেট বাহকের এবং এই
আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে প্রাপ্তমর্মে ক্ষত, প্রাপ্ত কোন
অন্য মাজিস্ট্রেট বা পোলীসের কর্মচারী এই ধারায়তে
যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গার তক্তা,
বধান ও সুবিধাম নিষিদ্ধ তাহাকে চর্চাবার বন্দরে
আজ্ঞা সম্বন্ধে এই আইনসমূহে দেশান্তরগামীদের রক্ষ-
কের যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইবে।

(৪) মজুর মজুরসংগ্রাহক বা উক্ত স্থানের ভার-
প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিকে প্রাপ্তমর্মে উক্তরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত
একজন মাজিস্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্মচারীকে
উদ্বার হইয়া পরিদর্শন করিবার সমাজ্যকার সুবিধা
করিয়া দিবে।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিস্ট্রারী করিবার ও দেশা-
ন্তরগমনের করায়ত্ত সম্পাদন করিবার কথা।

২৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে সামান্যতঃ

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃ-
পক্ষ নিযুক্ত করিতে পারি-
বার কথা।

বাণেশোপনক্ষে কোন ব্যক্তিকে
কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই আইন-
মতে রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃ-
পক্ষের কর্ম করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবে, কিন্তু

তাহাকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে রাখি-

যানীয় গবর্ণমেন্ট সাহেবের নী পদোপলক্ষে প্রাপ্তমর্মে
অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্যকার-
কের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিবে।

২৯ ধারা। দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির সহিত যে
কোন করায়ত্ত করা যাইতে
করায়ত্ত করিবার কথা। (ক) যে কোন মজুর হইতে
দেশান্তরগমনে একটি নির্দিষ্ট
সেই বন্দরের সীমার মধ্যে করা গেলে, রক্ষকের সাহায্য-
তাহাতে আকর করা যাইবে।

(খ) অন্যত্র করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃত্বাধীনে
সাহায্যে তাহাতে আকর করা যাইবে।

৩০ ধারা। কোন মজুরসংগ্রাহক ভিন্নদেশগমনার্থ
কোন ব্যক্তির সহিত করায়ত্ত
যে ব্যক্তির ভিন্নদেশ-
গমনেচ্ছু তাহা নিশ্চয়।
ইহা করণের কর্তৃত্বাধীনে
মজুরে উপস্থিত হই-
বার কথা।

ভিন্নদেশগমনার্থে এবং
স্থলবিশেষে, ভিন্নদেশগামীদের
রক্ষকের মজুরে উপ-
স্থিত হইবে।

৩১ ধারা। (১) তাহা হইলে রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃত্বাধীনে
বা রক্ষক ঐ ব্যক্তিকে মজুর-
সংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া
তাহাকে অভিপ্রায় করায়ত্ত
কথা ভিজ্ঞাপ্য করিবে; এবং

ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ করায়ত্ত করিতে সক্ষম ও সম্মত ও
তাহার মন্থ বুলি, ও বল হইবে, ও অন্যত্র প্রত্যাহা
রূপ, অথবা বর্ণনা বা জাতি প্রভৃতি তাহা করায়ত্ত করিতে
প্রতি কয়েক মাইল ও ঐ করায়ত্ত শর্তগুলি আইন-
সম্মত ও ২৯ ধারায়তে মজুরসংগ্রাহককে যে বর্ণনাগত
দেওয়া যাইতে পারে তাহা নিশ্চয় করিতে ক্ষমতা
পন্ন ঐ শর্তগুলি স্বেচ্ছা; এবং "সুউচ্চতম" ৩০ ধারার
বিধান মাজিস্ট্রেট কর্তৃক বা রক্ষক মাজিস্ট্রেটের
ক্রিয়াকর্মণের ক্ষমতা মাজিস্ট্রেট কর্তৃক এবং অপর
নিষিদ্ধ যে যে পোলীসে নিযুক্ত কোন মজুর প্রাপ্তমর্মে
যে বর্তী রাখিতে হয় সেই বর্তীতে দেশান্তরগামীরা
সে পৃথক ঐ এই কথা, তাহার পিতার নাম, বাবা,
বাহার, এবং ও মাজিস্ট্রেটের বাহকের নাম এবং
মাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে দেশান্তরগামীদের
পালনমতে প্রণীত বিধিক্রমে দেশান্তরগামীরা ও পোলীস
পোয়া থাকিলে সেই পোয়ার কর্মচারী অন্যত্র
যে বাহ্যিক বিবরণ নিশ্চয় করেন তাহা রেজিস্ট্রারী
করিবে।

৩২ ধারা। (১) পূর্বাগতীয় প্রকারান্তরের কথা
পালনে যিনি রেজিস্ট্রারী ক-
রের কর্তৃত্বাধীনে কিম্বা রক্ষক
সাহেবের সাহায্যে পালন হয়, কোন
মজুর জৌর স্থানী ঐ জৌকে
দেশান্তরে যাইতে অনুমতি দেয়

মাই, তবে তিনি ঐ জৌকে রেজিস্ট্রারী করিতে অধিকার
করিতে পারবেন।

(২) রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন জীলোককে সম্বন্ধে বলিয়া বিবরণ করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিস্ট্রী করিবেম কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষা বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে

৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রথমে পুনোধ্য উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীরা গাঙ্গে যাইতে চায়, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীরা পোষা ও সে উক্ত দেশান্তরগামীরা সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষা তার বা ইচ্ছার অন্তিম সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষার নাম রেজিস্ট্রী হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেজর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহককে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনাতঃসাক্ষাতে তেজর করারপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং তাহার তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপন স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের এই পত্র-সম্পাদনের সাক্ষী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ যাবৎ রেজিস্ট্রী করা না হয়, ও এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষাৎকৃত না হয়, তাহা দেশান্তরগমনেচ্ছু করারপত্র বলবৎ হইবে না।

৩) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর সংক্রান্ত ও তাহার কোন পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিস্ট্রী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষাৎকৃত হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইনমতে রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে জান করা যাইবে।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা যাই, দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে

করারপত্রে যাহা দেখা যায় তাহা এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা যাই, দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে

তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীরা করণের তার, কাল ও শর্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত প্রত্যেক বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যেই বিষয় মন্ত্রিসভাভিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন, সেই বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

৩৭ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষাৎকৃত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-চুক্তিপত্রের বিবরণ ও বেতনের মিকট প্রেরণ মিমিত্ত নইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামীকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাহার নিকট রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবে।

৩৮ ধারা। মন্ত্রিসভাভিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিপূর্বে যেভাবে করারপত্র প্রস্তুত করণের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-সেই ফী দিবে।

কিন্তু মন্ত্রিসভাভিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে প্রত্যেক আপনপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭৩ ধারামতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

৩৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে তাহার প্রেরণের কথা থাকিলে, যে কোন স্থানে যাকার আনসিদ্ধ গেই স্থানে সমবার্ণ বোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধি মতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

৪০ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি বোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা আন্তর্ভাবক হইলে, এই শিশুকে আপনাব সঙ্গিত দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিয়া উহার নামে ও মপক্ষে এই আইনের বিধানমতে করার পত্র করিতে পারিবেন।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আভ্যন্তরীণ বিধি।

৪১ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-সেই রেজিস্ট্রী মিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরে তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আচ্ছাদিত স্থান করিবেন।

তিনি যে দেশান্তর একে-সেই দেশে যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিবার পূর্বে তাহার সেই আচ্ছাদিত থাকিবে, এবং এই আচ্ছাদিত থাকিবার সময়ে তাহার সকলের আত্মরক্ষা অথবা উহার যোগাযোগ হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামীদের রক্ষক এবং
আজ্ঞার অনুমতিপত্র
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকপূর্বধারায়ভোগ্যপিত্র
সিবার কথা।

আজ্ঞা দেখিয়া তাহা ভাল না
বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুম-
তিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার
নিষিদ্ধ এই আজ্ঞা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে
ভুলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের
নিষিদ্ধ দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আজ্ঞার নিষিদ্ধ এই ধারামত অনুমতিপত্র
দেওয়া যায় তাহা অস্বাভাবিক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে
প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্ম কোন প্রকারে অনুপযুক্ত
হইয়াছে জান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ
নোটিশ পাঠলে পর এই আইনের বা এই আদেশমতে
প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক
যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে
পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের যত্নরক্ষক রক্ষক এবং
রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসকের স্থানীয়
দপ্তরের কথা।

দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক সে- বন্দরের রক্ষক ও
চিকিৎসক ভল. সেই বন্দরের
উক্ত সকল আজ্ঞাতে দেশান্তর-
গামী ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহাদের সময়ে
ও সপ্তাহের মধ্যে অনুরূপ একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি
করিবেন। এবং আজ্ঞার ওপর লিখিত আছে যে
দেশান্তরগামীরা যে প্রকারের আড়ো ও তাহাদের যেকোন
আহার ও বস্ত্র দেওয়া যায় ও প্রকারান্তরে তাহাদের
যেকোন প্রয়োজন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই
বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

৪৪ ধারা। আজ্ঞা যে কার্যের নিষিদ্ধ করা গেল

পরিদর্শনার্থ চিকিৎস-
কের যে রিপোর্ট করিতে
হইবে তাহার কথা।

সেই কার্যের উপযুক্ত নহে
কিম্বা তদ্ব্যতীত যে দেশান্তর
গামীরা আছে তাহাদের প্রতি
অনুরোধ বা আত্মচরিত্র হইয়া
থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন রক্তাক্ত দ্বারা ইহা
জানিতে পাইলে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকটে
তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকট লোকদের রোগ

দেশান্তরগামী রোগ
হইলে তাহার চিকিৎসা-
কার কথা।

জগাইবার আশঙ্কা থাকে কোন
দেশান্তরগামী ব্যক্তির এমন
কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার ক্রমে তাহাকে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হোমো-
প্যাথিতে পাঠিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত
হোমোপ্যাথিতে তাহাকে লইয়া যাইবার ও চিকিৎসা করিবার
খরচ বলিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষক কোন খরচ

করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা
ছয় টাকা হিসাবে তখন সমস্ত দেশান্তরগামীদের রক্ষক
এই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের দ্বারা আদায়
করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে আজ্ঞার লটরা যাইবার ও
পাঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনে যুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন

বলিয়া এই আইনমতে রেজি-
স্ট্রী করা না গেলে, কোন
মজুরসংগ্রাহক তাহাকে কোন
আজ্ঞার লইয়া যাইবে না বা
লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে
না, কিম্বা তাহাকে কোন আজ্ঞার বাইতে প্রবৃত্তি দিবে
না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না; কিম্বা যে বাজিট্রেট
এ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে জোড় থাকর করেন
তাহাকে সেই বাজিট্রেটের বিচারার্থী স্থান ভাগ করিতে
প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা
তাহাকে কোন আজ্ঞার বাইতে বা উক্ত রূপ স্থান ভাগ
করিতে সাহায্য করিবে না।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তিকে এই
আইনমতে রেজিষ্ট্রী করা
দেশান্তরগামীকে আ-
জ্ঞা এই যাইবার
গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
যে এজেন্টের প্রার্থনাক্রমে মজু-
র সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দে-
ওয়া যায় সেই এজেন্ট তাহাকে উদ্ভিবার বন্দরে যে
অংশ স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই আজ্ঞার তাহাকে
সুবিধানতে ত্বরান্বিত মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাহাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি
লইয়া যাইবেন।

(২) তাহাকে চিকিৎসা বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে
কোন দেশান্তরগামীকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞার
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আপনি সনদ পথ যাইবেন, কিম্বা বাজিট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত
ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি আজ্ঞা পর্যন্ত যাইতে নিষিদ্ধ হই-
য়াছে, বাজিট্রেট সাংগে এই মন্তব্য সার্টিফিকেটে স্বাক্ষ-
করিয়া এই নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবে।

(৪) এই মজুরসংগ্রাহক বা উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি
সমস্ত পথ উক্ত দেশান্তরগামীদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর
আহার ও থাকিবার স্থান দিবে।

৪৮ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি আজ্ঞার পাঁছ-
লিলেই, এই আজ্ঞার অধ্যক্ষ
আজ্ঞার পাঁছিলে
সংবাদ দিতে হইবার
কথা।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট
কোন মিকট তাহার পাঁছিবার
সংবাদ দিবে। এবং সেই
এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সংবাদ দিবে।

৪৯ ধারা। (১) দেশান্তরগামী ব্যক্তি আজ্ঞার পাঁছ-
লিলেই, এই আজ্ঞার অধ্যক্ষ
আজ্ঞার পাঁছিলে
সংবাদ দিতে হইবার
কথা।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট
কোন মিকট তাহার পাঁছিবার
সংবাদ দিবে। এবং সেই
এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সংবাদ দিবে।

৪৯ ধারা। (১) মজুরসংক্রান্তক রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের বা রক্ষকের স্থানে কর্তৃপক্ষের যে খণ্ড পান, তাহা সেই দেশান্তরগামী ব্যক্তির আত্মীয়পরিবারের দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগমনের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসককে সুবিধামত প্রদান দেখাইবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের যাহার নাম থাকে উক্ত প্রত্যেক দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদ্যে যাইবার কাঁচা করিয়াছে তাহার বয়স ও আত্মীয় অবস্থা বিবেচনায় সে সেই দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না ইহা নিয়ম করিবার নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক তাহার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ইহা জ্ঞেয় হইলে তাহা হইলে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টকে সেই মজুর সর্টিফিকেট দিবেন। এই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত তাহার একমাত্র জ্ঞেয় না অধিক, তিনি দেশান্তরগমনের রক্ষককে এই মজুর সর্টিফিকেট দিবেন।

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থানে, অর্থাৎ,

রক্ষকের কোন স্থানে দেশান্তরগামী কিম্বা যাইবার খরচ দিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।

অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গামিনের রক্ষক বিবেচনা করেন যে এই মজুর অন্যায়রূপে আপনাকে উক্ত যাত্রার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করে নাই; কিম্বা

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুরসংক্রান্তক এই দেশান্তরগামী ব্যক্তির সংক্রান্তক তাহার প্রতি ব্যবহারে একজন অনিয়ম করিয়াছে তাহা হইলে তাহার দেশান্তরগমনের কর্তৃপক্ষ রহিত করা উচিত; কিম্বা

(গ) যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট এই দেশান্তরগামী ব্যক্তির সহিত যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমুদায়ের কার্য করিতে অস্বীকার করেন;

তবে উক্ত রক্ষক যত টাকা যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণরূপে জ্ঞান করেন তাহা এই মজুরকে দিবার নিমিত্ত এই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আত্মা করিতে পারিবেন; এবং আত্মা চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত স্থানে এই মজুরকে রেজিস্ট্রী করা, গণনা থাকিলে, সেই স্থানে কিম্বা যাইতে যাইবার যুক্তিযুক্ত ও টাকা আত্মা করিতে সেই টাকা দিবার আত্মা করিতে ও উক্ত স্থানে এই মজুরকে চালান করিবার নিমিত্ত আর যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

(২) আত্মা চড়িবার বন্দরের নীম্ন বহির্ভূত স্থানে যে দেশান্তরগামীর রেজিস্ট্রী করিয়াছে, দেশান্তরগামিনের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যত তাহার স্বীয়ের অবস্থা বিবেচনায় সে যে স্থানে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল, অধিক সেই স্থানে কিম্বা যাইবার অনুপযুক্ত বোধ হইলে, যাবৎ এই পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক একমাত্র কিম্বা যাইবার উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট না করেন,

তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচকাহাণীতে উক্তির বন্দরের আত্মা এই মজুর যাইতে, থাকিতে ও পরিত্যক্ত হইবার এবং চিকিৎসক ইহা নিয়ম করিয়া হইবে।

৫১ ধারা। কোম দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে আত্মা পোষা করিতে আত্মা চড়িবার বন্দরের নীম্ন বহির্ভূত স্থানে রেজিস্ট্রী করা গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্বে ধারায় কোন আত্মা করা গেলে, তাহার পোষা বলিয়া আত্মা রেজিস্ট্রী করা গিয়াছে একজন কোম দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিম্বা পোষা না করিলেও যে এই দেশান্তরগামী ব্যক্তির পিতা মাতা দ্বারা পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী অভিভাবক অবস্থায় রাখিত হয় একজন কোম দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

(৩) এই মজুরের যে স্থানে রেজিস্ট্রী হয় তাহার সহিত সেই স্থানে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচ কাহাণীতে পাঠান হয় একজন দায়ী করিতে পারিবে; এবং

(৪) এই দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ হইলে, যাবৎ সে গমন করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচ এই আত্মা থাকিবে, যাইতে ও পরিত্যক্ত হইবার দায়ী করিতে পারিবে।

(২) এই দেশান্তরগামী ব্যক্তিসম্বন্ধে রক্ষক পূর্বে ধারা-যত যে কোন আত্মা করেন তাহাতে এই ধারায়ও খরচ ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। যদি মজুর হয় যে আত্মা আদিবার সময়ের পঞ্চিমধ্যে দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির প্রতি আত্মা করিতে পারিবার কথা।

কিম্বা আত্মা চড়িবার বন্দরের নীম্ন বহির্ভূত স্থানে কোন দেশান্তরগামিকে রেজিস্ট্রী করা গেলে, ৪৭ ধারার বিধানমতে কাহা হয় নাই, তবে দেশান্তরগামিনের রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি

(১) এই মজুরকে ক্ষতিপূরণরূপে যুক্তমত টাকা দিবার আত্মা করিতে পারিবেন; এবং

(২) ৪৭ ধারার বিধানমতে কাহা না হইয়াছে দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিম্ন রক্ষক কর্তৃক কিম্বা ইহার আত্মা যত কোন খরচ করা গেলে, একজন যে খরচ করা যায়, তাহা রক্ষক দিবার আত্মা করিতে পারিবেন।

৫৩ ধারা। (১) রক্ষক পূর্বে তিন ধারার কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যাবৎ কোন টাকা দিবার নিমিত্ত যে খরচ পক্ষে, রক্ষকের তাহা দিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।

(২) রক্ষক কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে যে টাকা দেন, এবং পূর্বে ধারায় তাহা দিবার আত্মা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট

বিশেষণী পর্দাস্ত সেই আত্মসম্মতি টীকা দা দেওয়াতে রক্ষক এই ধারারূপে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিশ্রুততার লিখিত যে টীকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টীকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর সাতকরা চার টীকা হিসাবে সূচসম্মত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি এই টীকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চক্ষণ যতপর্দাস্ত সেই আত্মসম্মতি কার্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমার কোন আদালতে ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্য বিবরণ বিধি।

৫৪ ধারা। কোন আহার্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই আহার্যে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

৫৫ ধারা। (১) কোন আহার্যের কাগজ বা স্থানীয় সেই অনুমতিপত্র পাইবার আদায়ের কথা। দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র পাইতে চাহিলে, সেই অনুমতিপত্র পাইবার আদায় লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবে।

(২) স্থানীয় স্বত্বীয় এই অধ্যায়ের বিধিতে প্রার্থন এই আহার্যে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে পারিবে বলিয়া স্থান করেন তাহা এবং এই আহার্যে যত বোঝাই করে এবং মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে রূপান্তর এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন তাহা এই আদায়পত্রে লিখিতে হইবে।

৫৬ ধারা। (১) আহার্য সম্বন্ধে যাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী মজুরদের থাকিবার কি প্রকারের কতকগুলি আছে ও আহার্যে বাহুল্যমানের সঙ্গার আছে কি না ও তাহাতে অভিজ্ঞত জলবায়ুর উপযোগী রসায়নী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহাদিগের প্রতিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামী মের রক্ষক কাগজের বা স্থানীয় খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা এই আহার্যের পরীক্ষা করাইবে।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন যে এই আহার্য এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্তরূপে সজ্জা ও কর্মচারী আছে, তবে আহার্যে যত জল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া এই আহার্যের অধ্যক্ষকে সর্বোত্তম কাগজকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবে।

৫৭ ধারা। (১) (ক) আহার্যে দুই তৃতীয়াংশের বাকী দ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের অনুমোদনাদীনে উপরে তৃতীয়াংশের কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহারার্থ সর্বোত্তমের দুই তৃতীয়াংশ উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা যাইবে।

(খ) ইন্সপেক্টর জেনারেল একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা যাইবে; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে বেল্লার বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাকিতা বা অবিকিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

(২) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে বেল্লার বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাকিতা বা অবিকিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

পূর্বধা যত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবে না।

(২) এই ধারা (ক) প্রকরণে উপর তৃতীয়াংশের বাকী দ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের অনুমোদনাদীনে উপরে তৃতীয়াংশের কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহারার্থ সর্বোত্তমের দুই তৃতীয়াংশ উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা যাইবে।

৫৮ ধারা। পূর্ব ধারা (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক আহার্যে এই আহার্যে স্থানীয় সেই স্থানে প্রত্যেক জন মজুরের দ্বারা দেশান্তরগামীদের নিমিত্ত অনুমতি ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু মসলসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে আহার্যে উপস্থিত সেই বন্দর হইতে আহার্যের জল, কাপড়, আলানীকাঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়ে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে প্রকারের সুব্যাপি নির্দিষ্ট থাকে, এই সুব্যাপি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই প্রকারের হইবে।

এবং তৃতীয়াংশ ও অন্য স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আহার্যাদির নিমিত্ত যে প্রকার আহার্যে লওয়া যাইতে পারে ও তদন্তিত্ত উক্ত দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্যের জল, কাপড়, আলানীকাঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়ে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে প্রকারের সুব্যাপি নির্দিষ্ট থাকে, এই সুব্যাপি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই প্রকারের হইবে।

৬০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা আহার্যে উপস্থিত সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্যে হাড়ি ও অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা সময়ে উল্লিখিত প্রত্যেক আহার্যে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবে; এবং মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে বেল্লার নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তত্ত্বপন কন্ঠাউত্তর, দোভারী ও চাকর ও তত্ত্বপন পরিদর্শকের ও প্রকার তত্ত্বপন ও অন্য সামগ্রী থাকিবে।

পূর্ব দুই ধারা প্রথম
অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত
দ্বিতীয় অধ্যায়ের
অধীনে চিত্রিতকর্তার
কর্তব্য জ্ঞাপন করা।

৬১ ধারা। পূর্ব দুই ধারার
সমুদয় বিধানমতে কার্য্য করা
হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
ও দেশান্তরগামীদের পরি-
দর্শনার্থ চিত্রিতকর্তার অধীন ইহা
দেখিতে হইবে।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতি-
প্রাপ্ত প্রত্যেক জন কাগজান
দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
আদেশ হইলে ও আদেশে
দেশান্তরগামী কোন মজুরের
উত্তীর্ণ পূর্ব, স্থানীয়

গবর্ণমেন্টের সম্মুখে যে পাঠ নিবেদন করেন সেই
পাঠে এরূপকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত নিবেদনপ্রাপ্ত স্বাক্ষর
করিতে হবে, তাহাতে এই প্রতিশ্রুতি করিবেন যে এই আই-
নের বা এই আইনমতে প্রদত্ত বিধির আদেশমতে তিনি
ও আদেশের কানী কর্ম না করিলে তাঁহার দশ
সহস্র টাকা দণ্ড দিবে।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের
গবর্ণমেন্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট এই
নিবেদনপ্রাপ্তের এক প্রত্ন, (কিন্তু ভিন্নদেশের উপনিবেশ
হইলে এই উপনিবেশস্থ ত্রিটিব কঙ্গু লার এজেন্টের নিকট
এক প্রত্ন) ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রত্ন প্রে-
রন করিবেন।

১০ অধ্যায়

আদেশে উত্তীর্ণ ও যাত্রা করিবার কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না
পাইলে, কোন দেশান্তরগামী
মজুর আত্মীয় পরিচিতি
তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন
গত না হয় তাৎক্ষণিক উত্তীর্ণ না।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন
বন্দর হইলে দেশান্তরগামী
মজুরদের কোন কাগজ
(ক) মাস্তুলভাষিত জীবন্ত
গবর্ণর জেনরেল সাহেব সম্মুখে
এই আইনমতে প্রদত্ত বিধি-
ক্রমে কাল মধ্যে সাধাণতঃ দেশান্তরগামী মজুর
দের আদেশের কথা উক্ত কাগজে যে প্রেরণ করা হয় সেই
প্রেরণ আদেশের উত্তীর্ণ অস্ত্রান্তর পাশ্চাত্য নিকট
কোন দেশে যাত্রা না হইতে সজ্ঞা বলিয়া নির্দেশ করেন
সেই কাল হইতে এই দেশে যাত্রা করিবে না।

(২) মাস্তুলভাষিত জীবন্ত গবর্ণর জেনরেল সাহেব
সম্মুখে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নিয়ম দ্বারা যে কাল মধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরদের আদেশের যাত্রা করা নিষেধ
করেন, সেই কাল মধ্যে এই দেশে যাত্রা করিবে না।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশ-
ান্তরগামী কোন মজুরকে আদেশ
দে উত্তীর্ণ আদেশ করিলে যদি
সেই ব্যক্তি উপযুক্ত ভেতু না
থাকিলেও তাহাজে উত্তীর্ণ
অন্যকার বা উপেক্ষা করে, তবে-

এনপূর্বক এই মজুরকে তাহাজে উত্তীর্ণ আদেশ
নাহ; কিন্তু উক্তরূপ অন্যকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ
বা তৎসম্মুখে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনমতে
এই মজুরের যে দায় বর্ত্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে
তাঁহার বাধ্যত হইবে না।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা আদেশে
উত্তীর্ণ হইলে, দেশান্তর
মজুরদের নির্বচন ও
ছাড়পত্র দিবার কথা।
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট এ আদেশ
জের অধ্যক্ষকে এই ব্যক্তির
নির্বচনপ্রাপ্ত চারিপ্রত্ন দিবে; তদ্ব্যতীত তাহাদের নাম
ও বয়স ও ব্যবসায় ও তাহাদের পিতার নাম সাধাণতঃ
যথার্থরূপে দেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের আফ্রিক ও
রক্ষকের ফোড় আফ্রিক হাউপত্র কোন মজুরের নী
থাকিলে এবং এই ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও
পিতার নাম ও যে দেশে সে যাত্রা করিবার
সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে এই দেশে যাত্রা
করিবার মনোমুখ্য হইত অথবা আদেশ এই মন্তব্যের সঠি-
কর্ত্তে না থাকিলে, তাহাজের অধ্যক্ষ এই মজুরকে
আদেশে লইবে না।

(৩) দেশান্তরগামী প্রত্যেক মজুর আদেশে উত্তীর্ণ
এ ছাড়পত্র তাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা আদেশে উত্তীর্ণ
আদেশের অধ্যক্ষ তাহারিগকেও তাহারা যে ছাড়পত্র
দের তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নির্বচন-
প্রাপ্তের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। এই নির্বচনপ্রাপ্ত শুদ্ধ
দুইট হইলে ও ছাড়পত্রের ও আদেশপ্রাপ্ত মজুরদের
সংদেখিলে, তাহাজের অধ্যক্ষ এই নির্বচনের চারিপ্রত্ন
আফ্রিক করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট
আদেশ ছাড়পত্র দেয় নাই, কিম্বা তাহার নাম নির্বচনপ্রাপ্তে
নাই, অধ্যক্ষ তাহাকে আদেশে থাকিতে দিবে না।

৬৭ ধারা। (১) এই নির্বচনের সকল প্রত্ন আফ্রিক
হইলে পর তাহাজের অধ্যক্ষ
দেশান্তরগামীদের রক্ষকে দুই
প্রত্ন দিবে; তিনি তাহা পাস্ত্র-
শুদ্ধ কান করিলে তাহাতে
আফ্রিক করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে,
সে দেশের গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কার্য্যকারকের নিযুক্ত
করেন, মজুরদের আদেশ দ্বারা সেই কার্য্যকারকের নিকট
কিন্তু ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গু লার
এজেন্টের নিকট রক্ষক কাগজের আফ্রিক এক প্রত্ন
পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রত্ন আপনাতঃ আফ্রিক
সাধাণতঃ রাখিবেন।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত
উপায় আদ্যে অ
ইন ও বিধি পালিত হয়,
আদ্যের ইহা দেখিতে
হইবার কথা।

এ এই আইনমতে প্রণীত বিধি সমুদয় বিধান তাঁহার
আদ্যে পালিত হয়।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে যাইবার
করা করিয়াছে, সেই দেশে
মজুরকে ছাড়পত্র কি.
স্বীকার দিবার কথা।
পূর্বে কাগজ তাহার
ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবে।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎ-
সমক্ষে অবশ্য বিধান।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া
কলিকাতা বন্দর হইতে যায়,
কলিকাতা হইতে
গেল জাহাজে উঠিবার
কর্মচারী চিকিৎসা
কর্মচারীকে সুস্থিত
করা।
জাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে
দেশান্তরগামীদের প্রথম উঠি-
বার পর চিকিৎসা ঘণ্টার মধ্যে
গাউন্টেরিচ অর্থাৎ মুচী খাণ্ড
হস্তে জাহাজ সুস্থিত
যাইবে
না।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিবিলিট জাহাজ দেশান্তরগামী-
দিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর
হইতে যাত্রা করিলে, সেই
জাহাজ মুচী খাণ্ড হইতে
মজুর পদ্য এতদপে স্থানীয়
গার্মেন্টের নিম্নক কার্যাদিক
যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন একথা ন্যায়ী
জাহাজ দ্বারা টানরা লইয়া যাওয়া হইবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে
দেশান্তরগামী মজুরদিগকে
লইয়া যাত্রা করিলে নীচে
যাউণ্ডর সময়ে মুচী খাণ্ড। ও
কল্যাণি এট উভয়ের মধ্যে
যদি জাহাজে ছাঁক, স্থানীয়
ফিরে বা বসন্ত দেখা দেয়,
তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুর-
দের ডারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের
আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রকৃতপক্ষে এ পীড়ায়
আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষা বলিয়া
রেজিস্ট্রী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষা না
হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র
কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অবিভাবক বার্ষিকিত হয় ও তা-
হার সঙ্গে যোগে চাছে, তাহাদিগকে কল্যাণি হ্রীস্মা-
তালে পাঠাইবেন এবং ঐরূপে যতজন মজুরকে হ্রীস্মা-
তালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে
কলিকাতা দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানা-
ইবেন।

(২) এট ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে
আদ্যে দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের
সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদ্য করণের
প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান মত মজুর বর্জিতে পারে
বর্জিত।

(২) এট ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে
আদ্যে দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের
সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদ্য করণের
প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান মত মজুর বর্জিতে পারে
বর্জিত।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
মজুরদিগকে লইয়া যায়, যদি
সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে
ব্যাপক আকারে হলুটিয়া দেখা
দেয়, তবে মজুরদের ডারপ্রাপ্ত
চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয়
মজুরদিগকে কল্যাণি হ্রীস্মা-
তালে পাঠাইবার নির্দেশ জাহাজের
অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ
পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন
ইহার সম্ভার অবিলম্বে কলিকাতা মজুরদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা-
মিষ্টিত জীযুতগবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনমতে
সম্বন্ধে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি নির্দিষ্ট
প্রণালীমতে কার্য করিবেন।

(২) এ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ
পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন
ইহার সম্ভার অবিলম্বে কলিকাতা মজুরদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা-
মিষ্টিত জীযুতগবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনমতে
সম্বন্ধে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি নির্দিষ্ট
প্রণালীমতে কার্য করিবেন।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভামিষ্টিত
জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
সময়ে ৫৩ আইনের সম্বন্ধে
পঞ্চাঙ্গি বিধির বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) এট আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান
করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি,
এবং যে জেনার মাজিস্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্মচারীরা
এ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত
হইবেন, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিস্ট্রী রাখিতে হইবে,
ও তাহাতে যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ
নির্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা
এতদপে এই আইনমতে অন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত
হইলে, তিনি রেজিস্ট্রী করণের বর্ণনাক্রমে উপর
যে রূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যে রূপ কর্তৃত্ব করিতে
হইবে ও তাহাতে যে ২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে
তাহার কর্তৃত্ব লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ
করিবার বিধি;

(ঘ) যে ২ নিয়মে এই আইনমতে আদ্যাদ্যপনের
অনুমতিপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দেশ
করিবার বিধি, এবং আড্ডার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার
বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায়
থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা
সংক্রামক রোগ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে
হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্যপত্র দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে ২ পাঠ
যোগাইয়া দিবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের দ্বারা বা স্থানীয় আদ্য
জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনু-
মতিপত্র পাইবার আদ্য করা, তাহার যে ২ কথা
লিখিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(৬) দেশান্তরগামী পুরুষদের সংখ্যামুসারে যত জন জীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সামান্যতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা জীলোকদিগকে ও শিশু-দিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে আঁহাজে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আঁহাতীর ত্রব্য, আলানী কাঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পানি-মধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আঁহাতীর ত্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্তু দিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার আঁহাজে যে পৌড়িত ও দুর্বল ব্যক্তির থাকে, তাহাদের শুষ্কতার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পৌণ্ডর, ষোঁঠাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আঁহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই আঁহাজে যে প্রকারের যত ও যে গুণের শুষ্কাদি ত্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি;

(ট) আঁহাজে মজুরদের গমনকালে সেই আঁহাজে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিষ্কৃততার বিধি ও প্রকার ভল হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষা করিয়া, মৌকা, বালু ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঠ) উক্তমাধ্য অন্তরীণের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আটকানিদ্ধ হয়, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে ওথায় দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজ বা বিশেষ প্রকারের প্রকরণ আঁহাজ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সামাইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি;

(ঢ) আঁহাজে যাইতে ২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পানিমধ্যে কোন বাসক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজে দেশান্তরগামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণমণ্ডিত ও চিকিৎসক পৌড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা মরে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণমণ্ডিত যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের ওস্তাদীনে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য ও কমতা নির্দ্ধারণ করিবার বিধি;

(ত) এই আইনমতে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ২ যে কাণ্ডকার-কাজকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের কমতা ও কর্তব্য নির্দ্ধারণ ও নিয়মন করিবার বিধি; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্দ্ধিততা, মজল ও রক্ষা অন্য যাহা কর্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি।

কিন্তু এই ধারার (হ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ

হলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার আঁহাজে সামান্যতঃ যে পরিমাণ জীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও এই আঁহাজে ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার যে কমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই কমতামুসারে কার্য করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আটম প্রচলিত না হইলে, বলবৎ হইবে না।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিলভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেন-রাল সাহেব পূর্ক ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্কে প্রজ্ঞাপিত বিধিবারা যে ব্যক্তির সম্পত্তি হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাহার নিবেচনার যাহা উক্তব্য বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাঠলেখ প্রকাশ করিবেন।

(২) এই পাঠলেখের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যেতারিখে বা যে তারিখের পর পাঠলেখ বিবেচনা করা যাইবে, এই বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দ্ধিত থাকবে।

(৩) এই নির্দ্ধিতে তারিখের পূর্কে পাঠলেখসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিলভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরাল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) পূর্ক ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইতিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইতিয়া গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই এই বিধি লিখিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিধান-মতে প্রণালী অবলম্বন না করিয়া

(ক) যদি ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আঁহাজ করিবার কোন করারপত্র করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানভাগ করিতে প্ররুতি দেয় বা প্ররুতি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকরূপ কাণ্ড করে বা নিযুক্ত থাকে; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুররূপ রেজিষ্ট্রী করা হইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুররূপ তাহাকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে পর এবং আঁহাজ উঠিবার বন্দরস্থ আঁহাজ তাহার যাত্রা করিবার পূর্কে আঁহাজে কোন স্থানে কিম্বা, মজুর-সংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

(২) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক কিরিত্ত অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্মচারী ওরারকে বিদ্যাভাষাকে ধরিতে পারিবেন।

৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

যে মজুরদিগকে রেজিষ্টারী করা হয় নাই মজুরসংগ্রাহক ভাষা-গকে আচ্ছাদন লইয়া গেলেন তাহার কথা।

(ক) দেশান্তর গমনের ক্ষেত্রে মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া রেজিষ্টারী হইবার পূর্বে যদি তাহাকে কোন আচ্ছাদন লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে বাড়ি-টোটে এই মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার এলাকা ছাড়িয়া যাঁতে তাহাকে প্ররতি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা এরূপ এলাকা ছাড়িয়া যাঁতে বা কোন আচ্ছাদন যাইতে তাহাকে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে আচ্ছাদন করে, তাহাকে যদি ১৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র পাঠ্য হইতে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে কর্তব্যবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাকে আচ্ছাদন চাড়বার বন্দরের ব্যক্তিরে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে যদি আচ্ছাদন লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহার্য্য দ্রব্য না দেয় বা প্রকারান্তরে তাহার প্রতি ক্রুবাবহার করে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি দাসক দ্রব্য দ্বারা কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রতারণা দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র করিতে বা দেশান্তর গমনার্থে কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্ররতি দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় মণ্ড হইবে।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে কমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মজুর জুটাইবার কার্যে আপনাতর বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত পোলীসকে কোন লিখিত আচ্ছাদন দিলে কিম্বা গবর্ণমেন্টের জন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সেই মজুরদের সহিত কর্তারপত্র হইবে এরূপ বিদ্যা উক্তি করিলে, তাহার চরমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় মণ্ড হইবে।

৮৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির যে বিধান খাটে সে তাহা পালন না করিলে কোন আচ্ছাদনের অধ্যক্ষ জামিনা শুনিয়া যদি তাহাকে আপন আচ্ছাদন লয়,

(খ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া জামিনা শুনিয়া যদি আপন আচ্ছাদন কোন দেশান্তরগামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাতর অনুমতিপত্রে বর্ণনাম লেখা থাকে যদি তত মনের অতিরিক্ত কোন মজুরকে জামিনা শুনিয়া আপনাতর আচ্ছাদন লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা এরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় মণ্ড হইবে; এবং এই আচ্ছাদন, উহার রসারগী, সজ্জা ও সরঞ্জাম প্রভৃতি মাদারানীর সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আদালতে এই আচ্ছাদনের অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষ প্রতারণা দ্বারা তাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রতারণা-কোন কার্য করিলে পূর্বেক এরূপ কোন কার্য বা তাহার কথা। বিষয় করেন বা করিতে দেন বাহাতে এই অনুমতিপত্র যে জাহাজাদি সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজাদির পরিবর্তিত্ত অবস্থার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাহার পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

এবং তিনি ৬৩ ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া নিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাহার মাঝে মোকদ্দমাত উপস্থিত করা যাঁতে পারিবে।

৮৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আচ্ছাদন আইনের আদেশ পা- লওয়া যাইয়া হয়, সেই আচ্ছাদন লন না করিয়া আচ্ছাদন সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার পুনিয়া যাইবার কথা। কোন বিধান পালিত হইয়া না থাকিলে যদি এই আচ্ছাদনের অধ্যক্ষ উক্ত আচ্ছাদন বাহিরে খুলিয়া লইয়া যান বা যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাহার চারি হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৯ ধারা। কোন আচ্ছাদনের অধ্যক্ষ আপনাতর আচ্ছাদন অধ্যক্ষ আচ্ছাদন দেশান্তরগামী মজুর-নির্ঘণ্ট ও ছাড়পত্র লয়- নিগদে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিধানমতে কার্য ৬১, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশ-না করিলে তাহার কথা। মতে কার্য না করিলে, এরূপে যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী মজুরকে আচ্ছাদন লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এই অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯০ ধারা। কোন আচ্ছাদনের অধ্যক্ষ আপনাতর আচ্ছাদন পুনিয়া ৬৬ ধারার নিমিত্ত নির্ঘণ্টে যাইবার নাম লেখা নাই বা এই ধারার আদেশমতে ছাড়পত্র যে পার নাই এরূপ কোন দেশান্তরগামী মজুরকে আচ্ছাদন লইলে, এরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন মজুরের নিমিত্ত তাহার দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

২১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে

অন্যক নিষিদ্ধ দেশে গমন করিতে বা দেশান্তর-
গামী যজুরকে আত্মা উঠাইয়া
দিত্রাচেন, জাহাজের অধ্যক্ষ
সেই দেশে ভিন্ন অন্য দেশে
এ যজুরকে আত্মা উঠাইয়া দিলে, যদি বাহুর প্রবলতা বা
অনিবার্য দুর্ভটনা বশতঃ প্রকৃত ন্যায়ান না হইয়া থাকে
কিন্তু ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে প্রকৃত ন্যায়ান না হইয়া
থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক যজুরের নিষিদ্ধ জাহাজের
অধ্যক্ষের দুই লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস
পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

২২ ধারা। দেশান্তরগামী যজুরসিগকে লইয়া পাঠান-
বিলিটে কোম জাহাজ কলি-
কসিকাভা হাফিয়া
বাইবার বিধান না
বানিলে জাহাজ কথা।

(ক) ৭৬ ধারার নিষিদ্ধ
সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া যুটীখোলা হইতে
চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তমত হেতু না থাকিলে ৭৭ ধারার উল্লি-
খিত বাণ্যের জাহাজ ঘাটী নানাস্থ না লইয়া
যুটীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন জাহাজ চালান
বা যাইতে দেন,

তবে জাহাজ এক জাহাজ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

২৩ ধারা। (১) কোম দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি
আজ্ঞায় পঞ্জিহীন বা শুরুর
দেশান্তরগামী যজুর
পলাইলে বা আজ্ঞায়
বাইতে অস্বীকার করিলে
জাহাজ কথা।

কিন্তু জাহাজ সহিত কর্তারপত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী
করিতে ও আজ্ঞার লইয়া যাইতে যে খরচ পড়ে সেই পরি-
মাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সে-
দণ্ড হইবে এবং এই অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে
এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা যজুর-
সংগ্রাহক এই ধরত করেন, এই ধারার বিধানমতে যত্ন-
দণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্বাহকারী মাজিস্ট্রেটের
বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা
যজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

২৪ ধারা। কোম দেশান্তরগামী যজুর যদি

(ক) আজ্ঞা হইতে পলায়ন
কিন্তু
(খ) দেশান্তরগমনসম্প-
র্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে
যুক্তমত কারণ বিনা জাহাজে
উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে জাহাজ এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পর্যাপ্ত
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা জাহাজ সহিত কর্তারপত্র
করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী করতে ও আজ্ঞার লইয়া
যাইতে ও সেখানে জাহাজ ভরণোপবন করিতে যত
টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়
দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা যজুর-
সংগ্রাহক এই ধরত করেন, এই ধারার বিধানমতে যে
অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্বাহকারী
মাজিস্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
এজেন্টকে বা যজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে
পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৮ জানুয়ারি।]

২৫ ধারা। ১৩ ধারার বিধান লক্ষ্যন করিয়া

কোম ব্যক্তি কোম দেশান্তর-
গামী যজুরকে জাহাজে উঠা-
ইয়া দিলে কিম্বা কোম জাহা-
জের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া
উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যজুর
যজুর জাহাজে উঠে জাহাজের প্রত্যেক অঙ্গের সমিস্ত্র এই
ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুই লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

২৬ ধারা। (১) ৮১ অবধি ৯২ ধারা পর্যন্ত ধারামতে
অভিযোগ উপস্থিত
করিবার কথা।

(ক) ৮৩ অবধি ৯২ পর্যন্ত ধারামতে অভিযোগ দেশান্তর-
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামীদের রক্ষক বা
তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোম কর্মচারী দ্বারা
উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামতে অভিযোগ কোম মাজিস্ট্রেট বা রেজি-
স্ট্রী কর্তৃক উপস্থাপন করা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দ-
বহু দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা জাহাজের
কর্তার অনুমতিক্রমে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামতে অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা
যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামতে অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক
দ্বারা কিম্বা তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

২৭ ধারা। ২৩ ও ২৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্ন-
লিখিতদের অভিযোগ লিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট
হইলে, প্রতিবাদ করা। উত্তর হইবে, কথা,

(ক) ২৩ ধারামতে অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
যজুর সংগ্রাহক বা তদর্পে স্থানীয় কোম ব্যক্তি অভিযুক্ত
ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তদর্পে অন্য দেশান্তরগামীদের
প্রতি কুব্যবহার, প্রতারণা বা প্রতারণা করিবারে;

(খ) ২৪ ধারামতে অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
আজ্ঞার থাকিবার বা ভাঙার যাইবার সময়ে পথিমধ্যে
দেশান্তরগামী যজুরের প্রতি কুব্যবহার বা আত্মসাৎ করা
হইয়াছে।

২৮ ধারা। জাহাজে মালচুরি নিবারণার্থ সাধু-
এই আইনের কার্য-
পক্ষে কয়েকের কার্যকার-
কদের আত্মসমীক্ষালাপ
করিতে ও আটক করিয়া
রাখিতে পারিবার কথা।

১৩ অধ্যায়।
অতিরিক্ত বিধি।

২৯ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই মামোয়েল-
বা পদোপলক্ষে যে কোম
ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানীয়
মধ্যে এই আইনমতে মাজিস্ট্রে-
টের কার্য করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবে।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করার-পত্র করা যায় তদুৎপন্ন কোন কর্তব্য কর্ম কিম্বা এট আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির নিষিদ্ধ কোন কর্তব্য কর্ম করেন নাই বলিয়া দেশান্তর-গমনসম্পর্কীয় কোন এজেন্টের নামে অভিযোগ হইতে পারিলে দেশান্তরগামীদের তফক উচিত বোধ করিলে এই কর্ম না করায় ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার নিমিত্ত এই মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২ ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন এই আইনের কার্য-দেশে গমন যতকালে আটলান্টিক মহাসাগরে যাত্রা করিতে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ করিতে যত্ন ন-আমেরিকান জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের ক্ষমতা থাকে।

যেই বন্দর হইতে সেই দেশে যাইতে পাইলবিলাইট ফাঁড়ির ও বাম্পীর জাহাজের সম্ভাবিত যতকাল এই আইনের কার্যপক্ষে লাগিবে বলিয়া ধরা যাইবে, যত্নসভা-মিষ্টি জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে একান্তরিত্তিরে নিয়ন্ত্রিত না হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের নিষিদ্ধ বন্দর সকল হইতে ত্রৈ তফসীলের লিখিত দেশ যাইতে পারিল-বিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ত্রৈ তফসীলের নিষিদ্ধ কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) যত্নসভামিষ্টি জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ট্রেট সেট-লমেন্টে গমন বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে বহুইতে পারিবেন।

ট্রেট সেটলমেন্টে ও ভিক্টোরিয়া কোল-বাঙ্গা মজুরদের বাইবার কথা।

(২) যত্নসভামিষ্টি জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া হস্তান্তর প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, ট্রেট সেটলমেন্টের সাহিত্যিক প্রকৃত দেশীয় সমস্ত বা কোন স্থান উক্ত সেটলমেন্টে মজুরদের গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্য পক্ষে উক্ত সেট-লমেন্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে ২ দেশান্তর জাহাজের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম করিবার কার্যপত্রক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যার সে এই আইনের মর্মানুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ জানুয়ারি]

১০৩ ধারা। (ক) এট্রিটেন ও আর্লও সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের জি জি মতী মহারাণীর সহিত করানীদের সন্মতিতে যে সন্ধিপত্র ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে প্যারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে করানী উপনিবেশে; এবং

(খ) এট্রিটেন ও আর্লও সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের জি জি মতী মহারাণীর সহিত নেদারল্যান্ডের রাজ্যের যে সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওয়ান্ডার গারেনা নামক নেদারল্যান্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের প্রতি এই আইনের নিয়মানুসারে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অঙ্গীকার হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যানুষ্ঠান ভারতবর্ষীয় করানী বন্দর হইতে করানী উপ-নিবেশে গমন যত্নে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যানুষ্ঠান হইতে তৎপ্রতি এই আইনবিরোধিতা করা যাইবে, তাহার সন্ধিত মজুর সম্পর্ক থাকে, তৎসমুদয় ভারতবর্ষীয় যে ব্যক্তির পক্ষে শর্তাঙ্ক উল্লিখিত যে সন্ধিপত্র এট্রিটেন ও আর্লও সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের জি জি মতী মহারাণী ও করানীদের সন্মতি এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার কার্যপত্র অনুসারে করানী বন্দর হইতে সমুদ্রপথে করানী উপনিবেশে যার, তাহার এই আইনের মর্মানুসারে দেশান্তরগাম হইলে, তাহারের প্রতি এই আইনের বিধান যত্নে বর্জিত, তাহারের সমুদ্রে সেটরূপে বর্জিত।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধানের অঙ্গীকার হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংগল খাঁপ বা ট্রেট সেটলমেন্টে মজুরদের কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার কার্যপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির অন্তর্গত যাহারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে।

সিংগল খাঁপ বা ট্রেট সেটলমেন্টে মজুরদের কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার কার্যপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির অন্তর্গত যাহারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু (১) কোন স্থানে চাকর আদায় কর্তার সঙ্গে পো-ল- (খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে করানী উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার কার্যপত্রক্রমে ভারতবর্ষের কোন করানীবন্দর হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি যার, তৎপ্রতি ভারতবর্ষীয় যাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্জিত নাই।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্গত যাহার ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে প্ররতি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তি ১২ মাসের অন্তর্গত কারাবাসে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

বঙ্গবাস, ১৮৮৪ সাল, ৮ আশ্বিন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাঠলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট লিখিত সিনেট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পল্লিত জল যোগাইবার বিধান করণ আইনের পাঠলিপি।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরি-
ষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান
করা বাধ্যবাধক। অতএব নিম্ন-

লিখিত বিধান করা হইতেছে।—

উপক্রমিকা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৮৪ সালের কলিকাতার
শাখানগরের জল যোগাইবার
আইন” নামে খ্যাত হইতে
পারিবে।

আর এই আইন প্রযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের
অনুমোদন লভিত যে তারিখ
আইনের আশ্রয়।
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
হয় সেই তারিখের পর
যাঁদের অবধিক কালের
মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে তারিখ
নির্দেশ করেন, সেই
তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

২ ধারা। এই আইনের উদ্দেশ্য যে আইনের
উদ্দেশ্য আছে, তাহা উদ্দেশ্যের
বেআইন হইতে হইল
তাহার কথা।
তৃতীয় ধারে যত দূর নির্দিষ্ট
হইল, তত দূর এতদ্বারা বহিত
করা যেন।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার কিম্বা পূর্বাগত কথা
অবহারণের কথা।
যদি বিপরীত অর্থবোধ না
হইলে, এই আইনে,

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের কিম্বা বঙ্গ-
দেশের মুনিসিপালিটীর বিধান
“কমিশনারগণ”
করপার্শ্ব অন্য যে আইন ২২-
কালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিশেষভাবে যৎকালে
যাঁহারা কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপাল কমিশনার
নির্ভুক্ত বা মনোনীত হইয়া থাকেন, “কমিশনারগণ”
বলিতে তাঁহাদেরকে বুঝাইবে।

(২) “মুনিসিপালিটি” নামে উক্ত কমিশনারগণের
“মুনিসিপালিটি”
বিচারবিপক্ষাধীন স্থান বুঝা-
ইবে।

(৩) “ঘর” নামে কোন চান্দাঘর, নৌকান, গুদাম
“ঘর”
কোটাঘর ও চান্দা গণ্য।

(৪) “জমি” নামে (জমি ছাড়া) জমি হইতে উৎপন্ন
জল, মৃত্তিকাসংযুক্ত কোন
“জমি”
অবস্থা, কিম্বা মৃত্তিকাসংযুক্ত
অবস্থার সহিত চিরসংলগ্ন স্থান বুঝিতে হইবে।

(৫) “স্বামী” নামে এই
ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে জমিদ্বারা স্বামী নামের প্রয়োগ হয়,
প্রকার স্থানে বা প্রকারান্তরে যৎকালে যে প্রকার

ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কাছাধ্যক্ষ, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেন্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির উত্তী।

কিন্তু এই আইনে স্থামির প্রতি কোন কর্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কাছাধ্যক্ষ, এজেন্ট বা উত্তীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির কাছে ঐ কর্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম না করা প্রযুক্ত তাহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

(১) দুইমুখ গোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন "রাঙা" রাঙা, গম, চতুর্, প্রাঙ্গণ, গলি বা বজ্র দিয়া সাধারণের বাই-বার স্বত্ব থাকে, "রাঙা" নামে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশানরগণের মধ্যে দেয়াল কলিকাতার সমবায়িত স্থির কর, তদ্রূপ পরিমাণে ও সমাজের পরিষ্কৃত জল তদ্রূপ শর্ত ও নিয়মানুসারে যোগাইয়া দিবার কথা। উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটির জন্য পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন।

৫ ধারা। কমিশানরগণ মুনিসিপালিটির মধ্যে ঐ জল বিভাগের বিধান করিবেন এবং উক্ত মুনিসিপালিটির প্রধান কর্মকর্তা রাস্তায় পরিষ্কৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট

গড়নল ও যত পুষ্করিণী ও কল্যাণ কিম্বা অন্য যে কার্য করা আবশ্যিক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত কল থাকিলে মুনিসিপালিটির অধিবাসিগণ গৃহকার্যের নিমিত্ত বন্য মূল্যে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় ও তাঁহা কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যে কোন বড় রাস্তার কোনস্থান হইতে উক্ত কোন না কোন বন্য মূল্যে গজের অধিক দূর না হয়।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া গাড়ি কোন জন্তু বাহী গৃহকার্যনাথে কি গাড়ী বিক্রয় করিবার বা অন্য কার্যে তাহা দিবার জন্য তাহা রাখিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী ঘুটবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন বাবসম্পন্ন কি পারখানার কি কলের কিম্বা অন্য কার্যের নিমিত্ত কি বাগানে কি গলে ডিটাইয়া দিবার নিমিত্ত, কখনো অন্য একাধারে শৌচার্থী কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্যের জলসম্পাদ্যের মধ্যে মধ্য থাকিবে না।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্মের নিমিত্ত যত জলের ব্যবসায় নিমিত্ত জল প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কার্যের নিমিত্ত যত জল খরচ হইবার সম্ভাবনা মরণান্ত লিখিয়া এই কথা কমিশানরগণকে জানাইলে, তাহার জলপরিমাপক যন্ত্রদ্বারা সেই জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশানরগণ নিরূপিত সত্যতাড়া কোন সত্য অধিষ্ঠিত হইয়া খরচ ও রেটের করিয়া, যতবড় ও যে একাধারে বা প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই একাধারে ও বড় মূল্য দিয়া দিবেন কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য কার্য করিবেন।

৮ ধারা। ঘরের প্রকা ও ঘরের জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশানরগণকে যত গৃহকার্যনিমিত্ত গৃহ-টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি ঘর কিম্বা পরিমাণ জল তাঁহার আর খরচ বিনা পরিষ্কৃত পাইবার অধিকারের কথা। জলের—গ্যালন পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশানরগণ যে পরিমাণের নল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই নলদ্বারা গৃহকার্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বেকৃতমতে গৃহস্থের যত পরিষ্কৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাঁহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশানরগণের এমন জান করিবার কারণ থাকিলে, তাহার জ্ঞানবানের খরচে জলপরি-মাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ যন্ত্রসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোগা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বে-কৃতমতে প্রকার যত জল পরিষ্কৃত অধিকার থাকে, তাহার অন্তরিক যত জল খরচ করেন তাহার—গ্যালন প্রতি তাঁহার একই টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পশ্চাৎ ধারামতে কমিশানরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্যে তাঁহার খরচ লইবেন না।

যে ঘরের স্বত্বস্ব ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স দ্বারা হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

৯ ধারা। কমিশানরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচ-পাইখানায় কখনো কখনো যেখানে যেখানে পরিষ্কৃত জল যোগা করিয়া থাকে তাহা অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইরূপে পরিষ্কৃত জল অপরিষ্কৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে তাহা অপরিষ্কৃত জল দিতে হইবে, তাহার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশানরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্থামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

১১ ধারা। ইহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট জলের নলদি যত বড় দিলে, তাহার গৃহকার্যের হইবে তাহার কথা। গৃহ-নিমিত্তে মলত্যাগে যত জলের খরচ তাহা করিতে প্রয়োজন, কমিশানরগণের জলের নলের মধ্যে মলযোগ্য করাষ্টয়া ঘরে কি ভূমিতে তাহার ওত জল আনাষ্টবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশানরগণ ওত দিন তাহার জলসম্পাদ্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশানরগণের নলদ্বারা তাহার ঘরে জল আনাষ্টবার জন্যে যে নল যোগা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে মলপ্রভৃতি যে বহর সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

ক্রমাধিনির্মিত হইবে কিশানসরগণ তাঁহা স্থির ও অনু-
যোজন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জলচাকমে তাঁহা-
রই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনা ইহার

যদি জল আনা ইহার
ন্যাস্তি কিশানসরগণের
কার্য্যকারকের সম্ভাব-
ন্যস্তকরিতে হইবার কথা।
জল ও সাক্ষরপ্লাম থাকে, তাহা কর্তৃক কিশানসর-
গণের উদ্ভাবনে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যদি ঐ জল পাঠিতে চাহেন তিনি কিশানসরগণের
সঙ্গে মিলিত করিলে, সেই নিয়মামুসারে, কিম্বা কিশানসর-
গণ যত খরচ নিষ্কার্য্য করেন তদনুসারে, কিশানসরগণের
চাকরবরা ও কর্ম্মকারদেরা এই নলসংযোগ করাইয়া ও
তৎসংক্রান্ত অন্য কার্য্য ও সাক্ষরপ্লাম করাইয়া দিতে
পারিবেন।

ও সেই কার্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয়
কিশানসরগণ এই কর্ম্ম করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার
নির্দেশ করিবার আশ্রয় দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে ও
দাবীর ও খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে
পারিবে।

১৩ ধারা। পূর্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল
রাখিবার ঘরো প্রবেশ যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার
করিবার ক্ষমতার কথা।
নল ও অন্যান্য কল ও সাক্ষ-
সরপ্লাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারনে জল নষ্ট না হই,
কিম্বা তাহার অথবা বাহার না হই, ইহা দেখিবার
লইবার জন্যে, কিশানসরগণ যে কার্য্যকারকে নিযুক্ত
করেন, তিনি পূর্নাঙ্ক ৭ খণ্ডের ও অপরাঙ্ক ৫ খণ্ডের
মধ্যে কোন সময়ে এই ঘরে কি ভূমিতে যাওঁতে
পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ কার্য্য-
কারকে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাওয়ার অনুমতি না
দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বোক্তমতে তাঁহার সেই বিঘার
দেখিবার লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কিশানসরগণেরা
তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে
পারিবেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কোন কথাবার্ত্তা কোন অঙ্গুপূরে কি
ক্ৰী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপ-
নীয় নহীন হইয়া থাকে চারি বর্গা থাকিতে মোটীস ম
দিয়া একঘো তাহারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া
গেল না।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার

যে নল কি অন্য কল কি
নল বেধোয়ত হইলে
কিশানসরগণের জল বন্ধ
করিতে পারিবার কথা।
সাক্ষরপ্লাম থাকে কিশানসর-
গণের কোন কার্য্যকারক এতৎ-
পক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন
সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাক্ষরপ্লাম পরীক্ষা
করিয়া তাহা এত দূর বেধোয়ত হইয়াছে যে জল
রখাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কিশানসরগণ

চক্ষিণ বটোর অনুসর সময় থাকিতে মোটীস দেখিয়া
দিয়া এই ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।
এই করিয়া দেওয়ার খরচ এই ঘরের কি ভূমির প্রাচীর
স্থানে লটতে পারিবেন।

১৫ ধারা। পূর্বোক্ত জলের রেট যেই সময়ে দেওয়ার

যেই দিবারক্রটি হইলে
জল বন্ধ করিতে পারিবার
কথা।
চিহ্নিত, কোন ব্যক্তি জল
পাইতে-ও উক্ত কোন সময়ে এই
রেট দিতে, কিম্বা ঘরের
কার্য্যভাড়া অন্য কার্য্যে

নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে
খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ক্রটি করিলে
যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত এই রেট কি দাবির টাকা
দেনা হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল থাকে, কিশানসর-
গণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ
করেন সেই প্রকারে এই যন্ত্রণাক ভূমির জল বন্ধ করিয়া
দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করি-
বার খরচ লটতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির ভাতি দণ্ড কি দায় বর্জিলে, ও
জলসম্প্রদায় বন্ধ হওয়াতেও তিনি সেই দণ্ড কি দায়-
হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কিশানসরগণ কোন

যাচার ঘরে জল নষ্ট
যদি তাহার দণ্ড হইতে
পারিবার কথা।
যেই ঘরে কি ভূমির জল যোগাইয়া
দিলে পর, প্রকারে দেখিল
হেতুক কিম্বা অন্য যে তাৎপরি-
কের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব
ব্যক্তিগণের এতৎ তাৎপরিহেতুক জল নষ্ট হইলে,
কিম্বা যে নল কি কল কি সাক্ষরপ্লাম দ্বারা এই ঘরের
কি ভূমির জলসম্প্রদায় হয় তাহা এত দূর বেধোয়ত
হওয়াতে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে
সেই প্রকারে তাঁহার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

১৭ ধারা। কিশানসরগণ যে জল যোগাইয়া দেন

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট
করিলে তাহার দণ্ড হইতে
পারিবার কথা।
কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট
করাতে তাহার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে

মুনিসিপালিটীর বাহিরে
বাঁসা না করিলেও, কিশানসরগণ
ইচ্ছা করিলে নিয়মিত সভা-
গকেও কিশানসরগণের
জল লইতে অনুমতি
দিবার যেই নিয়ম নির্দেশ করেন
সেইই নিয়মামুসারে এই ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা
তাঁহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি-
বেন।

কিশানসরগণ যে জলসম্প্রদায়ের বিধান করেন কোন

ব্যক্তি তাঁহারের অনুমতি না
পাইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার
বাহিরে খরচ করিবার জন্যে
সেই জল লইলে কি আনাইলে, তাঁহার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে কৃষিক্ষেত্রগণের যে ব্যক্তি জল যোগা- কোম জলের মল হইতে জল ইহার কোন কল বসান যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে যে কৃষিক্ষেত্রগণের স্থানে কাঁচা করা আবশ্যিক, কোন তাঁহার লাইসেন্স পাইতে বাস্তবিক কৃষিক্ষেত্রগণের স্থানে ইহার কথা।

প্ৰত্যেকরূপ কন্ম করিবর ক্ষম- তাঁহার লাইসেন্স না পাইলে, সেই কার্য করিতে পারিবেন না। কৃষিক্ষেত্রগণ সম্বন্ধে যে নিয়ম ও বিধি নির্দেশ করেন, তদনুসারে তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দিবে, ও লাইসেন্সের পূর্বে এই নিয়ম ও বিধি স্থাপন হইবে।

কোন ব্যক্তি কৃষিক্ষেত্রগণের স্থানে সম্বন্ধে লাইসেন্স পাইলেও যে নিয়ম ও বিধি- যতের কথা।

মতে লাইসেন্স পাইলেও তাঁহা লঙ্ঘন কি অসম্মত করিলে, কৃষিক্ষেত্রগণের দ্বারা তাঁহার সেই লাইসেন্স তৎক্ষণাত্ রহিত করা যাইতে পারিবে; ও তাঁহার টাকার অধিক অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২০ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী কি প্রজা কৃষিক্ষেত্রগণের নলের কৃষিক্ষেত্রগণের লাইসেন্স লঙ্ঘন স্থান কি প্রকার প্রাপ্ত প্ৰমুখরাণী কোন ব্যক্তির মল সংযোগ করিবার দ্বারা কৃষিক্ষেত্রগণের জলের দূষণের অধিকার যে মল হইতে জল আনাওয়ার স্থানে না থাকে তাঁহার কোন কার্য করাইলে কি মল কি লাজসরঞ্জাম বসাইলে কি বসাইতে দিলে, কৃষিক্ষেত্রগণের নলের সঙ্গে তাঁহার সেই মল সংযোগ করিতে সাধ্য করা যাইবার অধিকার নাই।

২১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার সংযোগ করিবার পূর্বে নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রগণের জলের কৃষিক্ষেত্রগণের ইঞ্জি- নলের সঙ্গে মল সংযোগ নিয়মের মত কাঁচা ও করিবার অনুমতি দেওয়ার মল দেখিয়া লইতে হই- পূর্বে, কৃষিক্ষেত্রগণের ইঞ্জি- বার কথা।

নিয়ম উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কাঁচাকারকের দ্বারা সেট ঘরের কি ভূমির স্বত্বগত এক কাঁচা ও মল ও লাজ স্রঞ্জাম দেখিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি মল সংযোগ করিবার আঁর্খনা করেন ও দেখিয়া লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রগণ নিয়মিত সত্বেছাড়া অন্য সত্য সময়ে যে দ্বারা নির্দ্ধার্য করেন সেই দ্বারাচলারে এই খরচ দিতে হইবে; ও সেই কাঁচা ও মল ও লাজস্রঞ্জাম উপযুক্তভাবে করণ গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে কৃষিক্ষেত্রগণের ইঞ্জিনিয়ার যত কাল এই মর্মেণ্ড গটিকিটেকট নী দেন, তত কাল কৃষিক্ষেত্রগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার অনুমতি হইবে না।

২২ ধারা। কৃষিক্ষেত্রগণের নলের সঙ্গে অন্য মল- সংযোগ করণ ও কোন রাজ- জলের নলের সঙ্গে সং- পক্ষে কি লোকদের গমনীয় পক্ষে নীচে জল যোগাইবার মল বসানোর কথা কৃষিক্ষেত্র- রূপের তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাঁচাকারকের দ্বারা করা যাইবে না; ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে আঁর্খনা করেন, এই কাঁচার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রগণ নিয়মিত সাঁচাচা দৌন ও তাঁর সম্বন্ধে যে দ্বারা নিয়মিত করেন এই খরচ সেই সাঁচাচা দৌন দেওয়া যাইবে।

২৩ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্ৰমুখ কৃষিক্ষেত্র- গণের মল হইতে কোন ঘরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কি ভূমিতে জল আনাওয়ার প্ৰমুখ নিয়মিত করণের কথা। কোন কার্য কি গাজসরঞ্জাম টেমিলিভাবে ও অন্যান্যভাবে

করিলে বা বসাইলে, কিম্বা নিকটে মল সরঞ্জাম দিলে এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্ৰমুখের—টাকার অধিক অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। তৃতীয়বার তাঁহার সেই লাইসেন্স হইলে কৃষিক্ষেত্রগণের বিবেচনামতে তাঁহার লাইসেন্স রহিত করা যাইতে পারিবে।

২৪ ধারা। উক্ত কৃষিক্ষেত্রগণের জলের কল দ্বারা টাকার তত্ত্ব কি কর্তৃত্বাধীন জল আটকাইবার কি কোন কলের মল হইতে কোন অন্যমুখ করা যাইবার কথা। কোন ব্যক্তি অসম্মত হইলে নিম্নেও কর্তৃত্বাধীন দিলে কি জল ব্যক্তি কর্তৃত্বাধীন কি অন্যমুখ করিলে কি প্রকরণ করিলে তাঁহার—টাকার অধিক অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫ ধারা। কোন প্রজা ঘরের নিজ স্থানীয় স্থানে পাঁচোঁ পাইয়া এই ঘরে থাকিলে জল যোগাইয়া দিবার তিনি স্থানীয় মাঝে মোটিস লিখিয়া তাঁহাতে আঁকর কারিয়া এই ঘরের স্থানীয়কে এই আদেশ বহিতে পারিবেন, যে গৃহকা- গোঁর নিমিত্তে এই ঘরে জল আনাওয়ার আবশ্যিক সকল কাঁচা করিয়া দেন।

সেই মোটিসে এই প্রকার এমত কর্তার ও লিখিয়া দিতে হইবে যে, এই কার্য করিতে যত টাকা খরচ লাগে তাঁহা সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি তিনি যত দিন সেই ঘরে থাকিবেন তত দিন এই খরচের উপর মাঝে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিবে।

কিন্তু যে রাস্তার জলের বড় মল থাকে, এই ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে, জলের যে বড় মল নিকটে থাকে তাঁহার সঙ্গে ঘর সংযোগ করিবার মল করিয়া দিতে যত খরচ লাগে, এই প্রজা সেই কর্তার- নামের এই খরচও দিবার কর্তার করিবেন।

২৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় যে মোটিসের কথা লেখা আছে, সেই মোটিস পানী না করিলে দেওয়া গেলে পর, যদি স্থানীয় প্রকার করিবার ক্ষমতার তিন মাসের মধ্যে পূর্বেও কথা।

আবশ্যিক সকল কাঁচা সমাপ্ত করিয়া না দেন, তবে যে প্রজা এই মোটিস দিলেন তিনি তাহা সমাপ্ত করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে রাস্তার জলের বড় মল থাকে ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে তাঁহার সঙ্গে এই ঘর ও বাড়ী সংযোগ করিবার মল বসাইয়া দিতে যত খরচ লাগে তাঁহা ছাড়া, তিনি এই কার্যে আর যত টাকা খরচ করিলেন তাঁহা এই ঘরের ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। এই টাকা ছয় মাসের সমান, কিন্তু কর্তার কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যে তারিখ অবধি তাহা কাটিয়া লওয়া যায় সেই তারিখ অবধি প্রজা উক্ত প্রত্যেক কি শুদ্ধ উপর স্থানীয়কে মাঝে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিবে।

কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত সম-
ব্রিত সমাজের ও কৃষিপরিষদের মধ্যে কোন বিবাদ

উচিত হইলে, এই বিধান ভিন্নতর সালিসের নিকট অর্পণ করা যাইবে। এই সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারীর আক-
রিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনকে নিযুক্ত
করিবেন।

কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজের সাধারণ
মোহরাক্রিত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত
করিবেন।

আর উক্ত কমিশনদের সাধারণ মোহরাক্রিত লিখন-
ক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৬ ধারা। এই সকল মিহোং পত্র সালিসদের হস্তে
সমর্পণ করা যাইবে, এবং
সালিসদিগকে মিহোং-
পত্র দিবার কথা।
যাঁহাতে সিদ্দীক মিসর বা
বিমর হুসি সালিসীতে অর্পণ
করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কলিকাতা নগরের
সম্বন্ধিত সমাজ অথবা উক্ত কমিশনদের অপর পক্ষের
ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি বিনা এই সালিসী রহিত
করিতে পারিবেন না।

৪৭ ধারা।—অর্পিত মিসরের মীমাংসা হইবার পূর্বে
কোন সালিস মরিবে বা অক্ষম
হইলে, যে পক্ষ এই সালিসকে
নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই পক্ষ
তাঁহার পরিদর্শিত কার্য্যে ক'রবার
মিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে নাট্যে জ্ঞপ্ত করিয়া লিখনক্রমে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য দুই পক্ষে কোন
পক্ষের নামে লিখিত নোটস পাইবার পর যদি সাত
দিন পর্যান্ত উক্ত পক্ষ কার্য্যকে নিবৃত্ত না করেন, তবে
অবশেষে সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের কার্য্য্যাক্ষর চালা-
ইতে পারিবেন।

পূর্বেক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্তে যে ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করা যায়, পূর্ক সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটি-
বার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই
ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবে।

৪৮ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার
সালিসদের বহী প্র-
কৃতি চাহিতে পারিবার
কথা।
মিমিত্ত সালিসেরা কোন প-
ক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাধীন যে
কোন বহী বা মল্লোল আদ্যাদি
বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত
করিবার আশ্রয় করিতে পারিবেন এবং লগ্ন বা ধর্ম্ম্যঃ
প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও
তদর্থে যে লগ্ন বা ধর্ম্ম্যঃ প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যিক
হয় তাহা করাইতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নি-
এক জন দিনের মধ্যে
সালিসের মীমাংসাপত্র
দিবার কথা।
যোমের তা'খের পর একজন
দিনের মধ্যে অথবা আপনা-
দের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা
তদর্থে বাক্তিত্ব সম্বন্ধিত করিয়া
প্রতিজ্ঞা লইয়া মিসরের মধ্যে সালিসেরা কিম্বা তাঁহাদের
অধিকা ন ব্যক্তি পক্ষদের নিকট আপনাদের মীমাংসা-
পত্র লিখিয়া দিবেন।

এই মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং অনিয়ম কিম্বা
মীমাংসা কোন অমতেতুক উহা অমিদ্ধ হইবে না।

৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদানুযায়িক যে সকল
নিয়মাবলি প্রচলিত থাকিবে, সালিসেরা তাহা
সিদ্ধি করিবার মীমাংসাপত্রে
লিখিবেন; এবং সালিসেরা
যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ কিম্বা সালিসেরা
আদেশ করেন সেই পরিমাণে উক্ত পক্ষ উক্ত প্রকৃতি ও
সালিসের ফল দিবেন।

তালিকা।

(১ ধারা দেখ।)

সাল ও বছর	বিষয়।	যত দু'র রহিত হইল।
১৮৮১ সালের বছর আইন।	১৮৭১ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন এবং ন্যায় আইন সংশোধন আইন।	১৪ ৩৩০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে যমিনসভার সম্মুখে মুনিসিপালিটী সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম
পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নির্দিষ্ট প্রকারে যে সকল মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, তৎকার জলের যোগান
ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা এই পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ প্রকোপক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কৃত
জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুনিসিপাল আইনে সুবিধামতে করা যাইতে
পারে না। এই বিষয় এই বিশেষ স্থানের প্রয়োজন সাধনার বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই
পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত
হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারায় ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্যন্ত ধারায় আছে।
৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের গবর্ণমেন্ট সমাজ জন যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত
মুনিসিপালিটীর মধ্যে জন বিতরণকার্য্য শাখানগরের কবিধানের আশ্রয় লইবেন, এইরূপ অভিপ্রায়
আছে। যেহেতু কার্য্য জলের রেট প্রণয়ন করা যাইতে পারিবে ন৷ ধাব্য হইয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে
ইহাও বলা হইয়াছে যে আমাদের প্রথম দিনের পর ৪ ধারামতে প্রথম জলের মূল্য কলিকাতার সম্বন্ধিত
সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া এই রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে
সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্তী ধারামতে আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের
বছর ৯ আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ হইলে এই ধারাগুলি
অবশ্যক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ, জে, রেমলডস্।

সি, এচ, রাইসী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সালিসীতে সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট : ১৮৮৫। ৮ আশ্বিন।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

সাঁতার জীযুত এচ, এল, ডাব্লিউর সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বাচসের ৩১০ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাধীন নিম্নলিখিত বিধি বিন্যস্ত করিতে হইবে।—

“ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্ণমেন্ট পাট্টার শর্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্ণমেন্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিবে না। কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপন ক্ষমতাক্রমে অল্পখালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্ণমেন্টের মূল্যবান স্বত্ব কাছাকাড়ি দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তাহা যেরূপে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিগণ্যকৃত ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায় নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার মোষণা বিবেচনা করিয়া তাহা যেরূপে বীক্ষণ করিতে হইবে।”

জীযুত এচ, এ, কক্স সাহেব সি, এস, আই।

৪ নম্বর।

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাচসের ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৪৪ক ধারাধীন বিন্যস্ত করিতে হইবে।

৪৪ক। “ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্যকারকেরা পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদেরকে প্রত্যেক স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে সুনির্দেশানুসারে বা অন্য অন্য সাধারণ সনিক্তির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেসকলের খরচ দিবার জন্য জমির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ করা যাইবে; এবং সেসকলের খরচ সহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাদিও বৎসর দিন দেওয়া না হয়, তত দিন অসুষ্ঠানিক কার্য আরম্ভ করা যাইবে না।”

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৬ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকালার অর্ডার রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগনের ১১৩ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিবরণ ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

“৬১খ। বালিক হিলার আড়িট করা যে কার্খাকারকের কর্তব্য, তাহার নিম্নে উক্ত হিলারের সহিত উহার পরের আড়িপৌবার্ঘ এই রসীদ পাঠ্যকৃত হইবে, এবং ইহার সর্টফিকেটবুজ সকল বোকাফনার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। বাহারী টাকা লস তাহারের স্থানে নৌকর রসীদ ঢাকা হইবে না।”

৬ নম্বর।

রেভিনিউ এক্সেসেসের সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার সরখাস্ত সামান্য কাগজে প্রেরণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগনের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১১ (ক) ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

“১১ (ক)। কোন রেভিনিউ এক্সেসেস আপনার সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার সরখাস্ত করিলে, আদালতের রসূদ বিবরণ ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ ডকুমেন্টের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় স্কেমের ৬ নং সরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইচ্ছাপত্র লাগিবে।”

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইরাছে যে কখনও বার্ষিক গাঁজার মৌজুর উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে রক্ষা লওয়া হয় না। অনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের ৪ নং সরকালার অফিসে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগনের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আঁকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। “২৫ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক গোলায় মৌজুর রক্ষা লইতে হইবে এবং মৌজুর বৎসর দুইবার লইবার কথা। (কিসারের গোলা নিবারণের জন্য) ও মনের নিবল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলায় ব্যবহার্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলায় তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলায় হিলার শেষ হইতে পারিবে।)

জিলার সমস্ত মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমার মহকুমার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে ইহার নাম প্রকাশিত হয় কাউন্সিলের সাইবের কর্তৃক নিয়োজিত এমন কোন কর্মচারী এই কার্য করিবেন এবং এই কার্যের ভার কোনমতে কোন অস্থায়ী কর্মচারীর প্রতি অর্পণ করা হইবে না।

সকল গাইট ও থলিয়া পুলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রণীত করা যায়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার বড় থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রণীত করা যায়, গোলাবারের এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রস্তুত লৌহের তোল দ্বারা ব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাইট থলিয়ার ভিতর পুঁতে ও গাইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিতে হইবে এবং ওজনের পর তাহা ফেরত করা থলিয়ার পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবধানে আঁট দিতে হইবে এবং কিছু অরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আঁপা বোটা বা ডাল ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা অরতি পড়তি বনিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি কোঁদা দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে দৃষ্ট হইবে না। যাহা অরতি পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাক্সে বা থলিয়ার ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[অবশ্যেই গেজেটে ১৮৮৪। ৮-আপ্রিল।]

অব্যবহার্য প্রয়োজ্য নীতি ও অরতি পদ্ধতি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া
আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা মন্তব্যকারী কর্তৃপক্ষ বা
অব্যবহার্য ও অরতি পদ্ধতি নীতি
মতে করিতে যাইবার কথা।
গেজেটে ইহার নাম প্রকাশিত হয় নিম্নোক্ত প্রকরণে
কর্মচারীর সাফাতে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্বে মতে করিয়া
হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

যোটে যত নীতি পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) যত বাহিরে নিরাহে (২) যত অব্যবহার্য
হইয়াছে (৩) যত অরতি পদ্ধতি নিরাহে এবং (৪) যত ব্যবহার্য নীতি ও অরতি পদ্ধতি
সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই “কতি” ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকারি
লিখিত উদ্দেশ্য দেখ।

নীতিব্যবহারী শতকরা ২১ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দারী এবং তদনুসারে বাবুল আদায়
হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর বাবুল আদায় হয়, তাহা হিসাবে পৃথকভাবে মর্শাইতে হইবে এবং
অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যন সাহেবের
মিকট রিপোর্ট করিতে যাইবার কথা।
কমিশ্যন সাহেবের অনুমোদনানধীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা
২১ অংশ পর্যন্ত কমতি হিসাব হইতে পারিষদ করিয়া দিলে।
কমিশ্যন সাহেবের মিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে
কার্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্মচারীর সাফাতে নীতি মতে করা হয় তাহারা ৩১ নং পাঠে এই মর্মে সর্বদাই সর্টিফি-
কেট সংযোগ করিবেন, যে তাহারা স্বয়ং অব্যবহার্য প্রয়োজ্য নীতির ওপর বোধিতাছেন এবং অরতি
পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তদনুসারে সীতিমতে মতে করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে দিলার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যন সাহেবের মিকটে পাঠাইয়া সর্টি-
ফিকেট লিখিয়া দিবেন যে বেলকল ভিন্ন কর্মচারী নীতির বোঝান হইয়াছে তাহা মতে
হইতে অবশ্যই সর্টিফিকেট পাঠাইয়াছেন।

৩৭, ৪০ ও ৪১ নং নীতির প্রকৃতির বোঝান হইয়াছে তাহা মতে করা হইয়াছে ও গোলাপাতের বহীর
সহিত বিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্মচারী বোঝানের হিসাব লয়েন তিনি
বোঝান তত্ত্ব ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য তিন প্রকারের নীতি ও অরতি পদ্ধতি দেখিয়াছেন তাহা মতে
করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা বোঝান কোন অমেনতা বা
অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।”

৫৫ বার্ষিক শেষবাক্যের পূর্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। -

“আবকারী কর্মচারী সাবধান হইবেন যেম হাড়পত্রের লিখিত প্রবোধ অতিরিক্ত গোলা হইতে
স্বানস্তরিত না হয়।”

নিম্নোক্ত পাঠে ও রিটার্নে লিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,-

৮ ধরের শীর্ষক হইতে “গোলা” এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ধরের প্রথম উপশীর্ষকে “উচ্ছিন্ন বলিয়া মতে করিতে হইবে” এই কথাগুলির পরিবর্তে
“যত অব্যবহার্য নীতি ও অরতি পদ্ধতি মতে করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং টিটবে,-

১৭ টেবিলের ৮ শীর্ষকে “কমিশ্যন সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যে উচ্ছিন্ন
নীতি মতে করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “যত অব্যবহার্য নীতি ও অরতি পদ্ধতি মতে করা যায়” এই
কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ৯ শীর্ষকে “কমিশ্যন সাহেবের অমুক তারিখের এত নং
আজ্ঞামতে যত অরতি পদ্ধতি হিসাব হইতে পারিষদ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “যত কমতি
কমিশ্যন সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে পারিষদ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,-

(১) শীর্ষকে “গত” এই শব্দের পর “মাসের” এই শব্দের পরিবর্তে “পারিষদ রিটার্নের” এই
কথা দিতে হইবে।

(২) শীর্ষকে “উচ্ছিন্ন বলিয়া মতে হইল” এই কথার পরিবর্তে “অব্যবহার্য ও অরতি পদ্ধতি
বলিয়া মতে হইল” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৩) শীর্ষকে “কমিশ্যন সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পদ্ধতি বলিয়া
হিসাব হইতে পারিষদ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “কমতি বলিয়া কমিশ্যন সাহেবের অনুমোদন-
ক্রমে হিসাব হইতে পারিষদ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

৮ নম্বর।

চারতরফার গবর্ণমেন্টের পাঠ্যলিখিত যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১৪ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮০ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১৪ খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং।

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচারিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালাবের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্টাঙ্ক কার্গা বিভাগের কার্গা-বিধিবিধি বিবৃতি কায়াকারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালাবের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্টাঙ্ক কার্গা কারকদের উপদেশার্থ বিধির ৫ পরিশিষ্টের ১৪ টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিবন্ধনপত্র।	ইন্টাঙ্ক বাঙ্গলা কমা বা কয় করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থলে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গেলে রসীদে ইন্টাঙ্ক বাঙ্গলা লাগিত, সেই সকল স্থলে ইফ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সেবিত-ব্যাঞ্জে যাহারা টীকা জমা রাখেন এই ব্যক্তি হইতে টীকা নাহির করিয়া লইলে তাহাদের কর্তৃত্বক ও তাহাদের পক্ষে যে রসীদ দেওয়া হয়।	জমা করা গেল।	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালাবের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্টাঙ্ক কার্গা কারকদের উপদেশার্থ বিধির ৫ পরিশিষ্টের ২৪ টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিবন্ধনপত্র।	ইন্টাঙ্ক বাঙ্গলা কমা বা কয় করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোস্ত চিরস্থায়ী নহে এক্ষণে কোন বন্দোস্ত ক্রমে কোন মর্গ-লেন যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেন্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারে পৃথক করিয়া এই রাজস্ব ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিল, এই অংশের বাকী ভগ্নাংশ দখল পাট-বার লিখিত যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর, যার, তাহারে আবেদনপত্র।	একপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া ধার্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভগ্নাংশ-সম্বন্ধে হারহারীতে দেয় হয়, তাহার পঁচ-গুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অফিস বন্ধ।
ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

[Government Gazette, 5th April 1884.]

कूनिविषयक इच्छाहार ।

किसी देश में प्रचलित न्यायिक प्रणाली के आधार पर न्यायिक प्रणाली को दो भागों में बांटा जा सकता है—

୧୯୫୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ : ଜାହାଜର ୩ ଧରାଫଳ ବିଶାଳ
 ଜାହାଜର ବାକି ଗାଜିଆର ଗବର (ସେ ମାଲ୍ ମାଲ୍) ୧୯୫୫
 ୧୯୫୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ : ଜାହାଜର ୩ ଧରାଫଳ ବିଶାଳ
 ଜାହାଜର ବାକି ଗାଜିଆର ଗବର (ସେ ମାଲ୍ ମାଲ୍) ୧୯୫୫

संज्ञा

[illegible]

ক্রম সংখ্যা	(১৮৮৪ ১৭২৪)	(১৮৮৪ ১৭২৫)	পরগণা ও সামিলের নাম	বালিকের নাম	সমস্ত অর্থ	বাকী	বাকী
১	পাটপুত্র	<p>ও করালী মাস বোঝাল নাঃ ইচ্ছাস জিহ্বা গোপালদেব কিত ঠাঁহু- রের সেবা কিত হুতসীকৃত হুতসীকৃত ও তোসকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত একটি হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত</p>	<p>১২৬ ৮৫ হুতসীকৃত হুতসীকৃত ... ০০০০০০ ৩০১ ৮৫ জিহ্বা গোপালদেব কিত ঠাঁহু- ইত তোসকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত অলিহুত হুতসীকৃত হুতসীকৃত ০০২ ৮৫ জিহ্বা গোপাল কিত ঠাঁহু- ইত হুতসীকৃত হুতসীকৃত</p>	০১/৬	মোট আদায় বিলম্ব হইবে।
২	পাটপুত্র	<p>হুতসীকৃত হুতসীকৃত</p>	<p>১১৭৬৬/০ ১৮৮ ৮৫ হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত ১৮৮ ৮৫ হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত ১৮৮ ৮৫ হুতসীকৃত হুতসীকৃত হুতসীকৃত</p>	১৮/৬	একটি মোট ১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫
৩	পাটপুত্র	<p>হুতসীকৃত হুতসীকৃত</p>	<p>১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫</p>	১৮/৬	একটি মোট ১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫ ১৮৮ ৮৫

জেলা বড়ুয়া ।

জেলা বড়ুয়ার কালেক্টরি।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বন্ধ দেওয়া যাঁতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বড়ুয়ার
স্বত্বাধীন নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৭৯ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকদ্বারা এবং
অন্যান্য দায়ী চুক্তি আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাঁতে পারে
তারা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৭৯ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা
ওমরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

ভোক্তার নাম ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সময় মধ্য।	বাড়ী।	বিবরণ।
সং ১০ । ১১ ডঃ বেহার পঃ সেন বর্ষ।	ডাঃ বেহারালী, আবিবেরেজা বিবি সৈয়দ মালী তরিকেরেজা বিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং কলী পক্ষে চুণি- লাল পাঠালী ও অক্ষয় সিংহ নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ পারীশ্রমরী দাস্যা মছিনচন্দ্র সাহা সিংহর সাহা রামস্বয়মরী দাস্যা দাসের কলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জীগোবিন্দ সাহা মাণি- লক বনওয়ারিসাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ টেবল ও ছপক্ষে সৈয়দমাজুম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দমালী তরিকেরেজা বিবি স্বয়ং ও ওছীপক্ষে আমতাগ- রেজা বিবি নাবালগ মতউল্লী।	৩১৩৭ ১১১।	৪৮৬৮৮	এই মহালে চিত্রিত ১১০ আনা করেশ্বর ৩২৬৮৮/১১৫ পাই সমস্ত অমার ডাঃ বেহারালী মিঞা, সৈয়দমালী তরিক- েরেজা বিবি চৌধুরী ও ছি- পক্ষে আমতাগেরেজা বিবি নাবালগ মতউল্লী ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ টেবল ও ছিপক্ষে সৈয়দ মাজুম হোসেন চৌধুরী দাসে যে হিসাব পৃথক আছে তাঁহা বাৎস ৩২৬৮৮/১১৫। পাই সমস্ত অমার অংশ নিলাম হইবে।
সং ১১ । ১৪ ডঃ পাণ্ডা পঃ সেন বর্ষ।	হিনজিয়ারি আবুল হোসেন গারু...	৪১৩৪ ১০৬।	১০০১০	এই মহাল ছাটেনমা টেকমাজুম রেজা বিবি প্রভৃতি দাসে ২১৩১৫/৩০। পাই সমস্ত অমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাঁহা বাৎস নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
সং ১২ । ১৪ ডঃ পাণ্ডা পঃ সেন বর্ষ।	মোনাউল্লাহ ও অকরদি মণ্ডল কলী- মছিন চৌধুরী তরিকেরেজা বিবি মোনাউল সাহা মুরেজা বিবি আরসাখানেন করিমরহা বিবি স্বয়ং অফিপক্ষে বিবি রেজা বিবি মছাদ আলী চৌধুরী মছাদ আবু করিম সাহা মছিম মছিন আবুল হোসেন চৌধুরী।	২০৬০ ১১০/২৫	১০০১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARYA,

Deputy Collector in charge, for Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8* per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8* per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

উক্ত কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি লগন মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড জর করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাওরা যাইবে, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১.০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১.০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১.০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে পাওরা যাইবে, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৫১.০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০১.০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১.০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়কারী নিকটেও পাওরা যাই উপরে লিখিত মূল্যে ও তদনুযায়ী ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আউন্স ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বা ৪০ আউন্স ডাকনামসে প্রাপ্য হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

সাল সিন্‌কোনা ভাল ফল দেয় গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর হইল। যাহার নামা থাকে না, লগন মূল্যে জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৩৩ কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলে অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড জর করিলে যে কোন ব্যক্তি লগন মূল্য দিয়া ২৫.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাওরা যাইবে। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে লগন মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়কারী নিকটেও ৩২.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বা ৪০ আউন্স ডাকনামসে পাওরা যাইবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPPLY, GOVT. PRINTING, No. 165, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৮ অপ্রিল ।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট খান্নালরে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-না ও জিজীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইন্ডা টেম্পলের ইন্ড্রুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সার্ভিসের এণ্ড বঙ্গদেশের ইন্ড্রুত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের কুমারিকাঠী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একত খান্নি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টেন্টের নিকট একত খান্নি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা হোড়ক করিহা ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs. A. P.			
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0 „
Postage	1	0	0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0 for 4 sheets or under
					with an additional
					charge of 1 anna for
					every 4 sheets in excess
					of 4.
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ডিসেম্বর।—বাহালা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত
মানে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকামল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বঙ্গের	১০৭
ডাকমানুল	...	"	২১০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের বাহ্যিক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...		৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
		৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হইলে তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একই আশা।	

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকামল সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengal Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the *CALCUTTA GAZETTE*.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৮ ডিসেম্বর ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আশমনপ্রতিষ্ঠিত এই বন্দের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট স্থাপনাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আটকোণ্টার্টের নিকট অগ্রিম দ্বারা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাম দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

নমুনা।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার দান এই :-				টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২.০০
আধ পৃষ্ঠা " " " "	১.০০
কখনই ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১.০০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের যন্ত্রিসভার আইনের প্রচোজন হইলে কলিকাতার প্লাম্বেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাতারক্ষিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনাম দিয়া আর্থমাণ্ড পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে জিম্বু ও এডউইন মরিস লুইস সাইকেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY. APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ অপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April 1884.*—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that subdivision.

Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[Government Gazette, 15th April 1884.]

বঙ্গদেশের জীবন্ত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮৮ A সম্বত ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।—লিঙ্গসম্মেলনঃ বেজিমেটের দ্বিতীয় বাউলিয়নের লেণ্টেনেন্ট ও বঙ্গদেশের জীবন্ত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বাকীর মতের অতিরিক্ত মোসাহেব জীবন্ত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিসন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের আদেশদ্বারা পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন ।—গত মাসের ৪ তারিখের আদেশ পরিবর্তন করিয়া এই আদেশ করা গেল । রাজকাগোশলক্ষে জীবন্ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও জগন্নাথ এ টিং আডিনামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবন্ত জে, বি, গিলন সাহেব খীর কর্ণের ভার জীবন্ত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজকাগোশল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

যেমলীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবন্ত বাবু উমেশচন্দ্র বট্টাচাল উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন ।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার জীবন্ত ই, ই, নোইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ মনোঃ ছুটি পাইলেন ।

জীবন্ত ই, ই, নোইস সাহেবের ছুটিগ্রন্থক অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জীবন্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনারের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোশলক্ষে জীবন্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবদার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবন্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোশলক্ষে জীবন্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবদার কিরকালী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবন্ত এল, এচ, বি, স্ক্র্যাংস সাহেব হাবদার মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—গবর্নর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবন্ত বাবু সৈয়দজা মিয়া ২৪ পরগনা জিলার সমস্ত মোকামে জোরিত হইলেন ।

কটকের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবন্ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ এককরণের সম্বন্ধমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনু-গ্রহের ছুটি পাইলেন ।

জীবন্ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের ছুটিগ্রন্থক অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লাহারানের জাট্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবন্ত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গয়ার একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবন্ত জে, বঙ্গওয়াল সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবন্ত জে, বঙ্গওয়াল সাহেবের ছুটিগ্রন্থক অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফারপুরের জাট্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবন্ত এচ, জে, এচ, কানন সাহেব গয়ার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীবন্ত এচ, বেরিঙ্গ সাহেবের ছুটিগ্রন্থক অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ধমানের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবন্ত টি, ডি, বেরিঙ্গ সাহেব পাঁচালার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোশলক্ষে জীবন্ত টি, স্মিথ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ইন্ডুস্ট্রির ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবন্ত এল, এচ, গি, টেলর সাহেব বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৪ আশ্বিন ।]

Mr. B. L. Gupta (Barrister-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Syud Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Per-gunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until further orders.

POLICE.—*The 3rd April 1884.*—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Per-gunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon, District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 3rd April 1884.*—Pundit De'vi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

OPIMUM.—*The 3rd April 1884.*—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

MEDICAL.—*The 3rd April 1884.*—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, vice Baboo Ramnoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

- Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.
- „ Radha Charan Roy, Second Munsif.
- „ Raj Chandra Roy, Police Inspector.
- Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.
- Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.
- Munshi Alimuddeen, Mukhtear.
- Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.
- „ Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

FORESTS.—*The 8th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

MUNICIPAL.—*The 29th March 1884.*—Baboo Trigunanund Upadhyā is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বীজকার্যোপলক্ষে জীবিত এম, এচ, সি, বেলার সাংসদেবর অনুশাসিতিকালে অবস্থা হাঁহে অন্য
আজানা হয়, কলিকাতার এমিলিডেনো মাজিস্ট্রেট, (বারিফোর-আটল) জীবিত বি, এল, ও প্র, বীজ
অন্য ডিউটী ও সেখান কর্মের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাল্যকালোত্তরকালে জন্মিত বি. এ. ও. পদ অধিকারি কাল অর্থাৎ যাবৎ এফ. আর্স. না হয়, ২৪
 পরগনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জন্মিত মৌলবী নৈয়াজ আদর হুসেন কল্যাণিত
 প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কার্যকরিতে নিযুক্ত হইবেন।

পোলীস বিবরণ :- ১৮৮২ সাল ৩ অগষ্ট।—কটকের পোলীসের হুজুরি ডিউটি সুপরিন্টে.
ডেন্ট কর্ণেল জ্যাক লি, টি. সি. জি. গাভের সিংহল পার্বত্যপ্রদেশের হুজুর বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে
গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্যন্ত দুই নম্বর। ভ্রমেন ।

১৮৪৪ সাল ৪ জানুয়ারি।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি.ব্রুড ডবলিউ.ডি. এন্ট সাহেব সিবিএ কার্যকরকরের চুড়ীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগানি বাণের ৩ তারিখ অবধি ডিম মাসের চুড়ী পাইলেন।

ক্রিয়ুত ডবলিউ, ডি, এন্ট সাংহেবের দুইপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আমিনটী ট সুপারভেণ্ডেণ্ট ক্রিয়ুত জে, এ, সি, আইড সাংহেব উক্ত ক্ষেত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারভেণ্ডেণ্টের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোনৌলের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক জি. হু. ডবলিউ. গর্ডন সাহেব ১৮৬৮ সালের
মিলিটারী মিরমিড জুগার বিধির C) পারশিষ্ট শব্দের ২৫ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি
হাবড়ার জুগার পাইলেন।

কর্ণেল জীবিত ভবলিট, গর্ভন সাহেবের কুটী গ্রন্থক অনুপস্থিতি কালে অথবা তাৎক্ষণিক জনা আত্মা
না হর, হাবড়ার পোলীসের আফিসেটে অগরিটেণ্টে জিবু পি, এ, ম্যাগনাওস সাহেব হাবড়ার
পোলীসের ডিউটি অগরিটেণ্টেণ্টের কৰ্ম করিতে লিপ্ত হইলেন।

রেজিস্ট্রী করণ বিবরণিক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—ভাণ্ডার বিবেচন সন-রেজিস্ট্রী বিভাগ পণ্ডিত
মৌঃসান সিবিলা কার্যকারকদের ভূমির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ
অবধি এক মাসের জন্য পাইলেন।

আফগান বিষয়ক :— ১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—বিহার এজেন্সীর অন্তর্গত ভেড়তার আফগানের সব-
 ডেপুটী এজেন্ট সীমুত জে. এ. সারি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি মেসন এবং প্রাপ্ত এই, এক,
 ড্রাইং সাহেবকে তাঁহার কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বারির যে আজ
 গত আশ্বিন মাসের ৪ তারিখের বাতাল : গণ্যযেই মেসেটে প্রকাশ করা যায় তাঁহা রহিত করা গেল ।

চিহ্ন-১ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ জুলাই।—বাবু রামমণি নাথক মুক্তা হওবাতে জীবিত বাবু অতুল-চন্দ্র চক্রবর্তী জগদীশবিলাস অম্বর্ষক সীতামপুর মহকুমার শালি বন্দিপুত্র ঐক্যধারের কাব্যনির্ভরক কামতীর মেঘর ও আশিষ্টাষ্ট মেহকটরীর গলে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত সভাপতির বাধনগল্প মিটার অন্তর্গত ভোলাস দাতব্য ঔষধালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির মেম্বরের গণে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম যুগের জীবিত বাঁচু হেমচন্দ্র বসু ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଲେଖ ଶିଳାକୁ ଚାନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମ ।

গোলীমেও ইমিগ্রেণ্টের অধিক বানু কীংচন্দ্র কায়।

গাম্ভ্য সব-বৈজ্ঞানিক ঐক্য মৌলবী আবদুল মালেক।

সকলকার হেড ক্রাকি জিহুত বারু আমলগজ চট্টোপাধ্যায়।

যোদ্ধার জীবিত যুদ্ধী আলিমদীন ।

উন্নীত জীবিত বায়ু কেমাসট্রাক্স বস্তুভাষ্য।

अवकाशग्रस्त श्रमिक बानू मोहम्मोदवाहन बागडी ।

বঙ্গ বিপ্লবক।—১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।—স্ট্রাইকিং খণ্ডের একটি ডেপুটী বন্দোবস্ত জি. ড. ডাবলিউ
এন. জীব সাংঘেব ১৮৮৩ সালের ২৫ জানুয়ারিতে যে ছুটি গান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহে ছুটি
পাইলেন।

মুন্সিপাল বিবরণক :- ১৯৮৪ সাল ২৯ মার্চ :- শ্রীযুক্ত বাবু জিগণাশঙ্ক উপাধ্যায় সারন জিলায়
অসংগত স্থাপত্য মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[নব্বইন্থে গোল্ডেট । ১৮৮৪ । ১৫ আগ্রিল ।]

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3rd April 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.	Prince Mahomed Amiruddin.
„ Soebul Chandra Mulik.	Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
„ Mohendra Chandra Mittra.	„ Lal Behary Dutt.
„ Jadu Nath Set.	„ Nemaye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The 31st March 1884.*—Mr. A. Burroughs, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prasad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Akhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rangpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee,

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Poores Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

- Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.
- Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.
- „ Seshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.
- „ Ramchand Addya.
- „ Tarakant Bidyasagar.
- „ Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette*, 15th April 1884.]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শিউড়ী মুনিসিপালিটীর কমিশনারেরা জিহুত বাবু মনমগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জিহুত লেণ্ডেনেটে গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাভশাহী কলেজের ট্রাস্টের দ্বিতীয় শিক্ষক জিহুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী রাধপুর বোর্ডালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর কমিশনারেরা জিহুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে জিহুত লেণ্ডেনেটে গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৭ সাল ২ এপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা জুগলী ও টুচড়া মুনিসিপালিটীর কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

” ” সুবলচন্দ্র মলিক।

” ” মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

” ” যজ্ঞনাথ মেটা।

জিহুত শাহজাদা মহম্মদ আমিরুল্লাহ।

” বাবু হারকানাথ চক্রবর্তী।

” ” লালবিহারী দত্ত।

” ” নিমাইচাঁদ খাঁ।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জিহুত বাবু শাহনাজাদা সরকারের পরিবর্তে আইটে ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ. বড়ুয়া যশোহর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কল্যাণাড়া মহকুমার ঈশদালার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জিহুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু ভূমসমোহন রায় চাঁপুীর পরিবর্তে জিহুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত এচ. লো সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৩-৮৪ সালের নিমিত্ত পুরীর বাগাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসে- কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিহুত ডবলিউ,

ডি, আনন্দরূপি সাহেব।

কিরকানীম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু কেনারনাথ বিখাস।

জিহুত কুলের প্রথম শিক্ষক জিহুত বাবু শশধর রায়।

জিহুত বাবু রামচাঁদ আচা।

” ” তরাকান্ত নিয়াসগর।

” ” হরিচন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—মাদারগের অগত্যা এই সংবাদ দেওয়া গাউতেছে যে চাঁকা জিলার পথকমিটি করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জিহুত লেণ্ডেনেটে গবর্নর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিবেন।

১। কোম বাজি জিলার পথের কোম অংশে শস্য বুনিয়াদ প্রকারান্তরে তাহা চাপিচা লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোম বাজি পথ কমিটির সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল নৌচিবার বা চলনালা করিবার জন্য জিলার পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বা নিত্য কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৫ এপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or who ever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 18 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে প্রাপ্ত কোন দাখ, কিংবা তাহার স্বার্থকোন ধর ইচ্ছাপূর্বক লইয়া তাহার করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিংবা জিলার পথে প্রাপ্ত কোন দাখ সরাইলে, তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ভিত্তিক রোড কণ্ড হইতে জিলার বা শাখা পথ কমিটীর দ্বারা প্রাপ্ত বা মেরামত করা কোন প্রাপ্ত পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিংবা তাহার পাথ কাটিয়া বা প্রকারান্তরে তাণিরা লইলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামত করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামত করিবার ভার পাইল তিনি যে অংশ মেরামত হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্যচলন নিষেধ করিতে পারিবে কিন্তু এই পথের কিরদংশ দিয়া বাণিজ্য করণ ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এই রূপ কোন আত্মা অমান্য করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি যাহা পরিবার কিংবা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বাধ দিয়া কিংবা গোবর, কাশা, ছাটনী কিংবা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খানেক, খাড়ির, বা অন্যত্রের কোন অংশ বা সমুদরের বাধা জাহাইলে কিংবা তাহার পূর্ণ করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদাদ জিলার পথকমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশের প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাইতে এইরূপে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর স্থানিয়া পড়া বা ভস্মাস্থানকারী কোন চারার, রক্ষণ বা বেড়ার সম্বলীকরণের কিংবা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন শাখা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দিয়া সেই চারা বা রক্ষণ বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা স্থগিতবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিশের লিখিত বিধিগত সময়ের মধ্যে এই আদেশমত কার্য করিতে শৈথিল্য বা ত্রুটি করিলে তাহার ১০৭ মন টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধাওয়া হইলে পর এই আদেশমত কর্তব্য না করণ পর্যন্ত দিন প্রতি আর ২৭ চুই টাকার দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রাপ্ত কমতাহুসারে কার্য করিয়া তিনি কটক জিলার অন্তর্গত জরপুরস্থ কাটজুরি নদীর খেচাঘাট বাকীখী খেচাঘাটের নির্ধনলত হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পূর্বী মুন্সিপালিটী এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুন্সিপালিটীর সভাপতি কমিশনারদের অনুরোধক্রমে এবং জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রাপ্ত কমতাহুসারে [গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১১ আগ্রিল।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

- On the north by Ticarpara;
- On the south by Goondichabari and Balukhund;
- On the east by Hulhulia road and Luskurpatna; and
- On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.O.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoores and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath; on the south by a lane; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna, [*Government Gazette*, 15th April 1884.]

কার্য করিয়া তিনি মাদ্রাসাপাড়া ও বহুলাঙ্গী নামক স্থান পুরী মুন্সিপালিটীর মধ্যে ধরিবার কল্পনা করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত স্থানে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এইঃ—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া;

দক্ষিণ সীমা।—জিলাবাড়ী ও বামুখণ্ড;

পূর্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষরপাড়া; এবং

পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিপুরা জিলার অন্তর্গত পাঁচলিখিত কএক খানার ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন এই মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলেন। উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক খানার উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে হয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়ারূপে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক খানার প্রচলিত করিলেন।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভজেশ্বর মুন্সিপালিটিতে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলেন। উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়ারূপে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি ভজেশ্বর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত মুন্সিপালিটিতে উক্ত আইনের ২৩৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার চৌধুরি গলী মহল্লার শুদ্ধ মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থবারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়ারূপে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কার্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের ন্যূনতম ৬০ কাঠা ২ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি আমের ভবি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি আমের ভবি, এবং পশ্চিম সীমা টৈজমাথ বাবুর পুরাতন বাড়ী।

ইহাতে স্বীকারের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা মহলে হরনালিয়াটোলা লেন পরিষ্কার করিবার জন্যে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থবারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ জানুয়ারি।]

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoores of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Males, Kasee Reja Houssein, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Huruliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoores of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beaulah Municipality for a public purpose, viz for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkorpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beaulah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Kesab Narayan Tagore and others of Sherail, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khouz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beegahs 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্বামীর মাগের স্থান-
ধিক ১১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পৌরসভার সীমা;
দক্ষিণ সীমা ইষ্ট টাওয়ার রেলওয়ে; পূর্ব সীমা বঙ্গবন্ধু বাগ, উত্তর সীমা, কাজি রেজা হুসেন, চেরাগালী,
উজ্জীলহক, ব্রজ মোহন দাস, মঙ্গল কাঁচার, পরিজন হওয়ারিহা দাস এবং জগলাপের বাড়ী ও এক
মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বঙ্গবান হরিলালীরাটোলা দেন।

এরোক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপাল কমিশনারদের আকীদে
রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাস বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজমহল পরগনার
মশোরা গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী বাড়ানোর জন্যে মাদিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট
কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মিকট এই কথা প্রকাশ
হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১৬১
কাঠা ৩৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্নমেন্টের পথ ও মুনিসি-
পাল পুষ্করিণী, পূর্ব সীমা মুনিসিপাল পুষ্করিণী এবং তারাসন ও কালী গ্রামের রাসের ভূমি, দক্ষিণ ও
পশ্চিম সীমা তারাসন ও কালী গ্রামের রাসের ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাস বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্যপুর পর-
গনার বোসপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্যে রামপুর বোরালীয়া মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১৩১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড
ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরান্দারের মজুমদারের বাড়ীর ছাড়া, দক্ষিণ সীমা রামপুর
বোয়ালিয়া অবধি নাটোর পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা (১) গ্রামের বৈকুণ্ঠ দখলী এক খণ্ড ভূমি, (২)
সেইরাসের কেশবদাসের ঠাকুর আড়তি জমিদারদের পতিত এক খণ্ড ভূমি ও (৩) শুবিদ শেখ
ও খোয়াজা বেগের দখলী ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা রাণালাল সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাস বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ জুলাই।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্যপুর
পরগনার নাটোরের পটুয়াখালী গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্যে নাটোর মুনিসিপালিটির
অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মিকট
এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১০৪১
ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এবং—উত্তর সীমা বাতির চৌকী, দক্ষিণ সীমা
মুনিসিপাল পথ ও মন্দির, পূর্ব সীমা পথের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আব্দুল হাকিমের ঘোড় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমাস বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March 1884.*—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879:—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kalianganj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorsshedabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorsshedabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifs of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifs and sub-divisions coterminous. The munsifs in question will accordingly be constituted, as follows:—

<i>Munsifs.</i>	<i>Thanas.</i>
Sudder munsifi of Moorsshedabad (head-quarters at Berhampore) ...	{ Sujaganj.
	{ Gorabazar.
	{ Barwa.
	{ Goas.
	{ Nowada.
	{ Hariharpara.
	{ Daulatbazar.
	{ Jellinghi.
	{ Kalianganj.
	{ Shahanagur.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	{ Manullabazar.
	{ Assanpur.
	{ Bhagwangola.
	{ Sagardighi (independent outpost).
	{ Gokurn.
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	{ Khargaon.
	{ Bharatpore.
	{ Kandi.

ফুজিলাল ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৯ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল ।—চট্টোমার পর্জতীর এসেপেণ্ড অন্তর্গত নজর কিরংকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত ই, এক, একসলী সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কনতা পাইলেন ।

মুন্সেফদের ছুটী ।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—যশোর জিলায় অন্তর্গত নজর কিরংকালীন ডিপুটী জিহুত বাবু কালীমাধ বর সিবিলা কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ ৩ প্রকরণমতে পূর্ণা বেতনে পনের দিনের ও ১ প্রকরণমতে অর্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল ।—যশোর জিলায় অন্তর্গত বাগিরহাট ও খুলনার ডিপুটী মুন্সেফ জিহুত বাবু কালীমাধ বর সিবিলা কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮৪ সালের ১০ আগ্রিল অবধি কিম্বা তারার পর যে তারিখে ছুটীগ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাজালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত গতিরিক্ত বিধির ৩ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা দিবার আদেশ করিলেন ।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উপরোক্ত পাঠে প্রত্যেক জন লাইসেন্স হারির মৌজুদ জবোর ও বিক্রয়ের বাসিক রিটার্ন জিলায় মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন । জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই মূল বাসিক রিটার্ন হইতে বাৎসরিক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়াখণ্ডের কামগুনর সাহেবের ও গোলাপের ইন্স্পেক্টর জেনরল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন । গোলাপের ইন্স্পেক্টর জেনরল সাহেব কলিকাতা নগরভিত্তিক সমস্ত এসেপেণ্ডের সম্পূর্ণ বাৎসরিক রিটার্ন গবর্নমেন্টে পাঠাইবেন । গোলাপের কামগুনর সাহেব কলিকাতার তদ্রূপ বাৎসরিক রিটার্ন পাঠাইবেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আগ্রিল ।—মুরশিদাবাদ জিলায় অন্তর্গত মুরশিদাবাদের সদর মহকুমার ইন্সপেক্টর কালিয়াগঞ্জ গোবর্গ দানাজমাধের লালবাগ ও কান্দি মহকুমা জুজ করণবিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতি ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা কনিরা জমি মুনসেফীর ও মহকুমার সাঁবা সমাল করণার্থে সদর মুনসেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুনসেফীর দ্বারায় বিচারাধিপত্যের তদ্রূপ পারদর্শন করিলেন । সুতরাং উক্ত মুনসেফী গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে ।—

মুনসেফী ।

খান ।

মুরশিদাবাদের সদর মুনসেফী (সদর স্থান বর্তমান
পূর্বে)

লালবাগ (সদর স্থান লালবাগ)

কান্দি (সদর স্থান কান্দিতে)

মুজাগঞ্জ ।
গোঁরা বাঁদার ।
বারগুয়া ।
গোয়াম ।
নগরদা ।
হরিহরপাড়া ।
দৌলত বাজার ।
জগদী ।
কল্যাণগঞ্জ ।
শ্যামনগর ।
মাহুলী বাজার ।
আদানপুর ।
ভগবানগোলা ।
মাগদিঘা (খাম্বীন কঁড়ী) ।
শোকর্ক ।
খারগাঁ ।
ভরতপুর ।
কান্দি ।

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave*.—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer*.—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1884.

No. 157.—*Leave*.—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum*.—In notification No. 150 of the 25th ultimo, for "afternoon" read "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification*.—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Panchanogram estate.

Panchanogram Embankment

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Panchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhanga of pergunnah Calcutta Dehi-Panchanogram.

No. 161.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beeghas 3 cottahs 18 dhorees 6 chutacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Peringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblul Tewari's tank, is required within the aforesaid village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 15th April 1884.]

জিযুত সেনেটমেন্টে গবর্নর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো কাদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ধাটপত্রে লিখিত) কএক গ্রাম বরগয়া থানাহইতে তরতপুর থানাহইতে এবং (C চিহ্নিত নির্ধাটপত্রের লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরগয়া থানা হইতে গোলক থানাহইতে করা মেওরাণী বিচারবিপত্তা সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুজেকী বিচারবিপত্তার মধ্যে হইবে, কেন-না এই মুজেকীর মধ্যে গোবর্গ ও তরতপুর থানা আছে ।

এক. বি. নীকত,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে ।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল ।

১৫৫ নম্বর ।—ছুটী ।—বঙ্গদেশের উত্তরনিগের স্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এ. আর, মাকডমাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রেরণায় মৌর কানোর নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী প্রদানের অমুমতি পান তদবধি ছর মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন ।

১৫৬ নম্বর ।—স্থানান্তরে প্রেরণ ।—চতুর্থ শ্রেনীর নিরংকালীন একসেকিটর ইঞ্জিনিয়ার জিযুত সি, ডল আহম্মু সাহেব বেণারস কটক রেলওয়ে সর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের উত্তরনিগের স্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল ।

১৫৭ নম্বর ।—ছুটী ।—স্বাক্ষরীবাগ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেনীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এল. আর, কেলস সাহেব এদেশীয় ভাষা ভাষা করবার্থে পাবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন ।

১৫৮ নম্বর ।—অশুদ্ধশোধন ।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে “ অপরাহ্ন ” শব্দের পরিবর্তে “ পূর্বাহ্ন ” শব্দ পাঠ করিতে হইবে ।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল ।

অপসেচন বিষয়ক ।

১৬০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিযুত সেনেটমেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বীধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ একশ্লোকে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বীধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের D চিহ্নিত শ্লোকসমূহে লেখা যায় সার, তাহা তদাধো বর্ণা যাইবে এবং গবর্নমেন্টে যত দিন পঞ্চাশ গ্রাম ইন্সট্রেক্টের মালিক থাকেন তত দিন তাহা তদাধো থাকিবে ।

পঞ্চাশ গ্রাম বীধ ।

পঞ্চাশ গ্রাম গবর্নমেন্টে ইন্সট্রেক্ট এই বীধ স্থাপনিক ওয়ার্ড ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বীধ । ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিবি পঞ্চাশ গ্রামের শৌধান্দ ও গোতাল গ্রামে শেষ হয় ।

১৬১ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কাছের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নহর থানার জাঁয়ারকিলাগ্রামে কান্টোনের আকিস করবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমিগণনা আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত সেনেটমেন্ট গবর্নর সাহেবের মিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কাছের নিমিত্তে উক্ত আধারকিলা গ্রামে কতীম ৫৫০০ আনাধিক ৮১০ কাঠা ১৮ ধুর ১৮ ড্রাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কান্টোনের সাহেবের আকিস বাড়ী পশ্চিম সীমা জাঁয়ারকিলা অবাধ কিরিশিখার পর্দা যাইবার গবর্নমেন্টের পথ, দক্ষিণ সীমা অজ সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব সীমা থিলা অদি ও শিবলাপ ভেওয়ারির পুকুরিণী ।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাহাঙ্গিক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেসর, এস, এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ১৫ আপ্রিল ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অক্টব বণ্ড।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ ডোলার সেরের হিসাবে

বিভাগ।															
	ময়।			জুন।			জুলাই।			আগস্ট।			সেপ্টেম্বর।		
	এক সপ্তাহের বিটন	দুই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন	এক সপ্তাহের এই সপ্তাহের বিটন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জেলা।

	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
১. বঙ্গবাসী ...	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

মধ্যপ্রদেশ জেলা।

	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
১. কলিকাতা ...	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

ক। বঙ্গবাসী লবণের পুত্রের মত টাকার এই—কলিকাতা ১৮ সের, কলিকাতা ১৯ সের এবং কলিকাতা ২০ সের।

খ। কলিকাতা লবণের পুত্রের মত টাকার ১০ সের।

গ। কলিকাতা লবণের পুত্রের মত টাকার ২০ সের।

ঘ। বঙ্গবাসী লবণের পুত্রের মত টাকার এই—কলিকাতা ১৮ সের এবং কলিকাতা ১৯ সের।

ঙ। কলিকাতা লবণের পুত্রের মত টাকার ১০ সের, কলিকাতা ২০ সের এবং কলিকাতা ২১ সের।

চ। কলিকাতা লবণের পুত্রের মত টাকার ১০ সের, কলিকাতা ২০ সের, কলিকাতা ২১ সের, কলিকাতা ২২ সের এবং কলিকাতা ২৩ সের।

ছ। কলিকাতা লবণের পুত্রের মত টাকার ১০ সের, কলিকাতা ২০ সের এবং কলিকাতা ২১ সের।

অবধি তৎপরাধি ধ্যানাত্মক ও জ্ঞানান্বিত কাউ ও শবণ সুজরা বিজ্ঞানের বাসিন্দা নয়।

हे।कारु वरु ना।करु। यारु ।

ଟୁ = ଟେବୁଲର ସଂଖ୍ୟା
 ଏହାଙ୍କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ।

[illegible]

संज्ञा - विदेशिकता विना ।

সেহ	সক	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সক	সেহ	সক	সেহ	সক	সেহ	সক	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১২	১৪	১২	৩	০	৩	১৫	১১	১২	২৫০	২৫০	২৫	বইবাখ।	
...	১১	১২	১৫	৮	৮	৮	৭	৭	৮	১৫	১০	১২	...	৫০০	...	বিজ্ঞান।	
...	৮	১০	১১	৪	৪	৪	১২	২	১২	০৫০	১০০	৫০	দীর্ঘস্থ।	
...	৪	১৬	১৭	০৫১	০৫১	০৫৪	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	মেডিকেল।	
...	১৭	১৭	১২	০	০	০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	নগরী।	
...	৮	৮	১৭	২	২	২	১০	১০	১০	২৫	৫০	২৫০	মামলা।	

ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ।

[illegible][illegible][illegible]

১। ম'দে ও ম. ১। দুই প্রকারের অঙ্কন কর টোনা ২ সে.।

ଡି। ସଂସ୍ଥା ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । — ଗର୍ବୀ ଡି. ଏ. ସେକ୍ସ ବର୍ଷ ଲିକାସାରିଡ଼ ୧୨ ମେ ୧୯୫୫

উ। শেখা - ২৭ নং পট - অর্থ মন্ত্রণালয় : ৩ মে ১৯৬৮

ড। অশীষক মল্লিক, বীর অধ্যাপক, কলিকাতা মেট্রিক পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

ক্রমিক নং	বিভাগ	১০ ডোলার সেরের হিসাবে															
		গম।		যব।		ডাল চাউল।		সামান্য চাউল।		বহু ও সামান্য।		তৈল ও জোয়ার।					
		এই সজ্জাধের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাধের রিটর্ন	গাজবৎসরের এই সজ্জাধের রিটর্ন	এই সজ্জাধের রিটর্ন	গাজবৎসরের এই সজ্জাধের রিটর্ন	এই সজ্জাধের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাধের রিটর্ন	গাজবৎসরের এই সজ্জাধের রিটর্ন	এই সজ্জাধের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাধের রিটর্ন	গাজবৎসরের এই সজ্জাধের রিটর্ন	এই সজ্জাধের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাধের রিটর্ন	গাজবৎসরের এই সজ্জাধের রিটর্ন	এই সজ্জাধের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাধের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জেলা।

ক্রমিক নং	বিভাগ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁদা ...	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১৯	কটীন্দ্রপুর ...	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২০	বাকরগঞ্জ ...	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২১	মহম্মদপুর ...	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
২২	চট্টগ্রাম ...	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২৩	মহম্মদপুর ...	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
২৪	ত্রিপুরা ...	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
২৫	চট্টগ্রাম ...	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
২৬	ত্রিপুরা ...	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪

বেঙ্গাল।

ক্রমিক নং	বিভাগ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৭	চাঁদা ...	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
২৮	মহম্মদপুর ...	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
২৯	বাকরগঞ্জ ...	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭
৩০	মহম্মদপুর ...	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮
৩১	চট্টগ্রাম ...	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
৩২	ত্রিপুরা ...	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৩৩	চট্টগ্রাম ...	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৩৪	ত্রিপুরা ...	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
৩৫	চট্টগ্রাম ...	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
৩৬	ত্রিপুরা ...	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪

৩। মহম্মদপুর লবণের খুজরা ১২ টাকার এইহ—২ টাকার ১২ সের, মুন্সীগঞ্জ ১০।১৮ সের ও বাকরগঞ্জে ১৩ সের।

৪। গোয়ালন্দ ও বালুগঞ্জ মহম্মদপুর লবণের খুজ ১১ টাকার ১৩ সের।

৫। মহম্মদপুর লবণের খুজ ১২ টাকার এইহ—১ টাকার ১২ সের, পটুয়াখালিতে ১০।১৮ সের ও জোয়ার ১০ সের।

৬। এই এই —কিশোরগঞ্জে ১০।১৮ সের, আগুয়াই ১২ সের, আমালপুরে ১২ সের

মহম্মদপুর ১২/ সের।

৭। কলকাতার মহম্মদপুর ডাল চাউল ১৬ সের, সামান্য চাউল ১০ সের, আলানী কাউ ৫।৮ সের এবং লবণ টাকার ১০ সের বিক্রয় করিতেছে।

৮। মহম্মদপুর লবণের খুজ ১২ টাকার ১২ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

৯। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁ-পুর মহম্মদপুর লবণের খুজ ১২ টাকার ১২। সের।

[illegible][illegible]

কোড															কোড		কোড																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
...	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	

৭। নবমটেক মসজিদে বৃষ্টির পানি টাঙ্কিং ১০ মেস।

ক। ২৬তম, ২৭তম ও ২৮তম সারি। ২৬তম সারি ১২ সে. বর্জ্য। ২৭তম সারি ১২ সে. এবং ২৮তম সারি ১২ সে.।

১। এই ১২

১-গীতামঞ্জীতে ১১ সের ও জাফপুড়ে ১২ সের বকাসলে কবমঃ
১১-১২/১০ সের অশ্বিঃ ১২ সের পথঃ বিজঃ হয়।

—সেতরান্নে ১৩০ সের ও গোপালগঞ্জে ১২ সের।

১। অক্ষাংশ ২৩° ৩০' ০০" উত্তর, দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ০০' ০০" পূর্ব।

১৮। ময়ূরভার লবণের দুইভাগ বা ততোধিক এইরূপ—বেগুনসাইতে ১১ লেহ ও অমৃতে ১১।০ লেহ।

১২। —বীকার ১২ মের, মণৌলে ১২ সেক এবং বকপুত্রার ১০ সেক।

[গণপরিষদে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৪ খ্রিঃ অধিবেশন।]

১০ ডোলায় সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গম।		মহ।		ডাল চাউল।		সামান্য চাউল		কচু ও বাছরা।		মৌসুম ও জোয়ার।	
		এই সজ্জাঘের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের ডিউন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের ডিউন	এই সজ্জাঘের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের ডিউন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের ডিউন	এই সজ্জাঘের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের ডিউন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের ডিউন	এই সজ্জাঘের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের ডিউন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের ডিউন

বেহার।

		১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০	১৯০১	১৯০২
৩৫	পুরনিয়া ..	১৭	১৮	১৭	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৬	খালদহ ..	১১	১১	১০	১১	১২	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৭	সীতাবলি নদ- মালা।	১০	১৭	১০	১১	১০	১০	১৭	১৭	১২

উড়িষ্যা।

		১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০	১৯০১	১৯০২
৩৮	কটক ..	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৯	পুরী ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪০	বালেশ্বর ...	১৮	১৮	১৮	১০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

চোট মাগপুর।

মজিন-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

		১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০	১৯০১	১৯০২
৪১	মাজারীবাগ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪২	মোহনগুমা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৪	মালভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

* মকসমে সামান্য চাউলের খুজরা মর টাকায় ১১৩০ সের অবধি ১১৩০ সের পর্যন্ত।

মহ। মহকুমার সবধের খুজরা মর টাকায় এইহ—কুচগুপ্তে ১০ সের, অরুণিয়া ১২ সের।

মহ। মহকুমার সবধের খুজরা মর টাকায় এইহ—দুগধরে ১২১ সের দুধকায় ১২ সের, এবং গান্ধার ১২ সের।

কলকাতা,

১৮৮৪ সাল, ৮ অপ্রিল।

টাকার মত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের লবণের
থোকে বিক্রয়ের মত।

সুগন্ধি বা বাকিওয়া ও চোখা।	অধেরা।	মোটা।	জালাবিজাত।	লবণ।	লবণ।
এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন
এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন
এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন
এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন

মিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্ণনিরাই
...	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
...	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
...	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০

উড়িষ্যা।

১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭
...	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১
...	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫

ছোট সাগর।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	
...
...

২৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের পুজুরা মর টাকায় ৮ সের।

২৬। গিরিধি মহকুমায় অস্ত্রপত্র (অরুণিয়ার) লবণের পুজুরা মর টাকায় ১১ সের।

২৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের পুজুরা মর টাকায় ১২ সের।

সাধারণের অবগতাবে প্রকাশ করা গেল।

কোলম্যান হেবলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্বে

নং	স্থান	১০ লেখের														
		সম :			মহ :			জাল সঠিক :			সীমাধা সঠিক :			অন্য ক বসিয়া :		
		এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	ইহার পূর্বে সজ্ঞাভেদে সঠিক	গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	ইহার পূর্বে সজ্ঞাভেদে সঠিক	গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	ইহার পূর্বে সজ্ঞাভেদে সঠিক	গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	ইহার পূর্বে সজ্ঞাভেদে সঠিক	গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	এই সজ্ঞাভেদে সঠিক	ইহার পূর্বে সজ্ঞাভেদে সঠিক	গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে সঠিক
১	কলিকাতা ...	২০০	২১০	২৫০	২১০	২১০	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২১০	২১০	২১০
২	পেয়ারামঙ্গল ...	২০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৩	ঢাকা ...	২০	২১০	২১০	২১০	২১১	২১০	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১
৪	মাকরানঙ্গল	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫	টুঙ্গাঘাট ...	৫০	৫২	৫২	৫২	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৬	পাটখা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	৫২	৫০	২১০	২১০	২১০	২১
৭	বালেশ্বর ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮	পূর্বী	২১০	২১০	২১০
৯	কটক ...	২২	২১০	৫১০	৫২	৫২	২১০	২২	২১০	২১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।

দুই সপ্তাহ অধি তৃত্বাদি থাকায় ও স্থানান্তর কাটি ও লবণ খোঁজে বিক্রয়ের ব্যাপার হয়।

যশোর নদ।

ফোলিও ও কোয়ার্টার।			কামাং বা বাড়ির ও চিহ্ন			ভাষা।			ফোলি।			স্থান।			লবণ।			নাম।
এই সপ্তাহের ফিউর			এই সপ্তাহের ফিউর			এই সপ্তাহের ফিউর			এই সপ্তাহের ফিউর			এই সপ্তাহের ফিউর			এই সপ্তাহের ফিউর			
টাক	পয়সা	চাক	টাক	পয়সা	চাক	টাক	পয়সা	চাক	টাক	পয়সা	চাক	টাক	পয়সা	চাক	টাক	পয়সা	চাক	
২৭	২৭	১১০	২৭	২৭	১১০	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	কলিকাতা।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	মেসার্স।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	চাঁকা।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	বারিঘাটা।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	চট্টগ্রাম।
...	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	লাটমা।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	বাসেঘর।
...	২৭	২৭	২৭	২৭	পুরী।
...	...	১১০	২৭	২৭	২৭	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	কটক।

সাহায্যের অবগত্যে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান সেকলে,
বঙ্গদেশের লবণসেতের সেক্রেটারী।

[illegible]

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnagpur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officialing Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for *cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for *cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্ট্রোলারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্খার জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগর যুক্তো এককালীন ২০ পাউণ্ড জ্বর কর্তনক মিশ্রিত মতো পাউণ্ড যথা, প্রতি ৫ আউন্স টীন ৪১০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮১০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬১০ টাকা।

এছাড়াও সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্ন-লিখিত মতো দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৪১০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ৮১০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ১৬১০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য বাড়তি প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ২০ বার আনা, ডাকখানায় দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

মূল সিন্‌কোনা ছাড়া হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবান্ধা, একপ সাধনা জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেনের) অর্থীক কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্ট্রোলারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্খার জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড জ্বর কর্তনক মিশ্রিত মতো যুক্তো দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগর যুক্তো এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাকখানায় দিতে হইবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

Office of Supt. Govt. Printing, No. 165, Dhuramtoleh Street, Calcutta.

[Government Gazette, 15th April 1874]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি যিহা—ত
বারে লিখিত দিতে কইনে :—

মকামল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৫৭.৯২	১.৭
ডাকমাশুল	...	"	৩.১২
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাংলাতে কারিগরদের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের শাখুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটে মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার মূল্য)		১০
ডাকমাশুল	...		১০

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকামলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এককিৎ ছোট্টি বেং কট্টরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengal Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the *Calcutta Gazette*.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[Government Gazette, 15th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেটে দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপলপত্রাতিরিক্ত এই মন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় জিন্ন কোন বার্ষিক বাজার সেক্রেটারিয়েট স্থাপনা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায় কোন বর্জ্য কয়লাইতে চাহিলে উল্লিখিত নগর দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাজার সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম দ্বারা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় জিন্ন কোন বার্ষিক কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশাং হইতে কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিপোষ্ট বার দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বস্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের চোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১১ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২.০০
আধ পৃষ্ঠা " " " "	১.০০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১.০০

বিজ্ঞাপন।

স্বাক্ষরার্থে প্রাপ্যকে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রণয়ন হইলে কলিকাতার ল্যাম্পেজ ওয়েস্ট টৌনহালের ডায়ালিক্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আশিসে রেজিষ্ট্রারের নামে নিরোমাণ দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, বাকার প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ অপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন বারিস লুইস সাইকেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবর্ত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ..	331—407	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৩৩১—৪০৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	27—29	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	২৭—২৯
PART VIII.—Advertisements	427—434	অষ্টম খণ্ড।—ইঙ্গিতদায়ক প্রকৃতি	৪২৭—৪৩৪
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

GENERAL.—*The 9th April 1884.*—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nudda district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mitra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, vice Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, vice Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April 1884.*—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIMUM.—*The 12th April 1884.*—Mr. W. D. Ridsdale, Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April 1884.*—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, vice Mr. P. Heher, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯২৬ A দফা ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন ।—জিহুত টি, টি, আলেক সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত সি, বি, গারের সাহেব রাজকীয় বোকদ্বার সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও এডভোকেটের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার আইন্সট্রেক্ট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে মদীরা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন ।

ভাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত ডবলিউ, এচ, পোজ সাহেব পূর্ব প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চের আত্মগমন না করিয়া এই মাসের ২১ তারিখের অপরাজ্জ্বল কর্মে আত্মগমন করিয়াছেন ।

হাজারিবাগের বিজ্ঞানকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাছাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—জিহুত বি, এল, গুপ্ত কর্ম ভাগ করিতে ডাক্তর জিহুত কে, বি, ঝুয়াট সাহেব কলিকাতার করণমহর পদে নিযুক্ত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত কে, এ, জোবন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত জামতারার প্রেরিত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত চুয়কার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এক, প্রান্ত সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত জামতারার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ব, হু চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।—জিহুত এ, ও, আর্, এডওয়ার্ড সাহেব বিহারের অখারোহী রাইফল সেনার লেপ্টেনেন্টেরূপ স্বীয় কমিশন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা প্রদান করিলেন ।

জিহুত এ, ও, আর্, এডওয়ার্ড সাহেবের পরিবর্তে ট্রপ সার্জেন্ট-মেজর জিহুত এক, এ, না সাহেব বিহারের অখারোহী রাইফল সেনার লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—যামাবর জিহুত এচ, বেবলী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা প্রদান করিলেন ।

সমুদ্রসম্পর্কীয় ।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন ।—কলিকাতা বন্দরের একটি কর্তৃপক্ষ কাশান জিহুত কে, ডবলর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন ।

আকৌন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—ফজলাবাদের আকৌনের সব-ডেপুটি এজেন্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিভিল কাছাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অথবা তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন ।—জিহুত পি, কের সাহেব কর্ম ভাগ করিতে আসি-ফোর্টে আপাধিকারি জিহুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাস্পাতালের আসিফোর্টে আপাধিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থানান্তরে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—শিখাসাহেব কাছেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষক আসিফোর্টে সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাছাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে সেতু মাসের ছুটি পাইলেন ।

আসিফোর্টে সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটিপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিফোর্টে সর্জন জিহুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিখাসাহেবের কাছেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডাক্তর জিহুত ডি, ডবলিউ, কমিঙ্গ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের একটি সিভিল চিকিৎসক সর্জন জিহুত আর, ডি, বরে সাহেব বশোবরের সিভিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

MUNICIPAL.—*The 3rd April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobiu Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bali Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality:—

Baboo Kedar Nath Banerjee.
„ Kali Kamal Sirkar.

Baboo Rajendro Lal Mookerjee.
Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Kartic Chunder Mittra.

Moonshee Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore:—

Baboo Rajendra Lal Gupta.

Baboo Indra Narayan Prodhan.

Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality:—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.

Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 20.—The 2nd April 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অবিশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৫ সাল ৮ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
“ “ কালীকমল সরকার।	ডাক্তার জিহুত জে. এল. মিলিগন সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কালীকমল সরকার।	জিহুত মুনশী মহম্মদ আলি।
---------------------------	-------------------------

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্দ্রক মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	জিহুত বাবু ইন্দ্রনাথ রায় প্রসাদ।
--------------------------------	-----------------------------------

সদ-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী মুজিবুল আলিম আফগান।

সিবিএল ইন্সপেক্টর অফিস্ট্যান্ট জিহুত শ্যামচরণ গঙ্গুল উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অক্ষিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্ধমান মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সপরিটেণ্ডেন্ট জিহুত জে. মার্টিন সাহেব।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আদায় গেজেট কর্তে উক্ত করা গেল।—

২০ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আশ্বিন।—জিহুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ অক্টোবর ২৯ খারামতে প্রদত্ত কনভেন্সনসারে কার্য্য করিয়া তিনি জিহুত জিলার অন্তর্গত কামরুজ্জোহর মুন্সিপালিটীর জিহুত বাবু হরচন্দ্রের প্রকৃত্বিত্ব তদীয় পিটারামিশ্যনর কান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের অধিকার ক্ষমতা দিলেন।

এফ. সি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এচ. এ. কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ অক্টোবর ৪ খারামতে ব্রিটিশ গারনার পক্ষে কলিকাতার বিশেষজ্ঞামিশ্যনের একজেন্টের পদে জিহুত আর. ডবলিউ. এল. মিলিগন সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ. সি. মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত কনভেন্সনসারে কার্য্য করিয়া বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুন্সিপালিটীর সভাপতি কমিশ্যনরদের অধিরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ ধারায় ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৩ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯৯ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem. declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nimtollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dut's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality:—

Mr. W. Stalkartt.	Baboo Huro Mohun Mukerjee.
Dr. R. N. Burgess.	„ Chunder Coomar Banerjee.
Mr. P. N. Banerjee	„ Kally Coomar Coondoo.
Baboo Kedar Nath Bhattacharjee.	Pundit Harinath Sharmah.
„ Jagat Chander Banerjee.	

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, ⁸⁰as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England.

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohallah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০৭ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চকমিটার প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ আগস্ট তারিখের এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকালে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় এক শিখ ১৮৮৩ সালের ৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্যন্ত যোড়বাগান স্ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমন্তলা ঘাট স্ট্রীটের ২৩ ও ২৩ নং এবং অক্ষরচন্দ্র দত্তের পেমেন্ট ৮, ৯ ও ১০ নং বাণী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্যন্ত এতদ্বারা স্থগিত করা গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ১১ আগ্রিল।—নিম্নলিখিত সকালারতা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ২৮ ধারামতে বাবজা মুনিগিপালিটার কমিশনমণ্ডের নামে নির্দেশিত নিবন্ধ হইলেন।

জিহুত ডনলিউ উলকাট সাহেব।

ডাক্তার জিহুত আর, এন, বর্ডেন সাহেব।

জিহুত পি, এন, বন্ডোপাধ্যায়।

” হারু কেশর নাথ ভট্টাচার্য।

জিহুত বাবু অগস্ত্য বন্ডোপাধ্যায়।

” ” হরমোহন মুখোপাধ্যায়।

” ” চন্দ্রকুমার বন্ডোপাধ্যায়।

” ” কালীকুমার কুণ্ডু।

পণ্ডিত জিহুত হরিনাথ শর্মা।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৪ সালের ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে জার ৫০০০ গবর্নমেন্ট মাইল ইন্টাঙ্গ শার্টিনমতে এতদ্বারা প্রস্তুত (মৌল ও কাগ) দ্বিত্বের বিচার-কাগ সংক্রান্ত ইন্টাঙ্গের ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্টাঙ্গের ব্যবহার নির্দেশ করেন।

২। নূতন ইন্টাঙ্গ একচে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রণীত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলাখানার কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করা গেলে তাঁহারা বিচারকাগ সংক্রান্ত ইন্টাঙ্গের অবাধ্যত্ব ভুল্য মূল্যের দ্বিত্বের ইন্টাঙ্গ লইয়া বিচারকাগ সংক্রান্ত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্টাঙ্গ নির্দেশ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিগাবাদ পরগনার পাটনা শহরের বহরমপুর মহল্লায় গুরুত্বপূর্ণ খবন করণার্থে পাটনা মুনিগিপালিটার অধিকারে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আগ্রিল।]

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 33 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Inun and Baskat Khalifas' land;

On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;

On the South—By Burgacha municipal road and drain; and

On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Imamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kari Doss' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে স্থানীয়িক ১ একর ৩৩ পাঠ পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের করিড জমি।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির মক্কা সাধারণের বেখবার অন্যে কবিত্যমতনের আকিলে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাঁহুরা পরগনার ময়দমা গ্রামে ময়দমা পথ পরিষ্কার করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটির অর্ধব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানীয়িক ৮১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাইব জুই মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব, ও পশ্চিম সীমা ময়দমা পথ।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগনার বড়গাঁও গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটির অর্ধব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানীয়িক ৩৫০ বর্গ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মহারাজ সরকারের ঘোঁড় জমি, এবং ইমু ও বরকৎ খলিকার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শাওরগাঁও গ্রামের শুকুলের খামার জমি, ও সেতবা সরকারের ঘোঁড় জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাঁও মুনিসিপাল পথ ও ময়দমা, এবং

পূর্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমামদীন সরকারের বলতী বাটী।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জুগলী জিলার অন্তর্গত বোঁরো পরগনার চাঁডরা গ্রামে জলপ্রপালী করণার্থে জিরামপুর মুনিসিপালিটির অর্ধব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানীয়িক ১১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপাল পথ অর্থাৎ বাঁকটলাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাঁচা গ্রাঁচীর, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দালের বাঁগান, ও পূর্ব সীমা কৈলাসজল, মীতামাথ ও মনেশচন্দ্র গ্রামানিকের জমি।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring, more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring, more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea, with effect from the date on which he joined his appointment, vice Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Guesain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Keylash Chandra Mezoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajgunge, with effect from the date on which he joined the latter clowkey.

[*Government Gazette*, 22nd April 1884.]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Akboy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnagbur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khetra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habigunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Choodanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prasanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Choodanga.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিরালদেহের একটি মুনসেফ জিহুত বাবু বিধুব্রহ্ম চক্রবর্তী বাথরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনাল মুনসেফ জিহুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মধুবনিতে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মধুবনীর মুনসেফ জিহুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এই জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার প্রেরিত হইলেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার মুনসেফ জিহুত বাবু ব্রজমোহন ঐগানগরী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

গরার প্রথম মুনসেফ জিহুত মোলবী আবদুল দারি, পাটনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

পাটনার মুনসেফ জিহুত বাবু কেশরনাথ রায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ার অবস্থাপিত হইবেন।

ঈরামপুর ও তাঁড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু জীবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

রূকনগঞ্জের মুনসেফ জিহুত বাবু তানবীর চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ঈরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত ঈরামপুরের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু শ্রীমন্তনার সেন, বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ জিহুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারাসতে অবস্থাপিত হইবেন।

ভগলী জিলার অন্তর্গত জাঠানাবাদের মুনসেফ জিহুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, উক্ত চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবনা ও গুড়া জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি মুনসেফ জিহুত বাবু কেশরনাথ সত্ত, হুগলী জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাঠানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা রচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জিহুত বাবু রাধানন্দ তলাপাত্র ভুটী লওয়াতে বর্জমান জিলার অন্তর্গত কাশানার মুনসেফ জিহুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সিবাদ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জে কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

জিহুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুলশীগঞ্জের মুনসেফ জিহুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জে কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ জিহুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ ত্রিহুতে (মৌলবী বাজারে) কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িয়ারের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু এসরকুমার বসু নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িয়ারের মুনসেফ জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি গ্রহণ বিবরণ ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িয়ার মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কন্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন।

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Halidar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chuuder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamncegaon, Pyekpara, Soodeen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konehkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Para-Chupra, Gance-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratabpur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharea, Koechone, Phampore, Shardighee, Pura-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring, more or less, 1,307 beeghas 10 cottaks 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TAYLOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kalér, pergunnah Arwal, in the district of Gaya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 213 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটি মুনসেফ জিহুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিলার কুড়িগ্রাম মুনসেফ জিহুত বাবু জামকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুন্সেরের মুনসেফ জিহুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটি মুনসেফ জিহুত বাবু শ্যামলাল ছালনার দ্বিতীয় জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পূর্ণিয়ার জিলার অন্তর্গত অরিয়্যার মুনসেফ জিহুত বাবু যহ্মাথ দাস তাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুন্সেরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জিহুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু, এম. এ. ও বি. এল, টাণ্ডা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনসীগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১১২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও শেল-বরসা পরগনার সীতাহর, কালিয়া, ডিওরপাড়া, ঘোয়াকুরি, উরুলী, বামনৌরী, পাটকপাড়া, সুদৌস, লছর, লক্ষ্মীপুর, মরসলাই, পৌড়কুরি, মথুরাপুর, খারল, বস্তুলী, ঘোয়াকুরি, কোরেল, বড় চাপরা, গামি-বেলঘরিয়া, মেঘা, সুবলা, টামপুর লকৌরপাড়া, লৌকনাথপুর, এতাবপুর, কুলনা, লক্ষ্মীপুর, কহালু, উলং, সিতলাই, মলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি ফায়পুর, সারদৌরী, পুরান বগুড়া, কামার-গাড়ী, হুতপুর, ও বগুড়া আসের মধ্যে দিয়া সুলতানপুর হইতে পূর্বমুখে বগুড়া পর্যন্ত রেলওয়ে প্রকল্প পরমার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টে-মেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত সীতাহর, কালিয়া, এতাব আসের ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে আয় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কতিমতে স্থানাদিক ১,০০০।০।৮ চতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস. টি. ট্রিভর, কর্নেল, আর্ড, ই,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

অনসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটীবার কনো রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গরা জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজার পাটনা খালের ২৮ মাইল দীর্ঘ আয় ২৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অর্থাৎ ৮০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানাদিক ১কড় : ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

No. 164.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of $12\frac{1}{2}$ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gaya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—*Leave*.—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—*Posting*.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonapur, to Paleza Ghat on the river Gauges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ কোণি জলপ্রবাহী কাটবার জন্যে রাজকীয় অর্থদ্বারা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলায় অন্তর্গত অরব পুরগাঁও কোণি ও দলার গ্রামে প্রায় ১৩২ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ মুনাসিফ ১২। পোন পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

ইচ্ছাতে বাছাইয়ের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৮৪ সাল ১৫ অপ্রিল ।

১৬১ নম্বর ।—জুগী ।—কীলটি শব্দের প্রথম অংশের অগিটোটে ইঞ্জিনিয়ার জগু ৩ টি, ক, করি সাহেব এই বঙ্গদেশে গাঁথি পনির অংশে ভাঙ্গার পরে তাহাথে জুগী গ্রহণ করেন । তিনি নিম্নলিখিত কাহারওকমে জুগী বসিরা ২ অব্যাহতের ৪২ ধারামতে প্রয়োজনীয় সাংসদিক জুগীগ্রক পাঠার মাসের নিয়মিত জুগী পাইলেন ।

১৬৭ নম্বর ।—অবতিস্তির কথা ।—পবনিক ওকস ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের এই মাসের ১০ তারিখের ৮৬৭২ বিজ্ঞাপনোপলক্ষে বিভাগ প্রেরণের অগিটোটে ইঞ্জিনিয়ার জীযুত জে. বি. নিলস সাহেব বাণারগী-কটক সরবোজে অংশীপিত হইলেন ।

১৬৮ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারথি জিলায় অন্তর্গত গোদগুরের পশ্চিম ঞ্চ ৫ মাইল দূরত্ব বঙ্গপ্রার ঢক অবধি গাননীর মারে পেলতা ঘাট পা. প্র. শাখা রেল পথ কনিবার অন্য রাজকীয় অর্থদ্বারা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হাঁদার বঙ্গদেশের জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্চেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের ত্রীপ করলাতিপ্রায়ে জরীপ কাহারওকমে জরীপ কাহারওকমে করিতে উদাত হইয়াছেন ।

ইচ্ছাতে বাছাইয়ের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি. এল. টি. এস. জীল. মেজর, এস. এস. সি.

পবনিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলরস রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে
প্রচারিত সরকুলার।

মেওয়ারী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

মেওয়ারী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ও অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়,

“বিবাহ স্থল চাড়া ১৮৬২ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত এবিটে ও মনোধ্যক্ষতার কর্মতাপত্র পাঠবার আর্থনাপত্র (বিবাহ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা নীর্ষকে খারিজ করিয়া লইতে হইবে)।”

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

“এবং উক্ত এবিটে বা মনোধ্যক্ষতার কর্মতাপত্র রহিত করিবার আর্থনাপত্র।”

কোজদারী সরকুলার অর্ডর।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের কোজদারী বিধি ও অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৯ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে “নোট” আছে, তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের নীর্ষকে “সংশোধনের মরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্বারা বাহাদুরের পক্ষে সংশোধনের মরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের আর্থ মার্জিট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রকৃতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহার বাসীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের নীর্ষকে “সংশোধনের মরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্বারা যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সংশোধনের মরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের আর্থ মার্জিট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রকৃতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। বাকি পক্ষে এইরূপ মরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মন্তব্যের ঘরে বাসিদের সংখ্যা লিখিত সেই কথা নিখিতে হইবে। শেষোক্ত কালে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত মরখাস্তের ফলাফুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A টৈমসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে “সংশোধনের মরখাস্তকারী” এই কথার নিম্নলিখিত ফুটনোটে যোগ করিতে হইবে।

“২৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডর)।”

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B টৈমসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

“৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডর)।”

৪। কালীচক্রিক খুচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পাঠে ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

ফৌজদারী সুরকলার অর্ডার।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ৩ অর্ডারের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১৪ ধারার (৬) প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পদ্যটি দিতে হইবে।—

(৬) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার] মেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায়, মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইন্সপেক্টর তাহায় তাহারা অনুবাদ সঙ্গে থাকা উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

(৬) [সাক্ষ্য প্রতীতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সুরকুলার অর্ডার।]—মেশনের মোকদ্দমার বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলীল, (২) সাক্ষ্য বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইন্সপেক্টর অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদেও একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া মণীর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষ্যের বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালানুক্রমিক স্বীকৃতির ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার ও উল্লেখাদি উঠাইয়া গেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খলু।

ইন্ডিয়ার এডভি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইজারা।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইজারাদার নাম। কছারি কালেক্টর।

ইজারাবা সংগঠন দেওয়া যাইতেছে যে সম ১৮৬৮ সালের ৭ জুন ও ১৮৭১ সালের ১১ জুলাইর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত নিয়মে ভাড়া দান ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্থগিত পর্বত বাকীপড়া র জম ও রোডজুড় ও পাবলিক ওয়ার্ক জেছ কালারের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ২ জুন নোড বেক ১২৯১ বাকীপা ২৮ ইজার মোজ মোহরার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছ হইতে বিনা ওজরে একশাশা মিলানে বরাহ ইবেক। ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাজবাজার সব ভূমিসমূহের এলাকাহীন।

ভৌমিক নং।	ভাটিকের নাম।	মানিকের নাম।	সময় জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			মাজব।	জেছ।	মাজব।	জেছ।		
২০১ ২৫১	মৌঃ ইমনী থানে টেকনাক ভাটিক মহরত আলি চৌঃ	খোম	১৮১১/১০	২০৬১	৬০৮/৬	০	৪৮১/৬	মজুদ ভাটিক নিলাইন হইবে।
৪৯ ১০৬১	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক তার জিহতী থাট চৌঃ	খোম	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬০৯/৬	৬
১৫৫ ১০৮	মৌঃ রাজারজুল থানে রাজু ভাটিক দেহরত খাঁ	দেহরত বিবি ও মকদুল আলি গাঃ	১১০১/৬	১৫৮/১	৬০৬/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	৬
২০৪ ৪১৯	মৌঃ মিঠাহরি থানে রাজু ইজারী জিহতী মতিকা খাঁ জুল দাবানলের গরক জিহরি আলি খাঁ।	মিঃ আঃ আলি খাঁ।	১১৮৩/১০	১১২/৬	৬২৭	৩৭/১৬	৪৫৭/৬	৬
২২৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকির থানে চকরিয়া তার বিবি ইসত্রাফ	মিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	১৮৭১/৬	২২৪৪/১	৪৩৭	১২৬/১	৬২৬/১০	৬
৭০৪ ১৪৬০	মৌঃ পেশরা খাঁ ন হকরিয়া ভাটিক মজল আলি	খোম	২৫১২৭	১০৯/০৬	২০৪২৭	৭২৭/৬	২১১৫/১০	৬

জিলা ময়মনসিংহ।

বাণী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা লম্বান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ আদায়ের তারিখে প্রাপ্য বাণী মালিকের এবং অন্যান্য লাগু চলিত আইন এবং আদায়ের অনুসারে বাণী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোঃ ১২২১ সালের ৯ টীকাতে যথার্থ তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিনা গুজরে ও একপাশ মিলায়ে করা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রিল।

নং জোডি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সরাসরি।	বাণী।	টেকিহুৎ।
২৬ নং	৭৫ নলিন্দ্রজীহান জমিদারি হিঙ্গা ১২০ আনা যথ বেলাবেতা ডাকু ১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাসে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৭	৮২২৫০	একমালি মহাল মিলায় হইবেক।
এ	এ ১৮৭৮। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাংকো ১৮৮৭ সাল হিঙ্গা।	জমিদার চন্দ্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬০	"	"
এ	এ এ কি চান্দীনাংকো হিঙ্গা ১৮৮৭। ডিলা ডপে রণজাঙ্গাল।	জমিদার চন্দ্রবর্তী গররহ ...	৫০	"	"
১১৩ নং	৩৫ দেওয়ানজামা হিঙ্গা ৫০ আনা ১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাসে একমালি হিঙ্গা।	মহনাথ চন্দ্রবর্তী মতিচন্দ্র রাম চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫০	একমালি মহাল মিলায় হইবেক।
এ	১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গররহ ৫০ মোজার ১০ আনা হিঙ্গা।	যোগেশচন্দ্র চন্দ্রবর্তী ...	৫৪১৫০	"	"
এ	এ এ ...	গনেশচন্দ্র চন্দ্রবর্তী ...	৫৪১৫০	"	"
এ	এ এ ...	জীবদান্য চন্দ্রবর্তী ...	৫৪১৫০	"	"
এ	এ এ ...	কৈলাশচন্দ্র চন্দ্রবর্তী ...	৫৪১৫০	"	"
ডপে হাজরাহী।					
১২৪ নং	৭৫ আনা দেওয়ানজামা ৫০ আনা ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাসে একমালি।	মতিচন্দ্র রায় চৌধুরী মিননাথ চন্দ্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০৩০৫০	১২১০	একমালি মহাল মিলায় হইবেক।
এ	এ ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাহী ১০১০ গণা।	কমলকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী মালগ।	২২০১৫০	"	"
এ	এ চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০১ গণা ও নগর ১০১০ গণা ১০১০ গণা ও বীর ১০১০ আনা।	মতিচন্দ্র রায় চৌধুরী ...	১৫০৫০	"	"
ডপে মীর্ষা মজিবাজুর মোজালক ১০১৫ মজিবাজুরি।		হৈরাম আবদুল্লাহ আবাকপদে জামিদার আকির বাতুন।	২১৭০৫০	১২১০	সম্পূর্ণ মহাল মিলায় হই- বেক।
ডপে হাজরাহী।					
২১২৯ নং	৩৫ কুমার মত গররহ ১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাসে একমালি।	মিননাথ চন্দ্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩০২৫০	"	"
এ	১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিঙ্গা ৫১০ আনা।	বিবেকচন্দ্র দাশ	২০০৫০	৪০১০	খারিজ হিঙ্গা মিলায়।
এ	১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	কমলকিশোর মজোরাখা গররহ।	১০০০১৫০	"	"

নং ভৌজি।	নাম বহাল।	নাম মালিক।	সমর কমা।	বাঁকী।	টেকিয়াং।
-------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

দ্বিতীয় স্তরের বহাল।

৫০৭১ নং	৬৮শা বগড়াওহাল। ৮৪ চারিগাড়া। সুবর্ণপুর ওরকে কামাখিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৬৭৭১০ পাঁচ	১১১১০	সম্পূর্ণ বহাল নির্দেশিত হইবে।
৫০৮৫ নং	পং বরদমানীংহ বীল ছলজী।	হাজী হামিদুল্লহ চৌধুরী গয়হ।	৫৮০৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হলেদল বী ৮৪ জেলুয়াখারি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়হ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪৯ নং	পবগবে পুখুরিয়া চণ্ডাবগরা।	বাম্পদী মেহা চৌধুরী পতিব নাম দুর্গাকানন বী ও মণ্ডাবনী শবতস্মরী মেধি গয়হ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১২৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দমার নং ৬ । ১৮৮৪ ইং

মেওরানী কার্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়নতে দরখাস্ত।

অর্থাৎ মির্জাপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

দেওরানী মোঃ গিয়াস উদ্দীন রামদন মোঃ হাল সাকিন বীরগঞ্জ পং হুরপুর ... মেরদার।

১৮৮৩। সম্পর্কবিধিতে বাকি সমুদকে এবং সর্বস্বার্থধারণকে আদালত বাইতেছে যে সমর মুনসেফী আদালতের হরিচরণ সেন ইত্যাদি ডিক্রী-নামের ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীকারী মোকদ্দমার ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখের আদেশক্রমে প্রত্য হইয়া মেওরানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওরানী কার্যবিধি ৩৩৪ দ্বারা অনুসারে ষণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনার দরখাস্ত দিয়াছে অতএব মেওরানীকে ষণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া বেন প্রকাশ করা যাইবে তা তৎসম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা যাহ অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে দিয়া ১০ মসীকাল সমর এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিধিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৩ ৭ এপ্রিল।

L. B. B. KING,

District Judge.

(9—1)

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

Notice is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 16th April 1884. }

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunna's. (1) at Krishnaghar for officers employed in the Nuddea district. (1) at Jessore Sadler Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taxing *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ann. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[গবর্ণমেন্ট গিজিট । ১৮৮৪ । ২২ অপ্রিল ।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনাশক সিন্ধুকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্সটার্ভারগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগর মূল্যে এককানীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য বাড়তি প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা, ডাকস্বল দিতে হইবে।

জরনাশক দানাবান্ধা সিন্ধুকোনা ।

দান সিন্ধুকোনা ছাট হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দান বাঞ্ছনা, এরূপ সামান্য জরনাশক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থীক কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটার্ভারগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককানীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগর মূল্য দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগর মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অভিরক্ত ৬০ বার আনা ঠিক মাপুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

P. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 21; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট গুজালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-অট-লী ও জিউসতীর একদেশের দিওল সর্কিলে নিযুক্ত বর্জমানের ডিট্রিট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইনার টেম্পলের ডিযুক্ত সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল, এল, ডি লীয়েবের প্রণীত একদেশের ডিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন একদেশের চুমাধিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা।

একর খামি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একর খামি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বহুখ্যা.—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাটতে পারে।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকামলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	২৫/১২	১০৭
ডাকমানুল	...	"	২/১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাউ ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক সভার মূল্য)	...		১০
ডাকমানুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকামলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী।

[গভর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২২ জানুয়ারি ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE.—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.						

विष्णुः शम्भुः ।

কলিকাতা গেজেটেও কিম্বা বাঙালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া
বাঁইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করা গেল।

গণপ্ৰমোদেৰ কাৰ্যালয়ৰ কিম্বা গণপ্ৰমোদেৰ কৰ্মপক্ষৰ কৰ্মস্থানীয় কাৰ্যালয় জিহ কেম ব্যক্তি বাঙ্গাল লেজেন্ডেৰিয়েট ছাপাখানাৰহঁতে পুস্তকানি ক্ৰয় কৰিও চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানাৰ কোল কৰ্ম কৰাইতে চাহিলে ত্ৰিবিমিত নগন মলা দিও হইবে, এওঁদ্বাৰা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ কৰা গেল।

এই অবশিষ্ট রাজস্ব সেলেক্টেডিস্টেটের আটকোন্ট্রোল্টের নিকট অর্থাৎ মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয়ের তত্ত্ব কোম ব্যক্তিকে কোম পুস্তকানি সেওয়া কিংবা উক্ত কোম গেজেটে ইন্টিফারক বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিষ্ট্রিক্ট বাদ দিবার জন্যে ডাকের উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হবে।

जि, उदलिउे, दमोव,

বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টেৰ ছোট সেক্রেটৰী।

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বহুত্ব।—কলিকাতা গেজেটে ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিবার ব্যয় এই।—	টাকা।
পূর্ব এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০৭
অন্য পৃষ্ঠা	১০৭
কখনই ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

विष्णुपूजन ।

রাজকাৰ্যোগলকে বঙ্গদেশের শাসনাত্মক আইনের প্রণয়ন হইলে কলিকাতার স্পীক্সে ওয়েই
কৌশলের কাত্যায়নত বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্যবিভাগের আশিলে রেজিষ্ট্রারের
মামে শিরোমণি দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সওদাগরদের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্টে, থাকার স্থিত কোম্পানির খাতিতে প্রস্তুত করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দীরাই গবর্নমেন্টের জলোচ্ছ্বাস এড়াইলেন যদিও দুই সাতের
কড়ক প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট



TUESDAY, APRIL 29, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	53-55	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৫৩-৫৫
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal...	409-429	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৪০৯-৪২৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিটি বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements...	435-449	অষ্টম খণ্ড।—ইঙ্গিতদাত্ত প্রকৃতি	৪৩৫-৪৪৯
SUPPLEMENT...	Nil.	পরিবর্তিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Simla, the 17th April 1884.

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

134. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

MEDICAL.

The 18th April 1884.

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

JUDICIAL.

The 17th April 1884.

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE.

Secretary to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 18th April 1884.

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARBOUR,

Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিদ্দলী, ১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।

১২০ নম্বর।—বক্তৃতাভিত্তিক জীবিত গবর্নর জেনারেল সাহেব ভারতবর্ষীয় অজ্ঞানবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিম্ন গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে অজ্ঞান দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিত্ব সেই অজ্ঞান উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অজ্ঞানবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারায় যে স্থানে বক্তৃতা সেই স্থানে জিলায় মাজিস্ট্রেট সাহেব শাসনাকালে ও নীচী লইয়া অজ্ঞান রাখবার ও বহন করিবার লাইসেন্স দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নিম্নলিখিত ৮ পাঠে দেখা যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।

১৫২ নম্বর।—সর্জন জীবিত টি. আর. মাকডনাল্ড সাহেব, এম. বি. কিলকালে নিম্নলিখিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশের ফে ট ডিলিয়ম রাজধানীর ফাই কোর্টের জজ মাল্লার জীবিত রমেশচন্দ্র মিত্র, বি. এল. আগামি যে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এ. মাকেন্সি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিদ্দলী, ১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।

৩৩০ নম্বর।—জীবিত বাবু কেশবচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আন্টিস্ট্যান্ট অ্যান্টিস্ট্যান্ট জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের পূর্বাঙ্কে আপন কর্ম গ্রহণ করিলেন।

৩৩৩ নম্বর।—জীবিত টি. এচ. বিগান, সাহেব আন্টিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জীবিত ও. টি. বারো, বি. সি. এম. সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আশ্বিনের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং আন্টিস্ট্যান্ট অ্যান্টিস্ট্যান্ট জেনারেলস্বরূপ স্বীয় কর্মের ভারপাল করিলেন।

ডি. এম. বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

1

1

1

1

1

1

1



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

GENERAL.—*The 10th April 1884.*—Moulvie Syed Husnut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Saran, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Bahoo Soorjee Coomarr Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomarr Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Bahoo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Bahoo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

The 16th April 1884.—Bahoo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seekar Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chunder Seekar Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mohals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mohals.

The 19th April 1884.—Moulvie Ladda Ali, Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯৬১ A নম্বর।

সাঁওতাল — ১৮৮৪ সাল ১০ অগ্রিল। — সাঁওতাল ক্রিমিয়ান সর্ব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মোল্লী টেলগন হুসেন হুসেন খাঁর কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সাঁওতালদের অন্তর্গত সাঁওতাল মেম্বার হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ অগ্রিল। — জুজী জিলাব অন্তর্গত কাটালা পদমন্তব্যের কাটালা অধিকারী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হুগোয়ার সেন যে তারিখে জুজী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিবরণ ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের জুজী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হুগোয়ার সেনের জুজীপত্রক অনুপস্থিতকালে অপর্যাপ্ত অন্য আত্মা মা ওর, জগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলচরণ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলাব অন্তর্গত আত্মা মা ওর মন্তব্যের কাটালা তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলাব ১৮৭০ সালের ১০ অগ্রিলমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ অগ্রিল। — শ্রীযুক্ত এচ. গোনউড সাহেব, সি. এস. বিশেষ জুজী লটার এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষেতে খাঁর গমনের রিপোর্ট করেন।

করীমপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ফেরগোপাল রায় উক্ত জিলাব ১৮৮০ সালের বঙ্গীর ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অগ্রিল। — শ্রীযুক্ত বাবু নদের চাঁদমত পুণী জিলাব জুজী রেজিস্ট্রারী কার্যের কার্যকারী সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন সর্ব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ অগ্রিল। — বাঁকুড়ার সর্ব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাশ্রম পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে জুজী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিবরণ ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে জুজী মাসের জুজী পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীর ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগজ্ঞান মোহ ক্রিয়াকালের নিমিত্তে হাওড়া জিলাব অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ অগ্রিল। — বরদহা জিলাব অন্তর্গত আমালপুরের একটি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মনজুক বাবু সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিবরণ ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের জুজী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেতে কমিশনার সাহেবের স্বকীয় আমিস্ট্রাক্ট শ্রীযুক্ত বাবু অগাধোজন রায় উক্ত জিলাব সমস্ত মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক অন্য আত্মা মা ওর ডিক্রিট বন্দেব কালি না সাহেবের প্রকার আইনটোনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকের মোকামের কালেক্টর পদেতেতেই সাহেবের আমিস্ট্রাক্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইল। উক্ত মাসে ডেপুটী কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ অগ্রিল। — মালদহের সর্ব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মোল্লী টেলগন খাঁর গমনের তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে জুজী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিবরণ ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে জুজী পাইলেন।

পুরীতর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায় উক্ত জিলাব ১৮৭০ সালের ১০ অগ্রিলমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ অগ্রিল। — ২৪ পরগনার ডিক্রিট ও মেশন অজ শ্রীযুক্ত জে. এফ. ব্রোন সাহেব সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিবরণ ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আমাল মে মাসের ১ তারিখ অবধি জুজী মাসের জুজী পাইলেন।

[গবর্নেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৯ অগ্রিল।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22nd April 1884.—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lewis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The 10th April 1884.*—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15th April 1884.—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19th April 1884.—Mr. E. B. Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th April 1884.*—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparan.

EDUCATION.—*The 17th April 1884.*—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18th April 1884.—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, c.i.e., or until further orders.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

শ্রীযুত জে. এক. ব্রোম সাহেব দুই নম্বরে ২৪ পরগনার ও হুগলীর একটি আডিশ্যনাল ডিট্রিট ও সেশন জজ শ্রীযুত জে. জি. চার্লস সাহেব কিরংকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিট্রিট ও সেশন জজের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুক্ত জে. জি. চার্লস সাহেবের পরিচালিত কলীমপুরের একটি ডিট্রিটে ও সেশন জজ ঐযুক্ত জে. উইটমোর সাহেবের তিরুচকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিন্যামল ডিট্রিটে ও সেশন জজের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মকাৰ্য্যশালকে অধুনা এক, ডে. জি. কায়েল সাহেবের অধুনাভিতি কালে অথবা বাবে অন্য
আজ্ঞা না হয়, আরতদ্বার একটিকে আইনটো ও ডেপুটী কালেক্টর অধুনা এড. এফ. বাথউল
সাহেব কর্তৃকপূৰ্ণের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোগলক্ষে জীবিত সি. ডব্লিউ. বোল্টস নাগেবের অস্থগহিত কালে অথবা যাবৎ অমা
জালা না হয় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত মানভূমের আশিটোটি কমিশনার জীবিত এচ. এচ. রিসলো নাগেব
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট গেজেটরীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুক্ত বাবু সন্দ্বক্কট বন্দুর দ্বিতী প্রযুক্ত অনুশিষ্টি নালে অধবা যা ২ অমা আত্মা না হা, দুই প্রান্ত
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এ ডেপুটী কালেক্টর ঐযুক্ত বাবু রাজনীকুমার দত্ত বরদমানিৎহ জিলায় অন্তর্গত জাবান-
পুর মহকুমার কাঞ্চীর ডার এহন্যার্থ নিযুক্ত হইলেন।

ফিন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গেজটেরী মানাবর জি.বি.সি. এল. মেকলে সাহেব যে তারিখে ছুটি অংশ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারানুসারে দুই মাস ডেইলি দিনের ছুটি পাঠলেন।

মান্যবর জি.মুত সি, পি, এন, মেকনে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অমূল্যস্বিত্তি কালে অথবা যাবৎ অন্য
আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী জি.মুত ই, এন, বেকার সাহেব আপন
কর্তৃত্ববিশিষ্ট ফিনানশাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর কার্য কবিত্তে লিপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ. এচ. হার্ভিন সাহেন, সি. এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৪৪ সাল ২২ জানুয়ারি।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার জি. ডব্লিউ. ই. ই. লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদনুযায়ী সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যা-
য়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস দিন মাসের দুই পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল ।—মজফপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন
আগিষ্টাঙ্কে সুপরিটেণ্ডেট জিহুত আর. ডবলিউ. কেওন সাহেব নিম্নলিখিত কার্যকারকদের ছুটী বিধির ১০
অধ্যায়ের ১০৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১০ তারিখ পর্যন্ত
ছুটী লওয়া ছিলেন ।

গোনীদেব আশিষ্টান্ত জুলরিটেগেটে ঐযুক্ত এচ, এস, শর নাথের বিরুদ্ধে নিমিত্ত ২৪
শরণমা জিলাই মদ্র মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন :—ঈশ্বর দি, রাতে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অশুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ
অন্য আত্মা না হয়, মজলপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে ঈশ্বর এচ, বনরো সাহেব ১৮৮৪
সালের ১ আশ্বিন অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের চতুর্থ জেদীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত
হইলেন ।

১৯৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—পৌলীসের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল জিবুত ই. বি. বেকার সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারেতে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য-কারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল।—ক্রীড়ক সৈয়দ কবিরুল হুসেন চাঁন্দার
জিলায় অন্তর্গত সতিহারি (কেসেরিয়ার) আইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৪৪ সাল ১৭ আগস্ট।—ভূটী গ্রাণ্ড পাটনা কলেজের অধ্যাপক জীবুত সি. এ, স্কট সাহেব কিংবদন্তি কালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুক্ত এল. পি. শিরেস সাহেবের পরিবর্তে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট ঐযুক্ত বোলবী আবদুল জাকার পাটন; জিলাব স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—গত জামুরারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। ঐহুত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ মাররত্ব, সি. আই. ইর ছুটি গ্রন্থক অনুপস্থিত কালে অথবা নাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংকত কালেজের উপদেশক ঐহুত বাবুলিচন্দ্র গুই. এম. এ. উক্ত কালেজের প্রিন্সিপালের আকিলেই চলিত কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৯৮৪ । ২৯ জুলাই ।]

PORT TRUST.—*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 14th April 1884*—Assistant Surgeon Kally Das Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 5th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Malda, of Baboo Bhoorubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bethampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharada Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Beerbhoom :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L.		Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha.		

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazumdar.		Baboo Nabin Chunder Chatterjee.
----------------------------	--	---------------------------------

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Bardhan, B.L.		Baboo Hari Mohun Guha.
„ Shub Chunder Aich.		„ Raj Mohun Mitra.
Baboo Karlash Chunder Dutta, M.A., B.L.		

The 11th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rancher Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkri-shna Ghosal.		Munshi Rafiuddin.
„ Mohendranath Ghosal.		Baboo Chunder Nath Bannerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry.		Baboo Nibaran Chandra Mitra.
„ Nim Narain Mitra.		„ Debnarain Dutta.
Baboo Eshan Chunder Dutta.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

পোর্ট ট্রাষ্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—জিহুত এফ. প্রেন্সেল সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পক্ষ দ্বারা পত্র প্রাপ্তকরণার্থে গে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্ট্যান্ট সর্জন জিহুত কালিদাস বসু যে ডাক্তারগণ দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিবিএল কাগজাকারকদের দুইটি বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

মুনিসিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৫ আগ্রিল ।—মালদহ জিলার অন্তর্গত কংসেবাজার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জিহুত বাবু টেংরনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল ।—বরহমপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জিহুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল ।—গাজীপুর জেলার অন্তর্গত চান্দা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জিহুত বাবু শারদাশ্রম ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জিহুত বাবু বঙ্কু ঘোষ, এম. এ. ও বি. এল. । জিহুত বাবু হেমনাথ দাস, বি. এল. ।

জিহুত বাবু নিমাইচন্দ্র শীল ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জিহুত বাবু শ্যামাচরণ মজুমদার । জিহুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিঞ্জা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জিহুত বাবু বোতিনীচন্দ্র বসু, বি. এল. । জিহুত বাবু হরিচন্দ্র গুহ ।

” ” শিবপ্রসাদ আইচ । ” ” রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ।

জিহুত বাবু বৈদ্যনাথ চন্দ্র দত্ত, এম. এ. ও বি. এল. ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাধা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের একটিং আইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ. ডবলিউ. বেকার সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জিহুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দোহাল ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জিহুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল । জিহুত মুনশী রফাউদ্দীন ।

” ” মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল । ” ” বাবু চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ।

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বাকইপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জিহুত বাবু প্রমথকুমার বন্দোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জিহুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী । জিহুত বাবু নিখারণ চন্দ্র মিত্র ।

” ” নিম্নাচার্য মিত্র । ” ” দেবনারায়ণ দত্ত ।

জিহুত বাবু কেশব চন্দ্র দত্ত ।

হুগলী ও চুটড়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জিহুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আগ্রিল ।]

ROAD CESS.—*The 7th April 1884.*—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police (*ex-officio*), vice Baboo Sital Chandra Sauyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, vice Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, vice Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewan Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committee.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeeapore Branch Road Committee, vice Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, vice Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—The 9th April 1884.—Mr. W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

পঞ্চম বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা করীমপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দে ন.খা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি.সু. বাবু শীলচন্দ্র সাহায্য স্বাধীনতায় প্রেরিত হওয়াতে পোলীসের ইন্সপেক্টর জি.সু. বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক (খীর পদোন্নত)।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে জি.সু. বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত।

বাবু উঃমণ্ডল মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে জি.সু. বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল।—পাবলিক ওকস ট্রিপার্টমেন্টের জলসেচন শাখার অফিসী ইঞ্জিনিয়ার জি.সু. কে. এস. জীফেন সাহেব খীর পদোন্নতক সাধন জিলার অন্তর্গত মেওয়ান্দে ন.খা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—জি.সু. বাবু রাধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—জি.সু. আব. রোম সাহেব কর্ম্য ভাগ করিতে জি.সু. ই. টোমউইগ সাহেব হাজিপুরের ন.খা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি.সু. জে. মটন সাহেব কর্ম্য ভাগ করিতে জি.সু. টি. এম. কোবর্গ সাহেব মালদাহানের ন.খা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসান গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৩ নম্বর।—১৮৮৩ সাল ৯ অপ্রিল।—জি.সু. ডব্লিউ. ই. ওয়ার্ড সাহেব জি.সু. সি. জে. লারল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের পূর্বাঙ্কে আসান উপত্যকা জিলার জে. ও কমিশনারের কন্ঠের জ্ঞাপন করিলেন।

৪ নম্বর।—জি.সু. এল. টি. ফবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৩ সালের ১০ মার্চে ভারত-বর্ষহইতে খীর গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ. বি. পোন্স,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল।—জি.সু. টি. গিনারী সাহেব কর্ম্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে জি.সু. জে. অরি, ডগনাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবসর ফলস-পাইন্ট ও পুন্ডী বন্দরের কর্তৃক ফের এবং ফলস-পাইন্টের কর্তৃক সুপারভেন্টেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ. গি. মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটির প্রতীক কর্ম্য উপনিধি দৃঢ় করণ। এই নোটেবল গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রিয় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল। উক্ত উ. বি. মন্ত্রণে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না গিয়াছে সাধারণের আগ্রহে এই সম্বন্ধে বেওয়া যাইবে যে সেই উপনিধি দৃঢ় করা গেল।

ই. এল. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইবে যে জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রবর্তন করণার্থে কাৰ্য্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল।]

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification:—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.

2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.

3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.

4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.

5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.

6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibganje, and the towns of Doomka and Rajmehal, in the Sonthal Pergunnahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 134 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

সহ শ্রমিক কার্যদর্শন না গেলে বাকুড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীও প্রতীক মিল্লিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপনিহি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্ব খানিকটো মাটী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়া কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহার চাশিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাখিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাখা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আঁম গবাদি তখায় বাখিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিহা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা ঐহা রক্ষার্থে যে খোদ কঠোরদেওরা গিয়াছে তাহা ইচ্ছা পূরক মস্ত বা তাহার ক্ষতি করিবে না। ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্মিত কোন স্তম্ভ বা বড়া সরাসরি ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া পাশিতোছে দেখিলে জিলার পথহরতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপনিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ অকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওগর ও সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটিতে এবং চুমকা ও রাঁচমহাল নগরে বঙ্গদেশ গোপীচন্দ্র টিষ্ঠান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রাণ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেন ও বঙ্গপ্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত নহা না যাওয়াতে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১২ মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগতার্থে এ প্রকারিহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাঁওতাল পরগণার অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে; নদীয়া মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কার্যদর্শন না গেলে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং নদীয়া মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অনু-রোধক্রমে তিনি, উক্ত মুন্সিপালিটির মধ্যে যে সকল গুরুত্বপূর্ণী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টারী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নির্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ী, মোড়র ও খলানা জন্তর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে ট্যাক্স ধাওয়া হইবার অনুমতিস্বতঃ জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রাণ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের আশুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেন উক্ত মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th April 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijai, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages of Goora, Nalkeogee, Talbana and Pootumohat, named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

The revised boundaries of the municipality will be as follows:—

On the north the Labhanga Beel, the khul that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khul that passes from the Kalrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayna, Lukhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pootumohat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbana and Goora.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ভারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রস্তুত কমডানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনরদের কর্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় ডকুমেন্টের লিখিত হারে অধিক হারে গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তর উপর টোল দাবী হইবার অনুমতি দিলেন।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুলাই।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১০ তারিখের বিজ্ঞাপন গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ বের বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজনী, শেনী ও রামসী নদীর খেয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুলাই।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তসিদ্ধ বিশেষ কারণ মর্শন না গেল কালনা মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অনুমোদনক্রমে এবং জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭১ সালের বকীর ৫ আইনের ১০ ধারামতে প্রস্তুত কমডানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপ্রচলন চেষ্টাতে পার্শ্বলিখিত কএক আন ভাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির সীমা সংশোধন কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

৩৪১. নিম্নলিখিত, ভালবনা ও পুখুরা-
ঘাট।

উক্ত মুনিসিপালিটির সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে,—

উত্তর সীমা লাকাজা বিল, উক্ত বিলহইতে মৌলভীচৌর উত্তরমুখা পূর্বমুখে যে খাল যায় তাহা, এবং কমরার বিলহইতে ভাগিরথী পথান্ত যে খাল যায় তাহা ও ভাগিরথী, পূর্ব সীমা ভাগিরথী, কবর-স্থান ও মিশন হৌসের পূর্বমুখ দিয়া ও ছান বিখির পুকুরিগীর পশ্চিমমুখ দিয়া দে পথ যায় তাহা এবং মজলিশ সাহেবের দীঘীর পথ নামক পথের যে অংশ উপরোক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে যায় সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিশ সাহেবের দীঘী, বোজাপাড়া, আরমা, লক্ষ্মণ-পাড়া, জিউয়ারা, বাকুপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিজপাড়া, ছোট মিজপাড়া ও বোস্‌নার দক্ষিণ সীমার এবং আরাশাওপুত্র, জিউয়ারার লক্ষ্মণপুত্র, লক্ষ্মণপুত্র, রামেশ্বরপুর, কোলজাঙ্গা, ধর্মজাঙ্গা, নীরপুর, বজপাড়া ও গুটী খোয়াটে উত্তর সীমার মধ্যে টাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরানঘাট ও মহকুমা কর্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিয়া দক্ষিণমুখে যে গলি পথ যায় তাহা ও ভালবনা ও ওরাআদ।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ জুলাই।—মার্জিলিজ জিলার যে অংশ তৃতীয়া নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশ ১৮৭৩ সালের বকীর ৪ আইনমতে যুক্ত রেজিস্ট্রারী করিতে হইবে এই আদেশমুতক জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৩ জুলাইর মাসের ১ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেল ও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রস্তুত কমডানুসারে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে যুক্ত রেজিস্ট্রারী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ জুলাই।]

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19th April 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwarics and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Muttnaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulatgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekanta Doss and the land belonging to Behary Lall Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhurane, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22nd April 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of 6 quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassora. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 20th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পাবনা মুন্সিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার যে সকল বাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশনবদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ১২২ ধারায়তে টাক্স আদায় করিবার আবেদনস্বক জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশন এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারায়তে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পাবনা মুন্সিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার বাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—পণ্ডের কার্য্যের অব্যক্ততা ভারপ্রাপ্ত এক্সেসিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণায় গোস্বামীর খালের কর্তৃপক্ষেরা ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারায় নির্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেটমাণ্ডা বা খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গ্রামের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারায়তে তাহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—সাঁওতালদের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কমলগাছীস্থ পৌলীস খান্না নবাবগঞ্জ উঠিয়াদিরাতে ও উক্ত খান্না এই অবধি নবাবগঞ্জ খান্না মাঝে খাতি হইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—রাজকীয় কায়েদ নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত হাতিয়ারি চাকলায় ডাখা পরগনার দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমান মধ্যে ৩০ গ্রামের লোকদের ব্যবহারার্থে পুষ্করিণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দিকট এই ৩০ প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কায়েদ নিমিত্তে উক্ত দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রাম কতিনতে গ্রানার্থিক ২০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড জমির প্রয়োজন। উক্ত জমির পূর্ব সীমা ইকান্ত নামের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা ইন্দ্রি চক্রবর্তী ও টেকুষ্ঠ লালার বাড়ী, পশ্চিম সীমা বারু মকরচন্দ্র পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জয়কালী চৌধুরানী, বারু শ্যামচন্দ্র লাল ও বারু মকরচন্দ্র পাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন্দ হইতে যে সকল আঁকাছায়া, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এমেনে সেই সকল আঁকাছায়া বিক্রেতা চার্জিত কারান্টাইন বিধি অবলম্বন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1969 A.

The 11th April 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furrædpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Bent Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furrædpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furrædpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16th April 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district :—

Baboo Umesh Chunder Ghose.		Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.		

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Mahima Chunder Banerjee.		Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari.		„ Brojo Prosad Bose.

The 17th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

ERRATUM.—*The 14th April 1884.*—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, for “Julpigoree” read “Dinagoree.”

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 16th April 1884.*—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19th April 1884.—Baboo Moti Lall Halder, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

কুশিলাব ডিপার্টমেন্ট।

১৯৬৬ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন।—যেদিনীপুরের দ্বিতীয় সর্ভিসেন্ট জজ জিহুত বাবু তেনারনাথ বজুম-
নার ক্রিয়াকালের নিমিত্তে করীমপুরে প্রেরিত হইলেন।

জিহুত বাবু বিশোদবিহারী মিত্রের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়,
তাহার অন্তর্গত মাদিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু মৌলয়ানি সাগ সেই জৌকীর খাঁজানার যোত-
জমা বিচার করণার্থ মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের
বিচার্য্য ৫০৭ টীকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের কন্ঠা পাইলেন।

জিহুত বাবু বিশোদবিহারী মিত্রের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়,
জিহুত বাবু মুনসেফের পদে, বি. এ. ও বি. এল, তাকা জিলার মুনসেফের কন্ঠা করিতে নিযুক্ত হইয়া
সান্নাধ্যঃ মাদিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন।

জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে করীমপুর জিলার অন্তর্গত
তাকার দ্বিতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তাকার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট
আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টীকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের
কন্ঠা পাইলেন।

রাজকাছোপালকে জিহুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য
আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন করীমপুর জিলার মুনসেফের কন্ঠা করিতে নিযুক্ত হইয়া সাব-
ন্যঃ তাকার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—উড়িয়া থণ্ডের কমিশনার সাহেবের অধীনে একটি আসিস্টেণ্ট ও
কটকের পেশকামী মফালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের আসিস্টেণ্ট জিহুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,
এবং প্রেনীর মাজিস্ট্রেটের কন্ঠাক্রমে কন্ঠা করিতে থাকিলেন।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম প্রেনীর মাজি-
স্ট্রেটের কন্ঠা পাইলেন।

মিল্লিলিখিত মহাপ্রেরণা যশোর জিলার সদর বেঞ্চের অর্ধ অটোমিক মাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ
করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা গ্রহণ করিলেন।—

জিহুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ। | জিহুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জিহুত বাবু রঘুব্রম ঘোষ চৌধুরী।

মিল্লিলিখিত মহাপ্রেরণা উক্ত বেঞ্চের অটোমিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় প্রেনীর
মাজিস্ট্রেটের কন্ঠা পাইলেন।—

জিহুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। | জিহুত বাবু জগদকু ভট্ট।
" " বসন্তকুমার রায় চৌধুরী। " " ব্রজপ্রসাদ বসু।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—জিহুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলার সদর বেঞ্চের অটোমিক
মাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা গ্রহণ
করিলেন।

অনুচ্ছেদশেষম।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—দাণ্ডিলিঙ্গের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু বগলাপ্রসাদ বজুমদারকে অনপাইগুড়ি জিলার মুনসেফের পদেও নিযুক্ত
করণ বিষয়ক গত আশুয়ারি মাসের ৮ তারিখে যে আজ্ঞা ৫ মাসের ১৫ তারিখের বাজানার গবর্নমেন্টে
গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “অনপাইগুড়ি” শব্দের পরিবর্তে “দিমাজপুর” পাঠ করিতে
হইবে।

মুনসেফের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—যশোরের তৃতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু যহুনাথ
ঘোষ, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের
১৩৪ ধারামতে তের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু
মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন
তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বাঁচ দিনের
ছুটী পাইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

The 21st April 1884.

No. 169.—*Leave.*—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21st April 1884.

No. 171.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7.42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonce, Bakra Budderpore, Tetoolkoolce, Pakooria, Khalia, Konah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,480 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ জুলাই।

১৬১ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় স্টেশনের কাঁসিটোটে ইঞ্জিনিয়ার জি. ডব্লিউ. জে. লি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তাৎপরি নিম্নলিখিত কার্যপত্রকর্মের ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ নম্বরানুযায়ী তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৬২ নম্বর।—এই কার্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং বিজ্ঞাপনানুযায়ী জি. ডব্লিউ. জে. লি. কয় সাহেব এই মাসের ২ তারিখের অপরাজ্জ্বল্য অধিবিহিত টেটে রেলওয়ের মাসেরাত্তরের ও গ্রাম ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

অলসেচন বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ২১ জুলাই।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইখর্সা পরগনার গোবরিতা গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের জন্য নির্গত হইবার প্রধান নানা করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. লি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিতা গ্রামে কতিপয় ন্যূনতম ৭'৪২ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইখর্সা পরগনার সাগু-১, বাঁকুসাড়া, মুলগাঁওপুর, উমশুদী, বাঁকা বহরপুর, তেতুলকুলী, পাকুনিয়া, খালিয়া, কোণা, মালুয়া, চন্দ্রানী ও ভরপুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের প্রধান জলপ্রণালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. লি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনতম ২ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে আর ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, মীল, সেক্টর, এস, এস, মি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়েস্টেট সীমা-বদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির করণ্যস্থ পাঁচুরিয়া কয়লার খনি পর্যন্ত লাখা রেলপথ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. লি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে আর ৪১০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনতম ৭৮/৪১১/৪১১ ফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, সেক্টর, কর্ণেল, আর, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

The 2nd April 1884.

No. 174.—*Leave*.—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	}	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.		„ B. K. Finamore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 1½ dhoores of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoar, is required within the forcsaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.E.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেসরিটিং ইঞ্জিনিয়ার জীযুত ডবলিউ, এচ, মাইটিংহেল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মে ১৭৮ নং বিজ্ঞপ্তিবশত যে ছুটী পান কলিকাতার ভারতবর্ষের পক্ষে ইন্ডিয়ান স্টেট গেজেটরী সাহেব তাঁহাকে দুই মাসের ছুটী দিয়েছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আশ্বিনের পবনিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

জীযুত জে, মাক্সন সাহেব।

“ ই, জে, আলেকজান্ডার সাহেব।

জীযুত সি, এ, ওয়াটস সাহেব।

“ বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বর্জারীদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্পিত ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাছালগাঁও পরগনার কশবা কাছালগাঁও গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাজলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি মঞ্জুরী আদেশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কশবা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত কশবা কাছালগাঁও গ্রামে কতিয়তে ন্যূনতম ১/১ কাঠ ১২ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাছালগাঁও অবধি বড়হাট পর্যন্ত পথকর কমিটির ১২ নং পথ, পূর্ব সীমা মৃত বাবু রাধাকরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নর্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাকরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাটার আটার ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানবশত এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, মীল, সেক্রেটারি, এস, এন, সি।

পবনিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের হোর্ট গেজেটরী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইঙ্গিতবার প্রকৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব নই মল্লাহ

୮୦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ

[illegible]

वक्रटलण । अष्टमधिकश्रुतिः ।

[illegible]

ਸਮਾਜਿਕ (ਸਮਾਜ) ।

[illegible]

ক. মঙ্গলমাসী সপ্তমীর পুজুর পর টীকাই ১৮৩১-কালীন ১১ মে, কটকটক ১৩ মে।

५। दिग्विजय महाकविभिरुपलब्धं शुद्धं नृप क. म. १३, २३।

গ। অগ্নিগণের সন্মতির বাক্যের দ্বারা গ। উক্তির (১)। সন্মতির (২)। গের (৩)।

১। মঙ্গলবার লংগের খুন্সারি মঙ্গল টাকায় এইত।—খাটালে ১৪। সেব ৪২২ কাঁড়ি ৫৩। ৩০। সেব।

৬. ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

—বাগানতে ১৩ সে. বশীরকাটে ১৩ সে. কণাগাছীতে ১২ সে.
ও বাগাকপুড়ে ১২ সে.।

চ। ঐ ঐ —কুড়িগায় ১৫ সেব, বেহেরপুরে ১১৭ সেব, চুয়াডাঙ্গায় ১১০ সেব
এবং রাণাসায়ে ১২৮ সেব।

নং ।	জিলা ।	১০ জোনার সেতের হিসাবে														
		গঘ ।			ঘঘ ।			ডাল চাউ -			নাখাখা ঠাঁ'ল ।			কছু ও বাজরা ।		
		এই সজ্জাখের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাখের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাখের রিটর্ন	এই সজ্জাখের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাখের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাখের রিটর্ন	এই সজ্জাখের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাখের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাখের রিটর্ন	এই সজ্জাখের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাখের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাখের রিটর্ন	এই সজ্জাখের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাখের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাখের রিটর্ন

পূর্কদিকস্থ জিলা ।

নং	জিলা	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
১৮	চাঁকা ...	১১	১১	১৪	১৮	১৬	১৪	১০	১০	১৬	১৪	১২	১২
১৯	করীমপুর ..	১১	১২	১৪	১০	১০	১১	১৪	১৪	১২	১৫	১৫	১৩
২০	বাঁকরগঞ্জ	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১৩
২১	মহম্মদসিংহ	১৩	১০	১২	১২/০	১২	১৬	১০	১৪	১১
২২	চট্টগ্রাম	১২	১২	১২	১০	১০	১৪	১৭	১৭	১১
২৩	মহম্মদাবাদী	১৬	১৬	১৩	১৮	১৮	১১
২৪	ত্রিপুরা	১৪	১০	১২	১৫	১৪	১১	১৬	১৭	১৬
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ক- কাজীরা প্রদেশ- ত্রিপুরা পর্যন্ত	১২	১২	১০	১৪	১০	১১	১৮	১৮	১৬

বেহার ।

নং	জিলা	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
২৬	শাটন	১২	১২	১৭	১৪	১৫	১২	১২	১৪	১৪	১৫	১২
২৭	মরা	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১৪	১৭
২৮	নাখাখা	১২	১৮-১২	১৮-১৮	১২	১৪	১৬	১২	১৮-১২	১২	১৪	১০-১৪	১৮	১৩	১৪	১০	১৪
২৯	মারুফর	১৬	১৬	১৪	১২/৪	১২	১২	১৬	১০	১৪	১৪	১২
৩০	মহম্মদপুর	১৮	১৭	১১	১০	১১	১৫	১০	১২	১২	১০	১৪	১৮
৩১	মারগ	১৭	১৭	১৬	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১০	১২	১২	১২	১১	১৬
৩২	গোন্দারন	১৮	১৮	১৮	১২	১২	১২	১৪	১০	১৪	১৮
৩৩	মুন্সের	১১	১১	১২	১১	১১	১০	১১	১১	১০	১০	১০	১০
৩৪	মামলপুর	১৭	১৬	১৬	১১	১০	১০	১২	১২	১৪	১০	১৪	১৮

৮। মহম্মদাবাদে লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—বাঁকরগঞ্জে ১২ সেত, মুন্সীগঞ্জে ১০।০০ সেত ও মারিয়ারগঞ্জে ১৩ সেত

৭। গোন্দারন ও মামলারপুর মহম্মদাবাদে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সেত।

৬। মহম্মদাবাদে লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—পটুয়াখালিতে ১০।০০ সেত, পিরোজপুরে ১২ সেত, ও জোলায় ১০ সেত

৫। ... —কিশোরীগঞ্জে ১০।০০ সেত, আদিত্যায় ১২ সেত, আদিত্যপুরে ১২ সেত

৪। কলকাতায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সেত।

৩। মকসমে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সেত অবধি ১২।০০ সেত পর্যন্ত।

২। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২০ সেত ও চাঁদপুরে ২১।০০ সেত।

[illegible]

शुद्धिप्रतिष्ठा विद्या ।

[illegible]

ସେଣ୍ଟର ।

[illegible]

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বস্তার ও সাঁশীরাং ১৥ সের এবং ভুয়ায় ১২ সের।
ফ। এই এই ।—তাঁকপুরে ১৥। সের ও নখুবনীতে ১ সের।
ব। সীতামতীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১ সের।
ভ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
ষ। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১২। সের পর্য্যন্ত।
খ। জয়হ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১ সের।
ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বাঁকার ১২ সের, মল্লেশ্বরায় ১০ সের এবং সুপৌলে ১ সের।

[গণসংসদে গণভোট : ১৯৮৪ : ২৯ অক্টোবর।]

৮০ জেলায় সেতুর হিসাবে

[illegible]

ଦେହାନ୍ତ :

[illegible]

উদ্ভিদ।

[illegible]

ଫେ. ଡି = ୧୩ ଖୁବ ।

সম্মিলন-পাঠিকার জন্যেও এখানে তাঁ।

[illegible][illegible]

୧୨ । ସଂକ୍ରମାନ୍ତର ଲତାଦେବୀ ଶୁଭରା ନର ଡିନାବ ୬୦୨ । — ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ୧୦ ମେର, ଅରାବିନ୍ଦ, ସଂକ୍ରମାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମାବଳୀ ୧୨ ମେର ।
 ୧୩ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗନ୍ଧାରୀ ଲତାଦେବୀ ଶୁଭରା ନର ଡିନାବ ୧୨ ମେର ।

कलिकाटा.

१८८४ मीन, २२ फाइन।

ଡଃ.ନୀଳ ସତ୍ୟ ନାଥପାଲୀ ସାହୁ ।

[illegible]

《说文解字》

[illegible]

Figure 11

[illegible]

জোটে মাগপু : ।
দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রভুত্ব ।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের আয়তন।

[illegible]

ସଂ. ୩ । ଭଦ୍ରକ ସହରସ୍ଥାନ ଗରବେର ଶୁଦ୍ଧତା । ଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତା. ୧୫ ମେଘ ।

यश । उद्भिन्न कन्दपत्रे युक्तं सतं तैत्तिरीय १२ गतं स यन्कर्मसङ्ग ॥ १॥ गतं ।

ঘ ৩। রত্ননাথপুরে গণপের খুজিয়া নর টাকায় ১২ নের ও বড়ীয়াতে ১২ সেত।

সাধারণের অবদানকে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টে একটং সেক্রেটারী।

[ମରାଠିରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା : ୨୫-୨୬ : ୨୭ ଆଞ୍ଚିକ ।]

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের অপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	৪০ সেরের														
		গম			মরিচ			আলু চাউল			সামান্য চাউল			অন্য কৃষি		
		এই গজাঘের রিটন	ইহার পূর্বে গজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই গজাঘের রিটন	এই গজাঘের রিটন	ইহার পূর্বে গজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই গজাঘের রিটন	এই গজাঘের রিটন	ইহার পূর্বে গজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই গজাঘের রিটন	এই গজাঘের রিটন	ইহার পূর্বে গজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই গজাঘের রিটন	এই গজাঘের রিটন	ইহার পূর্বে গজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই গজাঘের রিটন
১	কলিকাতা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৩	চাঁকা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৪	বাবুগঞ্জ
৫	চট্টগ্রাম ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৬	পাটখা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৭	পালখর ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৮	পুরী
৯	বটী ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২২ অপ্রিল।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাষ্ঠ ও লবণ থেকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বঙ্গের দর।

চৌলস ও জোরার।			রাসী বা বাড়ওয়ার ও চৌখ।			জমেরা।			ছোলা।			আলানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বিক্রয়।
এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৭	২৭	১১/৮	২৭	২৭	১৮০	২৮০	২৮০	২৭	১৮০	১৮০	১৮০	২৮০	২৮০	২৮০	বলিভাড়া।
...	২/৮০	২৮০	১৮০	৩/৮০	৩/৮০	৩/৮০	শেরাইগঞ্জ।
...	২৮০	২/৮০	২/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	৩/৮০	৩/৮০	৩/৮০	চাঁকা।
...	২/৮০	১/৮০	২৭	১/৮০	১/৮০	১/৮০	৩/৮০	৩/৮০	১৮০	বারানগঞ্জ।
...	৩/৮০	৩/৮০	২/৮০	১/৮০	৩/৮০	৩/৮০	চট্টগ্রাম।
...	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	২৮০	২৮০	৩/৮০	শাটখা।
...	২৮০	২৮০	৩/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	৩/৮০	৩৮০	৩৮০	বাসেদহর।
...	২/৮০	২/৮০	২৮০	পুরী।
...	...	৩/৮০	৩/৮০	২/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	১/৮০	২৮০	২৮০	কটক।

সাধারণের অবগতির্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম. কোর,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল।

বাকী খাজানার আগমনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্বাঙ্গ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থিত সকল ১৮৬৮ সালের ১২ আইনানুসারে পরিষে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিম্নে ১৮৬৮ সাল ২১ নম্বর নোং ১০২১ সালের ৯ টেক্সট বুকসের তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা গুজরে ও একাধা মিলিয়ে করা যাইবে। ইতি ১৮৮০। ৭ এপ্রিল।

নং ডোজি।	নাম বহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেক্সটবুক।
২৬ নং	৭৫ নম্বর জমিদারি অধিদায়িত্ব হিসাব। ১০ আনা ময় বেলাবেলা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জাখোদন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫২	৮২২৫৬৯	একমালি মাল মিলায় হইবেক।
	এ এই ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কি চাকীনাচাকী ১৮৬৮ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	জানকীচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬/০	০	০
	এ এই এই কি চাকীনাচাকী হিসাব ১৮৬৮ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	০	০
১১৬ নং	৩৫ নম্বর জমিদারি অধিদায়িত্ব হিসাব। ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব। এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামতুল গররহ ৩০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী গররহ। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	১২৭১৫০ ৩৪১৫৬/০	৪২৫৬ ০	একমালি মাল মিলায় হইবেক।
	এ এই এই ...	প্রদত্তকর্তার চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬/০	০	০
	এ এই এই ...	স্বাক্ষরিত চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬/০	০	০
	এ এই এই ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬/০	০	০
	৩০ নং জমিদারি।				
১২৪ নং	১০৮ নম্বর জমিদারি অধিদায়িত্ব হিসাব। ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। এ এই ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পারিতোষিকা ১০ আনা নগর হাজরাদিন ১০১১ গণ্ডা।	মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ। জগজিৎশেখর আচার্য্য চৌ- ধুরী দাবালগ।	১০০০৫০ ২২৫১৫০	১২১/৮ ০	একমালি মাল মিলায় হইবেক।
	এ এই চাকলে পারিতোষিকা ১০১১ গণ্ডা ও নগর হাজরাদিন ১০১১ গণ্ডা ও বীর দস্তগির ৫৬০ আনা। ৩০ নং জমিদারি অধিদায়িত্ব হিসাব। ১০১১ নং জমিদারি। ৩০ নং জমিদারি।	৩০ নং জমিদারি বায় চৌধুরী ... ছয়দ আবদুল্লাহ অধ্যাপক জামিনা আকর খাতুন।	১১১৫০ ৭০৫৬/০	০ ১২১/০	০ মাল মিলায় হইবেক।
২১২৯ নং	৩৫ নম্বর জমিদারি অধিদায়িত্ব হিসাব। ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩০১৫/০	০	০
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ১০ আনা। এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	বিশ্বেশ্বরী দাস ... রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	২০০৫/০ ১০১৪১৫	৪০১০ ০	খারিজ হিসাব মিলায়। ০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ এপ্রিল।]

নং ভৌতিক।	মাষ মহাল।	মাষ মালিক।	সমর কথা।	বাড়ী।	টেকিয়ার।
--------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

দ্বিতীয় সেনার মহাল।

নং ভৌতিক।	উৎপন্ন বস্তুভিঃ।	মালিকের নাম।	সমর কথা।	বাড়ী।	টেকিয়ার।
৫০৭১ নং	চল চারিলাক। স্বর্ণপুত্র ওরফে কাঁদারিয়া।	মিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গহ্ব. বহ।	৭৪৭৫১০ পাঁচি	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল মিলায় মহ- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মরহুমলিং বীল ফলসী ...	বীল ফলসী চৌধুরী গহ্বরহ।	০৮০৭	২০১১	৫
৫১৭৪ নং	পং মরহুমলিং চর ভেলুয়ায়ারি ...	বীল ফলসী চৌধুরী গহ্বরহ।	৮৭০৭	২২৭৭	৫
৫২৪২ নং	পবসনে পুণ্ডিয়া চরণাবলী।	বীল ফলসী চৌধুরী পতিন মাষ দুর্গা প্রসাদ খাঁ ও মরহুমলিং পরভুক্তবর্তী দেবী গহ্বরহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬৫০৭	১৪২৪১০ মালিকানা ১৪৭৭	৫

G. E. MANDEL,

Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnagour for officers employed in the Nudda district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshadabad district.

A. SMITH,

Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty poods* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ann. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[Government Gazette, 29th April 1854.]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনামক সিন্ধুকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটাভিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে; গবর্ণমেন্টে কর্তৃত্বাধীন সাধারণ ও বাতব্য কার্খার জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি মগন মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড কর্ত্ত করিলে গিল্লিখিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।^০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।^০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।^০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৬।।^০ টাকা ৮ আউন্স টিন ১০।।^০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০^০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যার উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।। আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৬০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে কষ্টবে।

জরনামক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা।

লান সিন্ধুকোনা ছাপ হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত মূল্য ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার নামা থাকে না, একপ নামমা জরনামক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটাভিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টে কর্তৃত্বাধীন সাধারণ ও বাতব্য কার্খার জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড কর্ত্ত করিলে যেকোন ব্যক্তি মগন মূল্য মিয়া ২৪^০ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে মগন মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২^০ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অভিজিহ্ন ৬০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিব।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burawan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট খজ্ঞালরে বিক্ৰয়ার্বে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-না ও জিজ্ঞাস্তার একমেলের লিবি লর্কিলে মিবুক বন্ধবানের ডিগ্রি ও মেলন লক ও রেট-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের জিহুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি লিহেবের এণীত বন্ধমেলের জিহুত লেন্টমেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবধীন এমেলের দুযাখিগাতী ও প্রজাবিবরক আইন সংখিত।

একখ খালি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক কর্ত্ত করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্টান্টের নিকটে একখ খালি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বন্ধব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ জাগ্রিল।]

NOTICE.

The 21st February 1885.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৫ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকখানার এই অবধি বিবরণিখন্ডে যাহা প্রদত্ত হইবে :—

মকসল ।

		টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১০
ডাকখানার	...	২/৮
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের বাৎসরিক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	৪
ডাকখানার	...	১/২
সম্পূর্ণ এক বাহা গেজেটের মূল্য	...	১০
ডাকখানার	...	১/০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার ডাকখানার মূল্য)	...	১/০
ডাকখানার	...	১/০

কলিকাতা ।

কলিকাতা ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকখানার লাগিবে না ।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট গেজেটেরী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1982.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	---	---	---	---	---	20
Half "	---	---	---	---	---	10
Casual advertisements.—4 annas per line,						

विष्णुपञ्च ।

কলিকাতা গেজেটের কিছা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম সেওয়া না গেলে এই গেজেট সেওয়া নাটবে না, ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপলোডতারিত এই মন্তব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কাগজালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাগজালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা জামিনে ফেরিয়ারিহেটে জালাখানা হইতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত জালাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তারমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এহাৰজ্ঞাপনও প্রকাশ করা যেন।

এই অবশিষ্ট রাজস্ব লেফটেন্যান্টগেজেটের আর্টিকল-৮৫-এর নিকট অল্পে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয়ের ভিত্তি কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকানি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন মেসেজের ইশতিহার কি বিজ্ঞপন প্রস্তুতি প্রকাশ করা যাইবে না।

ସୁଲୋଚନା ବିମିଷ୍ଟେ ହାବେର ଟିକିଟି ଲାଗାଇ ଦେଲେ, ଡିଲ୍‌ହୋରୀ ବାଟ ଦିଆର ଉପରେ ଟାକାର ଉପର ଭାଗ
 ୧୦ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଲାଗାଇ ଦେଲେ ।

जि, छदमिडे, दनेव, .

বাক্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁট সেজে উঠে।

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মতব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইনতিহার প্রকাশ করিবার হার এই :—					টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২ ০৬
অধঃ পৃষ্ঠা " " " " " "		১ ০৫
কখনই ইনতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই নীতি	১ ০

ବିଜ୍ଞାପନ ।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বঙ্গদেশের সমগ্র জাতির আইনের প্রয়োগ হইলে কলিকাতার স্পৃহাভেদ ওরেউ
'কৌমহালের' কাতারান্ত্রিত বঙ্গদেশের গণসমাজের ব্যবস্থাপন কাৰ্যবিভাগের আলিমে রেজিষ্ট্রারের
সাথে নিরোমানা সম্রা প্রাৰ্থনাগত পাঠান্ত্রিত হইবে।

উক্ত সকল আদায়ের পুস্তক বলিকাভার অবশেষেই প্রাপ্ত, থাকার স্থিত কোম্পানির বাটীতে জমা করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল ।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের জমো জীবু ও এডভাইস বরিস লুইস সাহেব
কর্তৃক সূত্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আগ্রিল ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

নিম্নলিখিত কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সংঘ উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্টটি আশ্রয় গ্রহণার্থে প্রথমবারে ভারতবর্ষের জুজুত পণ্ডের ফ্রেন্সিস জে. জে. ১৮৮৪ সালের ১৪ নং ডায়েরীতে উপস্থিত করা হইল।—

সি. লি. কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আইনগণের সিকট বঙ্গদেশের অজ্ঞানত্ব বিবরণ আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে গণিত হইয়াছিল। আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও একতম সংকলিত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমবারের রিপোর্টটি প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপিখানি মনো আশ্রয়ার্থে অধিকাংশ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সজল পরিবর্তন উৎসাহিত হইয়াছে তাহা সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়াছি। ৩। এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান বাণী আবশ্যক বলিয়া আইনের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমবারের মিলিত কমিটীর কর্তব্যজন সভার ৩৩ নং এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্টটি মন্ত্রিসভার অধীনে লাইন তফসিল হোমর বিসয় সম্বন্ধে আইন ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

২য় অধ্যায় ।

আইনের প্রণয়ন বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপিখানিতে যে ভিন্ন প্রকারের প্রকার্য করা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া আইন ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুটোই যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তবিক মখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোড়ের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তনের উল্লেখনাই নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রণেয় মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভব জ্ঞান জ্ঞানী আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের ঘোড় সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যেমূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে চাইলে তদন্তগত কএকটি বিষয়ের সহশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভব না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সহশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভব জ্ঞানী হইবেন।

৫। ভালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিকে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং ভাটাদিগের বর্ণনা করিতে বড় পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবগতি হইতে অধী ভোগ করিবার ক্ষমতা বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে জ্ঞানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে ভাটাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তির্য্যকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে আভিযুক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে ভালুকের খাজানা রক্ষির বিধান করা হয় নাই, তাহাও সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বর্তমান পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত ভালুকদারকে লভ্যের পঞ্চকরা দশভাগের কম দিবে না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় ভালুকের ক্ষতি হয়, ভালুকের অধিকারী যে উৎসর্গসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও খুঁকি হয়, তাহার প্রতি দুইটি রাখিবেন। বাক্তি খাজানা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারার পঞ্চমী ভালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণীয় অধ্যায়ের মধ্যে এবং সর্বাসমী নীলমি সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পঞ্চমী ভালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ভালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারার ১নমী বাক্তি বিধি ধোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে ভালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার আর্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে আভিযুক্ত ফী দেয় হইত তাহা বহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে ভালুকদারবর্ত্তক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], অথবা ২৭ টাকা ফী দিতে চাইবে তাহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৮ ধারার একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন বাক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন ভালুকের অজ্ঞান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহা প্রথমোক্ত বাক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাৰ্য্যভূতান ধারা খাজানা আদায় নহিতে পারিবে না।
- (৪) এবং রেজিস্ট্রী বাকী লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একন কর ২১ ধারা) সহ শোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনার অনুদান বা এক টাকার অনধিক যে ফী দায় করেন প্রত্যেকখণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবসারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভালুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অব-
সারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তিবৎ ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সহিত
নিধান করিয়াছি। এই প্রণীত রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত
কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আদালতবিহীন অসুমানক্রমে ভূমি ভোগ-
কারী রায়ভ এই দুই উপপ্রণীতিতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত প্রণীত রায়ভদিগকে ভালুকদারদের সহিত
ও শেষোক্ত প্রণীত রায়ভদিগকে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা
হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও মখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধ এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন
করা হয় নাই। সুতরাং বিষয়ের পরিবর্তনের আদানের কেবল যেগুলির কথা এলা আবশ্যক, তাহাই এলা
যাইবে।

বর্তমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ পুরস্কে মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের
সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আদা-
লতের মান্যযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ ক্ষেত্রে মহালের আয়তনের পরিবর্তে রাজস্ব-
সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞানাংশ প্রদর্শিত হইলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের
গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে পারা যায়।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮২০ সালের জামুয়ারি
মাসের প্রথম দিবসাবদি” কোন সময়ের মধ্যে বাউওয়ারা হইলে বাউওয়ারা গন্তব্য মূল মহাল একই মহাল
বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিপাদনের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে
ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করার কারণ এই যে প্রায় এই সময় বহি বাউওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজ-
পত্রাদি পাইবার সুকলসম্ভব আশা আছে, এইরূপ সুখা ঘিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোন সময়
এ তারিখ স্থির করা যাইবে তাহা অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক। সুতরাং যে কএকটি কথাত্তে এই সময়
স্থচিত হয় তাহার মধ্যে একটি রেখা টা নয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অধুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার
(২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা জমাগত বা
স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যখন বিপরীত দর্শন না হয়,
তাৎ এই ধারার কাছাকাছে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই
ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অসুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভস্বরূপ বাঁর বৎসর
কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অসুমান করা যুক্তিসিদ্ধ
বোধ হয়। ইহাতে যৌক্তিকতার কার্যে সরলতা বিধান করবে, অথচ কোন ক্ষেত্রে ইহা ঠিক না থাকিলে
ভূমিভোগকারী অন্যায়গে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন
খোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব হারায়ে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপি এই বিধান-
ের [২৬ (১) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ
করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ১৬ ধারায় দেখ] যদি সেই
ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও
বাসেন্দা রায়ভস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে অত্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা
পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠিয়া দেওয়াতে যাগতে সুবিধার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা
এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান
এই যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকরণের উক্ত রায়ভের অংশ লাভ
হইলে মখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয়
হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় সাক্ষর মখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি
উঠিয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতামূলক শব্দের অর্থমধ্যে যে প্রণীত জমী

২২।—কোন ঠায়ত আপনাদিগের যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিনি করিলে প্রাপ্য বিনি করিবার মরপাত্তা সাড় বৎসরে অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ খাঁজা) এই বিধানগুলি তদন্ত করিয়া একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেখোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধাণ।

১৮।—কোন ঠায়ত বৎসর হেতু ২৭ জুলাইলক বলিয়া বা জুলাইলকতঃ বা জুলাইলকক্রমে কি নিম্নলিখিত একটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহীত উদ্ভূত না থাকায় চাহ করিতে অক্ষম হইয়া আপন গোত কোর্সি বিনি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কারণের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত না, ও

২২।—যদি কোন ঠায়ত পূর্বোক্তমতে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে এই ব্যক্তি মখলীসত্ব বিশিষ্ট ঠায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাদীনে তাহার খাজানা চুক্তি হইতে পারিত অক্ষমও সেই শর্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা চুক্তি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমাদিকারীর স্বয় অক্ষম হই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলম্ব মততেন হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমাদিকারীর সহিত ও অন্য পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রজার সহিত ঠায়তের যে সকল আইনবিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে এই সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকসমিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই এই নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিনি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়োপেক্ষা কোন উদ্ভূতের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন ঠায়ত আপন যোত কোর্সি বিনি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে এই যোত তালুকদার দ্বারা সর্বস্বত্বী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজার মখলীসত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিনি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃতি হইবে যে মখলীসত্ববিশিষ্ট ঠায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও মখলীসত্ববিশিষ্ট বনিয়া তাহার খাজানা চুক্তি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইয়াই তালুকদারদের দোহা যেরূপ সর্বস্বত্বীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে মখলীসত্ববিশিষ্ট ঠায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূমাদিকারী অধিকার করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে মখলীসত্ববিশিষ্ট ঠায়তেরাও তালুকদারদিগের দায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাঁহা এই ঠায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই প্রযোজ্য হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় মখলীসত্ববিশিষ্ট দায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার যোকদ্দমার আমালতের প্রতি সেই সকল অস্বাভাবিকতার দ্বারা আপন করিলে অসম্ভব হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই এই সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। মখলীসত্ববিশিষ্ট ঠায়তের খাজানা চুক্তি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও প্রয়োগ বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা চুক্তি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সম্মিলিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে এই অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আমালতে যোকদ্দমা করিয়া সাময়িকতঃ যে রূপে খাজানা চুক্তি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা বাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে মখলীসত্ববিশিষ্ট ঠায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে এই চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে চুক্তি করিতে পারা যায় না। ৩০ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রাপ্য চুক্তির প্রতি বর্তিবে।—

(১)—খাজানা প্রাপ্যে চুক্তি করিতে হইবে না যে তাহা ঠায়তের পূর্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাড় বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দায়ী করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্তিত খাজানা পূর্বের বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দায়ী করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের নকশা এই ধারায় চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই ধারার বিধানসম্মত ও স্বায়ত্ত আদীনতায় তাগ করিতেছে এবং তাগ করিয়া লইলেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন দ্বারা এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের নকশাকে চুক্তি অনুমোদন দ্বারা ও তাগ করিতে হয়। ইহা বুঝি লক্ষ্য করিবে এবং এখনে কেবল ইহা বুঝি লক্ষ্য করিতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা নিম্ন কোম প্রজা পুণ্য ভোগ করিতেল, অর্থাৎ যে প্রায়ের বা মধ্যের অন্তর্গত ভূখণ্ডের কোন বাসিন্দা রায়তকে দিলি নত। গেলে, খাজানা হক্কি করিয়া বিহার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্ররূপে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা নিম্নসম উক্ত ধারায় ও জমীর জন্য ভদ্রপেক্ষ উক্ততর খাজানা দিতে বাধ্য হইলেন না এবং ভদ্রপেক্ষ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা হক্কি বিষয়ে আদালতের উদ্দেশ্য এই কুমারিকাণী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই মাগা হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাৰ্য্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাঁহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে সহজিত ও সুকঠিন সন্ধান আদালতের প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকায়ই খাজানা হক্কিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি কুমারিকাণীনিগের হস্তে অর্পণ করা যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভিত্তিতেই গের হেতুতে খাজানা হক্কিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গাইতে পারিবে, তাগ নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ব নিম্নের ধারায় তাগ সেই প্রকারের ও ভদ্রপেক্ষ সুবিধা বিধিতে ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হইবে খাজানা দিয়া প্রত্যেক উক্ত রায়ত ভদ্রপেক্ষ কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই ক্ষেত্রে বা চলিত খাজানার প্রধানত খান্য শস্যের গড় মূল্য হক্কি হইয়াছে।

(গ)—কুমারিকাণীর দ্বারা তাগ প্রকার পরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদি তাগ শক্তি হক্কি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্দা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিমিত্তই হারের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে এই শক্তির হক্কি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানা হক্কিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকটে এই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমায়নিগের নিকটে অন্য কোম সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানা হক্কির আইনসম্মত এই হেতুটি এক কালে ভাগ করণ প্রতি জমীদারের আশঙ্কিত করেন, এবং তখন পূর্বে প্রচলিত আইনের কমান্ডম বিধান ছিল বলিয়া বক্তিত হইল। এই হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে যে স্থলে কুমারিকাণীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির হক্কি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তাহার এই খাজানা হক্কি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্দা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির হক্কি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে, আমায়নিগের আশঙ্কা এই এতাবস্থায় যে অনুবিধা বস্তুতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-তাবে খাজানা হক্কির এই হেতুটি কার্যকর হইত না। এই কারণে সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যহক্কির হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, এই কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখনে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাহ তাহাতে যে বিশেষ কোম ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ হক্কি কি স্থান সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জন্মিত অল্পকাল সাধেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৪০ ও ২৪১ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা সম্বন্ধে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের মূল্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর দ্বারা করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমায়নিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য হক্কি হইলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যহক্কির আদালত করিবার পরে হক্কি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশঙ্কিতঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানা হক্কিসংক্রান্ত অন্য যে আইনসম্মত নীতি প্রযোজ্য তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। এই ধারার বিধান অনুসারেই খাজানা হক্কি প্রযোজ্য হইবে এবং আদালতের নীতি প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু এই অবস্থায়ও সকল পরিচিন্তন করা গিয়াছে ইহা জনসাধারণের লক্ষ্য সাধেব হইবে এই নিয়মটি অধিকতর প্রাণ নিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইতে পারে, বাজার খাজানা গড় বার্ষিক মূল্য উৎপাদনের এক শতাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেই সেই অনুরোধ করা হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের খাজনা হ্রাস এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বার্ষিক উৎপাদন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবস্থান করা প্রকরণ অনুসারে, এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতি ও প্রকরণ আশ্রিত উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৬। এই ক্রমে নূন পাতুলিপির ৭১ (গ) ধারা পূরিত হইতে পারে। তাহার বিধানটি উঠাইয়া দিয়া হইতে পারে। পাতুলিপির অর্থাৎ আর একটি নিয়মের দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে। পূরিত হইবে যেহেতু খাজানা হ্রাস করিলে টাকার তিন আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা হইতে পারে। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৩৬। একই প্রকারে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা হইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উক্ত পশ্চিম প্রদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিলাম। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের ভাটির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেহেতু স্থানের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিস্বত্বের উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দুই ও অল্পমাত্রা কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন ধারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে,

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ লাগিয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চার করিতে কত খরচ পড়ে

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চত। খাজানা দিবার কিঞ্চিৎ ক্ষতি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া ক্ষেত্রের অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিলাম যে উৎকর্ষসাধন হেজিষ্টারী করা না গেলে অর্থাৎ ১ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে হেজিষ্টারী করা না গেলে, আদালত খাজানার বিবেচনা না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎকালে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্দোবস্ত ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হেতুতে খাজানার হ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশন যে সুবিধার প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমানিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূমিস্বত্বী ভূমির উৎপাদনের মূল্য হ্রাসের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানার হ্রাস মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক নূন পাতুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতে পারে। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৪০। যেহেতু খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাতুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যেহেতু কমী রায়তের মৌজা বাতিলের কারণে খাজানা কমাইয়া বা প্রকরণ অন্য কোন ভূমি

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাজানার গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে সংশোধিত পাতুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাতুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিধি সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিধয়ে বিভিন্ন। এক্ষণে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা মাত্র আবশ্যিক, অর্থাৎ এই মুহূর্তে মাত্রাভেদে স্থানীয় গণপরিষদ পূর্ণ ও অর্ধমাত্রা উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ পরিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গণপরিষদ গড় বার্ষিক মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা স্থানীয় সংশোধন করিয়া কোন স্থানের লসানির মূল্য সম্বন্ধে আনুমানিক বিধানসংযোগা নিবিত প্রণয়ন করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্য হ্রাস হইতে পারে। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৪০। পশুপালন ভূমির খাজনা হক্কি নিয়মক মূল পাণ্ডুলিপি ৮০ খারটি উঠাইয়া নেওয়া গেল। কাবল পশুপালনে নিমিত্তে প্রত্যাশিতব্যকে ভূমি খাজনা ১ করি ১ দেওয়া অতীত বিরল, সুতরাং এত ব্যবসারে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪১। মখলীখত্ববিশিষ্ট প্রজা নসাকরণে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবেম তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপি ৮১ খারটি উঠাইয়া নেওয়া গেল, কারণ এদিকস্থ স্থানীয় রাজ্যে অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পক্ষে সীমা নির্দেশ করা উঠাই উঠিতে সচরাচর অনেক অংশ ঐক্য দেওয়া হইয়া থাকে। এবং স্থলে গোল দৃষ্ট ও অন্যান্য বিধি নির্দেশ করিলে আদ্য-ভেদে আশঙ্কি ঘটিয়া উঠিতে ঘটিয়াই আসিয়াছে।

৪২। নসাকরণ প্রায় খাজনা ১ রূপান্তরিত কণা বিপণক (৪৩) খারটি মধ্য প্রদেশের প্রজাবৃত্তি বিধক ১৮৩০ সালের আইনের ১৬ খারটি অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেঙ্গল সীফাই-খাতে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কতক নির্দিষ্ট কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকটে খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকটে এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও সুজাযোগে কত খাজানা দিতে চাহবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খারটি অপেক্ষা নূতন খারটির বিবেচনায়ত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিষয় করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) মখলীখত্ববিশিষ্ট রায়েত্তরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিত গড়ে যে সুজাযোগ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দল বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৯৪ অধ্যায়।

মখলীখত্বশূন্য রায়েত্তমের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৮২ খারটি এই বিধান ছিল এই পাণ্ডুলিপির অতিমিত "সামান্য রায়েত্ত" অর্থাৎ মখলীখত্বশূন্য রায়েত্ত ভদীর ভূম্যধিকারীর সমিত কৃত নিয়মানুসারে সংশ্লিষ্ট যে খাজানা দিয়া হয় ১১৯ খারটির বিধান অর্থাৎ তাহার শেষ প্রত্যক্ষ খাজানা মোট উৎপাদনের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আশ্রয় অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিরা সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে মখলীখত্ববিশিষ্ট রায়েত্তমের খাজানা হক্কি স্থলে এই প্রকার অত্যুচ্চ খাজানা দিয়া করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার মানস করি। মখলীখত্বশূন্য রায়েত্তম খাজানা দিয়া করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশ্লিষ্ট মিত পাণ্ডুলিপি ক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়েত্ত উভয়েই এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। কেবলমাত্র (৪৭ খারটি) এই বিধান করা গেল কোন মখলীখত্বশূন্য রায়েত্তকে ভূমির মখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের বেক একটি খারটি কণা নীচুই বলা যাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়েত্তের খাজানা বিজ্ঞ করা যাইবে না।

৪৪। যেহেতু ধরিয়া কোন মখলীখত্বশূন্য রায়েত্তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহিনয়ক ৫৮ খারটি আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়েত্তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে ভূমির মখল দেওয়া গেলে পাট্টার বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৪৯) খারটি বিধান করিয়াছি যে বিধান অতীত হইবার অন্তরায় হয় যদি থাকিতে রায়েত্তের উপর উঠিয়া যাইবার মোটিন জারী করা না গেলে পাট্টার বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যৌক্তিকতা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং বিধান অতীত হইবার হয় আসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৫। আমরা মখলীখত্বশূন্য রায়েত্তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত কতিপয় মিতার বিধান সম্বন্ধীয় এক-গুণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিণতি (৩০ খারটি) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া মখলীখত্বশূন্য কোন রায়েত্তে। যাহা উচ্ছেদ করণার্থ যৌক্তিকতা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিয়া করিবেন। এই রায়েত্তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার বিধান অতীত হইলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার মখলীখত্ব না জন্মিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কৌফী রায়তদান সম্বন্ধীয় বিধি।

৬৮। কোন সম্বন্ধীয়ত্বনিশিষ্ট রায়ত আপন যোগ্যের অঙ্কন কার্য নিশি কবিত্ত তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাঁহার কৌফী প্রজারা রায়তদের অঙ্কন বিধি ভেদে বিহার জমিদারী হইলে আদর্শ পূর্বক (২৬ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই তালুক বিধান উল্লিখ করিয়াছি যে কৌফী রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধারক্রমে তাহাদের জিবৎপরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬৯। তাঁহার বিধান এই যে যুগ্মরূপে খাজানা দিয়া যে কোন কৌফী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেয়, তাঁহার উপর নিম্নবিধি লভ্যকর অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারীকৃত পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কৌফী রায়তদের খাজানা গোড়া গোলে, লভ্যকর পক্ষীয় টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, লভ্যকর পক্ষীয় টাকার।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় ছয় মাস খাজানা নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কৌফী রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার নোটিশ আদায় করা না গেলে পর তদীয় ভূমিকারী তাহাকে উদ্ভব করিতে পারিবে না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৭০। এই অধ্যায়ের প্রথমই তালুকদার ও রায়তদের অবসারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক অঙ্কন সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার অর্থাৎ যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক। ১৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি ভিত্তিকী তালুক কি অবসারিত হারে ভোগরূপে প্রাপ্যের রেজিষ্টারী রূপিত হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজা অঙ্কন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ স্থগিত সুবিধিত অনুমানটি বর্জ্যবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্বামীর গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবে রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে নীত হই আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার আভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাকী প্রাপ্য পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তন থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা ন্যাকো করিয়া থাকেন আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণরূপে অঙ্কন অবসারিত হারে ভোগরূপে প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেট কন্টের উত্তমরূপে প্রতিকার হইবে। অতএব লিখন প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্তী ৭৭ ধারার দেখ)।

৭১। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোগিত হওয়াতে এই তালুকের খাজানার টাকার যোগ করিবার সময়ে লভ্য, সুবি ও আদায়ের প্রকৃত বলিয়া লভ্যকর ত্রিশ টাকার পরিমাণ নিজে হইবে মূলপাণ্ডুলিপি ১৩ ধারার উল্লিখিত সূত্র ও অন্তর্গত এই বিধিটি জুলাই মাসের ১৯ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদায় কেবল এই মাত্র বিধান করণমতে তালুকদার আপনায় তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাট্টাতে স্বত্বাবলী আদায়িত হইবে তাহা সুবিধাধিবে।

৭২। আদায় খাজানার নিম্ন বিধি (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারা সংযুক্ত কিংবপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অদাবল্যক বলিয়া উঠাইয়া দিগনি।

৭৩। আদায় ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করিয়া স্বামীর গবর্ণমেন্টের প্রতি লক্ষ্য পূর্বান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে গৌটোল মণিঅর্ডাররূপে খাজানা দিবার অর্থ্য দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। আদায়গিরের বিবেচনার টাকার দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা অসক বোধ হইতে পারে।

৭৪। তাঁহার ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে বের খাজানার কবলে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা সূত্ররূপে লিখেন না করিয়া তফসীলে এই মতীলের পাঠ দিয়া স্বামীর গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্ৰদান করিলাম।

৭৫। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত জুলাই মাসের [১০০ (৪) ধারা] বিধানের সূত্রটি লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবলে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাহাতে যেওনা বার সেট তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় সাধারণ সম্পূর্ণ নিষ্কলিত বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিলম্বিত মর্শম না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার আর্থনাগরে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাঁহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতকে পরামর্শ দিরাছে। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে বাবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদালতের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোক্তার হস্তান্তর করা বাইতে না পারিবে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই মোক্তারইতে উল্লেখ করিবার বিধান বিবরক (৭৮) দ্বারা একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইরা দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাঙলী মোক্তার উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষীয় প্রেরণ করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যত্র পক্ষের আর্থনামতে এবং অর্থাৎ যে কোন স্থলে জিলা বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ কার্য করিলে আর্থিক নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাঁহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে বর্ষগতীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব লক্ষ্য স্থলে যে আত্মা ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্মা করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের সম্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আত্মা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা বাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাঠ্যনির্ণায়ক পক্ষদিগের প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে বাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাঠ্যনির্ণায়ক ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাঠ্যনির্ণায়ক ধারাটি সরিবেশ করিরাছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল যেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল সমস্ত রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্ত স্থলেই জুয়াধিকারীর পক্ষে কোন সমস্ত ফসল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ প্রদত্ত সময় বা প্রদত্ত প্রকারে আদায় করেন, বাহাতে বাকী ফসলে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে সময় সংঘর্ষের সময়ে নিকটস্থ সেই এক প্রকারের ক্ষমতা সেই প্রকারের সময় লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ণ পরিমাণে বাকী বাচাই হয়, ফসল ভক্ত হইরাছিল বলিয়া জ্ঞান করা বাইবে।

যেখানে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে ফসলের সমস্ত সমস্ত জুয়াধিকারী ও প্রজার অংশ ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাঠ্যনির্ণায়ক ১১৭ ধারার দণ্ড বিবরক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২২০ ধারা) দ্বারা দণ্ড বিবরক সাধারণ যে প্রকরণ সরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

জুয়াধিকারী ও প্রজা বিবরক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রাষ্ট্রত অবধারিত খাজানার তিন অধিকারিত খাজানার হারে জুয়া ভোগ করিলে, ডায়ের জুয়াধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার দ্বিতীয় অংশটি রাষ্ট্রত ও ডায়ের জুয়াধিকারীর মধ্যে

(ক) রাষ্ট্রতের উৎকর্ষসাধন করিবার অংশ সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিরাছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে বিধানের সহজে সম্প্রতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা যথাসময়ের প্রয়োজন বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজাতি যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কনস্টাবলের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং কোন বিষয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে। ৩৭ ধারার নিমিত্ত ৩৮ ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদিও তা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি ভাড়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা (৯৩ (৪) ধারা) প্রিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের সেক্ট ১৯২ নং ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি তৎকাল সম্পর্কে করিবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয় অনুরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিতপনকালে আদায় করা যেন বিবরণ বিবেচিত হইবে, আর: ৯৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। সুতরাং যে কথামূলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল সম্বন্ধে হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় এই উৎকর্ষসাধনের আদায় প্রতি এবং “ভূমি ভূমি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবস্থিত থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদায়ের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। যথাসময়ের প্রয়োজন বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজাতি কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিবরণ (৯৫) ধারাটি তুলন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনও নোংরা এই বিষয়ে একটি আন্তঃ সংস্কার আওতে বলিয়া তাহার দ্রুতীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোত প্রবেশ করিয়া উক্ত কোন প্রজাতিকে অদ্য করিয়া নিজে নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৬। আদায়: দেখিলে যোত হয় যে রায়ত আপন যোত পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোংরা না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয় পরিভাগের কথা। হয়, তাহা নিবারণ বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাড়ি ভাগ করে, ও বিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে প্রথম ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই ভূমি বৎসর অন্তত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোত প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাতিতে অদ্য করিয়া নিজে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে। (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায়তে কোন যোত প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রজাতির আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিম্নলিখিত পাঠ্যনোংরা প্রচার করাইবে। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিভাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায়তে কোন যোত প্রবেশ করিলে, এই নোংরা প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশবর্ষীয় পর্যন্ত বায়ত হইলে, ছয়মাস অন্তত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপয় বৎসর তাহাদের কতি পূরণ সহজে আদায়ের বরাদ্দ (যদি কোন) শর্ত ব্যতীয়া বোধ করেন, সেই শর্তে দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া ভাড়া নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সময় বিলা কিম্বা কাপেটের সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবে না এই বিষয়টি ৯৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত দল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিক্তী কি টৈপান্ডীহেতুক বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে ও মের খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে এবং মের খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে তদানীন্তন টাকাপূর্বক স্বত্ত্বান্তরক্ৰমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিণত হইল এবং যদিও কয়েক স্থলে পরিবার ভারিও অধিক দূর বহনরের অধিক কাল গত হয় নাই ।

৬৮। যাদের প্রতি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সংশোধন করিয়া স্থানীয় সমর্থ মেম্বরের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লিটলওনার কাল স্থান যে ৭ বছর মাসও ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া নিম্ন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং এইরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা নিপত্তি মর্শান ম গোল শুদ্ধ বলি । ১০১ ধারা ৬০২ এট ধারা পরিমার্জিত । আদালতের বিচার চলাইতে মূল পাণ্ডুলিপি ১০১ ধারার মত প্রয়োজন থাকিলেই বা, অতএব এই ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম । ভূমি মালিকানা বিষয়ক অন্যান্য নিয়ম পত্রের নিয়মসমূহের ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট করবে ।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা জমীনের মালিকানা পরিবর্তন পক্ষে কার্য্য করণার্থে আদালতের বিরোধ এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচালনা আদালত একটি ধারা (১০২) সংশোধন করিয়া নাই কোর্টের প্রতি কার্য্যধিকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিবি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি ।

৭০। স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি । এই ধারাটি থাকিলে মধ্যস্থিত ভূমি মালিকের মধ্যে রক্ষিত ও প্রদত্ত ভূমি মালিকের মধ্যে কোর্টের বিরোধের অবস্থার পরিবর্তন হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সাধা বর্ণনায় লক্ষ্য হইল যে কোর্টের বিরোধে এই ধারাটি আদালতের মধ্যে বিশেষ আদালতযোগ্য । আদালত এই ধারাটি ত্যাগ করিলে উপস্থিত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তি এই ক্রমে ধারা সম্পাদিত হইয়া আইনের অধীনস্থ হইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে । এই অধিকার প্রচুরতার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা । সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই ধারাটির প্রতি প্রকৃত আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে ।

আদালতের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন মধ্যস্থিত ভূমি মালিকের মধ্যে সংশোধিত (২৮) ধারার বিধানক্রমে সংশোধিত হইবে । এই ধারার কথা পুনর্নয়ন (১৫ মফার) আমরা বলিয়াছি । মানবের অধিকার ক্ষমতা ক্ষমতা লাহেব এই বিষয়ে যেমত প্রকাশ কর-
রাহেন তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আদালতের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রস্তাবটি কিরূপ পরিমাণে উপস্থিত আইনের মাল্য অধিকারের বহির্ভূত ।

১০ম অধ্যায় ।

অভ্যর্থনালিপি ও আদালত বন্দোবস্ত করিবার বিবি ।

৭১। উপরি উক্ত চুক্তি বিহীন নইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে চুক্তি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ অভ্যর্থনালিপি বিস্তারিত কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম ।

৭২। অভ্যর্থনালিপি না থাকায় জন সাধারণের কথন, বিশেষতঃ কোন মহাল কি জমীনের মালিকের মূলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করেন তিনি যে অনুবিধি অনুভব করেন, আদালতের বিরোধ ১০২ সংশোধিত নুতন ধারা ক্রমে তাহা সুীকৃত হইবে । এই ধারাক্রমে বিশেষ করণী নিয়মাদীনে ভূমি মালিক কি জমীন্দারের আর্থনামে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অভ্যর্থনালিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন ।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে অভ্যর্থনালিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে । মূল পাণ্ডুলিপির ১০ম অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা দ্রষ্টে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাগরী কর্মচারীকে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কাল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলই তাহা সুীকৃত হইত শুদ্ধ বলিয়া অনু-
মান করা যাইত, কিন্তু মেম্বরের আদালতে তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত । পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অভ্যর্থনালিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আশঙ্কা উত্থাপন, কার্য্যের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে । লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে নিঃসন্দেহ প্রস্তাব করা গেল যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীকে মেম্বরের আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার দৃষ্ট নিষ্পত্তি দ্বিতীয় মাধ্য প্রদান হইবে । বিশেষতঃ জন তদন্ত সকল আপীল লিখিত নিষ্পত্তি লিখিত হইবে এই নিষ্পত্তির নিষ্পত্তি প্রথমতঃ তাঁহারই নিষ্পত্তি আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে । সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার মাল্য দিয়া হইবে । লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আশঙ্কা উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত মর্শান না যায় তাৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে । উক্ত সকল কার্য্য বহু বিভাগে সংশ্লিষ্ট হইবে বিবেচনা এবং অভ্যর্থনালিপি প্রস্তুত হইবে এক নিষ্পত্তি হইবে যেমত স্বাধীন প্রস্তাব ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা করা যায় তাহার যথার্থতা বজরাস্ব করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যতদূর আনুগত্য হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি অল্পশেষ অধিকতর আনুগত্য বলিয়া নিবেদন করিতে সাহসী হইলাম না।

৭২। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীদার লিপিতে প্রমাণ ও তালুকদারেরা অসম্মত হইয়া খাজানায় না হইয়া অন্যত্রকারের ভূমিভোগ করিলে ভূমিদারীসীমা ও তাহা উক্ত বন্দোবস্ত খাজানার বন্দোবস্ত পরিণত হইবার আশংকা করণ সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোগের খাজানার বন্দোবস্ত করা নাহতে পারে কি না এবং করা যাউতে পারিলে কতটা দায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এতগুলি নড় জড়িত ভাবে প্রথম চূড়ান্ত বিভিন্ন পর্ষদের যুক্তির উপর স্থাপিত। অবশ্যই প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত যত পারিমাণ প্রমাণ এবং যে যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রমাণের উপর পূর্বে প্রস্তাবগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রস্তাব মধ্যে আইনসমূহ এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্ভাব্যজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্ত সমস্ত বিচারালয়ের আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাবগুলির অর্থনীতি-ঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থের বিষয় সম্বন্ধে গণনা করা হইবে এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম প্রস্তাবে উক্ত আর আপীল ক্রমেই উক্ত স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ন্যাকি তিন্ন এই সকল বিষয় হইয়া যথার্থ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্বে প্রস্তাব চূড়ান্ত বিষয় স্থাপন করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ খণ্ডের দুটো চটবে। যত্নের লিপি সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারগণ ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এত বিধানক্রমে পূর্বে প্রস্তাব অধিকতর সম্ভাব্যজনক উক্ত পাইবার পক্ষে সাধারণতঃ হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব সরি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিধান উপস্থাপিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যত্নের লিপি অন্তর্গত কোন কথা-সমূহ বিধানের মধ্য উক্ত বিধানের নিষ্পত্তি করিলে, ও পরে এই সময় বিষয়ের আপীল বিশেষ আয়ের নিকট হইতে পারিলে এবং যত্নের লিপির অন্তর্ভুক্ত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি বিচার আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট বৃহৎ করিয়া খাজানা নিষ্পত্তি করিবার নিয়মে পারিলে কিন্তু প্রথমদীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদিতে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যন্ত করিয়া যাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিলে না কিন্তু আইনসমূহ বিষয়ে যুক্তিগত ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষজ্ঞ কোন যোগের মধ্যে প্রত্যেকই যত সম্ভবী ভাবে তদশেষা অধিক কি কম অমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাব বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য হইলে, তাহা কোর্ট খাজানার দায় পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া দি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৩। আমরা ১২০ খণ্ডের বিধান প্রতিষ্ঠা যে পূর্ব কর্তৃপক্ষের ক্রমে কোন যোগের খাজানার টীকা দাখীল করিয়া নিষ্পত্তি কোন ভূমিদারীর আশংকা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোগের যে খাজানা তাহার আশংকায় তাহা দাখীল হইয়াছিল, ভূমিদারীর উৎকর্ষসাধন দিখা যোগের পণ্যমান হইতেছে না হইলে, পনের বৎসর কালব্যয় তাহা দাখীল করা যাইবে না।

৭৪। প্রচলিত হইবার বিশেষ বিষয়ক ১২১ খণ্ডটি এক্ষণে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্তান গেল।

৭৫। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থঃ ১২২ সংখ্যক মুক্তন খণ্ডটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই ক্রমে প্রচার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবশ্যই খাজানার বিশেষ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হাটের তালিকা বিষয়ক বিধান।

৭৬। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রাধিকারের অধীনে আনুসারে কার্য করিয়াছি। যে সকল জনসমষ্টি হইয়াছে তদ্ব্যবহারে দেখে যে খাজানার হাটের মধ্যে বিলম্ব বিড়ম্বনা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ দেশব্যপ্ত খাটিতে পারে হাটের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যিক। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্বাদের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন এবং যোক্তক স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী শ্রমঃ যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেযোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুজান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রুজান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরণ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির বীমাংশ করিতে গিয়া আমরা ছুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক তৎক্ষণ ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধিকৃত ভূস্বামিকারি অথবা প্রচার প্রার্থনায়তে ভবন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশ মধ্যে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রযোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেযোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জেরীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি না। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোনও জেরী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারি ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ মূল স্মৃতিঃই পূর্বোক্ত জেরীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে দ্বারা এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামী নিজ জমী বর্ণি করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজখোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আশম সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আধীন লিপিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা ২ বৎসর চাব করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজখোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিধের মেজরানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের নতে ননোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকা আদারের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় কোর্টের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশলা গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শলা স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাতকরণ মার্গটি পণ্ডিত, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারায় অপরায়ণ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বরে এই ব্যক্তির অর্থসম্পদ হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরায়ণের সত্যতা প্রমাণের মত বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ১৩ নং স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এতদ্বারা এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির উহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহানিগের বিরুদ্ধে বোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য সুশীল রাখিতে পারিবে, এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা মত বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মূল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা যুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সংযোজন করিয়াছি। এই ধারারূপেই কোর্টস্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিকারী ও প্রকার মধ্যে মোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বহির্বিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাবলীতে বহির্বিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে নিয়ম কার্য চলে এই বিষয়ে তুরো মর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রমত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কাছা করা যাইতে পারিবে, যাঁহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা লাভিত হইবে, ইহা আদালতের বিধান।

১৩। আদালতকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য-পদ্ধতি সম্পত্তির ও মরলতার পরিবার অভিজ্ঞতায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাঁহাতে সুবিচারের বাধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা মনন করিয়াছি যে এই প্রকার প্রমাণ সফলতার ক্ষেত্রে উৎসুক হইলেও মননকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুগৃহীত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অক্ষম।

১৪। পক্ষ খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমিকারীর স্বত্বযুক্ত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরি-বর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত আদালত স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নথি, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট নথি হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বযুক্ত যে কথা লইয়া বিবাদে তাহা খাজানা মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এত বিধান করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী কবাইবে; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিবেদন করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আমরা আরও ১৬২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু স্বত্ব টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আমরা ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসম্মতির প্রমাণকারীকে উদ্ভূত করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগের সাপেক্ষ করিতে পারিবেন যে, প্রতি-বাদীর মতলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রমাণ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রমাণের ভাবে ও অনুমিত নিয়মপূর্বক মোকদ্দমা উপস্থিত করতে পারিবে। ইহার পরবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারার, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকার সরল ও সুসঙ্গত কাঠামোয় নির্দেশ করিবার্থ এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার্থ যে উচিত বোধ করিলে এই আদালতে রাজস্ব কমচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লটবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরস রী নীলামের বিধি।

১৮। আমরা ভূমি অধিকারিদের যেসকল অভিযোগ বুঝিয়াছি তদনুসারে পঠনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই। কেবল আচার লটরী ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিবার্থ। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তলনীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপি আশ্রয়িত করা গেল। এই বিধানগুলি এইবারে এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হইয়াছে।

১৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পঠনী তালুক তিন কোল তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আইনে করা গেলেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদ্যমান যেসকল পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সংকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

হুকি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২০। ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কবচটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপি আশ্রয়িত এই বিবরণ সম্বন্ধে ধারার দুটি হইবে (খাজানা দায়িত্ব কর্তৃক চুক্তির বিষয়ে পূর্বসূচী ২৯, ৩০, ও ৩১ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত কারণার্থে যেহেতু নিম্ন করা আবাদিগের মধ্যে অবিশেষণ বালিগের মধ্যে আবশ্যিক, আদরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারার সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেহেতু বিবরণ চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের প্রভুক্ত (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিম্নলিখিত দখলীস্বত্বের প্রভুক্ত।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের খাজানা কমাটবার দায়িত্ব করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দায়িত্ব করিতে ভূমি অধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিম্নলিখিত চেষ্টা বাস্তবের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতকে ও কোর্সী রাইতকে উচ্ছেদ করণ।

বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিযুক্ত প্রসঙ্গ সংবন্ধন (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) মোটের ভূমি ক্রিয়া বাস্তব প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রাইতের উৎসর্গদান করিবার ও উচ্চতর আত্মপূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ত্রিভুজাক্রমে না চাইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রসঙ্গ সংবন্ধন (৯৮ ধারা)।

২১। স্থায়ী মোকররী পাঠ্য বিবরণ প্রথম সম্বন্ধে উৎসর্গ দিয়ার অভিযোগে আমরা এই অধ্যায়ে ২১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা প্রবিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে, মহালের ত্রিভুজাক্রমে বন্দোস্ত হইয়াছে সেট মহালে ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়ম অনুসারে মোকররী পাঠ্য নিতে ভূমি অধিকারীর বা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২২। আমাদিগের বাণীস্বত্ববিশিষ্ট মদো মর্কসুলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোগে গোষ্ঠী করিবার নিমিত্ত যে পাট মেরুয়া দায় সেই পটাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎসর্গ ও দায়িত্ব দায়িত্ব প্রদান করিবার স্বত্ব সংবন্ধে বিশেষ বিধান প্রদান করা। উক্ত সকল একত্রিত ভূমি সম্বন্ধে যেসকল বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যিক বনিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের শাসনাবলিগত তিনটি ধারায় বৃষ্টি হইবে।

২৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোগে দায়িত্ব করিবার কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

২৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, মোকররী চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহার প্রভুক্ত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমি অধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিয়ার নিয়ম হয় সে সেট খাজানা দিতে সম্মত থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বনিয়া দায়িত্ব গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২৫। পরিচ্ছেদ ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎসর্গী” প্রণালী ও “হাল হালিসী” প্রণালী দ্বারা খাজনা প্রণালীতে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, দেশাচারানুগত বা প্রজারামতের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ নম্বর পূর্বোক্তই বলা হইয়াছে যে স্থলে কোন রাস্তা রাস্তানিয়াল আপন ঘোড়ের অংশ না হইয়া বাস্তবিক ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিধক মূল পাণ্ডুলিপি এবং অধ্যায়টি আবার ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তরুণ রাজ্যস্বদের উল্লেখ না থাকিলে লোভের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আবার ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সরিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাঁল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ রাজ্যস্বদের অস্থায়্য দেশভার ঘারা নিরসিত হইবে।

১৮-ম অধ্যায় ।

निर्माण वा स्वीकृति दिवसक विधि ।

৯৭। মধ্যলীপ্ত বিশিষ্ট রারও যেমনই তাহার আগুন যোক্তের অন্তর্গত শেট জমীর পুনরীকরণ মধ্যলীপ্তার নিমিত্ত বোদ্ধন্য করিলে ঐ বোদ্ধন্য; সম্বন্ধে নিয়ানের কাণে বুজিসজতমও অঙ্গ্য করিয়া থাওয়া উচিত। আমরা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য এদেশের প্রজা স্ববিধরক ১৮৮১ সালের আগষ্টের ৮১ তারিখের প্রকাশিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে জন্ম। প্রজাকে উল্লেখ করা যায় তদনধি ছই বৎসর কাণে নিয়ানের কাণে ধরিয়াছি। যে বোদ্ধন্য পূর্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার কেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায় ।

अष्टाविंशति विधिः ।

২৮। আশ্রয় ভূমিপ্রকারের প্রতি আগমন কর্মকারক ঘরোয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২০১৮ সালের বিধান পরিষৎ পরিষাদে প্রণয়িত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপি নম্বরিত “ভূমিপ্রকার” শব্দের লক্ষ্য সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রয় থাকিতে তাঁহা অগণ্যমান করণার্থে আশ্রয় ২২০ সংখ্যক একটি ঘরোয়া সংযোগ করিয়া লক্ষ্য বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একঘরোয়া ভূমিপ্রকারী হইলে, তাঁহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া পূর্ণ কর, অর্থাৎ তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারকে নিযুক্ত করেন তাঁহাদের ঘরোয়া কার্য্য করা হইবে।

২৯। আত্মদানের বাঁদ্যবাদ কালে এমন অনেক কথা উদ্ভূত হইল যাহার সম্বন্ধে আত্মদানের প্রভাৱ হইল যে আত্মদানের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইত তাহা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আত্মদান এই কথাগুলির যথোপযুক্ত সীমাংশে পরিণত হইত। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে হানীত গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আত্মদানের বিষয়ে সন্দেহ লাভ করিত।

ਅਮਰਿਨ ੧੫:੩੯:੧੧ ਏਫ਼ ੨:—

- (১) ভূমিাদিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নীলা কাটাছাঁর, জল বিতরণ কলিবার ও ক্ষতিপূরণ নিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কমিশনারীর প্রতি কনসন্স এম্যান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানীগণক্রান্ত বোকদ্দমা বিচার বাতালে নীচু হয় এই অতিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অনিচ্ছাসংখ্যক রায়ত কেহ কাছার অধীন না হইয়া কুনিভোগ করে সেই স্থলে ভূমিাদিকারীর প্রতি একই অবস্থানপত্রক্রমে ডাছানের দিক্‌তে বাকী খাজানার নিমিত্ত বোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কনসন্স এম্যান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফী ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনরীর বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, ডাছার সংশোধন করণার্থে অনিচ্ছা উপস্থাপন না করিয়া কোন বিধান করা যাউতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পত্রে সাই ফিরা কোন বিধি দিতে হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে সাই কোন বিচারপতি ক্ষেত্রবশতঃ ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুলকীর বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন আদালত ইহা অবগত আছি ; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপস্থূক্তনতে সমনকারী অস্বীকার করাই এক্ষণে শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদিগেও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সত্ত্বেই গ্রহণ করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন আপন আদালত করিতে গিয়া ভূমিাদিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাগোরে উদ্দেশ্য, ইহাতে সেট কার্খোরট প্রায় দেওয়া হয়।

অভিযানী স্ক্রীমটাকা আদায় করা করিলে একতরফা দোকদমার পুনর্বার বিচার হইলে না আদায়িগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আদায়িগের যে মতাদর্শ জানা ছিল তদ্ব্যতীত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আদায়ী এই অভিযান পুকাশ করিলেন যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইবে।

- (৪) আদালতের নিকট প্রায় ঐরূপভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল, প্রস্তাবটি এই-
বাকীখাতার মালিকদের পুণ্ড্রবাসীর নিকটে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর
টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না। এই
প্রস্তাব সম্বন্ধেও জন সাধারণের মত জানিতে পারিলে আদালত সন্তুষ্ট হইল।

- (৪) যে সকল আদালত ডায়ুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ ডায়ুকের অধিষ্ঠাত্রী জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব নেন, সেই সকল ডায়ুক সম্বন্ধে সরাসরী সীলান সংক্রান্ত কার্যক্রমালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আদালত স্থানীয় গবর্নমেন্টের সহিত জামিতে বাধ্য করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল ডায়ুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে গবর্নমেন্টের নাই। পশ্চিমী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যক্রমালী উক্ত সকল ডায়ুকের প্রতি বর্জান চুক্তি এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৫) খাজানা মুক্ত ডায়ুকের অধিকারীদের নিকটে পঞ্চক ও পবনিক গুরুসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্মুখে পূর্বেই কার্যক্রমালী বর্জাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ডায়ুকের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আদালত স্থানীয় গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৬) যেহে নিয়মাবলীতে বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী ৪ নম্বর দেখ)।
- (৭) আদালত উঠবন্দী ও হালচাঙ্গিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ মতে বর্জাইয়াছি। অন্য মানে খাজনা উত্তরণ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চুক্তিগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জামিতে ইচ্ছা করি।
- (৮) আর জমাজমা ও গোরা খোতের হস্তান্তরযোগ্য মথলীস্বত্বের ম্যার জমা কোন মত অগ্রহণ করিবার মত সম্বন্ধীয় দ্বারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জামিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মুলের ডালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারেন কি না এবং প্রাপ্তি ঐ সকল মুলের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রুজির নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জামিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষার।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষার।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ বে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ বে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপি পুনর্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আদালতের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবস।*
রিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি, সি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডবলিউ, হুটর।
জি, এচ, সি, ইবাক্স।	এচ, রেমলডস।*
জে ডবলিউ, হুইটস।	

কমিটির মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে বধ্যাধরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আদালত ইচ্ছাতে আশঙ্ক করিলান, কিন্তু পাণ্ডুলিপি মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথাই প্রতি আদালত আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র নথি লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপি মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আদালত সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মালবর রাঁধ জীভূত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাবলীতে ও বিবি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি খাফর করিতে বাধ্য ইহাই আদালত বিধান বলিয়া এই রিপোর্টে আশঙ্ক করিলাম।

হারডল।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

* কোনও বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তকসীল ।

জাজির ও কৃষি লক্ষ্য কাশ্মিরিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১ জুলাই তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আক্টনের অধীনস্থিত ও উৎসাহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ১৮৭৬—৬৬৩ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই আগস্ট তারিখে ১৯৭৯—৭৬৭ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে ৪৮৬ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

মান্যবর ঈশুভ টি. এম. পি. বন সাংসদেবর মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বঙ্গালায় কৃষিক্ষেত্রীদেব ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবেদন ও উৎসাহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাণ্ডিত্য রাক্ষা সম্বন্ধাধি বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৮২২ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৯৭২ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১০২১ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ১০৮০ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

জাজির ও কৃষি লক্ষ্য কাশ্মিরিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ২৬৪ R. নং আক্টনের অধীনস্থিত ও উৎসাহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১৭ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১৩০ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার ঈশুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ১২৯৩ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার ঈশুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে ২০২১—৪৬৭ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ২০৮৬—৮৬১ পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ২০৯৫—৮৭৩ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উত্তরবঙ্গ জলপাইখনি সড়ক কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উত্তরপাড়ার ঈশুভ বাবু হাজকিমের সুখোণাখ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]
- ত্রিভুজের জুমাখিকারীদের সড়ক অধিবৃত্তনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]
- ঈশুভ বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- জৈ ও বেহাওদেবের জুমাখিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজেশ ও কৃষ্ণনাথজি কার্যাবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংযুক্তপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- ময়মনসিংহ জিলায় অজ্ঞাত সেরপুতের ককজনজমিদার, জামুকদার, ও দখাবজি জুমাখিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সড়ক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- মালদাহীর জুমাখিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৪ L. R. নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]
- জালালা শাখা ইণ্ডিয়ান অ্যাসেসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সড়ক নির্ধারণপত্র [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের জুমাখিকারী সড়ক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—১৮ L. R. নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিভুজের জুমাখিকারীদের সড়ক অধিবৃত্তনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসংযুক্তপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংকল্প নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকালের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক কথা।
- ৫। ভালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বন্ধি কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে ভালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোমর স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বন্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। ভালুকের খাজানা বন্ধির শীকার কথা।
- ৮। বন্ধিত খাজানা ম্যবেক খাজানার বিত্তের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমণ্ড বন্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বন্ধি হইলে মগ বৎসর পরি-
বর্তিত হইতে না পারিবার কথা।
ভালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
স্বত্বের কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী ভালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে ন
পারিবার কথা।
পতনী ভালুকের কথা।
- ১৩। পতনীদারের পেটাত বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পতনী ভালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরকমে
এহীতার স্থানে আমিল চাহিবার স্বত্ব
কথা।
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী জাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা লগ্নাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্তে আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীত লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত দ্বারে সে রায়ভেরা ভূমিভোগ করে
ভাণ্ডারের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত দ্বারে ভূমি ভোগ করিবার অনু-
বন্ধের কথা।

৫ম অধ্যায়।

মথলীস্বত্ববিশিষ্ট রাগতদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান মথলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়ভেরা মথলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ভেরা অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মাল শব্দের অর্থ করণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী মথলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
কালের কথা।
- ২৯। এমালী মালীক ও ইজারদারের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার প্রাণী সংক্রমণের কথা।
- ৩১। মথলীস্বত্বের অনুবন্ধের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। মথলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমি-
কারির অংশে এর করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অংশে এর করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধক এহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। মথলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ন কএক দ্বারার কাগ্যপত্র ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কী বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। মথলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়ভেরা কোর্কী বিলি
করে, তাহারদের ভালুকদারে পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরণাটীর কালের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হস্তির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিবরণক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রাঙ্গণ খাজানা হস্তি বিবরণে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হস্তি করিবার কথা।
- ৪২। পুনরীকর বিলি করিবার বেলা খাজানা হস্তির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হস্তি করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হস্তি হেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। জুয়াধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি বিবরণক বিধি।
- ৪৭। বন্যাজীমত উৎপাদিকা শক্তি হস্তি হেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হস্তি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে হইবার কথা।
- ৪৯। ক্ষমত খাজানা হস্তি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্ষয়গত খাজানা হস্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানাকম্পনকার কথা।
- ৫১। খাজানা কম্পনকার কথা।
- মূল্যের ভান্ডারিয়ার কথা।
- ৫২। প্রদান শস্যের মূল্যের ভান্ডারিয়ার কথা।
- খাজানা প্রদান করিবার কথা।
- ৫৩। লস্যাঙ্গণে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩য় অধ্যায়।

সম্বলীকৃত মূল্য হারতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। সম্বলীকৃত মূল্য হারতদের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হস্তির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন সম্বলীকৃত মূল্য হারতকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তাহার কথা।
- ৫৯। পাটোর নিয়ম অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হস্তি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। "সম্বল দেওলা" শব্দের অর্থ।

৪ম অধ্যায়।

কোর্স হারতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্স হারতদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্স হারত দিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণক সাধারণ বিধান।

খাজানার পত্রিয়ায় লসন হইবে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও তাপের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৬৭। খাজানার কিছির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা বেরণে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭০। জুয়াধিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাঠিবার ক্ষমতার কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ মিষ্টি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অমূল্য বা ভাঙিলা দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দিচ্চ মিষ্টিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আদায় পাঠিবার নোটিশের কথা।
- ৭৬। আদায় টাকা দিবার বা স্মার্টাইজ দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তাধরযোগ্য বোভেত প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৭৮। যে বোভ হস্তাধর করা বাইতে না পারে সেই বোভ হস্তে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার ক্ষমতার কথা।
- ৮০। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিধা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবানির মাঝে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হামিপুরনের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কলসী বা কাউন্সি রাজ্যের কথা।
- ৮১। কলস বাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আজ্ঞার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। লস্যাঙ্গণ সম্বল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

জুমাধিকারীর পরিবর্তন কয়েকশতাব্দীর
মায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তাক্ষরের মোড়িস না পাঠিয়া পূর্ব জুমাধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন
জুমাধিকারির স্বার্থ প্রীতি নিকটে প্রচার
হইবে না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যাত।
- ৮৫। আবহাওয়ার প্রভুত আইন বিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেব খাজানার অভ্যন্তরীণ টাকা প্রচার স্থানে
জুমাধিকারী অস্বীকার করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

জুমাধিকারী ও প্রজাতির বিধি বিধান।
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৯৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দে। অর্থ।
- ৯৮। অবস্থান্তর হারে জমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯৯। মখলীসদ্ব্যবস্থাপিত বোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। মখলীসদ্ব্যবস্থা বোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ১০১। জুমাধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করি-
বার কথা।
- ১০২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রণালীর কথা।
- ১০৩। রাজস্বকে উৎকর্ষসাধনের দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ১০৪। যে বিধিমাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইস্তফা ও পরিচালনা করিবার কথা।
- ১০৫। ইস্তফা করিবার কথা।
- ১০৬। পরিচালনার কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ১০৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ১০৮। ভিক্রীকারী ক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
জমি দান করিবার কথা।
- ১০৯। জুমাধিকারির জমি দানিবার স্বত্বের কথা।
- ১১০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একজন আদালত করিতে পারি-
বার কথা।
- ১১১। মাপের ভুলের কথা।
কার্য্যব্যবস্থার কথা।
- ১১২। কেস সম্বন্ধে জুমাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য
ব্যবস্থাপিত করিবে না হইবার কারণ দর্শা-
ইবার দ্বিতীয় ভাষায়ের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১১৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যব্যবস্থাপিত
নিযুক্ত করণার্থ আদালতকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যব্যবস্থাপিত নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১১৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১১৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধিত ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যব্যবস্থাপিত সম্বন্ধে
প্রতিষ্ঠার কথা।
- ১১৭। কার্য্যব্যবস্থাপিত প্রতি যেহে বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১১৮। সম্বন্ধে কার্য্যব্যবস্থাপিত কার্য্যব্যবস্থাপিত তার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১১৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১২০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১২১। যেহে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১২২। জুমাধিকারী বা জমিদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিরুদ্ধে কথা লিপি বদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১২৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১২৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১২৫। রাজস্ব কর্মচারীদের সম্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১২৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ
হইবার কথা।
খাজানা দাখিল হইবার বিধি।
- ১২৭। খাজানা দাখিল করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১২৮। খাজানা দাখিল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১২৯। যে সমস্ত খাজানার পরিবর্তন কলংক হইবে
তাঁহার কথা।
- ১৩০। দাখিল করা খাজানা বদ্ধ কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১৩১। এই অধ্যায়মত কার্য্যসূচীতে যে খরচ পাড়
তাঁহার কথা।
- ১৩২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবস্থান্তরিত
খাজানাসম্বন্ধে অনুমান না থাকিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

জারের তালিকা বিধির বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার দার দাখিল করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি সম্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১০৮। তালিকা উর্জ্জ্বল রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১০৯। তালিকা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১১০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১১১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিলে তাহার কথা।
 ১১২। তালিকা লিঙ্কার প্রমাণ হইবার কথা।
 ১১৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১১৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা হক্কির মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১১৫। ভূস্বামীর নিজ জমী অরোপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১১৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১১৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১১৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিঃসর করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

কৌক করিবার বিধি।

- ১১৯। যেহেতু কৌকের দরখাস্ত করা গাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১২০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১২১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১২২। কৌক করিবার আজ্ঞা আদায় হইবার কথা।
 ১২৩। মৌজাপত্র ও হিসাব আদায় করিবার কথা।
 ১২৪। শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১২৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১২৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১২৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১২৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১২৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৩০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৩১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৩২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৩। কোমল কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৩৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৫। পেটো ও প্রজা আপন পট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৩৬। উর্জ্জ্বল ও অধস্তন জুয়াধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিবোধের কথা।
 ১৩৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা কৌক করিবার কথা।
 ১৩৮। অন্যায় কৌকের নিষিদ্ধ ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য প্রণালীর বিষয়ক বিধি।

- ১৩৯। জুয়াধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ডাইতে হইলে সেখানে নৌকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৪০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারালয়-পত্যের কথা।
 ১৪১। দায়ব বা মোমরানের স্বীকৃত মোটাই হইবার কথা।
 ১৪২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিট্রারের কথা।
 ১৪৩। খাজানার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪৪। তৃতীয় পার্টির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকৃত করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৪৫। ভূমি মালিকের পাওনা নীলাম স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৪৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৪৭। আদালতের সমীদ দিবার কথা।
 ১৪৮। বাকী খাজানার মোকদ্দমার আদালতের কথা।
 ১৪৯। খাজানা হক্কির ভিক্রী যে ডায়রিখ অবশিষ্ট জল বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৫০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৫১। যে ব্যক্তিদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্যত্র বসনার্থে প্রস্তুত ভূমি নথিতে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৫২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরাম্পরের দায়িত্ব লিপ্যন্তিত হইবার কথা।
 ১৫৩। উচ্ছেদের নিকটস্থ আদালতের বাস খাজানা দাবী করিতে পারিবার কথা।
 ১৫৪। প্রজাস্বত্ব অনুব্রন নিরূপণ করিবার প্রণালীর কথা।

১৫শ অধ্যায়।

- বাকী খাজানার নিষিদ্ধ ভিক্রীয়তে বিক্রয়ের বিধি।
 ১৫৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে দেড়ার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৫৬। সংরক্ষিত আর্থের কথা।
 ১৫৭। "দায়" ও "রেজিট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।
 ১৫৮। হোমের নীলাম হইবার প্রার্থনামতের কথা।
 ১৫৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্বক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৬০। রেজিট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৬১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বলিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

খাঁরা।

- ১৮২। অসমারিত খাঁরের খোঁজের প্রতি পূর্ক কএক
ধাঁরার বিধান বস্তিবাবর কথা।
- ১৮৩। সমুদ্র দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা লহিত
মখলীঅভিধিষ্টে যোত বিজয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ক কএক ধাঁরামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কাঁরা
প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মখলীঅভিধিষ্টে যোত পূর্ক কএক ধাঁরামতে
ডালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আঁজা দিবার
ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাঁরা করিতে হইবে
অধিব্যয়ক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেই কিছা ডিক্রীর শোধ হইয়াছে
স্বীকার করিলেই যোত জোক হইতে মুক্ত
হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোমর স্থলে উক্ত যোতের
বন্ধনী বদ হইবার কথা।
- ১৮৯। অমন্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা
খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার
কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও
ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছা প্রণালী বিষয়ক
আওনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কাছা না
হইবার কথা।
- ১৯২। দায় সত্যিকারী কোমর নিদর্শনপত্র রেজি-
করী করিবার কথা।
- ১৯৩। কুমারিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী ডালুক নীলামের কথা।
- ১৯৫। ভূস্বামীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের
স্থানে বাঁকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৬। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার
কথা।
- ১৯৭। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৮। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের
কথা।
- ১৯৯। ডালুকদার তলব সম্বন্ধে আশক্তি করিলে
কাছা প্রণালীর কথা।
- ২০০। বাঁকীটাকা আদান ও করা না গেলে ডালুক
নীলাম হইবার কথা।
- ২০১। নীলাম হইলে যেহ নিয়ম মানিতে হইবে
তাঁহার কথা।
- ২০২। নীলামের কাছা ঘেরণে চালাইতে হইবে,
তাঁহার কথা।
- ২০৩। খরিদারের খরচের কথা।
- ২০৪। খরিদারকে মখল দিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম বন্ধ করিতে যেব্যক্তির স্বার্থ থাকে
সেই ব্যক্তির আদান ও করা টাকা আদায়
পারিবার কথা।
- ২০৬। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৭। নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ
হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ লাইবার
মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৮। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাঁরা করিতে
হইবে তাঁহার কথা।
- ২০৯। রবিবার ও বঙ্গবদ দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
অন্যান্য ডালুকনীলামের কথা।
- ২১০। অন্যান্য রেজিষ্টরীকরা ডালুক সম্বন্ধে এই
অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির বিকল্পে বিধান যেহ কলম হইবে
তাঁহার কথা।
- ২১২। কায়েনী মকররী পাঠিয়ার কথা।
- ২১৩। কৃষি কার্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।
- ২১৪। চন ও মেয়াডা জমীর কথা।
- ২১৫। উঠবন্দী ও চালহাঙ্গিনী প্রণালীর কথা।
- ২১৬। চাঁদরাণ ডালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৭। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

- মিহাদ বাতানারি বিষয়ক বিধি।
- ২১৯। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা
বা দরখাস্তের মিহাদের কথা।
- ২২০। ভারতবর্ষীয় মিহাদ বিষয়ক আওলের কিছ-
মত এই মোকদ্দমা আভিষ্টে না থাকিবার
কথা।

১৯শ অধ্যায়।

- অতিরিক্ত বিধি।
- ২২১। কলমে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে
দণ্ডের কথা।
- ২২২। ভূস্বামিকবীন্দে কক্ষাবক ও প্রতিনিষিদ্ধের কথা।
- ২২৩। ভূস্বামিকারীর কক্ষাবক দ্বারা কাছা করিবার
কথা।
- ২২৪। একজন ভূস্বামিকারীদেব একজে বা সামান্য-
রূপ কক্ষাবকের দ্বারা কাছা করিবার কথা।
বাক্ষ কক্ষাবকদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৫। কক্ষাবকদের কাছা প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয়
বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।
- ২২৬। বিধি প্রণয়ন, আকাশ ও দৃঢ় করিবার কাছা প্র-
ণালীর কথা।
- ২২৭। যে জিলায় কিয়ৎ কালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহ সম্বন্ধীয়
বিধানের কথা।
- ২২৮। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেহ
জিলায় যে ভূমি কোমর হয় তাহ সম্বন্ধে না
থাকিবার কথা।
- ২২৯। রাষ্ট্রস্বের ভূমি বন্দোবস্ত হইলে খাজানা
পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
বাস্তব অধিকার হইবার কথা।
- ২৩০। বাসকর ও বসকর প্রতি অধিকারের কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২৩১। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

- প্রথম।—২২ আইন রাহ হইল।
- দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ
হইতে উদ্ধৃত।
- তৃতীয়।—কএক ও হিমায়ের পাঠ।
- চতুর্থ।—মিহাদ।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিধিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নরসেটে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তপূর্বক স্থানীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া একদম্পর্বে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যক্তি । তৎসীল লেখা প্রদেয় বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসীলের তৃতীয় খণ্ডের নিম্নলিখিত তৎসীলে লেখা প্রদেয় ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আণন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নরসেটে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আণন বলে বর্ত্তি, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার অর্থ তৎসীলের নিম্নলিখিত আইনগুলিরূহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান য়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের ক্রিয়সংশয় বর্ত্তান য়েনে, তৎকালে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন ছাড়া যে কোন আইন রহিত বা খারজ কোন আইনে বা সমীপে এই আইনের ভ্রান্ত্য থাকিলে উহা এই আইনের বা তারিখক এর আইনের অন্তর্ভুক্তি উক্ত আইন করণ্য অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন অস্থ, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া, সেই অস্থ অতীত পুনর্জীবিত হইবে না ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনায় অর্থকরণের কথা । বা পূর্বাণত কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিনিস কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমির ও লাঞ্ছনীয় ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেসে রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “মহাল” নামে সেট ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভাণ্ডার রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই দফার মধ্যে বুঝাইয়া রাখা বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ভূম্যধী বা জমিদার” নামে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, “প্রজা” নামে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির আধিপত্য অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” নামে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা মখল নিমিত্ত আণন ভূম্যধিকারীকে বুঝাই বা শস্য যোগে প্রজার বাহ্যিকিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” নামে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানার সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে” ও “দেওয়া” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেসে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ঘোড়” নামে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী মস চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফাল্গুনী বা আশ্বিনী মস চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিগায়াঁর অন্য কোন মস চলিত থাকে, সেখানে সেই মস বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “হস্তান্তর” নামে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা চিকী-ক্রান্তিক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান প্রভৃতি বুঝাইবে ।

(১১) “উত্তরাধিকার” নামে অকৃতচরমণ্ড ও চরমণ্ডাভূমির অর্পণ উইল বা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি অন্যের নাম লিখিতে বা খারিজ চেরামহী করিলে, “অধিকৃত” নামে “চেরা” মহী করা” বুঝাইবে । এই শব্দ পূর্বাণত ব্যক্তির নামের “মোহরাদিত” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “নিমিত্ত” নামে প্রকৃতীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নরসেটে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বুঝাইবে ।

(১৪) “কালেক্টর” নামে কোন জিনিস কালেক্টর সাহেব কিম্বা এর আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতামুগারে কার্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নরসেটের নিযুক্ত অন্য কোন কার্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এই আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, জমীদার নথী মতে উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর সম্বন্ধে কার্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত ক্ষেত্রে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “সম্মতি তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝাইবে, এবং সেই তফসিলের উল্লিখিত দরপত্রমতী ও অন্যান্য তফসিল তালুক ও তদন্তক।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষ- ৪ ধারা। এই আইনের
য়ক কথা। কার্যক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কএক

প্রাণীর প্রাণী থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটো ও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোন রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাফাৎ বা পরস্পর সন্তোষ রায়ত অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবস্থান্ত্রে হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবস্থান্ত্রিত খাজনার কিম্বা অবস্থান্ত্রিত খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্যমগকে বুঝাইবে;

(খ) সম্মতিতালুকনিষ্ঠ রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত জমিতে সম্মতিতালুক আছে; এবং

(গ) সম্মতিতালুকীয়া রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকৃত সম্মতিতালুক নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব জমিদার হাশমে বা অন্য তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের হাশমে শব্দের অর্থে প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুকদার” বলিতে যুগ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকৃত স্বত্ব পাতিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীগণকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিগণকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আগনি, বা আপনার পরিবারস্থ রাজস্ব কর্মচারী, বা বেতনভোগী চাকরদারী কিম্বা অন্যান্যের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে যুগ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃত স্বত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মানুসারে এই শব্দে বোঝা হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন জমিদার বা তালুকদারের অবস্থান্ত্রিত অধীন জমি ভোগ না করিলে, তাহাদের রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(৪) কোন প্রাণী তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আগলত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশজারের প্রতি;

(খ) যে রায়তের আগলদের বোতের অর্ধেকের অধিক কোম্পি বিলি করে, তাহাদের সম্মতিতালুক ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রাপ্তিহীনতা তাঁহাদের প্রতি, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন বোতের পরিমাণ অধিকতম ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটোয় বিলি করা গেল, যাহা বিপ্লবিত সর্বস্ব না যায়, তাহা প্রাণী তালুকদার বলা অসম্ভব হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্মতিতালুক বিধি।

খাজানা হাজির কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা হাজির করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে দায়াদিকারী অধীনে এই তালুক ভোগ করা থাকে, তিনি দেশজারক্রমে দেখিবে যে নিয়ম অধীনে এই তালুক ভোগ কর তালুকদার, তাহার খাজানা হাজির হইতে স্বত্বমান, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনাকে খাজানা কমাইয়া লইয়া দায়াদিকারীকে খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তা হওয়াতে কিম্বা বাকীদার কণোহ নিমিত্ত বা দেশজারদের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে জমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেল, এই কমাই এই ধারার সম্মতিতালুকী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের তালুক খাজানা হাজির করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উত্তর পক্ষের সীমার কথা।

যেহা কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটতম তালুক বাহার ভোগ করেন, তাহারা দেশজারক্রমে যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্যন্ত হাজির করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তালুক দেশজারক্রমে হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদায় যাহা উপযুক্ত ও লোভা জন্ম করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজানা হাজির করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও লোভা হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদায় তালুকদারের মোট ১২ খাজানা পাতিয়া হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার পরে বাকি দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভা দিবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,—

(ক) যে বছর তালুকদার স্বত্ব ছিল, যথা, তালুকদার অন্তর্গত জমি দেখি তালুকদার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা জমির স্বার্থগত পুঁজী ধারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পুঁজীধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার পরেও জমি।

(৪) উক্ত ডালুকের আগল ডালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আগলি মথল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ নামান্য খাজানার নিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিগাব করিয়া পূরোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিত হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন ডালুকের খাজানা বর্জিত খাজানা সাধক হুজি করা যাইতে পারে, সেই খাজানার বিত্তের অধিক না হইবার কথা।
খাজানা হুজি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্বে খারামতে যে বর্জিত খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা পূর্বেদের খাজানার বিত্তের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রয়ঃ হুজি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
খাজানা হুজি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা হুজি ক্রমে ২ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা হুজির উক্ত সীমার উপযুক্ত হওয়া না যায়, পীচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ২ বৎসর খাজানা হুজি হইবে।

১০ ধারা। কোন ডালুকের খাজানা আদালতঃ ধারা কিবা চুক্তিক্রমে হুজি করা গেলে, যে তারিখে হুজি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর ঘন বৎসর মধ্যে ঐ খাজানার হুজি করিবেন না।
খাজানা একবার বর্জিত হইলে ঘন বৎসর পরিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

ডালুকের অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী ডালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের মিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।
চিরস্থায়ী ডালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাবিহীন কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ডালুকের ও ভদীর ভূমিকারী এই উত্তরের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত ডালুকের উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিধা উক্ত ডালুকের ভদীর ভূমিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
পতনী ডালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী ডালুকের এই আইনের বিধান পতনীদানের পোটঃ মানিয়া আপনার ডালুকের বা বিল করিবার সময় তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিবা ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিবা এই আইন মত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী ডালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূমিকারী খাজানা দিবার ও ডালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত ডালুকের অধিক বৎসরের

সরের ধীর্ঘাংশ পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরকমে এই তার নিকটে চাফিৎ পারিবেন।

(২) ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিবা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূমিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাফিৎ, এবং চাফিয়ার তাফিৎ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূমিকারী হস্তান্তরকমে এই তারকে বাস রাখিয়া উক্ত ডালুক ফোক করিয়া মথল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ফোক থাকিবার কালে ভূমিকারী পোটঃ ডালুকের কিবা ব্যয়তনের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ফোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পীচনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে মাল্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এইরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ফোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূমিকারীর প্রাণা খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা নুসন হয় ততক্ষণ ক্রেতা দারী থাকিবেন, এবং ভূমিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিকল্পে কার্যগুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকমে এই তার যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূমিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূমিকারীর প্রতি আদেশনাম্বক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত এত বিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিবা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিবা এই আইন মত সরাসরী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হয় বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী কোল চিরস্থায়ী ডালুকের হস্তান্তর বা উক্ত ডালুকের উত্তরাধিকার খটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকমে এই তার এক কিবা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূমিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পশ্চাৎ নির্দিষ্ট কী দেন, তবে ভূমিকারী পতনী ডালুক হইলে পূর্বে ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন ডালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূমিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রাধান্যক্রমে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত ডালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত ডালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক, টাকার কম কিবা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত ডালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাঁহা না করিলে, নগরস্বত্ব এক শত টাকার অধিক বহু টাকা আদালত উচিত নোধ করেন। তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক বোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীভারীকমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী বোকদমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বেক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিকমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীভারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী একদর্বে তাঁহার নিকট কোল প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রেত্র গ্রহীতাকে হস্তান্তর করবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তাক্সা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়-মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার-ক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্বত্বান্বিত হয়, তিনি ভাণ্ডারস্বত্বপূর্ণ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, বোকদমা, ক্রোক বা অন্য কার্যসমূহের দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রেত্র গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বেক্রেতার উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বেক্রেতার উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা বোকদমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভারীকমে নীলাম দ্বারা রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য কিম্বা এই আইনমত সরাসরী করণার্থ ভূম্যধিকারীর নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া প্রার্থনার কথা। পূর্ব কএক ধারামতে বাহা রেজিস্ট্রী হইবার যোগ্য ঐরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটনার পর তর মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি কী দিবেল না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বেক্রেতার উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর ক্রেত্র গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ বহু দূর থাকে, তত দূর তাহা বোকদমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্বোক্ত উপযুক্ত কারণ দেখান মিলে, আদালত কোন আবেদন করিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্ব কএক ধারায় কোন ভাণ্ডারের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করা গেলে, যে ব্যক্তি ঐ ভাণ্ডার দ্বারা উক্ত ভাণ্ডার বা ভাণ্ডার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা অন্য বিশেষ উক্ত ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী একতরফী বা দ্বি-তরফী ভাবে উক্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খাস সকল সময়ে চাক্ষুষ, ভূমাসিকারীর স্থানে যথার্থ সকল বলিয়া ভূমাসিকারীর স্বাক্ষরিত তথ্যাদি সকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু যখনই একজনকে স্থানীয় গণসম্মতি এক আদালত কর্তৃক বা এক টাকার অনধিক যে কোন খরচ করিলে, একজন একতরফী ভাবে সকলের জন্য তিনি ভূমাসিকারীকে সেই কোন দিবে।

২২ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারায় যে সকল রেজিষ্টারী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গণসম্মতি প্রাপ্তি পরে গেজেটে প্রকাশিত এই আইন-সম্মত বিধিক্রমে সময়ে সেই সকল রেজিষ্টারী বহীর পাঠ নিবেদন করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টারী করিবার সময়ে যে কাগজ-প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণসমূহ কোন বিশিষ্ট প্রকরণ কালে স্থানীয় গণসম্মতি এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি প্রণয়ন হইলে প্রাপ্ত টাকা পর্যন্ত অর্থসংগ্রহ হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অধ্যায়িত হারে যে রাজস্বের ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অধ্যায়িত খাজানার বা অধ্যায়িত খাজানার হারে যে রাজস্ব ভূমি ভোগ করে, (ক) কোন ভূমিস্বত্বের হারা বিন্যাসের নিয়মাবলি আদেশ করা, তাহার ও আদালত হওয়ার ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিয়মাবলি আদেশ হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত ভূমির ভূমাসিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম প্রণয়ন করিলে তাহাকে উদ্দেশ্য করা হইতে পারে, সে সেই নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছে, এই হেতু তির অন্য কারণে ভূমির ভূমাসিকারী তাহাকে উদ্দেশ্য করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

সম্মতিপত্রবিধি প্রণয়নের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে সম্মতিপত্র আবেদিত পূর্বে আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিলে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

২৫ ধারা। (১) কোন আবেদন বা মহালের বাসেন্দা রাজস্ব উক্ত আবেদন বা মহালের সম্বন্ধে প্রণয়ন করিলে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কোন আবেদন বা মহালের কোন বাসেন্দা রাজস্ব উক্ত আবেদন বা মহালের সম্বন্ধে প্রণয়ন করিলে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে সম্মতিপত্র আবেদিত পূর্বে আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিলে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) যদি এই আইনসম্মত কোন কাগজ প্রণয়ন করা হয়, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রাজস্ব প্রণয়ন করে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কোন ভূমি ভোগী বা ভূমির অংশীদার রাজস্ব প্রণয়ন করে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন আবেদন বা মহালের সম্বন্ধে প্রণয়ন করিলে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আবেদন উচিত বোধ করেন সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন।

(৭) যদি কোম রাখত ৯৬ ঘাতানতে পুন্ডায় জ্বির
মখল পাও, তবে সে এক বংসারর অধিক কাল বেদখল
হাতিলেও বাসেমাং রায়ত বহিরাতে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ଆର୍ଯ୍ୟବିହାରୀ କବି ।

(ক) গ্রাম শাসন রাজস্ব সংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান হরণ্যার সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্রে তাইকে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এই গ্রামের অংশ, অর্থাৎ তবে ডাকাট বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্রে প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আর্থিক বিভাগে সকল ব্যক্তিক সংবাদ দিবার নিবৃত্ত মাথা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় জমিদার ও নতুন পর এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কাৰ্য্যকারক যে স্থান নিয়োগ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়েও পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জ.মুস.বি. মালের প্রথম দিবসাবধি এক বা অধিক বাটম্যান্সী হওয়াতে ছুই বা কমদিক মছাল সন্নিবেশ, সেও স্থান ট্রেন্স বাটম্যান্সী না হইলে এই সকল যে সকলের আশ্রয়ণ হইত, সেই মূল মছালের অন্তর্গত স্থান একই মাল দলিলা গণ্য হইবে।

২৮ শাণী। মঙ্গলী অহুগিশিকে কোন কামে এর কুমারি-
কুমারিকারী মঙ্গলী-
বহু প্রাপ্ত হইলে তাহার
কলের কথা।
কারী ক্রম পরিণাম বা প্রকার-
স্বরে ও কামে এর স্বার্থ প্রাপ্ত
হইলে, মঙ্গলী অহুগিশি হইবে;
কিন্তু এই শাণীর কোন কথা
অপার কোন ব্যক্তির সংজ্ঞা কোন বিষয় করবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি যারতন্ত্ররূপ ভূমি
 এজমালী মালিক ও
 ইজারাদারদের লগ্নিতে
 বিশেষ বিধানের কথা।
 ভোগ করিলে, তাই ক্ষুদ্র
 কৃষক বা জালুকদাররূপ
 ৩৭ ধার এজমালী স্বার্থ আছে
 বলিয়া কদম এই কারণে তাঁহার
 উক্ত ভূমিতে অধিকার স্থাপন করিতে পারা যাবে না।

(২) কোন ব্যক্তি রাজ্যের উন্নয়নসাধনজন্য কোন ক্ষতি ভোগ করিলে এই আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে না।

এ০ শাহা। ভূখাৰীৰ নিজ কন্যা পৰিতা বসন্তেশ
খামাৰ, নিজ বা নিজঘোৰা
নামে এং বেচৰে মিত্ৰা
কথা। নিজ, মিত্ৰ বা কানিত নামে
যে কুমি খাও, ক এক মনেৰ মিত্ৰাণী পাট্টা কৰে বিজা
লম বান পাট্টাৰূপে সেই কুমি কে গ কৰা গলে, এই
অৰাণ্ডেৰ কোল কথা কমে তাৰাও মণীৰত
জানিবো মা।

৩১ নং গাঁও : কোন ভূমি
সম্বন্ধে কোন রাহতের মতলো
কথা।
স্বত্ব আদিলে, দিওয়ানিভিত্তি
দিওয়ানগুলি বন্ধিবে, অর্থাৎ,

(क) याहाते कुपि अस्मान्निर्गम्यते कारयार

অকল্যাণবোধী না হয় একশে তিনি দুই ব্যবহার করিও
পারিবেন, কিন্তু বেশাচারের বিক্ষেপে দুই কাটিতে পারি-
বেন না।

(খ) কিসি এক আউটলেট বিমানবন্দে জুমির উৎসর্গ
মাধন করিও না।

(୩) ଭୁବି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରାଦି ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ରାଦି

(খ) (১) বাকারড ভূমি প্রকল্প হতে আওতাধীন কৃষকের
অনুলেখ্যগণের তরফে এতদে নিম্ন ভূমি ব্যবহার প্রতিষ্ঠা হইবে,
অর্থাৎ

(২) গ্রিনি এই খাউসের বিধানসভায় এখন এক নিয়ম তুলে দিতে চান যার অর্থ হলো, অন্যের কুমারি-কারির লিখিত চিঠির যে চুক্তি পাঠ্য সেই চুক্তির শর্তাৱ্থারে তাহাকে উদ্ভেদন করা যাউতে পারে।

এক কে.মি. পরিমাণ এই বাঁহন অনুসারে উচ্ছেদ করে-
বারাং ডিকী বন, সেটটি বৌজারী কমে না ঘটলে উক্ত
ভূমি বইতে উক্তার জুদাধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ
করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আটম অনুসারে অংশম গণিত
ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূমণিকারিগে সেলফস স্বত্ব
ফিক্স হরল, তাৎ মাণিরা মখলীম্বুবিশিষ্টে রাগতের
মুদ্রণক স্বার্থ, অন্য স্থার সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইকে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উইলক্রমে দান করা যাইকে পায়বে।

(হ) তিনি এই আইনের বিধান হালিচা উল্লিখিত বা তারার কোন অংশ ছোপা বিলি করিছে পারিবেল।

(জ) তাঁহার সুমিগত স্মার্মনস্বন্ধে তিনি উল্লেখ না করিয়া থাকিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার উত্তরাধিকার হইবে; কিন্তু তিনি যে দায়তান ব্যবহার সম্বন্ধ লেহ ব্যবহৃত হইবে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজস্বের অধিক বর্জ্যে, লেহ স্থলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিপুল হইবে ।

କଥା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା ।

৩২ ধারা। (১) রাষ্ট্রের
মঙ্গলার্থে প্রকৃত পরিবার অঙ্ক
ডীর ভূমি পরিচালিত আছে
কর করবার অধিকার লিখন-
দীপ থাকিবে।

(২) অতঃপর কর করিবার যে পদ্ধতি ভূমি মালিকের
আছে, তদনুসারে কর করিতে তাঁহাকে সম্মত করিবার
নিষিদ্ধ। রাষ্ট্র ভূমি মালিকের অধীনে কোম্পানির
নিকট অথবা মধ্যস্থিত বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে
স্বাধীন মঙ্গলমতে এতদনুযায়ী যে আদেশ বা কার্যক্রম
করিতে হইবে, সেই আদেশের বা কার্যক্রম
কর আদেশে ভূমি মালিকের উপর জারী করণের আদেশ
অভিযোগের লিখিত নোটিশ দাখিল করিবেন।
যদি তিনি লিখিত নোটিশ উক্ত পদ্ধতি
করিতে চাহেন এবং উক্ত পদ্ধতি (যদি কোন) লাম্বানুসারে
এই নোটিশে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিশ
দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সত্ত্বেও
হওরা পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আদেশ মোটিল সাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিমুক্তিতে যে আদেশের আদেশ করেন, সেই আদেশে এই মোটিল অবিলম্বে ভূমি-ধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) মোটিল সাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমিধিকারী তারিখের দ্বায়ে মখলী স্বত্ব জর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমিধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব জর করা যাইবে, অথবা ওয়ারী মূল্য দ্বিগুণ একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমিধিকারীও মধ্যমে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমিধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ মূল্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূমি-ধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত মোটিল সাখিল না করিয়া কিম্বা মোটিল সাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমিধিকারী হাফা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় মখলী স্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজস্বের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আদেশের উপরিত্ব বোধ করেন, এই ধারামত মখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত উক্ত ৩৯ আদেশের সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বি-মুক্তি আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আদেশের-মত যোগ্যতা ও নির্ধারিতপ্রণালী মিল্লন করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা। যদি ডিক্রীজারীকমে মখলী স্বত্ব মীলান ডিক্রীজারীকমে মীলান হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমিধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা এক করিবার স্বত্বের ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূমিধিকারী হয়, তবে ঐ ডাক ভূমি-ধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১ ধারা। (১) যদি রায়ত মখলী স্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎ-সম্পর্কে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থে চূড়ান্ত আদালতের প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আদালত করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার মোটিল ভূমি-ধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং মোটিল জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আদালত করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমিধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার ব্যয়কে দিবে, ভূমিধিকারীকে ব্যতির স্থানে ন্যায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূমিধিকারীর অমুত্থানে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থে চূড়ান্ত আদালত করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আদালত করা যায়, তাহাতে ভূমিধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, খেরণ কল হইতে সেইরূপ কল হইবে।

৩২ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্ররূপে মখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। মখলী স্বত্বদান ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের মোটিল ভূমিধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজি-ষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারী করণের মোটিল ভূমি-ধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমান কর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৩ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কাণ্ডাণকে ভূমিধিকারী পক্ষে কেবল পূর্ব বন্ধ ধারার (ক) যে ভূমিধিকারীর অবাবহিত কাণ্ডাণকে ভূমিধিকারী অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমিধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা।

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপভাবে আবশ্যক যে, উক্ত ভালুকদার ভূমিধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমিধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কাণ্ডা-ণকে ভূমিধিকারীর স্বত্বরূপে করণ করিবার অমুদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৪ ধারা। কোন মখলী স্বত্ব বিলি রায়ত আপনাতঃ মখলী স্বত্ব বিলি যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের ভালুক-অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুক-দারের পরিবর্তিত হইবার দারতের রেজিষ্টারী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, ঐ আইনের বন্দীভূমি ভালুকদার হইয়াতে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) এরূপ হেতু জটিল বলিয়া, পীড়নশতঃ, চূড়ান্তরূপে, কিম্বা টেননিক বা গার্হা চান্দীর বা ভৌ-বাজার বাওরতে চিরকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাহ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ মখলী স্বত্বকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

সাঁর যোড় বা তাঁহার কোন অংশ কোর্কা বিলি করে তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাবলীতে তাঁহার খাজানা হুজি হইতে পাঠিত। সেই শর্তে ও সেই নিয়মাবলীতে তাঁহার খাজানা হুজি করতে পারিবে।

৬৭ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাঁহার মোতের কোর্কা বিলি করা অংশ ঐ মোতের অফিসের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রাইতে পরিবর্তিত হয় না।

৬৮ ধারা। কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত আপ-
সরপাটীর কালের বি-
ষয়ের কথা।
সাঁর যোড় বা তাঁহার কোন
অংশ কোর্কা বিলি করিলে,
ঐরূপ বিলি করিবার সরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রাইত বরমচতুক, জীলোক বলিয়া, পীড়াবশেষ, চূর্ণটনাক্রমে, কিম্বা টেমিক বা গাধা চাকরীতে কিম্বা ভীষণাত্মক বাগরাতে কিম্বাকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাব করিতে অক্ষম হইলে, আপনাতর অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোড় বা তাঁহার কোন অংশ কোর্কা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে সরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা হুজির কথা।

৬৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, মখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোমরাইতে বৎসরকালে
উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিপরক অনুমানের কথা।
গে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৭০ ধারা। কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত মুদ্রারূপ নগদী খাজানা দিলে, তাঁহার
মুদ্রারূপ খাজানা হুজি খাজানা এই আইনের বিধান-
বিষয়ে নিয়মের কথা।
মতে না হইলে, আদালতের হুজি করা যাইবে না।

৭১ ধারা। (১) কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের
যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে
হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা
রেজিস্ট্রী করা হুজি-
রূমে খাজানা হুজি
করিবার কথা।
চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে হুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা গ্রহণে হুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রাইতের পূর্বে সর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপক্ষে সম্মান সাং বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দেওয়া হইবে।

(গ) চুক্তি খাজানা পূর্বে বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইলে, চুক্তিপক্ষে অনুমত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এট আইনের বিধানসম্মত ও রাইত তাঁহা করিতে ক্ষমতা ও সম্মত ও তাঁহার মধ্য বৃমে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারার চুক্তিপক্ষে রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা জানিয়া লইবেন।

৭২ ধারা। (১) যে জব্দী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রমাণ পূর্বে কোন গুরুত্ব বিলি করি-
বার বেলা খাজানা বা মজালের অন্তর্গত তথাকার হুজির কথা।
কোন বাসেন্দা এরকম বিলি করা গেলে, খাজানা হুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপক্ষে না হইলে, পূর্বে প্রমাণ যে খাজানা নিউন, উক্ত রাইত ঐ জব্দী জব্দা তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বাধার বিধান বহিবে।

৭৩ ধারা। কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোড় মোকদ্দমা দ্বারা খা-
জানার হুজির কথা।
ভোগ করে, সেই মোতের ভূমি দ্বারা এট আইনের বিধানের নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক ক্ষেত্রে খাজানা হুজি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না, যথা,—

(ক) মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইতের নিকটস্থ সেট প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রাইত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রায়শঃ খাজানা গড় মূল্য হুজি হইয়াছে।

(গ) সুবাদিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে।

(ঘ) রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্নাধ বা বর্জিত হইয়াছে।

৭৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হইলে, এটকেতু হুজি খাজানা প্রচলিত হারে হইয়া খা-
জানার হুজির কথা।
হুজির দায়িত্ব করা গেলে, আদালতের হুজির কথা।

(ক) ত খাজানা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা তদন্ত ব্যক্তি-
রূপে খাজানা প্রচলিত হারে সন্তোষজনকরূপে আনা
যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিবার দ্বারা
গুরুত্ব যে রাইত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দেন, তাহা
দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজখানায় নিয়মক আইনের ২৫
অধারমতে দ্বারা তদন্ত লওয়া হইলে আদালত এইরূপ
আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(গ) কোন রাষ্ট্রের যে ছাড়ে খাজানা দিতে হইবে, এষ্ট ধারামতে খাজনা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি উক্ত ঋণগ্রহণ হয় যে, ছাড় নির্ণয় করিবার সময়ে দেশান্তর-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাঁহার জাতি-নিষেধে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশান্তরক্রমে কোন প্রকারের রাষ্ট্রের অধিকৃত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশান্তর অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিকার উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অধিক দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনায় লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির মা-
ওয়া করা গেল,—

মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
খাজানা রক্ষিৎকারী আত্মক্রমে নিয়মিত সমর্যাপ্তরে
বিধি। যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ
করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ
বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত
লওয়া যায় ও কাব্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের
গড় মূল্যের সহিত মিলিতয়া দেখেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে,
রক্ষিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা ন্যাকার চারি
আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর দেওয়া
হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ
বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত
নিয়মাবলীতে ও ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার
সহিত রক্ষিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমিকার উৎকর্ষ-
সাধনহেতু ধরিয়া খাজানা
না রক্ষি বিষয়ক বিধি। রক্ষির মাওয়া করা গেল,—
(ক) এই আইন অনুসারে
উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত
খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা
নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের
প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনধারা-গত ভূমির উৎপা-
দিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) এ উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগিবেত হালে, চাঁদ
কর ও কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) যত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্ত
খাজানা দিয়া কিরূপ শক্তি আসিবে।

(৫) আদালত নিয়মাবলীতে ডিক্রী করিতে পারিবেন,
এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আত্ম-
মানক কল লা ফলিলে, ডিক্রী পুনর্নিষেধনা ও পুন-
নিষেধনা সাপেক্ষ রূপে পারিবেন।

বসায়ীমিত উৎপা-
দিকা শক্তি রক্ষি হেতু
ধরিয়া খাজানা রক্ষি সম-
কীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বসায়ীমিত
উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু
ধরিয়া খাজানা রক্ষির মাওয়া
করা গেল,

(ক) যে রক্ষি কিংকালীন বা টেমপোরি মায়,
আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) রক্ষিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা
টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা
করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন,
কিন্তু তাহা এক্ষণে রক্ষি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎ-
পাদের নিমিত্ত রক্ষির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমি-
কারীকে দেওয়া হয়।

খাজানার উপযুক্ত ৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার
অন্যায়রূপ হইবার কথা। অবস্থা বিবেচনার অতঃপশ্চাত্ত
বা অন্যর বোধ হয়, আদালত
কোন মোকদ্দমায় এক্ষণে খাজানার রক্ষির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানার রক্ষির ডিক্রী করেন,
সেই আদালত যদি বিবেচনা
করেন যে পুনঃ পরিমাণে অবি-
কালীন খাজা করিতে
লম্বা ডিক্রী প্রদান করিলে
পারিবার কথা।

রাষ্ট্রের কষ্ট হইবে, তবে
আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে এই রক্ষি ক্রমে করা যাইবে,
অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রক্ষি করিবার ডিক্রী হয়,
বৎসরক্রমে খাজানা রক্ষি করিয়া পাঁচ বৎসরের
আলমিক কএক বৎসরে তৎদূর রক্ষি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে
খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-
ক্ৰমগত খাজানার রক্ষির
মোকদ্দমা উপস্থিত করি-
বার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করি-
বার কথা। হেতু ধরিয়া, কিংবা মূল্য রক্ষি হেতু
ধরিয়া কোন যৌবের খাজানা
রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করা
গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের
মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিগত এই মোকদ্দমার
খাজানা রক্ষি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পনের
বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপ পরিবর্তন
করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিংবা এই আইন
দ্বারা রক্ষিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু
বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার কিংবা
দোষ ওণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার
ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথা ক্রমে দেওয়া নী মোক-
দ্দমার কাগজাদালী নিয়মক আইনের ৫৭৩ ধারার
বিধানের বোধ বিপ্লব হইবে না।

খাজানা সমাইনার কথা।

৫১ ধারা। (১) সুপ্রীম খাজানা বিয়া ভোগকারী
কোন মঞ্জীমদ্বিগিষ্ট স্বায়ত্ত
খাজানা কমাইবার
নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
কথা।

নার খাজানা কমাইবার মোক-
দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কমী
কম হইয়া গেলে, পরে যে নিধান করা গিয়াছে, সেই
বিধানের অধীনে একাধিকবার পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যেতেই সমীচীনতার নীতি বাস্তবিকভাবে মানি
জমা হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন চুক্তি বা চুক্তি-
রূপে অঙ্গীকার হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) এই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাদ্য
শস্যের গড় মূল্য ক্রিয়া গিয়াছে।

(২) এই প্রক্রিয়াতে কোন যৌক্তিক উপস্থিতি করা
গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন,
তত দূর খাদ্যাদি কমান্বয়ের আওতা করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে
প্রধান শস্যের মূল্যের
তালিকা করিয়া
জমা, প্রত্যেক জিলার কালেক-
টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট যে বা
সেই সময় প্রাথমিক করেন, সেই বা সেই সময় সেই
শস্যের কালেক্টর সময়ে বাজার মূল্যের তালিকা প্রস্তুত
করবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা
রেভিনিউ বোর্ডে পাঠ হইবে।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ
পাইলে, এই গবর্ণমেন্ট আত্মিক যে কাল উপযুক্ত বোধ
করেন, সেই কাল : যুদ্ধে কোন স্থানের প্রকৃত মূল্যের
তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং প্রকৃত
মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধ-
ন নিমিত্ত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক
অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে
প্রকাশ করা হইবে।

(৪) প্রকৃত কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ
করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময় উক্ত
স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যাদেশ কোন
আনুমানিক কার্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের
তালিকা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা
যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে প্রচারের
মোটর যোগে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে এই তালিকা
প্রকাশ করিবেন, এবং এই স্থানের অন্তর্গত কোন জমিদার
ভূমিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকার
বিশুদ্ধ কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিত কোন
আপত্তি দিলে, তিনি তাহা এই তালিকার সহিত রেবি-
নিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাদ্যাদি রপ্তানিতে করিব্যবস্থা।

৫৩ ধারা। (১) কোন মধ্যস্থতাবিধি রায়ত
শস্যের দোকানদার
কোন যেতেই নিমিত্ত শস্য-
রূপে কিম্বা শস্যের ক্রিয়-
শস্যের আনুমানিক মূল্য প্রদান
করিয়া শস্যভোগে প্রদত্ত হইলে অথবা ক্রিয়-পরিমাণে
এতরূপ এক প্রদানীতে ও ক্রিয়-পরিমাণে অন্য প্রদান-
নীতে খাদ্যাদি দিলে, রায়ত বা ভূমীর ভূমিকারী এই
খাদ্যাদি মুদ্রাঙ্কণ খাদ্যাদির পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা
করিতে পারিবেন।

খাদ্যাদি রপ্তানিতে করিব্যবস্থা।

৫৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্থতাবিধি রায়ত
শস্যের দোকানদার
কোন যেতেই নিমিত্ত শস্য-
রূপে কিম্বা শস্যের ক্রিয়-
শস্যের আনুমানিক মূল্য প্রদান
করিয়া শস্যভোগে প্রদত্ত হইলে অথবা ক্রিয়-পরিমাণে
এতরূপ এক প্রদানীতে ও ক্রিয়-পরিমাণে অন্য প্রদান-
নীতে খাদ্যাদি দিলে, রায়ত বা ভূমীর ভূমিকারী এই
খাদ্যাদি মুদ্রাঙ্কণ খাদ্যাদির পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা
করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রক্রিয়াতে কোন যৌক্তিক উপস্থিতি করা
গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন,
তত দূর খাদ্যাদি কমান্বয়ের আওতা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রক্রিয়া কালেক্টর সাহেবের বা মধ্যস্থতাবিধি
কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যাদেশে যে কোন
কমিটারী খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট
কিম্বা এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা-
প্রাপ্ত অন্য কোন কমিটারীর নিকট, করা যাইতে
পারিবে।

(৩) এই প্রক্রিয়াতে পাঠিলে যত টাকা মুদ্রাঙ্কণ
খাদ্যাদি দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করি-
বেন, এবং এই কাজ করিতে পারিবেন যে, রায়ত
শস্যের দোকানদার বা মধ্যস্থতাবিধি অন্য প্রকারে খাদ্যাদি
খাদ্যাদি না দিয়া এইরূপ নির্ণয় টাকা দিবেন।

(৪) উক্ত নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী
এত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) মধ্যস্থতাবিধি রায়তের নিকট সেই
প্রকারের ও তরুণ সুবর্ণাঙ্কণ : ভূমির নিমিত্ত গড়ে
যে মুদ্রাঙ্কণ খাদ্যাদি দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে মধ্যস্থতাবিধি রায়তের প্রদত্ত প্রমাণে
যে খাদ্যাদি পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) এই প্রক্রিয়া লিখিত করিতে হইবে, এবং উহা
যে হেতু প্রদত্ত করা যায়, ও যে সময়ের উহা
কলবৎ হইবে, উহাতে তাহা দেখা থাকিবে; এবং
রায়ত কমিটারীরা অন্য যে প্রমাণ করেন, তাহার
উপর যে প্রকারে আদালত হইতে পারে, এই আদালত
উপরও সেইরূপে আদালত হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনা প্রদত্ত নিয়মিত হইলে, উক্ত
কর্মচারী হেতু নির্ণয় করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে
অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে মধ্যস্থতাবিধি
বিধি করিবার ক্ষমতা
কথা।
উক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহে-
বের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত
বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারায় মূল্যের তালিকা
প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি
প্রদর্শন করিবার বিধি ;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যাদেশের কার্যপদ্ধতি কোন-
কোন খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বা অন্য অন্য বস্তু, হইয়া
নিয়মিত করিবার বিধি ; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায় যে কার্যপদ্ধতি চুক্তি
রেজিস্ট্রারী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন
করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মধ্যস্থতাবিধি রায়তের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৬ ধারা। যে রায়তের মধ্যস্থতাবিধি দিতে, ও
এই অধ্যাদেশে
কথা।
মধ্যস্থতাবিধি রায়ত বা অন্য
এই অধ্যাদেশে যাহা উল্লেখ
আছে, এই অধ্যাদেশে তাহাদের
অনুসরণ করিতে।

৪৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূমিধিকারীর যে খাজনার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৪৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র দ্বিতীয় ১০ ধারা-খাজনা রুজি নিষ-যত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রের খাজনা রুজি করা হইবে না।

৪৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রকে নিম্ন-যে যে ক্ষেত্রে ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা হইতে পারে তাহার (ক) সে বাকী খাজনা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রাষ্ট্র ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে উহা প্রত্যাশদ্রব্যস্বত্বীয় কার্গোর অনুশাযোগী হয়, অথবা যে এই আটনসম্পত্তি এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, বাহা ভঙ্গ করিতে তাহার ও তদীয় ভূমিধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটোর মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ১০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজনা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রাষ্ট্র সেই খাজনা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ব-বান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৪৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় মাস-পাটাব মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

১০ ধারা। (১) ভূমিধিকারী বর্জিত খাজনা দিবার নিয়ম-রাষ্ট্রের নিকট অ-খাজনা রুজি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

(২) কোন ভূমিধিকারী এই ধারামতে কোন রাষ্ট্রের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাষ্ট্রের উপর ভারী করবার নিষেধ এতদর্থে

স্থানীয় গণনাগেট যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালত বা কার্যকারকের আকিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রাষ্ট্রের উপর ভারী করী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে ভারী করা, গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রাষ্ট্রের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র ভারী করা যায়, সেই রাষ্ট্র যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আকিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, ভারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আকিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র কলবৎ হইবে।

(৪) কোন রাষ্ট্র (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালত বা কার্যকারকের আকিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার বোতিল নির্দিষ্ট প্রকারে ভূমিধিকারীর উপর অবিলম্বে ভারী করাইবেন।

(৫) রাষ্ট্র (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, যে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাষ্ট্রের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ মোকদ্দমের যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাষ্ট্র তাহা দিতে সম্মত হইলে, সমস্ত তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাগজ খাজনা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বধারার নিষিদ্ধ নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাষ্ট্র তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রাষ্ট্রের গড়ে যে খাজনা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজনার উপর টাকার আটখানার অধিক রুজি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা কলবৎ হইবে।

১১ ধারা। কোন রাষ্ট্রের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটাব লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই শব্দের কথা লেখা থাকে তাহা এই

অধিকারের কার্যপত্রকে এই পাট্টা দ্বারা তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। সুত্রাক্রম খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বারা যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার নীতি কথ্য।

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার জুয়াধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিয়মিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর চরমাল থাকিতে নির্দিষ্ট এক্ষণে কোন কোর্কা রায়তের উপর উত্তীর্ণ হইবার নিষিদ্ধ

মোটস জারী করা না গেলে পর, তদীয় জুয়াধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানার বিবরণ সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবিধি বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই চেষ্টা বিনা এই খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা যাহা বিশবৎসর পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন যোতদার বা আত্মসম্মতিক কার্যে তাঁহার সমাপ্ত হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবিধি এই খাজানার বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে একাংশ বা কোন অংশের একাংশ থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট ভাষিত বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন একাংশ বা স্থান বিশেষে উক্ত অংশের যে কোন একাংশ রেজিষ্টারী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই ভাষিতের পর পূর্বেক অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য বা লাম্বাক্রম দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও জুয়াধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানাক্রম দ্বারা করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত যোগিত এক যোত করা গেলে, তাঁহাদের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিষ হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা জুয়াধিকারীর ইচ্ছামতে একাংশ শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কিম্বা কোন ভূমি বৎসরের খাজানার পরিমাণ ও সে যে নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অনুমানের কথা।

উক্ত হইলে, অব্যবহিত পূর্বে-বর্তী ভূমি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা। মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) নিকটীকমে বা প্রকৃতপক্ষে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে আবশ্যক হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি উপবর্তীকমে বা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার যোতে যোগিত হইয়াছিল, এবং এইরূপ যোগ হওয়ার প্রমাণ বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদানত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের প্রকারের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ যতে, তাহা পূর্বেকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বেকার খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা যত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তাংশক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ স্থাপন হয়, তাহা যোতের পূর্বে পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বেকার খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৬৭ ধারা। (১) ভাস্করদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেমন নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিরূপে তদ্রূপ তারিখে ভাস্করদারের দের মুজাররান খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একমতের কোন স্থানের নিমিত্ত যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্পোরেশনের বা মুজাররান খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিরূপে যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশভূলা কিস্তিরূপে ও বৎসরে তারিখ অনধিক সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাবলীতে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অস্থান তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বর্গাত্ত খাজানা দিবার সময় তদ্বার পূর্বে প্রজ্ঞা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজ্ঞা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেইহেতু স্থানীয় ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা ভদ্রপে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রজ্ঞাকে নোটিশ দিয়া নির্দেশ করিয়া খাজানা দিবার সময় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজ্ঞা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেমন অদায় হইবে, তাহার কিস্তি যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা অদায় দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা অদায় দিতে হইবে ।

(২) প্রজ্ঞা প্রেরণ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা অদায় দিতে পারিবেন ।

কর ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজ্ঞা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেয়, উক্ত ভূম্যধিকারীর আদায়িত তত টাকার লিখিতকর উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিতে তাহার স্বয়ং আছে ।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত করের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের ৩৪ তফসীলে করের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সমস্তে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজ্ঞার মৌকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, করের ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক করের সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্মান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমস্ত দায়ের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্বতে প্রজ্ঞার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইবারে বাকী ভূম্যধিকারী আদায় করিলে, ঐ বৎসর অদায় হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজ্ঞা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর আদায়িত পুনর্নিষ্কৃতিপত্র প্রদান করিয়া তাহার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা আদায় না করিলে, প্রজ্ঞা তারিখানা নী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তদীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সমস্তে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজ্ঞার মৌকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও প্রেরণ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজ্ঞা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নিমিত্ত বিশেষ কথা লিখিত করিয়া দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজ্ঞা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

হয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদায়িত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দেওয়া উক্ত ভূম্যধিকারী স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মৌকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূমিধিকারী প্রজার দাওয়ায়তে ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উৎপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূমিধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা যুগের দ্বিগুণের অতিরিক্ত আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মতের টাকা উক্ত ভূমিধিকারীর স্থানে আদান করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে বোঁক-দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমিধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-বাক্যের বা বিবরণপত্রের অমূল্য বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পক্ষাংশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে
খাজানা আদানত করি-
বার সময়ের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব
করেন এবং ভূমিধিকারী তাহা
লইতে বা তদ্ব্যবস্থা করণ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা
এরূপ বিবাস করিবার কারণ মেথেন যে তাহার খাজানা
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাহা
লইতে বা তদ্বিষিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়ীনাগরিকগণের সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তদ্বিষিত্ত সহায়ীনাগরিকের
সংস্কৃতি কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
অধিকারী এবিধে প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে;
সেই স্থলে

যেহেতু যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সময়েই যে কর্তৃপক্ষকে
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার
নিমিত্ত লিখিত মরখাস্ত রাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে মরখাস্ত করা যায়, ঐ মরখাস্তে
তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাহার নাম, ও একদে যে বা
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা মোকদ্দমার হস্তান্তর তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সময়েই বিধিক্রমে আট আনার
অতিরিক্ত যে কী দিবার আশা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ব ধারা

যে খাজানা আদানত
করা যায় রাজকীয় কর্তৃ-
পক্ষ তাহার স্থানীয় মিলে
এরূপ নিষ্কৃতিপত্র
লইবার কথা।

মত মরখাস্ত করা যায় যদি
তাঁহার বোধ হয় যে মরখাস্ত
কারী উক্ত ধারামতে খাজানা
আদানত করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া তদ্বিষিত্ত
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবে।

(২) উক্ত কর্তৃপক্ষ উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত রসীদ দিয়া যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বেকৃতরূপে আদানত করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি;

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যোগ্যকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া মরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতিভাবে
সহায়ীনাগরিক, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা
পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্তৃপক্ষ আদানত লম তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার মোটস
আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-
বোতিলের কথা।

কাল স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ মোটিনে সমুদয় প্রয়োজনীয় হস্তান্তর বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বেকৃতরূপে যে তারিখে মোটস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাছাকাছে দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্তৃপক্ষ বিবাস
করিবার কারণ মেথেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিদ্য
ধরতার আদানত পাইবার মোটস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্তৃপক্ষের
বিবেচনার আদানতের টাকা
আদানত টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া
বা কিয়ৎখান দিব্য কথা।

বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ
টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে
ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিকটস্থ আপেকার ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে আদানত করিলে, মোটস
বনিজর্ড করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানত-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা
আদানত করা যায় তাঁহার মত রসীদ কিয়ৎখান দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবেই আদানত না থা-
কিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিয়ৎখান
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী
কোন কর্তৃপক্ষ তাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে তারিখবর্ষের
পক্ষে যত্নসহাযিত্ত জবুত ভেট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা খবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারায়তে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাঠ-বার অধ্যক্ষিকারী কোন ব্যক্তির ডায়েরী স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন অধীক্ষে হইবে না।

বাণী খাজনার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তা-
খাজনা: হস্তান্তরযোগ্য
খোঁজের প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তা-
সরসাগা ঘোড়ের খাজনা
উত্তর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য
হইবে।

(২) ভূমিধিকারী ত্রিঙ্গ অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাঠিয়া ঐ ডিক্রী জারীকরণে প্রচারিত হইয়া, অধিকার ও আর্থনীতির কারণে, উক্ত প্রকার স্থানে ভূমি-ধিকারীর যে খাজনা পাওনা থাকে, উক্ত মীলামের উপর টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমি-ধিকারীর যে দাবী থাকে, এই অতীতমতে তাহার কোন প্রমাণ হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যৌত হস্তান্তর করা
যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
যে যৌত হস্তান্তর করা
যাইতে না পারে সেই
যৌত হইতে উচ্ছেদ
করিবার কথা।

যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
খালে বাতালী সম চলিত থাকে
সেখানে ঐ সমের শেষে, কিম্বা
যেখানে কলনী বা আমলী সম
চলিত থাকে সেখানে জৈষ্ঠ

মাসের শেষে বাণী খাজনা পাওনা থাকিলে, ভূমি-ধিকারী উক্ত বাণী খাজনা আদায় করিবার ডিক্রী পাঠিয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজ্ঞাকে বাণী খাজনানিহিত উচ্ছেদ করিতে অতীত হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাণির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাণী খাজনার টাকা ও শুদ্ধপরি সূদ পাওনা হইলে ঐ সূদ মিষ্টিই থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাণী খাজনার সুদের হার নির্ধারণ করিবার
বাণী খাজনার সুদের
কথা।

সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার
অতি ও পক্ষদের মধ্যে কোন

নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি সূচি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরের বাণী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবে।

৮০ ধারা। (১) বাণী খাজনা আদায়ের নিমিত্ত

যুক্তিগত কারণ বিনা
খাজনানা বেওয়া গেলে
কিবা অন্যরূপে প্রতি-
বাসির মাঝে খাজনার
যৌতকমা করা গেলে,
হামিপুরের আদালত
করিবার ক্ষমতার কথা।

আদালত কোন মোকদ্দমার যদি
আদালতের বোধ হয় যে প্রতি-
বাসী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত
কারণ বিনা তাহার দেয়
খাজনা মিটে উচ্ছেদ বা অস্বী-
কার করিরাছে, তবে খাজনা
এ পরচা বসিয়া যত টাকা
ডিক্রী হয় তৎসম্বন্ধে আদালত

যত টাকা খাজনার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হামিপুর উপযুক্ত বোধ করিলে বাণির তত
হামিপুরের টাকা পাঠবার আদালত করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারায়তে হামিপুরের আদালত হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাণী খাজনা আদায়ের নিমিত্ত আদালত
কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাণী
যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিরাছে, তবে বাণী যে মোট টাকার পাওনা করে
তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হামিপুর-
রূপ প্রতিবাদীর পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।

কলনী বা ভাঙলী খাজনার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা বাচাই

কলন বাচাই বা
বিভাগ করিবার নিমিত্ত
আজ্ঞার কথা।

করিয়া খাজনা লওয়া যায়,
(ক) সেই স্থলে বাচাই
বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত

সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা
প্রাণী স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা
করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন কলনের পরিমাণ বা মূল্য
বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর খরচ বসিয়া যত টাকা দিবার আদালত করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কলন বাচাই
বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের ন্যে ঐরূপ আদালত করিলে শাস্তিভঙ্গ
নির্ধারণ হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আদালত করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারায়তে কোন আদালত
করিলে, যাহা বাচাই বা বিভাগ না হয়, তাহাৎ
আজ্ঞা দ্বারা কলন স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্বে দায়মতে কোন

কর্মচারী নিযুক্ত করা
গেলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।

কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
আগম বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
চারীর প্রতি এই আদালত করিতে

পারিবেন যে তিনি অন্য কোন
ব্যক্তিগণকে আদায়েররূপ আদায়ের সহিত লস এবং
আদায়ের লওয়া গেলে উক্ত আদায়েরের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালীবদ্ধী এবং বাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজের বা কর্মচারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যসূচী করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আগুন কাঠাচুড়ানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তত্ত্ব আবশ্যক নোদ করিলে সেই তত্ত্বের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা মাফা বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত যোগ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিষ্পত্তি সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংগেবর কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কসল যাচাই করিয়া খাজানা পক্ষের সমস্ত সম্বন্ধ লওয়া গেলে, সমস্ত কসল সম্বন্ধে মফসসিলে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল সম্বন্ধে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ হানাস্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে হানাস্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে পক্ষসংগ্রহের সময়ে লিটটু সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের অন্য সর্জাপেকা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, কসল তত হ্রাস হইয়া যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮১ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূম্যধিকারির স্বার্থ

হস্তান্তর নোটিশ দিয়া পূর্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তৎসমস্ত ভূম্যধিকারির স্বার্থপ্রবর্তার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রবর্তী প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে এই প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রবর্তীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রবর্তীতা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধকর প্রকৃতির কথা।

৮২ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবেদন, আবেদন প্রকৃতি আবেদন বিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৩ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার দ্বারা কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এইরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অধিক আদালত মওজরূপে যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিন্তু যাহা এইরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিবর্তক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই হ্রাস রহিত হয়, বাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাফাৎসম্বন্ধ উপর উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্বন্ধে এই যোতের উপার্জনজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শন না গেলে, মঙ্গলমিতি কার্যে
গুলি এত দ্রুত মঙ্গলমুখ্যতী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত
সমূহের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুকুরিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে
পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-
সিঞ্চন কিম্বা নদী বা অন্য জল বহিতে উদ্ধার করণ,
কিম্বা জলপ্রাচীর হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত
ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থে জমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিম্বা তাহা ঘেড়া বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ণোক্ত কোন শ্রেণী ততন করিয়া বা পুন-
রাবৃত্ত করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা;

(চ) আবশ্যক নীতিবিরোধের সময় রাস্তা ও তীর
পরিবারের উৎসাহ, বাসগৃহ নিশ্চয়।

(৩) কিন্তু রাস্তা কোন গোতে যে কার্য্য করেন,
তদ্বারা স্বীয় ভূমিকারীর মহালের বা ভাগ্যের মূল্য
বিশেষরূপে ক'ইয়া পড়িলে, এই কার্য্য এত আইনের
অভিপ্রায়ঃ উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রাস্তা অসংযুক্ত স্থানের কিম্বা অব-
সংযুক্ত স্থানে ভূমি-সংরক্ষণ শাসনকারী
কোনও এক গোলে উৎকর্ষ-
সাধন করিবার ক্ষমতা
যাহা। কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাহাকে ভূমিকারীরূপে বাধ্য হিতে পারিবে না।

৮৯ ধারা। (১) যখন রাস্তার যোতে ভাঙার
সমস্যা থাকিলে, রাস্তা বা
ভূমিকারীর ন্যায় উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন,
কিম্বা যাহা রাস্তা বা ভূমি-
সংরক্ষণ উক্ত যোত
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অন্য পক্ষকে বাধ্য হিতে
পারিবে না।

(২) যদি রাস্তা ও ভূমিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূমিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না-
হইলে, রাস্তার উৎকর্ষসাধন করিবার ক্ষমতা
থাকিবে।

(৩) রাস্তা ও ভাঙার ভূমিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার ক্ষমতাকে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-
সম্মত বিধান উদ্ভূত হইলে,

কালক্রমে সাহেব কোন পক্ষের আর্থিকভাবে সেই
বিধানের সিদ্ধি করতে পারিবে, এবং তাঁহার
সিদ্ধি হইবে।

৯০ ধারা। (১) সমস্যাভূমি কোন রাস্তা
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
নিমিত্ত আবশ্যক থাকিবে
যদি সম্মত উপযুক্ত বাসগৃহ
করিবার ক্ষমতা থাকে।

একই ক্রমে পারিবে, কিন্তু
উক্ত যোত কিম্বা পক্ষাভিধিত বিধানমতে বা হইলে
আপনার যোতসম্মত স্বীয় ভূমিকারী আর্থিক না
হইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্বীয় ভূমিকারীর অনুমতির প্রাপ্তি না
থাকিলে, যে সমস্যাভূমি রাস্তা আপন যোত
সম্মত যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাইিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিষিদ্ধ ভূমিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুমতিপত্র দিতে বা তাহা-
হতে পারিবে, এবং ভূমিকারী এই অনুমতি পান
করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপন এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমিকারী আদেশ
যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা
ভূমিকারীর উৎকর্ষ-
সাধন চেষ্টা করি-
বার কথা।
যদি আইনমতে তাহার ক্ষমতা
করা যায়, কিম্বা যাঁহা করিতে
চান একাধিক সাহায্য করি-
রাছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গণপরিষদের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট আর্থিক করিয়া রেজি-
স্ট্রী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গণপরিষদে বিধিক্রমে যোগ্য আদেশ
করেন, আর্থিকপত্র সেটরণ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেটরণ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যান্যভাবে তাঁহার সত্যতা
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী আর্থিকপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ মাসের মধ্যে আর্থিক করান্য গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সম্মত
কোনও লিপিবদ্ধ করিবার
প্রার্থনার কথা।
তৎসম্মত যে উৎকর্ষসাধন
করা যায় তাহার আর্থিক লিপি-
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাইলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
আর্থিক করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি
একটি বিবেচনা না করেন, ও এই আর্থিক করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাট, অথবা একই মেম্বার না যায় যে,
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তধীনে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সম্মত আর্থিক
লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এত দরমতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের
অধীন সাধারণতঃ থাকিবে, মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রধান
মধ্যে আশ্রয় হইতে পারিবে।

৯৬ ধারা। (১) যে কোন রাষ্ট্রকে উৎসাহ দিতে উদ্দেশ্য করা যায়, সেই রাষ্ট্র বা উন্নয়ন আর্থগত পর্যা-
মিত্রী এই আইন অনুসারে যে কোন উৎসাহসাধন করি-
রাষ্ট্রকে, উৎসাহ পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না করিয়া
কাজিলে, উক্ত রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী
হইবে।

(২) কোন আদালত কোন রাষ্ট্রকে উৎসাহ করি-
বার ক্ষমতা না থাকিলে, যদি এই আইনামতে উ-
ক্ত রাষ্ট্রকে উৎসাহসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়,
তবে এই ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবে, এবং
রাষ্ট্রের এই টাকা পাইবার নিয়মাদ্বারা উৎসাহ করিবার
ক্ষমতা না থাকিলে।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাঠিয়ে দিলে
রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণনিমিত্ত উৎসাহসাধন করিতে চুকি করিবে,
না পাঠিয়া লইয়া অন্যান্য উৎসাহসাধন করিবে।
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এই আইন-
মতে উৎসাহসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবী
করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র যে উৎসাহ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
বিস্তারিত জানিবে।

(৫) কোন উৎসাহসাধনের নিমিত্ত এই আইনমতে যে
ক্ষতিপূরণের আদায় করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের
পরিমাণ নির্ধারণ স্থানীয় গবর্নমেন্টে যত জন আয়েসের
উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আয়েসের আপন মতে
লটারির নিমিত্ত আদায়ের প্রতি আদায় করিয়া এবং
আয়েসদের যোগ্যতা ও নিরীক্ষণপ্রণালী স্থির করিয়া
স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ের হাক্কীস গেজেটে বিজ্ঞপন
দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯৭ ধারা। (১) উৎসাহসাধনের নিমিত্ত পূর্ণিমা-
মতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার
যে বিধিতে ক্ষতি-
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার
কথা।
পূর্ণিমা-
মতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার
আদায় করিতে হইবে, তাহার
পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে,
এইরূপ বিধির প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,—

(ক) যোড়ের জমাজি মূল্য বা উৎসাহ বা উৎসাহের
মূল্য উৎসাহসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎসাহসাধনের অন্তর প্রতি ও যোড়ার
কল যত দূর দারী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎসাহসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল-
ধন লাগে ও প্রতি ;

(ঘ) এই উৎসাহসাধন উপলক্ষে কৃষিকারী
কোনরূপে খাজানা দান বা ক্ষতি করিলে বা রাষ্ট্রকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, ও প্রতি ; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকারীরা যোগ্যী বরা গেলে, কৃষি
অসেচিত জমি সেচত কৃষিতে পরিণত করা গেলে,
রাষ্ট্র যতদূর অবধিক্ত খাজানার উৎসাহসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, কৃষি-
কারী ও রাষ্ট্র উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি
দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে যুগ্মযোগ প্রদত্ত না
হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে অন্য কোনরূপে
প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র পাঠি বা অন্য
ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবদারি
কালে নিমিত্ত বার না
পাঠিলে, কোন কৃষি বৎসরের মধ্যে আপন যোড়ের
যত ও অর্থ ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার
অন্য তিন মাস থাকিলে ইচ্ছা করিবার আপন
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন কৃষিকারীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তাগিদে পর-
কৃষিবৎসরের নিমিত্ত এই রাষ্ট্র উক্ত যোড়ের খাজানা
দিতে দারী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যাবৎ বিপরীত প্রমাণ
না যায়, উক্ত নোটিস প্রদত্ত দেওয়া করিবে, এই
ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্রে আদায় এই অনুমান করিবে
অর্থী,

(ক) যদি রাষ্ট্র ইচ্ছা করিবার পর-
বৎসরে সেই কৃষিকারীর স্থানে সেই আয়েস নতুন
যোড় লাগে ;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই
বৎসর শেষ হইবার অন্তর তিন মাস থাকিলে রাষ্ট্র
রাষ্ট্র ইচ্ছা করা যোড় যে আয়েস থাকে, সেই আয়েস
আর বাস না করে ;

(গ) যদি ইচ্ছা করিবার পর-
কৃষি বৎসরে সেই কৃষিকারী নিজে অন্য কোন প্রকারে
এ যোড় বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা
চাষ করেন।

(৪) রাষ্ট্র উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোড় বা
তাহার কোন অংশ যে আদায়ের বিচারালয় স্থানে
থাকে, সেই আদায়ের দ্বারা নোটিস দারী করা হইতে
পারিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্র আপন যোড় ইচ্ছা করিলে
কৃষিকারী এই যোড়ে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন
অংশে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
লাগতে পারিবে।

৯৯ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র আপন কৃষিকারীকে
পরিভাগের কথা নোটিস না দিয়া, ও খাজানা
যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার
বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোড়
চাষ না করে, তবে রাষ্ট্র যে কৃষিবৎসরে প্রদত্ত ভাগ
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অন্ততঃ হইবার পর যে কোন সময়ে কৃষিকারী এই
যোড় প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রকারে জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, বিধি নিজে চাষ করণার্থ
লাগতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে মোটস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যৌত পরিচালিত জাম করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, ঐ মোটস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী হস্তান্তর রাস্তা হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রাস্তা যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত নোংরা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে সাপেক্ষ করেন, সেই শর্তে দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

যৌতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রকার যৌত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই যৌতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যৌতের অংশ-গত ভূমি কিয়দংশমাত্র এক্ষণে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবে না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে প্রাপ্ত। ঐ অংশ পূর্বক যৌতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকরণ না প্রত্যেক তদীয় যৌত হইতে উচ্ছেদ উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাণ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া অর্থ কিম্বা একদমের তাহার স্বাস্থ্যকরতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আংশ মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, তাহা মাণ করিতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রকার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর মাফের লিপিত অনুমতি বিনা দশ বৎসর একবারের অধিক ভূমি মাণ করিতে পারিবে না। কেবল নিম্নলিখিত স্থানে এই নিয়ম থাকিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যৌতের পরিমাণ, শিকস্তী উপবস্তী চেষ্টক বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরি-বর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর-ক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে স্থানান্তর হয়, এবং বরিশ-ক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ ধারায় শেষ মাণের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এ মাণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বক হইয়া থাকুক বা পরে হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

প্রত্যেক উপস্থিত হইয়া নীচা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

যে ভূমি মাণ করিতে পারেন তাহা মাণ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর আর্থমাফতে দেও-রানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবে যে প্রত্যেক

উপস্থিত থাকিরা উক্ত ভূমির মীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রত্যেক উক্ত আদালতের কাঁধা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রকারের প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মীমা ও মাণের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রকার দখল

কোন যৌতদ্বার বা আশু-মাণের কঠোর কথা।

তামিল কাগজে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কন্স-কারীর আদালতের ভূমির যে মাণ হয়, তাহা যে মাণে কতিপয় এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেণ্টের মাণ অনুসারে হইবে।

(২) উক্তর পক্ষে স্বতন্ত্র ভিন্ন কোন স্থানীয় মাণ অনুসারে নির্দিষ্ট হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাণ উক্ত নোং-রা কাগজপত্র স্থানীয় মাণে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা দেয় মাণমণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তদন্ত লটারীর পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এক্ষণে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্যাব্যবস্থার কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-

কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য-একজন সাধারণ কার্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত না হয়, শাসনিক করিবে না এবং সেই কারণে

ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-কিম্বা বরং কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, একজন কোন ব্যক্তির আর্থমাফতে কোন উক্ত সহাধিকারিগণ একজন সাধারণ কার্যাব্য-নিযুক্ত করিবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশমতে মোটস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাহার দাবী ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে আর্থমাফতে পারিবে।

১০৩ খার। যদি পূর্ন ধারায়ত নোটিস জারী হইবার
কোন মর্মান বা গেলে
একজন কাৰ্য্যাব্যাক নিযুক্ত
করণার্থী হইয়া থাকে আচ্ছা
নিতে পারিবার কথা।

পূর্ন ধারায়ত নোটিস জারী হইবার পর এক
মাসের মধ্যে উক্ত সচা-
ধিকারিগণ পূর্ন করণ কার্য
সেখানেইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কাৰ্য্যাব্যাক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং এই আচ্ছা দিবস পূর্বে যে কোন
সচাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, এই আচ্ছার সকল
উচ্চারণ উপর জারী
করা হইবে।

১০৪ খার। পূর্ন ধারায়ত আচ্ছা হইবার পর এক
মাসের মধ্যে যে সকল জিলার
জজ সাহেব এতদর্থে খার
করিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যে
অথবা উক্ত খার আদেশমতে
উক্ত আচ্ছা জারী করা হইয়া থাকিলে, এইরূপ জারী করি-
বার পর প্রকৃত সময়ে যদি সচাধিকারীগণ একজন
সাধারণ কাৰ্য্যাব্যাক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অনতিমিত্ত এই নিয়োগের লক্ষ্য না
হয়, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ
বস্ত্ত উপস্থাপন করিয়া আচ্ছা, জিলার জজ সাহেব, কইরা
বুঝাইয়া দেওয়া না হইলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
ভালুকের কাৰ্য্যাব্যাকতা ভার নষ্টে সম্মত হন, সেই
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা এই মহালের বা ভালুকের
কাৰ্য্যাব্যাকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিংবা
(খ) যে কোন স্থলে একজন কাৰ্য্যাব্যাক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ খার। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-
লের বা ভালুকের নিযুক্ত পূর্ন
ধারায়ত (খ) এক-
জন মহাল মালিকের কা-
রণার্থী কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা
হইবে।

পূর্ন ধারায়ত (খ) এক-
জন মহাল মালিকের কা-
রণার্থী কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা
হইবে।

১০৬ খার। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস
নিযুক্ত ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডস
সের কাৰ্য্যাব্যাকতা সম্বন্ধে
ধাতিবার কথা।

১০৭ খার। যদি পূর্ন ধারায়ত নোটিস জারী হইবার
পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সচা-
ধিকারিগণ পূর্ন করণ কার্য
সেখানেইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কাৰ্য্যাব্যাক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং এই আচ্ছা দিবস পূর্বে যে কোন
সচাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, এই আচ্ছার সকল
উচ্চারণ উপর জারী
করা হইবে।

১০৭ খার। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে
গেছেন আদেশ করেন, ১০৪
খারায়ত (খ) এই-রূপমতে নিযুক্ত
করা হইবে।

১০৮ খার। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে
গেছেন আদেশ করেন, ১০৪
খারায়ত (খ) এই-রূপমতে নিযুক্ত
করা হইবে।

(২) জিলার জজ সাহেব সময়ে
গেছেন আদেশ করেন, ১০৪
খারায়ত (খ) এই-রূপমতে নিযুক্ত
করা হইবে।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সচাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট-
ভাবে যে সকল ক্ষমতাসমূহে কাৰ্য্য করিতে পারিতে
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কাৰ্য্যাব্যাকতা
নিষিদ্ধ সেই সকল ক্ষমতাসমূহে কাৰ্য্য করিতে পারি-
বেন, এবং সচাধিকারীগণ এইরূপ কোন ক্ষমতাসমূহে
কাৰ্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আচ্ছাভূমিতে
লভ্য লভ্য কাৰ্য্য করিবেন ও তাঁহা বটম করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সচাধি-
কারীগণকে বা তাঁহাদের কোন এককে উক্ত হিসাব
দেখিতে ও তাঁহা মাল লভ্যে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও
পার্টার আচ্ছা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পার্টে
আপনার হিসাব পালন করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারায়তে যে কোন আর্দন-
করিতে পারিবেন, তিনি সেই আর্দন করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আচ্ছাক্রমে তাঁহাকে
পদচ্যুত করা হইতে পারিবে, এবং তাঁহাদের নহে।

১০৯ খার। কোন মহাল বা ভালুকের কোর্ট অব
ওয়ার্ডসের কাৰ্য্যাব্যাকতায়
আপন করা গেলে, কিংবা ১০৪
ধারায়তে সন্নিবিষ্ট একজন
কাৰ্য্যাব্যাক নিযুক্ত করা গেলে,
যদি জিলার জজ সাহেব এইরূপ হুজুৰ করেন, যে
সাধারণের অনুবিধা বা বাস্তবিকভাবে হুজুৰ হইয়া
বিনা সহাবিকাশের দ্বারা কাৰ্য্যাব্যাকতা চলিবে, তবে
তিনি যে কোন সময়ে সচাধিকারিগণকে উক্ত মহালের
বা ভালুকের কাৰ্য্যাব্যাকতা তাঁহা প্রত্যাহার করিবার
আদেশ করিতে পারিবেন।

১১০ খার। যদি পূর্ন ধারায়ত নোটিস জারী হইবার
পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সচা-
ধিকারিগণ পূর্ন করণ কার্য
সেখানেইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কাৰ্য্যাব্যাক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং এই আচ্ছা দিবস পূর্বে যে কোন
সচাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, এই আচ্ছার সকল
উচ্চারণ উপর জারী
করা হইবে।

১১১ খার। যদি পূর্ন ধারায়ত নোটিস জারী হইবার
পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সচা-
ধিকারিগণ পূর্ন করণ কার্য
সেখানেইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কাৰ্য্যাব্যাক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং এই আচ্ছা দিবস পূর্বে যে কোন
সচাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, এই আচ্ছার সকল
উচ্চারণ উপর জারী
করা হইবে।

১০ম অধ্যায়।

স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বতন্ত্র লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে

স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

একজন অফিসার বা একজন অফিসার দ্বারা প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করা যাইবে—

(ক) যে স্থলে ভূমি মালিকানা আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

(খ) যে স্থলে ভূমি মালিকানা আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা

(৩) এই ধারায় কোন আদালতের বিচারিক ক্ষমতা

১১১ ধারা। পূর্বে ধারায় কোন আদালতের

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আদালত

উক্ত আদালতের আদেশ দিতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) প্রত্যেক প্রকারের

(খ) তিনি যে প্রকারের আদালত, অর্থাৎ, তিনি

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,

(ঘ) ভূমি ভোগকারীর নাম;

(ঙ) পের খাজানা;

(চ) চাকরদের কি আদালতের আদেশ দিতে পারিবে, অর্থাৎ—

(জ) পূর্বে ধারায় কোন আদালতের

করলে তাহা।

১১২ ধারা। স্থানীয় বা ভূমি মালিকানা আইন

এই আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

১১৩ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট

লিপি প্রস্তুত করিবার

এই আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

১১৪ ধারা। পূর্বে ধারায় উক্ত লিপি

লিপি প্রস্তুত করিবার

এই আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

১১৫ ধারা। (১) পূর্বে ধারায়

এই আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

(২) পূর্বে ধারায়

এই আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং

(৩) পূর্বে ধারায়

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপির
ঐ লিপির যে লেখা
সম্বন্ধে বিবরণ বা খাতি
জাতি অনুযায়িত্ব প্রমাণ
বলিয়া প্রমাণ হইবার কথা।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবরণ না
হইলে, তাহা বিপরীত প্রমাণ না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান
হইবে।

খাজানা ধার্য্য হওয়ার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত কোন
করিলে, পশ্চাৎলিখিত কোন
খাজানা ধার্য্য করণ
রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন কোনর অনুষ্ঠিত সমুদয়
এজার বা কোন এজার রাজস্ব
খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এজার সময়েই যে খাজানা
কর্মচারীগণকে নিযুক্ত করেন, তাহা সময়ে দ্বারা দাখিল
হইবে।

কিন্তু এরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত
সমিতি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এরূপ প্রস্তাব না জমািলে,
উক্ত গবর্ণমেন্টে প্রতাপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা
হইতে পারবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে
এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ
করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য
হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বের গেজেটে কোন
আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত
আজ্ঞা যথানির্ণয় হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং
কোন কোন এরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যত্নবান
এরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাভাবে রহিত না কর, ততক্ষণ
এবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজ্ঞানের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা
প্রদান থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-
মতে উক্ত প্রজ্ঞানের খাজানা রাজস্ব বা কম করিবার
বোধদ্বারা প্রেরণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-
খাজানা ধার্য্য করিবার
কাহা প্রমাণীয় কথা।
মতে খাজানা ধার্য্য করিবার
আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার
নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ ক-
বার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।

(২) ১ প্রকরণমতে লিখিত উক্ত কর্মচারী কোন
কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে,
তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে
জমাবন্দী হুদাতরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
সময়ে বিবরণ উৎসাহ হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার
বিধান থাকিবে।

(৩) যে আদালত খাজানা পরিবর্তন হইতে পারে
সেই আদালত হইবে, কিন্তু সমস্ত সমস্ত বিশেষ
যেতে করলে জমাবন্দীর বা অন্য প্রমাণমতে উক্ত
অর্থচারী তৎসম্বন্ধে উৎসাহ ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য
করিবে।

(৪) যখন বিপরীত প্রমাণ না যায় এই কার্যের
নিষ্পত্তি তিনিই খাজানা উপর উৎসাহ ও ন্যায্য বলিয়া
অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ন্যায্য করিবার নির্দিষ্ট
দেওয়ানী আদালতের উৎসাহ এই আইনে যে
সকল বিধি নির্দিষ্ট করিল, তাহা প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৫) ৩৩৪ প্রকরণমতে সমুদয় আদালত এই কার্যের
উক্ত নির্ণায়ক এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বিধানমত, দেওয়ানী সমস্ত সমস্ত কাহা প্রমাণ-
ীয় বিবরণ আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন
এবং এরূপ প্রজ্ঞা আনুষ্ঠানিক কাহা উৎসাহ নিষ্পত্তি
কিছুর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এরূপ প্রজ্ঞা নিষ্পত্তির উপর ১১২ ধারা-
মতে উক্ত বিশেষ প্রজ্ঞা সমস্ত আদালত হইতে
পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি হুদাত হইবে, কিন্তু তাহা
এই আইনের অধীন থাকিবে, এবং এই ধারার (২)
প্রকরণমতে উক্ত আদালত যদি হাই কোর্ট, যে সকল
বিশেষ কথা বিবরণ কোন যোক্তে বা খাজানা ধার্য্য হই-
য়াছে, তাহা কোর্ট কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ প্রজ্ঞার
নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোক্তের
নিষ্পত্তি মুক্তন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু
তাহা ধার্য্য করিবার জন্য এই জমাবন্দীর মধ্যে সেই
এজার অন্য আদালতের প্রকরণ খাজানা এই ধারামতে
নির্দিষ্ট বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা
লিপিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করে আদেশ প্রাপ্ত
হল, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিপিতে ও ধার্য্য
করিলে তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাত-
লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা
লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকার
খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে
হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মত যারো লিপি
হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে প্রকরণ চিহ্নিত, এই
ধারামতে প্রজ্ঞা জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে
এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে কোন
জমাবন্দীর যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে
১১৬ ধারা থাকিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরি-
বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী
যে সময়ে খাজানার
পরিবর্তন করবেন হইবে
তাহার কথা।
হুদাত প্রকাশ কার-
বার পরবর্তী কৃষিকর্মের
প্রাথমিক বর্ষ এই পরিবর্তন
করবেন হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন
যোক্তের খাজানার টাকা ধার্য্য
ধার্য্য করা খাজানা যত-
কা অপরিবর্তিত থাকি-
বে, তাহা, যত কথা।
যত থাকিলে, জমাবন্দীর
উৎসাহদান কিছা যোক্তের পরিবর্তন পরিবর্তন হইবে

না হইলে এই অধ্যায়সভে যোক্তর যে খাজানা নির্ণীত বা থায়া হয়, তাহা অমাবসী চুড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর পাল যথোচিত করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। এতজন কুমারিকারী, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়সভ কার্য-
নুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।

কুমারিকারী ও প্রচার প্রাণ-
নাশে, কিম্বা প্রজা ও কুমারি-
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিভাদ
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়সভে কোম আশ্রয় করা যেনে, কেবল এই অধ্যায়সভে বিধান সকল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের যেমন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন রাজকীয় কথ্যভিত্তিক উক্ত বিধান সকল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই প্রাপ্য করেন, সেই অংশ সময়ে উক্ত বিধান কোম স্থানে সকল করিতে গবর্নমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে কুমারিকারী ও প্রচারের খাজানা বা অর্থ সময়ে প্রাপ্য বা নির্ণীত হয়, তাহার স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাহা কালে সমুদয় আনুগতিক বিবেচনায় প্রাপ্য বা স্থানীয়সভে স্থির করিয়া যেন, সেই-রূপ কার্যকারীসভে যেন; এবং কোন ব্যক্তির প্রাপ্য খরচের যে কার্যকারীসভে অংশ দিতে হয়, তাহা তাহার দেনা বাকী রাজস্বের দ্বারা তাহার স্থানে আশ্রয় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোম প্রচারিত সময়ে ১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া
থাকিলে, অবশ্যই তা-
হা নাগরিক অনুমান
বা খাতিয়ার কথা।

(খ) প্রচারের লিখিত বিশেষ
কথা। এই অধ্যায়সভে লিপিবদ্ধ
কথা গেলে পর ৬৪ ধারায়
অনুমান তৎসময়ে খাতিয়ে না।

১১ অধ্যায়।

তারের তালিকাভিকর বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-
বার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোম
রাজস্ব কর্মচারীকে একমুখে
স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত
কামেন্দরদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য একরূপ একতী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবে, তাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রাণীর কুমির নির্দিষ্ট উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাস্তার দের খাজানার হার নির্ধারণ হইবে।

তালিকার খাণ্ডা দেখা
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা উক্ত তালিকার
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা,

(ক) কুমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তৎসং অসামান্য বিষয় বিবেচনায় যে কয়ক প্রাণীর কুমির জন্য ত্রিবিধ খাজানার হার প্রাপ্য করা কা-
ল্যক হয় তাহা; এবং

(খ) প্রাপ্য প্রত্যেক প্রাণীর কুমির যে মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাস্তার দের ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দের খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-
নে বিধি অনুসারে
খাজানার হার প্রাণী
কয়ক হইবে তাহার
কথা।

মতে কোম প্রাণীর কুমির খাজা-
নার হার প্রাণী কার্যের সময়ে
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত প্রাণীর কুমির জন্য মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাস্তার দের খাজানা; যে-
হারে খাজানা নির্ণা থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার প্রাপ্য হয় সেই সময়ে এই স্থানে চলিত বাজারে প্রচলিত খাজানা শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য হইলে তাহা যাহা হইবে তাহা পারিলে, অন্য যে সময় তুল-
নার নির্দিষ্ট লওয়া খায়া ও প্রাণিকর বাধ্য হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে চলিত বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাজানা শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রচলিত খাজানা শস্যের গড় মূল্য হইলে তৎকালে প্রাণীর কুমির খাজানার হার হ্রাস করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের সঞ্চিত প্রকৃত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত হ্রাস হারের তদনুপাত উক্ত হার অনুপাত হইবে না; এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোম প্রাণীর কুমির নির্দিষ্ট প্রাপ্য করা হার নির্ণয় হার অপেক্ষা তাহার চার আশ্রয় অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত
করিলে, উহা যে স্থান সম্প্রদায়
স্থানীয় প্রাণীর
হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মেনীয়
প্রকাশ করণের কথা।

তাহার তিনি, স্থানের গবর্নমেন্ট
সময়ই যে প্রচারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত
স্থানে এই তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাপত্রকে কোম ব্যক্তির
আজ্ঞা থাকিলে তিনি প্রাপ্য
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি
প্রকাশ করিবার পর এক মাস
নিষ্পত্তি করিতে পারি-
বার কথা।

নিম্নলিখিত সন্যস্ত করিতে পারি-
বেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী
আদেশের দের সাহায্যে
প্রাপ্য আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা
পরিবর্তন না সহমোদন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি
করা না গেলে অথবা আপত্তি
করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি
হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী
ইহার কথা।

খণ্ডের কল্যাণের সাহায্যে
যদি রোহিণী গোটে উক্ত তালিকা অনুমোদনের
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপত্তির কার্যবিবরণ
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার
লিখিত রিপোর্ট ও সেই আপত্তির সন্যস্ত পাঠ্য
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

দক্ষনীয়বিশিষ্ট রায়ত জামিন্দার, নলবাঘ, ঈশ্বর ও দীর্ঘ-
জীবনের যোগে, এইপ্রকারের কৃষি। এই যোগের অন্তর্গত কৃষ্ণ
স্থানে তাৎকালিক জনসংখ্যা হয়।

কাম্বোজের ঘোড়ের কৃৎ পুণ্ড্রব, প্রজমৎসপ্তির পক্ষ
হইতে আছে। হস্ত্রাদেবঘোড়েরকৃৎ প্রজামৎসপ্তি হইবার ও
ভূমাদিকারী প্রসুত করাইয়াছে। চক্রেবঘোড়ের কৃৎ বাঁ ও
প্রসুত করাইয়াছে। দীঘমাথের ঘোড়ের কৃৎ ভূমাদিকা
ও বাঁহস্ত প্রত্যেক পরিভ্রমণ মাসদশার ক্রিয়দশা দি
প্রসুত করাইয়াছে। আশ্বিন ও বলভাদ্যের ঘোড়ের
খাজান্য একর প্রতি ৭২ টাকা পারে, চক্রেব ঘোড়ের খাজান্য
একর প্রতি ২২ টাকা পারে, এবং দীঘমাথের ঘোড়ের খাজান্য
২৭ টাকা ও ৪৭ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আবলত উপায় ও ব্যাঘ্য বিবেচন্য করিয়া, সেই হারে
মাধ্য করিতে হইবে।

(খ) কোথাকার এক প্রকারের জুঁমর বিধিত জালিকায় যে
মার লিখিত আছে, তাগা বিপুললিখিতরূপ :-

কোষ মণির শাখা, হইতে উক্ত ভূমিতে

আল মুনাব্বিহ ক্বা' গোলে

...একটি প্রতি ৬০ টাকায়।

এইভাবে চল দেখ করা যা গেলে ... একর প্রতি ২২ টাকা দখলীসহাবণিষ্ট কায়ত ঈশান্য ও য-বের যোড়ের জুনি প্রকাবে, এবং তাহাতে প্রিশ বৎসর পুর্বে ঐ রূপ চল দেখ করা যাও না, বিজ্ঞ ই সময়ে বি টেম্ব একটা খরীতি পরিবর্তন ঘটরিতে ঐ যোড়ের পাশে পুতন একটি ঈশান্য বৎ ঈশান্য গুল, বৎসর কা আর যোড় দখলীতেছে, বা-ব রিশ বৎসর মাত্র ঐশান্যের যে যোড় মায়া ২২ টাকা করে এবং আরবের যোড়ের মায়া ৪২ টাকা করে খার্য করিতে হইবে।

১৩ম অধ্যায় ।

पुष्पाभोर निमज्जदो लिङ्गद्वय कतिपय विधि ।

୧୭୩ ଧାର୍ମା । ଶ୍ରୀବୀର ଗର୍ବନେ ଡେ ମୟେର ଏକେଲ୍ଲା ଆ.ମା.

ଦୁସାମୀର ନିଜ ବନ୍ଦୀ
 ଜଣିବ ଏ ନିମିତ୍ତ
 କବିବାର ଅଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ହା-
 ନୀରୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟେର ଅସହାର
 ବନ୍ଦୀ ।

স্বচক আঞ্জা করিতে পারিবেন
যে, পৌর নিজেই স্থানে ৩০
ধ.রা। মর্দু, যাঁরা ভূমার
নিজ গম্বী বলিয়া যে সকল জন।
যাঁকে, পৌর হাজির কর্ণচাঁ।
তাঁহা ওরীণ করিয়া নিশিবন্ধ
করেন।

୨୨୫ ଶାମ୍ବା । ଦୂର୍ଦ୍ଦାସୀର ନିକଟ ଉନ୍ନତ ବାସିନ୍ଦା । ଦୋ. ଉ. ୨୨

ଦୁହାଣୀ ବା ଶରୀର ଶ୍ରୀ
 ଧର୍ମାଧିକେ ମିଳି ଜମିବ
 କର୍ମ । ଲିପିବଦ୍ଧ ବାରିତ
 ଶାନ୍ତିର କଳ୍ପଚାନ୍ଦୀର ସ୍ବ-
 ତାରକା ।

কথিত হলে, উক্ত জীবিত পুত্র-
দ্বিতীয় পৌত্র প্রজার প্রার্থনা-
মতে ও যত্নের মত টাকা ৩০০
শতক হই, তিনি সেই টাকা
আগামত করিলে, কোন রাষ্ট্র
কর্মচারী এরূপে আশীষ গর।

সেই যিনি প্রাণের কণা, সেই যিনি মনের
 উদ্ভাসের উজ্জ্বল আলো, তিনিই
 নিঃসন্দেহে জানেন।

१७। धार्मी : (१) न दानेन वसिष्ठो भूत्वा पुत्रं माददः।

मिळ जसो जिनिरुद्ध
करिव; व कार्यद्वयानोव
कथा ।

কোন ধা ইনডে কার্যাই, তাঁন
কারনে, ১.৩, ১.৪, ১.৫ ও ১.৬
ধা. ১.৪ বিধান বক্তবে।

১৮ ধারা। (১) রাজস্ব কক্ষ।
 ধারী নিম্ন-লিখিত জমী হুকুম।
 মীর নিজ জমী বসিলা লিপি-
 বদ্ধ করিবেন।—

(ন) যে অধী খাঁদার জেরা ৫. মের. নিজ নিজ যোগ
তা পানাত পশ্চিমা ভূখণ্ডী নিজে আশ্রম সরঞ্জাম
ধারণী আশ্রম চাকর ধারণী পোশাকভোগা মজুর ধারণী
এই কার্যের বিশিষ্ট কটবার অবাবচিত পূর্ণে ফ্র্যাগত
বার বঙ্গের চাষ করিরাছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
অধী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে জুখানীর
খানার, জেরাত, গের, নিজ, নিজ বোত বা কামাও জমী
বলিয়া খীত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন অধীকৃত ব্যক্তির নিজ অধীকৃত অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণিত হইলে এবং ১৯৮০ সালের ১০ নং আইন ২০১৩-এর ১০(১) অনুচ্ছেদ ১(১) অনুযায়ী বিবেচিত করিয়া প্রাপ্ত অর্থ হইয়াছিল কি না এই কথাগুলি দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না যায়, তাহা উক্ত অধীকৃত ব্যক্তির নিজ অধীকৃত, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী কৃষাণীর নিজ জমী তি.প. এবিস্যে দেওয়ান আদালতে কোন সশ্রু উল্লিখিত হইলে, রাজস্ব কমিসারীকে কার্যসূচি প্রদর্শনার্থ এই স্বাক্ষর যে সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাৎপ্রতি স্থগিত রাখিবেন।

১৫ম অধ্যায় ।

ମୋକ୍ଷ କରଣର ବିଧି ।

১৯৯ খ্রীঃ।। কোন রাষ্ট্রের বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রের
ভূমিধর্মী বা গোষ্ঠী ধর্মী
পাওনা হইলে, ও এক বৎসরে
অধিক কাল পাওনা হইয়া না
থাকিলে, এবং উক্ত কাল ধ-
কারী কোন জাতি বা লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমিধর্মী বা
জাতিতে অন্য যে প্রতিষ্ঠার পাওনা হইতে পারেন, তদন্ত-
রিক সেওয়া নী আদালতে দরখাস্ত রাখিল করিয়া এই
প্রাধিকার হইতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কৃষ-
কের দখলে বাণী আছে,

(ক) এরূপ সে কোন শস্য বা ভূমিঃ অনঃ উৎপন্ন
এ যোগে কাটঃ বা জোঃ ৭, ৯, হইয়া থাকে, ও

(খ) এটা যে কোন শস্য বা কৃষি জমি উৎপন্ন
উক্ত মোটের ২৫% ছ. এবং কটী ন্য হোলা গিয়া এই
মোটের ন্য শস্য বা ভিবার স্থানে, কটী (মোট ২৫% উৎপন্ন
বা কটী ২৫% শস্য বা কটী ন্য হোলা গিয়া এই
মোটের ২৫% ছ.

৩৭) ক্রোম অক্সিড উক্ত দাতা খাজনা আবার
গরেন।

(১) বঙ্গদেশের জুনি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত অর্থকরণ: প্রণালী দুম:খিকার
বা কাঁচাখ্যাকের কিম্বা তদীর বন্ধকগ্রহীতার নাম ও দে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী থাকানার পাওমা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে প্রজ্ঞাপিত করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষক কিম্বা

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যেতের নির্দিষ্ট বয়স থাকানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদুপরি রহিত করা কোন আইনমত কার্যনির্বাহীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা অপসারণের নিষিদ্ধ ; কিম্বা

(৩) যেতের যে কোন অংশ একা কৃষাদিকারীর লিখিত সম্মতি লব্ধা পোষ্টা বিলি পরিচাল্যে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারায়তে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠের দরখাস্ত লিখিত। ১৪০ ধারা। (১) পূর্বে
তে হইবে তাঁহার কথা। ধারায়তে এতোক দরখাস্তে
এই এই বিশেষ কথা লিখিত
থাকিবে,—

(ক) যে যেত সম্বন্ধে বাকী থাকানার পাওমা হয় তাহা এবং তাহার মীমাংসা অথবা তাহার বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য প্রমাণ ;

(খ) প্রকার নানা ;

(গ) যে কালের বাকী থাকানার পাওমা হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী থাকানার এবং তাহার উপর স্থাপিত দাওয়া থাকিলে, সেই মুদ্রা এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রকার বয়স থাকানার অংশের অধিক টাকা পাওমা করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ফ্রোক করিতে হইবে, তাঁহার ভাব ও আনুষ্ঠানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে উহা পাওমা যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নির্দিষ্ট অন্য যেহে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তাহা ; এবং

(ছ) উহা জবীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আদেশপত্রের যেকোন অঙ্গের ক্ষতিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বে প্রকরণ প্রত্যেক দরখাস্তে সেই রূপে স্থাপন করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হইবে ; এবং প্রকরণ সভাপাঠ দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সভাপাঠকারী ব্যক্তি কিম্বা বনিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সভাপাঠকারী জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার বা প্রত্যক্ষ করিবার সমুদায়িক বৎসরে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানমতের এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে এক দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তের কার্য পক্ষে সাক্ষ্যরূপ কোন দলীল প্রদান করিবে, তাহা উক্ত আইনমতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার প্রত্যাখ্যান অধিকতর সাক্ষ্য চিন্তা নির্দিষ্ট দরখাস্তকারীর প্রতি অসম্মতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অধিনায়ে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিলে, দরখাস্তের লিখিত অংশ ক্রোক করিবার আদেশ জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়ার অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার অনেক বাস পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আদেশ করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আদেশ জারী করণ ক্ষমিত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আদেশ জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারি এক আদেশ করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারায়তে দরখাস্ত গ্রহণ করা গেলে, আদালত প্রত্যাখ্যান উৎকর্ষক করিবার আদেশ দিয়া দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওমা বাকী থাকিবার ও ক্রোক করিবার সময়ের দাখিল লিখিত বাকী-দারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতুতে ক্রোক করিবার তাহা নশাইয়া এ সাক্ষ্য এক দলীল দিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যের তাহা বিবেচনায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যের কাটবার বা সংগ্রহ করিবার গোঁয়া হইবার পূর্বে বিশ দিনের নূন কোন সময়ে এই ধারায়তে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৪ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওমা বাকী থাকিবার ও ক্রোক করিবার সময়ের দাখিল লিখিত বাকী-দারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতুতে ক্রোক করিবার তাহা নশাইয়া এ সাক্ষ্য এক দলীল দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত শস্যের দালক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাখিলপত্রের ও সাক্ষ্যের মকুল জারী করিবে।

(৩) দাখিলপত্র ও দলীল দাখিল হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেখাইয়া যাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তির পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাহাকে পাওমা যারিতে না পারিলে, তখন সভাপাঠের যে ব্যক্তিতে বাস করেন সেই ব্যক্তির দাখিল উক্ত দাখিলপত্রের ও সাক্ষ্যের মকুল দাখিল হইবে।

১৪০ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কানুনগাদি কাটিতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিংবা তাঁহা উৎসাহিতরূপে রক্ষা করণার্থ অথবা যে কোন কাগজ কাগজ আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বেই কাজ করিবার সত্ত্ব থাকে, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্র হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অন্যান্য সামগ্রী পাইলিলে কাটাউবেন বা গুণগ্রহণ করিউবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান ভূমিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিংবা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানস্থিত স্থানে এই ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিউবেন কিংবা তাহা উপযুক্ত মতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য স্থান কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিউবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর অধিকার কিংবা তিনি অন্তর্গত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির অধিকার থাকিবে।

১৪১ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী যেখানে পাত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাউবে, এবং এই সমস্ত দেওয়া যাউবে। যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের মধ্যে তাহা কিংবা সাত দিনের অধিক না হয়। এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নীলাম হইয়া বিক্রয় করিউন।

কিন্তু ক্রোককৃত ফসলের বা জন্মের ভাব বিবেচনা করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখা যাউতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের সময় এরূপ দাবী করিতে হইবে যাঁহাতে এই দিনের পূর্বে এই সামগ্রী সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার সাপেক্ষ হয়, সেট ভূমি যে প্রকার থাকে, সেই প্রকার কোন মুদ্রাক্ষর স্থানে এই ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪২ ধারা। ক্রোক করাজব্য যেখানে থাকে সেই নীলাম হইবার স্থানের স্থানে নীলাম করা যাউবে। কিংবা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ ক্ষমতা হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সামগ্রীসমস্ত স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৩ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাঙ্গা উৎপন্ন হয়, তাহা, হইতে নীলাম প্রচার করিতে নীলাম প্রচার কর্মচারী ক্রোকের নীলামের খরচ মিউন।

এছাড়াও দাবীর গারান্টি টাঙ্গা বিক্রয় করবেন, সেই বিক্রয় নির্দিষ্ট প্রচারের দীর্ঘায়ুতে উক্ত খরচ দিয়া যাইবে।

১৪৪ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন প্রত্যেক ভাব বিবেচনা করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জন্মের ভাব বিবেচনা করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং কেতা নিজে কিংবা এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই ফসল গুলার রক্ষাকরিতে ও কাটা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে সক্ষম হইবেন।

১৪৫ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী যাহা পাত্র প্রচার করিয়া দর্শনিক প্রদান করেন, তাহা যে প্রকারে বিক্রয় এক বা অধিক লটে উক্ত করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্যে নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং প্রচার ও

নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির উৎপন্ন বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, অতঃপর অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৬ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত থাকি, নীলামকারক কর্মচারীর নির্দেশে চাঁদ কাটার মাধ্যমে মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাঁচা করিতে

ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত কিংবা নীলামের স্থানে চাঁদ হইয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্যাপ্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থিক করেন, তবে উক্ত দিন পর্যাপ্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট যে যে টাঙ্গা ডাক হইতে না কেন বিক্রয় দাবী সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৪৭ ধারা। প্রত্যেক লটের মূল্য নীলামের সমস্ত, ক্রয়ের টাকা দিবার কিংবা নীলাম প্রচার কর্মচারী কথ্য। উৎপন্ন হইত নীলাম দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাঙ্গা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৪৮ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাঙ্গা দেওয়া গেলে, ক্রোককারক কর্মচারী ক্রোককারক এক সর্টিফিকেট দিউন। ক্রোক যে সম্পত্তি ক্রয় করিউন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৪৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা

নীলামের উৎপন্ন টাকা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাঙ্গা উৎপন্ন হয়, তাহা, হইতে নীলাম প্রচার করিতে নীলাম প্রচার কর্মচারী ক্রোকের নীলামের খরচ মিউন।

এছাড়াও দাবীর গারান্টি টাঙ্গা বিক্রয় করবেন, সেই বিক্রয় নির্দিষ্ট প্রচারের দীর্ঘায়ুতে উক্ত খরচ দিয়া যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যাপ্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রদান করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে তা ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হইবে সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

কোমর কামড়ানোর
ঝর করিতে বা পারিবার
কথা।

মৌলান কড়া কোন সম্মতি দিচ্ছে বা আন্দোলন দ্বারা জর
করিয়েছেন না।

১৪৪ খাতা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রৌঞ্চ কর্তৃক কবিত্বকার
পরে এবং ক্রৌঞ্চ করা সম্পা-
দীলাসের পূর্বে দাবী
টাকা দেওয়া গেলেকার-
অর্থনৈতিক কথা।
কিন্তু ক্রৌঞ্চ করা সম্পা-
দীলক বা ক্রৌঞ্চ না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রৌঞ্চের
আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিনা ক্রৌঞ্চকারী কর-
চারীর হস্তে ১৪৩ খাতামতে আরী করা দাবীপত্রের
নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র আরী করা গেলে পর যে
সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদালত করেন, তবে
উক্ত আদালত কিনা স্থল বিশেষে উক্ত কর্তৃক আরী তাহার
বসীল দিবেন, এবং এই ক্রৌঞ্চ ওৎসবগণ উঠাইয়া লওয়া
হাইবে।

(২) ক্রোকাকারী কর্তৃপক্ষের প্রণয়ন করা হইবে, উক্ত তথ্যসমূহ উক্ত আদায়ের নিষেধ।

(৩) যদি বাকীদার মরহম, ক্রোক করা সম্পত্তির
একটি মালিককে এই খাফাতে বসান দেওয়া গেলে, যে
বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী
খাজানার জন্য লক্ষ্যী কোন দায়ী হইতে তিনি
সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতা প্রতিবাদ করিয়া ক্ষমতা হানি পূরণ লাইনার দাওয়া করিয়া সরকারকারীর বিক্ষে মোকদ্দমা উল্লেখ করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদালত কর্তৃক তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের সরকারকারীকে আদালতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবে।

(৫) কোন কহজ্ঞন এজা এই ধারামতে টাব
জামানত করিলে, কুসাহিকারী তাল লইয়াচেন বলিয়া
কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার এজার খোজবা তাঁতার
কোন অংশ লেটোও বিলি করিছে সম্বন্ধি দিয়াহেন
বলিয়া জামি করা যাইবে না।

১৪৫ ধারা। (১) উক্ত জন প্রচারক জটী হেতুক যে কোন অধিক্তন প্রচার সম্পাদিত এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে প্রকাশ করা যায়, তিনি পূর্বে প্রচারিত কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূমিকারীকে যে প্রাধান্য দিতে হয়, সেই প্রাধান্য হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং সেই ভূমিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূমিকারীকে দেয় প্রাধান্য হইতে প্রথমে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যখন বাকীদার পর্যন্ত লইয়াছে তাহাৎ প্রথম চলিবে।

(২) কোন অধস্তন এলাকা পূর্ব দিকের কোন টাঙ্গাইল, এই দিকের উৎস থেকে কোন অংশ কাটায়া লন নাও, বাকীভাগের দ্বারা জল আদায় করবার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারে সচিবের স্বত্ব আছে, এই দিকের কোন অধস্তন সেই স্বত্বের অধীন হইবে না।

১৯৬ ধারা। কৃষি পেটাই বিলি করা গেলে, যদি
উর্জ্বন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রয়কারী উর্জ্ব-
ন ও অধস্তন ভূমিদিকারীর নতুন বংশ এই অধারমতে
নিবোধের কথা।
উর্জ্বন ভূমিদিকারীর নতুন বংশ হইবে।

১৫৭ খার। এই অধ্যায়মতে সন্ত ক্রোকেস আঞ্জা
এবং ক্রোকেস বিবরীকু
বে সম্পত্তি আটক
আহে আয়া কোথ ধরি-
বার কথা।
সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-
বার কোন দেওয়ানী আদা-
লতের দস্ত আঞ্জা, এই উক্ত রর
মধ্যে বিবরীক উপস্থিত হইলে, ক্রোকেস আঞ্জা গ্রহণ
হইবে; কিন্তু উক্ত আঞ্জাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীচ। করা
গেলে, দীলানবের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত
আটক বা বিক্রয় করবার আঞ্জা দেল, সেই আদালতের
অনুমতিবিনা ১৫৮ খারাবতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে
দেওয়া যাইবে না।

১৯৮০ খ্রীঃ। এই অধ্যায়সভাতে কৌশল মেওদানী আদালত
অন্যায়ক্রোডের বিমিত
কতিপুত্রের মোকদ্দমা
করা।
সে কৌশল আদেশ করেন, তাহান
উপর আশীল চলিবে না; কিন
যেহলে ১৯৯০ খ্রীঃতে সরখাত্ত
করিবর অতুষ্টি নাই সে
হলে ১৯৮০ খ্রীঃতে সরখাত্ত হওরাতে যাণার সম্পত্তি
ক্রোক করা গিয়াছে, সেই বাকি সরখাত্তকারির বিরুদ্ধে
কতিপুত্র পাছবর মোকদ্দমা উপস্থিত কটিতে পারি-
বেদ।

১৪শ অধ্যায়।

विहार मन्त्रालीय कार्यक्षमाली विवरक विधि ।

১৯৯। (১) হাই কোর্ট সময়েই স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টের অনুমোদনক্রমে এট-
রনি আদেশনুচকি বিশিষ্ট প্রদরস
কর্ত্তে পারিবেন যে, দেওয়ানী
মোক্তদ্বার কার্যপ্রণালী বিব-
রক আইনের বিধে কোন অংশ
ভূমিকায়ী ও প্রজার মধ্যে
ভূমিকায়ী ও প্রজা বলির

কোন মৌকদ্দমার প্রতিক্রিয়া রূপে বিশেষ কোন জেনীর বোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে না, কিম্বা বিধির নৈঋত পরিবর্তন সহকারে বস্তিবে।

(২) ইচ্ছাশক্তি প্রযুক্তি বিধির নিয়মাবলীতে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের সিদ্ধান্তে, প্রকৃতিসম্মত যৌক্তিকতার কারণে প্রযুক্তি বিস্ময়কর আইন প্রয়োগ সকল যৌক্তিকতার প্রতি বর্জিত।

১৯০ বার। (১) যে কৃষি সম্পর্কে লক্ষ্মিণের মধ্যে
 আইনমত আনুষ্ঠানিক ছয় বিকারী ও প্রজা লক্ষ
 কার্যে বিভাগাধিপত্যের থাকে, তাহার সকল পাইবার
 কথা। মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে যে
 দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা
 থাকে, প্রজা ও ভূস্বামিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত নয়, তাঁহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী
আদালতের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদা-
লত জুয়াধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে
কমতাপন্ন হইলে, এই যোতের মখল পাইবার মোকদ্দমা
গৃহণ করিতে যে আদালতের কমতা থাকে, সেই আদা-
লতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১১১ ধারা। কোন জুয়াধিকারীর যে কোন ন্যায়ব-
নায়েব বা মোকদ্দমার বা মোকদ্দমা জুয়াধিকারীর আ-
বীকৃত মোদার হইবার করিত কমতাপত্রক্রমে এত-
কথা। মর্মে কমতা প্রাপ্ত হন, তিনি
একপত্র প্রত্যেক মোকদ্দমার
কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের অর্থমতে উক্ত জুয়াধিকারীর স্বীকৃত মোদার
বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপ-
স্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালত-
তের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উক্ত জুয়াধিকারী উপ-
স্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী
মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক
আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত
বিশেষ রূপান্তর উক্ত ধারার
নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া
বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-
মেণ্ট এতদমর্মে সময়ে যে পাঠি নির্দেশ করেন, সেই পাঠি
প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টার
রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায়
খাজানার মোকদ্দমার মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক
আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত
বিশেষ রূপান্তর উক্ত ধারার
নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া
বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-
মেণ্ট এতদমর্মে সময়ে যে পাঠি নির্দেশ করেন, সেই পাঠি
প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টার
রাখিবেন।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও
৩০৪ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এরূপ
কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) জারেলনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথা
অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত জমির অবস্থান ও মাপ ও
পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বালী পরিমাণ
এ সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার
উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ষষ্ঠ ধারা করিবার নিমিত্ত সমন
দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ
প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্ত সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে,
যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন একত্রে
জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর
নামে শিরোনামা দিয়া ও তারতম্যের ডাকঘর বিষয়ক
১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ খণ্ডমতে রেজিস্টারী করিয়া
পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা
হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিলা বর্ণনাপত্র রাখিল
করা হইবে না।

(চ) আদালতের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেও-
ওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১০৯
ধারারসাক্ষীদের নাম লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাণীখাজানার নিমিত্ত উল্লেখ করিবার
ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে
ডিক্রীকারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী
করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আই-
নের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন
জুয়াধিকারী বাণীখাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী
যাংকে প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি জুয়া-
ধিকারীর জমিগত স্বার্থ বর্জিত না থাকিলে তিনি এই
ডিক্রীজারী করিবার বরখাস্ত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে
তৃতীয় ব্যক্তির নিকট খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে
যে টাকা দেয়া আছে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উক্ত
স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে ব্যক্তির নিকট আছে,
আদালতে দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এই
খাজানা দিতে হইবে, তবে
আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা
বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উক্তর প্রতি
করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ
করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা
দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী
করাইবেন।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন
বাসের মধ্যে যদিও বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া
এ টাকা প্রদান বিষয়ক কার্য না করা না পাটলে, বালীর
প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া
হইবে।

(৪) বালীকে (৩) এরূপমতে যে টাকা দেওয়া যায়
তাহার স্থানে তাহা পাটবার অব্যবসায় ব্যক্তির থাকিলে,
এই ধারার কোন প্রকারে এই স্বত্বের বিস্তার হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজা-
না বাবদ তাহার স্থানে বালীর
জুয়াধিকারীর পাওনা খাজানা পাওনা আছে, কিন্তু উক্ত
বলিয়া স্বীকৃত টাকা টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উক্ত
আদালতে দিবার কথা। দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা
অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে,
তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা
বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উক্তর প্রতি
করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ
করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে হই ধারার কোন ধারামতে কোন
কিন্তুকর টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা
দিবার বিধানের কথা। দিতে পারি হইলে, যদি আদা-
লত বিবেচনা করেন যে এই
টাকা কিন্তুকর দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু
আছে, তবে আদালত যে কিন্তুর টাকা দিবার আদেশ
করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার
উক্ত প্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

১৪৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের সমীচীন মতে, আদালত প্রতিবাদীকে নিষেধ করিবে।

১৪৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞার বিরুদ্ধে বা অন্যভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কোন আদালতের সমীচীন মতে, আদালত প্রতিবাদীকে নিষেধ করিবে।

১৪৯ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞার বিরুদ্ধে বা অন্যভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কোন আদালতের সমীচীন মতে, আদালত প্রতিবাদীকে নিষেধ করিবে।

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সর্ভিস্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারালয় পতাক্রমে কার্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কের কার্য-কারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে যাকী খাজানা পাইবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, এই মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দুই হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কের কার্য-কারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়াছেন, কিম্বা উহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য করিতে ত্রুটি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে গিয়া বৈ-আইনীমতে বা অন্যভাবে অনিয়মসম্মতভাবে কার্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমার পূর্বোক্তরূপ কোন বিচার-সম্পর্কের কার্যকারক তরুণ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব এই মোকদ্দমার নথী জমা করিতে পারিবেন; এবং যেদূর আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৪৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আট মাস-মধ্যে খাজানা-পত্র দিবার ডিক্রী হইলে, সমামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলং হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোক-দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সাত মাসতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলং হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলং হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৫০ ধারা। (১) কোন প্রজাতির ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি হইবার অন্তিমকাল পর্যন্ত অসুপ-প্রতিকারের কথা।

যেহা হইবে, তাহার প্রতিবাদী করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে স্থান বা নিম্নতম বোর্ড, তাহার প্রতিবাদী করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী এই প্রতিবাদী করিবার নিষিদ্ধ প্রজাতির আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত স্থান বা নিম্নতম বোর্ডের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজাতির যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে এই আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, সত্বেও না।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অসু-স্থলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে স্থান বা নিম্নতম বোর্ড যুক্তিসিদ্ধভাবে বাস্তবিক যে স্থানপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত স্থান বা নিম্নতম বোর্ডের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে এই টাকার বাস্তবিক দিতে পারিবেন, ও উক্ত স্থান বা নিম্ন-তম বোর্ডের যুক্তিসিদ্ধ বন্টন প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিবাদী করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-য়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতি-বাদী ডিক্রীর লিখিত স্থানপূরণের টাকা দেন, এবং স্থান বা নিম্নতম বোর্ডের যুক্তিসিদ্ধ বন্টন প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষমতামতে সেই স্থান বা নিম্নতম বোর্ডের প্রতিবাদী করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৫১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে উল্লেখ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত এই যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নায় উল্লেখের তারিখের পূর্বে অন্য বণন বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত অন্য রকম ও সংগ্রহ করবার এই ভূমি সম্বন্ধে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উল্লেখের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে এই শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনায় উল্লেখের তারিখের পূর্বে আপন যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমি বণনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বণন বা রোপন না করিয়া থাকিলে, উল্লেখের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর কাছে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রাস্তার উচ্ছেদ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাস্তা স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি মথলে রাখিতে কিম্বা তখনই টাকা পাইতে সম্মত হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই ধারামতে কোন রাস্তাকে কোন ভূমি মথলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি মথলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবদার ও মথলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্সত খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাস্তা ঐ ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মৌকদমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরিণত হইবার সময় নিম্নলিখিত হইবার কথা।

এই আইনমতে প্রজা ও ভূমিধিকারী বলিয়া প্রজার নিকটে ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকারীর নিকটে প্রজার যে সকল

সাক্ষ্য থাকে, আদালত তাহার অনুমতি লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদালত হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ে বন্দোবস্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আদালত সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এ নিষ্পত্তি সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা একপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন ভূমিধিকারপ্রদেয়কারীকে

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতে ন্যায় খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতে ন্যায় খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য

প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য নির্ণয় করিবার প্রার্থনা করিবার সময়

প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মূল্য;

(খ) তিনি যে জমীর মধ্যে, অর্থাৎ, তিনি ভোগকারী কি অবস্থার মধ্যে ভূমি ভোগকারী রাস্তা কি মথলীভূত বলিতে রাস্তা কি মথলীভূত রাস্তা কি গোলা রাস্তা, এবং ভোগকারী হইলে, তাহার খাজানা হক্কি করা হইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত দ্বারা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা হইতে না পারে, তবে আদালত এই আদালত করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় মথলীভূত বিধিভাবে যে রাজস্ব কর্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আদালত করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূমি কলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাদী খাজানার নির্দিষ্ট ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭২ ধারা। কোন মস্তান্তরযোগ্য খোদ তাহার বাদী খাজানার ডিক্রীজারীকরণে দায় অবস্থিত করণ বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত সময়ের মধ্যে" বলিয়া এই অধ্যায়ের কথা।

যেই অর্থ নির্দেশ করা গেল সেইই অর্থ দানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ের খোদ অর্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অধিক করিবার ক্ষমতা পাও হইয়া, কেতা ঐ যে ত গ্রহণ করবেন।

কিন্তু (ক) তদপেক্ষা পরে যে মূল্যের উল্লেখ করা গেল সেই মূল্য না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিক্রয়পিত হইয়া প্রকৃতি কসিদ্ধ করা হইবে না; (খ) অধিক করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কাঁচা করিতে হইবে।

১৭৩ ধারা। নিম্নলিখিত সংরক্ষিত অর্থের কথা। অর্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমতে সংরক্ষিত অর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ভাগুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ভাগুক কোন চলিত ভিন্ন-কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থার খাজানা দায়ী ভাগুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, গোরখানা, কিম্বা অন্যান্য স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরাদি, বাগ, তরকারি, গাছাদি বা গোরখানা করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই স্বত্ব;

(ঘ) মথলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বতঃস্বেচ্ছায় যার, সেই সময়ে যাক্ষা বাধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা হিঃ, সেই খাজানা দিয়া জোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্বনিশিষ্ট কোন রাষ্ট্রতঃ কেওয়া যার, সেই স্বত্ব : এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনায় যোক্ত ক্ষিত্র হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার আর্থগত পূর্বাধিকারী দ্বারা কতি করিতে আদ্যকো স্পষ্ট বাক্যে লিখিত অসু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কাব্যশব্দে,

“দায়” ও “রেজি-
ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।
(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে
“দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে,
প্রজা কাপন মোড়ের উপর
কিন্তু আশন স্বার্থ সংক্রান্ত
করিয়া যে কোন দায়ের, পোতা ও প্রজাস্বত্ব, আত্ম-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ কতি করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্ন দায়ের অর্থনত সংক্রান্ত স্বার্থ নহে, তাহা
বুঝিবে।

(খ) দেশবাসী খাজানার ভিক্রী জারীকমে
যে যোক্ত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোক্ত
স্বত্বকে “রেজিট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিট্রী করা
গিয়াছে, এবং যাহার সকল দায়ী খাজানা পাওমা
হট্টার পূর্বে কলান দিন মাস পাকিতে পশ্চাত্তিমিত
বিদানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই
নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্বত্বিকর, হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝিবে।

১৭৮ ধারা। কোন চুক্তিরযোগে মোড়ের দায়ী
খাজানার নিমিত্ত ভিক্রী হইলে,
এবং ভিক্রীদার দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপালনী বিষয়ক
আইনের ২০৫ ধারামতে ভিক্রী জারীকমে উক্ত
যোক্ত দায় ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোক্ত দায় দায়ী খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোক্ত ভি-
স্বারী ভালুক হইলে, ও প্রাথমিকের রাষ্ট্রতঃ রেজিট্রীর
দে অংশ এই ভালুক প্রস্তুতীয় হয়, সেই অংশের সকল
দায়িত্ব করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ন দারামত কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোক্তের নীলাম
হট্টার আদ্য হইলে, দে-
ওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপালনী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত দায়ের
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) ভালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
বহিঃভিক্রী টাকা ও খরচা দিতে কলান, তবে উক্ত
ভালুক প্রথমে রেজিট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বন্ধিত
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বন্ধিত ভিক্রী
হইবে; নতুবা ভিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই ভালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস প্রাতিবিধি দিতে
হইবে : এবং

(খ) দখলীস্বত্বনিশিষ্ট যোক্ত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোক্ত ভিক্রী হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নিমিত্ত প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদিন্ন স্বামীয় পদব্রমে
এতদপেক্ষ সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন ভালুক নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপিত দায় সম্বন্ধিত
ভালুক বিক্রয়ের ও তাহার
কলের কথা।
বিজ্ঞাপন পূর্ন দারামতে দেওয়া
গেলে, উহা রেজিট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায় সম্বন্ধিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সম্বন্ধে ভিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাহাতে কলান, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
ভালুক এরূপ দায় সম্বন্ধিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই দারামত নীলামখরিদার উক্ত ভালুক
উপর রেজিট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় দ্বিঃ যে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নিমিত্ত প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ন দারামতে যে কোন ভালুক
সমুদয় দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতাসহিত
ভালুক বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
নীলামে চড়ান যায়, তদিন্ন
যত টাকা পর্যন্ত ডাক হয়,
তাহাতে পূর্নোক্ত ভিক্রী ও
খরচার টাকা দিতে যিনি না
কলান এবং তজ্জন্য যদি
ভিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
ভালুক বিক্রয় করিতে চাচ্ছেন, তবে নীলামকারী কর্তৃ-
কর্ত্ত্বী নীলাম প্রণিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপালনী বিষয়ক আইনের ২০৯ ধারামতে কলান
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা আশন
হইবে, যে নীলাম স্বগত কার্যদার তারিখ অবধি পনের
দিনের কম না হয়, তদিন্ন দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নিমিত্ত এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই ভালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত ভালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই দারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নিমিত্ত প্রকারে উক্ত ভালুক কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোক্তের অনধারিত খাজানা বা
অবধারিত যোক্তের খাজানার হার থাকে, তাহা
তের প্রতি পূর্ন কলক
ভালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ন
কলক ধারা দেয়ল বক্তিত
কথা।
সেইরূপ বক্তিত।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
নিশিষ্ট যোক্তের নীলাম হই-
বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই দারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নিমিত্ত প্রকারে উক্ত যোক্তের কোন দায় অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১)

পূর্ব কএক ধারামতে
যায় অসিদ্ধ করিবার কথা।

কোন ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
এ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে
তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত
দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া সরখাত্ত দিয়া এই
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মন্তব্য মোটিল দায়-
হারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধর্ম্য করেন,
উক্ত মোটিল জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী প্রকরণ
প্রত্যেক সরখাত্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন মোটিল জারী করিবার সরখাত্ত এই
ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে
তিনি তদনুসারে মোটিল জারী করাইবেন, এবং যে
তারিখে এই মোটিল জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সমস্ত রাজস্ব

সম্বন্ধে যে
পূর্ব কএক ধারামতে
জানুক বলিয়া গণ্য হয়
এরূপ আদায় দিবার ক্ষম-
তার কথা।

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অন্তর্গত সম্বন্ধী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি
বিশেষ কোন জেণীর সম্বন্ধী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে জাহা নীলামে চড়ান গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিত্ত নীলামে
চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-
সম্বন্ধিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং এরূপ বিজ্ঞাপন
দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় সম্বন্ধী স্বত্ববিশিষ্ট
যোত কিস্তি, ফসিলে, উক্ত বিশেষ জেণীর সম্বন্ধী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ে পূর্ব কএক ধারামতে
নীলামের কাৰ্য্যপক্ষে সর্ব্বোচ্চাধিকার জালুকের দায়
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে বিক্রয়োৎপন্ন

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা
লইয়া রাখা করিতে হইবে
তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

টাকা প্রত্যয় সময়ে দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিশ-
য়ক আইনের ২০৫ ধারার
নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-
লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করা হইতে ডিক্রীজারীর যে
খসড়া হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করা হইতে নীলাম
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীজারীর যত টাকা পাওনা হয়,
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়া উত্তম থাকিলে,
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের
তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রী মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার
তারিখ অবধি ছয় মাসের অন্তর্ধীন কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীজারীর পাওনা হইয়া
থাকে, এই উত্তম টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও
উত্তম থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস
অতীত হইলে, ডিক্রীমত থাককের প্রার্থনামতে তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত থাকক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া
ডিক্রীজারীর কোন টাকা পাওয়ার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের সিদ্ধান্তি করি-
বেন, এবং এই সিদ্ধান্তি ডিক্রী জারী হইতে হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী

যদিও সমস্ত ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই
টাকা আদায় হইয়া যোত জোঁক করা গেলে, তৎ-
পরেই কিস্তি ডিক্রীজারী সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার
শোধ হইয়াছে বীকার কাণ্ড প্রণালী বিপর্য্যক আইনের
করিলে, যোত জোঁক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা
হইতে মুক্ত হইবার কথা।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত
নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিত-
রের ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও
নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রী টাকা আদালতে
দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রী টাকা
শোধ করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে দেখাইয়া যদি ডিক্রীজারী
উক্ত যোত মুক্ত করণার্থে সরখাত্ত না করেন, তবে উক্ত
যোত জোঁক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন যোত নীলাম করা গেলে,
এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-
ক্রমে তাহার বিস্তারিত হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে যে কোন যোত

নীলাম দিবারদ্বারা নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-
ওয়া যায়, সেই যোতে যদি
কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে
যাহা এরূপ নীলাম হইলে
অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে
তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থে

স্বার্থক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা
১২৮ টাকা মুদ্রা হিত স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
তৎক্ষণাৎ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া
জ্ঞান হইবে।

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হইয়া উক্ত
যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদনুসারে
অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত স্বত্ব পাওনা মুদ্রাসময়ে শোধ করা
না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধক অধীভোগরূপে উক্ত যোতের
সম্বল লইতে ও তাঁহা সম্বলে রাখিতে স্বত্বাবান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অম্য যে কোন প্রতিকার
পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার
বিস্তারিত হইবে না।

১৮৯ খ্রীঃ। বাকীদার উক্ততম প্রকার বিক্রেত ডিক্রী-
অধস্তন প্রমাণাদিতে কোম যোক্ত নীলাম হইবার
টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

আরও এই অধ্যায়তে কোম যোক্ত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রকার দাবী অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রমাণ নীলাম নিবারণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার দ্বিতীয় আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
ঐরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকারী বাকীদার-
ইহলে, তিনিও ঐরূপে তাহার নিজ ভূমিকা-রীকে দেয়
খাজানা হইতে ঐরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পছন্দ
হবে ঐরূপ চলিবে।

১৯০ খ্রীঃ। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
খারার প্রকারণের বিধান
থাকিলেও যে ডিক্রীকারীকমে
এই অধ্যায়তে কোম যোক্ত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অধস্তন বিমা এ যোক্ত থাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে যোক্ত নীলাম হয়, ডিক্রীমত থাকত
তাহা ভাঙিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
খারার কার্য না হইবার
কথা।

১৯২ খ্রীঃ। ভারতবর্ষের রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
অংশে প্রকারণের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোক্তের উপর বাধ্যতাবদ্ধ হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী
করা আবশ্যিক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগ-
জের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নিষিদ্ধ
স্থান হইবে।

১৯৩ খ্রীঃ। কোম হস্তান্তরযোগ্য যোক্তের প্রকার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রকমে
উক্ত যোক্তের উপর কোম দার
হুজুরকারীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।
হুজুরকারীকে এই
আইন বিধিভুক্ত হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রকার প্রার্থনামতে কিছা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দার হুজুর হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদ্বারা যে কী দাবী
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইতে, ভারতবর্ষের রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম অংশে সন
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবে।

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নির্দিষ্ট সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ভালুক নীলামের কথা।

১২৪ খ্রীঃ। নিজ ভূমিকার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ভালুকের পাওনা খাজানা
মিতে ক্রটি হইলে, ভূমিকার
আদালতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিয়মিত
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ভালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নির্দিষ্ট প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১২৫ খ্রীঃ। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের আরম্ভে অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের আরম্ভে, ভূমিকার কাল-
ভয়ের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ভালুকের উল্লেখ ছিল,
তাহার সমুদয় বা কোন ভালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
দিনে ভূমিকার বক্ত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা বিবেচন করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন মুদ্রাক্ষরস্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎকালে এই নোটিস থাকিবে যে, যে তাহার পাওরা
হয়, তাহা ইচ্ছা মতের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারের ভালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূমিকার ঐরূপ আর এক খান নোটিস আদালত
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবে, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল এ উক্ত ও
নিম্ন পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ ভালুকের প্রণালী কা-
চলে, সেই কাছারীতে কিছা বাকীদারের ভালুকের
অধীতে যে প্রদান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উপর
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নির্দিষ্ট কেবল ভূমিকার দারী থাকিবে না।

১২৬ খ্রীঃ। (১) সকলস্থলে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এইরূপ
নোটিস আরী করিবার
পেরানী পাঠাইয়া আরী করবে।
এ পেরানী তদ্বিধিত উক্ত
বাকীদারের কিছা তাহার কার্যাবলীর রসীদ লইয়া
আনিবে; অথবা উপ পাইতে না পারিলে, এ নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাফা-
স্বরূপ তদ্বিধিত হইয়া থাকিবে।

(২) উক্ত প্রাথমিক লোকে স্বাক্ষারূপে কাগজ-নাংকর নাই স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পোস্তালা নিকটস্থ সুসংস্কৃত কাফিসে কিম্বা সুসংস্কৃত না থাকিলে, নিকটস্থ পোস্তাল থানায় সাইবে, এবং এই নোটিশ যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে। এতদ্বারা এক সর্টিফিকেটে উক্ত কাগজকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া এই পোস্তালকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদে বা সাক্ষার স্বাক্ষর যুক্তি যদি দেখা যায় যে, টেনশন মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন সময়ে নোটিশ প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট তারিখে নীলাম টালাইবার পক্ষে উদ্ভাটন হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপঞ্চম তিলক মাসের শেষপঞ্চম তিথি কথায় বা অন্যরূপে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার পরিশোধ সম্বন্ধে প্রকৃত পরামর্শ করিতে পারিবে, এবং বাকীদারের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার ইচ্ছাচার দেওয়া যায়, যদি অগ্রচারণ মাসের ১ তারিখের পূর্বে ৩০ মাস দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক মাসের তলসময়ে এই টাকার মধ্যে এক দেওয়া না হয়, যাক্ষে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কিম্বা অন্যরূপে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী প্রাপ্তি পাওনা আছে বলিয়া তালুকদার তলসময়ে আপত্তি করিলে বা অন্যরূপে প্রকাশিত কথা। কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব কএক মাসের মধ্যে নোটিশ দেওয়া গেল, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত এই নোটিশে যে তারিখ ধার্য থাকে, সেই তারিখের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট পরামর্শ দিতে পারিবে।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণে মরণান্ত পাঠলে, ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিবে, তাহাতে সমস্ত নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন গণিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধা হইলে উক্ত পক্ষের কথা কিম্বা অন্যরূপে প্রচারিত থাকেন, তাহাদের কথা শ্রবণে, ও তাহাদের মত যেই নির্দেশ দিবার থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহার বাতিল করা হইবে।

৩. নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি কালেক্টর প্রকরণ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকী পাওনা হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর পরামর্শ নাই করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ে পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকী পাওনা হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি তলবের পক্ষে কোন কথাই দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়ের কাগজরূপে পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থানের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণ নাই, সেই সকল স্থানে তালুকদারের পরামর্শ নাই করিয়া যাইবে; কিন্তু নীলাম অগত্যা করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে অধিকার থাকে, প্রকরণ নাই করিতে সেই অধিকার কোন বিষয় হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে বাকী টাকা আদায় করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিশের নির্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব মাসেতে এই টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূস্বামীর দ্বারা দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায় করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিশ নীলাম হইলে, যে নোটিশ দিবার সময় দেওয়া না হইলে, সেই নোটিশ দিবার সময় দেওয়া হইবে, এবং লাইসেন্স নোটিশে তাহার কথা। যে ক্রমে দেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পরে টাকা বাকী হইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাইসেন্স ইচ্ছাচার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মকসমে যে নোটিশ প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা মোকদ্দমা দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী টাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিশ দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাইসেন্স নীলামে চূড়ান্ত হইবে না। যে প্রত্যেক লাইসেন্স নীলাম হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রসীদ দিয়া সেই রসীদকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে পরামর্শ দেওয়া যায়, সেই পরামর্শমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিম্বা অন্যরূপে দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কাগজকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম দাখিল ও প্রকাশ্যরূপে দেওয়া ছাড়া এবং তাহার উপস্থিতিতে এই অধ্যায়ে যে নির্দেশ দিবার কথা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই নীলামের কার্য যে-রূপে টালাইতে হইবে তাহার কথা। ২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে তালুকদারের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্ভাংশে উক্ত ভাণ্ডার হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার হাঁড়ী প্রত্যেক ব্যক্তি অবশেষে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ভাণ্ডার মঞ্জুর হইবার পরে ক্রয়ের টীকার শতকরা ১৫ টীকা নিতে হইবে।

(৪) যে কার্যকাণ্ডক নীলামের কার্য চালাইল, তাঁহার ক্ষেত্রমতে যদিও প্রত্যয় না অথবা যে, যত টীকা আদান-নক করিতে হইবে তাহা অন্তর্গত হাতে আছে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টীকা মগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ডাক্তার মূল্যের গবর্ণমেন্টে লিকুইটি দাখিল করা না গেলে, ডাক্তার লাইট ঐ দিনেই পুনরায় নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টীকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিনার মগদ ঘোণামের বাজারে টেডরা ক্রী নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরায় নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিশারের অধিকৃত নিষ্কৃত সময়ে পুনরায় নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিশার শতকরা পনের টীকা হিসাবে অগ্রিম যে টীকা নিশ্চিতাঙ্কন তাহা মগদ হইবে এবং বিক্রয় করার নীলাম করিয়া যে টীকা মগদ হয় তাহা পূজ নীলামের টীকা অপেক্ষা ১৬ টীকা কম হয় তাহা টীকার জমাতে দাখী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী দ্বারা করিবার যে পন্থা আছে, সেট প্রণালী-মতে এ কম টীকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টীকা মগদ হয়, তাহা হইলে নীলামের পরে রেশদী যাইবে; এবং তাহা উক্ত ভাণ্ডারে তাহা পরামর্শে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিশারের ক্ষেত্রমতে সমস্ত টীকা মিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টীকা দিবার সার্টিফিকেট দিবে।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাঁওয়ানার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দার, দা-ই, পেটাও অজান্তে স্বাম্বদাতাগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নিষ্কৃত হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার জন্য সচিব খরিশার উক্ত ডালুকে প্রাপ্ত হইবেন। নিম্ন-লিখিত ক্রমকর্তা স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে :-

(ক) মখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে দাখীল ও যুক্তিসঙ্গত খামালা ছিল, সেই খামালা দিলা ভোগ করিবার যে স্বত্ব মখলী স্বত্ববিধিতে কোন রায়-ডকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিবন্ধনপত্রমতে ডালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে কসমতা প্রদত্ত হয়, সেই কসমতামতে সচিব কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিশার তৎসম্বন্ধে পূর্ন দাঁওয়ানত সার্টিফিকেট পাঠিলে, এবং এর

অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুকে হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টারী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুকে মখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-আব্রীকমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিশারকে মখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাকাছি বিদায়ক আইনে যে কসমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কসমতামুসারে কাছাকাছি করিবেন।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে নীলাম হইবার ইচ্ছাকার দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

১৯২ ধারামতে আদানত টীকা কালেক্টরী কাঠারীতে আদানত করেন, তবে ১৮৮ ধারায় শিষ্টান নির্দিষ্ট; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকের মগদ প্রজ্ঞা দেন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে নোড নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুকে সেই নোড হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টীকা আদানতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারায় বিধান মোকাবেলা হইতে পারিবে।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আওতায় কোন ডালুকে নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিন্তু উক্ত নীলাম এত সকল ব্যয় মোকদ্দমার কথা।

নিবন্ধনক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ডালুকে তাঁহার যে দাখীল কম তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত, যে জুজুমীর প্রার্থন-মতে নীলাম হয় তাঁহার বিক্ষেপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের খরিশারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় জুজুমীর দাখীল ক্ষতিপূরণ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে তাহা খরিশার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হইয়া তাঁহার যে দাখীল কম তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বা তাহার বিক্ষেপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাণীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে মীলা-
মের সময়ে কোন বাণী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি
এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়বদ্ধ নীলানের
নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্ন-
লিখিত বাধ্যতাবদ্ধ করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে
হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করদার যে
কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার
খরচ কুলাইবার নিমিত্ত লতকরা এক টাকা করিয়া
বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ন-
মেন্টের হিমাবে জমা দেওয়া হইবে।

(খ) যে বাণী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে
তাঁহা (মুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল
খরচ পাড়িয়াছে তাঁহা সমেত) ইহার পর জুমা-
কারীকে দেওয়া হইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা
দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, যে কার্যকারক নীলাম
কার্য চালায়, তিনি তাঁহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের
খাজানাখানার পাঠাইবেন। ২০৬ ধারায় বর্ণিত যাহারা
অতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ
করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি
দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায়
আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের
মধ্যে ঐ ধারায় মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,
যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ
উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়,
তাঁহাইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারায় বর্ণিত বাণীদারের
বিক্রেত ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে
হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণ-
রূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার বাকী টাকার ডিক্রী
থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারের মধ্যে ঐ টাকা হার-
দাতার মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে,
তাঁহা বাণীদারকে দেওয়া হইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা
যায়, যে কোন ব্যক্তির দাওয়াতে স্বার্থ থাকে, তিনি
আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার খুল চলে, একরূপ
গবর্নমেন্ট সিকুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা
তাঁহার কোন অংশ কিরাহী লইতে পারিবেন। শেখ
যে গবর্নমেন্ট গেজেট পাঠাই যার, তাহাতে যে
ডিক্রি-টেকের বা প্রিমিয়মের দার দেখা যায়, সেই দারে
উক্ত সিকুরিটি লওয়া হইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন
বহিষ্ঠা ও বন্ধের দিন রাখিবার বা বন্ধের দিন হইলে,
এই দিনে এই অধ্যায়মতে যাচা
কিছু করিবার আদেশ বা
অনুমতি থাকে, তাঁহা তাহার পরদিন রাখিবার বা
বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অমান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারায়

যে সকল তালুক নীলাম করা
হইতে পারে, তন্মধ্যে কোন
তালুক সরকারী রেজিস্ট্রার
অমান্য রেজিস্ট্রার
করা তালুক লম্বে এই
অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া
রেজিস্ট্রার করিবার বিধান
থাকিবার কথা।

আইনে করা গেলে, স্বামী
গবর্নমেন্ট বিক্রয়ের সময়ে
যে রূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন,
সেইরূপ পরিবর্তন
সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে
রেজিস্ট্রার করা তালুক
লম্বে থাকিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও বেপারের বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্ন-
লিখিত বিধি লম্বে এই আই-
ন বিধান কলমে হইবে
মের বিধান ফলাৎ হইবে,
তাঁহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রাইতের ও দখলী বস্তাবিশিষ্ট রাই-
তের ক্ষেত্র (২৪, ২২ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী বস্তুর ক্ষেত্র।

(গ) ৪১ ধারায় বর্ণিত দখলী বস্তুর বিশিষ্ট রাইতের
খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার ক্ষেত্র।

(ঘ) ৫০ ধারায় বর্ণিত দখলী খাজানা পরিবর্তনের
দাওয়া করিতে জুমা-কারীর বা প্রজার ক্ষেত্র।

(ঙ) নির্দিষ্ট বস্তু দখলী বস্তুর রাইতকে
ও কোকী রাইতকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে
প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোজের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার
খাজানা কমাইবার ক্ষেত্র (৬৬ ধারা)।

(ছ) রাইতের উচ্ছেদসাধন করিবার ও উচ্ছেদ
কর্তৃপক্ষের দাওয়া করিবার ক্ষেত্র (৬৮, ৬৯, ৭০, ও ৭১
ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে
সমস্ত প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৭৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে জামের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে,
সেই জামে জুমা-কারী ও প্র-
জার মধ্যে যে কোন বিরোধ হয়,
তাদের মকরী পাড়া
কথা। সেই নিয়মাদ্বারা
করদারী পাড়া দিতে জুমা-
কারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে
এরূপ
আপ করিতে হইবে না।

১১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত
কৃষিকার্যোগোপযোগী কর-
নের চুক্তির কথা। ভূমি কৃষিকার্যোগোপযোগী কর-
বার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর বা দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সাধারণতঃ বলা ধারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সামান্য হইতে পারে, যেসব চর সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই চর ও তাহার ক্ষমাপত্ত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং সাবৎ ঐ
দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ ডাকার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম চর, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিলে যে কোন জমী এই
ধারার অধীন চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল কানিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও হাল কানিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এত আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে কোন ঘাট-
চাকরান ও লোকসাহায্যে
না থাকিবার কথা। ওয়াসী বা অন্য চাকরান চালু
করে কোন অনুযোজের ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরান চালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারে যাইত না, তালু
হস্তান্তর করিবার বা উৎকর্ষে দান করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রাজত্ব রায়তস্বত্বপূর্ণ জমীর যোতের
আংশ না হইয়া বাস্তব
বাক্ত স্থির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবস্থিতির
প্রকারান্তরের অনুযায় দেশাচার
ধারা নির্দিষ্ট হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গত না হইলে কথা।
এই আইনের বিধানক্রমে
স্পষ্টতঃ বা অবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উপর দৃষ্ট।

কোনও রাজত্ব কোনও অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই বোঝা-
টার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা অবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত বোঝার কোন
আদান থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিসাদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এত আইনের ৪র্থ তফসীলের
৪ তফসীলতে মোকদ্দমা, আপীল এবং
কথা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
গণ্য উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং প্রথম মিসাদ
কাগের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিসাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না ভোগা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিসাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিড হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষের
মিসাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ নং ১৫ লিখিত মোকদ্দমার
বা প্রার্থনার সম্বন্ধে থাকিবে না।
ভারতবর্ষের মিসাদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ এই মোকদ্দমা প্রকৃ-
তিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কোনও আইনক্রমে যে কোন আইনক্রমে লঙ্ঘন
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের থাকে, সেত আইন অনুসারে
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক কারবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এত আইনমতে নির্দিষ্টরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে হানাহানি করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত ক'িতে,
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে অন্য লম্বা কাটা
করিতে অন্য দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

জনে তিনি ভারতবর্ষের সমুদ্রবিশিষ্ট আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষের সমুদ্রবিশিষ্ট আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাৰ্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিষেধকথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাৰ্য্য করিবার কথা। ইহা, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাৰ্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তার আঁকা না করিলে, ভূম্যধিকারীর আঁকিত কর্মকারককে এতদর্থে কর্মকারক প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার দ্বারা স্বীকার করিতে বা তাঁহা লইতে পূর্বোক্তমতে কর্মকারক ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা নাইও কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যায়নি, তাহা হইলে যেকোন ফল হইক, এই আইনের কার্য্যক্ষেপে সেই ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাৎক্ষণিক সম্মতি দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে প্রত্যেক মনীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীর কর্তৃক আঁকিত বা সীতাকিনেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থে কর্মকারক প্রাপ্ত কোন কর্মকারকের দ্বারা আঁকিত বা সীতাকিনেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উক্ত বা তদন্থিক ব্যক্তি যেখানে ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু

এক নী ভূম্যধিকারী-
দের জন্য বা সাধারণ
কর্মকারকের দ্বারা কাৰ্য্য
করিবার কথা।

করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উত্তরে বা মকদম প্রাপ্ত হওয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উত্তরে বা মকদম পক্ষে দর্শন হইতে কর্মকারক কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মকারকের কর্মকারক কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মকারকের উপর এই আইনের

কর্মকারকের কার্য-
কালী ও কর্মকারক-
কার্য্যের পদপদক্ষেপে
পারিবার কথা।

কার্য্যার্থ স্থানীয় গণপঞ্চায়ত সমিতি রাজস্বের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনমতে বিধি কালমতে করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিতে

(ক) যেকোন ব্যক্তির বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন কর্মকারককে কাৰ্য্য করিতে পারেন এবং কোন কর্মকারক ও

(খ) কোন ক্ষমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাঁহা অধীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) অধীপ শক্তি বুনিয়াদ দেহিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফল কাটিবার ও কাটিবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিশিষ্ট কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও
দৃঢ় করিবার কাৰ্য্যক্রমের
কথা।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-
প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত
বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত
বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তি-
দের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি
নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গণপঞ্চায়তের বা হাট কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গণপঞ্চায়তের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান দিবার পক্ষে যাঁ উপস্থিত হইবে, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ রাজস্বের গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখের সঙ্কলিত প্রণীত নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অধীক হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ একপাশে তাহা হইবে বা তাহা তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নিম্নলিখিত তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ সমস্তে কোন ব্যক্তি যে কোন আশঙ্কিত বা সন্তোষ করণ, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন নির্দিষ্ট জায়গায় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরবর্তী উক্ত বিধি যদ্যপি কোন প্রণীত হইবার সম্ভাবনা হইবে।

যে স্থানীয় কিয়ৎকালীন সমিতির ব্যক্তিগণের
বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে স্থানের স্থানীয় বন্দোবস্ত এখন

যে স্থানের স্থানীয়
বন্দোবস্ত এখন নাই, সেই
স্থানের যে ভূমি ভোগ
হয়, তাহা হইলে বা তাহা
বান কথা।

স্থানীয় বন্দোবস্তের মিয়াদ
ফুরাইলে, স্থানীয় স্থানীয়
হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গণপঞ্চায়তের

কালে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্য সম্পন্ন হইয়া বন্দোবস্তের মিস্তানী জটীক হইয়া পড়া অবশ্যিহত হইবে না। অতঃপর, প্রিয় ভোগ করিব রত্ন স্পষ্ট বাক্যে যোগ করিয়া থাকিলে, সত্য হু কথা।

২০৬ খ্রিঃ। যাহা চিত্রকরী ধর্ম্মী জী কুমির
অন্তর্গত ২০৬৫ খ্রিঃ মৌল
কুমির দিন। যাহা নার
অবস্থারিত খালা-গি ভৌগ
কনিবার মত ২০ কুমির ২০৬৫
মৌলী মৌল বলিয়া সুখি-
করী পাঠা মৌল কুমি মনা মৌল চু ক করিলে, ২০৬
মৌল বা চিত্রকরী মৌল ২০৬৫ খ্রিঃ

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত দুটির মধ্যে প্রথম মেয়
কইল, কিং।

(খ) অংশস্বত্ব ভূমির রাজস্ব পূর্ণের দায় চট্টোপাধ্যায়ের ভূমির রাজস্বের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে।

উক্ত শব্দের মধ্যে চুক্তিই একান্তরের কথা
সঙ্গে, কোলকাতা কল্যাণী জুয়ানি গিরি বা প্রজাতি
এখন মতে অপ্রাকৃতিক এটি কতিপয় বহিঃস্থ অঙ্গুলার
উৎপত্তির উৎস, ও ন্যায় প্রজাতি খণ্ডিত
শব্দ।

साम्प्रतः सङ्घीय संरचना कथा ।

২০৭ ধারা। নাকি খোজাখোজি করণার্থে যেকোন স্থানে গিয়ে পাহাড়া দিতে পারবে।

विद्यमान आः हेम मरुतकट, इ मरुत ।

২৮ ধারা: এই আইনের অধীনস্থিত—

(২) এই আইনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া যে কোন জটিল
নিষেধ আইন সং-
রক্ষণে বণ্ড।
কর্তব্য।

[illegible]

(৭) অনার্বোপের বাকী র.অফিসে মি.ব.স. নীল, য
ছাত্রী অ.আ.ক.জ. চ.ম.জ.ক.র.ন. স.আ.ক.জ.ক.র.ন. ম.আ.ক.জ.ক.র.ন.

(দ) মাল্জাভাটী মন্দিরের বাটওয়াশে মৎস্যজীবীরা
আইনে লঙ্ঘন।

(७) एहे आठेकर बाँडा ज्योतः वा ज्योतः अन्तः
मानोज्ञानेन ज्योतः वा ज्योतः अन्तः ज्योतः अन्तः
ज्योतः अन्तः ज्योतः अन्तः ज्योतः अन्तः

अथवा उद्गीर्णः ।

(२. श्रीका नेश)

ସେଠାରେ ଆମେ ୧୫.୩.୨୦୧୩

ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 1

সাল ও নম্বর ।	যে বিষয়ের আইন ।	সংখ্যা ও তারিখ করা গেল ।
১৭৯৩ সালের ৮ আইন ।	জুবেল/২ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হুদুদীওয়ালদের প্রকৃতি অনু- সারে নিয়মের লিখিত সবকি- য়েন মালজুমদারী অর্থে দশ- মণী বন্দোবস্তের বিষয়ে য সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ মার্চের ও ১৭৮৩ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর বিধান- পত্র এবং তাবিশেষ নিয়মিত কচ- বাহে তাহার পরিবর্তে পরি- ক্ষণ ও চুক্তি করিবার আইন ।	১৭. ৪. ১৭৯৩. ৪২. ৪২. ৬৯. ৪১২ খান ।
১৮০৫ সালের ১২ আইন ।	এইকনে যেদিনোশ জিল হক পৌরশাসন, কমান্ডার ও বঙ্গী পদবন্দী স্ত্রীকটের হিলার বন্দোবস্ত ও লঙ্কায় গাজন আদায় করণার্থ আইন	৭ খান ।
১৮১১ সালের ৪ আইন ।	হুমির মালজুমদারী ও হুদুদীনের বিষয়ে যে সকল নীতি এইকনে চলন আছে তাহার কোন মীমাংসাবিধান ও পরিবার নিমিত্তে আইন	১. ৪. ১৮১১ ও ২৭ খান ।
১৮১২ সালের ১৮ আইন ।	ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৪ আই- নের ২ ধারার দ্বারা স্থাপিত ও বিবরণ করিয়া লিখিত এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৪ আইন ৪ ও ৮ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারার ও বহিষ্ঠ করি- বার ও লঙ্কায় লিখিত নীতি সকলো পর্ববর্তে নতুন নীতি নিষ্টিত করিবার নিমিত্তে আইন ।	বেতুন এবং ২৪৩ খান ।
১৮১৯ সালের ৮ আইন ।	কোমি অধিকার লিখিত হইল ও ওহাঙ্গারী করণকার লম্বা চকনের কথা লিখিত করিয়া লিখনের ও জমীদার নিয়মের ও পত্রদী ও জুমদার ওয়াদার লঙ্কার নতুন বিধানের ও অন্যদেব বাকীর নিমিত্তে নৈল মকদমের নকশা নিষ্টিত করনের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিধানের ও বাঙ্গলা দেশে জমীদার নিয়মের ও জুমদার নিয়মের ও জমীদার মাকার মধ্যে পুস্তকের নিয়- মিত কোনে প্রীতি ও লঙ্কা লিখিত করণের ও ওহাঙ্গারী কোন প্রীতি ও লঙ্কা নিমিত্তে আইন	৭ খান আইন ।

স্বতন্ত্রতাবাদ- (চলিত আইন।)

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রক্ষিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	১৮২০ সালের ১ আইন। লুণ্ঠনাদেশের শিরে পড়ে ও সে নিষিদ্ধ কর্মীদের তালুকদারদের কর্তব্যের ক্ষমতা পায়, ওএ সেই নীতিতেই ১৮২২ সালের ৮ আইনের নীতিতে যতদূর রক্ষিত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৪ সালের ১১ আইন।	১৮২৪ সালের ১১ আইন। যে কিসে কোন নদী কি স চুক্তি স্থাপন করা গেল এবং তদুপস্থিত স্থান দ্বারা সেই স্থানের দাওয়ার নিষ্পত্তি যেরূপ যেতে দৃষ্টি রাখা যায় করিতে হইবেক সেইরূপ প্রকাশ করিবার নিষিদ্ধ আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইতিহাসের অধি" বাক্য কোন প্রধানে কর্তব্যকারের পেট্রিকোন মহলার কু- খিতে সংলগ্ন হয়" এই বাক্য মুছে প্র- করণে শেষ পরিণত।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতাবাদ প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রক্ষিত করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮৩২ সালের ৬ আইন (অর্থাৎ কোর্টইউনিয়ন রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশে যথোপাধানে আবাস করণের আইন সংশোধ- ন করিবার আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	১৮৬৫ সালের ৮ আইন। কিছা প্রদেশে সেই আইনের বলে যে পট্টা তালুক বিক্রয়কারী কি প্র- কাশের দস্তাবেজ হইতে পারে তৎসম্মতীয় বাকী খাজানা আদায় করণের ক্ষমতা কর্তব্য করিবার ব্যবস্থা সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	১৮৬৭ সালের ৪ আইন। সেন্ট্রেল গবর্নর সাহে বের প্রদেশে ১৮৬৭ সালের ৬ আইনের বাধ্যতা ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার নিষ্পত্তি করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৬ আইন।	১৮৬৯ সালের ৬ আইন। কৃষাধিকারী ও প্রজাতি মধ্যে যে যোকসমা কত ভাগের ভাগ্য- প্রদানী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৩ সালের ৮ আইন।	১৮৭৩ সালের ৮ আইন। বঙ্গদেশী কৃষিকারকদের ক- মতা নিষ্পত্তি ও নিষ্পত্তি করিবার নিষিদ্ধ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

স্বতন্ত্রতাবাদ প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রক্ষিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৪ আইন।	১৮৫০ সালের ২৪ আইন। ১৮৫০ সালের ২৪ আইন ও ১৮৫৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি বীলদায় সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বাহ্যিক টাকার সংক্রান্ত কর করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- ক্ষিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	১৮৫০ সালের ৩৩ আইন। বাহ্যিক পণ্ডিতী তালুকের নীতিতে যে বী- তার আশ্রয় আছে তাহা সংক্রান্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	১৮৫৩ সালের ৬ আইন। মালিকদারের বাকী বিষয়ের সংক্রান্ত মোকদ্দমা এবং প- তনী তালুক ও পিকারসোপা অন্যান্য অধিকারের নীতি এবং খাজানা বিষয়ের সং- ক্রান্ত ভিক্তিকারী করণের কৃষি নীতিতে বিবরণ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সালের ১০ আইন।	১৮৫২ সালের ১০ আইন। কোর্ট ইউনিয়ন রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

স্বতন্ত্রতাবাদ প্রণীত আইন।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮২২ সালের ৮ আইন, যেহেতু হইতে উদ্ধৃত।

"সমস্তালা বঙ্গদেশের তালুকদারেরা আপনাদিগের
ইচ্ছা-ইচ্ছা দিতে ইচ্ছা করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাহা বঙ্গদেশের রাজ্যের অধীনস্থিত প্রকাশ হইয়াছে
একপ্রকার স্থানে হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে ভূমিগার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া
তালুক দেয় ও তাহার মুদ্রা যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সম্প্রদায়
নিষিদ্ধ করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল
আদায় ও কেলার আদায় পণ্ডিত ও নী পণ্ডিতের ক্ষমতা
আপনি রাখে কোন নীতি তালুকদারকে আদায় দেওন
হইতে মাক করে তবে তাহার পরেই তালুক বিক্রয়-
নিরূপণের ব্যক্তি হইতে পারে সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইচ্ছা এইসকল
রাজ্যের অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাছাড়া দস্তাবেজে নিয়মের মধ্যে ইচ্ছা লেখা
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিষিদ্ধ অধীনার তাহা
বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ্য বাকীর
সংক্রান্ত যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিষিদ্ধ তাহা
মাল আদায়ের বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল প্রকাশ অর্থাৎ অধিকারকে পণ্ডিত তালুক
বলে ও তাহা পণ্ডিতের অনেক লোক এ সকল নিয়ম ও
নিষিদ্ধ তাহা অন্য লোকে দেয় ও তাহার দর
পণ্ডিতদার কলার ও দরপণ্ডিতদার অন্যের দর ও
ক্রমে এইরূপ। ও ইচ্ছা করিবার এতোকের দস্তাবেজ এক
সকল হইবে।"

ভূতীয় তরঙ্গমাল।—কবজ ও হিনাবেব পাঠ।

[illegible][illegible]

চতুর্থ তফসীল।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিরাদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লসকে এরূপ এক বৎসর প্লাই বিধানান্তরকৃতি আছে যে এই নিয়মতন্ত্রের মণ্ডলগণ উচ্ছেদ করা যা-ইবে, সেই নিয়মতন্ত্র-ক্ষেত্রে তালুকদার বা রায়-ওকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	নিয়ম তন্ত্রের তারিখ অবধি।	
২। বাকী থাকানা আদায়ের মোকদ্দমা।	ছয় মাস	আদায়ের তারিখ অবধি।
ক। ৩৩ ধারামতে এই মো- তের থাকানার নিমিত্ত আদায় করিব রপূরে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) ফসলগরে	তিন বৎসর	বাজালা সব যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে বাজালা সনের শেষ যে দিনে বাবী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আদায়ী ও কসলী সব যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে লৈয়াজ মালের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী দখলীস্বত্ববিধিই দুই বৎসর বাস্তব হইবার তারিখ রায়তস্বরূপ কৃষির দখল করিলে, উক্ত কৃষির দখল কিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	যে দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীলের মিরাদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমতে কোন ডিক্রী বা আজার উপর মিলার অর্জ বা বিশেষ কর সাফেবের আদা-লতে আপীল হইলে।	তিন দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমতে কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যার সাফে-বের নিকট আপীল হইলে।	তিন দিন	যে আজার উপর আ-পীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রাথমিক পত্রের মিরাদ।

প্রাথমিক পত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে কালে ডিক্রীমত বা ডিক্রী হইতে মেন নাই সেই ক্ষেত্রে এই আইন-মতে কিয়ৎ এই আইন-দ্বারা বহিত করা কোন আইনমতে ডিক্রী বা আজার করিবার প্রা-থমিক পত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাসে কিয়ৎ এই ডিক্রী করী বহিবার খরচা লম্বিত ১০০২ শতকের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আ-জার তারিখ অ-বধি ; কিংবা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের হুকুম ডিক্রীর বা আজায় তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার লম্বা লো-চনা করা গেলে লম্বা লোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রতাপস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমরা মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সমগ্র হুইচার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিত হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় বার যে সমগ্র হুইচ মিন ২ টা অবধি ৫ ১ পর্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে মিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরদের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর দ্বাংতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও বিশেষ নিয়ম গণ্যের সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহার। এই কার্য সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তাব হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদের প্রত্যেকের প্রতিই অসুবিধা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিযোগ বাক করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাসায় বাসায় তাহার প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কতরা বিরুদ্ধময় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই। ইহা অনস্বীকার্য করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব নিষ্ঠুরতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অভাব ঘটা করা হয়ছিল। এরূপ ঘুরা অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

২. নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজান্ডার প্রণয়ন করতঃ থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই কমতঃ আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিগত না হইলেও মান্যবর জিহুড লেটেনমেন প্রবর্তিত সাংসদদের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদলী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল নূর অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমীদারদের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কবেকী ক্ষুদ্রতর বিষয়ে জমীদার ও তাঁহাদের উভয়ের প্রতিই অপেক্ষাপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যমস্তী ভূমিধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকরক, যাঁহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত তাঁর একাংশ বরিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এমন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উজ্জনা এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করি না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রদান কারণ এই :-

১।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিগত জমীদারদের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরাধকে উক্ত আইনের বাস্তবকারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২।—ইহাতে রেজুলেশন আইন সমূহের বৈধতা বাতিল করা হইয়াছে তাহা আমালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমানবিত্ত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য সমালোচনার মর্যাদাপানরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুলভ হইবে না। ৪।—ইহাতে ভূমিধিকারী ও এজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্ব উৎপাদিত হইবার ও যেকন্মদায় যেকন্মদায় দেশ প্রাদিক করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রত্যেক কৃষক (কৃষিকারী) করিয়া তুলিবে। ৬।—জমীদার ও এজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কাগজনির্মাণ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আমালত ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজকারকে মদ্য ও জিজ্ঞাসার মূল করার ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানরূপ আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা হইবে, ও উহার যেকন্মদায় বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অর্থনীতি বাস্তবতা করা হইবে। গবর্ণমেন্টের পিতৃহানীর তাব বহুমূল্য হইবে ও প্রায় প্রতিপদে যেকন্মদায় গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একদিক ও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি উহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল নূর ও কবেকী প্রদান বিশেষ মূল্যের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

ইংল্যান্ড একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুঁকম জেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১৭) মখলীস্‌ত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত ভাটাদার যোক্তের অর্জেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (৩৮) যে সকল রায়তের যোক্তের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাঁহাদের যোক্তের সমস্ত বাকী দায়িত্ব কোর্স বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত বাক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানারিক্তির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাঁহাতে বর্জিত। শেষোক্ত জেণীর স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রাহ্য করিবার স্বত্ব ও জোক্তের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং মখলীস্‌ত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্জেকের অধিক ভূমি পৌঁচি বিলি করিয়াছেন বা অন্য প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের জবাবদিহি করা হইল, তাঁহা আমি যুক্তিগত উক্তিঃ পাইলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোক্তের মখলীস্‌ত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আদার মতে আরো অনায়ত্ত্ব হইবে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা মখলীস্‌ত্ববিশিষ্ট প্রজ্ঞার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলকণ ভূপন্নয় দেওয়া হয়। আর দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও চতুঃপার্শ্বযোগ্য চিরস্থায়ী যোক্ত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উত্তর খাজানার হার খুবই হইবে, ও উহা মাত্রকর স্বত্ব ও জোক্তের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাবদ্যপক ও ভাব ভূতম অনুসারে ১০০ বিঘার যোক্তদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এসেমেন্টের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-প্রজ্ঞার আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূখানী জেণীর স্বত্বের উপর লক্ষ্যসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানারিক্তি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারার যে ধারে নীলাম খরিদার তাঁদায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “যকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাঁহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারের তুল্য হইলে সে তালুকদারের জমীর বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক একত্রতা ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টীকা করিয়া তালুকদারের নামকর ও তালুক বুঝিয়া তহনীনের খরচা বহন উচিত হয় তাঁহা মিনাং করিয়া যাঁহা বাকী থাকে তাঁহা এই মকঃসলী তালুকদারের জন্য ঠাহরিবেক”। ১৮৪২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটোও তালুকদারদিগের খাজানারিক্তির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে মিকট-বাক্তি তৎসমস্ত তালুকদার অধিকারী কর্তৃক এসেমেন্ট চলিত হারের সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ যে স্থলে চলিত হার সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাহ দিয়া যোক্ত আদালতের শতকরা দশ টীকা অতিক্রম করিয়া না যাও এরূপ সীমা পর্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (লীন্ড সাহেবের ডাঃজেন্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পরিবর্তে “দেশাচারী যুক্ত হার” লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্ত নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদালতের শতকরা দশ টীকা অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১০৭ টীকা হইবে না। এই শতকরা দশ টীকা আদার আদালতের নচেৎ আদালত বাক্তিগে গেল আদার নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে আদালতের টীকা বুঝিবে। সে আদালতের শতকরা দশ টীকা তালুকদারের লাভ নচেৎ, যেটী জমা হইতে কোল খরচা নচেৎ আদার তাঁহার উপর আদালতের হুকুম বাহ দিবে যাঁহা পদ-শিষ্ট থাকে তাঁহার শতকরা দশ টীকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ হইবে না। এতদ্বারা আদার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদালতের হুকুম জমা বাহ পড়ে এরূপ আদার আদার করণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়ার্কস লেগ ও রোড সেসের হিসাবে প্রজ্ঞাদের মিকট হইতে অনান্য টীকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র লাভ পান না। অথচ সেটীকা দেওয়ার দায়ী তাঁহার নহে। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্নমেন্টের জন্য টীকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাঁহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহাদের খাজানা পূর্ববর্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না। বর্তমান আইন অনুসারে যাঁহা রক্ষা হইবে তাঁহা একবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে কতক অপেক্ষা রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদের দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে লোক স্বাধীন স্বাধীনমতে গবর্নমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিছু বে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মত বলিয়া জানে তাঁহার প্রতি কত যত্ন প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটোও বিলি হওয়ার করার ও উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে।

অবস্থারিত হারের রায়ত।

১৮১২ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই নম্বর একটী আইনমতে অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে কোন হোকদমা আদালত হইবার নিশ্চিতে ৫০০০ পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সে হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইল। পণ্ডিত না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি বন না। রায়ভদ্রসিংহের বুদ্ধি ও পণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অসক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮১৯ সালে তাহা নিগণ্যে থাকিল। বুদ্ধির দার হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে বেনিভে গেল এই বিধান দ্বারা জনসাধারণের সর্বনাশ হইয়াছে। নানাব্যয় জীবিত রেনল্ডস সাহেব থাকিল। কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসমূহকে যে নষ্টবা প্রাপ্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “এছাড়া জনসাধারণের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিসারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জনসাধারণের জীবিত কাগজপত্রের দখল পাইয়াছে।” জীবিত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পুঁজির কালেই বিবেচনাকৃত্য সম্বন্ধে এইমত সর্গর্ভন করিয়াছেন কারণ উহা কালেজের বিদ্বান এই যে “সমস্ত বস্তুবৎ একই মহান অতি অস্পষ্ট আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভ্রান্ত্যের স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে গ্রহিত না করিয়া জীবিত রেনল্ডস সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে থাকিল। প্রমাণের প্রমাণ দেওয়া হইলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিসারের পক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুমান করার সময় জীবিত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে গঠন করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল কাঙ্ক্ষিত; তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রমাণ; তাহা বিবেচনা করা উচিত।” এই অনুমান দ্বারা কি জনসাধারণের ক্ষতি হইতে কোন অসঙ্গত দাবী দাখিল করা হইয়াছে; নীলাম খরিসারের প্রকারে যেমন অবস্থার থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে প্রমাণিত এই অনুমানের কথা উপস্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই যে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২০ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া থাকিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য প্রতিশ্রুতি অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীবিত রেনল্ডস সাহেব তাঁহারই পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্বেও যেমন ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও তেমনই আছে। ইহা মতের উপর নির্ভর করিয়া জীবিত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেমন প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহা ও অনুমান আইন সংশোধনের কথা উপস্থাপন করি। কিন্তু কমিসীর লিখিতাংশগত আবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নাই, ইহা মনেকা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপিত কর হয়, উহাতে উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপি পাগ হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিও নির্দিষ্ট হারে ভূমিভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বত্ব সমূহের উল্লেখ আছে।

২০ খাঁদী।—অবধারিত খাঁদীদার বা অবধারিত খাঁদীদার হারে যে রায়ত ভূমিভোগ করে,

(ক) কোন ভাস্কর্য যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন যোডের স্বত্বাধার ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত ভূমি ভূমিভোগকারী, যে ভূমিভোগ সেই ভূমির লক্ষ্যে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে, তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, যে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে এই যেহেতু তিনি অন্য কারণে ভূমি ভূমিভোগকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধে অনুমান একত্র করিলে, আবার মনে পড়ি এই স্বত্বাধার হয় যে, এছাড়া অনুমানের ফল লাভিতে অধিকারী হউক আর নাই হউক আবার আশ্রয়াদিগকে অবধারিত হারদারী রায়ত বলিয়া আশ্রয় করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপে জনসাধারণকে তাহার স্বাধীন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জনসাধারণ সক্ষম হইলেও সৌকর্য্যের স্বত্বাধার ও আশ্রয়াদিগকে আশ্রয় স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাহারা যে সকল জনসাধারণের কিছুতেই সঙ্কটময় তাহার বেল আশ্রয় উচ্চাশ্রয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়ভদ্রসিংহ থাকিলে না পড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক কাগজে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রসিংহ বোকাগরীদার বা চিরস্থায়ী ভাস্কর্য্যরূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জনসাধারণের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পূর্বক হইবে। যে স্থলে জনসাধারণ বোকাগরী করিতে অনিচ্ছা, সঙ্কটময় অথবা মরণোন্মুক্ত বংশবংশের পরিচয় থাকিলে বুদ্ধি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্রসিংহ স্বত্বপূর্বক দাখিল ও নিরক্ষর পরিচয় তাহা জনসাধারণের দাবী প্রদান করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জনসাধারণ কখনও এরূপ আস্থা ও সমর্য্য প্রদর্শন করেন নাই এবং সমস্ত থাকিলে বুদ্ধি করিয়া একাকী জালাতন করিতে ও উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে না তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল অধিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জনসাধারণের ক্ষতি হইবে।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত ।

সকলেই জানেন যে ১৮১৯ সালের ১০ আইন হুইটাই বর্তমান কালের মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । যখন বৎসরের মিয়ন ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া মাড়ি চাড়া করা ভাল দেখায় না । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে অধীনস্থ হজ্জ করিলে রাইতকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার মখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত ক্রান্ত পড়েন । সকলেই স্বীকার করেন যে এক্ষণে অথবা বাজারায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জিহুও ডেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাধীন বৎসর মজিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া মনঃপাতিত পরিবর্তন করার জন্য অপরোধ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রাইত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার জন্য খাজনা দেয় তাহাতে তাহার মখলীস্বত্ব জন্মবে, যে নিজে অথবা তাহার পূর্ক পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রাইত হইবে ” । আমি এই বিধান যে বিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে বিনা প্রভুভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বলাইই সমস্ত মহাল মধ্যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রাইত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বদান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এক্ষণে আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে অধিনায় রাইতকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া মখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সমুদয়কেই কার্য করিয়াছেন একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসায়ীর যদি তাহার আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহার ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই মেসাদারের মাঝে মালিশ করে, সে অন্যায় করিতেছে মনে করাও বৈয়াক্তিক এক্ষণে অসম্মত অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা হয় তাহা আদেশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এক্ষণে কার্যের শাস্তি বিধানকারে আহার হইতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহাসম্মিলনের জিহুও ডেট সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থন নহে । কিন্তু এক্ষণে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জিহুও ডেট সেক্রেটারীর বীমাংসার বাহ্য বশে তাহা অতিক্রম করি গিয়াছেন । অথ-পা লিপিতে বাসেন্দা রাইতের অবস্থা সম্বন্ধে মিল্লিপিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রাইতী জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীতভাবে চুক্তি থাকিলেও এবং ঐখান মধ্যে নিম্ন সময়ে সেক্ষণিক যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা তির্য হইলেও ঐখানিক উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রাইত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রাইত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রাইতী জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীতভাবে চুক্তি সম্বন্ধেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রাইত মজদুর মত বিলম্বরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং তাহার সপক্ষে এক নুতন আইনসম্মত অনুমোদন স্বীকৃতি করিয়াছেন যথা:—

১৫ ধারা:—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত উক্ত গ্রামের বা মহালে রাইতস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেট সকল ভূমিতে সে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রাইতস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা:—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রাইতরূপে পাট্টাকমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য সুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রাইতস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রাইতস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা তির্য সময়ে তির্য হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রাইতস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে অথবা ঐ ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন অধী ভূই বা ভদম্বিক অংশীদার রায়তী যোগস্বরূপ ভোগ করিলে, এই রায়ত কার্যপক্ষে এই অধী ভূরূপ এতোক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ অধী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ খাতাবতে পুরাতন ভূমির মখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেসখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিত হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আহার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ খাতাব (২) প্রকরণে বেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সে রূপ মখলের সময় বার বৎসর হইতে কখন জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেবের অভিয়ার নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প এমন বা নিজে পারিলে এতোক রায়তকেই মখলীশ্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে বক্তৃতা করেন নাই। বৃত্ত হইবে যে জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেবের অভিয়ার এই যে “বাসেন্দা রায়ত” মখলীশ্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে মখলীশ্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেব, ভূই বা ভদম্বিক অংশীদারের মখলকে তাহাদের এতোকের মখলীশ্ব উৎপত্তির এমন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ভাড়িয়া দেয় ও খাজানা বা দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত শব্দের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় মিসা আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচুক্তি ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবন্ত ছোট নেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক অংশীদারের ভূমালীশ্বের উপর হস্তক্ষেপ।

বৃত্ত হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেট ভূমিতে যদি ভূমালী বা ভাস্কর্য্যরূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার মখলীশ্বের উৎপত্তির গোন বাধা হইবে না এবং ইচ্ছারদার হইলেও পরে সে যে অধীর ইচ্ছা লইয়াছে তাহাতে তাহার মখলীশ্ব গোল পাইবে না। কিন্তু অংশীদার যদি মখলীশ্ববিশিষ্ট যোত গ্রাহ হন, তাহা হইলে তাহাতে মখলীশ্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ খাতা)। ভাস্কর্য্যকে ও চিত্রকারকে যে শব্দ প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা অংশীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিবারিক ক্রিয়া দৃষ্টিতে পারিলাম না। ভাস্কর্য্য ও চিত্রকারী শব্দবান হইতে পারেন। কেবল মাত্র অংশীদার অংশীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ পরিসরের যে শব্দ থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্বক রেবেসিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবন্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের সিদ্ধান্তিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাজাণ্ড ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের আদানিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন সিদ্ধিই ভূমিতে মখলীশ্বভাবে থাকে কতকগুলি শব্দ পৃথিবীর যে কেহ তর বা অমোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া থাকিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। চুরবর্তী কৃষিকর্ম বর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের অংশীদার, যদি অধী ভাস্কর্য্য ভূক হয় তাহা হইলে মহালের অংশীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অংশীদার ভাস্কর্য্য, এ অংশীদারীশ্ববর্তী যে পোতা ও ভাস্কর্য্যের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যে কোন ভাস্কর্য্যের অধিকাংশ এরূপ শব্দ অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সক্ষম যাহার উপর উক্ত শব্দ বর্ত্তিরাছে তাহার মিকট কর করিলেও ইহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমালীকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে গোন প্রমাণ ভূমিভোগ করে,” অর্থাৎ ১৪ দফার শেষের মিকে জীবন্ত লেণ্টেনেট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূমালীর “বেচিরহারী ভাস্কর্য্যের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের মর্গার্ভা এক বিশেষ যে আহার আর ইহার মীমাংসা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

মখলীশ্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রকর শব্দ।

মখলীশ্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তর তর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে বর্জাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে অংশীদার ও রায়ত উভয়েরই অধিষ্ট হইবে। অংশীদারের একটী মূল্যবান শব্দ অমায়িকভাবে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহা দর মহালে লক্ষণকারী ভোক্তার এবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের আনান্দাদান নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপলব্ধি হইবে। চিত্রকারী বন্দোবস্তের মাইনেই বল আর ১৮২৯ সালের ১০ আইনেই বল মখলীশ্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বন্দোবস্তের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে মখলীশ্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভাড়াবর্তীর গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে যত-

এদানার্থে ত্রিটিব ইঞ্জিরাম আন্দোলিতেরনরকে আত্মান করা হয় এবং উক্ত আন্দোলিতেরনর খাজানার ডিক্রী টাকার খোঁজ করবার মধ্যস্থত্ববিশিষ্ট যোত্র িকর আইনসমুহ করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমিদার এই উণার অবলম্বন করিলে যে মধ্যস্থত্ব বিশিষ্ট যোত্র একবার বিক্রয় হইবে তাহা হস্তান্তরযোগ্য জালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। উক্ত জালীন লেন্টেনেট গবর্ণর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ ক্রেটেরী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুক্ত লেন্টেনেট গবর্ণর সাহেব কিকিংপারিসানে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরকম মধ্যস্থত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থার লগতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবেশ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অসুস্থল এবং ঐযুক্ত লেন্টেনেট গবর্ণর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে ঘেরণ খালকা হয় হস্তান্তর দ্বারা; সেজন্য মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিলেখ নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিধান এই যে এরূপ হস্তান্তর যত দূর অধীকার ও তারত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর কনতা এদানের অত্যন্ত বিরোধী। এবং মন্ত্রিসভাষিষ্টি ঐযুক্ত গবর্ণর জেমস সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অসুযোগক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে মধ্যস্থত্ববিশিষ্ট যোত্র বিক্রয় নিষ্পন্ন করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুক্ত লেন্টেনেট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আশঙ্কা হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমিদারের। ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হাফিজ মিডেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে মধ্যস্থত্ববিশিষ্ট যোত্রের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে বাপক ও একান্তনিষ্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিবারসারী বা মীওঅধীনী লোকের জমিদারের কতি করির ভূমি জরাজিহ্ন বন্ধ করিতে পারে। জমিদারকে যে পূর্বক্রমের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আদালতের মত যে কার্যকালে তাহা সাবস্থান হইয়া ছাড়া বলির প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমিদার যে জমীর কুখানী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যায় প্রতিদানের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়ভের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাপ্ত করিয়া সালিসীর অন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে ঘেরণ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমিদারের অনেক সংখ্যক রাবত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত্র বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহা হইলে জমিদারের যদি সমস্ত যোত্র কিনিবার মত তাঁহারের টাকার থাকে, তাহা হইবে ঐ সমস্ত যোত্র দ্রুতম লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়ভের অভিপ্রায় মন্দ হইলে মধ্যস্থত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহার কাগজ: জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এখানে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে বোধিতে হইবে। জমিদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ভ সে মীমাংসার ব্যয় সঙ্গে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমিদার রায়ভকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন ‘রায়ভ হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্য উত্ত্বাধিকারীর দিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়ভের মতঃ তাঁহার নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রমের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোণল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়ভকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব ক্রমস্বত্বের নিয়ম ভাণ্ডারের প্রতি ও যে সকল মধ্যস্থত্ববিশিষ্ট রায়ভ যোত্রের অর্জেকের অধিক কোর্সিবিদি করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত্র রাখিয়া তাহার ত্রিভংশ কোর্সি বিদি করিয়া তন্ময় জালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্জিত না।

খাজানা হুজি।

জালুকদারনিগের খাজানা হুজির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারের কতি করিয়া তাহা-নিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্রদ্বারী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনসমুহ কখনই হয় না। মধ্যস্থত্ববিশিষ্ট রায়ভনিগের খাজানা হুজি সম্বন্ধে আমি বোধিতেছি যে একদে খাজানা হুজি করা একপ্রকার ভগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এত সম্বন্ধে জমিদারনিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই মূল্য বাবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবার বোধ হইতেছে যে কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমিদারনিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বর্জন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমিদার ও তারতের, আদালতের বাহিরে খাজানা হুজি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইচ্ছা হইতে পারে যে, যেখানে ইচ্ছামতে বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে আরি আদালত অধিক হুজি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই প্রায় অধিক হুজি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আদালত অধিক ও চার আদালত অধিক হুজি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য হুজি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারদের উপর বিঘ্ন অকস্মাতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে যৌকস্মাতা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা নিকট সেই প্রকারের ও উচ্চপূর্ণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রাইত উদগেলা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) জ্বাধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাপ্রতি একা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাঁচাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যা পূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিত হারে” পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দিয়া না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সম্বন্ধ ও গোপনীয়তা আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিলম্ব করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কারণ অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু বাস্তব বিশ্বাস করা যায় না। আনিয়াশুলিয়া ও গড়মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রধান পাওয়া যে নিত্যমু মুকটিল, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কনিষ্ঠ জাতি অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাঁচাতঃ অস্বীকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুদূরপ্রসারিত কার্য হয় তাহা হইলে উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল বিষয়ে রাজস্ব কাঁচাকারক কর্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কাঁচাতঃ সমস্ত কাঁচাবলী রাজস্ব কাঁচাকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হারে নির্ণয়জন্য রাজস্ব কাঁচাকারকের উপর তত্ত্বস্থানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হারে নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ত্রিভিন্ন কাঁচাকারক ভিন্ন ভিন্ন ব্রীতিতে কাঁচা করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) জমীর গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমস্যা পূরণে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকস্মাতা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড়মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর ভুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কাঁচাকারক বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড়মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাব্যস্ত খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পূর্বে যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড়মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড়মূল্যের যে মধ্যমিক দাঁকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও ১০ খারার নিয়মানুসারে সাব্যস্ত খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাঁচাকারক বিধে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুদূর বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোলাপীসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাপীসে যে বিষয়ে বড় সন্দেহ হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সমস্যাও যে খোঁজে ও খুঁজা বিতরণের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধারণেও কোন ব্যতিক্রমবিশিষ্ট সেরেস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপে গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ গড়মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতিট ব্রীতিবে) এই সকল তালিকা বিভাগালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুর্বাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার চাউলের এবং বেংগের চুটী, যব ও গমের মূল্য পরি-
নত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোন্মেষ করার তার জমীর গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্টে বিবেচনামত সমস্ত উক্ত শস্যের মূল্য উন্মেষ করিতে পারেন। ডায়াক, ইক্ষু, ভুঁড়, আঁপু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রকার যব ও কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইলস কমিউশন আক্ট যে মূল সূত্রে প্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া বিবেচন করিতে পারি যে নিলাতের চাইলের সক্তি বাজারের খাজানার কোন নোঁসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্ত কল-
নের নিষ্কৃতি অর্থাৎ মলম অংশ, আর শেষোক্ত উৎপন্ন মূল্য হইলেও এক্ষণে পুরাতন মিথিত হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী চাইলের কখন বৃদ্ধি হয় না কিন্তু আইনই বাজার টাকার দের

খাজানা বুদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য কথা বাইতে পারে যে যে মূল স্তর টাকাকে টাকার পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা বুদ্ধি বিষয়ে সেই মূল স্তর কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আদি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই স্তর পরিমাণ কার্য্য করা যে রূপ কঠিন পরিশ্রম তাহা অপেক্ষা কোমলতাই সহজ হইবে না। ভূমাদিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা বুদ্ধি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বুদ্ধির আত্মা দিবার সময় সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৯ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর ভাবে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোম বুদ্ধিমান জমিদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এলেক্সিয়েগনের পর লেখালেখি দ্বারা পূর্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোম ভাবে বর্তমান খাজানা দ্বিত্বের অধিক বুদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বুদ্ধি হইলে তাহা মশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমবার পাণ্ডুলিপিগিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শবশত উক্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানতঃ বশতঃ বুদ্ধির চেতা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটজানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বুদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির চেতা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বুদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের নীতিমালা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা যতটুকু অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার ন্যূনত্ব বশতঃ বুদ্ধি করিবার চেতা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উচ্ছতন নীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতে পারে না। আবার যে স্থলে মূল বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত দ্বারা বুদ্ধি দিতে হইবে, সেখানে শত করা পঁচিশ টাকা উচ্ছতন নীমা নির্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাস্তবায়ন অপেক্ষা বেচারাষ্ট অধিক খাটে; এবং আমাদেব মান্যবর সহযোগী মহিমাবৃত্ত দ্বারতবার মাহারাজা মিশরের এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। তাহাই শুধু আমার কথা এই যে মূল স্তর পরিমাণ পরিবর্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি স্তর এই—

(ক) মখলী স্তর বিশিষ্ট রাইতেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির মণ্ডিত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব মশ বৎসরে ভূমাদিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

মখলীস্বত্বশূন্য রাইত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্তর মতেই মখলীস্বত্বশূন্য রাইতের সহিত কারবারে জমিদারের স স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। মখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছানীম প্রজা তির আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমাদিকারী ও মখলীস্বত্বহীন প্রকার সম্বন্ধ বড়ল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি মখলীস্বত্বহীন প্রজা কোমলতঃ একখণ্ড ভূমির উপর এক বুঠা বীজ হুড়া-ইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার মখলীস্বত্বশূন্য বদ্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যতরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রাইত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেগন খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্টারী নয়া নিয়মত্র ব্যতীত খাজানা বুদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রাইতকে এরূপ নিয়মত্র দিতে নাইলেন সে উহা অব্যবহার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে এতদূর দূর করিবার জন্য যৌকদমা কর্তৃক গিতে বাধ্য হইতে পারে। আদালত তখন ঐ যোক্তর কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের তদ্ব্যবস্ত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রাইতের মখলীস্বত্ব কথ্যে তাহা হইলে সে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রকার সমস্ত স্বত্ব অধিকার পাইতে অবদান হইবে। এইরূপে মখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম যাহেই পদ্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রাইতের সহিত জাশনার ইচ্ছানীম কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আত্মরূপে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারাবলী পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহুকুমই প্রকার উদ্দেশ্যের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

এধসতার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এমনকি অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের পুর অধুনিষ্ঠিত ছিল। এপাতুলি'তে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাঁতার পরিবর্তে বিচারার্থীরা পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রদর্শিত করার অধিনায়কের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অধিনায়কেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য বিচারার্থীরা পাট্টার জুখ দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও মৌলযোগ্যকারী হইতে পারে। সেজন্য পরামর্শ দিয়া চতুস্তাধবনী প্রজার পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। চরিত্র অধিনায়ক অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে বহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাঠিতে পারিলেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল আশ্রিত্য পাঠিতে পারিতেন। কিন্তু বিচারার্থীরা পাট্টার তাঁতা: সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিষয় সকলে অধিনায়কের ভূমামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য একটা আক্রমণ হইতেছে অধির উপর তাহার কিছু বাহি মারানাই পুত্ররা অধিনায়কের অনুগ্রহ পাঠিতে তাহাদের কিছু বাহি ধর্ম্মত: দাবী নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাতুলি'নি এধস উপস্থিত করা হয় তাঁতার এক প্রধান শৌখ এই যে, যদিও তাঁতে অধিনায়কের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে সর্ধ করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, তাঁতার পরিজ্ঞানই দেশে দখল পদ হয় ও সাধারণের প্রতিনিষ্পন্ন গবর্নমেন্ট ও ভূমামী ও পেটা ও ভূমামীর মল আচার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যত: অল্পট উপকারে সাহস। সদ্যবর্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্তী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানে যেমন ইচ্ছা বিশেষ করা হয় কমিসী তাঁতা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। অনুসারে এই পাতুলি'তে কোর্কা বিল নিরমিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আগার সম্বন্ধ এই যে একজন বিধান কবেও পরিণত হইবে না। প্রথমত: যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাঁতার যোঁতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিল কবে সে, উহা রেজিষ্টারী হইবারান্তে, ভালুকদাররূপে পরিণত হইবে। ভালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইচ্ছাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং তাঁতার প্রায়শ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত: যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাঁরা হইলে কোর্কা পাট্টা দাত বৎসরের অধিক কালের জন্য মিচ্ছ হইবে না, এবং তাঁরা ভূতকালেও কখনও হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাঁতার অবস্থা ইচ্ছাতে কোন ক্ষতি নাই। কোন পাট্টা ব মিসার যত অল্প হইবে তাহার পাঁচ তত অধিক হইবে। তৃতীয়ত: কোর্কা রায়তের ভূমামিকারী রেজিষ্টারী করা পাট্টাগুলে নিম্নে বাণ দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ প্ৰসংখ্যক মধ্যবর্তী লোক আছেন, (বাকরণে পর২ ১০ প্রেণীর সদ্যবর্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক সদ্যবর্তীই কি কোর্কা রায়তের মিসট হইতে তিনি আপন ভূমামিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক দাবী করিতে স্বত্বান হইবেন। তাঁরা হইলে এই মনের সর্ধ পো বাকির, যে বাকি অল্পে চলে করে তাঁতার, দশা কি হইবে? চতুর্থত: ভূমামিকারী কোর্কা রায়তকে ভূমি সম্বন্ধসম্বন্ধ শেষে ভির ও ই বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাওয়ার নিধিত মোটস দান ভির রায়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্ছিন্ন রায়ত অধিকারের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিলে, 'কোর্কা তাহাই লইয়া' উচ্ছিন্ন রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ধনা বিধান হইবে, কল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত বিশেষরূপে অজ্ঞাতের সহ ক'রখা যাইবে, না হয় সর্ধনা যোক্তমতা দামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁতার যোঁতের অধিকারের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ ধারানতে খাজানার সীমা নির্ধারণ কাঁড়কর হইবে। এই জন্য সে রায়ত তাঁতেনে হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্ছিন্ন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাঁতাকে আদালতে আনয় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উচ্ছিন্ন রায়ত যে রায়ত তাঁতার মিসের শক্তিবত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই দ্বির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত ই শক্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রসঙ্গ উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় বাকি আর একজন রায়ত - তাঁতেনে নির্ণীত শর্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিছু যদি উচ্ছিন্ন রায়ত তাহাকে প্রচণ্ডই না কারল তবে সে তাঁতার কিসের আবে। অতএব কোর্কা বিল নিরমনার্থ বিধান সমুদয় প্রত্যাহার হইবে, না হয় অন্তেষ-প্রকার যোক্তমতা দামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমামিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিচয় প্রদর্শিত করা হইয়াছে তাহা না সর্ধমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমি মিসারাই প্রাচ ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকে ন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহাদের ভূমামিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানার ভূমিপ্রাপ

করে সে আপন স্বাভাবিক মনোভাব, শাসন-রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিল তুমি দিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থানে রাষ্ট্রের মখলীস্বত্ব আছে সে স্থানে দৈনিক জমাদানকারীরা অধীনে অন্য এক বা তদধিক খোঁজ লব্ধ হইবে, কতি কখনও সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর থাকিবে। (৩) যে স্থানে মখলীস্বত্বের রাষ্ট্র আপন খোঁজে শো-রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে তাহা করিয়া দিবে অন্য তুমি দিকারী উপর এক নোটস দিবে। যদি জমাদানকারী তাহার অসুযোগ প্রকাশ করিতে না পারে অথবা অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহা হইলে রাষ্ট্র নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এটো বিধান সমূহের মর্ম এই যে উৎকর্ষ জমাদানকারীরা স্বাধীন স্বত্ব অধীকার করিয়া জমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহারও বিপরীতের বিরুদ্ধে যৌক্তিকতা আছে তাহা উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন। যদি রাষ্ট্রকে জমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিগত কারণে হয়, তাহা হইলে এখন কল্যাণ জমাদানকারীকে উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিলে দেখিলে জমি দিকারীর অনেক মূলধন থাকার ত্রিভুজ উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে জমির দিকারীরা প্রবৃত্তি করিয়া দেওয়া চল না। জমি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, থাকিবে তাহা করিয়া থাকিবে তুমি দিকারীরা লব্ধ হইবে এ আশ্বাসও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ থাকিবে তাহা দেওয়া আশ্বাসের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আশ্বাস যদি দেখেন যে এ জমি থাকিবে তাহা দিতে সমর্থ তাহা হইলে তাহা আশ্বাস করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাট্য তাহাদের দিক উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ যোগ্যদের সাহায্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরণ পাকা রাজনীতি তাহা আশা করিতে পারা না। আমি এতদ্বারা করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আশ্বাসের প্রভৃতির জন্য জমি এখন বিষয়ে জমাদিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার আশা এখন করা হয় নাই। আমাকে জমি এখন বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিকল্প সম্পত্তির উদ্ভাবন।

পাণ্ডুলিপিতে জমির অজ্ঞান কনসারভেটর হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্ভিস যে কোন ব্যক্তি, জমিতে তাহা হইতে না থাকিলে, আবেদন করিলে যদি তাহা খোঁজ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে তাহা হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা জমির মজদারীদিগকে তাহা উদ্ভাবনের দায়িত্ব দিতে পারিবেন। আমি শেষ দিনের কথাই প্রকাশ করিব। মজদারীদিগের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাব্যাদিক না থাকিলে রাষ্ট্রদিগের কতিপয় বিজ্ঞ হইতে পারে এ কথা আমি অধীকার করি। কিন্তু কমিটী থাকিবে আমানতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছে। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থানে অনেকগুলি অসৌন্দর্য্য একযোগে থাকিবে তাহা হইতে হয় এবং তাহাদিগের লক্ষ হইতে থাকিবে এবং তাহাদের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকার জন্য টাকা জমা উক্ত মজদারীদিগের একযোগে রসীদ পাঠিতে না পারে সে স্থানে উক্ত জমা থাকিবে আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি মজদারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাব্যাদিকের দ্বারা মরশুম বা মৌসুমী কলু না করে তাহা হইলে মজদারীরা ক্রমিকের মরশুম অথবা বর্ষিক জমাদানর জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্বারা দুই হইলে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিকল্প মহালের রাষ্ট্রদিগের সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ কলুইর কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। অবিকল্প তাহা কোন মহালের উদ্ভাবন হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দুইটি সমস্যা বসিতেছি, যদি মজদারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে তাহাদের অংশ নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা মজদারী আবেদনকর্তা করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী ও বরক আইনের কাব্য দুইটি জ্ঞান করা হইতে পারে এবং তাহাদের লাভিত হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জমি সাধারণের অসুবিধা হইতে পারে মনে করিলেই মজদারীরা আপন সম্পত্তির উদ্ভাবন চেষ্টা করিবে কেনই বস্তু হইবে না। পরামর্শের দ্বারা হয় না। আমার মতামত এই যে সকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহা হইতে জ্ঞান করিয়া জমি ও মজদারীদিগের সম্পত্তির উদ্ভাবনের ভার অনেকের প্রতি অর্পণ করিয়া, তাহাদিগের পরিচর্যা ও উৎকর্ষ সাধনের উত্তমকারণ অগণ্যমান করা একান্ত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

অবিকল্প, থাকিবার বন্দোবস্ত, ও হাটের ডালিকা।

জমাদারী বিজ্ঞ ও নীতিমত করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যা বৎসরান্তে জমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধিকাংশ তাহা জমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত দিকের সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রাজস্বের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রাপ্ত উৎকর্ষরূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় লব্ধ যে যে স্থানে জমি ও জমাদিকারীরা বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে সম্পর্কিত সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আশ্রয়ের কাব্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে জমাদিকারী ও জমি উৎকর্ষকেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রাথমিক দেওয়া হইয়াছে, অপরাধকে স্থানীয় গণনামতে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাব্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে জুয়া যাইবে, জমাদিকারী ও জমির কুপগ্রহীত লম্ব উত্তেজিত হইবে, দিগ্বিদিক জ্ঞান করণের দ্বারা একাধিকরূপে উদ্ভাষিত হইবে, অধীনস্থ আমলাগণ অশেষরূপে অত্যন্ত অধম হইয়া যাইবে,

এর কৃষিকীরণ ক্ষতি, বার ও দিনের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক অধীনে এই শিফার্ট প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এসকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিয়া লওর ডাটামেন্টের কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্নমেন্টে দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন তাহাি ডাটার যুক্তিযুক্ত ও সিন্ড প্রদান দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিদে কার্য সাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তাংশে কত বর্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে বা-স্ব সংক্রান্ত বা সুরাস্তি বিজ্ঞেয় নীলাব খরিদার নিজের অবাতির জন্য জমাবন্দীর কার্য সাধ না; স্বত্বের লিপিশুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রায় ১ হর, যেহেতু রায়েরা বর্ষা ঘটে করিয়া খাটান; দিলে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাইতদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেহেতু জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্য জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রারী করা হয়; সেই সকল স্থলে পাকগণের দরখাস্তমত উহা সাধ্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্নমেন্টের হস্তে জমীর বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অসম্মানের লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার মেরুণ কোন আবশ্যকতা নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলম্ব ক্ষতি হইবে। হারের ডালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাউতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, বাস্তবিক, অর্থশাস্ত্রময় ও সাংখ্যিক কারণ বশতঃ একই প্রায়েত মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যকে পরস্পর হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এজা ও ভূমালিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুনা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের ডালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমালিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে ভূমালিকারী ও এজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করার পরচ ভূমালিকারী ও এজার দ্বারা চাপান হইবে। যে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট জমীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তা হার জন্য ভূমির উপর ক্ষতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমালিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে খামার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৯৮৩ সালের বলে,

১৯৮৩ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমালিকারী নিজ জমী বালিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জোড়, সেত, নিজ, নিজঘোড় বা কামাত বলিয়া ভূমালী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে জমাগত বাত বৎসর চাষ করিয়াছেন বসিয়া প্রদান হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে অরবাদী জমী আবাদীভাবে ভূমালিকারী খামার, জোড়, সেত, নিজ, নিজঘোড় বা কামাত অন্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) জমা কোন জমী ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশান্তরের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী ভূমালী দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাহা বিশ-রীত মর্মানী বা বার, তাহা উক্ত জমী ভূমালিকারী নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমালিকারী নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম-চারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আদালত যে পূর্বে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীর এবং সুবে খাজানা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও জালুকদার ও জমা ভূমালিকারীদের নিজের মালিকানা ও খামার ও নিজ ঘোড় ও গরুর ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভপ্রাপ্ত ভূমির বহিষ্করণ] দ্বারা সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের ডাটার সহিত পাণ্ডুলিপি ডাটা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পূর্বাংশ আইনানুসারে জমী-দারের খামার জমীতে জমাগত বাত বৎসর ধরিতা চাষকরা শর্ত নির্দিষ্ট ছিল। পতিত ভূমি সম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজনা দাখ্য করার জমিদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কৌক।

খাজানা আদারের সম্বন্ধে কৌকের আইনের মধ্য ৩৭ অধ্যায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আদা জাম বেহারে ইহার সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। ২৬ম কৌক আই-নের সার এই যে ইহা দ্বারা শোজ ও অব্যবহৃত জমীর হয় কিন্তু ভূমালিকারীর লিখিত সমস্ত দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে উহাকে বিলম্ব দত্ত ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কৌক আদালত।

ছাত্রী করিতে হইবে, উহার প্রতিপক্ষে মাননীয়কার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় ১২ ঘণ্টা হইতে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় প্রদত্ত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য্যপ্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা ধার্য্য আর শাস্ত্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রৌঞ্চ আইনের মর্ম্ম ওয়া উচিত। আবার ফোক করিতে গেলে ভূমিহীনতার এই ব্যয় করিতে ও এত বিলম্ব হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিভাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাতুলিণিতে যেজন ক্রৌঞ্চী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্য প্রণালী ।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা পানন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বারং প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপরক্ত পাতুলিণির লবন সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপানন ইহার একটি সুখ। উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বানামুবাংয়ের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ৭ ল বানামুবাংয়ের কল কাগজঃ আদায়গকে নির্যাস করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্নী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চলিছে ও

(৩) বর্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানামহীতা অথবা ওরাণীর বাকীর কাগজ, দাখিলার মুক্তি প্রত্যাহ আবেদন কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবেদনকর প্রমাণ দিয়া আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

জাজের পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জাজী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্তব্যের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সমাধিরূপঃ সমন যে ব্যক্তির মাঝে হয় নিম্ন উপায়ে দিয়া অথবা রেজিস্ট্রী নিষ্টি বারা পাঠ্যপ্রাপ্তী করা হইবে। যদি কোনকার্য্য বশতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে প্রাণে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে ঐ ব্যক্তির নিজত্বানুসারে অথবা তাহার পুত্র বাইরের মধ্যে উহা লটাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকজারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাণী খাজানা পাওয়া, অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদরআমদার অথবা প্রাণের সোঁকে বা চৌপালে, অথবা যে প্রাণে ঐ জন্য অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাদ্দারতঃ লটাইয়া দিয়া মোটিল ভাড়া করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় প্রাণের চৌকিনার প্রাণের মতল, মাগর প্রাণের দুইজন সন্তান অধিবাসী, মাগর প্রাণ সব-রেজিস্ট্রীর নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য হইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্য প্রণালীর অন্তঃ দুইটি অবশ্য্যক করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবেদনের সুক্রিয়াকারণ বলিয়া আদালতে আদ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক মোটিল থাকিবে যে যদি জাজীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে শাসীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎকালীন জাজীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাণীকে নির্দিষ্ট দিনের মোটিল দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিনে তাহার এজাহার হইবে সেই দিনে তাহার সমস্ত সলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎকালীন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইশু বাধা করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আর এক দিন বাধা করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জাজীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ভাণ্ডকার বা দখলীস্বত্ববিপক্ষে রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকরে তাহার ভাণ্ড বা মোক্তার বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্ব রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে মোক্তার হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

খাজানা প্রতীতি রীতিমত প্রতিজ্ঞাবাদিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটীতে আমার অনেক সহকারীরা সহযোগিতা করার পরামর্শ দি উপায়ে সম্বন্ধস্থিতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি চূড়ান্ত। যে অধিকাংশ সভা আমার নত প্রবণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতির স্বতন্ত্র ও সরলতর পরিবার প্রতিষ্ঠার যে সমস্ত প্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত মোকদ্দমা সামান্যতম যাকাতের সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটানার সম্ভাবনা থাকিলে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমস্ত জাতীয়তাবাদী ও এই কার্যের প্রবণ সহকর্মী করিতে উৎসুক হইলেও সমস্তকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনমুখিও কোন অনুমান করিতে নিতে অনিচ্ছুক।

যাহাট হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমাদিকারীর স্বত্বপূর্ণ কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা সম্বন্ধে সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ নং ধারা একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি এজা খাজানা করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উক্তর দেয় যে এ খাজানা বাণীর নিকট নচে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট নচে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদায়তে নিবে। স্বত্বপূর্ণ যে এখানকার দ্বিধা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে পারা যায় তাহা আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এভাবে টাকা দেওয়া গেলে আদায়ত এই টাকা দিবার ক্ষাতিম এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করা হইবে; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাণীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদায়ত পাঠিলে বাণীর আর্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুর জনের হতে যে রায়ত আপন ভূমাদিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদায়তে তাহার কথা অগ্রহান হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, একটি প্রকাশ করিলে এতিকায়ের পথ আরও অধিক পরিধানে পরিহার হইবে, আমি রণ কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ১৬৫ নং ধারা, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বাকী হইবে যাহা খাজানা আদায়ত সহজ হওয়া নূরো থাকুক উহার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগজপত্রাদি নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আদায়ত হইলে সে আদায়ত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা যোগ কর এতপ করাও যাক, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাঁহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধান করিয়াছেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শেষত সম্পাদনের জন্য উপায় পরিবর্তন করিতেও সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি সবেষেরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সর্বোত্তম খাজানা আদায়ত বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিধানে আদায়ত করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবে। ইহা সাধারণ ভূমাদিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে মানিত টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিশেষ কষ্টপ্রসূ হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখন যদি, ভূমাদিকারীদিগকে তাঁহাদের মতাবলি পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বলকণামিত্য হইবে।

চুক্তির আধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমাদিকারী ও এজার মধ্যে চুক্তির আধীনতা কার্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির ব্যতিরিক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্বনিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুসরণ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্বনিশিষ্ট রায়তের খাজানা কসাইবার দায়িত্ব করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারা মতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দায়িত্ব করিতে ভূমাদিকারীর বা এজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বশূন্য হইলে ও কোর্সি রায়তকে উৎখত করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।

(চ) মোক্তার ভূমি বিক্রি যাওয়ার্তে এজার খাজানা কসাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তৎক্ষণা কতি পূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রিভারী ক্ষেমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় এজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবস্থার প্রস্তাবের বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিহ্নায় বন্দোবস্তের আধীন সমুদ্রে যে কেবল চুক্তির আধীনতা স্মরণ করা হইয়াছে এতপ মতে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আর্টনেট ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনাদের বাড়ী ঘর ফেট

খোঁসাবিক্রয় বা বহুত বিবাহ সময়, ভাড়া ফোঁস উৎসব বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জী-নের পতিবিন্দু প্রত্যেকনীয় সমস্ত অবা কাছা করিবার সময় আধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেলে আশল ভূমিকারী সন্নিহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উক্তরের মধ্যে বিচারালয়তা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিশয় স্পষ্ট এই যে তাঁহাদের উত্তরাংশে যেসকল সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ মূলধনের কাছা এবং বন্ধ হইয়াছে এবং পরিচয়ের প্রদর্শন প্রকারে আনিয়াছে, রাজ্যলারও ভূমিকারীকে সে প্রণালী প্রদত্ত করা হইবে, আশা করা এই বোনা। কিন্তু আমি করণ করি যে আমার যোগ্য প্রমাণ বলিয়া প্রমাণ হইবে। শাসন দেয় খাজানা মুদ্রাস্থে পরিবর্তন হইবে, অতঃপর পিপি অথবা খাজানার হস্তান্তর হইবে, হারের শাসিকা পদ্ধতি বিষয়েই হইবে, ভূমিকারী ও প্রকারে সৎ চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হইবে, সন্নিহিত শাসনের কাটি নিয়ন্ত্রণ করণেই হইবে, যুগের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইবে, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইবে, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই প্রিয়বিশু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগুলি অটোমটিক আধিকার সেই স্থিতিস্থিতি উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য নির্বাহক অথবা শাসনকার্য সম্বন্ধীয় কথাকথক করা হইত, তাহা হইলে আমার অপেক্ষা ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কা আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্যসম্পন্ন শাসন কার্যসম্পন্ন গবর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭২৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের ছেতুধানে লর্ড কটওয়ালিস যে উপায় ও সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমিরাজস্বের ও ভাড়া উৎসের বিষয় সরকারের সন্নিহিত ভূমিকারীদিগের যেবা গুরুত্ব এবং বাহ্যিক ভূমিকারী ও ভাড়াগিরের প্রকারের সঙ্গে যে সকল দীর্ঘ ও বিস্তারিত বোঝাবা অসামান্য মাত্র আদালতে উপস্থিত হইত তাহা ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বলিয়া যে সকল বোঝাবার বিচার করেন ও ভাড়াগিরের কৃত বিস্মৃতি সমস্ত যে কদমার আশীল বোর্ড রেভিনিউতে ও তথা হইতে জুয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পানী হয় এই দুই ভিন্ন অর্থীং আদালত ও তহনীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীর্ঘ-মাল এই সকল কারণ দুইই এই কারণ ভূমিকারীদিগের সন্নিহিত সরকারের নত যে সকল কৃত অর্থীং যে সকল সমস্ত অর্থ আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিচাওই মনস্থির রাখা যবেক না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া বোঝাবা কখন বিকৃত হইতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উত্তর অগ্রতক্ষে এতদ্ব্যতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে সিদ্ধ হইতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহনীলের কাছের নিরবকাশে ও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক বোঝাবা যথেষ্ট থাকিবে। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের বিগ হইতে ভূমির রাজস্ব কার্য ও তহনীলের বোঝাবার আইনের অনাথিতকর হইলে অসামান্য প্রকারে আশা করসার স্থান ছিল না যে বিপাক হইতে যে পীড় পাট্রা থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বলিয়া যে ছুতুম বেন তাহাও যে অন্যায় হইত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের বিগ হইতে তহনীলের কাছের বাহ্যিক তম ভূমিকারীদিগের সন্নিহিত ভাড়াগিরের ভাবে প্রজা বর্গের বিবাহেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না; অতএব তাহাদের আধিকার উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ তাহা ভূমির অধিকার ও তৎসংক্রান্ত সকল অর্থ টেহদা করণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেবা-লিপিও কল্পিত এই যে ভূমিকারীদিগের সমস্ত যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি জাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কাছের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালেক্টর সাহেবের পাওনা মালগুজারীর অপেক্ষা উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অমাল সাহেবদিগের যে একাধারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জুয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পানীর হজুরের আইনের সঙ্গে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোম্পানীর অমাল সাহেবদিগের স্বেচ্ছাচারের সমস্ত না থাকে বরং সরকারের সন্নিহিত ভূমিকারীদিগের ও ভূমিকারী প্রকৃতির সঙ্গে তাহা গিরের ভাবে প্রদর্শনকারিত বিস্তারিত বিচার ও বিস্মৃতি বর্ধিতকমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কল্পিত যে কালেক্টর সাহেবের আশা গিরের অর্পিত বাহ্যিক কর্মের বিচার ও বিস্মৃতির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অধঃ আদালতে মেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্ত তাহা কাছের স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হার উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মধ্যকার ভাড়া হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবে অন্য সমস্ত বন্ধ হইতে ভূমির অধিকারিত ও কদম হইবেক এবং যে তাহাদের আধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য অতিশয় হয় তাহা বিস্তৃত সকল লোকেই জান ও চেহা স্বাধিকার করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গ. ব্রেন্ট যে সকল উসার ভাঁব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৩ সালে মল্লভূম অধিকারীরা পতনী জাখুক।

জমিদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সমিবেশ লক্ষ্যে আপত্তি করেন। একপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কল্পক্ষেত্রে এক প্রকার অব্যবহিত করিয়াছে ও সেই অর্থেই তদ্বিধা আসিতেছে; জমিদার, শতাব্দীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে : উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্প্রাপন করিতে গেলে হাটুই বৎসরের অতিরিক্ত কালের ক্ষতি ও পরামর্ভাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনামুসারে পতনী আইনের নীতি ও বাস্তব, যেভাবে আছে সেইভাবে দাঁকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আসিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমরা কহি যে পতনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাধিত করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুস্তক দরিদ্র এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ ডাল খত প্রকার পর আসার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিয়াছি। বিশেষবিসয় লক্ষ্যে আপত্তি করিবার সময় আমরা নাই। অতীতের মধ্যে যে সকল কমিটির অনিবেশন হইবে, তখন আমি সব সমল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রাখিল।

১৮৮৭ সাল ১৪ মার্চ।

জমিদার শাহা

প্রত্যক্ষ প্রত্যাশাবিহীন পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রাস্তা অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভাণ্ডারকার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন, যাঁদের ক্ষমতাবলি উত্তরাধিকার উত্তরাধিকার সম্প্রদায় সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিবে, এবং

(খ) ভাণ্ডারকার ভাণ্ডার ভূমিভোগকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তকমে এই আইনসমূহ যে নিয়ম প্রয়োগ করিলে তাহাতে উচ্ছেদ করা হইতে পারে সেই নিয়ম প্রয়োগ করিলেই উচ্ছেদের দাবী করিবে।

যে মখলীপত্রবিশিষ্ট রাস্তা অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে ভাণ্ডারকার সন্থা মধ্যস্থ সাধারণ মখলীপত্রবিশিষ্ট রাস্তা অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থা স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রাস্তা যদি ভূমির ব্যক্তিকে নিজ যোগে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূমিভোগকারী পূর্বে প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ জমী এতদ্রূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাপত্রের কাঁচার সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও মখলীপত্র উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীপত্রবিশিষ্ট যোগের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুযায় সাধারণ মখলীপত্রবিশিষ্ট যোগের অনুযায় হইতে প্রত্যক্ষ হইবে। এরূপে আমাদের মত অনাক্রম্য যদি একস্থলে জমীদারকে অগ্রসর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলে তাহাকে ঐ স্বত্ব বেওয়া উচিত যদি একস্থলে স্বত্বকে প্রজাপত্রের কাঁচার অনুযায় করা হয় রাস্তার উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় মখলীপত্রবিশিষ্ট উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একস্থলে প্রয়োগ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উপস্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রসর স্বত্ব মখলীপত্র আইনের শাখা। বেওয়ারের হস্তে পূর্বে প্রয়োগের স্বত্ব রাখা করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া গায়ে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমিভোগকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীপত্র খরিস করিতে পারে তাহার ক্ষমতা হইতে ভূমিভোগকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড আইন অনুসারে পূর্বে প্রয়োগের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানের লক্ষ্যবিশিষ্ট হইল।

একস্থলে শ্রমজীবী জেতা ভূমিভোগকারীকে যেমন ভরসাক অনুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষমতা দিতে সন্থা মধ্যস্থ সাধারণ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যেমন অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে মত এই হইবে, ভূমিভোগকারী উৎসাহিত হইবে।

যখনই ভূমিভোগকারী পূর্বে প্রয়োগের স্বত্ব অনুসারে কাঁচা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব থাকা করা হইবে।

যখনই কোন রাস্তা অবধারিত হারের যোগ বলিয়া আপন যোগ হস্তান্তর করিতে থাকে অথবা যদি ভূমিভোগকারী পূর্বে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রকীর্ণ পূর্বেই পূর্বে প্রয়োগের তর কার্যসম্পন্ন নই আটমের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূমিভোগকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাত আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেট না করার হস্তান্তরপ্রকীর্ণ অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য স্বত্ব ভোগের স্বত্ব আবার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পারিতেন এবং এই অধ্যায়ের কাঁচা মোকদ্দম পাট্টামীন মোতে অথবা যে সকল রাস্তার স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমিভোগকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অনুমান থাকা করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার চোকের উৎসাহ দেওয়া যে স্থানটির ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা হইতে পারিত।

২। ১ম অধ্যায়—কোণা বিলির নিয়ম।

কোণাবিলি সন্থা মধ্যস্থ কিরণ বন্ধ হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ের আমার মত বিচার।

কোণাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোণাবিলি সন্থা মধ্যস্থ বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে মখলীপত্রবিশিষ্ট রাস্তা কোণাবিলি করে তাহাকে ভাণ্ডারকাররূপে পরিণত করিলে ভূমিভোগকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

অর্থাৎ বিখ্যাত এই যে, কতটা সম্বলীকৃতবিশিষ্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে অতি সরিল্প শ্রেণী অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এই শ্রেণীকে উদ্ধারবারদ্বারা আনিবার আবশ্যিকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রাষ্ট্রকে পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মখলীকৃতবিশিষ্ট রাষ্ট্র হইতে বেনাম জম্ভাইয়া পড়িলে চাহাদাতা সে সেই সাগর হইতে উদ্ধার পাঠিতে পারে। যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ক্ষম অর্জন করতে পারে।

ইহা আইনমতঃ। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কোন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্কা বিলি পরিচালনা করিত না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা সরিল্প এবং এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাঠিবার জন্য ছাঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এবং এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন কলকাতাযবন্ধ হইতে কোর্কা পাঠিবার বিস্তারিত ক্ষমতাপ্রাপ্তি কার্য না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বিলি চালিতে থাকিবে।

কোর্কা পাঠিবারদ্বারা পক্ষে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এজন্য লীকে কোন না কোন রূপ উদ্ধারদ্বারা আনিতে হবে।

এবির লীকই এমনভাবে গবর্নমেন্টের গোচর আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। ২য় অধ্যায় — খাজানা বৃদ্ধি।

মিলেট কমিটির নিকট বিশেষভাবে জানা যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অঙ্গুরী বৃদ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বাধিকারের উপর টাকার ভরজানা পর্যন্ত বৃদ্ধিত খাজানা প্রদানের জন্য ভূমিধারী প্রকার সহিত যতও বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

অতিরিক্ত যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রকার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিত শক্তি বৃদ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীভাবে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমীদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বৃদ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূর্বে খাজানার বিধানের অধিক না হয়।

উদ্ধারপূর্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উত্তর স্থানেই বৃদ্ধিত খাজানা মূল্য বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা বৃদ্ধি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

জমীদার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাগর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, জমীদার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যেহেতু খাজানার নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এবং কাঁচনবস্ত্রঃ আনিবারের সাহায্য খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্বিভাগ স্থানের উপর লভ করা খাজানা টাকার পয়সা বৃদ্ধি হইবে না এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শত ভরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয় তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থানে পঞ্চমাংশের সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আর অধিক করি অষ্টমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্তমান আইনের অংশে অনেক সহজ বাণী হইয়াছে কিন্তু আবার দিলীপতবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব সকলই এত কথা আবার করায় খাজানা বৃদ্ধির সীমা পরিচালনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সত্তোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটির অধিকাল লভা খাজানা বৃদ্ধির উপর যে বাধা জরুরি নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যিক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই পরিচালনা লইতে হইবে যে, যে প্রকারগত যেহেতু ভোগ করিবার পদ্ধতি দ্বারা প্রদেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ভিক্ষা পাঠিতে পারেন তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যরাসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে সীকৃত হইবে।

প্রজা ও অসম্মান নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অসম্মানিত উৎকৃষ্টতর বাধা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের অন্যতরাদ্বারা আদালতে পাঠিবার দেরি আনিবে রাজনীতি অনুশীলন করি না।

উদ্ভাণুর্ভূত খাজানা রুজিডলে কেবল এই কথা বলার আশংকা ছিল যে চুক্তিবদ্ধ খাজানা রুজি রেজিষ্টরী করা করারণের দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে এখা ভাণ্ডারে স্বীকৃত হইতে গিয়া আধীনভাবে কাঁচা করিয়াছে ।

মোট চাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল । সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত ।

উক্ত ফলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করায় ভূমিকারী ঠাণ্ডার যত পাওনা তাহার এক কড়া ও আশায় করিয়া লইতে চাহিতেন না । আমরা বুঝা করিবার কোন পথ রাখি নাই ।

এখানে কহিবার প্রতি প্রতিষ্ঠানের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোজ্য ভোগ করণ হেতুক খাজানা রুজির যে বৈজ্ঞানিক নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইব মন্থন কেবল মাত্র আশ্রয়ই অভিপ্রায় ছিল । কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আশ্রয়ের বিবেচনা উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত ।

ক্রমে ক্রমে পঁচিশ বৎসর পরিমাণ খাজানা রুজি করিয়া নিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে । এ উক্ত বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ এখন না করাট উচিত ছিল ।

১১. ৮ম অধ্যায়.—সম্মতি স্বত্ববিশিষ্ট দ্বারতদ্বিগের অবধারিত কারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা ।

১২ ধারা. (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাষ্ট্রের খাজানা পরিবর্তিত হয়
১৩ " (২) } নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সেই খাজানার সেই রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করিবার
১৪ " (৩) } পারিবে প্রথমটীর এই স্বত্ব ।

বিশেষতঃ মধ্য এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রাষ্ট্র যোকক্ষমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বেল ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে ।

চতুর্থী ধারা এই নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাতে প্রযোজ্য ।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এ সকল দ্বারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে যোগ্য ছিল তাহা হইতে আমার জিহ্বাত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যোগ্যকর পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংক্ষেপিত হইয়াছে ।

নবমীতে এই বিষয় বাণেশ্বরীয়ার সময় ১৮৬৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তাৎপর্যবশতঃ এষ্টটুকু যুক্তি বা বোঝা করা হয় নাই । উক্ত দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অবিজ্ঞতা হইয়াছে : এ চুক্তির প্রভাবের দেওয়া হয় নাই । এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে যত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই ।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উক্ত রাষ্ট্রের প্রকার এই যে উক্ত বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তন করিয়া কহিলে প্রস্তুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রাষ্ট্রকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকারীরা পক্ষে যত কঠিন তাহা যত শক্ত অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন ।

১০ ধারা মোটীয়াসিলাস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুগত্যিক আইনাবলীর কথাই এখন অভিপ্রায় ছিল না যে যৌক্তিকতার ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় কারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে ।

১১ নীতিবিশিষ্ট দ্বারতদ্বিগের মধ্যে কোন কোন যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, এই সকল আইনের এখনও একপা অতিক্রান্ত হইয়াছে ।

১৮৬৯ সালের ১০ আইন সম্মতিস্বত্ববিশিষ্ট দ্বারতদ্বিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটি ভৌমিক ক্ষতি দ্বারা অধীকারদ্বিগের ভূমিকার স্বত্ব উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রতদ্বিগের চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করিয়া ভূমিকারীকে আদালত আদালত মন্থনে বৎসরিক বিনামূলী কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়াছে ।

১১ নীতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রের পরিবর্তে যে কখনও কল্পিত পূর্ববর্তী ১০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইজন্য প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাচারী ভ্রমশ্রুতি তখন স্বত্ব অবধারিত হইয়াছে ।

১২ ধিকার আক্রান্ত পরোক্ষনীতি, ভিত্তিতে এ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং উক্ত অর্জনে দ্বারা দেওয়া অনুমানের স্বার্থ, অতএব উক্ত অধিকার আক্রান্ত রাষ্ট্রবিশিষ্ট সহিবেশিত করায়, উক্তরা রাষ্ট্রেরই বিশেষ অধিকার হইতেছে । ইহাতে ভ্রমশ্রুতি বিবাক গাঁথিতেছে ।

১৩ নীতি ১৮৬৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা প্রতিষ্ঠার সঙ্গত হয় নাচ স্বীকার করিলেন বর্তমান আইনের তাহা শেল দ্বারা যে সকল স্বত্ব অপ্রাপ্য তাহা উচ্ছেদ করাও অসম্ভব ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি ।

১৪ সকল রাষ্ট্র এক্ষণে স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অধিকার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগ্য চলিবে, এক্ষণেই নতুন যোকক্ষমা প্রদত্ত করিবার ২০ বৎসর পূর্ণ হইতে লগে । আমার বিনীত ভাবে মনেবল এই যে যদি কমিটী আমায় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রাষ্ট্র অবধারিত হারে ভূমি

আমাদের যত দূর বিবিস্তর করা উচিত তাহা এইরূপে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এককরণ বিধিভঙ্গ করান যাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা
দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবশ্যিক ও অনাবশ্যিকীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া
ও ঠিক জাতি।

বর্তমান আইনেই তৎসকল বিধান ভূমিভোগীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর মনোহর অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়াত পাল্পর দেওয়া আর আবশ্যিক হইল না তখন রায়ত যাকরে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের নিষিদ্ধ এককরণ ও তাহা বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অশরিতাভিত্তিক থাকিলে আমানত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রাতিত হইয়া যাইবে ও ক্ষমতা
সারেরা উচ্চর যাবৎ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুসাদ্দেপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান লোপাৎকর করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুলের অপসাদা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রকৃত সংক্রান্ত প্রবরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৪। ১ম অধ্যায়। যোতের অধস্তন বিভাগ।

পারুলিপিতে বলে যে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্যাই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমিভোগীর বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের অগ্রকৃতের মধ্যে ছিল না, অত্যা স্থলে আনা-
লত ভূমিভোগের স্বত্ব দখলী ভূমিভোগীর ইচ্ছার বিকল্পে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অসিদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
একদমের প্রতি দ্বিধা এই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে।

কোনই জেলায় ইহা একটা অবশ্যিক হইয়াছে, আইনবিকল্প হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিকল্প হইলে ও দেশাচারক্রমে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন।

একদম পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমিভোগীর বিকল্পে হইলে আইনবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূমিভোগীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কাষা ভূমিভোগীর বিকল্পে অসিদ্ধ এবং তাহার নিষেধের
বিকল্পে নিষিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে মেন একটি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে একদম গবর্ণমেন্ট যে
কার্যপ্রণালীর নিষিদ্ধ করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূমিভোগীর বিকল্পে অসিদ্ধ ও রায়তের বিকল্পে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূমিভোগীর বিকল্পে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হস্তান্তর সে অর্জেক যুলো
তাহার যোতের একই খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমিভোগীর ও রায়ত উভয়েরই বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূমিভোগীর এককরণ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অসম্মতি দেওয়া।

ভূমিভোগীর ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেসকল শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। এককরণ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটি অত্যন্ত কার্যকর। লিখা আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিলম্ব করিয়াছিলাম।

১। ১ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমিভোগীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিধান নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া নিবারণ আঞ্জা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় বেতন আছে তদনুসারে মহালের অধাবন্দী স্থির বা নিষেধ করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জমা ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুকিই ভূমিভোগীর খাজানা হ্রাস করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূমিভোগীর খাজানা হ্রাস করা দরখাস্ত করেন ও হ্রাস অনুমতি হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

৩। যেহেতু ভূমিাদিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেহেতু কিয়ৎসংখ্যক রায়ভেদে অগুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ভেদ রায়ভেদের পক্ষ নহে এক্ষণে সকল রায়ভেদে খাজানা রক্ষা করিতে নয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না কর, পনের বৎসর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়ভেদে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহা এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ভেদ দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়ভেদের যেসকল সত্ত্ব নষ্ট তাঁহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাগাদিগকে প্ররোচিত দিবে। ইহার এতক শুদ্ধ হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাক; উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূমিাদিকারী খাজানা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভেদের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়ভেদের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। মনে একটি অভ্যস্ত প্রয়োজনীয় অমায় নামাবিধি অভিচারের যত্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যেবিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসায়ের পক্ষে এবং রায়ভেদের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অমুদ্রণে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়যুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী খাজানার দায়িত্ব করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওমা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আগল স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়ভেদে তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, দোকন দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামদ্বারা করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ফেডার কাছের কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, তৎক্ষণাতঃ জন্য দায় হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একমংশে বর্ত্তিবে না; ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যিক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাঁহার বাজার সমুদয়ের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূল্যে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিশয়ক পাতুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিনেটের কমিটির অধিকাংশ

সভার সিদ্ধান্তবশতঃ ভিন্নমতের সংকলন।

পাতুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিনেট কমিটির অধিকাংশ সভার দ্বারা স্বীকৃত সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আবার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিশেষভাবে কায়কর্তা বিষয় প্রচার স্বার্থ উপযুক্তরূপে চুক্তি করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাতুলিপিতে খাজানার ক্ষির একটি সূচিকা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন হইবার সুব্যবস্থার প্রচারণার আশঙ্কিত ছিল তাহাও পত্রিতে কেবলমাত্র প্রস্তাব করিয়া আরও সুবিধা করিয়াছে। ভূমিধিকারীর অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (খ) ধারার শাসনসীমার ভুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাও বৈধ শাসনাবলীর প্রচলিত কার্য অনুসরণে এমন এই কথা খাজানার ক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে। এতে বাসেদী গ্রহণের ক্ষির অন্য রায়তঃ যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিধিকারী বড় খাজনার মতো করদান কার্যের কোন সীমা নির্দেশ করা হয় না, বাসেদী রায়তের সম্বন্ধেও ভূমিধিকারী পূর্ণতন খাজনার ন্যায়তঃ পূর্ণিমা টাকা চুক্তি দান করিয়া পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা চুক্তির যতদূর পর্যন্ত খাজানা চুক্তি দিতে পারে তাহাও বৈধ সীমা পূরণে খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিধি শক্তি এই সকল ধারায় ভূমিধিকারীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম রাখা হইয়াছে। কারণ, চুক্তি বৈধ নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূমিধিকারীর কাছে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল পৌত্র বিলি করিবার সময় অবশেষে বড় ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোঝা হইতেছে কোন সীমার উপর কোনও বাঁধা পড়িবে, এবং এই কার্য দ্বারা যে খেল লুট বসান রাষ্ট্রবিশেষেরই খাজানা সম্বন্ধে করিবে এমন নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় দ্বারা এই খাজনা নিয়মিত হইবে। এই কারণে বসতঃ প্রচলিত চুক্তি খাজানা চুক্তির কাগজ লিখা রাখায় ভবিষ্যতে বিবক্ষণ বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাতুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নাই।

এইরূপ আবার বিবেচনায় দেখিলে ভূমিধিকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাজানা মুদ্রা রাখা খাজানার পরিণত করিবার প্রবেশন করিলে যেখানে প্রচার স্বার্থ ১০ ধারার উপযুক্তরূপে চুক্তি হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান লক্ষ্য করিলে তাহা কোন স্বাভাবিক ন্যায় খাজানা ভূমিধিকারীর পথকর নির্দেশ দেওঁতে যে খাজানার উত্তম আছে তাহা প্রমাণ করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিধিকারী দশ বছর পরিয়া যে খাজানা লইবে তাহাও বৈধ সীমা পূরণে খাজানা পরিমাণ মুদ্রা রাখা খাজানা চুক্তি হয়, তাহা হইলে ভূমিধিকারীর সমস্ত চুক্তি প্রজ্ঞা প্রচলন করে এবং বৈধতা তাহা চুক্তি বৈধতা বৈধতা দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাতুলিপি প্রচলন করেন ও বস্তুবিশেষের গণনা দ্বারা যে পাতুলিপি প্রণয় করেন, তাহাতে একপাশে বিচার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার শেষতম পরিচালনা করণ বিষয়ক পাতুলিপির ৯৬ ধারায় যেভাবে কথা বলা করা হইয়াছে, তাহাতে অশ্রাব্যতার দ্বারা বিলক্ষণরূপে উল্লিখিত হইবে। যখন রায়ত পরিচালনা করিতে এই ক্ষেত্রে প্রচলিত চুক্তির বোধ হইতে চুক্তি করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যোগদান করিয়া পরিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যদি এই ধারার কোন প্রযোজন থাকে, তবে উহার কাগজের খসড়া প্রচলন, রায়তের দখল প্রাপ্তি পুনঃ প্রাপ্তি রাখা কর্তব্য। দখলীপত্রবিশিষ্ট দোহে উহা বিচার করা হয়। অসম্পন্নতা করণ নাহি, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে বক্রের ক্ষমতা দ্বারা ভূমিধিকারী খাজানা সম্পূর্ণরূপে চুক্তি হইয়াছে।

১৮৭৩ সালে ১২ মার্চ।

এচ. জি. ব্রেনল্যান্ড।

১৮৭৩ সালে ১২ মার্চ।
যদি প্রচলিত প্রজ্ঞা প্রচলন করে যে, "বাইতেরা" কখনো কখনো যে খসড়া বিচার করে সেই খসড়া দ্বারা প্রচলন করা যাবে এবং যেটি উৎপাদিত আনুমানিক বাকী বার্ষিক মুদ্রা বক্রের, বক্রিত খাজানা কোন স্থলে তাহার শক্তিবিশেষের অধিক হইবে না।

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীর প্রত্যাশ্ববিধায়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কমিটীর অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে চিরমোক্ষকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমাদের ভিত্তমত এই প্রথম যে মূল্যে স্থাপন করিতে চাই সে, বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র ও ক্ষান্ত
আইন এক্ষণে যেকণ্ঠে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন- উদ্বোধন দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর মনোবলজনক ভিত্তির উপর
নীর ২১ প্রকাশ্য। স্থাপিত হইয়াছে না এবং ইচ্ছা হইতে চলে যত্ন করিতে সক্ষম এবং সজ্জিত-
পর্যায়কদের হস্তে জমির চাষকাণ্ডে বণ্টিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চার, বিপুল-
তার সঞ্চয়রূপ রক্ষি ও কেন কৃষিকাণ্ডা সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উদ্ভিতি বিষয়ে সফলতা হইবে না। আর যে
অভিসায়েই লড় হাটিংয়ে সাফেবেরমত এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যত প্রতিনিয়ম করা যাম
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইরূপ অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না একপক্ষে, ইচ্ছা হইতে বঙ্গদেশের প্রাচীন যোগাচার
ও বস্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে মূল্য পথে যাঁতে হই
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন- তেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার যশতাঃ এক
নীর ২১ প্রকাশ্য। প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শবিহীন হইয়া বহিরা নিন্দা করিয়াছেন।

ভূমিস্বিকারী ও প্রত্যাশ্ববিধায়ক বস্ত্তমত আইন কিং মূলমন্ত্রে অবলম্বন করিয়া গদ্যযোঁতে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
মতেন ইচ্ছা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি, অভিপ্রায় ও হেতুগুণে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যথাসম্ভার
সকালের নিকট পাঠানো হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১৭ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
অধিকার করা যায়, তথাপি কোনও এক প্রকার বিষয়ে উহা এতদূর বিফল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিকোঁটিভাব
অভ্যুজ্জ্বল্যে প্রবৃত্তদের দ্বায়ে খাফান, লগণ হইয়াছে ও জমানারের কর্তৃক যোগাচার হইয়াছে, এবং পূর্ন বোঁজান
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাঁতে পারেন না, এবং আপন
বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রায়চন্দ্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আদায় হতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

ঐহিক চলবার সাধের সংগ্রহ বলেন, ১৮৮২ সালের ১৭ আইনের কল প্রকৃত প্রস্তাবে সংগ্রহ হইয়াছে
ইচ্ছা যদি দেখান যাঁতে পারে। কিন্তু আমি বেচার সঙ্কল্পে নির্ভরসংকল্পে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এখানে বিশেষ কথিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইচ্ছা কোন প্রাণ দেওয়া হয় না। তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বহিরা, দেখা যায়, আমি পূর্বে বহিরা, সেই উদ্দেশ্য সাধনাই
যে না যাঁ উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিস্বিকারী বা রায়চন্দ্র উৎসাহে কোন আশঙ্কি করিতে পারতেন না
এবং জমিদারদের নাম আদায়মন্ত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আশঙ্কি উপস্থিত হইয়াছে
ইচ্ছা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে
ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবে
প্রকরণ পরাম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংকল্পিত আইন প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সভাপটে, ভাবচরমীর গদ্যযোঁতে এমন কথা কখন বলেন না
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীদেরকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ত্ব বহুভিত্তি করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিত
নিষ্কাশ করিয়া ছন যে, চিরন্তনী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীদেরকে সেই নিষ্কারিত স্বত্ত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্ত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিশেষ
হইলে, কাগজঃ এই নির্দেশ বাধ্য করি হইবে।

কতিপুত্র না দিয়া এক প্রণীতে উদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্ত্ব বহুভিত্তি করিয়া অন্য প্রণীতে সেই স্বত্ত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য একদা বাবদা আদায় বিবেচনায় অন্যান্য ভাবেই বিধিবিধি হয় না, এবং আমি বিবেচনা করি
যে একদা বাবদা কখনও বিধিবিধি হইবার সম্ভাবনা নাই। একদা মত হইলেও কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সময়সময় করিয়াছেন, কিন্তু ভাবচরমী এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে একদা কোন মতের কথা শুনি যায়
নাই এবং হইলেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এদিকে বিলম্ব মতেন আছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভাবচরমীর গদ্যযোঁতে যদিও একথা কখনও সরাসরী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরন্তনী বন্দোবস্ত রচিত করিতে চাহেন; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বহিরাছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন প্রণীরান্ধুরিত বা হুঁর উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
তিনি উক্ত বাবদা পদের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিতে যত অন্তর্যাস
অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বভূমস্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও ভুল জন্ম নাই।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গদ্যযোঁতে মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেহেতু সুদীর্ঘসূত্রে বাবদা পদ কাঁচা করি বলিয়া অনুমান হয়,
সাক্ষাৎসম্মুখে সেই হুঁত্রেই বিকল্প। আমি যে ভাবে উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের ভিত্তি
বঙ্গদেশের গদ্যযোঁতে এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বহুভিত্তি ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র প্রদত্ত আছে, তাহাতে কানার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির আঁখ থাকে তাহার সঙ্গেই সংক্ষেপে অবস্থান ও অসম্মত অংশে পাইবে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনাদের পক্ষে ইতিহাস খাতির ভাল ওখানি এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথাই উপর অধিক বিচার করে। এমনকি তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে ঐতিহাসিক ভর বনোযোগ নিরূপিত। ”

কমিশনারস্বরূপ আমাদের অতীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত স্পর্শ করিয়া নির্দিষ্ট ও বাবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় সেম দুষ্টিমা করিয়া জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়। লইয়াছেন যে আমাদের অতীত ও আমি অনুমান করি রায়চন্দ্রের অতীত, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজাটিকার সম্প্রতি দুই হইয়। গুড়রাং এই সকল অতীত সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অজ্ঞান কবিত হই, তজ্জন্য একটা প্রস্তাব করা উচিত যাহা ভারতবর্ষের গণপন্থেটের অতীত ঐতিহাসিকভাবে প্রদীত মতে কোন বর্তমান স্থায়ী গবর্নমেন্টের ক্ষমতাসূচী প্রদীত। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তিনি কেহই যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং কমিশনারদের নির্দ্ধারিত অতীত অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা কমিশনারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অতীত অধিক আঁখ আছে, আমরা তক্রূপ এক প্রতীতি; এবং অতীতঃ আমাদের অতীতঃ কেবল যে সম্প্রতিগণে অনুমান লওয়া উচিত এবং এতৎকরণ করাও উচিত

কেহই বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহুর্তের জন্যই স্বীকার করি না, যে ভূখণ্ডিকারীর অতীত জনসাধারণের আঁখের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ণক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূখণ্ডিকারীদিগকে “ উপস্থাপন আঁখ পুরন ” দিয়া তাহারিগকে অতীত ভাগ করিবার আঁখ করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গণ পন্থেটের মাগের যে পত্রে ভূখণ্ডিকারীদের অতীত সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেটে কমিশনার বিবেচনা করে বিবেচনাকৃতঃ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্রে যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানে ফল বলিয়া উক্ত কমিশনার সমুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীক ওজিৎ মাগের যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ লিপিতে এ বিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা কমিশনারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে দায়িত্ব বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশনারের হস্ত হইতে যখন বহির্ভূত হইয়াছে তদনন্তর বর্তমান কমিশনারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আঁখ করিয়াছেন। যেহেতু ও বঙ্গদেশের আঁখ প্রত্যেক জিলার সভ্য হইয়াছিল। এই সমস্ত সভ্যের পাণ্ডুলিপির দৃষ্টান্তক প্রকরণগুলির উপর যোয়া রাঁপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেণাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুঁজিও আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গণ মাগী মাগে যখন বাঁজা শিবপ্রসাদ মস্ত্রিসভার বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবিধি হইলে লোনের বিধান ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূখণ্ডিকারীদের বনেরভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যাক করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীঅতীতলিপিতে রায়চন্দ্রের সহিত যেদিন কোন স্থান কমিশনার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনই তাহাদিগকে দখলীঅতীত দিবার প্রস্তাব, কমিশনারদিগকে তুল্য স্থান দিবার আঁখ না দিয়া স্থায়ী স্থায়ী চাকির অতীত সম্বন্ধে রায়চন্দ্রের অতীতঃ প্রদত্ত এইবার নিষেধাত্মক নিষম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূখণ্ডিকারীকে খাজনা রক্তির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়াও পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টকা খাজনা রক্তির উর্দ্ধনীমা করিবার প্রস্তাব। এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ মন্ত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে আঁখ হইতেছে প্রকরণ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত অতীত অতীত করা হইতেছে, জমীদারদের নিষ্পত্তি এইরূপ জ্ঞান হইতে। একটি প্রতীতি বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও দেশাচার জমীদারেরা জীজিনতা যাহার দীর ভারতবর্ষের প্রস্তাবের মধ্যে অতীতঃ রক্তিতক এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রস্তাব স্থাপন করিয়া তাহাঃ সর্বদা দেখান করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষ গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত অতীত বন্ধিত করিতে কিম্বা তাহাদের আঁখ দিরা হইতে চাইবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অতীতঃ যাহা হইত আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সম্বন্ধি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমীদারদের অতীতঃ আঁখ হইতে। ইহাতে তাহাদের এইরূপ বিধান হইতে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গণ পন্থেটের মাগের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পক্ষে জমীদারদের অতীতঃ সম্পূর্ণরূপে অনুমান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি আঁখা করিতে চাই, জমীদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা এইরূপ বাহ্যিকের যোধ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে যে রূপ অর্থগুরু ও নিষেধ স্থানা জ্ঞান করেন তাহাঃ কি বাস্তবিক এইরূপ অর্থগুরু ও নিষেধ স্থানা যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রস্তাব দেখাষ্টার রক্তিত কোয়ার্টার আঁখাদের মিতকি এমন কোন চিত্রিত্তি বিসয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ দ্রোহ ও অসুখ কোন দৃষ্টিভঙ্গি ঘটানো দিবরণ আছে কি বাহ্যতে দেখান যায় যে সমসীয়াভূমি রাহতদের প্রতি এই অসুখের দ্রোহ থাকে, যে উচ্ছন্ন প্রজাদের বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত জমা কতিপূরণ দিবরণ যত গ্রহণ করা নায়াসুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের গণকে সম্পূর্ণরূপে সূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার। ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বঙ্গগত। ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহাওর প্রভিযোগিতার অভ্যুত্থানে প্রজাণা গ্রহণ ও অসুখের এক সাধারণ, যে উচ্ছন্ন ভূমিদের অসুখ নয় করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা ইচ্ছা, কিন্তু বঙ্গদেশের গর্নমেন্টের উল্লিখিতপরে যে রূপ ধর্মঃ
আছে, অমিদারেরা বাস্তবিক সেটরূপ অত্যাচারী ইহা দেখা'বার স্থিতিরীতি গটিক বিনয় প্রাণ বা একেবারে
প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এখন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাতে দেখা যায়
যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমিতে গ্রামজনের সমলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে সে সমুদয়
চাল করিতেন তদ্বির কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

শিল্পী কবিতার বস্তু হতে প্রত্যাবর্তিত পাণ্ডুনিধি যে আকারে বাহির হইয়াছে তাৎক্ষণিক যের বিষয়ে
আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, একদে তিব্বত সঙ্গীতের অধিকতর বিচারিত করিয়া লেইত বিধর লিপিও করিত নাহি।

ଚିତ୍ରହାସୀ ବ୍ୟଙ୍ଗାବଳୀ ।

খানাদা সংক্রান্ত গাণ্ডুলিপিগুলির বাসানুবাদে আ ট্রস সরকারী কাগজপত্রে একটা মিরত প্রকাশ আঁটছে। চিরতাবী বন্দোবস্তের সময়ে অসিদ্ধাঙ্গিকে বা রায়তঙ্গিকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূৰ্ণক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণগণ্যের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে কনৌজ ও রায়ত ও গণগণ্যেরই সম্মত হইবে একমত। এখনে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে চাইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কোন কর্তব্য করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরতাবী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাঁহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে কনৌজের রাষ্ট্রতত্ত্ব লগে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ স্বত্ব কাম্পনী করে বা বাধ ছাড়া কেবল গাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে ত্রিহাসী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে কলীদাস জেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইহাও যত্নে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খাণ্ডি সম্বন্ধে অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সত্ৰাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময়ে দিগাহিলাস। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাওর রাজবংশকে ও অন্যখান হারিতপুর রাজবংশকে বেস; ইহা ইহাও স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনও স্বাধীন বংশ কেবল যে ত্রিহাসী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এতখান নাহি। হারিতপুরের কোন খানে ইন্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরঞ্জীবী বন্দোবস্তরূপে কমোনারদের ৬টি সের স্বত্ব প্রদান হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিবরণের আইন হইবে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অংশটি এই রূপে। -

‘মহাসভা’দ্বিষ্ট ক্রীড় গবেষণা জেনারেল সাহেব স্বাধীনতা দিবসকে ‘মহান তাজুন্নাহ’ দিবসে ও জুনির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিনকে এই সংগ্রাম দিবসে রূপ দিয়ে তাঁহাকে যে অর্থ দিতে করার কল্পনা ছিলেন, তাঁহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহাকে ঐ ঐতিহাসিকের ওয়াকিফান ও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপন মতামত প্রকাশ দিয়া সিরকান ভোগনথল করিতে পারিবেন। ক্রীড় গবেষণা জেনারেল সাহেব আশা করেন যে জুনির ঐতিহাসিক সন্মতি প্রাপ্তি দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে হইল জাহা নুসিয়া এইরূপ মিলন হইবে আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে এই ভাবে করিতে বড় করিবেন যে নিজের উক্ত ঐতিহাসিক সন্মতি প্রাপ্তি হইলে ফলভবন দিলেই জাহা করিবেন। বিলম্ব বা অসুবিধা করিয়া মিষ্টি সময়ে তাহা দেওয়া ও আশান্বিত সন্মতি তাজুন্নাহ ও বাহরতের প্রতি লক্ষ্যতা ও মমতা সহকারে বাবদার করা জাহা হইবে। সন্মতি সময়ে বিভাগ কর্তৃক করা এবং একমত লক্ষ্যতা জাহা গোল, জাহা হইতে জাহা যে উপকার প্রাপ্ত হইবে ও জাহা এই সকল কর বা ঐতিহাসিক করা। জাহা দের নতুন স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

সার জন শোর সাংস্বে কাপড়ার মদ্যলিপিতে এইরূপ নিদিষ্ট হইল।—

“আমি জমীন্দারসমূহকে জু'র মাফিক বা খাসী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি হয়, এবং আইনমতে উত্তরাধিকারী থাকিলে, তাঁহা নাথাকিলে তাঁহাদেরকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন বা কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে জু'র লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এবং মূল দত্ত হইতে ইচ্ছা, এবং আশ্রয় দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই অধিকারমতে জমীন্দারেরা কার্য্য করিতে ন।”

চিরকাণ্ডী বাম্পোবস্ত্রের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস এ মার জন শোরেস এইজ্ঞা মত, এবং তাঁহার। উভয়েই পৃষ্ঠা সহকারে জমীদার দপ্তকে "ভূমির মালিক" বলেন। আবার যে সে লোক মত, পিট সাহেবও কই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গে'র্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি জিযুত ডগলাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পণ দিিয়া বলেন।

“অবি ইবা” নিত্য জীবনায়ত্ত বিবেচনা করিলাহে, যে, তাঁর সব কষ্টেরই হইবে এই বাবস্থা। উচ্চ ১ হওয়া উচিত, আর ৩৫৭
জরুর ও বিবাহীয় বাবস্থার চুক্তির বিবেচনা করিলে শিট লাইনকে জায়াব অংশী স্বাক্ষর যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি
৩৫৫ জায়াব সহিত টম্বলডেমে দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে ৩৫৬-

* মানচিত্রের মধ্যাঙ্কার স্থানে এই খণ্ড সমন্বয় পাওয়া যায় নাই।

কাংগাল চালাস প্রাণ্ট সাংঘের আদ্যদের সঙ্গে ছিলেন। সুদূর বিহর পুষ্কাসুপুষ্করণে যথোপযোগীকৃত বিবেচনা করিয়া নিউ সাংঘের সম্পূর্ণরূপে আদ্যদিগের সহিত একমত হইলেন, যেহিহা আদ্যদিগের সঙ্গেই হইল। এই নিষিদ্ধ আদ্যদের বেরণ ধারণা হই হইল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইয়া।

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাঁহাদিগকে যেহ স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
ছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহারা যেহ স্বত্বভোগ করিত, সেইহ স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাঁহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহার। আপন। যোত হস্তান্তর
করিতে পারিত না, এবং আংশে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, অধিদারদের সম্মতি বিনা অবধাণিত হারে
রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাইল, গম ও অন্য শস্তা শস্য খাদ্যকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া
সংজ্ঞাতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহা মূল্য দ্বারা বাজার হার নির্দিষ্ট হইত।

আমি এক্ষণে এই বিষয়ে আর আর শোয়ের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ আমা আছে যে, রায়তের বহুগল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাগি হয় ও তাহা দখলি উঠাইয়া
দেওয়া যায়তে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বভোগে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিবা বন্ধক দিবার অধিকার লাগি হয় না, সুতরাং এই পরি-
মানে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে ভিন্ন। বৎসরান্তে রাজার অধীন অধ্যাপ্য স্বত্বের দ্বারা এই স্বত্ব অক্ষিপ্ত। অধিদার-
দের দ্বারা জোর করিয়া হস্তান্তর লাগি গেলে রায়তদের দ্বারা এই স্বত্ব চাহিবার স্বত্বভোগে তাঁহারা কার্য করিয়াছেন। ভূমির
মালিক কেবল অধিদারদের প্রতি দায়বদ্ধ, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তের। এই স্বত্ব ভূমিীর দ্বারা প্রাপ্ত
না হইলে, রায়তের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিল য বিধি লঙ্ঘন করিয়া অনার খাদ্যের। প্রদান করা হয়, তাহার ভূমির খাদ্যের। আমা দ্বারা দখল
নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং কোন জিল য প্রত্যেক প্রদেশে স্বত্ব হার আছে। ইহা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধারণ। এই সকল হার ধার।
কোমলভূমিতে বৎসবে দুই কল, কোন ভূমিতে তিন কল হয়। তুতগাছ, পাট, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতর লাভ জনক
প্রদ। হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য হ্রাস হয়। এই সকল হার ভূমি খাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং
ভোক্তার মূল্যের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসনের উপর আরও বার বার বোণ করা হয়, পরে মূল্য
নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ যাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেন হইয়াছে। অধিদার করা গেলে সাধারণতঃ
কিঞ্চিৎ হ্রাস সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শস্যের
এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহা, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান
উৎপন্ন প্রবোধ মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।
তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবাবিহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটাক্যালের উল্লেখ করিতেছি।
ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা
হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার বক্ত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের। অধিদারদিগকে ভূমিতে মালিকী-
স্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূমিীর স্থিতি করিয়াছি, আদি তাঁহাদের লক্ষ্য যদি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি
বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে স্থিতি করা একটী বিষয়জ্ঞাতি হইয়াছে ও তাঁহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্থিতি
করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূমিী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আদি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণান্তর যে সকল
মালিকী স্বত্ব দিবার অধিকার ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি।
পূর্বে হইতে অন্যের যে স্বত্ব ছিল, আমাদের দ্বারা লষ্ট ভূমিীর দিগে দিবার নিষিদ্ধ সেই স্বত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের
ছিল না। বাহ্য পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনমতে বা ন্যায়রূপে দিতে আমাদের অধিকার ছিল না।
কিন্তু তাঁহাদের অধিদারের অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম।
এবং আদি বন্দোবস্তের দ্বারা অন্যের স্বত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আদি সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম
এই রূপ করিতে পুরাতন চাষীমালিক ও দখলীদারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ও
বাধ্য ও যদিও ইহা রক্ষা না করিতে আমাদের আপন। আপন। লক্ষ্য হওয়া উচিত। তথাপি আমাদের এই ভূমিীর নিজ
সম্মতি বিনা যে ভূমি নির্দেশ করা দিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূমিী পরস্পর যে
নির্যয় করিয়াছেন, সেই নির্যয় করিয়া আমাদের মনোবৃত্ত অন্য নির্যয় নির্দেশ করিবার নিষিদ্ধ তাঁহাদের মধ্যবর্তী হইতে
আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূমিীকে তাঁহার সুদূর স্যায় স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন
ভূমিী দিগকে স্থিতি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের লক্ষ্যে কিংবদন্ত পাটনার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ
অভিপ্রায় থাক। সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূমিী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্বস্বত্ব বিদ্যমান
হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূমিী হইবেন ও তাঁহাদের ভূমিী থাকি উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বভোগ করিবার অধিকার, অর্থাৎ
আইনমত অধিদার আমাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্ব কিছুই আমরা ভূমিী দিগকে দিই নাই; এবং আমাদের স্থিতি ভূমিী-
দের বিক্রেতা পুরাতন ভূমিী দিগকে ও স্বত্বভোগভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইন প্রতি এই রূপ বিধানের প্রায় সম্বন্ধে চাই মোটের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাংঘের ও গবর্ণ-
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কমিটারীদের এবং দেশের প্রধান আইন বাবসারীদের সহিত আলোচনা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে যেহ প্রকৃত স্থিতির বিবরণ, তদ্রূপ এই
বিবরণেও বিশেষরূপ সন্ধান লাগি দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অধিদারদের একটী প্রধান দীর্ঘস্থায়ী স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্টত পাওয়া যায়তে পারে, সিলেই কমিটার তাহা পাওয়া
সিদ্ধান্ত আশঙ্ক্য ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও আলোচনা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—ভাস্কর্যাদির সম্বন্ধীয় বিধি।

ভাস্কর্যাদির স্মারতি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশপাত্রের নিমিত্ত। প্রকৃত ভাস্কর্য-স্মারতের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আশি কাল বিশেষ প্রয়োজন নৈব। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরি-
বাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অথবা আপনাদেব স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।
ভাস্কর ও পেটীও ভাস্কর সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান সীমিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করণ আশি বৃষ্টিতে
পারিত্যক্ত; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায়্যতা স্থিতিতে পারিতোষিত না। আশির
মতে সমস্ত ভূমির অধ্যায়টি মূতন করিয়া দেখা উচিত, ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান অথতাকারে রাখা উচিত,
এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাথমিক বিধানগুলি শুণ্ড তুলিয়া লওয়া উচিত।
মহলীস্বত্ববিধিতে কোন কোন রাষ্ট্রকে (অর্থাৎ যাহার পেটী দিলকরে ও যাহাদের মধ্যে এককত
বিষয় অধিক অমী থাকে তাহা নগরকে) ভাস্কর্যাদির নামে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষরূপে উন্নীত করার, আশির
নামের সহযোগীর বিস্তারিত বাধ্যমানতা মূল ব্যবস্থা খটিত পরিবর্তনের জন্য্যাতা অভ্যস্ত হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রাষ্ট্রেরা অব্যাহিত হাণ্ডে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের মূতন কর নির্ধারণ অবধি যাহা খাজানা আদায়ের সুবিধা করা তুম্যধিকারীরা যত
কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিরপেক্ষে খাজনার হ্রাস সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া
জমীদারদের তুম্যধিকারীরা যত কেন অভ্যাবশ্যকী আশ কলন না, আশি লিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গালের
জমীদারেরা এবিধের সম্পূর্ণরূপে এক মত যে, প্রকৃত বিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অস্থিতি
ও কষ্ট ভোগ করিতেও সক্ষম। কিন্তু যদি আসল পারবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায় ও বিচার সিদ্ধ যে ১৮১৯
সালের ১০ আইনের মূতন যে যেবিধানে উক্ত ম কর্তৃপক্ষেরা বীকার করিয়া তা জমীদারদের অব্যাহতি
হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজনার একরূপ হারে শিখ বৎসর ভোগ করিলে
আশির অনুমুখে যে অধ্যয়ন হয় তাহার উদ্দেশ্য একরূপে সিদ্ধ হইয়াছে বা যাইতে পারে; কারণ যে কোন
প্রকার উচ্চর আতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর দিয়া করজ চাড়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত
করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও একরূপ হইয়াছে যত মী একরূপ খাজনা দিলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪
ধারা দেখ।
একরূপ অনুমান হইলে সেই কাল হ্রাস করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু
একরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্ভব আদেশক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান
আশিতে এই অনুমান বশতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত করি হইতেছে।

সামান্য জিযুক্ত রেনেল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,
সামান্য ার ন্যায়দুর তাঁহার লিপিত ভিন্নমতে পুর্বেই তৎপতি মতযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেভিনিউ
বোর্ডের পক্ষাভ্যর্থ নেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনার সভাপতি জিযুক্ত ডাম্পিয়ার সাহেবও তাঁহার ১৮৮১
সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তৎপত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এত যদিও সামান্য জিযুক্ত রেনেল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা
উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়ার সাহেব যে মতল যুক্তি
উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় না। এই রূপ আইনমত অনুমানের
প্রকৃত মত রক্ষাও হয় না, অসম্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ যে “সকল স্বত্ব
আছে কিন্তু তাহার স্টিপেন্ডারী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া যাওতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করির
অধিকাংশ মত মূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, সামান্য জিযুক্ত রেনেল্ডস সাহেব এত যে হেতু উত্থাপন করেন কেবল
যে তাহার পরিচীত জিযুক্ত ডাম্পিয়ার সাহেব অনুমান বর্তিত মতটি রক্ষণের
মোক্ষিয়াছেন এমন নহে, তিনি সামান্য াসনীতি মতটি এই হেতু পরিচী-
তেন যে, “বলপূর্ণ ১০ মীলম দ্বারা বিরোধী বিক্রয়কার নিকট হইতে কোন
খাজনার কোন মতল পাইলে অধিকাংশ মতই খরিদার জমীদারী
কাগজপত্র পাওতে পারে না বিন্যা উক্ত অনুমান দ্বারা কাগজতঃ ইচ্ছা
নির্দেশ করা হয় যে, কোন প্রকার খাজনা পরিবর্তন মী বিধ বৎসর ভূমি
ভোগ করিলে অব্যাহিত হাণ্ডে চিরস্থায়ী মতলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।” জিযুক্ত ডাম্পিয়ার সাহেব মতল াসনীতি
হইতে হেতু খরিদা। একরূপ আর একটা মতল সিদ্ধ হয় যে, “চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদেব স্বত্ব পাওতে চাইয়া
হয়” এই ভয়ে উক্ত বিধানভেদে তুম্যধিকারীদের বিধ বৎসর অন্তর খাজনা হ্রাস করিয়া মৌকদমী
উপস্থিত করিতে হয়।

বঙ্গদেশের তুম্যধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত নং
শোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের
রিপোর্টের ২ বালায়ের ৪৩০ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের তুম্যধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত নং
শোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের
রিপোর্টের ২ বালায়ের ৪৩০ পৃষ্ঠা।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—মহলীস্বত্ব বিধিতে রাষ্ট্রতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিধের চিহ্ন করিতে প্রকৃত হইলে, প্রকৃত চাপী ও মতাবর্তী প্রজা ৭৪ উক্তের মধ্যে যে অসম্ভব প্রভেদ
আছে, ইহা আশির মত রা ১ আবশ্যক। সাহায্যে তুম্যকর সৃষ্টি হইতে ৩০, তাহাতে আশির ও সম্বন্ধের সম্ব-
ন্ধ হয়। কিন্তু চাপীকে নিশ্চীকর করিয়া মতাবর্তী প্রজা যাহা আশির করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার
মতল নির্ভর করে। সুতরাং মতাবর্তী প্রজা সমাজের অনাশ্রয়ক অসম্বন্ধ এবং তিনি আশিতে কেবল অব্যাহতি
অস্থিতি হ্রাস হয়। প্রাচীন দেশাচারে কিম্বা পূর্জ কালর মতাবর্তী কাগজপত্রে যে কিছু মতল দেখান হয়,
তাহা কেবল ভূমির মতলদের মতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা কৃষিকারের নিশ্চিত ভূমি মতল করিয়া
মূত ভূমালী হইয়া বসেন, ও আপনাদের মতাবর্তক কার্যক্ষেত্র জমীদারী মতলীর যত কিছু মোহ ও

অপব্যবহার সম্ভব, ওৎসখুমতের সাংসদগ্ৰহ দেখাওয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এইরূপ দণ্ড দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদেব কৃষিপ্রণালী হইতে এই প্রণালী লোকসিগকে চাড়াইয়া দেওয়া উচিত; কারণ “ দুর্ব্বলের সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিগত কৃষকসম ” সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রণালী লোকসিগকে বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থানে কোর্সি বিলি সিদ্ধহইতে নিবার আশংকতা খীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই গীমার বাহিরে আমি যাইতে চাচ্ছি না। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থানে প্রাণা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, মথলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাদীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসন্যায় রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া নিবার অনুমতি দিতে চাচ্ছি না। আমি কমিটিতে যেহে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রীলোক ও সাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্সি বিলি করিবার অনুমতি দান স্বত্বক সংশোধনসী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসন্যায় কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধনসী আছে হয় নাই।

এই ব্যাপার উত্তর প্রশ্ন আর্থে যে কোর্সি বিলি করার কৃষকের সর্বসম্পদ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে সম্বন্ধীয় প্রকার সর্বসম্পদ নাই এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্সি বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় মথলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের মলকেই ভানুকণার ও খাগানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক চাড়া অন্য লোকসিগকে মথলীশ্বত্ব বা প্রকারান্তরে মথলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অনুবিশ্ব অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে নাই। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে মথলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক একজন হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বলি এরূপ ক্রটি থাকি, প্রশ্ন প্রশ্ন নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বৈচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেই কমিটি রায়তের অনুমানে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর এক্ষণি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকসমাজ প্রকৃত অবস্থার বিকল; কারণ যাহার উপর জমীদারদের গৌন কনভা নাই, এরূপ মান্য হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থ ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর শিকড়ী ও গরুড়ী যটিতেছে; এই প্রদেশে গীমার স্থানে সর্বত্র অন্য পি জলন কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; সমাপ্তি জিলা সমুদয় ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমির উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধ্যবাধী নাই থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগা পতীকা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত হস্তগত করে; এই সকল ব্যাপার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলি হইতে পারে যে, একজন মথলীশ্বত্ব ও মুক্তিযুক্ত বিচারক, মৌলদার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্যকোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রাণা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আশংক্য বাধ্য বিবেচনা করা সূত্রে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিবে যে উক্ত প্রাণা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কৃষি অন্ততঃ তাহার ভিন্নমংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের মথলীশ্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি ব্রহ্মের উল্লেখ করিব, যেহেতু রায়তের মথলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের নিয়িত বলপূর্ব্বক নিলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেহেতু ভূমিখণ্ড ক্রী দখল পাস, সেই হেতু স্থলে যে বাসিন্দা জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বাভাবিকঃ ক্রেতার শক্ত হস্তে দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব সময়ে কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মথলীশ্বত্ব কৃষি ও মথলীশ্বত্ব পত্নীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই ব্রহ্মের অন্য পত্নী বা ঠিকা আমতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্নীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন মথলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের গোড়ের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যেহেতু জমি লইলে, যে দিন তাহার সচিব এই ভাসুর কল্যাণ হয়, সেই দিন তাহাতে মথলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত সূত্র একখণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা বুদ্ধিই নহে। সে কেবল কোর্সি বিলি বা বিক্রয় করিবার সমিত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মথলী” শব্দ অত্যন্ত অসিদ্ধি। মথলী শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, মথলী দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের সমিষ্ট শীর্ষ আছে ও উহাতে মথলী শব্দ বুঝায়।

সম্প্রদায়িক হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রসর করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের সুমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা

“ ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, হারতেও বহু কাল ধর্ম করিলে
ভূমিতে সম্বলীভবপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে
পারে না, কিন্তু এই সম্বন্ধে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা
বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮২ সালের
২৮ জুনের সভাখানি; হারিষ্টন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের
৩৭ বাসানের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়ত স্বার্থ বিক্রয়
করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। *
দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার
বিকল্পে সম্বলীভব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।
এই কথা বলিয়া বাসেন্দাপ্রকল্প ও বিচারপত্রিয়া
এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের
পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিতীয়াভিগত বিবরণের মোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ
তাঁহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমৌদার সম্মতি নিষিদ্ধ।

এপ্রকারের কোন দেশাচারের প্রকরণ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেদীর ও স্বার্থের সম্বন্ধে অমৌদার ইহা বিচারালয়ে
এমান করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার
বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২ম) যে দেশাচারের প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ
দিতে খরিনারদের অক্ষম। যেহেতু দেওয়ানী আদালতে অবিচার গতিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র
হস্তান্তরযোগ্যতার বিশদ কথা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যে প্রকরণ সম্পন্ন হইতেছে, তদনুসারে
সর্বত্র সম্বলীভব বিস্তার করা গেলে, জুখামী ও আদা গমাখ উভয়েরই অগ্ণকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র
ও মৈত্র্যবাপনর রায়তদিগকে রাখা জুখামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর
কিছু থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেতা বা বিরোধী কর্মীদ্বারা রায়তদের স্বত্ব অগ্রসর করিতে পারে ও তাহা-
দের অধীনে ভিন্ন জেদীর লোক বসাইয়া আঁধে বিবান, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন
বা অমৌদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকরণ যৌক্ত হস্তান্তর করিতে পারা যায় না।
তাঁহাতে তাঁহাদের সমাধানে পার্থক্যতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে ঘাটানের স্বার্থ
ছিল না, তাঁহাদের তথার বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও জুখামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন
করিয়া তাঁদের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

সন্ধিপাথের প্রারম্ভের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল কলিতাছে; এবং দেওয়ান-
কমরের হাতে সীওতালেরা পড়ে, প্রমাণতঃ তাঁহাদের অত্যাচারহেতুক সীওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে
আমার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিদ্রোহ হইলে, আমার নিজ
ও আমার কর্মচারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিবাগদারদের ককণার উপর ফেলা যে ইহার
প্রাচীনিক ফল হইবেক, তাহাও আমি আশঙ্কিত করিতে চাই।

সত্য বটে, মুতল হস্তান্তর স্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জুখামীকে অগ্রসর করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব
হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা জুখামীর নিজের আঁহে, তিনি কেন তাহা অগ্রসর করিতে বাধ্য
হইবেন, ? অগ্রসর করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্ব জুখামীর অগ্ণই উপকার হইবে, এবং আঁহ প্রস্তাবে তাঁর
যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার কখন না হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা
তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যবহু করা উচিত; এবং “জালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে
মহাজনগণের স্বার্থলোপ করিয়া এতটি স্বত্ব কার্যবহু করার বিধান করা হইবে, ইহাও সকল পক্ষের
শিষ্ট মঙ্গল। অগ্রসর করিবার অধীক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিজের বিক্রয় করিবার স্বত্ব অগ্ণে প্রাপ্ত
বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় এবং আমার নিজ উৎসাহের বোধ হয়। কেহও অস্বপ্ন করেন
যে, সম্বলীভব হস্তান্তরযোগ্য হইলে দেশাচার মৌদারদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন
অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবে, বিরোধী, এবং বসেন্দাদের মৌদারগণ সম্পূর্ণরূপে ইহা বিরোধী।

সীমার মুক্তরূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা মনে বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মতে তাঁহা বা সমাজ
খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুক্তার। খাজানা দেওয়ার সময়
এ সকল অঞ্চলে ভদ্রদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু যেহেতু এমন অনেক স্থান আছে যেখানে ভাণ্ডারী
চলিত ও তাঁহার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের সবটুকু ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে
প্রকরণ সম্পন্ন হইতেছে ডক্কন সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে সকল
জেদীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের
অভিজ্ঞতার দৃষ্টে হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দেয় খাজানা মুক্তরূপে প্রাপ্ত
পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এক্ষণ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি দেশের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড়কষ্টো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমার উচ্ছা যে দেশাচারের কর্মচারীদের
প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাঁহাদের দণ্ড প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এ সকল দণ্ড বিশেষ বিবেচনা যোগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজনা দিবার আদম্ভ উপায়; এবং বেহারের অনেকস্থানে উহা যে আজিও প্রচলিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানেন এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কাষা করিতেই আশঙ্কিত ভাব বাসে। আকারের প্রদান হিন্দু রাজ্যে সচিৎ রাজা ভোক্তৃপন রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আঞ্জীব রক্ষি করিয়া সঞ্চিত করিয়া ভুগেন। জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্ন ২৫ শে ভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রাষ্ট্রকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারানুসারে অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞতার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজাতি এক সমান মুদ্রারূপে খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূমিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দুর্ভিক্ষরূপে এসবৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য একেবারেই জ্বলিয়া যায়। ভাণ্ডারীরা আপন ভূমিকারীকে সেবৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু লগ্ন উৎপন্ন হউক আর না হউক মুদ্রারূপে খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাতে হয় যে সময়ে তাহার বাণিজ্যসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা মূমে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূমিকারী যৌকদ্দম কজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজ্ঞতা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অশান্ত কষ্টে কেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক চতুর্থাংশ সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিশেষ, তাহা দিগকে অতি অসম্পূর্ণো শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাণ্ডারী প্রজাতি কোন প্রকার কতি স্বীকৃতি করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ দৃষ্টি হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষেই ভাণ্ডারী প্রজাতি খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাণ্ডারী প্রজাতিদের বন্দোবস্তে জমিদার রাষ্ট্রের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির কল পাঠরা থাকেন। যদি প্রমাণ হয় তবে উভয়ের সে কতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অনগ্রসোরের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা বৃদ্ধির যৌকদ্দম কজু করিবার বিশেষ আশঙ্ক্যও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজ্য কর্মচারীরা মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাতুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি বিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপে খাজানা দেখিয়া ও গত লগ্ন বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য হরিয়া কাষা করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আশংকা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন কর্মচারীর সহ অত্যন্ত ভিন্ন। আমার নিবেদনাগত এক্ষণ অগ্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজ্য কর্মচারীকে তাহার নিজ মতলবসম্মত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগণ চুক্তি ও পরাম্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষস্থিতি একবারে বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লগ্নরূপে জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রাষ্ট্রের মাথা তাঁহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন হরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বজাতে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাষাতঃ জমিদারের আর কোন হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি স্বচিহ্ন সংবাদ দিতে পারিব। এই গুলি এখনও অসম্পূর্ণ করিয়া উদ্ভিষ্টে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রাষ্ট্রের দার্থের জন্য ভাণ্ডারী প্রজাতিদের উচিত, সে প্রার্থী এই।—যে স্থলে ভাণ্ডারী প্রজাতি আছে সে স্থলে জগৎপন কার্যের জন্য আশঙ্ক্য বৃদ্ধি বাক্য সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসহ প্রার্থিত হইবার উপহার প্রদান করে। খাজানা তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপে খরচা দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার বাক্যজনক সমস্ত কার্য প্রার্থী ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রাষ্ট্রকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং ভাণ্ডারী প্রজাতি অসুখ্যের আশা করা যায় যে প্রজাতি দুরোধ প্রচলিত যেখানে তাহার প্রচলিত জমিদারকে ও তাহাকে বাক্য অসুখ্যের দিতে হইবে।

খাজানা হুকি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেশীয় পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুকি করার অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রাষ্ট্রের দায় বা পরিচর্যা বাস্তব উৎপাদনের দ্বারা অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই খরচ হুকি দেওয়া নাযা, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "হুকি" আদালতের প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুকি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই জন্য জমীদার দ্বারাও হুকি দ্বারা খাজানা হুকি করা অপেক্ষাকৃত সাজ ও অসুবিধাসাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার বেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুকি পাইতে পারেন না, তাহা নিতে রাষ্ট্রের নিত্য অনিশ্চয়।

যাহাউক, যে পর্যন্ত গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রত্যেক জিলায় খাজানা শস্যের মূল্য-বিক্রমের তালিকা প্রকাশ করিতে ততদধিভূক্ত হুকি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহ্রাস হ্রাস প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের অন্তর্গত সাধারণতঃ বর্ণিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুকির কারণ যেরূপ নিরবধি করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে চাহি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে ভুলিবার জন্য কারণও ভূমির উৎপাদন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তরত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুকি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র দুই খাজানা শস্য সীমাবদ্ধ থাকা আমর মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমীদাররা তাহার উপকার লাভ করিবে একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সরাসরি শস্যের বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা বেওয়া হইয়াছিল, তাহা যে কেবল খাজানা শস্যের উপর নির্ভর করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডাঙ্গা, পাশ এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাজানা শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার দার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিষয়ে আবার মতল করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাসিন্দ্র্যত দেশান্তর পরিভাগ করিয়া যাওয়া হইল।

বিধায়ীরা স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মূল্য ও উৎপাদন হ্রাস দিবার যে তার তিন তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেনী করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে বেওয়ানী আদালতের যেরূপ অসুসঙ্গতা লইতে হইত, তাহাতে কোন্ দায় মূল্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা নহে। এই জন্য ইহার কমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্তর দ্বারা বেওয়ানী উচিত আদালতের অসুবিধা এই বিধান অবিলম্বে টাকার চারিজনার উচ্চতর হয় বেওয়ানী বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যদিও খাজানা হুকি সম্বন্ধে আদার বন্ধন এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে স্বাধীনভাবে হুকি পরিহার করা হইল, তাহা আমি সুস্থিতে অক্ষম। যদিও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুকি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সম্ভব ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তাহাৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিন্ন থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কুলিগত রিজিস্ট্রী করার সময় তদুদ্দেশ্যে সারিত সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বঞ্চার নহে।

পাণ্ডুলিপি ৯ম অধ্যায়—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আমির পাণ্ডুলিপি অতিক্রম ও হেতুর বর্গের ২৭ দল হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জগিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাগ্যাদ্যক নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের নিষেধ ১৮৭৪ সালে হ্রাস করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে কাগ্য করা দুর্ভট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির অন্য কাগ্যাদ্যক নিয়োগের কমতা গবর্নমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগ্যাদ্যকালী বিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাগ্যাদ্যকালী বিষয় আইনে শান্তিভঙ্গ ওকঃ কোজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কোজদারী ও বেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন হ্রাস করা হয়। অতএব এই সকল কাগ্যাদ্যকালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাগ্যাদ্যকালী ও অতিব্যয়জনক প্রকৃতপক্ষে ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনে সাহায্যতা গ্রহণ করিতে সমর্থ এবং তাহার দ্বারা কম হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটি দিষ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা নাহবে এবং

কনসাল্টে এ বিষয়ে আর আমি কিছুই ভাবি না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া ঘণাবিচিত্র একাধারে রচিত করা হইল, তখন উহা পুনরক্ষীবিহীন করনের প্রস্তাব করার পূর্বে উহার স্বাভাবিক বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অমুখ্য বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমতাপ প্রমাণ করা ও জেনীভা করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এ বিষয় ভাগ করিয়া যাগে পারিতোষিত না যে সার ও সামান্যের বহুল প্রচারের সচিব রায়চন্দ্রের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের গিডুচালীর ভাগ বন্টা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মণ্ডল ও ডানুকের ভূস্বামীগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির স্বত্ব ভূক্ত ডানুকারেরাও ভাণসালের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভূস্বামীরে তার আলীমশূন্য ভাবে জমার জমা হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ হলে জমাদারের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা জমাদারগণ তাঁহার অন্যান্য যে নান্য বোঝাদার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইরাছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা হারা যেরূপ অনিশ্চয় হইতে পারে, এখানে কি উল্লেখ করা গণ অনিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বিশেষতঃ তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে ভূস্বামীরের বার ও ভূস্বামীর-রক্ষক ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই ভূস্বামীরের বার মণ্ডলের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। অর্থাৎ এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্টবোর্ডারের ভূস্বামীরের বার মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"সেখানেও সেখানেও হার ভিন্ন ভিন্ন, তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্তের শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থানে ভূস্বামীরের প্রাধান্যের পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বণা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাঁধাও আরও হইয়াছে) উক্তির শতকরা ৫-১ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]"

এ প্রস্তাব আমি এই সম্বন্ধে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একতম ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গকৃত কাগ্যাদ্যক নিষ্পত্তি করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে জমাদারের সিন্ডিকেট দেখা উচিত যে সমস্ত একজামী মহালে ও যেখানে রাইজেরা জমাদারকে বিবর্ত করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী বোঝাদা কর্তৃক করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা একজামী কাগ্যাদ্যক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুচলকরূপে কাঁধা করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ মিবারদার ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কাঁধাকর।

সিন্ডিকেট করিয়াছে জমাদার চূড়ান্ত প্রস্তাব এই ছিল যে কাগ্যাদ্যক সমস্ত একজামী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না। আমার মত এই যে, প্রাচীন কাগ্যাদ্যকের আর্থিক বিবরণের (মিঃ ও মঃ, যে গবর্নমেন্ট কাগ্যাদ্যক তাঁহার ভূস্বামীরে করিবেন তাঁহার কাঁধা এত অধিক যে এ বিষয়ের ভূস্বামীরে মনোযোগ দিবার তাঁহার মধ্যেই সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অমূল্যের রায়ের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমাদারকে বাৎসরিক আর হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়চন্দ্রের সিন্ডিকেট কমপ্তর স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কাগ্যাদ্যকের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, বীহারী কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তুমি সম্পত্তির ভূস্বামীরে বীহারের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং বীহারী এ বিষয়ে রাজপুত্র-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল নাই, তাঁহারও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ শোকে মধ্য হইতে কাগ্যাদ্যক সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনীহইতেই কাগ্যাদ্যক নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টরই এদেশের একটা প্রধান খাজান। এরূপ চাকরিতে যেরূপ মূল্য বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কাগ্যাদ্যক করিবার জন্য উক্ত জেনীর দেশীয় ভ্রাতৃলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ একজামী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি পাণ্ডিত্য ও পরামর্শের ফৌজদারী মত এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুল-খণ্ড মহালের জন্য এক জন কাগ্যাদ্যক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবে এবং সর্বদা বিধানী, লোক নিযুক্ত হয় এবং এদেশের অন্যান্য পাইবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কাগ্যাদ্যকের ক্ষমতা ও তাঁহার সেওয়ার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমাদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরও মত যে এরূপ নিয়ম আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি বড় প্রস্তাবই করিয়াছি, সিন্ডিকেট করিয়াছে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন কর্তব্য অমুযোগ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমাদার, আমরা বলি যে কাগ্যাদ্যকের ক্ষমতা অনিশ্চিত থাকা উচিত নহে এবং বাৎসরিক সমস্তের স্পষ্টরূপে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সভ্য সভ্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে ছাউ কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিধে অধিক অতিষ্ঠ, তাহা হইলে তিরছারী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিম্নরূপে জমিদারদিগকে প্রস্তুত আইনসম্বন্ধ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হই কোর্টের সঙ্গে যোগ্য করা হয় নাই কেন ?

পাঁতুলিপির ১২ অধ্যায় ।—স্বত্বের লিপি ।

যদি হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এক্ষণ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও এজ্ঞাকে জরীপের বালায় লম্বা করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিরবিচ্ছিন্ন সমরাস্ত্রে তাহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাহাদের এক প্রকার নী এক প্রকারের মোটা মোটা মাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ লক্ষ্য প্রস্তুত হয় আর সেইরূপেই লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রে রাস্তার যোড়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও দের খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাহারা এতদূর রাস্তাকে তাহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া থাকিবলীতে তাহাদিগকে স্থানান্তর করাইয়া লয়। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সমস্ত ব্যাপার নহে। খাল মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দাবস্ত কার্যকারকের যেরূপ হাতির করণের কসড়া আছে, তাহার সে কসড়া নাই; সুতরাং তাহাকে বিস্তার দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কঠোর ইচ্ছা থাকে না।

একটি অবস্থার কি যদি বাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অব্যবহিত দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রাস্তা উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উৎসাহ দাওয়া উচিত; কি বিচারে যে বাহারা ঠিক করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার নাই ইহা অসম্ভব মনে যোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে যোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুই স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক যোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এক্ষণ যোকদ্দমার চুপরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক ভাগ ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রকার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার সমস্ত অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের আর সমস্ত অধিবাসীও এজ্ঞা। এবিধে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে চৌরসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় খরচা যোকদ্দমা, দায়, হরগাঁও ও চুক্তিস্তার কি সকল-প্রণীত লোকেরই কতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পূর্ণ বিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের লিফট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্বিত্ত জন্য গ্রামে জরীপ প্রস্তুত করা আবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী ।—খাজানার বা নিয়ন্ত্রণ।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদ প্রকাশকালে এক্ষণ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিধে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাঁতুলিপির ১৩ অধ্যায় ।—জমী ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা পীড়কর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে এজ্ঞারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্জমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। স্যার জেমস কেরার্ডের দ্বারা প্রণীত প্রাথমিক বাস্তবিক ও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না,” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তাহার জমিদারের বিদ্রোহের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গুপ্ত কাগজারী মাপের মন্তব্যালিপিতেও একরূপ এজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভয়ানক করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিধে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাঁতুলিপি এখন যে তাবে আছে এই ভাবেই পাল হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

ধারণা চতুরা পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যাপনীয় উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত যে ফ্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সমুদয় ও ব্যাপনীয় কার্যক্রমগুলি আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিশ জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল জমিদার জমিদারের মধ্যে অনেকই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এতদ্বারা সমস্ত ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার মত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় কৃষকের প্রকারী অঙ্গ যোগ্যের অবস্থার থাকে এবং এক ফসলের অধিক তাহা এক জায়গার বাস করে না। জমিদার এই এক মাত্র প্রণালী সম্বরণ।

এরূপস্থলে এক দিনের বিশেষ বিস্তার হানি হয়, যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাতিবার্য্য ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উৎসুক সময় তাহানিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কলস কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র জায়গার ত্রিদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিয়াতে ভূমি ক, বিত্তীয়দের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা দিই ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কামচারীরা ফ্রোক করণার্থে সেইস্থানে পৌঁছিবীর পূর্বে রায়তকে কলস কাটিয়া লওয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্যক্রমগুলিতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার আর চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কলস এই হইবে যে এই যে সকল অঙ্গ যোগ্যের প্রকারী করা কর্তন হইয়া মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট, খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী নৌকদমা কলসেরই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিলে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে নৌকদমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাঠিতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমরা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া কথ্য এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেটে কমিটির দ্বারা দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উন্নয়ন আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করি।

জমিদারেরা তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংশ্লিষ্ট তাহানিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের এর কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূচনার পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোনায়েত দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে নিষ্কৃত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে হিভে এক দিনের অনাধ্যা হইলে গাফার জন্য এক শুকতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিষ্কৃত রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া দুইনামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক যুক্তির অন্যতম প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই; আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরা গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ উচিত বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকাঙ্ক্ষিত স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিরবস্থা প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে নিম্নেরই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রযোজ্য। আমার একান্ত ভরসা যে এবিধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিধের পরীবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭ খ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সময় চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টাও আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ করিয়া এবিধের উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ কায়দা বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অমিটে উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহা কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই। অথবা জমিদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আশ্রয় লয় তাহা অসম্ভব। কৃষক কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এইরূপ অমিটে যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও পরস্পরের অনুমোদন ব্যতীয়াই যে বন্দোবস্ত বাঁধা হইতে পারে তাহাও ঠিক নয়।

জমিদার ও তাঁহাদের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতেছে। এটি কীভাবে হইতে পারে তাহা জানি না। অতএব রাষ্ট্রের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে অসম্মত কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্বেচ্ছায়ই রাষ্ট্রের ক্ষতি হইয়াছে। রাষ্ট্র জমিদারের দ্বারা ততক্ষণ করায় অনেক উপকার লাভ করে। অতএব চুক্তিতে সম্মত হইলে কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও প্রমাণিত হইতে পারে।

উপসংহার নীচে এই সিলেট কমিটির মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে চাহি। কারণ আমার বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর বিষয়ে সাংবাদিকরা নানা মিথ্যাচার করিয়া উঠিয়াছেন, আমারা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্নমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও হুমাসিয়ারের হানি করণের উৎসাহ উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, বাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আচরনের অবতারণা করা হইল যে গবর্নমেন্টের আওলের সভায়ম উৎসাহিত করার সময় নিতাই স্বীকার করিলেন যে ইচ্ছাতে যে বর্তমান কৃষক জোঁড় উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা তৃপ্তিও নহে এরূপ এক ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার বৃহৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের এটি পীতৃলিপি দ্বারা উৎপাদিত অমিটে সমুদ্রের প্রতিশোধ আর এক বার সমস্ত দেশটিকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা। যেই সকল কারণের প্রতিরূপ সম্বন্ধে আমাদেব নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্দোষ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমিহীনতা ও প্রজা গণতন্ত্র নির্মিত ও উন্নতির পূর্বাবস্থা কর্তৃক পীতৃলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পীতৃলিপি এরূপ ভাবে সম্পাদিত করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাহাতে গোলাযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ এখন ব্যতিরেকে সিলেট কমিটিতে প্রস্তাবিত পীতৃলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদেব নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদেব বাঁধাধীন লঙ্ঘনজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি।

স্বাক্ষর।

সন্দেহের অসুবাদ।



মহা বোম্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আদম, অরণীরস, ক্রোড়ী কার্যকারক ও নিয়ামক বিধিত হইল। সমস্ত নোক বীজের আত্মকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বোম্বের পূর্ব অধিকৃত দুজের সরকারের ধর্মপূর পরগনা ও জিজ্ঞাস্ত সরকারের দেহাত পরগনা। অতএব ইহাও রক্ষণ প্রতি স্বাক্ষর সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ামকের কারণসমূহ ও কার্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমিদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমিদারী স্বত্ত্ব বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তদবৈ টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাজত্বের হিতৈষী হয় তবে ইহঁদের পরামর্শ লইয়া কাছা করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহাশয় সন্দেহের অসুবাদী হইয়া তাহার ইহার আজ্ঞাসূত্রে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর সমীক্ষিত গণনা রাখিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরাল

ডি. ফিট্জগেট, ক.
স্বাক্ষরকারী গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	57—59	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৭—৫৯
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	431—449	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৩১—৪৪৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিমিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	451—457	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রতৃতি ...	৪৫১—৪৫৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পার্লিমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রতৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Sinala, the 24th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Sinala, the 19th April 1884.

No. 1109I.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Noho Kisto Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of " Rai Bahadur " as a personal distinction.

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Sinala, the 25th April 1884.

No. 507 —Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajanath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajanath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master Calcutt during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hutson, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন—মুদ্রাশাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।

৫৫৩ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত ডবলিউ. মাকলরসন সাহেব, সি. এস. এই মাসের ৮ তারিখের পূর্ণাহ্নে বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের একটির জজস্বরূপ স্থায় আসন গ্রহণ করিলেন ।

৫৫৫ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত এচ. বেদলী সাহেব, সি. এস. এই মাসের ৯ তারিখের পূর্ণাহ্নে বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের একটির জজস্বরূপ স্থায় আসন গ্রহণ করিলেন ।

এ. মাকক্সি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পোলিটিকাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।

১০৩৯ নম্বর ।—মহিম্বর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অধীন হোম মাসের তৃতীয় অগিস্টার মূর্ণাহ্নে জীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বাক্ষর সম্মানার্থে তাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করিলেন ।

সি. এন্ট,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।

৫৫৭ নম্বর ।—একটির অফিসিও কন্ট্রোলর জেনরল জীযুত বাবু রজনীনাথ রায়কে সিমলাসের অফিসের ১ টি রেজিষ্ট্রার জীযুত সি. এস. বিগল সাহেব অফিসিও কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষ করিতে নিযুক্ত করিয়াছে জীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আগ্রিলের অপরাহ্নে জীযুত সি. এস. বিগল সাহেবের প্রতি অফিসিও কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন ।

৬১৫ নম্বর ।—জীযুত ড. ইউন সাহেবের অফিসের ১ টি অফিস অফিসিও কন্ট্রোলর জীযুত অর. এ. কেশী সাহেব কলিকাতার পোস্ট-বার্ডের কক্ষ করিতে নিযুক্ত করিয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ আগ্রিলের অপরাহ্নে আপন কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন ।

ডি. এম. দারুদ,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sunder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17th April 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21st April 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Mr. J. Mouro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.

|

Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯৮০ A দফা ।

সাঁথারন ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আগ্রিল ।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ;

জীবিত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবারে জীবিত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেনীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পর্তুগীজ প্রদেশ জিলায় জরীপ ও বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হওয়ারার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন ।

সাঁথারনের অন্তর্গত মেওয়ারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত মোলবী আবাকুল হক যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত মোলবী আবাকুল হকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সাঁথারনের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত মোলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের জন্যে উক্ত জিলায় অন্তর্গত মেওয়ারে অবস্থাপিত হইলেন ।

চাঁপারনের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত সি, এক, ওসলী সাহেব নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আশাশুনি যে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত সি, এক, ওসলী সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাঁপারনের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত ই, আর, হেনরি সাহেব উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত ই, আর, মিডলটন সাহেব নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আগ্রিল ।—জগন্নাথ সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত জে, সি. লয়ড সাহেব বগুড়া জিলায় প্রেরিত হইলেন ।

পত্র মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । রাজশাহীতে জীবিত টি টি, কল্লভেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বিনাঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এ, সি, টুটে সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আগ্রিল ।—২৪ পরগনার আন্সিষ্টেট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত ই, জি কলরিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্ত হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

মলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রূপপুর জিলায় স্বীয় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আগ্রিল ।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর জীবিত জেট পেক্রেটরী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনার জীবিত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিরাছেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকের নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষের মধ্যে ২২ গমনের রিপোর্ট করেন ।—

জীবিত এচ, এল, অলিস্ট সাহেব । | জীবিত এ, এ ওয়েন সাহেব ।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শিবসংসদলাল রায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের মাসের ছুটি পাইলেন ।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এক, ডবলিউ বি, পিটারসন সাহেব নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তদনুসারে মন্তব্যমতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত এক, ডবলিউ, পিটারসন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লোহারডগার একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এ, ডবলিউ, মেকার সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]

Munshi Sajat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Bahoo Trilucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muldehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong sub-division of that district.

Bahoo Mohender Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sadder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hessein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajepore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 138-2, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Bahoo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last, inclusive.

Bahoo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Bahoo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Bahoo Upendra Chandra Mukerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sadder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

POLICE.—*The 16th April 1884.*—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

JAILS.—*The 16th April 1884.*—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মৌলবী মুজাফ্ফর আলি আহম্মদ অজ্ঞাপন প্রদান করিয়া জরিপ করিবার তারিখ অবধি নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—স্বাক্ষরিত মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও এজেন্ট জি. সি. কিলি সাহেব এই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তমলুকের নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধি ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

জি. সি. কিলি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফসার না হয়, বারিফোর-আট-লা জি.উ. মৌলবী সাহেব এই গবর্নমেন্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও এজেন্টের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—স্বাক্ষরিত মোকদ্দমার ডেপুটী জি. সি. গুলিয়ার সাহেবের অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফসার না হয়, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী জি.উ. সি. ডবলিউ. বোলন্টন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বেদিনীপুরের আই.টি. মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. আর. কর্ণিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করণার্থে নিযুক্ত করণ বিবরণ এই মাসের ১ তারিখের আফসারিতে করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু বৈষ্ণোনন্দন সিংহ, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বর্গী মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বর্গীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তা মুন্সের জিলার কার্য গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজলপুরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটের কিস্তিকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মুন্সী ওরাজীন্দ্র সিংহ, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তমলুকের নিম্নলিখিত কার্যকারকের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ে ১৬-২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি পাইয়াছিলেন।

জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস, বাবু, কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আফসার না হয়, এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টররূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ছুটি প্রাপ্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুরনিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জি.উ. এচ. মস্তাফি সাহেব কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পাবনার একটি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি.উ. এফ. এচ. মাকসুমুল্লাহ সাহেব গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পোলীসের আসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি.উ. জে. টি. রিবেট কার্য সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্যন্ত আগামের পোলীসের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কার্য করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—জি.উ. জে. কোই সাহেব পোলীসের আসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ডাক্তার জি.উ. নিকলসন সাহেব ছালাতের প্রেরিত হওয়াতে সর্জন জি.উ. ই. সি. বসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে বৃদ্ধ অপরাধিগকে গ্রহণ করিবার ও শিক্ষাদিবার জন্য আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্যাব্যবস্থা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আফসারিতে করা এই আফসারি করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জুডুপুর্ন লেফটেনেন্ট কর্নেল জি.উ. আর. বীডন সাহেব ১৮৮৮ সালের নিয়মিত ছুটি বিবরণ বিধিতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ছুটি পাইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—বিহারচক্রের জুল মদুহের একটি ইন্সপেক্টর জি.উ. জে. বাস মদুহ মু. পোপ সাহেব, এম. এ. সেই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April 1884.*—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

PORT TRUST.—*The 29th April 1884.*—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta:—

Mr. W. Crick, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

, C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April 1884.*—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 138, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigore, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdhry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigore, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beaulah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdhree to be their Vice-Chairman.

Bahadur Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prasad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Namatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Bahadur Chandra Shukur Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahabganje Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[Government Gazette, 11th May 1884.]

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—টেঙ্গাঘাটের বনের একটিং ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত ডবলিউ, এস. এম. সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ আশ্বিনের আজ্ঞামতে যে ছুটী শান তদন্তিত্তিক তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

কটকবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—কটকের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শানিখার মুনগোনার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এস. জে. কিলি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদনধি মিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন ।

জীযুত এস. জে. কিলি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত জে. এ. পি. সাইড সাহেব, কটকের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শানিখার মুনগোনার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত ডবলিউ, ডি. এন্ট সাহেব ছুটী লওয়াতে জীযুত সাইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এইমাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা এ. হ্যাঁ । বিহিত করা গেল ।

পোর্টট্রাক্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন ।—ইন্ডিয়ান মেম্বর ডেপুটী ডেপুটী ক্যাপ্টান জীযুত জি. ও'বি কার সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের ৬২ অবশিষ্টার্থ কামিয়ানদের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের ৬২ অবশিষ্টার্থ কামিয়ানদের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত এস. প্রেস্টেজ সাহেব কর্ম ভাগ করিতে জীযুত ডবলিউ, ক্লেক সাহেব ।

এচ. বি. এচ. টনার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত সি. এচ. মুর সাহেব ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—গঙ্গাপাটগরের চিকিৎসক জীযুত এফ. জে. বর্কি না-বে বাসিন্দা কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ১০ প্রকরণমতে আগামী মে মাসের ৬ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন ।—অলপাইগুড়ির মিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত আর. মাক্রে সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদনধি মিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে চুই মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন ।

সর্জন জীযুত আর. মাক্রে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত অ্যাসিস্টেন্ট সর্জন জীযুত ব্রজনাথ চৌধুরী অলপাইগুড়ির মিবিল ডেপুটীর চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের মিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত জে. মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদনধি মিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন ।

সর্জন জীযুত জে. মুর হেড সাহেবের নিয়মিত ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন জীযুত টি. আর. মাকডনাল্ড সাহেব ময়মনসিংহের মিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের অ্যাসিস্টেন্ট সর্জন জীযুত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু বানীকণ্ঠ দেব ভগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—জীযুত বাবু বরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মৈহাটী মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু চন্দ্রশেখর গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডি. সায় সাহেব সাওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Sital Singh.

|

Baboo Haridas Marwari.

ROAD CASE.—*The 18th April 1884.*—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 106.—The 14th April 1884.—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884 :—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883 :—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—The 17th April 1884.—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade :—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vice* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Banaberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B. C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivanee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুমিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুত বাবু শীতল সিংহ ।

| ঐযুত বাবু হরিদাস মাড়ওয়ারী ।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—ঐযুত সি, আশ্বলাস সাহেব যুক্তের জিলায় পঞ্চ-
কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশানর সেন্টেনেট-কর্ণেল ঐযুত
টি, বি, বিচেল সাহেব ডেপুটী কমিশানরের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার
কর্ম প্রত্যাহার করিয়া ঐযুত নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আসাম
সালের পঞ্চলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাহার করিলেন ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশানর ঐযুত জে, কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর
ডেপুটী কমিশানরের পদে।

* * * * *

চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশানর ঐযুত এ, জে, প্রিয়ারোস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের
১২ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত জে, ডি, আগুয়ান সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪
সালের ১০ মার্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত আর, এল, গ্রোনশিলডস সাহেব, সি, এস,
১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

১০৭ নম্বর।—হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং
বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ঐযুত ও, জি, আর, মাকউলিয়াম, সি, এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণের
১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি আসাম কমিশানে নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করা গেল ।

* * * * *

প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত জে, নর, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, চতুর্থ শ্রেণীর
ডেপুটী কমিশানর হইবেন ।

* * * * *

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত জে, তেনেভি সাহেব, সি, এস, সেই
শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন ।

১১১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত
এ, জে, প্রিয়ারোস সাহেব, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গমন করিতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত জে, ডি, আগুয়ান সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ
অবধি প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিবেন ।

ঐযুত আগুয়ান সাহেবের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ঐযুত আর, এল,
গ্রোনশিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিবেন ।

এস, সি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—ভূগলী জিলায় অন্তর্গত বী পবেড়িয়া মুমিসিপালিটীর সভাগত কমিশানর-
দের অধুর্ভোগক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ও ১৪৮ ধারার বিধান মোতাবেক ১৩৯ ধারার যে অংশ কোম্পানি নির্মা-
নের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সেই অংশ উক্ত মুমিসিপালিটীতে প্রচালিত করণার্থে এবং উক্ত মুমিসি-
পালিটীর মধ্যে স্থিত শাখাগল্ল ও ব্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ১৩৯ ধারার বিধান প্রচালিত করণার্থে
ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আন্তঃপ্রায় প্রকাশক ৪৮ বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেন সেই আন্তঃপ্রায় সম্বন্ধে মুমিসিপালিটী কোম্পানির উদ্ভূত করা
যাওয়াতে ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১৩৯ ধারার অধীন ক্রম-
বৃত্তিতে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন কার্যে হস্তাক্ষর রাখা করিলেন ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town:—

Official Members.

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 „ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zeminder.
 „ Ram Nath Singh, Zemindar.
 „ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power, to sanction the levy by the Commissioners, under section 154 of the Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble B. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—মিল্লিখিত মহাশয়েরা গয়া নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের ও আদালতকের সাহায্য করিবার জন্যে উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ দ্বারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটীর বেহরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকীয় পদধারি বেহর।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত ডবলিউ রাট্টে সাহেব।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু এনকুমার দাস।

গবর্নমেন্টের উ পীল জিযুত বাবু ভূপ সেন গিৎহ।

রাজকীয় পদধারি নহেন এমত বেহর।

জমিদার জিযুত বাবু তুর্গীশকর ভট্টাচার্য।

” ” বাবু রামনাথ গিৎহ।

গয়া জিযুত বাবু বিহাণীলাল বারিক।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—দাঁপারগের অবগদার্থে এতদ্বারা এই মহাবাদ দেওয়া যাইছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-নুসারে কার্য করিয়া ১৮৭২ পুরী সুমিসিপালিটীর সভামতে কমিশনারদের অন্তর্ভুক্তকরণে ডিম, উক্ত আইন-সংযুক্ত তৃতীয় তফসিলের নিখিত গাড়ী, মোটর ও অন্যান্য জন্তর উপর উক্ত আইনের ১০২ ধারামতে উক্ত কমিশনারদের দ্বারা উক্ত ডাকসীলার নির্দিষ্ট দারার অনধিক দ্বারে টাক্স শায়া হওয়ায় অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন। জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া উক্ত সুমিসিপালিটীর মধ্যে যেমতল গরুর গাড়ী রাখা হয় ও নিয়ত দারদার কর উক্ত আইনের ১০৩ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত ও উক্ত কমিশনারদের দ্বারা ১০৪ ধারামতে ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনাও করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—জিযুত ডবলিউ, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে জিযুত জে, ই, কেননেস সাহেবকে ভবানীপুরস্থ কিছু ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—জিযুত এচ, প্রাট সাহেবের পরিবর্তে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে মানাবর জিযুত আর, মিলর সাহেবকে ভানীপুর্ন কিছু ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—জিযুত টি, জোন্স সাহেব কমিকাতা নগরের কমিশনারগণের পক্ষ হইতে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta, *vice* Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1884.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.

Rai Jai Kissen.

Rai Kashi Pershad.

Baboo Guru Prasad Sen.

Syed Quazi Reza Hossein.

Syed Fuslur Rahman.

Syed Tajamul Hossein.

Syed Ali Mahamed.

Syed Jaffer Hossein.

Syed Amir Hossein.

Baboo Lukhraj Bahadoor.

„ Krishna Chunder Ghose.

Baboo Bal Kishoon Lall.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

The 27th April 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

EGYPTIAN telegraphs from Cairo thus:—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1981 A.

The 15th April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Koushtea, Naddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prasad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozumdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Prasad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette*, 6th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।—ঐযুক্ত টি. জোন্স সাহেব কর্তৃক আগ্রাতে ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বন্দীর ৪ আইনের ৩ ধারাবতে ঐযুক্ত সি, ই, বকুলীও, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আগ্রিল।—নূতন মুনিশিপাল আইনমতে বাঁধ কামিনারগন মনোমী ৫ নং ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বন্দীর ৫ আইনের ১৮ ধারাবতে নিম্নলিখিত মহোদয়দিগকে শাটল মুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন।—

ঐযুক্ত মোলদী খোদাবক্স খাঁ।	ঐযুক্ত সৈয়দ তজমল হুসেন।
” রায় অয়রুফ।	” সৈয়দ আলি রহমান।
” রায় কালীপ্রসাদ।	” সৈয়দ আলফ হুসেন।
” বাবু গুরুপ্রসাদ গেম।	” সৈয়দ আমির হুসেন।
” সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন।	” বাবু লক্ষ্মী বাবু।
” সৈয়দ কামল রহমান।	” বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

ঐযুক্ত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।

ঐযুক্ত ইগর্টন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টোলগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে বেশ কল আতাজ আইনে, তাহার উপর এখানে কারা-টাইল ধার্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

কৃতিশাণ ভিগাটমেন্ট।

১৮৮১ A মন্তর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।—সদীর অন্তর্গত কুট্যার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ঐযুক্ত সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম যে তারিখে উক্ত বকুলীও কর্তৃক তার গ্রহণ করেন ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কৌশলী বোকামতার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আগ্রিলের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি উহারে কৌশলী বোকামতার ইংরেজী ভাষার সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আগ্রিল।—বকুলীও একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুক্ত বাবু গঙ্গাধরগঙ্গ রায় কুটীর শ্রেনীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুক্ত বাবু টেকলাসচন্দ্র মজুমদারের ভুটী প্রযুক্ত অমুদ্রিতকালে অবধি বাবু অম্বা আত্মা না হয়, ঐযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু, বি, এস, বগোছরা জমায় মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীরহাটে স্বীয় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ ৩৬৭ অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুন্সিপালিটীর অন্তর্গত কামিন বেজের অটোডমিক মাজিস্ট্রেটবরূপ স্বীয় পদ ব্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ঐযুক্ত বাবু কুজবিহারী ঘোষ এই বেজের অটোডমিক মাজিস্ট্রেটের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া কুটীর শ্রেনীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট বেজের ১৮৮৪। ৬ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.
„ Dukhi Sahu.

Baboo Goburdhun Ram.
Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Monghyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifs, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifs respectively.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—Leave.—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—Notification.—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW. Peel.

No. 181.—Leave.—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhanga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamat Rahoori, Shaikh Sharuffuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 183.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhanga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghogban, Babulal Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 184.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kasey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others; and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitier's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৭৯ নম্বর।—ছুটি।—কিরংকালীর স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও এই কার্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটারী জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৯ আশ্বিনের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি গ্রহণ করিয়া কাল বাণারস-কটক রেলওয়ে সর্ববোৰ তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ. সাহেব এই কার্যবিভাগের ছোট সেক্রেটারীর কন্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটি।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ. সাহেব আগামি মাসের ১৪ তারিখ অবধি তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তা-বধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারাবর্ত্তে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত সরাই হামিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে দ্বিতীয় স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ. সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কতিপয় ন্যূনতম ১৮৬৩৭৭ হ্রদক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকশাও বেল,) পূর্বসীমা সেখ মনি, মসজিদ রাস্তারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মজিদ যোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত মনি, পশ্চিমসীমা মজিদ, সেখ শরফুদ্দীন, মান্নু মিঞা, মোসাহেব চৌধুরী, ইনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদলাল চৌধুরী ও মহম্মদলাল চৌধুরীর যোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে বাহানের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত খারসার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে দ্বিতীয় স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ. সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কতিপয় ন্যূনতম ২৪/৪১৬ হ্রদক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, ব্রীশন, গোবিন্দ, জুন্দক, কেশবরায় সিংহ, বাবু লাল সিংহ, রশিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ওরামনাথ সিংহের যোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোষান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাইদাওন সিংহের যোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে বাহানের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত খারসার পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা স্টেশনে লোকোমটিব সাইডিং এবং টর্পেটবলের সংযোগ ও উৎপাদন করিবার জন্য রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. ডি. ডবলিউ. সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৫১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব সীমা ইন্ডোয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলনী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা তালেশ্বর সিংহ, টেল সিংহ ও নীলকমল দিওরের জমি।

ইহাতে বাহানের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ বে।]

CIVIL BUILDINGS.

The 28th April 1884.

No. 185.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdompore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagopalpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdompore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdompore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 29th April 1884.

No. 187.—Notification.—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188.—Notification.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	<i>Sub. pro tem.</i>
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	<i>Ditto.</i>
„ A. E. Behrmann...	Ditto (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service:—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Boase ...	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sono Circle.
Baboo Aghore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

No. 191.—Transfer.—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[Government Gazette 6th May 1884.]

সিবিল অট্টালিকা বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন ।

১৮৫ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বামিরি খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামিরি খামার গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ২১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সুলতান রোপিত হরদাসের বাগান, পূর্ব সীমা মচিন সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিন সেখ ও কাশীনাথ কুতুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বামিরি খামার পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৬ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ রাজার গবর্ণমেন্টে ইন্ডেন্টের ও গবর্ণমেন্টের-স্বত্ত্বাধারের সীমা স্থানান্তরিত করিয়া ও একিঙ্গল পরিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত ডাট্টারী গোপালপুর পরগনার মহলখামা আলিমপুরের মকসুমপুর মৌজার স্থিত কতিমতে স্থানান্তরিত ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের স্বত্ত্বাধার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের স্বত্ত্বাধার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকসুমপুর ট্রীট, ও পূর্ব সীমা কুলের পুকুরিণী ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন ।

১৮৭ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত জে, সি, স্ট্রটল্যান্ড সাহেবের অমুদ্ব্যস্তিত ছুটি প্রযুক্ত অনুলিপি কালে প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, আর, সুইগেন সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্বোক্ত অবধি ক্রিয়াকালের নিমিত্তে বঙ্গার খণ্ডের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিম্নলিখিত পদব্র্জি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন ।—

নাম ।	যে পদ হইতে ।	যে পদে ।	তারিখ ।	পদ ব্রজির তার ।
জিহুত এ. জে. ওল্ডহাম সাহেব	চতুর্থ জেনারী একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	তৃতীয় জেনারী একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	ক্রিয়াকালীন স্থায়ী ।
.. জে. এ. আইল সাহেব	এ	এ	এ ১০ মার্চ ।	এ
.. এ. ই. বেহরদু সাহেব	ক্রিয়াকালীন এ	প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি	পদে প্রত্যাগমন ।
.. এ. ই. বেহরদু সাহেব	প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ জেনারী একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	ক্রিয়াকালীন ।
.. এ. ই. বেহরদু সাহেব	ক্রিয়াকালীন চতুর্থ জেনারী একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন	পদে প্রত্যাগমন ।
.. জে. আর. সুইগেন সাহেব	প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ জেনারী একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন	ক্রিয়াকালীন ।

১৮৯ নম্বর ।—রাজকার্যের স্বার্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানান্তরিত প্রেরণ করা গেল ।

নাম ।	পদ ।	যে স্থান হইতে ।	যে স্থানে ।
জিহুত জে. টি. বোয়াল সাহেব	প্রথম জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	ঢাকা খণ্ড	সোন চক ।
.. বাবু জাহাঙ্গীর সাহেব	এ	বর্তমান খণ্ড	ঢাকা খণ্ড ।

১৯১ নম্বর ।—স্থানান্তরিত প্রেরণ ।—দ্বিতীয় জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত সি. এ. ওয়াইট সাহেব রাজকার্যের স্বার্থের নিমিত্তে স্থানান্তরিত খণ্ড হইতে আরা খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, এস, এস, সি ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস বন্ধ।

ইন্ডিয়ার প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণক ইজারা।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইজারাদারগণ। কাছারি কালেক্টরি।

ইজারা: সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের মর্মে জুসার মিলিত ভাসুকাপি ১৮৫৯ সালের ২৫ জেজুগরি যুগান্ত পর্যন্ত দাঁকিপুত্র রাখব ও রোডহেড ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেই আসায়ের নিধিতে ১৮৬৪ ইং ৯ জুন নোতাদেক ১২৯১ বাজালা ২৮ ইজাট মোজ মোসবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে একসা নিলামে ধরা যাইতেক। ইতি সন ১৮৬৪ ইং তারিখ।

কাস্তাবজারি সবডিভিসনের এলাকায়।

ক্রমিক নম্বর।	ভাসুকের নাম।	নামিকের নাম।	সময় জন্য।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			প্রাক্তন।	মোট।	রাজস্ব।	মোট।		
২০১ ২০১	মৌজা ইলনী থানে টেকনাক ভাসুক মহরত আলি গৌর	খান	১২৭১/০	২০৬৬	৪০৮/৬	০	৪০৮/৬	সম্পূর্ণ ভাসুকা নিলাম হইবে।
৪৯ ১০৬	মৌর টেকনাক থানে টেকনাক তার জিত্তী খাউ গৌর	খান	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৬৭	২৬/৬	৬৩৮/৬	ঐ
১৫১ ১৫৫	মৌর রাজারহুল থানে রাজু ভাসুক সেয়দত খাঁ	সেয়দত বিবি ও নসরুল আলি গৌর	১১০১/৬	১৫৮/১	৬০৩/৬	৪৪/৬	৬০৩/৬	ঐ
২০৪ ৪১৯	মৌর মিঠাহরি থানে রাজু ইজারা জিত্তী লডিক। মৌর জাহান আলি খাঁ।	মৌর জাহান আলি খাঁ।	১১৮৩/০	১১৯/৬	৪২০	৩৭/৬	৪২৭/৬	ঐ
২২৯ ২৩৬	মৌর রাজপাকিরা থানে চকরিয়া তার বিবি ইসরাক	মৌর সেয়দত আলি সদাগর।	৬৮৭/৩	২২৪৬/০	৪০০	১২৬/১	৬২৬/১	ঐ
৩০৪ ১৪৬০	মৌর পেছুরা থানে চকরিয়া ভাসুক কজল আলি	খান	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৪৬/০	ঐ

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন ১৯১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থিত নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৮ সালের ১২ আনুমানিক তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানার এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আর্ডার অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাউতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৮ সাল ২১ মেই মোং ১২২১ সালের ৯ ট্যাক্স সুধার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কার্যারিতে বিনা ওজরে ও একশো মিলানে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৩। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌমিক।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর অংক।	বাকী।	টেক্ষিৎ।
২৬ নং	৭৫ নলিকুজীয়াস অধিবাসি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবৈতা ডালুক ১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	মোহাম্মদজ্ঞ চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২১২	৮২২৫০২	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৭। ৭ আইনের ৭- ধারামতে কিং চানীনা কান্দা ১৩৮৮ কাগ হিসাব।	জামিন্দার চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৫০	.	.
	এ এ এ কি চানীনা কান্দা হিসাব ১৩৮৮। ভিল। তপে বনভাগ হাল।	জামিন্দার চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	.	.
১১৭ নং	৩৫ নেওয়াকালী হিসাব ১০ আনা ১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি হিসাব।	মীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র গির চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫৮	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বনভাগ ময়রহ ৩০ মৌজার ১০ আনা হিসাব।	মোহাম্মদজ্ঞ চক্রবর্তী ...	৪৪১৫৮০	.	.
	এ এ এ ...	প্রমথচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৫৪১৫৮০	.	.
	এ এ এ ...	মীননাথ চক্রবর্তী ...	৫৪১৫৮০	.	.
	এ এ এ ...	কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৫৪১৫৮০	.	.
	তপে হাজরা দি।				
১২৪ নং	পাটখালী গ হিসাব ৫/১১- কাকী ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে ধারিত বাদে একমালি।	মহিমচন্দ্র গির চৌধুরী, মীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১৪০৩৫০	১২১/৮	একমালি অংশ মহাল নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকিল পাটখালী ১০ আনা ময়র হাজরা দি ১৮১১ গণ্ডা।	মগত কেশব আচার্য চৌ- ধুরী নাথালগ।	২২৪১৫০	.	.
	এ এ চাকিল পাটখালী ১০ গণ্ডা ও ময়র হাজরা দি ১৮১১ গণ্ডা ও বীর ময়র ৫০ আনা। তপে মৌজা ময়র ১৮১১ মোতা ১৮ ১৮১২ অধিবাসি। তপে হাজরা দি।	মহিমচন্দ্র গির চৌধুরী ...	১৮১৫০	.	.
		মহিমচন্দ্র গির চৌধুরী ...	১৮১৫০	.	.
১২৫ নং	৩৫ কুমার ময় গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	মীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৫০২৫/৪	.	.
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে ধারিত হিসাব ৫১০ আনা।	বিবেকচন্দ্র মাল্য।	২৫০৫/০	৪০১০	ধারিত হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে ধারিত।	মহিমচন্দ্র গির চৌধুরী গররহ।	১০১৪১/৫	.	.

নং ভৌতি।	বায় বহান।	বায় বাসিক।	নবর অমা।	বাকী।	টেকিরং।
-------------	------------	-------------	----------	-------	---------

দ্বিতীয় সেনীর বহান।

৫০৭১ নং	জঙ্গল রণতাপ্তান। ৮৮ চারিপাড়া জুবর্ণপুর ওরফে কাঁদাখিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর- মহ।	৭৪৭৭১০ পাই	১১১১০	সম্পূর্ণ বহান নির্ধারিত হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং বরদনসিংহ বীল হালদী ...	রাজা বরিশন্দ্র চৌধুরী গরমহ।	৫৮৩৭	২০১১০	৫
৫১৭৪ নং	পং হরেন্দ্রনাথ চর তেলুয়াখারি...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গরমহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪৯ নং	পংগমে পুখুরিয়া চর গারুয়া ...	বাহাদুরী মেথ্য চৌধুরানী পতির বায় দুর্গাচন্দ্রসাহা ও মহারানী পরভূজানী মেথী গরমহ।	৫২১৮৫০ বাসিকানা ৬৪৮৭	১৪২৪১০ বাসিকানা ১৪৭৭	৫

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্ক্রনালিক সিন্‌কোনা।

উক্ত স্ক্রনাইলিকের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোম ব্যক্তি সগম মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫৫।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০৭।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১১।০ আউন্স আলা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বার আলা ডাকনামুল দিতে হইবে।

অগ্রমাশক দানাবাক্স। সিন্ধুকোনা।

সাল সিন্ধুকোনা হাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতম ও উৎকৃষ্টতর স্তবধ। বাহার দানাবাক্স না, এরূপ সামান্য অগ্রমাশক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুটুমাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্বাং কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোম ব্যক্তি মগন মূল্য দিয়া ২৪৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে মগন মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় স্তবধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে এই স্তবধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আলা ডাক দানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPPL. GOVT. PRINTING, No. 106, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 6 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট বস্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আর্ট-লী ও জিজিহস্তীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেজি-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের জ্যেষ্ঠ সি. ডি, ফিল্ড, এম. এ, ও এল, এল, ডি, সার্ভিসের প্রণীত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ সেক্রেটারিট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিবাক আইন সংহিতা।

একখ খামি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোম ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্টেন্টের নিকট একখ খামি পুস্তকের মূল্য এবং ভাড়া মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আলা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকামলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০৭
ডাকমানুল	...	"	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-মেলের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
...	...	"	৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমানুল	...		।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	...		।০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বড় অধিক হর তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমানুল	...		।০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকামলে সমান মূল্য; কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একজিৎ ছোট সেক্রেটারী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE--*Rules for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.*

Full page, per issue	20
Half	10
Casual advertisements—4 annas per line.							

विष्णुः ।

কলিকাতা গেজেটের কিস্তি বাজালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া ছাটবে না, ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আগমন প্রতিরিক্ত এই মন্ত্রের বিজ্ঞপন প্রকাশ করা গেল।

গরবমেন্টের কাগজালয় কিংবা গরবমেন্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাগজালয় তিন কোম বাকি থাকিল
সেক্রেটারিয়েট ছাড়া অন্যত্রও পুস্তকাদি প্রমাণ করে চাছিল কিংবা উক্ত ছাড়া অন্যত্র ৩০.৭ কন্স
করাইতে চাছিল তদ্রিমিত্ত নগর মূল্য দিয়ে চলেছে, এতদ্বারা এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

এই অবস্থি দাখাল মেট্রোটারিবেটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অস্ত্র মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কাহীলয় তিন্ন কোম ব্যক্তিকে কোম পুস্তকাল বেওয়া কিহা উক্ত কোম গেজেটে ইশ্টিফা'র ক বিজ্ঞান ম প্রভৃতি প্রকাশ করা বাইবে না।

মুন্সীর নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, জিন্দোষ্ঠি বাস সিবার আসে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাওতে বর্তবে।

जि. ए. मिसे, वल्लेस.

বঙ্গদেশের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখা আছে

२५-२ मई १२ डिसेंबर ।

বক্তব্য ।—হলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বারা এই ।—

পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০৭
আধ পৃষ্ঠা	"	"	...	১০৭
কখনই ইঙ্গিতবার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

विस्वात्मन ।

রাজকার্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের যন্ত্রিসভার আইনের প্রচেষ্টা চলিলে কলিকাতার স্প্রিং ফিল্ডে টোলহাউসের ছাত্তারাকৃত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপনে কাব্যবিভাগের আশ্রমে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা শ্রমোদ্যোগ দিয়া প্রার্থনাও পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আবেদের পৃথক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্টে, প্রাকার শিল্প কোম্পানির হাটীতে ক্রেতাদের হাটীতে পাওয়া যায়।

[গদ্যলেখ্যে গেরুট । ১৮৮৪ । ৯ পৃ ।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল স্বত্বানুসারে গবর্নমেন্টের জমী জিও এন্ড উইল মরিস লুইস সাহেব
কর্তৃক সূত্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta,
To Bengal.

From—Bombay.
From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায় ।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যাই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কোয়ারেন্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন ।

এ, পি, ম্যাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

শুক্রবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত উক্ত কমিটীর মিল্লিখিত রিপোর্ট আশ্রয় ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর মিল্লিখিত ব্যক্তি আশ্রয়বিষয়ে দিকট বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতদসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীর রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২ । আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূতল করিয়া গঠন করি এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের পোঁব হয় । আগামী নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্বার প্ররুত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিমার্জিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ ।

৩ । এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীর বলিয়া কমিটীর করকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয় যত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিখিত থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেই এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রমী বিষয়ক বিধি ।

৪ । এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন প্রকারের প্রকার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে সূচ্য হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিতোয়কারি রায়ভাগকে যেরূপ ভাষিকনার শ্রমীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রমী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রমীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “লাখান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “মখলীস্বত্বশূন্য রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । অধনোক্ত কথাটি ব্রাহ্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি লক্ষ্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিপেয়ে

Bengal Tenancy Bill.

ইত্যাদি দৃষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যথাস্থানে বর্ণিত বোঝের অন্তর্গত মহে এরূপ বাস্তবতার প্রত্যয় প্রদেয় নাই। অধিকন্তু বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই প্রণীত প্রকল্পের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাস্তবিক বোধ হইলেন হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রণীত নীতিমালা করিতে হইলে বড় দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আদালতের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের তিন ২ অংশে এই প্রণীত প্রকল্পের বোঝ সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যেহেতু পাণ্ডুলিপির ৭ নং অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে উক্তসংগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকন্তু সন্ধান না জানা পর্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আদালতের দ্বারা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। ডালুকদার ও রায়জমিনের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিকে আমরা এই প্রত্যেক প্রণীত লক্ষ্য নির্দেশ না করিয়া বরং ডালুকদারের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উক্ত প্রণীত মধ্যে প্রভেদসূচক নীতিমালায় নিকটে অবস্থিত, সেইসকল স্থলে আদালতসমূহের পক্ষ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিধিত ইহা স্বীকার করিলেও, আদালতের মত এই যে ইহার কোন প্রণীত দৃষ্ট লক্ষ্য নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

ডালুকদারের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অধিকারিত হারে জমী ভোগ করিবার অত্র বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাদ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮নং অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে ডালুকদারের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যেসকল জিলার জিরংদারী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে উক্তসংগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে ডালুকদার খাজানা হাজির রাখিবার বিধান করা হয় নাও, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা হাজির করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারার ভাষা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত ডালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থার ডালুকদার স্মৃতি হয়, ডালুকদার অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে প্রচেষ্টা ও যত্ন হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বহুত খাজানা পূর্বস্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারার পতনী ডালুকদার লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এখন উপক্রমবিকা অধ্যায়ের দ্বারা এবং সর্বাপেক্ষা নীচায় সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাদ্বারা পতনী ডালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ডালুকদার হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারার একটি বর্ণিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূমিধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে ডালুকদার হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা ত্রিগুণ করা গিয়াছে এবং যে স্থলে ডালুকদার কর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তাহার ২৭ টাকার ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারার একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন ডালুকদার স্বত্বদান হইলে এবং এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূমিধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা হয়, তাহা প্রযোজ্য ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থায় ধারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্ট্রী বাকী রাখার সকল প্রণয়ন বিষয়ক ধারাটী (একনং ২১ ধারা) ২২ খোদন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক আদায় অনুমান বা এক টাকার অনধিক যে ফী বাধ্য করেন প্রত্যেক ৭০ মূল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবহারিক হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১০। হজাতের ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভালুকদারদের প্রতি যেহে নিম্ন বর্ণিত ভাষা অব-
হারিক হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্তাবে ইহা বিধান করিয়া এই নিম্ন গুলির সমতা
বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত
কর্তৃক দ্বিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগ-
কারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর রায়তদিগকে ভালুকদারদের সহিত
ও শেখোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা
হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও মখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল মিয়ন গুলির কোন পরিবর্তন
করা হয় নাই। সুতরাং বিবরের পরিবর্তনের মধ্যে আবারও কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যিক তাহাই
বলা যাইবে।

বর্তমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের ঘেরণ সুরক্ষা মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের
সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অনুবিধি ঘটিতে পারে, তাহে প্রতি আদা-
লতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আরতনের পরিবর্তে রাজস্ব-
সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত মেনশও ধরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের
গবর্নমেন্টে এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮১৩ সালের জানুয়ারি
মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা গন্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল
বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিপাদ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে
ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ দিও করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগ-
জপত্রাদি পাইবার ব্যাকুলসত্তরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ণ কোনসময়ে
এই তারিখ দিও করা যাইবে তাহা বিবেচনা করিতে বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে কএকটি কথাতো এই সময়
স্থচিত হয় তাহার মধ্যে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার
(২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা
দ্বিরীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাহাৎ বিশদীভূত নির্দান না হয়,
তাৎ এই ধারার কার্যপক্ষে এ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই
ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বা বৎসর
কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা সুক্লিষ্ট
কোষ হয়। ইহাতে মৌকদমার কার্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে
ভূমিভোগকারী অন্যভাবে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন
খণ্ড হইতে বেনখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধান-
ের [২৬ (১) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ
করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ১৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ১৬ নম্বর দেখ] যদি সেই
ব্যক্তি কোন জমীতে পুনরায় মখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেনখল থাকিলেও
বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে অনুনিমজ্জম বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা
পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে বাহাতে সুবিধার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা
এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাধ্যস্বরূপে করিলাম। এই ধারার বিধান
এই যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকরণের উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত
হইলে মখলীস্বত্ব বিপ্লব হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয়
হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারার দ্বারা সমস্ত মখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি
উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতাপ্রাপ্ত শব্দের অর্থ দেখে যে শ্রেণীর জমা

গণ্য ভাষাতে মখলীশ্বত্ব লাভ বিবরণ এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেবোক্ত ধারার সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমী মিস্ত্রী পাট্টা ক্রমে কিংবা লম্ব বসম পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে ভাষাতে মখলীশ্বত্ব অধিবে না।

১৭। বাছাতে ভূমি প্রজাপত্ব সংক্রান্ত কার্খার অনুপযোগী না হইয়া রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি মেলাচা-রের বিকল্পে এই ভূমিহিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী মখলীশ্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যবিশিষ্ট হইবার কি আদায়িত কর্ত্ত্বক কার্খা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য নির্ধারণ প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারার কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিকল্পে এই বিক্রয় বার্থ হইবে।

২০। মখলীশ্বত্ব উল্লঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। মখলীশ্বত্ব দান সম্বন্ধে আদালতের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উল্লঙ্ঘন করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আদালতের বিবেচনার কেবল শেবোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদের হস্তান্তর কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক বণ্ড প্রতিলিপি অবি-লম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিবাদ করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের আধার করিবার সুযোগ পাইবেন। আদালতের বিবেচনায় পূর্বোক্ত-রূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নির্দিষ্ট সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্ত্বক দান হলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান ক্রমে যুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান সচরাচর উল্লঙ্ঘন দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিণামে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী ভাস্করদার ও তাহার অমায় যে ভাস্করদারদিগকে এই স্বত্বস্বার্থি কার্খা করিতে অনুমতি দেন তাহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আদালতের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিনিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে চিরকালীন কোন ভাস্করদার পূর্বোক্ত স্বত্বাধিনিষ্ট কোন কার্খা করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে মখলীশ্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার মখলীশ্বত্ব আদায়। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধি-কারীক্রমে ভূমিতে মখলীশ্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রাজত্বের স্বত্ব লাভ করিবে। আদালতের বিবেচনার ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরি-চ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির বাছাতে লাভান্বয়ে মখলীশ্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্য এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে বৃক্ষ করিবার নিমিত্তে বজ্রদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আদালতের বক্তব্য এই যে এই স্থানে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেবোক্ত উদ্দেশ্যটি তাহার কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই ব্যবস্থার কথা শীঘ্রই বলি থাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের ৫৮ পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম।—কোন মখলীশ্বত্বাধিনিষ্ট রায়ত আপনার ঘোড়ের বা অংশ কোর্টারি বিনি করে, তাহার ওসীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, ভাস্করদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নির্দিষ্ট স্থানের গবর্ণমেন্ট বজ্রদেশের ব্যবস্থাপকসভার বা আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত ভাস্করদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীরে আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে ভাস্করদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্ত্তমান কিংবা ভাবী মখলীশ্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৩।—কোন রাষ্ট্রত আপনাদের যোগ্য কি কোর্টের কোন অংশ কোর্সী বিনি বসিলে ইরূপ বিনি করিবার সরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)
এই বিধানগুলি চলক একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১৭।—কোন রাষ্ট্রত বহুসংখ্যক বা জীলোক বসিয়া বা পীড়নশতঃ বা দুর্ভাগ্যক্রমে কি নির্দিষ্ট একটি কারণে কিংকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকার দায় করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোগ্য কোর্সীবিনি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২৪।—যদি কোন রাষ্ট্রত পূর্বেকালের তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে এই ব্যক্তি মধ্যস্বত্ব-বিশিষ্ট রাষ্ট্রত থাকিলে, যের শর্তে ও যের নিয়মাদীনে তাহার থাকানা হুজি হইতে পারিত এক্ষণে ও যের শর্তে ও নিয়মাদীনে তাহার থাকানা হুজি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ছুব দিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন সহ্যভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূস্বামিনারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সী প্রকার সহিত রাষ্ট্রের যে সকল আইনবিধিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে এই সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অনুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আনার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া গৃহিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কুবকসিগের অবস্থা বিবেচনার অনেক স্থলেই এই নিয়ম না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আশানিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সী বিনি বিষয়ক প্রগাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়েকটি কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রগাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রাষ্ট্রত আপন যোগ্য কোর্সী বিনি করিলে যদি তাহার থাকানা বাতী পড়ে, তবে এই যোগ্য তালুকদারের মার সর্বাঙ্গী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সী প্রকারী মধ্যস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সী বিনি প্রগা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃতি হইবে যে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট : লিখ্য তাহার থাকানা হুজি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বসিয়া গিয়া হওয়াতে তালুকদারদের যোগ্য যেরূপ সর্বাঙ্গীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহার যের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতদেরও তাহাই থাকিবে। ভূস্বামিনারী অর্থেক্তর করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতেরাও তালুকদারগণের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাহা এই রাষ্ট্রতের নাম রেজিস্ট্রারী করান যার এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আশানিগের বিবেচনার মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য থাকানার বৈধক্যের আদালতের প্রতি এই সকল অবধারণবিরতির তার অর্পণ করিলে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। কেবল তাহার গবর্ণমেণ্টই এই সকল সম্পর্ক মিথর করিয়া রেজিস্ট্রারী করিলে এই অনুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতের থাকানা হুজি বিষয়ক বিধানগুলির আধারা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে থাকানা হুজি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও থাকানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে এই অধ্যায় স্থাপন করা গেল। ইতিপূর্বে বা আদালতে যৌকদ্দমী করিয়া সাধারণতঃ যেরূপে থাকানা হুজি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতের থাকানা চুক্তি সম্বন্ধে এই চুক্তি রেজিস্ট্রারী করা না হইলে হুজি করিতে পারা যায় না। ৩১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি ওজপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—থাকানা প্রাপ্ত হুজি করিতে হইবে না যে তাহার রাষ্ট্রতের পূর্বে দেয় থাকানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুসৃত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত থাকানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্ত্তিত থাকানা পূর্ব্বের বা সাবেক থাকানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুসৃত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত থাকানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারাবদ্ধ চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্বে চুক্তি এই শর্তের বিধানসম্মত ওরারত আদালতের তত্ত্বাধীন করিতে হইবে এবং কখনো আদালত লইবে না। ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে ধারাটি সংশোধন করার এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিদর্শনে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এত বিধান করা গিয়াছে যে জমী যুক্তরূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আদালত বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসিন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহুতবে।

৩১। নোংরাভাবে খাজানা রুজি বিষয়ে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূস্বামিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিভক্ত ও সুকটিল মতানিবেশন আনিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকিতেই খাজানারুজিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূস্বামিকারীদিগের হস্তে অকর্তৃণ্য বস্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অতিপ্রায়ের যেরূপ চেষ্টাতে খাজানারুজিসংক্রান্ত নোংরা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—সমস্ত ভূমিবিভাগে রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত খাজানার প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ)—ভূস্বামিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির রুজি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারুজিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আদালতের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারুজির আইনসম্মত এই চেষ্টাটি এক কালে ভাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতর বিধান ছিল বলিয়া বোধ হইল। এই চেষ্টাতে খাজানা রুজি করিতে হইলে যে স্থলে ভূস্বামিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির রুজি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রুজি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রুজি হইয়াছে এই চেষ্টাতে খাজানা রুজি করিতে হইলে, আদালতের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বস্তুতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানারুজির এই চেষ্টাটি কার্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরুজির চেষ্টাতে খাজানা রুজি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখন ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকার যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ক্রম আদালত তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রুজি কি স্থান সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জড়িত উক্ত কিস্তি সাংগে কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৪০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিয়া মূল্যের যে নিয়ম বহিরাগতের শস্যের মূল্যবিশেষের পরিষেবে মুদ্রাসংকেপে দেখ করা হইয়াছে এবং আইনও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আদালতের প্রতিশ্রুতি।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরুজিহলে অসুপারিত বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরুজিহলে আবাদ করিবার পরে রুজি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আদালতও অনেকাংশে এই বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করিবার ভার খাজানারুজিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম অন্যতর হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই—যাহা নোংরাভাবে অবস্থাবশতঃ অসুপারিত বা অন্যরূপে হয় আদালত কোন নোংরাভাবে এরূপ খাজানা রুজির ডিক্রী দিবে না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৫৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ অগ্রসৃত হয়, বর্জিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদের এক গড়মাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সন্তোষে অগ্রসৃত হয়। তদ্বিতীয় অধিকাংশ বাস্তব হইয়াছে এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও ঐকমত্যের আশঙ্কিত উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপি ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও অংশবিশেষে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা হ্রাস করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রধান হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকাক্রটি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা গঠিতে পারা যাইবে না; বরং কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানার হ্রাস করিলে টাকাক্রটি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা গঠিতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন ক্ষেত্রেই অগ্রসৃত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানার হ্রাস দিকী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৫৬। একই প্রণীত মখলীসাবিশিষ্ট রায়ভেদ প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাসভা বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রায়ভেদ আদিত বিয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৫৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাঁদ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানার হ্রাস দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫৮। বসায়দারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হেতুতে খাজানার হ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপাদের নিম্ন হ্রাসের মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৫৯। ক্রমাগত খাজানার হ্রাস মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার শ্রম সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপি ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্জিত; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর তিস্ত হইয়াছে ও যে মোকদ্দমার খাজানা হ্রাস দিকী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্জিত, ও একবার খাজানার হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানার হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানার হ্রাস করা যাইতে পারিত।

৬০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৪১ ধারা (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোঁতের কী রায়ভেদ দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন দুর্ভিক্ষ ঘটনা দ্বারা দ্বারিক্রমে অগ্রসৃত হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৬১। মূল্যের আনানিক তালিকা প্রস্তুত করণ সংক্রান্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৪২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিধয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ধারাক্রমে তালীর গবর্ণমেন্ট পূর্বে ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গড় বার বৎসর নিম্নলিখিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা তালি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উবাদিগকে দিখায়গোনা লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যের হ্রাস হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কার্যের বিশিষ্টরূপ সন্মততা লাভিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিবরণ মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খাতাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল। কারণ পশুচারণের নিবিষ্টে প্রত্যাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিতর্ক, সুতরাং এই বিষয়ে বিধি প্রণয়ন নাই।

৪৩। মখলীশ্বস্ববিলিষ্টে প্রজা সমারূপে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবেম তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিসরে স্থানীয় রীতি অভিনয় জটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করবার পূর্বে সীমা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে মূল ও অন্যান্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি বৃদ্ধি অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। সমারূপে দেয় খাজানা রপান্তরিত করণ বিবরণ (৪৩) খাতাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাবল্ল বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ১০ খাতা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেঙ্গল সীতাই-রাহে ভাঙিতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেম এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেম। আরও সুত্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খাতা অপেক্ষা নূতন খাতার বিবেচনায়ত্ত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেম, অর্থাৎ,

(ক) মখলীশ্বস্ববিলিষ্টে রায়তেরা নিকটই সেই প্রকারের ও ভূদ্রুপ সুবিধাবিলিষ্ট ভূমির নিবিত গড়ে যে সুত্ররূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে মস বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা গাইরা থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮২ খাতার এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অতিথিত “সামান্য রায়ত” অর্থাৎ মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ খাতার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় ভূদ্রুপ খাজানা বোটা উপরেয় গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে মখলীশ্বস্ববিলিষ্টে রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি মূল এই প্রকার ভূদ্রুপ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব প্রাণ করিয়াছি, এই মূল্যেও সেই কারণে উক্ত প্রস্তাব প্রাণ পরিবার মানস করি। মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিজে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্থায়ী রাখিলেন। কেবলমাত্র (৪৭ খাতার) এই বিধান করা গেল কোন মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া গেলে রেজিস্ট্রী করা নিয়মজ্ঞ হইয়া কিম্বা এই অধ্যায়ের যে কএকটি খাতার কথা শীঘ্রই বা হইবে তাহা নিবিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিবক ৪৮ খাতার অনুসারে একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাট্টাক্রমে ভূমির মূল দেওয়া গেলে পাট্টার বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৪৯) খাতায় বিধান করিয়াছি যে বিধান অতীত হইবার অনুমত হয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার মোটস আদী করা না গেলে পাট্টার বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার ঐকম্মা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং বিধান অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা মখলীশ্বস্বসূচ্য রায়তকে উচ্ছেদের নিবিত অতিপূরণ নিবিত বিধান সম্বন্ধীয় এক-রূপটি উঠাইয়া দিতে দ্বিধা করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খাতার) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া মখলীশ্বস্বসূচ্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণ ঐকম্মা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও মান্য খাজানা ধার্য্য করিবেম। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার তদিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার বিধান অতীত হইলে যেহেতু নিবিত তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার মখলীশ্বস্ব না অস্ত্রিলে সেই-নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায় ।

কৌর্কী রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

৪৮। কোন কথনীর পুত্রবিশিষ্ট রাইত আশান যোতের অর্জিত কৌর্কী হিলি করাতে ভালুকদারগণে পরিণত করলে, তাঁহার কৌর্কী প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিনিয়োগ ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদর্শ পুত্রের (২১ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপি অস্তর্গত এই নতুন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কৌর্কী রায়তেরা এই বিধানের উপকারে অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাঁহাদের ক্রিয়াকর্মসম্বন্ধে বিধান করা হইবে ।

৪৯। রাইত বিধান হইলে মুদ্রাক্রম খাজানা দিয়া যে কোন কৌর্কী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকারী হিসেবে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শতকরা অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিস্ট্রারী কাগজী বা নিবন্ধনক্রমে কৌর্কী রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা ।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় ছয় মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে কোন কৌর্কী রায়তের উপর উক্ত খাজনার নোটিশ জারী করা না গেলে পর দ্বিতীয় ভূমিকারী তাঁহাকে উল্লেখ করিতে পারিবে না ।

৮ম অধ্যায় ।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান ।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমই ভালুকদার ও রায়তদের অবশ্যিক হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে । এই বিধানগুলি ভালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাঁহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যিক । ৬৪ ধারার অস্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে । ইহার বিধান এই যদি স্মিত্যায়ী ভালুক কি অবশ্যিক হারে ভোগকৃত প্রজাবৎ রেজিস্ট্রারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজাবৎ নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রারী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যক্তি সুবিধিত অনুমানটি বার্তাবে না । আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্নমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বেই তাবের রেজিস্ট্রারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে নীচের আইনের এক ধারা পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার আভিপ্রায় আছে । যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রকৃত পূর্বেই অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের বেকসই বলিয়া জাহার করা যাকেন এই আইন ও পূর্বেই প্রকরণক্রমে অন্তর্গত অবশ্যিক হারে ভোগকৃত প্রজাবৎসম্বন্ধে সেই কন্ডের উক্তমত প্রতিকার হইবে । অতএব লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ ধারা দেখ) ।

৫০। কোন ভালুকের অস্তর্গত ভূমির সঞ্চিত ভূমি যোজিত হওয়াতে যে ভালুকের খাজানার টাকার বোশ করিবার সময়ে লজা, মুক্তি ও আশাযের খরচা বলিয়া শত করা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি ভুলাতাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই নতুন বিধান করণমত, ভালুকদার আশনার ভালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লজা পাঠতে অত্যান অসামান্য হইবে তাহা স্মৃতি রাখিবে ।

৫১। আদর্শ খাজানার বিধি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংশোধন করিয়া পরিমানে জটিল উপস্থিতি নতাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি ।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করণ খাজানার গবর্নমেন্টের প্রতি ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহার পটীকার্ণে প্রজাকে গোঁয়াল বণিকদের দ্বারা খাজানা দিয়ার কখন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে । আদর্শগণের বিবেচনার টাকার দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থানে সুবিধা অসক বোধ হইতে পারে ।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে বের খাজানার কবজে ৬ হিসাবে যে সকল বিষয় নির্দিষ্ট হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নিশ্চয় না করিয়া কখনোলে ৬২ ধারার পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার কবতা প্রদান করিলাম ।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অস্তর্গত ভুলাতাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি । একদে এই বিধান করা গেল, যে পুত্রোক্ত কবজে সার ৩: আদর্শমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাহা হইবে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিষ্কর্তৃত্ব বলিয়া গণ্য না হইয়া “ বিপরীত মতামত না গেলে ” এইরূপ অনুমান হইবে ।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে বাহাতে কোর্ট কী লী লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতগকে পরামর্শ দিরাচ্ছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার কমতা আছে বলিয়া আদালতগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোক্তার হস্তান্তর করা বাইতে না পারে, বা কী খাজানা নিমিত্ত সেই মোক্তার হস্তে উল্লেখ করিবার বিধান বিহীন (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই কর্তব্য আদায় করিলাম।

৫৭। ডাঙলী মোক্তার উৎপন্ন কল বিক্রয় বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোম কর্তৃত্বী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই কর্তব্য আদায় করিলাম। প্রার্থনাপত্রে অন্যত্র পক্ষের প্রার্থনাসহ এবং অন্য যে কোন স্থলে জিয়ার বা মহকুমার জালিটের সাহেবের নিকটে প্রেরণ কার্য করিলে আদালত নিবন্ধিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃত্বীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আদালত ব্যাংক দোধ করেন সেই আদালত করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই কর্তব্য আদায় করিলাম। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আদালত চূড়ান্ত হইবে ও তৃতীয় ন্যায় প্রদান করা বাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিগুণে পক্ষগণকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে বাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতগের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাণ্ডুলিপি ৩ ধারাটি সরিবেশ করিরাছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত কল যেখানে রাখিতে কেবল প্রচার অধিকার থাকিবে।
 (২) উৎপন্ন কল বিক্রয় করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিক্রয় করা না হয়, তাৎসব সমস্ত কল যখন রাখিতে কেবল প্রচার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্ত স্থানেই ভূস্বামিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রচার ভূমি কার্যের নিষ্পত্তিকালে কল কাটিয়া দেয়া করিতে পারিবেন, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিক্রয় করিবার বাধা হয় এমন সময় বা এরূপ প্রকারে কলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।
 (৪) যদি প্রচার কলের কোন অংশ এরূপ সময় বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে যথাকালে ভূস্বামি বাচাই বা বিক্রয় করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংশ্লিষ্ট সময় দিকটায় সেই প্রকারে ভূমিতে সেই প্রকারের অন্য সম্মানোপা পূর্ণ পরিমাণে বস বাচাই হয়, কল তত হইরাছিল বলিয়া আদায় করা বাইবে।

যেখানে উৎপন্ন বাচাই বা বিক্রয় করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে কলের সমস্ত সমস্ত ভূস্বামিকারী ও প্রচার স্বত্ব ও দারের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সারণ্যরূপে যে প্রণয়ন সরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূস্বামিকারী ও প্রচার বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নতুন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূস্বামিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার ৭-ম বাগানটিকে রায়ত ও তদীয় ভূস্বামিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার কর্তব্য আদায় করিরাছি।

৬০ উৎকর্ষসাধন ব্যক্তি বিবাদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ি হইতে পারিলে তিনি আদালতের প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১৮৮৩ সালের আইনের ১০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি দাখল (১০) প্রদান করি-
য়াছি। এই দাখল বিধান এই যে কোন ভূস্বামিকারী কি প্রজ্ঞাপন উৎকর্ষসাধন করা হইবার
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর দ্বারা প্রার্থনা করিতে
পারিবেন, এবং কোন বিষয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদ্বয় মধ্যে পরে যে কোন আদালতিক
কার্য হইতে পারে তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আছে। এইতে পারিবেন। ৩৭ দফা ১০।
ভূস্বামিকারী কৃষ্ণ উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদালত একটি দাখল (১১) প্রদান
করিয়াছেন।

৬১। স্থলপাণ্ডুলিপি ১০২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যাহা হইয়া এখন লুপ্ত হইয়াছে। ভূস্বামি-
কারী রাজস্ব উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে এবং আপন দাবী করিতে প্রস্তুত হইলে
এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রাজস্ব যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনু-
সারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আদালত একটি উপধারা [১০ (৪) ধারা]
সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপ-
স্থিত করিবার তারিখ হইতে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রাজস্ব যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা
এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে
কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিত হইয়া থাকে ইহাতে দাখল
হইবে।

৬২। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয় শর্তাবলি যে টীকা দের দ্বারা নিরূপণকালে অন্যান্য-
কর্তৃক যে বিবরণ বিবেচিত হইবে, তাহারা ১৪ ধারার বিবরণের মধ্যে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছে। সুতরাং যে কতিপয় সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধ-
নের কল যত কাল দ্বারা হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় এই উৎকর্ষসাধনের আদালত প্রতি এবং “ভূমি
কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসংগত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রাজস্ব যত
কাল অবধিষ্ট থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের
দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৩। যথা প্রদেশের প্রজ্ঞাপনবিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আদালত
প্রজ্ঞাপন কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিবরণ (১৫) ধারাটি মুদ্রণ করিয়া প্রদান করিয়াছে এবং কোন নোডের এই
বিবরণে একটি আদালত সংক্রান্ত আদালত বলিয়া তাহার প্রতীকস্বরূপ একটি উপধারা (৪) যোগ করিয়া পক্ষে-
রূপে দিমান করিয়াছে যে কোন রাজস্ব আপন গোড ইচ্ছা করিলে, ভূস্বামিকারী এই যোগে প্রবেশ
করিয়া উক্ত আইন প্রজ্ঞাপন করা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাহ করণ লইতে পারিবেন।

৬৪। আদালতঃ মেথিলে যোগ হইতে পারিলে আপন গোড পরিচয় করিয়াছে কিন্তু এই যোগ যে
১৬ ধারা (১) কোন রাজস্ব আপন ভূস্বামিকারীকে নোটিশ দাখিল করা থাকিবে এবং তাহা
পরিচয় করিয়া। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগি ভাগ
করে, তাহা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোগ আর চাহ
না করে, তবে রাজস্ব যে কৃষি বৎসরে প্রথম ভাগ করিবার, তাহা করিতে বিবৃত হয়, সেই
কৃষি বৎসর জন্মিত হইবার পরে কোন সময়ে ভূস্বামিকারী এই যোগে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য
কোন প্রকারে করা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাহ করণ লইতে পারিবেন।
(২) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারায় কোন যোগে প্রবেশ করিলে, আদালত পূর্ববর্তী বি-
বরণে যে প্রকারে প্রবেশ করেন, সেই প্রকারে নিজেই পাঠে নোটিশ প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে
এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোগ পরিচয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
(৩) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারায় কোন যোগে প্রবেশ করিলে, এই নোটিশ প্রদান করিবার
তারিখ অবধি কৃষি বৎসর কিম্বা মধ্যমবৎসর রাজস্ব হইলে, চরমাল জন্মিত না হইয়া পর্যন্ত এই
রাজস্ব যে কোন সময়ে উক্ত কৃষি মধ্যম কিম্বা পাঁচবার লিখিত নোটিশ দ্বারা উপস্থিত করিতে
পারিবেন। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হই তাহাদের প্রতি পূর্ণ সময়ে আদালত
যেহেতু (যদি কোন) লক্ষ্য দাখিল বাহ্যিক করে, সেই পক্ষে মধ্যম কিম্বা পাঁচবার আদালত
পারিবেন।

অনুবিধি অনুসৃত হইয়া আদালত পাঁচলিখিত ধারা প্রদান করিয়া তাহা নিরূপিত করিবার চেষ্টা
পাইয়াছে।

৬৫। কোন ভূস্বামিকারী পূজার সম্বন্ধে বিলা কিম্বা কানেক্টর সাহেবের অনুমতি বিলাদন বৎসরে
একবারের অধিক ভূমি দাখল করিতে পারিবেন না এই বিবরণটি ১৯ ধারার আদালত নিয়মিত স্থল
বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোগের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠোঁটীতে ছুক বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে
ও দের থাকিবে এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাহের ভূমি পরিমাণ বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে এবং দের থাকিবে চাহের
ভূমি পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে কুমারিকাটী উপাধিপূর্বক স্বাক্ষরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে স্বাক্ষর হইল এবং স্বাক্ষরক্রমে মখল পরিবার স্বাক্ষর অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

১৮। সাগের একটি বিষয়ক ১০১ খারার আমরা একটি উপসারা সন্নিবেশ করিয়া দ্বাদশ গদ্যে মের প্রতি প্রাচীর তদন্ত লটবান পর কোন স্থানে যে না বের মাদগ ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া নিম্ন প্রদত্ত কথার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং প্রকল্পে যে সিলেক্ষ কণার তাহা গিরীত দর্শন ম গোল শুদ্ধ বলিয়া মঃ মাঃ হইবে এই বিধান করিয়াছে। খারারিগের বিবেচনার ইচ্ছাতে মূল পাণ্ডুলিপি ১৩০ খারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই খারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। জুমি মাঃ কঃ বিষয়ক অন্যান্য খিান প্রদত্ত লিপিসম্বন্ধীয় ১০০ অধ্যায়ের মধ্যে দুইটি হইবে।

১৯। কোন মখল কিসা ডাক্তারের সগাধিপারিগের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কাগাধাক্ষ নিয়োগ বিষয় এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা ৫৩টি খারা (১০৩) সংযোগ করিয়া গাই কোর্টের প্রতি কাগাধাক্ষের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

২০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক খারাটি খারার তাগ করিয়াছে। এই খারাটি থাকিলে মখলীয়ত্ব কুমারিকাটীর মধ্যে রাখত হওয়াতে তদীয় প্রাধিকারক কোণী রায়ের অবস্থার পক্ষে হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের খারা বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবোধ্য এই খারাটি আমরা গের মধ্যে বিশেষ আশঙ্কিত। খারার এই খারাটি সঞ্চিত হইলে উপস্থিত খারা না থাকিলে যে কোন ব্যক্তির এই খারা ক্রমে সম্প্রদিসংক্রান্ত আইনের অধিনীত হইবার প্রভু ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই অধিনীত প্রভুর নার সত্যতা ইহার সত্যতা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই খারাটির প্রতি প্রকৃত আশঙ্কি উপস্থিত হইতে পারে।

আমরা গের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন মখলীয়ত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (১৮) খারার বিধানক্রমে যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই খারার কথা পূর্বেই (১৫) মফার) আমরা বলিয়াছি। মানবর জ্ঞানী স্বত্ব নিমিত্ত সাহেব এই বিষয়ে যেমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইতিমধ্যে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা গের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিরংপরিবাহে উপস্থিত আইনের ন্যায় অবিকারের নীতি হইবে।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা এখনে বলা আমরা প্রাধান্য বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকার অল সাধারণে কথনক, বিশেষতঃ কোন মখল কি ডাক্তার বীলমজ্জনে মলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে থাকি তাহা ক্রয় কোন ভিসি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমরা গের দোষ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন খারাক্রমে তাহা দূরীভূত হইবে। এই খারাক্রমে বিশেষ এককটি মির-মাদীমে কুমারী কি ডাক্তারের প্রার্থনাক্রমে ১১২ সংখ্যক কর্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দুইটি হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা সন্নিবেশিত হইবে তাহা লইয়া বিবাদ পাঠক না থাকুক, সরাসরী কার্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা থা গেলেই তাহা দৃষ্টিবাক্তই শুদ্ধ বলিয়া অনু-মান করা হইত, কিন্তু মেওয়ানী আদালতে ডাক্তার প্রকৃত প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া মেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা থা থাকিলে কি পরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে মেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার নূতন নিষ্পত্তি দ্বিতীয় মাস প্রদান হইবে। বিশেষতঃ অল ডাক্তার সকল আপীল সন্নিবেশিত নিয়মিত হইবে, নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই মতের আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রদত্ত প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি রূপেই এক নিত হইক না বেল স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ডাক্তার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা বরাং বার তাঁহার যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি বহু দূর আশাশীল হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি অসংখ্য অধিকতর আশাশীল বস্তু নিঃসন্দেহ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কাৰ্য্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট লিপি প্রস্তুত করণ এবং সম্বন্ধীয়বিশিষ্ট প্রজা ও তাঁহাদেরই অবস্থারিত খাজানার বা হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিকারী বা প্রজা উক্ত যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আশাশীল করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাউতে পারে কি না এবং কতটা যাউতে পারিলে কতটা টাকার তাহা নিঃসন্দেহ করিতে হইবে এতগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতির যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার অবস্থা ও যে কোন নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়গুলিই প্রজাদের উপর পূর্নোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনগুলি এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা বহু। সম্ভাবনাক্রমে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্ততম বিচারালয়ে আশীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অন্তর্নিহিত-যুক্তি অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎপাদনাদির কল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত যুক্তি সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আশীল ক্ষেত্রেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা এই সকল বিষয় লইয়া যথার্থ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্নোক্ত দুইটি বিষয় অত্র করা যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক হুঁচকিতে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ খণ্ডের দৃষ্ট হইবে। যথেষ্ট লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারশক্তি ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্নোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্ভাবনাক্রমে উত্তর পাইবার পক্ষে সম্ভাব্য হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা বার ভৎসনসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যথেষ্ট লিপির অন্তর্গত কোন কথা-যুক্তি বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি কার্য্যে, ও পরে এই সময় বিষয়ের আশীল বিশেষ জ্ঞানের নিকট হইতে পারিলে এবং যথেষ্ট লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি বিত্তীয় আশীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জ্ঞানের নিষ্পত্তি অনাথ্য না করিলে এই নিষ্পত্তি হুঁচকি হইবে। এইস্থলে তাহা কোটি ভুলন করিয়া খাজানা নিঃসন্দেহ করিয়া দিতে পারিলেন, কিন্তু প্রায়শ্চীর লিখিত অসংখ্য খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যন্ত করিয়া দাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোটি দ্বিতীয় আশীল হইতে পারিলে না কিন্তু আইনগুলি বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জ্ঞান কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই বড় কম আছে তদপেক্ষা অধিক কি কম প্রজা আছে ধরিয়াজেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আশীল করা বার বলিয়া দ্বিতীয় আশীল কর গেলে ও আশীলকারী কৃতকার্য হইলে, তাহা কোটি খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমানইয়া নিঃসন্দেহ করিতে পারিলেন।

৭৫। আমরা ১২০ খণ্ডের বিধান করিয়াছি যে পূর্নোক্ত একসারী ক্ষেত্রে কোন যোতের খাজানার টাকার কার্য্য করা বার নিষিদ্ধ কোন ভূমিকারীর আশাশীল করিবার যথার্থ থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার আশাশীল হইতে যথার্থ কিছু নিশীদ্ধ হয়, ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন দ্বারা যোতের পরিমাণ হ্রাস হইলে, পনের বৎসর কাল মধ্যে তাহার হ্রাস করা যাইবে না।

৭৬। প্রচলিত হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ খণ্ডটি এক্ষণে যথেষ্ট লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানা বন্দোবস্ত করণ এই উত্তর বিষয়ের প্রতিই বর্ণিত গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থঃ ১২২ সংখ্যক নুতন খণ্ডটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই। কোন প্রজার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবস্থারিত খাজানার বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সক্ষে ই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হাটের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের নিষিদ্ধ বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বর্ণযুগের অতি-প্রাচীণসময়ের কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলওয়া হইয়াছে তদন্তে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলম্ব বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন রূপে দেখাওঁতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

সমোদিত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষ স্থানের সিন্ডিক হাবের উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে এইরূপ বিবেচনা করেন। এখবোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অর্থাৎ যে ভূমি লইয়া বিবাদ অথবা বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেখোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ হুকুম অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য করিতে হইবে সেই কুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের মূল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ হুকুম কুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আবার এই কার্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরণ শুক্ল ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমাবদ্ধ করিতে গিয়া আবার হুইটি বিভিন্ন কার্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক তদন্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধিকৃত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনাসম্মত ভবন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশে সর্বত্র এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া অথবা এখবোক্ত কার্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য হইবে। শেখোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি ও লইয়া বিধান থাকিলে এ বিধানস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনার আবার বঙ্গদেশ ও বেঙ্গলদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আবার আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও জমী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বেই জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য করণার্থে এককটি বিধি প্রণয়ন করিয়া উহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে খামার এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজখোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজ আশ্রম সরঞ্জামদ্বারা বা আশ্রম চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বায় বৎসর চাব করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আবাদারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজখোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাৎসরিক দর্শন না যার, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেশানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারার যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের সঙ্গে সমোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদায়ের নিমিত্ত যতদূর করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাকৃত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) বাৎসরিক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যার উৎপন্নশস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ব) যে কসল গোলাজাত করা হইতে পারে, তাহা কেহে থাকিতে বিক্রয় করা হইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে ।
- (গ) কোন ব্যক্তির সম্পত্তি মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারার অধীন করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে এই ব্যক্তির অর্থ মও হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে ।
- (ড) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের মও বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা লগ্নে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এই স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান সাধারণতঃ না বর্জিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিক্রেতা আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাণিগের বিক্রেতা বোকদমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন ।
- (হ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারার অধীন স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এই অধ্যায়ের কার্য স্থগিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে ।

১৪ম অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যাবলীর বিবরণ বিধি ।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অর্থ ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন মও বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মূল কিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বোকদমা মুক্ত করিয়াছি ।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথম ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি । এই ধারার অধীন হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিরিকারী ও প্রজার মধ্যে বোকদমার মেওরানী কার্যাবলি আইনের কোন অংশ বর্জিত না কি বিশেষ কোন মিয়দাযীমে বর্জিত হইয়া প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে । মূল আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে ভূমিরিকারী লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রথম উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা হইতে পারিবে, যাঁহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকার মূলতঃ নাশিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান ।

১৩। আদালত হইয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার কার্য, পদ্ধতি সম্পর্ক ও সরলতার পরিবার অভিধানে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাঁহাতে সুবিচারের বাধিত ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না । বিশেষতঃ আনয়ন সময় অসুবিধার ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সরলকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগৃহীত প্রতিবাদির বিক্রেতা আইনবর্তিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক ।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার ভূমিরিকারীর দৃষ্টান্তে কোন কথা উল্লেখিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি । এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত ভাষার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাণীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে । দৃষ্টান্তে যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার বোকদমা হইতে অন্তর ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আনয়নের উদ্দেশ্য । অতএব আনয়ন এইবিধান করিয়াছি যে প্রকল্পে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দ্বারা নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করাইবে; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাণীর বিক্রেতা হইয়া বোকদমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রমাণ নিষেধ করণার্থে আনয়ন না পাইলে বাণির প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে ।

১৫। আনয়ন আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার বোকদমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাণীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বক্তৃত্ব টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বক্তৃত্ব টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় ততঃ টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন ।

১৬। আনয়ন ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাণী কোন অস্বীকার প্রবেশকারীকে উদ্ভূত করিবার বোকদমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির মতলবে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয়ের উপযুক্ত ও সাব্যস্ত খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রমাণ করা যায় ।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিরিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাবাদের ভাব ও অনুবর্তন মিয়দপক্ষে বোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে । ইহার পরিবর্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুগত কাংক্ষণশীলী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি কনফা আদান করিয়াছি যে উচিত যোগ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিখানারিসের যেসকল অভিযান সুস্থিরাহি অন্তঃসারে পত্তনী ভানুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্রতর বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে জ্ঞানীয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি ইহা এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি বার ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী ভানুক ভিন্ন কোন ভানুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিয়া বিধান আটনে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেসকল পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সরকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ভানুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিখানারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির খাসীমতী কতকগুলি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই উক্ত প্রথমটির নীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারার দৃষ্ট হইবে (খাজানা বাধ্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৩১ ধারা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে চুক্তিগত করিবার কনফা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যিক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারার সংগ্রহ করা প্রবিধানক যোগ করিলাম।

যেহ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিয়ে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও মখলীখতবিশিষ্টে রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিম্নিষ্টে মখলীখতের অধুসঙ্গ।

(গ) ৪১ ধারামতে মখলীখতবিশিষ্টে রায়তের খাজানা কসাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৪৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিখানারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিম্নিষ্টে কেতু বাতিরেকে মখলীখতপূর্ণা রায়তকে ও কোর্পী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্গত সংরক্ষণ (৪৮, ৪৯, ১০, ও ১৩ ধারা)।

(চ) মোটেবাত্তামি কসিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কসাইবার স্বত্ব (১৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্ছন্ন্য অভিপূর্বকের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রথম সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী বোকাবরী পাট্টা নিবার লক্ষ্য সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নুতন ধারা সংক্ষেপে করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মতালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মতালে ভূমিখানারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম করা, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী বন্দোবস্তী পাট্টা নিতে ভূমিখানারীর বাণী হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাণীব্রবাদের মধ্যে মঙ্গিগলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রমাণে প্রকৃত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদান। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেসকল বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আশেয়ক বলিয়া যোগ্য হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাশনিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহার ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে মখলীখত লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই মখলীখত লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূমিখানারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম করা সেট খাজান দিতে নারী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া জার করা হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল হাসিলী” প্রণালী নামে পাত প্রণালীতে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই প্রণালীর কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

১৬। ওদফার পূর্বেই বর্ণা হইরাছে, যে স্থলে কোন রায়ত গ্রাহকস্বরূপ আপন ঘোড়ের অংশ না হইয়া বাস্তবিক ভোগ করে সেই স্থানের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ন অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রমাণস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার মূল হইত পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি দ্বারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রমাণস্বত্বের অনুবল দেশচার দ্বারা নিরূপিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

বিধান বা আদালত বিষয়ক বিধি।

১৭। মধ্যমীয়ায় বিশিষ্ট রায়ত যেমন তাহার আপন ঘোড়ের অন্তর্ভুক্ত সেই জমীর পুনর্বার মূল পাণ্ডুলিপির নিমিত্ত বোকদ্দমা করিলে ঐ বোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মের কাণ্ড বুদ্ধিসম্মতরূপে অংশ করিয়া বাঁধা করা উচিত, আদালত এতরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাবহাদরর ১৮১ সালের আর্ডিন্সের ৮১ ধারার প্রমাণিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে ভাষায় তদ্রূপ প্রমাণকে উল্লেখ করা যার ভাববোধ হইবে বৎসর কাল নিয়মের কাল ধাওয়া করিয়াছি। যে বোকদ্দমা পূর্বেই আদালত হইয়া গিয়াছে, বাহাতে তাহার যেহেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

১৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান ক্রিয়াক্রমে পরিমার্জিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির লিখিত "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সম্বন্ধে কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশঙ্কিত থাকিতে তাহা অগম্যমান করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি দ্বারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যেহেতু বা ভূম্যধিকারী ব্যক্তি একজনানী ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উত্তরে বা সকলে একত্র হইয়া পূর্ণ করিবেন কিংবা তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

১৯। আদালতের বাঁদাযুগ্ম কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল বাঁদার সম্বন্ধে আদালতের প্রতি হইল যে আদালতের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজপত্র যথোপযুক্ত সীমাসীমা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ হইলে আমরা বিশেষ যত্নসহকারে করিব।

এখান কথাগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও অতিপূরণ নিষার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাস্তবিক কি না, ও বাস্তবিক হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাপত্রাদি বোকদ্দমার বিচার বাহাতে শীঘ্র হয় এই অতিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাস্তবিক কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেবল তাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিক্রেতা বা কী খাজানার নিমিত্ত বোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাস্তবিক কি না।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা বাহিতে পারি কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিতে নাই কিংবা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি জঘোষমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আদালতের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনভারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সম্বন্ধেই প্রত্যাহা করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদালত করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে একতরফা বোকদ্দমার পুনর্বার বিচার হইবে না আদালতের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আদালতের যে সংবাদ জমা ছিল তদ্রূপে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অতিপ্রায়ে প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার প্রস্তাবটি অর্পিত হইত।

- (৪) আদালতের নিকট প্রায় একরূপ ভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার বোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিক্রেতা ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিক্রেতা আপন করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন ভানুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের সচিব সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে যদ্যাবলম্ব হইলেও এই ভানুকের অধিকাংশী অধীনস্থের দ্বারা এই রাজস্ব সেন, সেই সকল ভানুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কাগজগুলি পাঠিতে পারে কিনা এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা দাঁটতেছে যে এই সকল ভানুকের কথা সরকারী রেকর্ডে নাই। গতানুগতিক সংশোধিত কাগজগুলি উক্ত সকল ভানুকের প্রতি বর্ডান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খামান্য মুক্ত ভানুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চক ও পবলিক ওর্লসকরের টাকা বাকী পাড়িলে এই টাকা আদায় কদমদ্বারা পূর্বেই কাগজগুলি বর্তাইবার নিমিত্ত প্রকাশ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অপন করিব ভিন্ন করিয়াছি।
- (৭) যেহে নিয়মাদীনে দায়ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্য-
কতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পুনরু ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও ভালভাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারীগণের নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কিনা এবং চউগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষভাবে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যিক কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর ভ্রূপা ও গোরা ঘোড়ের চক্রান্তরযোগা মথলীস্থের নায় অন্য কোন যত্ন অগ্রহণ করিবার যত্ন সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গড় বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষনাশন করা যাইতে পারে কিনা এবং প্রধানতঃ এই সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজনা প্রকির নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় বাবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩. ১০. ও ১৭ নং।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮০ সালের ৭. ১৪. ও ২১ নং।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একদিকের সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্য্যায় প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
ফির্স টমলস।	আদীর জাণী।
সি, সি, ইলবার্ট।	ডবলিউ, ড সিউ, কট্টর।
জি, এচ, সি, ইবান্স।	এচ, ডেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুট-ডন।	

কমিটীর সম্মুখীন কল এই রিপোর্টে যথাসম্প্রদায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে আশ্বস্ত
করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও ভ্রূপগত অনেক কথাই প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং
ভিন্নতরূপে একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

বৃক্ষদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর বীর জিগুত কৃষ্ণাঙ্গ
পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়া ছন সেই নিয়মাদীনে ও তিনি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি আশ্বস্ত
করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বশিরা এই রিপোর্টে আশ্বস্ত করিলাম।

তারিখ।

১৮৮৪ সাল ১৫ই মার্চ।

* কোনও বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তকসীল ।

মাজিষ্ট্রেট ও কৃষি লক্ষ্যীত্ব অধিদপ্তরে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১ মাৰ্চ
তারিখে ৪৮৪—১১৬ H. নং আকিসের আকসিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ১৮৭৬—১৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত-
পত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ১৯২৬—৬৯৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে ৪৬৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[৭ নং কাগজপত্র] ।

মানাবর জীবুত টি, এম, গিবল সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালার জুয়াবিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং
কাগজপত্র] ।

দীর্ঘপত্রিয়ার রাজা সম্বন্ধীয় বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১৪ নং কাগজপত্র] ।

মাজিষ্ট্রেট ও কৃষি লক্ষ্যীত্ব অধিদপ্তরে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর
তারিখে ৯৬৪ H. নং আকিসের আকসিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ১২৯০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র
[২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ২০৮৬—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র
[২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ২০৯৫—৮৭০ L. R. নং পত্র ও তৎস-
হিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্যকর্মী ১৮৮৩ সালের ১ম নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উরিয়ার ঈশ্বর বাবু কিশোরী মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র] ।
- বিহুতের জুয়াধিকারীদের সত্যকর্মী অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৪ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র] ।
- ঈশ্বর বাবু কিশোরী সাল লবকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেঙ্গলদেশের জুয়াধিকারীদের সত্যকর্মী ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র প্রকারবিভাগে ভারতবর্ষের পর্বর্গমেটের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৩ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- মহানন্দসিংহ জিলায় জমদান সেরপুতের ককজনঅমিসার, ডালুকর, ও প্রধান জুয়াধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৮৭০—২৮৮০ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র] ।
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সত্যকর্মী সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্বাধী জুয়াধিকারীদের সত্যকর্মী সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের আসিষ্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৪ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র] ।
- জালালা খান ইণ্ডিয়ান আসিষ্ট সেরপুতের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সত্যকর্মী নির্ধারণপত্র [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের জুয়াধিকারী সত্যকর্মী সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের পর্বর্গমেটের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- বিহুতের জুয়াধিকারীদের সত্যকর্মী অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র] ।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্পত্তির বিধি।
পাঞ্জানা রহিত করা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ানধি যে তালুক
ভোগ হইয়া গিয়াছে, কোমর ফলেমাত্র
আহার খাজনা রহিত হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজনা রহিত হইবার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজনা ম্যাক্সে পাঞ্জানীর বিত্তের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজনা কমঃ রহিত করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজনা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুক অমান্য অনুচ্ছেদ কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
সিদ্ধি কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পতনী তালুক কথা।
- ১৩। পতনীদারের গেটাও বিল করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পতনী তালুকের ভূমিগিরির হস্তান্তরক্রমে
প্রকৃত স্থানে আসন চাহিবার অধিকার
কথা।
রেজিস্ট্রী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজনার ডিক্রী জাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
স্ট্রী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজনার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিস্ট্রী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিস্ট্রী না করিবার ফলের কথা।
- ১৯। ভূমিধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূমিধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূমিধিকারীর রেজিস্ট্রী বহীরা দেখার মকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিস্ট্রী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে গে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্পত্তির বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধ-
িকার কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের সম্পত্তির বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চিহ্নিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রাইতের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রাইত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মালিক শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূমিধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
ফলের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংক্ষেপের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অধিকারের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমি-
কারির অগ্র্যে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূমিধিকারীর
অগ্র্যে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।
- ৩৪। উচ্ছাদ করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূমি-
ধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার
অধিকার কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ণ কদক দ্বারা কাগজপত্র ভূমিধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্স বিলি সম্বন্ধে বিধানের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্স বিলি
করে, তাহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরগাটীর ফলের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিবরণক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজির বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিক্রমে খাজানা হুজির কথা।
- ৪২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির বিবরণক বিধি।
- ৪৭। বনায়ত্তমিত উৎপাদিকাশক্তিহুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা হুজির করিবার আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্থাৎ মণের জালিকার কথা।
- ৫২। প্রদানত মূল্যের মূল্যের জালিকার কথা।
- খাজানা রপাণ্ডিত করিবার কথা।
- ৫৩। লসারূপে দেয় খাজানা রপাণ্ডিত করিবার কথা।
- বিধি প্রদান করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

স্বত্বস্বত্বস্বত্ব রাষ্ট্রতমের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। স্বত্বস্বত্বস্বত্ব রাষ্ট্রতমের প্রথমত্বস্বত্বস্বত্ব খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন স্বত্বস্বত্বস্বত্ব রাষ্ট্রতমকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়ান অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। "স্বত্বস্বত্বস্বত্ব" শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ট রাষ্ট্রতমের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্ট রাষ্ট্রতমের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্ট রাষ্ট্রতমগণকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবধারিত খাজানার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

খাজানা দিবার কথা।

- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা বেরণে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭০। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাইবার আদেশের কথা।

- ৭১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ মিছতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অমূল্যি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায় করিবার কথা।

- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।

- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দিচ্চি মিছতিপত্র কইবার কথা।

- ৭৫। আদায় পাইবার মোটিলের কথা।

- ৭৬। আদায়ী টাকা দিবার বা কিস্তি দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হুজিরযোগ্য হোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

- ৭৮। যে যোত হুজির করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

- ৭৯। বাকী খাজানার মূল্যের কথা।

- ৮০। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অসাররূপে প্রজিবাতির মানে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হালিপুরণের আঁজা করিবার ক্ষমতার কথা।

কলসী বা ডাউনী খাজানার কথা।

- ৮১। কলসী বা ডাউনী খাজানার করিবার নিষিদ্ধ আঁজার কথা।

- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।

- ৮৩। লসার দণ্ড সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের মোটিল না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানার দেওয়া যায় তদনুসারে
ভূম্যধিকারির আর্থস্বত্বের নিকট প্রকার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রকৃতির কথা।
- ৮৫। আবণ্ডার প্রকৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রকার স্থানে
ভূম্যধিকারী অন্সার করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রাণী বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মধ্যমীয়াশ্রমিণী যোক্ত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মধ্যমীয়াশ্রমী যোক্ত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার আর্থস্বত্বের কথা।
- ৯৩। রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিভাষ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইচ্ছা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইচ্ছা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিত্যাগের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্লেয়ারেশনে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি বাণ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি বাণিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রাণী উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একজন আদালত করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মৎস্যের কষ্টির কথা।
কার্য্যাদায়ের কথা।
- ১০২। কোন সর্বাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
দায় নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ বর্ণনা
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ বর্ণনায় না গেলে একজন কার্য্যদায়ক
নিযুক্ত করণার্থ তাহারিগণকে আদালত দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আদালত পালিত না হইলে কার্য্যদায়ক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধারক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
ধাতিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সর্বাধিকারিগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রাপ্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

অন্তের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
অন্তের লিপি কথা।

- ১১০। অস্তের লিপি প্রস্তুত করিবার আদালত দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকার বা ভলুটনারের আর্থস্বত্বের রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের লিপ্যভিত্তি উপর আদালত
করিবার কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ
হইবার কথা।
খাজানার দায় হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানার দায়করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আদালত করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানার দায় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলমে হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। দায়করা খাজানা বৎ কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যসুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধে অনুমান না পাঠিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার বাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার দায় করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি লিপ্যভিত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার কথা।
- ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
- ১৩১। তালিকা যত কাল অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।
- ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।
- ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে নিতে হইবে তাহার কথা।
- ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত সেখানে খাজানারূপের মোকদমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

জুখামীর নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। জুখামীর নিজ অধী অরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের ক্ষমতার কথা।
- ১৩৬। জুখামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ অধীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কমচারীর ক্ষমতার কথা।
- ১৩৭। নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৩৮। জুখামীর নিজ অধী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থানে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
- ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৪২। ক্রোক দরবার আদালত হইবার কথা।
- ১৪৩। মালীপত্র ও বিবাহ আদালতের কথা।
- ১৪৪। শস্যাদি কর্তৃক প্রস্তুত করিবার অঙ্গের কথা।
- ১৪৫। মালী শোধ করা না গেলে মালীদেহের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।
- ১৪৬। মালীদেহ হইবার স্থানের কথা।
- ১৪৭। ক্ষেত্রশস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
- ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
- ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
- ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
- ১৫১। ক্রোডাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
- ১৫২। মালীদেহ উৎপন্নটাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
- ১৫৩। কোন কামচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
- ১৫৪। মালীদেহ পূর্বে মালীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৫৫। পেটো ও প্রজা আপন পাটীদারের অন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উর্দ্ধতন ও অধস্তন জুখামিকারীর অঙ্গের মধ্যে বিশেষের কথা।
- ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
- ১৫৮। অমায় ক্রোকের নিবৃত্তি কতিপূরণের মোকদমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। জুখামিকারী ও প্রজার মোকদমার বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে চিঠিরাখি-পড়ের কথা।
- ১৬১। মায়ের বা গেমস্ট্রাভের অধিক মোদুর হইবার কথা।
- ১৬২। মোকদমার বিশেষ রেজিষ্টারের কথা।
- ১৬৩। খাজানার মোকদমার কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৬৪। তৃতীয় প্রকৃতির নিকটে যে টাকা দেনা আছে শ্রীকর করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
- ১৬৫। ভূমি বিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
- ১৬৬। কিস্তিরূপে টাকা দিবার বিধানের কথা।
- ১৬৭। আদালতের রায় দিবার কথা।
- ১৬৮। খাজানার মোকদমায় আদালতের কথা।
- ১৬৯। খাজানারূপের ডিক্রী যে তারিখ অবধি জল-এ হইবে তাহার কথা।
- ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড চরবার প্রতিকারের কথা।
- ১৭১। যে রায়কিনয়কে উচ্ছেদ করা যায় অন্য ও ধননাথের প্রস্তুত হুজি সম্বন্ধে তাহাদের অঙ্গের কথা।
- ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়দায় নিষ্পত্তি হইবার কথা।
- ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাধ্য খাজানা দ্বারা করিতে পারিবার কথা।
- ১৭৪। প্রজাঅঙ্গের অনুবন্ধ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
- ১৭৬। সংরক্ষিত স্থানের কথা।
- ১৭৭। "দায়" ও "রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।
- ১৭৮। মোদুর মালীদেহ হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
- ১৭৯। মালীদেহ হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্ব ঘোষণাপত্রের কথা।
- ১৮০। রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত ডাব্লুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
- ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ডাব্লুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

খার।

- ১৮২। অস্বাভাবিক হারের যৌতের প্রতি পূর্ণ কএক
হারার বিধান বর্জিতব্য কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সত্তি
মালীমতাবিশিষ্ট যৌত বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ণ কএক হারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য-
প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মালীমতাবিশিষ্ট যৌত পূর্ণ কএক হারামতে
ভালুক বনিয়াদনা হয় এরূপ আত্ম দিবার
ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে
অধিকারক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেই কিম্বা ডিক্রীর শোধ হইয়াছে
স্বীকার করিলেই যৌত ক্রোক হইতে মুক্ত
করিবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম্রদবার্গার আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত যৌতের
বন্ধনী স্বঃ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধিকৃত এলা আদালতে টাকা দিলে তাহা
খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার
কথা।
- ১৯০। নীলাম্রে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও
ডিক্রীরত থাকিলে না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাশ্রমালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না
হইবার কথা।
- ১৯২। সাক্ষ্যভিত্তিক কোনরূপ সিদ্ধান্তপত্র প্রেরি-
ত্বী করিবার কথা।
- ১৯৩। জুয়াধিকারীকে দায়ের নাটিল দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজানার নির্দিষ্ট সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী ভালুক নীলামের কথা।
- ১৯৫। জুয়াধিকারী সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের
হাফে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৬। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের সরবাস করিবার
কথা।
- ১৯৭। মোটিল ভারী করিবার কথা।
- ১৯৮। বৎসরের মাঝখানে নীলামের সরবাসের
কথা।
- ১৯৯। ভালুকদার জনবসন্তকে আশ্রিত করিলে
কাছাশ্রমালীর কথা।
- ২০০। বাকীটাকা আদায় করিয়া না গেলে ভালুক
নীলাম হইবার কথা।
- ২০১। নীলাম হইলে যেই নিয়ম নীতিতে হইবে
তাঁহার কথা।
- ২০২। নীলামের কার্য ঘেরলে টালিয়াই হইবে,
তাঁহার কথা।
- ২০৩। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৪। খরিদারকে মথন দিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম বন্ধ করিতে যে আত্মিক স্বার্থ থাকে
সেই গাফিল আমানত করা টাকা আদায়
করিবার কথা।
- ২০৬। নীলাম আসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৭। নীলাম হইয়াছে। বাকিরা আত্ম অসিদ্ধ
হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার
মোকদ্দমার কথা।

খার।

- ২০৮। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে
হইবে তাঁহার কথা।
- ২০৯। রবিবার ও বৃহস্পতি দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
অন্যান্য ভালুক নীলামের কথা।
- ২১০। অন্যান্য রোজমারীকরা ভালুক সম্বন্ধে এই
অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির বিলাক যেই বিধান কমবে হইবে
তাঁহার কথা।
- ২১২। কায়েদী মকররী পাটের কথা।
- ২১৩। কৃষিকার্যোগোষ্ঠী কলনের চুক্তির কথা।
- ২১৪। চর ও দেয়াড় জমীর কথা।
- ২১৫। উঠবন্দী ও চলেহালিলী প্রণালীর কথা।
- ২১৬। চাঁদরান ভালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৭। বাগ্গ জমির কথা।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

- বিধান বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।
- ২১৯। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আশীল এবং আর্থনা
বা সরবাসের বিধানের কথা।
- ২২০। ভারতবর্ষের বিধান বিষয়ক আইনের কির-
মতন এই মোকদ্দমা আত্মিক না থাকিবার
কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

মতের কথা।

- ২২১। কলনে দে-আইনামতে হস্তক্ষেপ করিলে
মতের কথা।
- জুয়াধিকারীকে ক্ষমকাক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা।
- ২২২। জুয়াধিকারীর কক্ষকারদ্বারা কাছা করিবার
কথা।
- ২২৩। এলাদী জুয়াধিকারীদের একত্রে বা সাবা-
রপ ক্ষমতারদের দ্বারা কার্য করিবার কথা।
যাকব কক্ষকারদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৪। কক্ষকারদের কাছাশ্রমালী ও ক্ষমতা সরবাস
বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।
- ২২৫। বিধি প্রণয়ন, অকাশ ও সূচ্য করিবার কার্যপ্র-
ণালীর কথা।
- ২২৬। বিধি প্রণয়ন করিলে কোনরূপে উৎসাহিত
বিধানের কথা।
- ২২৭। যেভাবে প্রণয়ন করিলে হয় নাট, সেট
ফিলার দে জুনি কোম হর উৎসাহিত না
থাকিবার কথা।
- ২২৮। রাষ্ট্রের জুনি বন্দোবস্ত হইলে খাজানা
পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
যাকব প্রণয়িত হইবে কথা।
- ২২৯। সাক্ষর ও বাকর প্রতি স্বত্বের কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তকসীল।

- প্রথম।—১৮২ আইন প্রিহঃ হইল।
- দ্বিতীয়।—১৮২৯ সালের ৮ আইনের হেতুনা
হইতে উদ্ধৃত।
- তৃতীয়।—কএক ও হিসাবের পাঠ।
- চতুর্থ।—নীলাম।

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা হইত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপজ্ঞানিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তৎসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আণন বলে বলিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বস্তাইতে পারিবেন ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আণন বলে বলিবে, সেই সেই দেশে বলিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বলিমান থাকে, তৎকালে এ সকল কার্যের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র প্রবল গেল, তৎকালে যে যে আইন এই আইনের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিপরক এক আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ আন কারণ্য অব করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জীবিত হইবে না ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পূর্ণাপন করার ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইন,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “ বহাল ” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

নিজ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন আনুগ রেজিস্ট্রারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী বহাল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূম্যধী বা কসোদার ” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী নীতি বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিবে, “ প্রজা ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আণন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য বোনে প্রকার যাচা কিছু দিতে বা অংশ করিতে হয়, “ খাজানা ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওন ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থানসময়ের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে না যে ভূমিভোগ ভোগ করেন, “ যোজ ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ ভূমি বৎসর ” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী সম চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সম চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যের অন্য কোন সম চলিত থাকে, সেখানে সেই সম বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ কসোদার ” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ভিক্রী-ক্রীকমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” শব্দে অকৃতচরমণ্ড ও চরমণ্ডাত্ত্বারী অর্থাৎ উইল বিলা ও উইলমত প্রভৃতি প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আণনার মাম লিখিতে না পারিতে ডেপুটিমাজিস্ট্রেটের “ স্বাক্ষর ” শব্দে “ ডেপুটি মাজী করা ” বুঝাইবে । এই শব্দে পূর্বোক্ত ব্যক্তির নামের “ মোহরাখিড ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নির্দিষ্ট ” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কাছা করবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কাছাকারক বুঝাইবে ।

(১২) এট আইনের কোন বিধানে “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় সরকারী উক্ত বিধানসভা রাজস্ব কর্মচারীর কম গায়েমীরে কাঁচা করিবার নিষেধ যে কর্মচারীকে নিষেধ করেন উক্ত ক্ষেত্রে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১৩) “পত্তনী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসিলের উল্লিখিত সরপত্তনী ও অন্যান্য তফসিল তালুক ও তলসুগত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষ- ৪ ধারা। এই আইনের
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত এক

প্রাণীর প্রাণী থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটো ও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোলা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত এক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজনার (কম্বা অবধারিত খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাণিগকে বুঝাইবে;

(খ) মধ্যমীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে মধ্যমীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) মধ্যমীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রেরণ মধ্যমী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার

তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে
পথের অর্থাৎ কোন তালুকদারের স্থানে

প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুক-দার” বলিতে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রেরণ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাহারা ৩৭ ধারায় তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকারী, বা লেভনভোগী চাকরদারী বিষা অনশী-দের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিষেধ জমি গ্রহণ করি-য়াছেন, “রায়ত” শব্দে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝা-ইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রেরণে জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়ম-বিনে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন জুয়াঘীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনারদের বোতের অর্জেকের অধিক কোর্কী বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাণ্ডেব ভাবের প্রতি, অর্থাৎ, যে স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন বোতের পরিধান করিতে ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটো ও ফিলি করা গেলে, যাহা বিপণীত মর্মান না যায়, তাহা এই তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধি কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্বন্ধে যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন স্থলে যাহা ভাঙার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

(ক) যে তালুকদারের অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ কর তলসুগারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া মৌকৃত বর্জিত খাজানা দিতে নারী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) নিকটী চণ্ডীতে কিম্বা রাজকীয় কাগজের লিখিত বা গোপানিসের নিষেধ জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে জমি গৃহীত হইয়াছে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার সম্বন্ধীয় কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটী তফসিল তালুক বাহারা ভোগ করেন, তাহারা দেশাচারসুগত যে কাণ্ডে খাজানা দেন সেই হারে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তফসিল দেশাচারসুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত বা উপযুক্ত ও মাধ্য জ্ঞান করেন, সেই নীতি পর্যাপ্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও মাধ্য হয়, ইহা নির্ণয় করি-বার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা মূল ভাগের কম লভ্য দিবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের স্বত্ব হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত জমি কিম্বা জমির অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পুর্নধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পুর্নধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও বৃদ্ধি।

(৪) উক্ত ডাক্তার আপন ডাক্তারের অন্তর্গত
দুনির কোন অংশ আপনি মগ্ন করিলে, অথবা ঐ
দুনির কোন অংশ খাণ্ডনামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ
সামান্য খাজানায় দিলে, ৪ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত
ও ন্যায্য খাজানা দিবার করিয়া পূর্বোক্ত মোট
খাজানার মতো ধরিত হইবে।

৯ ধারা। যে ক্ষেত্রে কোন ভালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাধক খাজানার বিস্তারিত অধিক ন্যায়ের কথা।

৯ খারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পাবারের
খাজানা ক্রমশঃ হ্রাস
করবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা। তবে আজ্ঞা করিতে পারবেন,
যে, খাজানা হ্রাস ক্রমে কর
যাইবে, অর্থাৎ দাবদ খাজানা
হ্রাসের উক্ত সীমায় উপস্থিত হইয়া না যায়, পঁচ বৎ-
সরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ২৭৯
বৎসর খাজানা হ্রাস হইবে।

১০ ধারা। কোন ভালুকদানের খাজানা আদালত
খাজানা একবার বন্ধিত
হইলে মঙ্গলবৎসর পৰি-
বন্ধিত হইতে না পারি-
বার কথা।

ভাস্কর্যের অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা।

১১ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১২ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৩ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৪ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৫ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৬ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৭ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৮ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
১৯ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী
২০ শর্ত। একজন চিরস্থায়ী ডানুক, রেজিষ্টারী

১২ বাড়ী। কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার ও ভদীর
 চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকে উচ্ছেদ করিতে না
 পারিবার কথা।
 দুর্ভাগ্যবশত এই উত্তরের মধ্যে
 যে চুক্তি থাকে তাহার
 শর্তক্রমে এই আইনের বিধান-
 সমূহ যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে
 তৎ ভাণ্ডারকে উচ্ছেদ করা হইতে পারে, তিনি
 যেহেতু নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইজন্য সেহু বিলা উক্ত
 ভাণ্ডারকেই ভদীর ভূমিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
 গভর্ণী ভাণ্ডারের কথা।

ମୂଳମୂଳ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶୁଦ୍ଧ ।

১৩ নং। শতাব্দী তালুকদার এই আশ্রমের প্রধান
পতনীগণের পোট্রে মণিরায় আগলার তালুকদার
১৪ নং। কবিবর শতাব্দী তালুকদার আগলার
১৫ নং। কবিবর শতাব্দী তালুকদার আগলার

১৬ নং। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিস্তি ডাকী জাদীকর
 শতমী ভানুকো জুমা-
 ধিকারিত হওয়াওকমে
 কীভাবে এনে আদান
 কী বাবদে ১৮।।
 নিম্নের পালিশ করিবার লক্ষ্যে উক্ত ভানুকের অঙ্ক ২৫

সত্বেৰ খাঁৰাণী পৰিচিহ্ন মাজুৰ জামিন কল্যাণকৰণে
একোভাৰ নিৰুট চাৰিও পাৰিহেল ।

(২) ডিক্টোমারীক্রমে নীলাময় দ্বারা কিম্বা মণ্ডলন নীলাময় দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূমালিকারী এই দ্বারা-মতে ক্রেতার স্থানে আধিন চাছেন, এবং চাকিবাব তা-খি অনুবি এক বাগ মণ্ডো এই চাখিল না দেওয়া হয়, তবে যত দিন আধিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূমালিকারী হস্তান্তরক্রমে প্রচীতকে বাগ রাখিল। উক্ত ভালুক ক্রোক করিয়া মথল করিতে পারিবেন।

(৩) এ প্রারম্ভ ক্রোক থাকিবার কালে জুয়াধিকারী পেটো ও বাধুওয়ার কথা এরতনের স্থানে থাকিয়া আদায় করিতে পারিবে, এবং জালা বইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনীর পায়না খালাসী জাতিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার শেখ দালাল স্বরূপ রাখিবে।

(৪) এইরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে কোম্পানীর খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির শ্রীশা খাজানা: নিতে না কুলাইলে, যত টাকা সন্ধান হয় ততক্ষণ কেউ মারী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিদিষ্ট তাঁহার বিকল্পে কার্য্যসূচীত করিতে পারিবেন।

(৫) এই বাগানতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন কৃষাদিকারী তাৎক্ষণিক অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে মেওরানী আদালতে উক্ত জামিন অগ্রহণ্য ভূমাদিকারির প্রতি আবেদনসূচক আবেদন পাঠিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এক্ষণে আবেদন করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারাবদ্ধ কোন আকার উপর আধীন
হিসেব নঃ।

ମେସିଡ଼େରୀ କବିବୀର କଥା ।

১৫ ধারা। (১) ডিক্জিকারীকরণে নীলম হার
কিনা এই আইনমত সরানর
নীলম হারা হস্তান্তর মা হারা
কোল জিহ্বাওয়া ওঁনুকের হস্ত
স্বর বা উক্ত হস্তের উত্তরা
দিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকর্তে প্রাপ্ত
সকল কিম্বা মূলনিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দুবার
কানীর নিকটে যদি প্রাণনা করেন, এবং প্রাণক পড়া
নির্ধিক্ত নী শেষ, তবে তুম দিকারী পত্তনী জানু
হইল পূর্ণ দারার দিখান বানিয়া উক্ত হস্তান্তর
উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রারী করিবেন।

কিছু কোন ভানুকের খাজানা বাকী থাকিলে
 দুর্ভাবিকারী খরি উচিত বোধ করেন, তবে জাহাজ
 হস্তান্তর রেজিস্ট্রারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারানুসারে আর্থিকভাবে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত ডায়াক শব্দকে খাণ্ডানার নিচে বহলে উক্ত ডায়াকের বার্ষিক খাণ্ডানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তথ্যের প্রবেশ খাজানা দিতে না হইবে।
মুই টাকার ক্ষেত্রে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, জুয়াধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাঁহা না করিলে, নগদরূপে এক লাখ টাকার অস্থায়িক বন্ধ টাকা আদালতে উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার দ্বাৰা আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ডালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীটির অন্য ডিক্রীটারীকমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্তকর্তার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং জুয়াধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিকমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস জুয়াধিকারীর উপর জারী করাইবে। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওনা গিরাছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাক্ষুণ্যমাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে জুয়াধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

২০ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ডালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীটারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, জুয়াধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

২১ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী টারীকমে রেজিস্ট্রী না করিবার নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ডালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ জুয়াধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরকমে এইভাবে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তৎক্ষণাৎ একত্র ও অন্তর্ভুক্ত দাখী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে জুয়াধিকারীর উপর তাঁহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারকমে কোন চিরস্থায়ী ডালুকের স্বত্বান হন, তিনি ডালুকদারস্বরূপে তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, কোর্স বা অন্য কার্যার্থে তাঁহার সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

২২ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে জুয়াধিকারী জুয়াধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক লাখ কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরকমে প্রকৃত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাঁহা হইলে আদালত জুয়াধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাঁহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত জুয়াধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশমতক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেসকল আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেদরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। (১) ডিক্রীটারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ জুয়াধিকারীর প্রার্থনার কথা। নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্বক এক ধারামতে বাহা রেজিস্ট্রী হইবার নোংরা এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিলের পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে জুয়াধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি কী দিবে না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা জুয়াধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরকমে প্রকৃত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাগাতে কী আদায় করিবার আদেশ মত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আদেশ মোটিন দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই মোটিন অবিলম্বে ভূমি-স্বিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) মোটিন দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমি-স্বিকারী রাইজের খাসে মধ্যলীম্বজ করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমি-স্বিকারী ও রাইজ একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা উদ্বার মূল্য বিধরে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমি-স্বিকারী ও রাইজের মধ্যকার আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য স্থা ক্রয় করিয়া সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমি-স্বিকারী উক্ত মূল্য দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রাইজকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রাইজ ছয় এই মূল্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নহা এই মূল্যে উক্ত ভূমি-স্বিকারির নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রাইজ এই ধারার আদেশমত মোটিন দাখিল না করিয়া কিম্বা মোটিন দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমি-স্বিকারী হাফা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থির মধ্যলীম্বজ বিক্রয় করিলে, ভূমি-স্বিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বক্তব্য আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত মধ্যলীম্বজের মূল্য থাধা করিবার নিমিত্ত উক্ত জন আদেশের সঙ্গে লইতে মেওরানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে মধ্যলীম্বজ নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমি-স্বিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা ক্রয় করিবার যত্নের ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূমি-স্বিকারী হন, তবে এই ডাক ভূমি-স্বিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রাইজ মধ্যলীম্বজ বক্তব্য দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করার বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্বার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার মোটিন ভূমি-স্বিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং মোটিন জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বক্তব্য হইবে।

(২) বক্তব্য উদ্বার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমি-স্বিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাসিকে দিবেন, ভূমি-স্বিকারীকে বাসির স্থানে মধ্যলীম্বজ হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূমি-স্বিকারীর অনুমতি উদ্বার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমি-স্বিকারী বক্তব্যগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাসী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্রক্রমে মধ্যলীম্বজ বিক্রয়ের দান করা না গেলে, ভূমিগত নিদর্শন কথা। মধ্যলীম্বজ মধ্যলীম্বজ ভূমি-স্বিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের মোটিন ভূমি-স্বিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী মেওরানী না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃগণ প্রকরণ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) প্রকরণ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃগণ রেজিস্ট্রী করণের মোটিন ভূমি-স্বিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিধির নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যগত ভূমি-স্বিকারী শব্দে কেবল

পূর্বে কএক ধারার কার্যগত ভূমি-স্বিকারী শব্দের অর্থের কথা। (ক) যে ভূমি-স্বিকারীর অব্যবহিত অধীনে রাইজ ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমি-স্বিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অব্যবহিত অধীনে রাইজ ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভাণ্ডারের অব্যবহিত অধীনে রাইজ ভূমি ভোগ করে, সেই ভাণ্ডারকে বুঝাইবে; কিন্তু প্রকরণে আবশ্যক যে, উক্ত ভাণ্ডার ভূমি-স্বিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমি-স্বিকারী কিম্বা ভাণ্ডার চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্থানে এই ধারার কার্যগত ভূমি-স্বিকারীর স্বত্বক্রমে কর্তব্য করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

গোষ্ঠী বিলি সম্বন্ধে নিদর্শন কথা।

৩৭ ধারা। কোন মধ্যলীম্বজ বিলি-স্বিকারীর আদালত মধ্যলীম্বজ বিলি-স্বিকারীর যোগে যে আংশ গোষ্ঠী বিলি রাইজের কোর্স বিলি করে, তাহা তদন্ত বোডের করে, তাহাদের ভাণ্ডার-অধিকারের অধিক হইলে, ভাণ্ডার-স্বিকারীর পরিচিতি হইবার দ্বারা রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বক্তব্য হয়, সেই আইনমতে এই রাইজ ভাণ্ডারের বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রী আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের মধ্যলীম্বজী ভাণ্ডার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

শিষ্ট (ক) বরল চেতু, জ্যেষ্ঠ বরল, পীড়াবশতঃ, চর্চনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা ভাণ্ডার-স্বিকারীতে কিম্বা কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাব করিতে অক্ষম হইয়া আপনাকে অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

(৩) এই ধারামতে যে আবেদন করা যায়, জুমাদি-কারী তদনুসারে কার্য করিতে অন্বত হইলে, তাঁহার অন্বতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অসম্মিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক নোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীকারীক্রমে মীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীনিয়মক আইনের ৩১৩ ধারামতে মীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বে ক্ষেত্রান্ত্র প্রতি

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিষ্টারী করণের ফী এবং জুমাদিকারীর উপর মীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) মীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে মীলামের নোটিস জুমাদিকারীর উপর জারী করিতে পারেন।

নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত মীলাম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানাম হইবে যে রেজিষ্টারী করণের ফী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিষ্টারী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে জুমাদিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীকারীক্রমে মীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী মীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, জুমাদিকারী একমর্মে তাঁহার নিকট কোন আবেদন বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী কারীক্রমে মীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী মীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টারী করা না যায়, তাবৎ জুমাদিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর ঘটবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়-মতে রেজিষ্টারী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে জুমাদিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার-ক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বলাভ হন, তিনি ভালুকস্বরূপ তাহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, কোক বা অন্য কার্য্যমুতীস দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে জুমাদিকারী জুমাদিকারীকে রেজি-ষ্টারী করিতে বাধ্য করি-বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থন করিবার কথা। করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তা-স্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টারী করাষ্টবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত জুমাদিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টারী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত জুমাদিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরা-ধিকার রেজিষ্টারী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা নোকদমার অবস্থা গিবেচনার দেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীকারীক্রমে মীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী মীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্বক এক ধারামতে বাহা রেজিষ্টারী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টারী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে জুমাদিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টারী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি ফী দিবে না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজি-ষ্টারী করিবার ক্ষমতা জুমাদিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী ভূলা বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বিধিক্রমে যে আদেশের আদেশ করেন, সেই আদেশে এই নোটিস অবিলম্বে ভূমি-অধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমিঅধিকারী রায়তের স্থানে মখলীস্বত্ব জর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমিঅধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জর করা যাইবে, অথবা উহার মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমিঅধিকারীও মতের মধ্যে কোনও আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমিঅধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক বাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ছয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নহা এই মূল্যে উক্ত ভূমি-অধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমিঅধিকারী হাফা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ী মখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমিঅধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যতজন আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত মখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত তত জন আদেশের সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের দ্বারা যোগ্যতা ও নির্ধারণপ্রণালী নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে মখলীস্বত্ব মীলান ডিক্রীজারীক্রমে মীলান হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমিঅধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা একই ব্যক্তির দ্বারা একই টাকা ডাকেন এবং তদ্ব্যতীত এক জন ভূমিঅধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূমিঅধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত মখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমিঅধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক বাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমিঅধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূমিঅধিকারীকে বাদির স্থানে মধ্যস্থান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূমিঅধিকারীকে অমুহুরে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমিঅধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, বেত্রণ কল হইতে সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্রক্রমে মখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিদর্শন কথ্য। মখলীস্বত্বদান ভূমিঅধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমিঅধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এইরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) এইরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমিঅধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কাগজকে ভূমিঅধিকারী পূর্ব এক ধারার শব্দে কেবল কাগজকে ভূমিঅধিকারী (ক) যে ভূমি মীলান অব্যবহিত পত্রের অর্থের কথা। অখীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমি মীলান, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অব্যবহিত অখীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভাণ্ডারের অব্যবহিত অখীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভাণ্ডারকে বুঝাইবে; কিন্তু এইরূপভাবে আবশ্যক যে, উক্ত ভাণ্ডার ভূমি মীলান বা কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অব্যবহিত অখীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমি মীলান কিম্বা ভাণ্ডারের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্থানে এই ধারার কাগজকে ভূমিঅধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্তৃক করিবার অমুদিতপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনায় মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের কবে, তাহাদের ভাণ্ডার অর্ধেকের অধিক হইলে, ভাণ্ডারের পরিবর্তিত হইবার দ্বারা রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আদেশ বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভাণ্ডার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রী আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের সম্মুখস্থায়ী ভাণ্ডার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস বেডুক, জীপোংক বলিয়া, পীতামতঃ, গুর্জটনাক্রমে, কিম্বা টেলনিক বা গাইখা চাকরীতে বা জীর্বাচার বাওরীতে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাহ করিতে অক্ষম হইয়া আপনায় অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

সাঁত যোত বা তাঁহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার হলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি মখলীখুদ্বিলাই রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যে নিয়মাবলীতে তাঁহার খাজানা হুজি হইতে পারিত, সেই যে ও সেই নিয়মাবলীতে তাঁহার খাজানা হুজি হইতে পারিবে।

৩৫ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাঁহার গোতরের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ গোতরের অর্জনের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৬ ধারা। কোন মখলীখুদ্বিলাই রায়ত জাপ-সাঁত যোত বা তাঁহার কোন মরগাটীর কালের নি-অংশ কোর্স বিলি করিলে, রদের কথা। ঐরূপ বিলি করিবার মরগাটী সাঁত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রসন্ন থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসভেতুক, জীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্ডিয়া চাকরীতে কিম্বা জীলোয়াত্রা বা ওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাঁদ করিতে অক্ষম হইলে, আপনাতর অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত জাপন যোত বা তাঁহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে মরগাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের সাঁতবৎসর কাগ গণনা করা হইবে।

খাজানা হুজির কথা।

৩৭ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, মখলীখুদ্বিলাই বিশিষ্ট কোন রায়তের মরগাটীতে যে খাজানা দিতে হয়, তাঁহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৩৮ ধারা। কোন মখলীখুদ্বিলাই রায়ত মুদ্রারূপে খাজানা দিলে, তাঁহার খাজানা এই আইনের বিধান-বিনয়ে নিয়মের কথা। ২৩ নং হইলে, প্রকৃষ্টরূপে হুজি করা যাইবে না।

৩৯ ধারা। (১) কোন মখলীখুদ্বিলাই রায়তের খে মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হয়, তাঁহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে হুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা গ্রহণে হুজি করিতে হইবে না যে, তাঁহা রায়তের পূর্বের খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি দ্বিগুণ অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রের অনুসরণ সাঁত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা নাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রের অনুসরণ পত্রের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাঁহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাঁহার সম্মত হইলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা আনিয়া লইবেন।

৪০ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ করিতেন, তাঁহা যে প্রাচীর বা বেলী খাজানা বা মরগাটীর অন্তর্গত উৎসার হুজির কথা।

কোন বাসেন্দার রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা হুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা দিতেন, উৎসার হুজি জমীর জন্য উৎসার খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহির্ভূত।

৪১ ধারা। কোন মখলীখুদ্বিলাই রায়ত মুদ্রা দোকদখা দিয়া খা-যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের মাদার হুজির কথা। মুদ্রাধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা খাজানা হুজি করিবার দোকদখা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) মখলীখুদ্বিলাই রায়তেরা নিকটস্থ সেতু প্রকারের ও উৎসার সুবিধাবিশিষ্ট জমীর নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত ভদ্রপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাজানা মূল্যের গড় মূল্য হুজি হইয়াছে।

(গ) সুদারিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎসারগাথন হয়, তাঁহাতে রায়তের ভোগকৃত জমীর উৎসারিকা শক্তি হুজি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত জমীর উৎসারিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৪২ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া প্রচলিত হার দ্বারা বা-হয়, এই হেতু দ্বারা খাজানা জমা হুজির দায়িত্ব দিয়া গেলে,

(ক) বর্জিত খাজানা নাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা জমীর ভদ্রপেক্ষা প্রত্যেক খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদনুযায়ী বিধি করিয়া জমীর গবর্নমেন্টে যে মুদ্রার কর্তৃত্বকে ক্ষমতা দেয়, তাঁহা দেওয়া যাইবে। যাকদখার কার্যপ্রণালী বিবরণ আইনের ২৫ অধ্যায়মতে জমীর ভদ্রপেক্ষা মরগাটীর আদালত এইরূপ আদ্য করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রাস্তার ঘেঁহাড়ে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারায়তে তাঁহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাঁহার জাতিবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রাস্তার অমুকুল হারে খাজানা দিয়া ভূমি জোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক বড় টাকা খাজানা হুজি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাঁহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সা-
ওয়া করা গেল,—

মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সাওয়া করা গেল,—
(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি স্তুতি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অথবা যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা হুজি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সাওয়া করা গেল,—
(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গলে, আদালত খাজানা হুজি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা হুজি করা যাইবে, তাঁহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি স্তুতি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা বড়দূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কাঁচো লাগাইতে হইলে, চাঁদ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তর খাজানা দিবার করণ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং মিছিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না কলিলে, ডিক্রী পুনরাংগীকরণ ও পুনর্জিহেতবা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বসায়নিহিত উৎপাদিকা শক্তি হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সাওয়া করা গেল,—
(ক) যে হুজি কিরৎকালীন বা টেনমিষ্টিক মায়, আদালত তাঁহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা হুজি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহা এক্ষণে হুজি করিবেন না।

যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট হুজির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমিধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমার এরূপ খাজানাহুজির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাহুজির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিকারি আদায় করিতে লম্বা ডিক্রী প্রবল করিলে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া কোন যোক্তর খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোক্তর খাজানা হুজি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারায়তে খাজানার রূপপরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি করিবার কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাকাছি বিবরণ আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কমাওয়ার কথা।
৫১ ধারা। (১) সুত্রাংগ খাজানা দিয়া জোগকারী কোন মধ্যস্থতাবিশিষ্ট রাস্তা খাজানা কমাওয়ার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
ন্যার খাজানা কমাওয়ার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোক্তর কী কয় হইয়া গেল, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্তল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা বড়দূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কাঁচো লাগাইতে হইলে, চাঁদ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তর খাজানা দিবার করণ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং মিছিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না কলিলে, ডিক্রী পুনরাংগীকরণ ও পুনর্জিহেতবা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

(ক) যোড়ের জন্য রায়তের দোব বাড়িরকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে হারি-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খান্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায়তে কোন যোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত ছুদ উপযুক্ত বা মাস্য্য বোধ করেন, তত ছুদ খাজানা কমাঁহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্ধাৎ দরের তালিকা কথ্য।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ যে যে প্রধান ২ শস্যের মূল্যের স্থান নির্দেশ করেন, সেই ২ স্থানে যে ২ প্রধান খান্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে ২ সময় দাখী করেন, সেই বা সেই ২ সময়ে সেই ২ শস্যের কসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অজ্ঞাত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাঁহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা বাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে দিচ্ছাও প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থানে সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর মোটিন যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন সুদূর ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিজ্ঞে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি নিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন মধ্যমীয়াভূমিগণিত রায়ত পন্যরূপে ঘেরখাজানা কোন যোড়ের নিমিত্ত পন্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিসদ-রূপে কিম্বা শস্যের আনুমানিক মূল্য দিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন ২ হারে অথবা কিসদপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিসদপরিমাণে অন্য প্রণা-লীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভূমীর ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মধ্যমীয়া কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ কমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা বাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রায়ত পন্যরূপে বা পূর্বাভূতরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উক্ত নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) মধ্যমীয়াভূমিগণিত রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তরূপ সুবিধাশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে মধ্যমীয়া ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে ২ হেতু দিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রায়ত কর্মচারীর অন্য যে ২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নিষিদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার কয়টার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ মন্ত্রিগতাদিগণিত ঐযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহে-বিধি করিবার কয়টার বের কর্তৃবাদীনে নিম্নলিখিত কথ্য। বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারায়ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে কোমু-কোমু খান্য শস্য প্রধান শস্য, বালিয়া গন্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায়তে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রারী করেন, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মধ্যমীয়াভূমী রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের মধ্যমীয়াভূমী থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার মধ্যমীয়াভূমী রায়ত বালিয়া কথ্য। এই আইনে বাহাদুর উল্লের আদে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৫১ ধারা : কোন দখলীদখলীয়া রায়তকে কৃষির দখল দেওয়া গেলে, তাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত কৃষাধিকারীরা যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হয়।

৫২ ধারা : রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-খাজানা বৃত্তি নিয়ম-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীদখলীয়া রায়তের খাজানা বৃত্তি করা যাইবে না।

৫৩ ধারা : কোন দখলীদখলীয়া রায়তকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা উচ্ছেদ করা যাইতে পারবে, প্রকীর্ত্তন্যে নহে।—
(ক) সে দাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু দ্বারা।

(খ) উক্ত রায়ত কৃষি এইরূপে ব্যবহার করিতে, যাতে উহা প্রজাতন্ত্রসম্বন্ধীয় কাংক্ষার অনুপযোগী হয়, অথবা যে এই আচনসমূহ একপাশে নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তাঁহার কৃষিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার লব্ধ অমুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু দ্বারা।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাটক্রমে তাহাকে কৃষির দখল দেওয়া গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু দ্বারা।

(ঘ) ১০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা হায়া হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে নিয়ম পয়সায় সে কৃষি ভোগ করিতে দখল, সেই নিয়ম অতীত হইয়াছে, এই হেতু দ্বারা।

৫৪ ধারা : মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরে হয় বাস নাহি হইলে, রায়তের উপর উক্ত-রায়তের নোটিস জারী করা না গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু দ্বারা।

কোন দখলীদখলীয়া রায়তের বিফল উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৫৫ ধারা : (১) কৃষাধিকারী বর্জিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃত্তি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু দ্বারা কোন দখলীদখলীয়া রায়তের বিফল উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন কৃষাধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর ভারী করিবার নিমিত্ত এতদপর্বে

স্থানীয় গণ-সেই যে আদালত বা কাংক্ষারকে নিযুক্ত করিল, সেই আদালতের বা কাংক্ষারকের আদেশে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কাংক্ষারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট একাধারে ঐ রায়তের উপর ভারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে ভারী করা গেলে, এই ধারার কাংক্ষারকে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র ভারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আদালত হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আদালতে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কাংক্ষারকের আদেশে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কাংক্ষারক উক্ত উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট একাধারে কৃষাধিকারীর উপর অবিলম্বে ভারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, যে এই ধারার কাংক্ষারকে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য কৃষাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ মোকদ্দমার খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন খোদ দখল করিয়া থাকিবে, যতদূর থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীদখলী প্রাপ্ত না হয় বা দাকে, তবে পূর্বদখলীর লিখিত নিয়মামুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তজ্জন্য সুবিধাবিশিষ্ট কৃষির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি নুষ্টি রাখিবেন, কিন্তু মাসিক খাজানার উপর টাকার আটআনার অধিক বৃত্তি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৫৬ ধারা : কোন রায়তের দখলে কৃষি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" নকের দখল চাঁদীর লিখিত পাট্টা দিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টার এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কাৰ্য্যক্ষেত্র এই পাট্টাক্রমে তাহাকে দেখল যেওরা গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

২য় অধ্যায়।

কোর্কা রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। যন্ত্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তনের স্থানে
যে খাজানা আদায়
করিতে পারা যাইবে,
তাহার নীয়ার কথা।

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
ভূম্যধিকারী নিজের যে খাজানা
দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত
শতকরাও অর্ধাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা
রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ
টাকার ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে
কোর্কা রায়তবিষয়ে
উল্লেখ করিবার নিয়মের
কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
অন্য চরমাস থাকিতে নির্দিষ্ট
প্রকারে কোন কোর্কা রায়তের
উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত

নোটিস জারী করা না গেলে শত, তমীয় ভূম্যধিকারী
তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

১ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও
খাজানা অবধারিত
ধারিতার সম্বন্ধে বিধি
ও অনুমানের কথা।

তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি
যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
খাজানায় বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই ক্ষেত্রে বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার
বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত
পূর্বাধিকারীরা যাহা মৌকদ্দম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমতে কোন
মৌকদ্দম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি ঐ খাজানায় বা খাজা-
নার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন অন্যর
প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী
করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল
বিশেষে উক্ত অন্যর যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্টারী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান
খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপাদনের অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী
উভয়ের সম্মতিতবে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানারূপে দাওয়া করা গিয়াছে বলিয়া
কোন এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য্য হইবার কোন বিষয় হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা
ভূম্যধিকারীর চচ্ছাদিতে প্রজ্ঞাপন লেখ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে
কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে
খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ
অনুমানের কথা।

উপস্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা
পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ
হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন,
বর্তনের কথা। যোগ করিয়া তৎমতক যত ভূমি
থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত
খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে আবদান
হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে মত ভূমি পৈবস্তীক্রমে
বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আসামত নিকটস্থ সেই প্রকারের
ও তৎসং প্রবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই অন্যর
প্রজ্ঞাপনের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং
ভালুকদারের বেলা তিনি আপনাত ভালুকের খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে আবদান তৎপ্রতি সৃষ্টি
রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে,
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,
খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদের
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা মত ভূমির বার্ষিক
মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-
মাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদের
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভাণ্ডারকার ও ভদ্রীয়া ভূম্যধিকারির মধ্যে যেহেতু মিয়াদ থাকে, খাজানাব্যতিরিক্ত কথা। তদুপ কিস্তিক্রমে তদুপ তারিখে ভাণ্ডারকারের দেয় মুজাররু খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম বিধা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদ্ব্যতীত কোন স্থানের নিমিত্ত যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্পোরেশনের বা মুজাররু খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার আংশস্বরূপ যেহেতু কিস্তি ও বৎসরে তারিখ অন্তিমিক যেহেতু তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিয়ানিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধি বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বধ্যান্ত খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেইহেতু ভল ভাড়া ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী অন্য যে স্থানীয়মত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিজার্ডর-ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেহেতু অন্য কিস্তি যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা অন্য দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা অন্য দিতে হইবে।

(২) প্রজা প্রেরণ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা অন্য দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেয়, উক্ত হিসাবে প্রকাশ করণ পাই। ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত বার হবে কথা।

টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাইতে তাহার স্বয়ং আছে। (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের এর উল্লিখিত কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সমস্ত সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সাধারণতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়তার সম্পূর্ণ বিক্ষতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা দিন পরে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা কী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় উল্লিখিত পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সমস্ত সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাও প্রেরণ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে তৎসমস্ত কথা।

ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা লিখিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত অনধিক আদায় যত্ন উচিত বোধ করেন সেইরূপ যত্নে টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূমিধিকারী প্রকার সাগরসীমতে ৭১ ধারার নিষিদ্ধ কোম বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উৎসাহ করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজ্ঞা ভূমিধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিবা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত অধিক আদায়ত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মণের টাকা উক্ত ভূমিধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিষিদ্ধ উক্ত প্রকার পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে যেকোন উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোম ভূমিধিকারী উক্ত কোম ধারার আদেশ-মত কবজের বা বিবরণপত্রের অমূল্য বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায়ত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে
খাজানা আদায়ত করি-
বার বরখাস্তের কথা।

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজ্ঞা একপ বিশ্রাম করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিতর্ক বশতঃ তাহা লইতে বা তদ্বিষিত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইতেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সফাংশীনারিগণকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজ্ঞা তদ্বিষিত সফাংশীনারদের
সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোম ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
অধিকারী এবিষয়ে প্রকার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;
সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারিকে
নিযুক্ত করেন, প্রজ্ঞা তৎকালীন পাণ্ডনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিলে আদায়ত করিবার অমূল্য পাইবার
নিমিত্ত লিখিত সনদ প্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে সনদ প্রাপ্ত করা যায়, ঐ সনদ প্রাপ্ত
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (খ) স্থলে যে ব্যক্তিকে লেখ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একপে যে বা
যে ব্যক্তি সাগর করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহার
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা যেকোনর হস্তাক্ষর তিনি স্বয়ং না জানিলে, তিনি
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাঁহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার
অধিক যে কী দিবার আদায় করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারির নিকট পূর্বধারা-

যে খাজানা আদায়ত
করা যায় রাজকীয় কর্ম-
চারী তাহার দ্বারা দিলে
ঐ স্থানীয় নিষ্কৃতিপত্র
লইবার কথা।
মত সনদ প্রাপ্ত করা যায় যদি
তাঁহার বোধ হয় যে সনদ প্রাপ্ত
কারী উক্ত ধারামতে খাজানা
আদায়ত করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া তদ্বিষিত
আপন সরকারী সচিবকে
বিস্তারিত দিবে।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রকার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায়ত করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে বাধ্য
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া সনদ প্রাপ্ত নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতা-
বর্ণনা প্রাপ্ত, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

এখন করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায়ত লন তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার মোটস
আদায়ত পাইবার আপন আকিলের কোন মুদ্রা-
বোটিসের কথা।
কাল স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ মোটসে সমুদয় প্রয়োজনীয় হস্তাক্ষর বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তরূপে যে তারিখে মোটস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারামতে আদায়তের টাকা কাছাকাছে দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
সাগর বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা
ধরচায় আদায়ত পাঠিবার মোটস প্রাপ্ত করা হইবে।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারির
আদায়ত টাকা দিবার বিবেচনায় আদায়তের টাকা
বা কিরাইয়া দিবার কথা।
পাইবার অধিকারী বলিয়া
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে
ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্কৃতির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল
বিশিষ্ট করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোম আদায়ত করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতিক্রম হইবার পূর্বে এই
ধারামতে কোম টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়ত-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারির নিকট খাজানা
আদায়ত করা যায় তাঁহার দ্বারা রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আদায়ত না থা-
কিলে আদায়ত টাকা আদায়তকারীকে কিরাইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদায়ত প্রাপ্তকারী
কোন কর্মচারী যাঁহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের
পক্ষে যত্নসহকারিতা নিযুক্ত হইতে সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির উদ্ভার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
যেহেতু প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য মোক্তার খাজানা উত্তর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূমাদিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীক্রমে প্রচার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূমাদিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমাদিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমাদিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষয় হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন মোক্তার হস্তান্তর করা যাইতে না পারে উৎসমুখে যেখানে খাজানা সন চলিও থাকে সেখানে এই সনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমনী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যেষ্ঠ

মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূমাদিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুক বা না থাকুক এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজ্ঞাকে বাকী খাজানা নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে অত্যান্ত হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাস্তব পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইবে। ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিলে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনের আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের দায় ধার্য করিবার বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার ও পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মিশ্র হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরের বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবে।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতি-বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার মের খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বী-কার করিমাতে, তবে খাজানা করিবার ক্ষমতার কথা। ও খরচা বসিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাস্তব তত হানিপুরণের টাকা পাইবার প্রার্থা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আঞ্জা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিমাতে, তবে বাদী যে মোট টাকার দায়ের করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আঞ্জা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভারসী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ (ক) সেট স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূমাদিকারী বা প্রজ্ঞা স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষে প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বসিয়া যত টাকা দিবার আঞ্জা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিবে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ যে কর্মচারীকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার নাগিক্ট্রেট সাহেবের নচে ঐরূপ আঞ্জা করিলে শাস্তিভঙ্গ নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আঞ্জা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আঞ্জা করিলে, তাহা যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাহা আঞ্জা দ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্বে ধারামতে কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-চারীর প্রতি এত আঞ্জা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিগকে আবেদনস্বরূপ আপনার সহিত মন এবং আবেদন লওয়া গেলে উক্ত আবেদনদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসময়ে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কাঁচা করিবেন ।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমিকার্ত্তীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূমিকার্ত্তী বা প্রজা নিজ বা কর্মস্বত্বকর্ত্তার উপস্থিতি না হইলে, তাম এক তরফা কায্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন ।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আগুন কায্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন ।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত পক্ষকে ভাষ্যের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন ক্ষতি আশঙ্ক্য নোদ করিলে সে ক্ষতনের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা মাধ্যম বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন ।

(৪) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন ; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে ।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাঁচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘের কাছাকাছি রাখিত হইবে ।

৮৩ ধারা । (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা পনের মধ্য সময়ে লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল শস্য ও দানের কথা । মথালরাশিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল মথালে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(৩) উক্ত ক্ষেত্রেই ভূমিকার্ত্তীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ নাহিরেই প্রজা ভূমিকার্ত্তীর নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাঁধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না ।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাঁহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাঁধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেট প্রকারের ভূমিতে সেট প্রকারের অন্য সর্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে বহু যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

ভূমিকার্ত্তীর পরিবর্তনকালে খাজানার দায়ের কথা ।

৮৪ ধারা । (১) কোন প্রজা ভূমিকার্ত্তীর স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হওয়ার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকার্ত্তীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকার্ত্তীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত হইবার নিকট দায়ী হইবে না ।

(২) যে ভূমিকার্ত্তীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাদিক প্রজা পাওনা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত প্রজা নিমিত্ত প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে ।

আইনবিরুদ্ধকর প্রকৃতির কথা ।

৮৫ ধারা । প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আনওয়ার-মথিট কিম্বা তরুণ অন্য নাম আনওয়ার-মথিট হইবার কথা । মিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর দায়ী করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দায়ীর সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে ।

৮৬ ধারা । প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তৎসমস্ত প্রজার স্থানে কোম টাকা বা তাঁহার ভূমির উৎপন্নের কোম অংশ ভূমিকার্ত্তী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত মণ্ডলরূপে তত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা তাঁহা এরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাঁহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের ত্রিগুণের অধিক টাকা ভূমিকার্ত্তীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

৯ম অধ্যায় ।

ভূমিকার্ত্তী ও প্রজা বিধকর বিবিধ বিধান ।

উৎকর্ষ সাধনের কথা ।

৮৭ ধারা । (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে অর্থ ।

যে কোন কার্য দ্বারা যোগের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোগের উপযোগী এবং উক্ত যে উৎকর্ষে জমা দেওয়া যায়, সেট উৎকর্ষ-সম্পত্তি, এবং যাহা যোগের উপর করা না যেনেও সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে এ যোগের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে ।

(২) বিপরীত দর্শন না গেলে, সম্মিলিত কার্যে
কি এই ধারার মর্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত
সমূহের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ স্থপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে
পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-
সিঞ্চন কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কিম্বা জলপ্রাচীর হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজমিত
কর বা অন্য চানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ জুঁির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুরোক্ত কোন কার্য সুতন করিয়া বা পুন-
র্জার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্জন
করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের যত্ন সমেত রাস্তা ও তীর
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু যাহতে কোন যোক্তে যে কার্য করেন,
তদ্বারা স্বীয় কৃষিকার্যের মহালের বা ভাণ্ডারের মূল্য
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, এই কার্য এই আইনের
অধিগ্রহণিত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। রাষ্ট্র অবধারিত ধাজ নীর কিম্বা অব-
জ্ঞারিত হারে ভবি- ধারিত খাজনার হারে
জোগ করা গেলে উৎকর্ষ- সুমিত্তোগ করিবে, তদীয় কৃষি-
সাধন করিবার অধিক দিকারী তাহার যোক্তের সহজে
কথা। কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাঁহাকে কৃষিকার্যরূপ বাধা দিতে পারিবে না।

১৯ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্রের যোক্তে তাহার
মখলীস্বত্ব থাকিলে, রাষ্ট্র বা
মখলীস্বত্ববিধিযুক্ত যোক্তে কৃষিকার্যে উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন, সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার অধিক কথা। এই ক্ষেত্রে বিনা রাষ্ট্র বা কৃষি-
দিকারীরূপে উক্ত যোক্ত
সহজে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবে না।

(২) যদি রাষ্ট্র ও কৃষিকার্যী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত কৃষিকার্যীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোক্ত তদ্বারা লিপ্ত না
হইলে, রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব
থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্র ও তাহার কৃষিকার্যীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার সম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন (কিন), এতৎ-
সহজে বিধান উদ্ভূত হইলে,

কালেক্টর নাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং তাহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২০ ধারা। (১) মখলীস্বত্বশূন্য কোন রাষ্ট্র
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
মখলীস্বত্বশূন্য যোক্তে উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের
করিবার অধিক কথা। যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবে, কিন্তু

উক্ত যোক্তে কিম্বা পক্ষান্তরিত বিধানমতে না হইলে
আপনার যোক্তসমূহে স্বীয় কৃষিকার্যে অ মতি না
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্বীয় কৃষিকার্যের অনুবর্তিত প্রয়োজন না
থাকিলে, যে মখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্র আপন যোক্ত
সমূহে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে মধ্যে
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত কৃষিকার্যীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণপত্র দিতে বা সেখানে
হইতে পারিবে, এবং কৃষিকার্যী এই অনুসরণ পত্র
করিতে অক্ষম হইলে, বা সেখানে করিলে, আপন এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

২১ ধারা। (১) কোন কৃষিকার্যী আইনমতে
কৃষিকার্যীর উৎকর্ষ- যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা
সাধন রেজিষ্টারী করি- যাঁহা আইনমতে তাহার খরচে
বার কথা। করা যায়, কিম্বা যাঁহা করিতে
তিনি প্রত্যেক সাতাষা করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
ষ্টারী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেধরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেধরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় জনপতির দ্বারা বা জনসাধারণে তাহার সভ্যতা
নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র গ্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রণীত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রণীত হইবার সম্ভাব্য,

(খ) এই আইন প্রণীত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ মাস মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

২২ ধারা। (১) কোন যোক্তের কৃষিকার্যী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
করা যায় তাহার প্রমাণ লিপ-
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি
একটি বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা একজন দেখা না যায় যে,
এ বিষয় কোন সেওয়ানী আদালতে তত্ত্বাবধানে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, কৃষিকার্যী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের
অধীন সাধারণের বাহিরের মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রাষ্ট্রকে ভৌম যৌক্ত

রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধন-
সের নিমিত্ত কতিপূরণ
মিতে হইবার কথা।

রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধন করি-
রাষ্ট্রের, তজ্জনা পূর্বে কতিপূরণ দেওয়া না হইয়া
থাকিলে, উক্ত রাষ্ট্র কতিপূরণ পাইবার অধিকারী
হইবে।

(২) কোন আদালত কোন রাষ্ট্রকে উৎকর্ষ করি-
বার ভিত্তি বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই রাষ্ট্রকে উৎক
রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দেয় হয়,
তবে এই কতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিলে, এবং
রাষ্ট্রের এই টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উৎকর্ষ করিবার
ভিত্তি বা আজ্ঞা করিলে।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাটয়েন বলিয়া
রাষ্ট্র কতিপূরণনিমিত্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চুঁকি করিয়া,
বা পাটী লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন,
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারা-
মতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ পাইবার সাধনা
করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে আরও যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাকী এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
বিশিষ্ট জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে
কতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই কতিপূরণের
পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আয়েসের
উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আয়েসের আপন সম্মুখে
লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং
আয়েসদের যোগ্যতা ও নির্ভর্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন
দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারা-
মতে যে কতিপূরণ দিবার
যে বিধিক্রমে কতি-
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার
কথা।

(ক) যোতের জমায়িত মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর্গত প্রতি ও তাঁহার
কল হস্ত দাঁল দ্বারা হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পদার্থ ও মূল-
ধন লাগে এবং প্রতি;

(ঘ) এই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে কৃষিকারী
কোনরূপে খাজানা দান বা কমা করিলে বা রাষ্ট্রকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা
অসেচিত জমি সেচিত জমিতে পরিণত করা গেলে,
রাষ্ট্র গড়মূল অবস্থিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, কৃষি-
কারী ও রাষ্ট্র উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি
মিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে সুজাযোগে প্রাপ্ত না
হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে
প্রাপ্ত হইবে।

ইত্য়াদি ও পরিভাষা করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র পাটী বা অন্য
ইত্য়াদি করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত
কালের নিমিত্ত বাধা না
থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের
বৃত্ত ও অর্থ ইত্য়াদি করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইত্য়াদি করিলেও যদি সে ইত্য়াদি করিবার
অন্যান্য ভিন্ন মাস থাকিতে ইত্য়াদি করিবার আপন
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন কৃষিকারীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইত্য়াদি করিবার তারিখের পরবর্ত্তি
কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত এই রাষ্ট্র উক্ত যোতের খাজানা
নিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত সশীল
না যায়, উক্ত নোটিস প্রকরণে দেওয়া হইয়াছিল, এই
ধারার কার্য্যক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন,
অর্থাৎ,

(ক) যদি রাষ্ট্র ইত্য়াদি করিবার পরবর্ত্তি কৃষি
বৎসরে সেই কৃষিকারীর স্থানে সেই আমে বৃত্ত
যোত পর;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইত্য়াদি করা হয়, সেই
বৎসর শেষ হইবার অন্তর ভিন্ন মাস থাকিতে যদি
রাষ্ট্র ইত্য়াদি করা যোত যে আমে থাকে, সেই আমে
আর বস না করে;

(গ) যদি ইত্য়াদি করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের
কোন সময়ে কৃষিকারী নিজে অন্য কোন একতাকে
এ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা
চাষ করেন।

(৪) রাষ্ট্র উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা
তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে
পারিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্র আপন যোত ইত্য়াদি করিলে
কৃষিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন
জমীকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
লাগতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র আপন কৃষিকারীকে
পরিভাগের কথা। মোটিন না দিয়া ও খাজানা
যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার
বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন খাজানা ভাগ করে, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিকারী আপন যোত আর
চাষ না করে, তবে রাষ্ট্র যে কৃষিবৎসর প্রকরণ ভাগ
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অর্ডে হইবার পর যে কোন সময়ে কৃষিকারী এই
যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একতাকে জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
লাগিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমাদিকারী এই ধারামতে কোন গোটে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নিকটম্বে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে লিফিট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূমাদিকারী এই ধারামতে কোন গোটে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস পচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর ভিক্ষা, দখলী হস্তশূন্য রাখত হইলে, ভূমি মালিকানী ও ভূমি পণ্ডিত এই রূপে যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিষিদ্ধ ঘোষণা উল্লিখিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে য সকল ব্যক্তি অভিযোগ করিবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শাস্তি দাওয়া দেয় করেন, সেই শাস্তি দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

যোতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রকার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কাঙ্ক্ষিত প্রকার ভূমাদিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির ক্রয়বংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইন করিতে পারিবেন না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উইন ক্রমে এতীত ঐ অংশ পূর্ণক যোতরূপে উক্ত ভূমাদিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীকমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রত্যেক তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূমাদিকারী এই ধারার ও, কোন ভূমাদিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং ভিক্ষা এতদপে তাহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমস্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমাদিকারী প্রকার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা মাপ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম থাকিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী চেতুক বৎসর পরিতর্কিত হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমাদিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে পরিবার হয়, এবং বরিসক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত মাপ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আটম প্রচলিত হইবার মতের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী পূর্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া মীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূমাদিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আদালতে কার্য করিতে অসীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূমাদিকারীর আদেশমতে ভূমির মীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিত্যক্ত বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী ও প্রকার কথা

কোন মোকদ্দমায় বা আত্ম-মাপের ক্ষতি করিবার কথা।
কর্তনিক কার্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্মকারীর আত্মক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কমতম এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা গেহ মাদগু ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় ভদ্র লটারীর পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিঅনয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্যাদেশের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী কারিগণ যদি তাহার কার্য-এক জন সাধারণ কার্য-ধাকড়া সম্বন্ধে একমত না হন, তাহা নিয়ুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-
বার কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাচার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কোন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্যাদেশ নিয়ুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস প্রদানের সকলের উপর আত্তী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০০ ধারা। যদি পূর্বে ধারায়ত নোটিস জারী হইবার

কারণ মর্শীম না গেলে
একজন কার্যাব্যাক নিযুক্ত
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।

পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহা-
ধিকারিগণ পূর্বে উক্তরূপ কারণ
মেথাইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কার্যাব্যাক

নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন;
এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সহাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী
করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধারায়ত আজ্ঞা হইবার পর এক

আজ্ঞা পাশিত না হই-
লে কার্যাব্যাক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

মাসের অন্তর সে সময় জিলার
জজ সাহেব এতদ্বারা ধাওয়া
করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে
অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে

উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করি-
বার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন
সাধারণ কার্যাব্যাক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক একো-
বস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের
কার্যাব্যাকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অধিগতি যে সকল মহা-
লের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্বে

পূর্বে ধারার (খ) মত-
রূপে সকল স্থলে কার্য-
করণার্থ কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার
কথা।

ধারার (খ) প্রকরণমতে এক
জন কার্যাব্যাক নিযুক্ত করা
আদেশ্যক হয়, সেই সকল মহা-
লের ও তালুকের কার্যাব্যাকতা
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

সম্মদেশের জীযুত লেফটেনেন্টগবর্নর সাহেব এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক
জনকে কার্যাব্যাকস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড-
সের কার্যাব্যাকতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।

১০৪ ধারামতে কোন মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার
গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২
সালের আইনের যে সমস্ত
বিধান দ্বারস সম্পত্তির কার্যাব্যাকতা

সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাকতা
সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে

কার্যাব্যাকের প্রতি
যে বিধান বহিবে
তাহার কথা।

যেইরূপ আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
কার্যাব্যাক পাণ্ডিত্যবিশিষ্টরূপ
সেইরূপ অবধারিত বেতন

কিম্বা কার্যাব্যাকরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন,
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেইরূপ আদায় দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক বহাবিধি আপনায়
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ আদায় দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীরা সংস্কৃ-
তাবে যে সকল ক্ষমতাসূচক কার্য করিতে পারিতেন,
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাবধানে কার্যাব্যাকতা
নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতাসূচক কার্য করিতে পারি-
বেন, এবং সহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতাসূচক
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাসূচক
লভ্য লভ্য কার্য করিবেন ও তাঁহা বর্তন করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধি-
কারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব
দেখিতে ও উত্তর দান লগতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে
পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পাঠে
আপনার হিসাব পাশ করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা
করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে
পদচ্যুত করা নাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-

সহাধিকারিগণের কা-
র্যাব্যাকতা ভাবপ্রত্যাপন
করিবার ক্ষমতার কথা।

ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাকতাবধানে
স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪
ধারামতে উল্লিখিত একজন
কার্যাব্যাক নিযুক্ত করা গেলে,

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ অভিপ্রায় জন্মে, যে
সাধারণের অগ্রবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি
বিনা সহাধিকারীদের দ্বারা কার্যাব্যাকতা চলিবে, তবে
তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার প্রত্যাপন করিবার
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্বে এক ধারায়ত
বিধি প্রণয়ন করিবার কার্যাব্যাকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য
কম্পন করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

অত্বে লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

অত্বে লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে কোন স্থলে

অত্বে লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

যন্ত্রিসভাবিধিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং পঞ্চাঙ্গিধিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের অত্বে লিপি প্রস্তুত করা হইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে যন্ত্রিসভাবিধিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব প্রাপ্ত না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমালিকারী কিম্বা ভূমালিকারীদের বা প্রজাদের অমেকাংশ লোক উক্ত আজ্ঞা পাটবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশমত তাঁহা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সামান্য রপ্তাঃ প্রণী ও ভূমালিকারীদের মধ্যে যে রক্ত রক্ত বিবাদ আছে, বা ভট্টবার সম্ভাবনা, তাঁহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্নমেন্ট বা কোর্ট অব স্টাডিস যাঁহার মালিক বা কার্যাবাক, ঐরূপ কোন মহালের বা ভাস্করের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহা উক্ত আজ্ঞা যথা-বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার তাহা নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাস্কর কি অবসারিত হারে ভূমি ভোগকারি প্রায়ত কি কখনো অধিবাসিত প্রায়ত কি সম্মানিত ভূমি বারত কি কোর্ক প্রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও বীনা ;

(ঘ) ভূমির ভূমালিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হইক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাড়া হইয়া থাকে তাহা।

(জ) খাজানা ক্রমঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(ঝ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূমালী বা ভাস্কর প্রার্থনা করিলে

ভূমালীর বা ভাস্কর-দের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

ও বত টাঁকা খরচ দিবার আদেশ কর তাহা আদায় করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল বা ভাস্কর বা ভাগীর কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধি-নিয়ম প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখা ঐ স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঐ স্থানে প্রকাশ করা হইবে ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে লিপির লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিবাদ হইলে তাহা সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী ঐ বিবাদ প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং সে প্রণালী যোগদয়ার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যোগদয়ার বিচার করিবার যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপ্রণালীতে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুলা বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল সুবিধার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্নমেন্টে এক বা একাধিক বাহ্যিক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ ক্রমের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে বেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৪) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে বেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৫) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে বেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত মর্মান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া জম্মান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিধিত কোন স্থলে এতরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় কাজাব বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতমত সমস্তে যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত নইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এতরূপ জ্ঞোষ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বেচ্ছা লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন আজ্ঞানের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন মেয়রানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত আদেশের কাহারও খাজানা রাজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার খাজানা ধাৰ্য্য করিবার কাযপ্রদানীর কথা। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিধিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভালুকের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভালুক হটলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তের যোগ হইলে, জমাবিকারীর বা প্রজার আর্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত মর্মান না যায় এই কার্যের নিষিদ্ধ তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিষিদ্ধ মেয়রানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, মেয়রানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার নিষ্পত্তি ক্ষীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাণ এই নিয়মের অধীন থাকিলে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা পরিয়া কোন যোক্তের খাজানা ধাৰ্য্য হই-রাছে, তদ্বশে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোক্তের নিষিদ্ধ নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাণ ধাৰ্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোক্তের যেসকল খাজানা এই ধারামতে মনোনীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিপিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ড-লেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যত টাক খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেসকল খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা থাকিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরি-বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করি-বার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি এই পরিবর্তন বলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোক্তের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করা হইবার নিষিদ্ধ কোন জমাবিকারীর আর্থনা করিবার শব্দ থাকিলে, জমাবিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন চেষ্টক

না হইলে এই অধ্যায়মতে ঘোড়ের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা অসাব্যস্তী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

৬. অভিরিক্ত বিধাণের কথা।

১২১ খার।। একজন ভূম্যধিকারী, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়মত কার্য্য-
স্থানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার প্রার্থ-
নামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধি-
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেল,
কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয়
কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন
রাজকীয় কর্মসম্বন্ধে উক্ত বিধান সকল ক্রমে নিযুক্ত
পাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
সময়ে ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমস্ত উক্ত বিধান
কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ
পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের
খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক
বিবেচনায় খেয়াল হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-
রূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ
খরচের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার
দেনা বাকী রাজস্বের মায় তাঁহার স্থানে আদায় করা
যাইতে পারিবে।

১২২ খার।। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ খারার

নিম্নে প্রকৃত হইয়া
থাকিলে, অবশ্যিৎ বা-
জানা পরকীর অনুমান
না থাকিবার কথা।

(খ) প্রকৃতপূর্ব লিখিত বিশেষ
কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ
করা গেল পর ৬৪ খারামত
অনুমান তৎসম্বন্ধে থাকিবে না।

১১ শ অধ্যায়।

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

১২৩ খার।। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গোজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-
বার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন
রাজস্ব কর্মচারীকে এতদর্থে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
আমেনসরদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার
উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন,
যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির
নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে মধ্যমীয়াভাবিত রায়তের
দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার যাহা লেখা
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ খার।। উক্ত তালিকার
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায়
ও উৎস অন্য়াদি বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর
ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আব-
শ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে মধ্যমীয়াভাবিত
বিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে
তাঁহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ খার।। ১২৪ খার।-

যে বিধি অনুসারে
খাজানার হার ধার্য্য
করিতে হইবে তাহার
কথা।

যে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজা-
নার হার ধার্য্য করিবার সময়ে
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর
ভূমির জন্য মধ্যমীয়াভাবিত রায়তেরা সাধারণতঃ যে
হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে
বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য
ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য
সহজে জানা যাউতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুল-
নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে
যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ের তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই
সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের
গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান ২
খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির
খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের
সহিত বৃদ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন
হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্তর অনুপাত
থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার
বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক
হইবে না।

১২৬ খার।। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত

তালিকার স্থানীয়
প্রকাশ করণের কথা।

করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয়
হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মেনীর
তাহার তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত
স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ খার।। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির

রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি
নিষ্পত্তি করিতে পারি-
বার কথা।

আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ
প্রকাশ করিবার পর এক মাস
মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর
নিকট সরাসর করিতে পারি-
বেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আমেনসরদের সাহায্যে
ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা
পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ খার।। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি

তালিকা উক্তর রাজস্ব
কর্মচারীর নিকট পাঠা-
ইবার কথা।

করা না গেল অথবা আপত্তি
করা গেলও তাহার নিষ্পত্তি
হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী
খণ্ডের কমিশনার সাহায্যে
যাণ্ডা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুবোধনের
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ,
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেঁতু
লিখিয়া রিপোর্ট ও যে আপত্তির সরাসর পাওয়া
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে একাধারে উচ্চ বোর্ড করেন, পূর্বে ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই একাধারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পঠান হার বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরাইরা দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্টে যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচ্চ বোর্ড করেন, উক্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচ্চ বোর্ড করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্বে ধারামতে যে তারিখে উক্তরূপে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে পনের বৎসরের অস্থান বা মিশ বৎসরের অধিক হস্ত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমতে তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।
আইনতামিক কায়ে নিয়ন্ত্রিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশেরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাহা এই আইন অনুসারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকৃষ্টতার বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রকৃষ্ট ভূমির নিমিত্ত তালিকার যে তারিখ দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তে, সেই স্থানের অন্তর্গত এই প্রকৃষ্ট ভূমির জমা দখলীদারবিশিষ্ট রাইতদের মের উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা তাপনত সরকারী কর্মভিত্তিক উক্ত প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের বেরূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সময়ে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বেরূপ হারহাতিমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহাতিমতে উক্ত স্থানের দখলীদারবিশিষ্ট রাইতেরা ও ভূমিহীনা-রীরা দিহেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহাতি-বৃত্ত বে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাহার মেনা বাকী ভূমির

স্বাক্ষরের দ্বারা তাহার স্থানে আদায় করা হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্বে কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে বোর্ড কোন দখলী স্বত্বাবিশিষ্ট রাইত মুক্ত-রূপে থাকিবার দিহা ভোগ করে, সেই বোর্ডের ভূমিহীনারী তৎকালে মের থাকিবার এই বলিয়া বুদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে থাকিবার মের কর উহা তৎসঙ্গে কম। তাহা হইলে আদালত তালিকা নির্দিষ্ট হারামতে থাকিবার বুদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১৪।—রাইত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারী যদি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে না ভূমিস্বত্ব যে পরিবর্তন সজ্জিত হইয়াছে, ভূমিত যদি বোর্ডের অন্তর্গত কোন ভূমির থাকিবার এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য করা বাঞ্ছিত, তবে নিম্ননিমিত্ত বিধি থাকিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রাইতের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহে বা খরচে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে এই ভূমির থাকিবার ধার্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমিহীনারী কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহে বা খরচে, এবং অংশতঃ রাইতের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহে বা খরচে এই পরিবর্তন ঘটয়া গলে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ভাগমতিক বিবেচনার দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের বদানতী এরূপ হারে উক্ত ভূমির থাকিবার ধার্য করিবেন; এবং

(গ) ভূমিহীনারী বা রাইতের কিম্বা তাঁহাদের স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহে বা খরচে উক্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরের অর্ধেকের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির থাকিবার ধার্য করিবেন।

১৫।—এই ধারামতে যে হার থাকিবে, ভুক্তি বা মেরা-চারক্রে কিম্বা কোন মাধ্যম কারণে রাইত তৎসঙ্গে নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী হইল প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে থাকিবার ধার্য করিবেন।

১৬।—এই ধারামতে থাকিবার বুদ্ধি যে সকল প্রকৃতি হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং থাকিবার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ও অধ্যায়মত থাকিবার বুদ্ধির মোকদ্দমা হইলে বেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় থাকিবার বুদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারের ভূমির জমা তালিকার এইরূপ হার লিখিত আছে,—

রূপ হইতে ভূমিতে কলমেচয় করা

গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।
একর জলমেচয় করা বা গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত আশম, বসরাব, চক্ক ও দীঘ-
বাথের ঘোত, এই প্রকারের ভূমি। এই ঘোতের অন্তর্গত ভূণ
হইতে ভাগিতে অলসেচন হয়।

আশমের ঘোতের ভূণ পুরাতন, প্রাকৃতিকভাবে পূর্ণ
হইতে পারে। বসরাবের ঘোতের ভূণ প্রাকৃতিকভাবে হইবারপর
ভূমিধিকারী প্রস্তুত করাইরাছেন। চক্কের ঘোতের ভূণ আরও
প্রস্তুত করাইরাছেন। দীঘবাথের ঘোতের ভূণ ভূমিকার
ও রাইত প্রত্যেক পরিসর ও বালবালার ভিতরস্থ ভূমি
প্রস্তুত করাইরাছেন। আশম ও বসরাবের ঘোতের
খাজানা একর প্রতি ৪৮ টাকা হারে, চক্কের ঘোতের খাজানা
একর প্রতি ২৮ টাকা হারে, এবং দীঘবাথের ঘোতের খাজানা
২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আদায় উপযুক্ত ও যথাযথ বিবেচনা করেন, সেই হারে
হার্য করিতে হইবে।

(৮) কোম এক প্রকারের ভূমির বিশিষ্ট ভালিকার যে
হার নির্ধারিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোম বনীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

অল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪৮ টাকা;

এরূপে অল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত ইশাম ও বাবরের ঘোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই ভূণ অল
সেচন করা যাউক না, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একজন মতীর
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই ঘোতের পার্শ্বে ভূমি একজন
মতীর বা হয়। ইশাম পঞ্চাশ বৎসর আগমার ঘোত দখল
করিয়াছেন, বাবর বিশ বৎসর হার। ইশামের ঘোতের
খাজানা ৮৮ টাকা হারে এবং বাবরের ঘোতের খাজানা ৪৮
টাকা হারে হার্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূমামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১০৫ ধারা। ভূমামীর গবর্ণমেণ্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-
সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন
যে, কোম লিখিত্তে স্থান ৩০
ধারা: ভূমামীর ভূমামীর
নিজ জমী বন্দিয়া যে সকল জমী
থাকে, কোম রাজস্ব কর্তৃক
তাহা করীণ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১০৬ ধারা। ভূমামীর নিজ জমী বন্দিয়া কোম জমী
কথিত হইলে, উক্ত জমী ভূমামীর
বনীর বা কোম প্রকার আধার-
মতে ও বছরের মত টাকা কর-
শাক হয়, তিনি সেই টা-
আদায় করিলে, কোম রাজস্ব
কর্তৃক এই জমীর গব।

মেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
ভদ্রমুখার উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, হণ
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১০৭ ধারা। কোম রাজস্ব কর্তৃক পূর্ব ভূমি ধারার
কোম খাজানতে কার্য্যার্থী
করিলে, ১১০, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬
ধারা বিধান বর্ত্তিবে।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্তৃক
ভূমামীর নিজ জমী চাকী নি-
লিখিত্তে জমী ভূমামীর
নির্ণয় করিবার বিধি। নীর নিজ জমী বন্দিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাড, মের, নিজ, নিজ ঘোত
বা খামার বন্দিয়া ভূমামীর নিজ আশম সরঞ্জাম
ধারা বা আশম চাকর ধারা বা বেসকোণী মজুর ধারা
এই আইন বিধিভুক্ত হইবার পরাবর্ত্তি পূর্বে প্রমাণিত
বার বৎসর চাক করিয়াছেন বন্দিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণচারক্রে ভূমামীর
খামার, জেরাড, মের, নিজ, নিজ ঘোত বা খামার জমী
বন্দিয়া হইতে হয়, সেই জমী।

(৩) অম্মা কোম জমী ভূমামীর নিজ জমী বন্দিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কিনা, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্তৃক দীর্ঘ মেলাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের
মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বন্দিয়া
বিশেষ করিয়া এই জমী অম্মা ১৮৮৩ হইয়াছিল কিনা
এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৪) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে
মেলাচারী আদায়তে কোম প্রমাণ উৎপন্ন হইলে, রাজস্ব
কর্তৃক দীর্ঘ মেলাচারের আদায়তঃ এই ধারার
বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদায়তঃ তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোম করিবার বিধি।

১০৯ ধারা। কোম রাইতের বা কোম রাইতের
ভূমামীর বা নীর খামার
যে ২ জমী কোমের
পরখাত করা যাউক
পরিবে ভাষার কথা।
খামার, এবং তৎপ্রমাণ ভূমামীর
কর্তৃক কোম আদায়তঃ লটার খামার, উক্ত ভূমামীর
আদায়তঃ অন্য যে প্রকার পার্শ্বে পারেন, তৎপ্র-
তি মেলাচারী আদায়তে পরখাত রাখিল করিয়া এই
প্রমাণ করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদায়তঃ এই
কোর মতলো যাণ আছে,

(ক) এরূপ যে কোম লম্বা বা ভূমি, অম্মা উৎপন্ন
এ ঘোত কাটা বা কোম লম্বা হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোম লম্বা বা ভূমির অম্মা উৎপন্ন
উক্ত ঘোতের ভূমি, এবং কাটা বা কোম গিয়া এই
ঘোত বা লম্বা ভূমির স্থানে, কোম (কো বই হইতে
বাকী তৎপ্রমাণ) লম্বা মাড়াই প্রকৃত করিয়া স্থানে
রাখ হইয়াছে,

তাহা কোম করিয়া উক্ত বা নীর খামার আদায়
করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৩
সালের আইনমত অর্থকরণাধিকারী ভূমিধিকারী
বা কার্য্যধিকারী কিম্বা ভূমির বন্ধনপ্রযোজ্য নাস ও যে

তিনি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ক্ষেত্রে তাঁহার আবেদন পরিচালন যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষ, কিম্বা

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে বোতের নির্দিষ্ট দের খাজনার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা প্রস্থিত করা কোন আইনমত কার্যক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নির্দিষ্ট ; কিম্বা

(৩) বোতের যে কোন অংশ প্রজা কৃষিকারীর লিখিত সম্মতি লগ্না পেটীও বিনি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিত- ১৪০ ধারা। (১) পূর্বে
তে হইবে তাহার কথা। ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে
এই এই বিশেষ কথা লিখিত
থাকিবে,—

(ক) যে যোক্ত সম্বন্ধে বাকী খাজনার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার মীমাংসার জন্য বাহাতে চেষ্টা বাহা এরূপ অমান্য হইয়াছে ;

(খ) প্রকার ন্য ;

(গ) যে কালের বাকী খাজনার দাওয়া হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রকারের খাজানা অংশে অধিক টাকা দাওয়া করা গেল, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে ভাবে উক্ত পাওনা যাইবে, তাহা কিম্বা উহা হিসাবের নির্দিষ্ট অন্য যেহেতু হইয়াছে, তাহা ; এবং

(ছ) উহা অধীনে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উক্ত টাকা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিবরণ আওলে আবেদনপত্রে যতদূর আঁকিত করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বে প্রকরণ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে আঁকিত করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে ; এবং প্রকরণ সত্যপাঠক দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি বিশ্বাস বিনিয়া আসেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া আসেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে বিশ্বাস সাক্ষা দিবার বা প্রস্তাব করিবার সমুদায়ক বৎসরে যাইবে প্রসিদ্ধ থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির সত্য হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে এক ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ের মধ্যে প্রকারের কার্য পক্ষে সাক্ষ্য, স্বরূপ কোন মতীল আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে প্রযোজ্যতারিখে পুনীকৃত করিতে পারিবে, এবং যত দূর সাধা এর বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার অতিশোধন্য অধিকার সাক্ষা দিবার নির্দিষ্ট দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অগ্রাহ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার শাস্তি জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষার এই শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার অনেক কাল পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ ক্ষমিত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষার এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত তাঁহা লিখিত উৎকর্ষ করিবার আজ্ঞা লগ্না দাখিল অথবা এই শস্যের কাটা হইয়াছে কথা। অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নির্দিষ্ট একজন কর্মচারী প্রেরণ করিবে ; এবং এই উৎপন্ন শস্যের যেখানে থাকে, উক্ত কর্মচারী সেইখানে গিয়া আদালত এই শস্যের হইয়াছে ; আদালত পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা রাখিয়া এবং তাহা কোটি সেই সময়ে যে স্থান করিল, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উৎপন্ন শস্যের ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যের দার বিবেচনার তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা যায় না, সেই শস্যের কাটবার বা সংগ্রহ করিবার গোষ্ঠ্য হইবার পূর্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী দাবীপত্র ও বিলাব খাজনার ও ক্রোক করিবার জারী করিবার কথা। প্রকারের দাবীপত্র লিখিত বাকী-দারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতু ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া এই সময়ে এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও বিলাবের মকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও বিলাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহা কই দেওয়া যাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওনা যাহতে না পারিলে, তদনুসারে যে ব্যক্তিতে বাণ করেন সেই ব্যক্তি বিলাবের উক্ত কর্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও বিলাবের মকল দাখিল দিবে।

১৪৪ খারী। (১) এই খারীতে ক্রোক করিলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা ভূমিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাঁহা উপযুক্ত-রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কাণ্ড করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির জমিটুকু হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ কসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পানিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা জড়তি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটেই অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি হইলে এই কসল জড়তি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর অধিকার কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির অধিকার থাকিবে।

১৪৫ খারী। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে দাবী শোধ করানা হইবে। নীলামের খোবনা-পত্র প্রচার করিবার কথায়। ক্রোককারী কর্মচারী খোবনা-পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা থাকিবে, এবং এত সম্বন্ধ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা জবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিছু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে দাখ্য করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকায় স্থানে এই খোবনা-পত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ খারী। ক্রোক করা জবো যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সমসাময়িক স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ খারী। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা ভুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল জড়তি কাটিবার বা ভুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল জড়তির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা ভুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্বদান হইবে।

১৪৮ খারী। নীলামকারক কর্মচারী যাহা পরা-বর্ণসিদ্ধ জান করেন, তদ্রূপ যে প্রকারে বিক্রয় এক বা অধিক লাটে উক্ত করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, অবশিষ্ট অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ খারী। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত রাখি- নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কাণ্ড করিতে কমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিম্বা নীলামের দ্বাদশ ঘণ্টা হইয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্যন্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কাণ্ড সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ খারী। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রেতার টাকা দিবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী তাহার উৎপন্ন সমস্ত দাবী দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ খারী। সমস্ত ক্রেতার টাকা দেওয়া গেলে, ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবে। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ খারী। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যেখানে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা। নীলামকারক কর্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবে। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের দায়িত্বস্বত্ব উক্ত খরচ দ্বারা যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যন্ত তাহার মূল্য সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনযুক্ত সম্পত্তি মৌলিককারক কোন কর্মচারীদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে কর করিতে বা পারিবার কথ্য।

কর্মচারীদের নিযুক্ত করা যাইতেছে, যে উক্ত কর্মচারীদের মৌলিক করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা কর করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মৌলিক হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল পরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহোন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণা স্থানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াচলন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রচার যোগ্য তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জামি করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্তন প্রচার ক্রটি হেতু যে কোন অধস্তন প্রচার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ন ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পছন্দে তাবৎ এরূপ চলিবে।

পেটীও প্রজা আগন পাটীদার অন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন কথ্য।

উক্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর মধ্যে বিরোধের কথা।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ন ধারামতে কোন টাকা দিলে, ঐ ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের দ্বানে তাহা আদান করণার্থ তাহার যে মোকদ্দমা করিবার আবশ্য আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই অবস্থার বিষয় হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর মধ্যে বিরোধের কথা।

একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আদেশ, এই উক্তন মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি মৌলিক করা গেলে, মৌলিকের উপর উক্তন টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আদেশ, সেই আদালতের অনুমতিবিদ্যা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যায়ক্রোকের নিষিদ্ধ যে কোন আদেশ করেন, তাহার ফতিপূরণের মোকদ্দমা উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেখানে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যতা নাই সেই স্থলে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ফতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৫৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যায়ক্রোকের নিষিদ্ধ যে কোন আদেশ করেন, তাহার ফতিপূরণের মোকদ্দমা উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেখানে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যতা নাই সেই স্থলে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ফতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পত্তির কার্যাবলী বিষয়ক বিধি।

১৬০। (১) তাই কোর্ট সময়ে স্থানীয় গবর্ন-ভূম্যধিকারী ও প্রচার মোকদ্দমার বতাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবলী বিষয়ক আইন পড়ি-বক্তা করিবার ক্ষমতা রাখা।

যেক্টর অনুমোদনক্রমে এরূপ আদেশমুতক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবলী বিষয়ক আইনের বিধির কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রচার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া এরূপ বিশেষ কোন জেনার মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বস্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাদীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাদীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবলী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে।

১৬১ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমত আনুষ্ঠানিক কাণ্ডে বিচারবিপক্ষের কথা।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার মধ্য পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হই, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারার্থীন স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা বিক্রিত ক্ষমতাপন্ন হইলে, এই মোক্তার দখল পাইবার মো ক্ষমতা পূরণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতের প্রার্থনা করিতে হইবে।

১১১ ধারা। কোন ভূমিধিকারীর যে কোন মায়েব বা গোমস্তার বা গোমস্তা ভূমিধিকারীর আ-বিক্রিত ক্ষমতাপ্রকৃতিতে এত-মর্মে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি এইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমিধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারার্থীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমিধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১১২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূপান্তর উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-মেন্টে এতদমর্মে সন্মত হইয়া যে পাঠ নিবেদন করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবেন।

১১৩ ধারা। খাজানা আদার মোকদ্দমার মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অর্থাৎ ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২২ ধারা ও ১২৩ ধারা ও ১২৪ অর্থাৎ ১২৫ পর্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অর্থাৎ ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২২ ধারা ও ১২৩ ধারা ও ১২৪ অর্থাৎ ১২৫ পর্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(৪) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাপ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাকী পরিমাপ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(৫) কেবল প্রস্থ দাখ্য করিবার নিমিত্ত সময় দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ বৃত্ত না হইলে, এইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সময় দেওয়া হইবে।

(৬) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে সম্মত করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও তারওবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ খণ্ডমতে রেজিস্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সম্মত পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(৭) আদালতের অনুমতি বিনা বাসানগর মাফিল করা যাইবে না।

(৮) আদালতের অনুমতি বাতুল বা না বাতুল, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১০৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(৯) বাকীখাজানার নিমিত্ত উল্লেখ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদ্বারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী করিবার আত্মা বিক্রি পারিবে।

(১০) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমিধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে প্রস্তাব করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমি-ধিকারীর ভূমিগত স্বার্থ বজ্জিত না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী জারী করিবার পরামর্শ করিবেন না।

১১৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে ভূমির ব্যক্তি মিত্র বা খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে যে টাকা দেনা আছে, কিন্তু উক্ত স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে বাকীর নিকট নহে, আদালতে দিবার কথা। ভূমির কোন ব্যক্তির নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উক্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) এই ভূমির ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাকীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান বিষয়ে করণার্থ আত্মা না পাঠিলে, বাকীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাকীকে (৩) এরূপমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে তাহা পাঠিবার অতঃপর কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এই অর্থের বিষয় হইবে না।

১১৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানা ভূমিধিকারীর পাওনা নার বাবদ তাহার স্থানে বাকীর বলিয়া স্বীকৃত টাকা টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উক্ত আদালতে দিবার কথা। দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উক্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১১৬ ধারা। পূর্বে হই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিকমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিবার বিধানের কথা। দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টাকা কিস্তিকমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের বসীদা আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে বসীদা দিবে; এবং বসীদা বা স্থলবিশেষে ভূমির ব্যক্তি বসীদা দিলে, তাহাতে যে আদালত ও যে পরিমানে উক্ত বসীদা খাজানার নিমিত্ত বিক্রয় হইত, ঐরূপে যে বসীদা দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই আদালত ও সেই পরিমানে বিক্রয় হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আদালতের বিক্রয় বাস্তবায়নকালে পক্ষের খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রশ্নের খাজানা হুজি বা পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সর্ভিমেন্ট জজ ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার সাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে হুজুর বিচারালয়-পত্রাক্রমে কার্য করিতে স্থানীয় সর্ভিমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য-কারক ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার সাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আদালত হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য-কারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আদালত সম্বন্ধে এই ধারা বাটে, কোন মোকদ্দমার পূর্বোক্তরূপ কোন বিচার-সম্পর্কীয় কার্যকারক তরুণ ডিক্রী বা আদালত দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার মতী স্থলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আদালত উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজানার ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, যে তারিখ অবধি কল-বৎসর হইবে তাহার কথা। সেই মোকদ্দমার এই আইন-মতে খাজানার ডিক্রী করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎসর হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎসর হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎসর হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিবে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এতদূর কৃষি বাবদীর করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি মত কৃষির স্বত্বসংক্রান্ত কাগজের অমুদ্রণ-প্রতিকারের কথা।

যেই হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম চল করিয়াছে, তাহাভঙ্গ হইলে, ভূমি-কারীর সচিব তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। এরূপে যদিও কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিমিত্তকরণ, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিমিত্তকরণ বৃদ্ধিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা বৃদ্ধিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অমুদ্রণে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিমিত্তকরণ অন্য বৃদ্ধিসিদ্ধমতে বসীদাকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকাও পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিমিত্তকরণ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বসীদাকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিমিত্তকরণ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে হুজি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিমিত্তকরণ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষেত্রমতে সেই হানি বা নিমিত্তকরণের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রজার বিরুদ্ধে কোন গোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে বিবরণসমূহ নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোক্তর অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি সম্বন্ধে রাখিয়া বাবদীর করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে ঐ শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোক্তর অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূমিকারীর নামে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিকারী কোন রায়ের উদ্দেশ্যে নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই যারামতে উক্ত ভূমি মঞ্চের রাধিতে কিম্বা ভাঙ্গনা টাকা পাইতে অধ্বান ইইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিকারী এই যারামতে কোন রায-ভকে কোন ভূমি মঞ্চের রাধিতে গিলে, যত কাল তিনি মঞ্চের রাধিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবদার ও মঞ্চের রাধার উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারীকারী আদালত বেরপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই ভূমিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উদ্দেশ্য পরিবার মূদর মোক-দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উদ্দেশ্য করিবার আনু- এই আইনমত প্রজা ও ভূমি-
ষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের িকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে
দায়ার নিষ্পত্তি হইবার ভূমিকারীর কিম্বা ভূমিকারী-
কথা। রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল
দায়ার থাকে, আদালত তাহার অমূল্যমান লইয়া
নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিকারী বলিয়া ভূমিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উদ্দেশ্যের ডিক্রী বা আদালত হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আদালত সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই নিষ্পত্তি সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অমদিকারপ্রবেশকারীকে

উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আ- উদ্দেশ্য করিবার মোকদ্দমা
দালতের দ্বারা খাজানা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত
দায়ার করিতে পারিবার বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এই-
কথা। রূপ প্রতিকারের দায়ার করিতে
পারিবেন যে, প্রতিকারীর
মঞ্চের যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত যে আদালতের
নিষ্পত্তি উপস্থিত ও নাথ, খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া
প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার
দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য

প্রজার অমূল্য নিষ্পত্তি করিবার প্রার্থ
নিষ্পত্তি করিবার প্রার্থ
দায়ার কথা।

আদালতের দ্বারা প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য বা প্রজার
আদালতের দ্বারা প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য বা প্রজার
করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মূল্য;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভোগ-
কার কি অবস্থার হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি
মঞ্চীয় ভূমি দিতে রায়ত কি মঞ্চীয় ভূমি দিতে রায়ত কি
কোন্ রায়ত, এবং ভোগকার হইলে, তাহার খাজানা
হুজি করা পাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার
যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন
বিষয় স্থানীয় তদন্ত দ্বারা সমাধানকরণে নিরূপণ করা
হইতে না পারে, তবে আদালত এই প্রজা করিতে
পারিবেন যে, স্থানীয় পর্বতমণ্ডল বিধিভাবে যে রাজস্ব
কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দ-
মার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়তে
স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই যারামত কোন প্রার্থনার উপর যে প্রজা
করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূমি কলবৎ হইবে ও তাহার
উপর ডিক্রীর দ্বারা আদালত হইতে পারবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাদী প্রজার নিমিত্ত ডিক্রীতে বিরুদ্ধের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন মন্তব্যযোগ্য বোত তাহার বাদী
খাজানার ডিক্রীজারীকে
দায় অসিদ্ধ করণ বিরুদ্ধ করা গেলে “সংরক্ষিত
সম্বন্ধে জেতার দায়ার প্রার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে
কমতার কথা। যের প্রার্থ নির্দেশ করা গেলে
সেই প্রার্থ মানিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে
যে প্রার্থ নির্দেশ করা গেলে, তাহা অসিদ্ধ করিবার
কমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা এই বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদন্তের পরে যে মূল্যের উল্লেখ করা গেল
সেই মূল্য না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিস্ট্রী
করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা হইবে না।

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-
য়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত
গণ্যকৃত প্রার্থের কথা। প্রার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-
মত সংরক্ষিত প্রার্থ বলিয়া গণ্য
হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ভাগ্য চিরস্থায়ী বন্দো-
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ভাগ্য কোন চলিত ভিন্ন-
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্ত আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পক্ষীয় অবস্থার প্রজা দায়ী
ভাগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বালগৃহ, কারখানা, কিম্বা
অন্যরূপ স্থায়ী ইয়ারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা
স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুর, খাল, ভাঙ্গনা, লুপ্ত
বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই স্বত্ব;

(ঘ) মঞ্চীয় স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে অধিবেশন যার, সেই সময়ে বাণী মাথা ও বক্তৃতিস্থ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিতে কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোক্ত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার অর্ধগত পূর্বাধিকারী যাহা স্মৃতি করিতে প্রত্যেকে ল্পষ্ট বাক্যে লিখিত অধু-
নতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব নী স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে,

“দায়” ও “রেজি-
স্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে
“দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে,
প্রজা আশ্রয় যোক্তের উপর
নিম্ন আশ্রয় স্বার্থ সঙ্কেত

করিয়া যে কোন দায়, পেট্রা প্রজাস্বত্ব, স্বাধীন-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্মৃতি করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্বে দায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা
বুঝাইবে।

(খ) যেরূপ বাকী খাজানার ডিক্রী জারীকমে
যে যোক্ত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোক্ত
সম্বন্ধে “রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে যে কোন নির্দেশনায় রেজিস্ট্রী করা
গিয়াছে, এবং বাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা
হইবার পূর্বে কল্যাস ভিন্ন যান থাকিতে পঞ্চাশখিত
বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই
নির্দেশনাক্রমে যে কোন দায় স্মৃতি করা হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোক্তের বাকী
খাজানার সমিত ডিক্রী হইলে,
যোক্তের নীলাম হইবে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী
ব্যয় আশ্রয়পত্রের কথা।

যোক্তদার কার্য প্রণালী বিষয়ক
আইনের ২০৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত
যোক্ত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোক্তের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোক্ত চি-
হ্নারী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে সংক্ষিপ্ত রেজিস্ট্রীর
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল
দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোক্তের নীলাম

নীলাম হইবার বিজ্ঞা-
পনমত যোক্তপত্রের
কথা।

হস্তান্তর আশ্রয় হইলে, দে-
ওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে যোক্তপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত
নীলামে চড়ান হইবে, এবং উক্ত দায়সম্বন্ধিত বিক্রীত
হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের মোটসি বখাবিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিধিতে যোক্ত হইলে, সমুদয়দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোক্ত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ যোক্ত করা যাইবে। ডিক্রীর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
এতদর্থে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত যোক্তপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত
তালুক বিক্রয়ের ও তাহার
কলের কথা।

বিজ্ঞাপন পূর্বে ধারামতে দেওয়া
গেলে, উহা রেজিস্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক এরূপ দায়সম্বন্ধিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে যে কোন তালুক

সমুদয় দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতাসহিত
তালুক বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।

নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিত্ত
যত টাকা পর্যাভূ ডাক হয়,
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাঠেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম গণিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০৯ ধারামতে সূত্র
যোক্ত করা যাইবে। সেই যোক্তপত্রে এই কথা আশ্রয়
হইবে, যে নীলাম স্বগিত করিবার তারিখ অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
যোক্তপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোক্তের অবধারিত খাজানা বা
অবধারিত যোক্তের খাজানার হার থাকে, তাহা
তবে প্রতি পূর্ব কএক
বার বিধান বর্জিবার
কথা।

তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব
কএক ধারা যেরূপ বর্জিত
সেইরূপ বর্জিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
বিধিতে যোক্তের নীলাম হই-
বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোক্তের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন পরিবার পূর্বে কএক

পূর্বে কএক ধারায়
যায় অসিদ্ধকরিবার কার্য
এবং নীতির কথা।

ধারায়তে কোন দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
এ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে

তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত
দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া সরখান্ড দিয়া এই
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিস দায়-
হারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেজিস্ট্রার বোর্ড বেকী ধাওয়া করিলে,
উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী প্রকরণ
এতদ্রূপ সরখান্ডের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার সরখান্ড এই
ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে,
তিনি তৎক্ষণাত্রে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে
তারিখে এই নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সমস্ত রাজস্বীয়

স্ব-স্বত্ববিশিষ্ট যোত
পূর্বে কএক ধারায়
জানুক বলিয়া গণ্য হয়
এরূপ আত্মা দিবার ক্ষম-
তার কথা।

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অন্তর্গত স্থলীয়-
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা
বিশেষ কোন প্রেবীর স্থলীয়-
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের মেনা

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে,
সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিতি নীলামে
চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-
সম্বলিত নীলামে চড়ান হইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন
দিয়া উক্তরূপ কোন আত্মা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আত্মা প্রবল
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমস্ত স্থলীয়স্বত্ববিশিষ্ট
যোত কিম্বা, স্ব-বিশেষ, উক্ত বিশেষ প্রেবীর স্থলীয়-
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ে পূর্বে কএক ধারায়
নীলামের কাঙ্ক্ষণক্রমে সর্বস্বভাবে জালুকের দায়
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়সম্বন্ধে বিক্রয়োৎপন্ন

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা
লইয়া রাখা করিতে হইবে
তদ্বিবরণ বিধির কথা।

টাকা প্রবেশ সময় দেওয়ানী
মোকদ্দমার কাছ প্রদানোব-
রণ আদ্বানের ২২৫ ধারার
নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-

লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে
খবর হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খবরের টাকা
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাঁহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়,
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে,
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের
তারিখ পর্যন্ত কিছু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার
তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানার ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া
থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানার দিবার পরও
উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি ছই মাস
অতীত হইলে, ডিক্রীদার থাককের প্রার্থনায়তে তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীদার থাকর (গ) প্রকরণসম্বন্ধে খাজানা বলিয়া
ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি কর-
বেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীদারের চূড়ান্ত বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের মেনা বাকী

ধরতা সম্বন্ধে ডিক্রী
টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার
শোধ হইয়াছে বীকার
করিলেই, যোত কোন
হইতেমুক হইবার কথা।

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই
যোত জৌক করা মেনে, তৎ-
সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার
কাছ প্রদানোবিসরণ আদ্বানের
২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা
যাচিবে না।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত
নীলাম হইবার আত্মা করা গেলে, যদি নীলাম প্রতি-
রের ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীদার থাকর ও
নীলাম করিবার থাকর সম্বন্ধে ডিক্রীদার টাকা আদালতে
দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীদার টাকা
শোধ করা হইয়াছে, এই চেষ্টা মেপাইয়া যদি ডিক্রীদার
উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ সরখান্ড না করেন, তবে উক্ত
যোত জৌক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়সম্বন্ধে কোন যোত নীলাম করা গেলে,
এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
গেলে ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার প্রকরণে
ক্রমে তাঁহার বিপ্ল হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়সম্বন্ধে যে কোন যোত

নীলাম দিবারপার্থ
আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোনমতে
উক্ত যোতের বন্ধকী বল
হইবার কথা।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-
ওয়া যায়, সেই যোত যদি
কোন ব্যক্তির এরূপ সার্বভায়ে
যাহা এরূপ নীলাম হইলে
অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে
তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ
আদালত টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা থাকর।
১২৫ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
তৎক্ষণাতঃ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া
জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হ্রাস উক্ত
যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা
অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সমস্তমতে শোধ করা
না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাবরণ উক্ত যোতের
সম্বল সহিত ও উক্ত স্থলে রাখিতে আবদান হইবে।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার
পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন প্রকরণে তাহার
বিপ্ল হইবে না।

১৯৯ খারা। বাকীদার উর্জিত প্রচার বিকল্পে ডিক্রী-
আরীকমে এই অধ্যায়মতে
অধস্তন প্রমাণাদিতে
টাকা মিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

আরীকমে এই অধ্যায়মতে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রচার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রমাণ নীলাম নিয়োগার্থ আদালতে
টাকা মিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিম্ন ভূমাদিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে অসন্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার-
এইটেল, তিনিও এরূপে তাহার নিম্ন ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পছছে
এবং এইরূপ চলিবে।

১৯০ খারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৪
খারার প্রকারণের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীআরীকমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অসম্মতি বিনা এ যোত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত থাকে
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩১৬
খারার কার্য বা হইবার
কথা।

১৯১ খারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ খারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ খারা। ভারতবর্ষের রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকারণের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর বাধ্যতায় দায়
স্বত্তি হয়, এরূপ কোন নিবন্ধনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ খারামতে তাহা রেজিষ্টারী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগ-
জাকরের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত
স্থগীত হইবে।

১৯৩ খারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রচার
সম্পাদিত যে নিবন্ধনপত্রক্রমে
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্বত্তি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিবন্ধনপত্র
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রচার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় স্বত্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং তাহার দাবীমতে এতদ্বারা যে কী দাবী
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষের রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সন্মত
করা করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিবন্ধনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ডালুক নীলামের কথা।

১৯৪ খারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ডালুকের পাওনা খাজানা
দিতে অসম্মতি হইলে, ভূস্বামী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
খাজানা আদায়ের কথা। পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ডালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ খারা। (১) বৈশাখ মাসের ১৫ দিনে,
বৎসরের প্রাপ্ত অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা। বাকী হয়, তাহাও পরবৎস-
রের প্রাপ্ত, ভূস্বামী কালে-
উরের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ডালুকের উল্লেখ ছিল,
তাহার সমুদয় বা কোন ডালুক সম্বন্ধে অত্র বৎসরের
কিভাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এই দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার পাওনা
হয়, তাহা ইচ্ছা মালিক ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের ডালুক এই টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে একশত নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সবর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিধে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এই ডালুকের প্রধান কার্য
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ডালুকের
অধীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে
প্রচার করা যেন।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ খারা। (১) সকলমতে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা একজন
নোটিস আরী করিবার
পেরাণে যাইয়া আরী করবে।
এ পেরাণে তদ্বিধিত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যাব্যবসায় রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা তাহা পাইতে না পারিলে, এই নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাফা-
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন ব্যক্তির
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত আঁয়ের লোকে স্বাক্ষরপত্র কাপ-
নামের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরানী নিকটস্থ মুন্সেফের আকিসে
কিন্তু মুন্সেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানার
যাইবে, এবং এই মোটিন যে যথাবিধি প্রচারিত
হইরাছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সটিকিকেটে উক্ত কাছাকাছের স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া এই পেরানীকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদে বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে মোটিন প্রচার করা হইরাছে, তবে নিম্নিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উদ্ভাটন হইবে।

১৯৭ খার। বৎসরের মাঘমাংসে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঘমাংসে নী- মাসের শেষপর্ষ্যান্ত চলিত মাসের
মাঘের মাঘমাংসের কথা। খ. আনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওয়া থাকে, তাহার
বর্ণনাগত সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং
বাকীদারের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইচ্ছা হইবে, যদি অগ্রদায়ণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের ঐরক্তাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অমুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ খার। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওয়া আছে বলিয়া
তালুকদার ও মসজিদে
আপত্তি করিলে কথা-
প্রণালীর কথা।
কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব
ক এক ধারামতে মোটিন দেওয়া
গেল, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত এই মোটিনে যে তারিখ ধাওয়া থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবে।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে,
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে। তাহাতে সমনের
নিম্নিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হইতে রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উক্ত পক্ষের কথা কিন্তা অন্যথায় তাহার উপস্থিত
থাকেন, তাহার কথা শুনিবেন, ও তাহার মতো যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নিম্নিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নিম্নিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওয়া নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওয়া
নাই, তবে তিনি তদমুসারে তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্যানুষ্ঠান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ বাকীদার
উপস্থিত করিতে তাহার যে ক্ষমতা থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই ক্ষমতার কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ খার। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায়
করা না গেলে তালুক
নীলাম হইবার কথা।
তালুক সম্বন্ধে পূর্ব ক এক ধারাম-
তে মোটিন দেওয়া গিয়াছে,
সেই তালুক মোটিনের নিম্নিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ খার। (১) পূর্বে কাছারীতে যে মোটিন
নীলাম হইলে, যে
নিম্ন মনিতে হইবে,
তাহার কথা।
নাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
সময়ে তাহার নামাংসা কেলিতে
হইবে, এবং লাটগুলি মোটিনে
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইচ্ছা হইবে তাহার
তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইরাছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাগতের
সহিত ও মফঃসলে যে মোটিন প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সটিকিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবে।

(৩) যে বর্ণনাগত রাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
মোতাম্মা পওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকে নিগূহ করা না হয় এবং যাবৎ মোটিন
নিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রবণারী করিয়া সেই রবণারীতে
এই সকল বিষয় পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
রাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নিগূহ করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দেখাইতে হইবে,
তাহার শুদ্ধতা ও অদলতাল সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবে; এবং যে কার্যকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম মাথা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিধির দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ খার। (১) এই
অধ্যায়মতে তাহাজের সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।
নীলামের কার্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে
তাহার কথা।

(২) যে ব্যক্তির সর্বাধিক উচ্চ ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকটে বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাণীদার ছাড়া এতোক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক যত্ন সহকারে হইবার ক্ষমতা করের টাকার শতকরা ১৫ টাকা নিতে হইবে।

(৪) যে কার্যকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার জবাবদায়িত্ব যাবৎ প্রত্যয় না অথবা যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা অন্তর্গত হাতে আছে কিম্বা দুই বছরের মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা মগম দেওয়া না গেলে কিম্বা ততলা মূল্যের গবর্ণমেন্টে লিকুইরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরায় নীলাম করা যাইবে।

(৬) করের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সমস্ত মোর্গামের বাজারে টেডরা নিয়া নীলাম দৌসগা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট দিবসে পুনরায় নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাঁহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম পরিদায়কের হুকিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় নীলাম করা যাইবে। প্রথম পরিদায়ক শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাঁহা মূল্য হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাঁহা পূর্ণ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার কমপক্ষে মাত্রী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীমতে এই কম টাকার গণনা করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা বাকী হয়, তাঁহা হইলে নীলামের পরে দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উৎপন্ন থাকে তাঁহা গবর্ণমেন্ট অথবা দেওয়ানী হইবে।

২০২ সারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের পরিদায়কের মতের কথা।
পরিদায়ক করের যত্ন টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সর্টিফিকেট দিবে।

(২) তাঁহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার অর্পণত পূর্ণাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীম কোন দাঁওয়ানার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দার, দাবী, পেটো ও প্রজাবত্ত, সাক্ষ্যদায়ক স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ সারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার সমস্ত নীতি পরিদায়ক উক্ত ডালুক প্রাপ্ত করবেন। নিম্নলিখিত কএকটি শব্দসম্বন্ধে এই বিধি থাকিবে না,—

(ক) মধ্যমী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে তাঁহা দায় ও সুজিগত্ব থাকিবে, সেই আদালত দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব মধ্যমীস্বত্বনিশিটে কোন রাস্তাকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিম্নলিখিতরূপে ডালুকের স্বত্ব হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে কমতা এখন হয়, সেই কমতাক্রমে স্পষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ সারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের পরিদায়ক তৎসম্বন্ধে পূর্ণ পরিদায়ক সর্টিফিকেট পাঠিলে, এবং ওয় অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক

হইবার কথা রেজিস্ট্রী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক মতল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকটে আবেদন করিতে পারিবেন। তাঁহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মতল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীকরণে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত পরিদায়ক মতল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজাদানী বিষয়ক আইনে যেহ কমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কমতামুতাবেক কার্য করিবেন।

২০৪ সারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা হইলে দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ডালুকে একদম স্বার্থ থাকে বাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ

১৯৯ সারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কাগজীতে আদানত করেন, তবে ১৮৮ সারায় দিমান নীতি; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদায়কের মতল প্রাপ্ত হন, তবে ১৯ অধ্যায়মতে যে যোঁক নীলাম হইবার বিজ্ঞপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই যোঁক হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ সারায় বিধান মোতাবেক ১৮৩ সারামতে বহিবে।

২০৫ সারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিছু উক্ত নীলাম ঐ সকল বাব মোকদ্দমার কথা।
বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামী অর্থাৎ মতল নীলাম হয় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের পরিদায়কে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তখন তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ সারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তি এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা পরিদায়ক ২০২ সারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হইয়া তাঁহার যে হানি হয় তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের ডারিখ অবশিষ্ট দুই মাসের মধ্যে বা কালেক্টর নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিছু বাকীনাংরের অধস্তন কোন প্রকার ভাঁমে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, এই প্রকার এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত ব্যয় করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা:—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেতুস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাওয়ার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইরাছে তাহা (মুদসসেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইতার পর সুমারিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (১) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত থাকিলে, যে কার্যাবলক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা আবার কালেজের সাহেবের খাজানাখানার পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাঁহার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত এই উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানার আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উক্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীনাংরের বিক্রেতা ডিক্রী হইয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাঁহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উক্ত টাকা কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীনাংরকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (ঘ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিণতি যাঁহার সন্মত, একপ গবর্নমেন্ট সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা লম্বা কিছা জমা রাখ কোন অংশ কিরাইতা লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্রীদারের বা প্রমিত্রদের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন হইলে, এই দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিবার বিধান পাঠিবার কথা।

আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে সময়ে সময়ে পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে পাঠিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও বেপারার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান ফলবৎ হইবে, সেই বিধান ফলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা:—

(ক) বাগেলার রায়তের ও মখলীখতবিশিষ্ট রায়তের অধীন (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট মখলীখতের সম্বন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে মখলীখতবিশিষ্ট রায়তের খাজানা কসাইবার দাওয়া করিবার অধ।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে মখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে সুমারিকারীর বা প্রকার অধ।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা মখলীখতখানা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোড়ের ভূমি কসিয়া যাওয়ার প্রকার খাজানা কসাইবার অধ (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উচ্ছেদসাধন করিবার ও উচ্ছেদ ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার অধ (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকমে লা কইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরকারী বন্দোবস্ত হইরাছে, সেই স্থানে সুমারিকারী ও প্রকার মকররী পাড়া কারেবী মকররী পাড়া তাহা সেই নিম্নলিখিত কারেবী মকররী পাড়া দিতে সুমারিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে প্রকরণ আন করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত কৃষিকার্যোপযোগী কর-
নের চুক্তির কথা। ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী কর-
বার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর বা দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বলা দ্বারা
যে ভূমির উৎসর্গ বা অণুতর্গ
সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে কখনো স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
স্বত্ব লাভ না করে, তাহার ভাড়া ও ভূমাদিকারীর
নথো যে খাজানা দিবার নিয়মকর, তাহার যোক্তের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমাদিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
করা হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “চাল কানিসী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও চালকানিসী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথার কোন ঘাট-
চাকরাণ ভাস্কর সম্বন্ধে ওয়ালী বা অন্য চাকরাণ ভাস্ক-
না থাকিবার কথা। কেবলমাত্র অনুবঙ্গের ব্যাঘাত
করা হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
বিধিত হইবার পূর্বে যে চাকরাণ ভাস্কর হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যায়, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোক্তের
অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি
বাস্তুভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির
অজ্ঞানত্বের অনুবঙ্গ দেশাচার
ধারা নিরসিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংস্কারের স্বত্ব এই আইনের বিধানের
কথা। সহিত অঙ্গভূত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
স্বত্বতঃ বা আবেদনকৃত অনুমানানুসারে পরিণতি বা
বিস্তৃত না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোন রায়ত কোন অনুবঙ্গ স্বত্ব লাভের প্রাপ্ত হইবে এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্বত্বতঃ বা আবেদনকৃত অনুমানানুসারে পরি-
বিস্তৃত বা বিস্তৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
আদালত থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভায়াদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
৪ তফসীলমত মোক-
দ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
বিবাদে কথা। ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মতো উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং প্রেরণ মিরাদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিরাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অধ্যাক্ষ হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বাস্তব হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীভূত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
ভারতবর্ষীয় মিরাদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
তংশ ইং মোকদ্দমা প্রকৃ-
তিতে না থাকিবার কথা। মিরাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে যে আইনমতে যে কোন আইনমতক্রমে লেবৎ
বলকরণ করিলে দণ্ডের লোক, সেই আইন অনুসারে
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোক্তের কসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধ্য দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূরিত বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোক্তের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে,
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য
করিতে বাধ্য দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাহ্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কর্তব্যে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জান করা যাইবে।

ভূমিধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিষিদ্ধের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূমিধিকারীকর্মকারক কোন ভূমিধিকারীর উপস্থিতি বা কাহ্য করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাহ্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাষ্ট্রের আজ্ঞা না করিলে, ভূমিধিকারীর স্বাক্ষরিত কর্মসূচিপত্ররূপে এতদর্থ কর্মসূচিপত্র ভূমিধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূমিধিকারীর উপর আরী কারবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার নকলী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূরণোক্তমতে কর্মসূচিপত্র ভূমিধিকারীর কর্মকারকের উপর জাতি করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূমিধিকারীর উপর তাহা আরী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেকোন কল হইত, এই আইনের কাহ্যমতে সেইরূপ কল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাঁহাকে কর্মসূচি দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক মলীল এই আইনের আদেশমতে ভূমিধিকারীকর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সচিবিকেন্দ্ৰযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থ কর্মসূচি পত্রপুস্তক ভবীন কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সচিবিকেন্দ্ৰযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। জুই বা তদধিক ব্যক্তি একমালী ভূমি-

এক মালী ভূমিধিকারী-
দের জন্য বা সাধারণ
কর্মকারকের দ্বারা দাখল
করিবার কথা।
ধিকারী হইলে, বাহা কিছু
করিতে এই আইনমতে ভূমি-
ধিকারীর প্রতি আদেশ বা
অনুমতি থাকে, তাহা তাঁহারা
উত্তরে বা সন্তান এবং হস্তা
করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উত্তরে বা সকলের শতক
কর্ম করিতে কর্মসূচিপত্র কোন কর্মকারক করিবেন।

সকল কর্মকারকের কর্মতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-
প্রণালী ও কর্মসূচি বহু-
কীয় বহিঃপ্রদর্শন করিতে
পারিবার কথা।
ধারা বা এই আইনমতে যে
কোন কর্মের ভার অর্পিত হয়,
সেই কর্ম সম্পাদনায় তাঁহাদের
যে কাহ্যপ্রণালী অবলম্বন
করিতে হইবে, তাহার বিধান

করপূর্বক স্থানীয় গবর্নমেন্ট সমন্বয় রাজকীয় গেজেটে
বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রকৃত কোন কর্মচারীর
প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন মেয়াদানী
আদালত যে কোন কর্মসূচিমতে কাহ্য করিতে পারেন
এরূপ কোন কর্মসূচি, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা
অরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার
কর্মসূচি, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন
ভূমির কলম কাটিবার ও বাড়াইবার ও উৎপন্ন শস্যাদি
ওজন করিবার কর্মসূচি অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও
দৃঢ় করিবার কাহ্যপ্রণালীর
কথা।
(২) এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন করিবার কর্মসূচি-
প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত
বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত
বিধির পাণ্ডুলেখা, যে ব্যক্তি-
দের উদ্দেশ্যে লিখিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি
নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টের বা হাই কোর্টের অন্য
বিধি হইলে, উক্ত গবর্নমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায়
সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিমগকে সম্ভাব্য দিবার শতক যাহা
উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা
যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে,
তাঁহা লিখিত প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু
এরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ
করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একত্রে নোটিস
প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর
এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা
একণ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া
সেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই লিখিতে তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা
সমক্ষে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন,
উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন
বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ
বরণই উক্ত বিধি যথাবিধি প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত
এমান হইবে।

যে২ জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয়
বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মজালের জিলায় বন্দোবস্ত কখন

হয় নাই, কোন ভাষাকের অধ-
গত ভূমি সেই মজালের মধ্যে
থাকিলে, এই আইনের কোন
কথাফলে, রাজস্বের নিয়ম-
কালীন বন্দোবস্তের দ্বারা
ফুরাইলে, ধানাদি রক্তির বাণ্য
হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্নমেন্টের

জানেন চুড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দ্রুত
করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবলীতেই বঙ্গ
বন্দোবস্তের বিরাম জড়ীত হইবার পর অবশ্যপ্রাপ্ত হাটের
খাজনা; নিম্না ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার
করিয়া থাকিলে, যেভাবে কথা।

২২৬ বাঁরা । বাঁরা চিত্রকরী রান্না ছৌ কুমির
অকুর্গত বহে, এরূপ কোন
কুমি হিনা গাছানার ক্রিয়া
অবসারিত্তি খাঁজাণ্য ত্রোণ
কতিবার অক্ষৌ কুমির বজাৎ

দেওয়া গেল মিলম: সুনাথি-
 কারী পাঠো ছিল কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং
 পাঠো বা চুক্তি বলবৎ থাকিলে

(ক) কৃষির রাজস্ব উক্ত ধরির মধ্যে প্রথম দেয়
হইবে, কিবা।

(খ) ভাঙ্গনস্থলে ভূমির রাজস্ব পূর্ণে পন্ন হইয়া থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত করা যাবে।

উক্তর পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে একরাস্তারের কথা
সঙ্গে, কোমরাজ্য কর্মচারী কৃষি পরিষদ এ একর
প্রাথমিকের আত্মকমে এট কাট নর বিশদে অনুসারে
উক্ত দুটির উৎস, ও ন্যায় প্রকাশ্য ধারা করিতে
পারিবেন।

बालकृत अष्टाष्टि शतकृत कथा ।

২০৭ খণ্ড। বাকী খাজানা আদায় করণার্থে মোঃ-
ফারুক এই কাঠেরে দেয়া সকল
খাসতর ও বনজর প্রকৃতি
বিধান খাটে, কোন খাসতর,
অন্য কথা।

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ।

विद्वत्स्य आर्जुनस्य उवाच ॥

२०८ शीर्षक : एडे आर्सेनिक (नर) ८०० ५५५५—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিত যে কোন আইন
 বিবেচ্য আইন সদ-
 বসনের কথা।
 কংগ্রেস,
 উদ্ভূত করা হয় নাই, সেট
 আইনের নির্দিষ্ট বাস্তবতা
 কাঁকারকদের ক্ষমতার ও

(খ) গারগামটৌর মহাশিল্প কিস্তি কোর্ট অব লন্ডনে
বা ২৫ জুলাই ১৯৮৩ সালের অধিকারীকৃত মহাশিল্প
কিস্তির কার্যক্রমাদি বিধান করা হবে কোন কিস্তি

(গ) গাবর্ণগেটের বাকী ৩ জনের নিম্নতম মূল্য দ্বারা প্রযোজ্য কমিশনকরণ সংক্রান্ত কোন আর্ডার,

(খ) হালধুজী মঠাস্থের বাটীসংলগ্ন 'সংকট' ও 'কোমল' কবিতার কিতাপ।

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টীকৃত বা পরিষ্কৃত প্রদ-
 য়ানীকৃত হইবে যে আইনের অন্য আইন রহিত
 করা সাধন, আহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

ଅଥବା ତଦ୍ଭୂମି ।

(२ प्रतीति लेख)

ସେହି ଆଞ୍ଚିଳ ଏକିଠି ହୋଇ ।

दण्डमर्त्यः २५५७ अडिभ ।

[illegible]

১ম ভকসীল—(চলিতেছে।)

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর সম্ভব করা গেল।
১৮৮০ সালের ১ আইন।	বহিঃজমীদারের বাকী ভাড়া ও ভা- জুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার ভালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংলী ১৮১৬ সালের ৮ আইনের নীলামের যত্নে হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮৪ সালের ১১ আইন।	৪৪৪৪ কি কোম নদী কি স বুজ মান জাগ করণ প্রকৃতি কৃষি শ্রমিক যাক সেই কৃষির মাফতার নিষ্পত্তি বের প্রকৃ- তিতে মুক্তি রাখা করিতে হইবেক সেই প্রকৃতি প্রকাশ করবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- কৃতি "এবং ইতিহাস করা আমি বাক কোম প্রকাশ হইলকারে পেট্রিকোন হইলকারে মফতার কৃ- মিতে সংলগ্ন কর" এই কথা শুধু প্র- কৃতিতে লেখ পড়া।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর সম্ভব করা গেল।
১৮৮১ সালের ৮ আইন।	১৮৮১ সালের ১০ আইন প্রণীত কোর্ট ইনসিষ্টম বাজারীয়া অ- ধীন বঙ্গদেশে যথো বাজারী আদায় করণের আইন সংশোধ- ন করণের আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ৮ আইন।	জাগরণের কথা প্রসিদ্ধ বিশেষণের বলে যে পেট্রিক ভালুক বিক্রয়কার কি প্র- কারে প্রকৃতিতে হইতে পারে ও প্রকৃতির বাকী বাজারী আদায় করণের ক্ষমতা প্রকাশ করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ৮ আইন।	মন্ত্রিসভার মন্ত্রিসভার প্রণীত লেন্ডেন্সে গবর্নর সাহে বের প্রসিদ্ধ ১৮৮১ সালের ৬ আইনের বাধ্যতা ও লে- শোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ৮ আইন।	কৃষিকারী ও প্রকাশের মধ্যে যে প্রকাশের হয় তাহার কারা- প্রকাশী সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ৮ আইন।	বঙ্গদেশী কারাগারের অ- ধীন নিষ্পত্তি ও নীলাম করবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর সম্ভব করা গেল।
১৮৮০ সালের ২৪ আইন।	১৮১১ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- মিত হয় তাই সেই পর্যন্ত।
১৮৮০ সালের ৪০ আইন।	বাজারীতে পণ্যের ভালুক নীলামের নিমিত্তে যে প্র- কাশের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮০ সালের ৬ আইন।	মন্ত্রিসভার বাকী বিষয়ের সংলগ্ন প্রকাশের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ১০ আইন।	কোর্ট ইনসিষ্টম বাজারীয়া অ- ধীন বঙ্গদেশে যথো বাজারী আদায় করণের আইন সং- শোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় ভকসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১১ সালের ৮ আইন, ১৮৪৬ সালের ৪ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহারে বারবার টাকা সংকাবে লক করণের আইন।

তৃতীয় তরঙ্গণ।—কবজ ও হিনাবের পাঠ।

[illegible][illegible]

(তৃতীয় তফসীল ১—কবজ ও হিসাবের পাঠ ১)

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	টাকা।
২। প্রজার সাল	টাকা।
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	...	টাকা।
৪। মগদী	টাকা।
৫। গবর্ণমেন্টের কর	বিষয়	...	টাকা।
৬। ভাণ্ডারী	টাকা।
৭। জলকর	টাকা।
৮। বঙ্গসরের ভলব	টাকা।
৯। পূর্ক ২ বঙ্গসরের বাকী (বকেয়া)	টাকা।
১০। মোট ভলব (ছাল ও বকেয়া)	টাকা।
১১। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১২। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৩। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৪। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৫। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৬। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৮। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৯। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
২০। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	টাকা।
২। প্রজার সাল	টাকা।
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	...	টাকা।
৪। মগদী	টাকা।
৫। গবর্ণমেন্টের কর	বিষয়	...	টাকা।
৬। ভাণ্ডারী	টাকা।
৭। জলকর	টাকা।
৮। বঙ্গসরের ভলব	টাকা।
৯। পূর্ক ২ বঙ্গসরের বাকী (বকেয়া)	টাকা।
১০। মোট ভলব (ছাল ও বকেয়া)	টাকা।
১১। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১২। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৩। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৪। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৫। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৬। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৮। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
১৯। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।
২০। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	টাকা।

চতুর্থ তফসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম লয়তে এরূপ এক বৎসর মিয়াদে যে এই নিয়মভঙ্গের শাস্তি প্রদেয় করা হইবে, সেই নিয়মভঙ্গ-ফেত্বা প্রদানকারী বায়-তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী বাজানো আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৭৩ ধারাদিতে এই মো- তের বাজানো নিমিত্ত আদায় করিবার শর্তের বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস।	আদায়ের তারিখ অবধি।
(খ) মৃত্যুতরে	তিন বৎসর	বাজানো মন যেখানে চলিত আছে সেই স্থানে বাজানো মনের পেয় যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অ- বধি এবং আদায়ী ও কলনী মন যে স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে মৈয়ত মানের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী মদনীন্দ্রবিধি স্বায়ত্তশাসন ভূমি দখল করিলে, উক্ত ভূমির মদন কিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-মদন হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন জিলা বা আজার উপর জিলার মজ বা বিশেষ মজ সাহেবের আদা- লতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কোন- ক্টের কোন আজার উপর কমিশনার সাহে- বের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আ- পীল হয় তার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে মতে ডিক্রীমত বা- তক হলে বা বদল ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই মতে এই আইন- মত কিয় এই আইন- মত রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার করিবার প্রা- র্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে মত মতে ডিক্রী বদল হইবে এই ডিক্রী জারী করিবার পর সহিত ৩০ দিন পরে অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আ- জার তারিখ অ- বধি; কিয় (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের ডিক্রী ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিয় (৩) বিচার মহালো- চনা করা গেলে, মহালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত ।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন ।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয় । প্রথমতঃ সমগ্র হুইবার মাজ কমিটীর অধিবেশন হইত । কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত । ২৬ জানুয়ারি তারিখে দিওর হয় যে সমগ্র হুইবার মাজ ২ টা অবধি ৫ টা পর্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে । অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত । এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর দ্বাৰে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সময় গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল । এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের যে অনুরোধ হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি এতখানি বলিয়া থাকিতে পারিতাম না । এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অম্যায় করা হইয়াছিল । আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না । ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লষ্টয়া বাদামুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল । আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বর করা হইয়াছিল । এরূপ ত্বর অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর প্রত্যাহার প্রাপ্তির ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত । কমিটী যে এই ক্ষমতার আনশাকতা বিশেষরূপে অনুমত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । শ্রদ্ধাভিসিক্ত না হইলেও, মান্যবর জৈয়ন্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদলী কর্মীদের সাফা প্রেরণ করা হইয়াছিল ।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে । কোনও বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে ঘেরণ ছিল তাৎপৰ্য্য কর্মীদের দ্বারা অবিকৃত মন্ত করা হইয়াছে । কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে কর্মীদের ও রাইড উভয়ের প্রতিই অপকর্পণে সুবিচার করা হইয়াছে । বর্তমান আইনে ঘেরণ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমাসিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে । আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উচ্ছিন্ন এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না ।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম ।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী । ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরাধকে উচ্চ আইনের ব্যতিক্রমী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে । ২য় ।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের ঘেরণ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং অস্বাভাবিক ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । ৩য় ।—খাজানা আদার ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপ্রদানরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না । ৪র্থ ।—ইহাতে ভূমাসিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্মত উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রাবিত করিবার সম্ভাবনা । তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে । ৫ম ।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রত্যেক কৃষান (কৃষিকর্মজীবী) করিয়া তুলিবে । ৬ষ্ঠ ।—কর্মীদের ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও কর্মীদের কার্যনির্বাহ ও রাইডদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও বিজ্ঞানসার স্থল করার, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির সিদানুভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার যেকদম বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কর্তব্যনিতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধিত করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃস্থানীয় ডাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিশ্চয়ের উৎপাদন করা হইবে । গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই ।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধায়ে অধায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না । আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও একটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই ।

তালুকদার।

ইচ্ছারা একনে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই শ্রুত শ্রমীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্বনিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং তাহাদের যোতের সমস্ত বা ক্রিয়দক্ষ কোর্স বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রপাস্থিতি তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুযায়িক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত। শেষোক্ত শ্রমীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার গ্রাস্ত হইবে। প্রথম শ্রমী সম্বন্ধে কোর্স বিচারে যে দখলী-স্বত্বনিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আবার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্বনিশিষ্ট প্রজার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য সামান্তরূপে জমীদারকে বিলম্ব দ্রুপয়না দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থগিত হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার জুলাম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ক্রম-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে জুযামী শ্রমীর স্বত্বের উপর সাক্ষ্যসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দ্বি-সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরদিগের আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “বকসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেল সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতদ্বারা ভূমির উৎপাদন যুগে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুঝিয়া তহমীলের খরচা বাক উচিত হয় তাহা মিনাফ হইয়া যাক বাকী থাকে তাহা এই বকসলী তালুকদারের জন্য ঠাহরিবেক”। ১৮৫২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাতালুকদারদিগের খাজানার দ্বি-সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসম্পূর্ণ তালুকদার অধিকারী কর্তৃক এদের চলিত হারের সীমা পর্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার নব্বই নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাক দিয়া মোটে আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যাই এরূপ সীমা পর্যন্ত রক্ষা করা যাউতে পারে (সীল্ড সাহেবের ডাটাবেসে দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পার-বর্ত্তি “দেশাচারী যুগত হার” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লাভ শতকরা ১০৭ টাকার নূন হইবে না। এই শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের মধ্যে। আদায় বলিতে গেলে আদায় মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোটে জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের সুদ ও বাক দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ নূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুদ ও বাক দিলে একথা আমিও আদায় করণোক্ত হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্যসী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাস পান না। অগতঃ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহে। তাহার বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দুটি হইবে যে বর্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না। বর্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ন্যূন অংশে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাচার দুটি হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষ্য প্রদাত্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মত বলিয়া আনে তাহার প্রতি কত সমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাতালুকদার হওয়ার কারণ এ উপায় কখনই গ্রহণ নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫২ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই শব্দের একটি আইনমত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা নিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়ভদ্রসিংহের বুদ্ধি ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৫৯ সালে তাহারদিগকে খাজানা রক্ষির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। মান্যের জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাতুলিপিসমূহকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার গুলেট বন্নিরাইছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিবার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইরূপ সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অপার আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভুলোম-পত্রের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিশৃঙ্খলিত বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া যেনই এই অনুমানের কায্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সংক্ষেপে আরও এই সুবিধা করিয়া দিত চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রদানঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত”। এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের লক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়াধিকার প্রকার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই সে প্রকার যৌক্তিক প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল যাহা তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব তাঁহারমত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ণেও গেমত নার ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও ভেদনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব পূর্ণে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আঁখ তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমতঃ আমায় প্রভাব প্রাপ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাতুলিপি পাশ হওয়ার তারিখের পূর্ব হইতে এই বিশৃঙ্খলিত বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাতুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমিভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত ব্যবসমূহের উল্লেখ আছে।

১৩ ধারা।—অবশ্যিত খাজানায় বা অবশ্যিত খাজানার দ্বারা যে রায় ভূমিভোগ করে,

(ক) কোম ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হয়, তাহাও আপন ঘোড়ের হাটব ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হইবে, এবং

(গ) তাহার সন্তান তদীয় ভূমিধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, সে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে, এই যেহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সঠিক পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সময়কায় অনুমান একত্র করিলে, আঁখর মনে সত্যত এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারী আপনাদিগকে অবশ্যিত হারদারী রাগত বন্নিরা প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এক্ষণে জমিদারকে তাহার দাবী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোক্ষদার পরচাত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অন্যমনের এই ব্যাপ্ত প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, তাহার দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই মজ্জা চলাই নাহাও খেল আপন চক্ষ্যমণ্ডে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়ভদ্রসিংহের খাজানা বা বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক সাপটে সমস্ত মখলীসত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রে মোক্ষদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদারকণে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রত্যেক এক বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পূর্বক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোক্ষদা করিতে অনিচ্ছা, সঙ্কুচিত। অথবা মধ্যপ্রযুক্ত বৎসর পরিয়া খাজানা রক্ষি করেন নাই, তাঁহার যে রায়ভদ্রে স্বত্বপূর্বক দাখিল গুলি রক্ষা পরিয়াছে তাহাও অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ কাবয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও এরূপ আশা ও সমন্বয় প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ে খাজানা রক্ষি করিয়া প্রত্যেক জ্বালাতন করিতে ও উত্তর করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

মখলীস্বত্ববিশিষ্টে রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৪৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । হাদিস বৎসরের মিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া মাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার হুত নহে । এবিসরে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার মখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা দিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাস্তবায়িত প্রচলিত নাই । কিন্তু জিযু ৩ ডেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত হাদিস বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে দাবী করিয়া মিল্লিপিত্ত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধানের “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার মখলীস্বত্ব অগ্রাধিকার, যে নিজ অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে বিচারসম্মত তাহা তখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে নিজে স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বদান হইবে, এমত যে নির্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া মখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্বন্ধে কঠোর কার্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসায়ী যদি তাহার আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তদানিতি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেমাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাই যেরূপ যুক্তিবিকল্প এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর মণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর জিযু ৩ ডেট সেক্রেটারী সাহেব এবিসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া মিথ্যাছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এখানে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জিযু ৩ ডেট সেক্রেটারীর বীমাংসার যাহা করেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছে । প্রথম শাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে মিল্লিপিত্ত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং প্রেক্ষাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও প্রত্যক্ষ উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত মখলীর মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের স্রষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে মখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাত্রাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্যাবৃত্তানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবৎ এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী ছুট বা তদধিক জমীদার রায়তী যোক্তরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী-ইরূপ প্রত্যেক জমীদার রায়তরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতদূর রায়তরূপ জমী ভোগ করে, ততদূর ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ দারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রূপেই বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার মনেদমন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে কোন স্থলেই সে রূপ দখলের সময় বাত বৎসর হইতে কমাল জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তিনি এ রূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে যত প্রমাণ করেন নাট। দৃষ্ট হইবে যে জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত ২৬ বিধান সকলে “বাস” কেন দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাট। দ্বিতীয়তঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক জমীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাট। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন না যে যদি বাসেন্দা রায়ত ভাঙার দোষ চাড়াই দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাট যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির স্টেট ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা ভাণ্ডাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইচ্ছারদার হইলেও পার সে যে জমীর ইচ্ছারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমিভোগকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। ভাণ্ডাররূপে ও ইচ্ছারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমিভোগকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলাম না। ভাণ্ডাররূপে চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অনুরোধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা অশুদ্ধ ও বুজির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাক্ষ্যপূর্ণক বেবেমিউ বোর্ডে প্রদান যেহু জীবন্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের লিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের আনন্দিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বদান খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এর বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। চূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যে কোন মহাজম, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী ভাণ্ডার জুগু হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিত হই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অথবা বাসেন্দা ভাণ্ডার, এ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটীও ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যে কোন ভাণ্ডারের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বস্ত্রিয়াছে তাহার নিকট জয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। ভূমিভোগকারী অর্থাৎ দখল অনুসারে “যে এক বা এক ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অর্থাৎ ১৪ দফার শেষের দিকে জীবন্ত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার মীমাংসা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্তের চতাস্তর ও অগ্রকর স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্তের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় মনে ভয় করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিক্ষেপ তর্কাতর্কীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলের তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিচ্ছা হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় পৌত্রের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে যোক্তের উপর তাহাদের আস্থা জীবন নির্ভর করে তাহা সম্পূর্ণ দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের দল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাট। এই বিষয়ে মত

এসানার্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আশ্রয় করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা শোধ করবার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দে জমিদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালু হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। ডঃ কালোন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্ৰম দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত লইতেছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষে প্রা মূর্তি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুরূপ এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং খাজানের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিশেড়নীয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি বস্তুরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরদ্বারা জমিদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার শ্রেণী সার্বজনন্যঃ হস্তান্তর ক্ষমতা এসানেন্টের অভ্যন্তর বিরোধী এবং যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করণ উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অনুরাগক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমিদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হারিয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসর বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু নাই যাঁহাতে সর্বস্বাসী ভূমিাবাসী বা দাঁওঅধ্বনী লোকের জমিদারের ক্ষতি করিবার ভূমি ভ্রমবিক্রয় বা করিতে পারে। জমিদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তদ্বৎসব যে কার্যকালে তাহ সারবস্ত্র না হওয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমিদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুযায়ী কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যেরা খারদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাঁহা হইলে তাঁহাকে পরচালু করিয়া শাসিনীর জন্য আদালতকে আনা হইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দে তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমিদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিক্রোণী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহা হইলে জমিদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহার চাহা টাকা থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত যোত লুপ্ত লোকের সংখ্যক হওয়া কোন ক্রমেই বহিত হইতে পারে না; অতঃপর রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাঁহারা অন্যতঃ জমিদারের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। এতলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমিদারের পরচালু করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম শালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রায়ত সে মীমাংসার বাধা নহে, কারণ এই দায়িত্ব ও প্রকরণে বলে যে যখন জমিদার রায়তকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন “রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমি আধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।” অতঃপর জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়্যার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাগজতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম ভানুকদারের প্রতি বর্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত গোড়ের অধিকার অধিক কোর্সী বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাঁহার ক্রয়দংশ কোর্সী বিলি করে, তাহারা ভানুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

ভানুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারের ক্ষতি করিয়া ভানুকদারদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন ভাণ্ডারের যে স্থানের অবস্থা বর্তমানে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে একত্রে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে জমিদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন বাধ্যপন্থার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কামটা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে আশঙ্কা আছে সেই অবস্থা বহুদূর হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমিদার ও রায়তের, আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অত্যন্ত মতঃ ১৮৮২ সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অত্যন্ত মতঃ ১৮৮২ সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীন্দারের উপর বিধন অব্যবহৃত আরোপ করা হইল। যে স্থলে মৌজদার দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) মণীষভূবিধিষ্ট রাসতেরা মিকটক সেই প্রকারের ও তজ্জগা সুবিধাবিধিষ্ট ভূমিঃ নিমিত্ত যে প্রচলিত হাবে থাকিলা মিত্র থাকে উক্ত রাসত ভগপেয়া কৰ হাবে থাকিলা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে প্রচলিত কথাগুলি লিখিতে হইবে।

(গ) অস্বাধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরচে যে উৎকর্ষসাধন কর তাহাঁতে রাষ্ট্রের ভোগ্যত্ব কুঁমর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে।

(খ) রায়েলের ভোগকৃত জমির উৎপাদনশীলতা ন্যায্য হারে বর্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাগজাবলীতে খাজানার দ্বিগুণ সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। এখন কারণ “প্রচলিত হার” পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এরিবে যে সকল সম্মেলক ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুটা দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে দেখা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ডাক্তার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় দাবী অসম্মত বলিয়া প্রতিকার হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কখনো কখনো যে মূল্যের ডাক্তারী প্রদত্ত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু ন্যূন বিশ্বাস করা যায় না, ইহা আমিরাও নিশ্চয় গণ্য মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য। এখানে পাওয়া যে নিত্যকৃত সুকঠিন, বিশেষ “সেই জাতি বা চলিত ঐক্যের”, কনিষ্ঠ জাতি অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাস্তব কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল নর্থ ডক্টরিজ হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাহাকে অসম্মত ও প্রতিকার হইবে। চতুর্থ কারণ অসম্মতের যদি ন্যূনতমও কাহা হয়, তাহা উপর কখনো কখনো প্রত্যক্ষ আলোকে।

যে সকল নিয়মে রাজ্যের কাঁচা কারক পণ্যের খাঁজানো রুচি সম্বন্ধে তদারক হইবার স্থান আছে, তাহাতে কাঁচাও সমস্ত বাণিজ্যই রাজ্যের কাঁচা কারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়নায় রাজস্ব কাঁচা কারকের উপর ভর্তুকাহীতে তদারকের উপদেশ আছে : কিছাও নূর হারিরা প্রচলিত হার নির্ণয় করিলে তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় না। কল এট হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাঁচা কারক ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যেতে কাঁচা করিবেন। বলা রুজিছেতক খাঁজানো রুচি করিবার এই স্থান আছে।—

(ক) স্থানীয় গণসংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ নিয়মিত সমন্বয়ের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, তাদ্বারাও তৎপ্রতি নৃকৃতি রাখিবে, এবং যোজনা উপলব্ধি হওয়ার অবধিও পূর্ববর্তী পঁচ বৎসরের গড় মূল্য আঁকা যে পঁচ বৎসর তুলনার নিয়ম লগুনা নাযাও কার্যকর হোক, সেই পঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

(খ) জাতিসত্তা প্রদর্শনে খাজানা রক্ষা করিলে বা যে বক্তিত খাজানা সংবেদ খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার বেশি হয়।

(গ) ভুলবার নিষিদ্ধ শূণ্যের যে পাঁচ বৎসর অগ্রগণ্য, সেই পাঁচ বৎসরের পড় মূল্যের সঠিক শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের সম অন্তর্গত থাকে, শূণ্যের বিরবাহীনে ৫৮ খণ্ডের বিরবাহীনে যাবেক খাজনার সঠিক এক্ষিত খাজনার সেই অন্তর্গত থাকিবে।

এই সকল বিষয় সমুদায়ের কাগজকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি শূন্যের বলিহাতি গণনা বন্ধ করুক তালিকাভা যোগেতে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে পারা যায় না। গোলাসে উদ্ধারকরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে এবিধের বন্ধ সত্যক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সকলদাই খোঁকে শু শুধরা বিরূপের দর বিশিষ্ট থাকিবে উপ হইতে ন্যায়রূপ গড়ে হিসাব করা যায় না। সে যথাযথ পরিবেশে কোন ন্যায়বিচারিত করেবার জাহাজ পালীকা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ সত্যকরক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়। একথা শুধু চিন্তাও তাহার উপর অধিক বন্ধিবে।—এই সকল তালিকা নির্ধারণের প্রকৃতি সত্যক অসম বলিয়া যাহা হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্বে মূল্যের তালিকা নির্দেশ প্রস্তুত করবে?

আমি শ্রী দর্শিত্রে হইবে যে সকল শস্যের দ্বারা বাজারের কাউণ্ডের এ ও বেলায় চুক্তি, এবং গণের দ্বারা পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান দ্বারা শস্যের ন্যায়োজ্যেয় করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত
গবর্ণমেন্ট ইতিবেলায়ও সরকারে তিরহ শস্যের নামে ভরোজ্য করিতে পারিলেন। তাহাও, হুজু, হুজু, আনু, পাট প্রভৃতি
দ্বারাও উৎপাদিত হইবে। এবং কোম বিশেষ বর্ণের দ্রব্য কর্তব্য নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে হুজুও
নাইকস কমুটেশন প্রভৃতি যে দ্রব্য হুজু আধিকার নিয়ন্ত্রণের সেরা হুজু হুজু। কিন্তু আম সাহস করিয়া নিবেদন
করিতে পারি যে বিলাতের চাইদের সাহিত্য বাজারের স্থানীয় কোম নোয়াদ্বারা দার; কারণ এখনো কৃষী কল-
নের নিখিলী অবস্থা এখনও, আট বেখোক্তা উৎপাদনের জন্য দ্রব্য হুজুও একদে পুরাতন নিখিল হইতে
এক ক দূরে আনিয়া দিইতে। এবং চাইদের দ্রব্য হুজু করিয়া, কিন্তু আদর্শে বাজারের টাকার দ্রব্য

খাজানা রুজিগোণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে দুইয় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধে বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধে হইবে? আরি বক্তৃতা রুজিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল কার্য করা বৈধ কঠিন পথেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সমীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণে রুজির আদানিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ১৯ বারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর ভাবে খাজানা দিতে সম্মত হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ রুজিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন কোন বর্তমান খাজানা দিওনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহার দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানীয় বলতঃ রুজির চেটা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটমানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থানে মূল রুজি বলতঃ খাজানা রুজির চেটা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের মীমাংসা এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক দাবী দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্থানীয় বলতঃ রুজি করিবার চেটা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীচা পড়াও বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উচ্চতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল রুজি বলতঃ খাজানা রুজির জন্য চেটা করা হয় এবং অনুপাত দ্বারা রুজি দিতে হইবে, সেখানে শতকরা পঁচিশ টাকা উচ্চতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্মত নহে।

শাসো দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঁধানা অপেক্ষা বেশারেষ্ট অধিক খাটে; এবং আমার বানাবর সহযোগী সহকারীও ব্যক্তব্যের মধ্যস্থতা মিলিত এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলে চলিবে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল মূল মূল পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইয়াই সম্ভাবনা। ঐ দুইটা মূল এই—

(ক) মধ্যমী মূল বিশিষ্ট তাহদের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নির্দিষ্ট পক্ষে যে মূল মূল খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাওয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎখা হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

মধ্যমী মূল দ্বারা।

ব্রিটিশ বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উক্ত মতেই মধ্যমী মূল দ্বারা হারের সঠিক কার্যবাহী জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। মধ্যমী মূল প্রমাণ ইচ্ছাশীল প্রমাণ দ্বিধা আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিধিকারী ও মধ্যমী মূল প্রকার সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি মধ্যমী মূল প্রমাণ কোনমতে সম্ভব হইত তবুও ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারি, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার মধ্যমী মূল বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে বৈধ বলিয়াই বাসে। বর্তমান সম্বন্ধে যে আইনমত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সঠিক তাহার বৈধ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহা দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মজ্ঞাতী খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়দকে এরূপ নিয়ম দিতে গাইবে সে উহা প্রমাণ করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রমাণ দ্বারা করিবার জন্য নোংরা করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ বোঝে কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্মত তাহা স্থির করিয়া দিবে, এবং আদালতের ক্ষমতা জমিদার প্রমাণে পঁচিশ বৎসরের জন্য পাঠ দিতে বাধ্য হইবে; এবং যদি এই পাঠের মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই হারের মধ্যমী মূল অথবা তাহা হইলে সে মধ্যমী মূল বিশিষ্ট প্রকার সম্বন্ধে অধিকার পাওতে স্বাধীন হইবে। এইরূপে মধ্যমী মূল প্রমাণ নাম মতেই পর্যাবসিত হইবে। এই প্রকার হারের সঠিক আশনার ইচ্ছাবদ্ধ কার্য করিবার জমিদারের একমুখে যে স্বাধীনতা তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচিশ বৎসরের জন্য পাঠ দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারশীল পাঠ দেওয়ার প্রমাণ প্রচলিত করণ হেতুকই প্রকার উদ্দেশ্যে অভিপূর্ণ সম্বন্ধীয়

করে সে জাগরণ/যাক সম্বন্ধে গৌরব উৎকর্ষসাধন করিতে চানিলে ভূমিকারী তাহাকে বাধ্য হিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের মখলীসত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক খেতি সবধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র সূত থাকিবে। (৩) যে স্থলে মখলীসত্বশূন্য রায়ত আপন খেতি গৌরব উৎকর্ষসাধন করিতে উচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিকারীর উপর এক মোটিস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অসুযোগ ব্রূণ করিতে না পারেন অথবা অসম্মতযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমুদয় বর্ণে এই যে উচ্ছা তমাদিকারীর কৃষানী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাব্যব কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম কণ্ঠে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের তাঁর দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর অর্থনৈতিক মূলধন থাকার তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া চলেন। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রুচি করিয়া তাহার মূল্য ফুলিয়া লইবেন এ আশঙ্কিত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজনারূচি দেওয়া বা দেওয়া আসামতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আসামত যদি দেখেন যে এ কৃষি খাজনা রুচি দিতে সমর্থ তবেই রুচির আদায় করিবেন। আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপনিষ্ঠা কণ এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাষ্ট তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ বাস্তবতার সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে নিরূপণ পাঁকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদায়কৃত প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আবারে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে গেল হয়।

অবিত্তক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

পাণ্ডুলিপিভে জিলার অজ্ঞে সমস্তা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্বভাষ যে কোন ব্যক্তি ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার খেতি হয় যে (ক) সাধারণের অসুখ বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের অসুখ হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা জালুকের সহায়িকারীসমূহকে তাহার তত্ত্বাবধানের স্বত্ব হস্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। অর্থাৎ শেষ বিষয়ের কয়টি প্রকল্পে বলিব। সহায়িকারীগণের মধ্যে বিবাস থাকিলে অথবা সাধারণ কাষাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্ত হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কাস্তী খাজানা আসামতের নিশান করিয়া এ সমুদয় প্রতিক্রিয়া করিয়াছেন। ৭৩ খারার (গ) প্রকল্পে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অশৌচাচারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের সময় বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার অন্য উক্ত সহায়িকারীসমূহের একযোগে এসীদ পাঠিতে না পারে সে স্থলে উক্ত মজা খাজানা আশ্রয়িত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহায়িকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাষাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা বৈতিকতা কিছু না করে তাহা হইলে সহায়িকারীরা কোকের দরখাস্ত অথবা বঞ্চিত খাজনার অন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। একদ্বারা দুই হইলে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্তক মহালের রায়তদিগের সমস্ত সুজিহুক কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্তক ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধান হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। সুতানুসঙ্গ বলিতেছি, যদি সহায়িকারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অমান্য করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য করিতে অসারগ হয়, তাহা হইলে ভাসানের সারিত্বের অথবা মহালেশের রেজিষ্ট্রী বিষয়ক আইনের কার্য দৃষ্ট অনুমান করা হইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জমীদারদের তত্ত্বাবধান হইতেছে মনে করিলেই সহায়িকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার মনে হয় এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহাই কখন করিয়া কৃষানী ও মখলীসের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার জনার দক্ষি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উৎসাহ কারণ অসংশয়িত করা, প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

হস্তের লিপি, খাজনার বন্ধোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নিম্নলিখিত সম্পত্তি অসংরক্ষিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ভাগে ভূমির খাজনা দেওয়া থাকে, উপরি উক্ত বিধির অঙ্গীকার অসংরক্ষিত সেই ভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে ভূমির সম্পত্তিভেদে স্বত্ব ও স্বত্ব প্রাপ্ত উৎকর্ষসাধন নিম্নলিখিত আছে, এবং এই অধ্যায় সমস্তের বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রকাশিত ভূমিকারীর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেই যেই স্থলে সম্পত্তিভেদে সমস্তাভ্যন্তর নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপর প্রকাশিত কথা মত করিতে দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু এও সকল অসংরক্ষিত হয় এও যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়েরই তাহাদের জন্য নিজের উপর অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে কাস্তী গদগদনকে নিজের তত্ত্বাবহ পক্ষে মজার অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এও সকল অধ্যারে যে সকল বৈধান বা স্থানভেদে কার্য পরিচালিত হইবে, আবার হয় যে যে যে মোকদ্দমা সম্বন্ধে ভূমী হইবে, ভূমিকারী ও প্রজার সুপ্রতি সমস্ত উদ্দেশ্য হইবে, যিহা সাফা ও জাল করণের দ্বারা একান্তরূপে উদ্ভাসিত হইবে, অশৌচ কাষাধ্যক্ষ অশৌচরূপে প্রত্যক্ষ জমীদার হইবে,

এক কৃষিকীর্তি অভি, বার ও বিশেষের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন তাঁহা দেখিয়া লওন ভাণ্ডারেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্ণমেন্ট হইয়া দেশের লোকে উপরি উক্ত অনিষ্ট সংঘটন করিবেন আশি ভাণ্ডার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাইতেছিল না। আশামী ভূমি তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয় পূর্ণোজ্জ্বল পত্ন বর্জিত হইবে থাকিবে। যে স্থান রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিচারে নীলাম ধরিসার নিষেধ অবগতির জন্য জমাবন্দীর কার্য লাগ না, প্রথমে নিশি শুদ্ধ যদি সেই স্থানের জন্য প্রায় ৬ হর : যেহলে রায়েরো ধর্ম্মঘট করিয়া খাশান : দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থানে রাষ্ট্রদেয় কর্তৃক অজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থানের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয় : যেহলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থানের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টারী করা হয় : সেই সকল স্থানে পক্ষগণের পরামর্শমত উহা লোপ ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট হইলে জমীদার বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ে লক্ষ্য বিপর্যয় প্রকাশিত করা হইয়াছে, তাহার দেরপ কোন আবশ্যকতা নাই এবং ইচ্ছাচারী এক অনিষ্ট সাংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলম্ব ক্ষতি হইবে। হারের ভালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাতে পারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ধারিত করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থসাধারণ ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই আবেদন মধ্যে এক বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে ময়ূর হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যিক পূর্ণ হার বলিও কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ধারিত করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূমিধিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা প্ৰাচীন। গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিধিকারী এবং প্রজার উভয় দ্বারা তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও প্রথমে নির্ধারিত খাজানার বন্দোবস্ত সমস্তের বিধান সকল বলবৎ করার পরচ ভূমিধিকারী ও প্রজার দ্বারা চাপা দিয়া হইবে। যে কার্যশ্রমালী অবদান করিলে ভূমি বিপ্লবিত্র প্রণয়ী উপকার অপেক্ষা অধিক হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর মূল্য দান করা হইবে।

ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভূমিধিকারীর নিজ জমীনিবন্ধকরণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদেশ নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাধারা সমস্ত পণ্ডিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ৩৮ ধারার বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্তৃপক্ষী নিম্নলিখিত জমী জমীদারের নিজ জমী বলিয়া নিশিদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেগাত, সেত, বিজ, বিক্ৰেয় বা কামাত বলিয়া ভূমিধিকারী নিজে আপন সমস্ত দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন নিষিদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী ; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচীনভাবে ভূমিধিকারী খামার, জেগাত, সেত, বিজ, বিক্ৰেয় বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমিধিকারীর নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮১ সালের দ্বিতীয় মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া নিষেধ করিয়া এই জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথা প্রতিদৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু যখন বিপরীত দর্শন না যায়, তাহলে উক্ত জমী ভূমিধিকারীর নিজ জমী মতে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমিধিকারীর নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্তৃপক্ষী কর্তৃক কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারার যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জামিনে যে সুবে বেহারের মধ্যে বালিকাং জমী এবং সুবে বাহালা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূমিধিকারীদের নিজের লোকস্ব ও খামার ও নিজ স্বত্ব ও অগ্রহ ভূমিধিকারের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভের জন্য ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপি ভাষা ভুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয় চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পণ্ডিত ভূমিধিকারী একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজানা বাধ্য করার জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা লভ্য প্রয়োজ্য ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আশি জামিনে বেহারে ইহা সমাধা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোন আইনের সার এই যে ইচ্ছাচারী শুল্ক ও অর্থগ্রহণী হইয়াছে, কিন্তু ভূমিধিকারীর নিজের সমস্ত দারিদ্র্য নির্দিষ্ট ধর্ম্মে। কসতের অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলম্ব দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি আদায়ের কোন আদায়িত্ব

ছাড়া করিতে হইবে। উহার প্রতিপত্তে নানীপক্ষের নিম্নোক্তক মিয়ম আছে। আদালতের হুকুম জাণী হইবার সময় ১২ বাট হইতে শস্য অনাত্তমীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা ছাড়া আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সর্ব প্রতীকারই জোট আটমের মধ্য গিয়া উঠিত। আবার জোক করিতে গেলে জুবানিকারীরা এম বাস করিতে ও এত বিস্তৃত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিচাল্য করিতে বাধ্য হইবেন। আবার এইরূপ বোঝ হইতেছে যে এত পাপুলিপিতে যেজন জোকী আটমের বিধান হইয়াছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জব্দীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেণ্টে যে খাজানা আটমের প্রণালীর সরলতা বাদন করিতেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহা আবার বারং বার প্রযোজন নাগ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আশি পয়স প্রবিষয় আপনাদের কদম্য গবর্ণমেন্ট আটমের করিয়া আনিয়াছেন। আর উক্ত পাপুলিপিতে পঞ্চম খুতনা হইতে খাজানা আটমের প্রণালীর সরলতা বাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিসয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু আশি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কাবন্তঃ জমানিকে নিরাশী কারিয়াছে। আমি এবিসয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পতী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও ক্রাফুপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চল তাঁহা ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাণী খাজনার জন্য মোকদ্দমা করু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাপ্রাপ্তী জমীদারী বাণীর কাগজ, দাখিলার মুক্তি প্রভৃতি আদালত কাগজ দাখিল করিয়া এবং আদালতের প্রদান দিয়া আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহিব করিবেন। সমন জারী হইলে জাণী হয় নাই বলিয়া সতরাং যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মতের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সামান্যতঃ সমন দে বা ক্রুব নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকার্য বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর দ্বারা সমন জাণী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে ঐক দাকির মতকঃ বাস্তবানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালিকানাধীনে, অথবা সে ভূমির অন্য বাণী খাজানা পাওনা, তাহার অথবা তত্ত্বাবধিত জমী কোন সমন আদালত অথবা প্র মের নোটে বা গোপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমী অবস্থিত তাহার অন্য কোন স্তবাপ্রণয়ী লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাওঁতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার ও গ্রামের মওল, ন্যায় গ্রামের দুইজন সম্মুখ অধিবাসী, ন্যায় গ্রাম্য সব-রেজিষ্টারের লিখিত হইতে জারী হইয়া লক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপবাদহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অবতঃ দুইটি আলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবেদনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে আদ্য হইবে না।

সমনে এক্ষণে এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎকালে জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাণীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্পনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত মনীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং মাফী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎকালে নিষ্পত্তি করা যাওঁতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনট ইশু দাখী করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন দাখী করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাণীদার, তালুকদার বা মণলীশ্বত্ববিধি রাইত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার তালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে মণলীশ্বত্ব দ্বারা রাইত হয়, তাহা হইলে তাহাকে মোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আদালত আদ্য হইবেন। খাজানাপ্রাপ্তী জমীদার প্রতিবাদী দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অহুক প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহানারী সঙ্গযোগীরা আমার পরামর্শের উপরে সত্যসত্যি অত্যন্ত বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার মত প্রণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত যোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অল্পতর ও সরলতর পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সবিচারে বাধা ও ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আত্মা সমন জারীকরণকাৰ্য ও ঐ কার্যের প্রচলন সহজতর করিতে উৎসাহক হইলেও সমনজারী কইরাছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনমণ্ডিৎ কোন অনুমান করিতে দিতে অসিদ্ধ।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত যোকদ্দমায় ভূমিদিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উল্লেখিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি অন্তর পরিবর্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিম্নে নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিম্নে দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদায়তে নিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার যোকদ্দমা হইতে স্বত্ব ও পূর্বকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদায়ত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করা হইবে; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বত্ব যোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাঠিলে বাদীর আর্থদানতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূমিদিকারীর স্বত্ব অধীকার করে আদায়তে তাহার কথা অগ্রদান হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, একটি প্রকাশ করিলে অতিক্রমের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি তাহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার যোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের যোকদ্দমা, বর্জিত হইবে আর; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূর থাকুক উহার বিনয়কণ বিনয় পরিয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার যোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী তাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এক্ষণে করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থানিক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিদ্রোহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার যোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উপর পরিবর্তন করিতে। সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভার খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পারমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূমিদিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দানির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্বন অভিপ্রায় হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূমিদিকারীদিগকে তাঁহাদের স্বার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্বন নিশ্চয় হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাতুলিপি অনুসারে ভূমিদিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাংক্ষিতঃ বহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবন্ধ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কলসী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিদিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেজু টির দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোলী রায়তকে উদ্বেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রবৃত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতম অতি পূর্বের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ডিক্লেয়ারী ক্রমে না হইলে, উচ্চতম বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাতুলিপি উল্লেখনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্বন প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আধুনিক যুগে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এক্ষণে নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক জারী করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাকী, ঘর, ৭৫৫

খোঁসাবিজ্ঞান বা বন্ধন নির্ধারণ সারা জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে। সারা বছর নির্ধারণ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রায় কোনও সময় অন্য কার্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আশম ভূমিকারীরা সন্ততি চুক্তি করিবার সময় তাহাতে কোন অনবরত বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিশেষণ করিতে বসি।

মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উত্তরের মধ্যে বিচারার্থিনীতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গণনির্বাচিত অঙ্গসংগঠন, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তাঁরজন্যের উত্তরাংশে যেগুলি সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাধ্যকারী ও অধ্যক্ষ মূলধর্মসমূহ কার্যে প্রায় বন্ধহইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রদর্শন প্রত্যাহা। অনিচ্ছা, বাস্তবিক ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যে প্রণালী প্রদর্শিত করা হয়, অসম্ভব এই বোঝ। কিন্তু আমি স্মরণ করি যে আমার বোধ প্রমাণক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শাসন বের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তনই হউক, স্বতন্ত্র লিপি অথবা খাজানার বন্টনপ্রদত্ত হউক, হারের আলিকা প্রদত্ত বিবরণই হউক, ভূমিকারী ও প্রজাতির মধ্যে চুক্তি তত্ত্বাবধানই হউক, সক্রিয়ত মাপের কাটি মিলিত করণই হউক, মূল্যের তালিকা প্রদত্ত করণই হউক, অথবা অন্য কোন বিধানেই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে হই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই দ্বিবিধ করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিপ্রণয় অটোমিকার কথিতামস সেট প্রবন্ধে উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্যনির্বাহক অথবা শাসনকার্যে সম্বন্ধীয় কার্যকারক করা হইত, তাহা হইলে অসার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এদিকে নিলকণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসরকারী কার্যকারকে শাসনকার্যনির্বাহক গণনাযোজ্যে ইচ্ছিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের বিচার আইনের হেতুবাংল লর্ড ক্যান্টনিস যে উন্নয়ন ও সমীচীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উন্নতির বিষয় সরকারের সন্ততি ভূমিকারীনিগের সেবা গুরুত্ব এবং বাণিজ্যিক ভূমিকারী ও তাহাণিগের প্রত্যাহারের সঙ্গে যে সকল মাপের ও ব্যবস্থার বোধহয়। অন্যদিকে মাপ আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল যোকদ্বার বিচার করেন ও তাঁহাদের কৃত বিস্পৃষ্ট সমস্ত যে কছবার আদালত বোর্ডের বসিউতে ও তথা হইতে জীবন্ত গণের জেনরল বাহ্যত্বের ও জুর মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহনীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিহা থাকিবে মাল আদালতের ন্যেস্তার দীক্ষিতম এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষেত্রে ভূমিকারীনিগের সম্পর্কে সরকারের মত যে সকল হয় অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে প্রদত্ত আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিম্নলিখিত মন্তব্যের দ্বারা প্রবেশ করা যায় এবং মাল আদালতে উপস্থিত হইয়া যোকদ্বার কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্ষেত্রে ও কখন উন্নতির অগ্রদক্ষেপে প্রদত্তা বিনা প্রতিক্রিয়াতে বিস্পৃষ্ট হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহনীলের কার্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক যোকদ্বারই সবস্বাধীন থাকিত। আর ইহাও মুসর আদালতের যে কখন কালেক্টর সাহেবের বিগ হইতে ভূমিরাজস্ব কার্য ও তহনীলের যোকদ্বার আইনের অন্যথা করণ হইলে অন্যান্য প্রকল্পে আদালতের সারি ছিল না যে বিপাক হইতে যে পীড়িত পীড়িত থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে তহনীল মাল আদালত যে অন্যায় প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেব বিগ হইতে তহনীলের কার্যের বাস্তবতা কখন ভূমিকারীনিগের সন্ততি তাহানিগের তাবের প্রজ্ঞা বর্ণের বিবাদের স্বার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাকের আধিকার, উচিত যে উপরে লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমিরাজস্বের ও তহনীল উভয় সকল স্বতন্ত্র। টহুর কারণ উদ্যোগস্বরূপ করা যায়। মেওয়ানীপতিকর্তব্য এই যে ভূমিকারীনিগের সমস্ত যে সকল স্বতন্ত্র ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি প্রদত্ত করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালেক্টর সরকার পাওনা মাল আদালতের আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অসহযোগিতার যে একত্রে আদালতের শক্তি সম্পূর্ণ হয় সে সকল আদালতের জীবন্ত গণের জেনরল বাহ্যত্বের কোম্পেন্সের হইবার আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কখনই যাহা যে তাহাতে কোনক্রমে অসহযোগিতার যোকদ্বারের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সন্ততি ভূমিকারীনিগের ও ভূমিকারী প্রকৃতির সঙ্গে তাহানিগের তাবের প্রজ্ঞাবর্ণার বিবাদের বিচার ও বিস্পৃষ্ট স্বার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপদানিগের অর্পিত স্বার্থ কর্মের বিচার ও বিস্পৃষ্ট বিষয়ে যে শক্তি প্রদত্ত তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অসহযোগিতা আদালতের মনে এবং সরকারের প্রকৃত প্রজ্ঞা ছাড়া তাহা না করিতে পারেন। এত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারীনিগের স্বতন্ত্র অন্যথা কখন ভূমিরাজস্বের মাল হইতে পারে তাহা না হইতে পারি। অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমিরাজস্বের ও কছবার হইবেক এবং যে চাকের আধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অধিকার হয় তদ্বিত্ত সকল পোড়েই প্রম ও চেষ্টা স্বাধীন করিবেক।”

১৭৯০ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮০ সালে দলপুণ অধিক ঘাটে।
পত্নী তাম্বুক।

অসীমারেণ এই পাতুলিগিতে পত্নী আইনের সম্বন্ধে আপত্তি করেন। প্রকাশ করিবার যে কারণ নাই
কীর্ণ নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রচলন করা কতৃশক্ষণে এক প্রকার
অপ মান্তি কার্যেতে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; অসীমার, পত্নীমার, আদালত ও মাখনা সকলেই উহা
বেশ বুঝে : উদার ভাবের আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সার্টট বৎসরের অভিজিৎ কালের স্মৃতি ও
পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এটি বচনান্তসারে পত্নী আইনের পাকা ও বাধ্য
মেতাবে আছে। সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই মতের অনুমোদন করি
এবং আশীর্বাদ : যে পত্নী অসীমার এই পাতুলিগির বাঁচির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র দ্বারা এই পাতুলিগি প্রথমে লিখিত ভাষায় উপর আবার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি
আমি ভাড়াভাড়া লিখিয়া ফেলিয়াছি। বর্ণনাবিবরণ সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আসান নাই। আগামী
নবেশ্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রাণীস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের সম্মুখালি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে ব্যাক্ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভানুকমার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন, যোড়ের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সন্তিত তমীর ভূমিধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তরূপে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেই উচ্ছেদের দাবী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার বোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি ভূমীর ব্যক্তিকে নিজ বোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূমিধিকারী অগ্র্যে জর করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অথবা এরূপে ব্যবহার করে যে উক্ত প্রজাপত্রের কাঁধের সম্পূর্ণ অঙ্গুণ্যবোধী হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিপ্লবিত যোড়ের খাজানা অবধারিত, তাহার অঙ্গুণ্য সাধারণ মখলীস্বত্ববিপ্লবিত যোড়ের অঙ্গুণ্য তলতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যত্রপী।

যদি একস্থলে ভূমিধিকারীকে অগ্র্যের স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কাঁধের অঙ্গুণ্যকর করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অঙ্গুণ্যে মত তর্ক উপস্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্র্যের স্বত্ব মখলীস্বত্ব আইনের শাখা। বেতারের হস্তরা পূর্বে জয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমিধিকারীর অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব পরিসরিত্তে পারে, তাহার মত হইতে ভূমিধিকারীকে আন্তরকার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেজয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষের ক্ষেত্র ভূমিধিকারীকে যেমন ভরানক অনুবিহার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র মন্ত করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যেমন অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূমিধিকারী উৎসন্ন হইবে।

মখলই ভূমিধিকারী পূর্বেজয়ের স্বত্ব অনুসারে কাঁধা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

মখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের বোত বলিয়া আপন বোত হস্তান্তর করিতে বাইবে অথবা যদিও ভূমিধিকারী পূর্বেজর করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থী পূর্বেই পূর্বেজর স্বত্বের তর করিয়া মখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূমিধিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রার্থীর অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠতেন এবং এই অধ্যায়ের কাঁধা দোকরতী পাঠাধীন বোত অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আমানতের জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমিধিকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অসুস্থ খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা বাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকাঁবিলির নিয়ম।

কোকাঁবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সেবিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন।

কোকাঁবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাঁবিলি সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত কোকাঁবিলি করে তাহাকে ভানুকমারূপে পরিগণিত করিলে ভূমিধিকারীদিগের বিপ্লবিত আঁধের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যলীঙ্গবিশিষ্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনিগের মধ্যে অতি দ্রুতরূপে প্রযোজ্য রাস্তার রাষ্ট্রনিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধানধীন আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যলীঙ্গবিশিষ্ট রাষ্ট্র হইতে দেশের অর্থাৎ পণ্ডিতের চাহিদা সে সেই দাখ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে সুবিধা সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র অর্থের কারণে পারে।

ইহা আদর্শমতঃ। এতদিন কোর্কা বিলি সহজে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর বড়ই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হইত না, কখনই কোর্কা বিলি পরিচালিত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের সুবিধা আছে তাহাদের অপেক্ষা দ্রুত আর এক প্রকার লোক সুবিধার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহা একপক্ষ সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এবং এক প্রকার লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্কা পাট্টার দ্বারা সকলকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এখন লোকে কোন না কোন রূপে তত্ত্বাবধান আনিতে হইবে।

এবংর নীতি এই যে গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার সীমানা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। ৫ম অধ্যায়—খাজানা হুজি।

মিলেটে কমিটির নিকট নিম্নোক্তের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বহুত পাণ্ডুলিপি হুজি হইতে হোটে উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ণতার উপর টাকার প্রদান পর্যন্ত বহুত খাজানা প্রদানের জন্য ভূস্বামীরা প্রচার সহিত যত্ন ও যত্নবদ্ধ করিয়া লইতে পারিতেন।

অন্য কখন যে চার প্রদত্ত কর তাহা নিম্নোক্ত স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রচার দ্বারা না হইয়া সুবিধা উৎপাদিত লাভ বহুত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীভাবে মূল্যের হুজি প্রদানে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূস্বামীরা খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম আনিতে হইত যে বহুত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন ক্ষেত্রে পূর্ণতম খাজানার হিচাবের অধিক না হয়।

উপস্থাপিত খাজানা হুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা হুজি উত্তর স্থানে বহুত খাজানা কম বৎসরের বহু ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-হুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হুজি আনার কম বা হুজি আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, হুজি আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা হুজি হইলে উহা পূর্ণতম হারের উপর সতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হুজি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী হুজিবশতঃ হইলে সতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে হুজি হউক আর না হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থানে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আনি আকার করি আদালত খাজানা হুজি করা বর্তমান আদালতের অপেক্ষা অনেক সস্তা ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করিয়া খাজানার হুজি সীমা পরিচালিত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় হুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভ্য খাজানার হুজি উপর যে বাধ্য অনেক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যিক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রণালীকে বোত ভোগ করিবার অল্প দ্বারীভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার যখন আসে যে, ভূস্বামীরা আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহার আদালতের বাহিরে আদালতের খাজানা হুজি দিতে প্রীত হইবে।

ভূস্বামীরা ও প্রচার মিলে মিলে যে সকল বিষয়ে অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে বাধ্য করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আদালতের দ্বারা তাহাদিগকে অসু-বোধন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুজিহনে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা রুজি বেজিউরী করা করারণের দ্বারা কবিত হইবে এবং উক্ত নথিতে হইবে যে প্রজা ভাঙাতে বীজ হইতে দিয়া খাজানা-ভাণ্ডারে পাঠ করিয়াছে।

উক্ত একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই চলে।

উক্ত চুক্তির পঞ্চদশ বৎসর নীমা নির্দিষ্ট করার ভূমিধিকারী তাঁহার যত পাওয়া হয় তাহার এক কড়াক খ মায় করিয়া লভ্যে চাহিতেন না। অধিগারক্য করিবার কোন গণ্য রাখি নাই।

এতলে করিবার প্রতি প্রস্তাবের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নির্দিষ্ট স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোগ্য ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিহর যে বাক্যে নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লম্বা কেবল মাত্র আমায় আত্মায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় খাজানার বিবেচনার উপর নির্দিষ্ট রাখা উচিত হইবে।

কিন্তু ক্রমে পাঁচ বৎসর পরিমা খাজানা রুজি করিবার সময়ের কনফা আনালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ এখন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮য় অধ্যায়ঃ—নখলী অধিবাসিনী রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাইতের খাজানা পরিবর্তিত হয়
এ " (২) } নাই, চিরস্থায়ী জমা সেই খাজানার সেই রাইত ভূমি ভোগ করিতে
এ " (৩) } পারিবে প্রথমদীর্ঘ এক বৎসর।

দ্বিতীয়ের মধ্যে এই যে, নিম্নলিখিত প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রাইত বাকদমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর করিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিবার আশিঙ্কিত হইবে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিবার আশিঙ্কিত হইবে।

তৃতীয়টি ধারা এ নিম্নলিখিত প্রমাণে পারণত খাজানাভোগ পাঠিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে বস্তব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যোগ্য ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাব্যস্ত কিছুই নহে।

কারণে এই বিষয় বাদখুদার সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এর সকল কথা কোম গৃহীত হইয়াছিল এবং সম্বন্ধার্থ একইক যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পতনের অভিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই যাঁহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে বাক্য প্রকাশ করিয়াছি তাঁহা পরিবর্তন করিতে প্ররুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার প্ররুত এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনার্থ কমিটিকে প্ররুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণবস্তুরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রাইতকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমি রাইত পক্ষে যত কঠিন রাইতের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের বাক্য প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন প্রতিশ্রুতি ছিল না যে মোকদরীদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রাইত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

নখলীঅধিবাসিনী রায়তদিগের মধ্যে কোম প্রথম যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ আশ্রয় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন নখলীঅধিবাসিনী রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা প্রকার স্বত্তি করিয়া জমিদারদিগের ভূম্যধিপত্যের উপর বহুক্ষেপ করিয়াছে এবং রাইতগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের বাক্য প্রমাণ করিয়া ভূম্যধিপতিকে আশুল আশুল মহালে বাৎসরিক রুজিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোম নির্দিষ্ট তাঁরখের পরিবর্তে মোকদমা কছু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রমাণ করার ইচ্ছায়া ক্রমাগতই নূতন বাক্য প্রমাণ দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রাইতের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনের পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার, উক্তের স্বার্থেরই বিশেষ অতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিত হইবে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিবিস্তর করা সুবিচারসম্মত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাহা চলল দ্বারা যে সকল বাক্য প্রমাণ হইছে তাহা উল্লেখ করাও আমার ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রাইত এইরূপে বাক্য অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবস্থিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগ্য চালবে, একদিকের দ্বারা মোকদমা কছু করিবার ২০ বৎসর পূর্বে হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে মনেদল এই যে, যদি কখনও সাধারণ পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যে সকল রাইত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব হ্রাস থাকিত এবং জমীদারদের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূস্বামিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাধারণতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাতিল হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আটক করার দোষে ভূস্বামিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রত্যাশ করা সুবিচারসম্মত।

অতীতকালে ভিসি বাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যাশ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে বাহাতে তীক্ষ্ণরূপে তাহা প্রত্যাশ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তসত্ত্বে কেবল মাত্র মোকররী-দার ও ইন্ডমসারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পাই, মধ্যমীস্বত্বশিথি রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৪৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে মধ্য-সালী বন্দোবস্তের দ্বারা বৎসর পূর্বে পর্যন্ত ভাটের স্বত্ব সাহস করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা ভাটের স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গণ্য কিম্বা আটক ভাটের উপর ভাটের স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমীদারের ভাটের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা ভাট দার বা মেন্দারী রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল মধ্যমীস্বত্ব স্বত্ব আনুগত্য ছিল, আর পাটকল দার বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের সর্ব প্রথম পাইকদার নামক মধ্যমীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ ভাটদারের বেশী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহার উপর ভাটদারের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূস্বামিকারীকে অনুমান থওনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রাপ্তির তার রায়ভের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানী দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের মধ্যমীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একরূপকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হারে দিবে আশী করা হইত।

১৮৪৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান দিা হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৪৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে “যে সকল বংশীয়ক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাট দিতে আবদ্ধ হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৪৯ সালের ১০ আইনে য ১০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৪৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রাপ্তির তার আজও দাবিকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন্ত স্তোত্র সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণস্বত্বের বাস্তববাদ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর সূত্রের উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার ভীতির জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ ভালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়তঃ কাঠী চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূস্বামিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেক্স গিরাহি দেয় বর্তমান আইন কাড়িয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান প্রদান করা ভূস্বামিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবাত্মক তাহা তত সহজমতে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূস্বামিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন ভ্রমোদয় নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূস্বামিকারীর স্বত্বাকর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূস্বামিকারীর পক্ষে যে সকল লোকলিপিতে কোন না ভাটদারের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বড় পুরান আইন আছে সত্য হইলে ভূস্বামিকারীর পক্ষে রায়ভের অন্তর্কালে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য সত্ত্বা বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূস্বামিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই। বর্তমান আইনে যেখানে রায়ভের টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্য ই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পর অধিক অঙ্গের হওয়ার প্রত্যাশ হইয়াছে, এই সিরস সুস্পষ্টরূপে পরিপক্ব খাজানার ও খাটোয়ার অতিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কান্টনিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিভেদে হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবার ভবিষ্যৎ অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বড় দূর নিবি দৃষ্টি করা উচিত যেহেতু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর দিরা পড়িয়াছে ।
এককরণ বিধিবদ্ধ করণে যাঁহা আর যেসকল রায়ত লসো খাজানা দিত ও একবে টাকার খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অবশ্যবিত্ত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিরা ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়া
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ও এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠি গাড়ে, ভবিষ্যতে উহা
আর দশগুন অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়ার পক্ষের দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত থাকে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ন শীঘ্রের মধ্যে করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আমানত সকল যৌক্তিক যৌক্তিক শ্রাবিত হইয়া বাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুলের অস্পত্তা সাধন করা হইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত প্রাপ্তির উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অংশের বিভাগ ।

পাট্টালিপিতে বলে যে মধ্যলীখতাবিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরদে পা হইবে এবং পূর্ণ যোতক হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কার্য্য করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিরদংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের পদ্ধতি মধ্যলীখতাবিশিষ্ট যোতের অনুসরণে মধ্যে ছিল না । অতঃপর যুলে আমান-
ত ভূমিতোগের স্বত্ব ইহাও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিকল্পে হস্তান্তরপ্রণীত হইবে তাহা প্রমাণ
করিতে অসমর্থ হইয়াছেন । হস্তান্তরপ্রণীত স্বত্বের আনন্দভরতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই মধ্যলীখত ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আমানতের ভৌমিক বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা একরূপ অবশ্যবিত্ত হইয়াছে, আটন কষ্ট হইলেও । এত বহুল পরিমাণে চণিতেছে,
যে দেশজাতির একপাশে আটনকে আতঙ্ক করিয়াছে ।

আইনবিধি হইলে ও দেশজাতির প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

একপাশে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিরদংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিকল্পে হইল আধনাবদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিরদংশ হস্তান্তর আইন সম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের বাধ্য ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজে
স্বত্ব অসিদ্ধ প্রকাশ করিলে কাম এমন একটী পরিস্থিতি আসিয়া উপস্থিত হইবে যে একপাশে গবর্ণমেন্ট যে
কার্য্যপ্রণালীর নিষ্পত্তি করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ ও রায়তের বিকল্পে সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের খাজানা দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের বয়স ঠান্ডাটানি হই ভূমাদিকারীর বিকল্পে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ রায়ত সে অর্থেই দুলো
তাঁহার যোতের একাংশ বিক্রয় করিতে থাকবে ।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিরদংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমাদিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে বেরূপ শর্ত তৎ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে । একরূপ শর্ত তৎ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেখোক্তী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে মুক্তিবিদ্যাল করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমাদিকারীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিধান বিধারণের জন্য সমস্ত বহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী দ্বারা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জমা ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেখানে ভূমাদিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা খাটিবে ।

২। যেখানে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তখন ইহা খাটিবে ।

- ৩। যেখানে ভূমালিকারীরা আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন বাই, তথ্য ইহা খাটিবে।
- ৪। যেখানে কিরৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথ্য ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দখলীস্বত্বের পক্ষ নহে অথবা সকল রায়তের খাজানা রুদ্ধি করিতে হইবে অসী-
মার বাধ্য হইবেন, না। তর, পনের বৎসর রুদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার
এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব লাভ তাঁহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী
করিতে তাঁহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহাও এমিক এমিক হইতে দিবে না।

পাঁতুলিপিতে যেসকল সনদ ছিল তাহাটী থাকা উচিত অর্থাৎ সনদসমূহ হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূমালিকারীরা খাজানা রুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা
সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেরা সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহাও তথ্য ইহা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিম্নে
একটী কতান্ত্র প্রয়োজনীয় অধ্যায় অত্যাচারের বহু হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১ম অধ্যায়—দায়।

অন্যথায় যে বিষয়ে আমি কমিসীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত তির বসিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা
করি, তাহা ব্যবহাৰ্য্যতা পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাঁতুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী সমুদায় কোন তালুক বিক্রয় হয়,
তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট
যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে বিতর্কে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়িত্ব করে, পাঁতু-
লিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া
আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিসীর এইরূপ বিবেচনা।
আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, যোকদ-
দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় লাভের
করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, মেসাদারের, বা ফেডার কাহার
কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ
করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাতি এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাণীর সমুদায় ক্ষতি করা হইয়াছে। যে
স্থলে সে অংশ স্থলে টাকা দায় করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

—টি, এম, দিবস।

একাদিত্ত একাধিকবিধক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তবালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেদ্রুপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা আশীর্বাদপূর্ণ; তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার একথা বলি আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয়ে আমার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানারূপের যথেষ্ট সুবিধা কল্পিতা হইয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উপর প্রবোধ সুশাস্ত্রের প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র চরিত্রের প্রযুক্ত রূপে প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা কষ্টয়াছে। ভূমিকার্তার এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (খ) ৬ ধারার শাসননী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দের খাজানার চার প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল এই কথা খাজানারূপের একটি ছোট্ট খাজা রাখা কষ্টয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত তির অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির মূল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকার্তার কত খাজানার দাবী করিবেম পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় না, বাসেন্দা রায়তের মূলদেও ভূমিকার্তার পূর্বতন খাজানার মতকরা পঁচিশ টাকা রূপে রাখা করিতে পারেন। প্রজা কী না চাওয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রূপে দিতে পারে তাহার চরম সীমা পয়স খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় নাকি এই সকল ধারার ভূমিকার্তার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কানন, কুবিবোত নিয়মই কোমলা শোন শব্দে ভূমিকার্তার হাতে পড়িলে এবং যখন তিনি এই সকল শোত বিলি করিবার সময় আসবে তখন ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ত্রয়োদশ দাঁড়িয়া গাঠবে, এবং এই হার দ্বারা যে সেন্স মূল্য বলসম পারত-সিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে প্রমাণ নহে, সাধারণ প্রমাণ সম্মুখীন হইলেই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বলতঃ প্রচলিত হার খাজানা রূপের কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিশেষ করবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নাই।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেখানে ভূমিকার্তার অন্য কোন দের খাজানা সুদারূপ খাজানার পরিবর্তে করিবার আবেদন করতঃ সেখানে প্রকার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ২০ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান রাখা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই সুদারূপ খাজানা ভূমিকার্তার পক্ষের বিপক্ষে প্রযোজ্য না থাকিলে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকার্তার সম্মুখীন হইয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য পরিমাণ যদি সুদারূপ খাজানা হইত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ প্রথমতঃ ভূমিকার্তার প্রথম করে অবিলম্বে তাহা হইতে বিলক্ষণ বাত দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশ্যন যে খাজানা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তাহাতে প্রমাণ বাস দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেদ্রুপ কথা বোঝানো করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপর্যাপ্ততার দ্বারা বিলক্ষণরূপে উল্লেখিত করবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই প্রকল্পে তাহাকে তাহার মোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে মূল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যেকদম কষ্ট পরিবার কষ্টতা দেওয়ার কল অতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগজের মধ্যস্থত্ব দ্বারা রায়তের মূল্য হইতে সীমাবদ্ধ রাখা কষ্টব্য। মধ্যস্থত্ববিধি হইতে উহা বিস্তারিত করণ অতি অস্পষ্ট এবং কারণ নাই, কারণ এট সকল স্থলে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট মোত বিক্রয়ের কষ্টতা দ্বারা ভূমিকার্তার খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

* এই প্রকল্পে প্রকাশ করে যে, "রায়তের কলসের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য যদিও প্রথম অপর্যাপ্ত হইয়া যেট উৎপাদনের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য হইত, তাহাও খাজানার কোন স্থানে তাহার পক্ষেই থাকে অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রত্যাশত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে মিম্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রাপ্ত হেতুগুণে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা-
পনীর ২১ প্রকরণ ।

তদনুগত দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভোষণনক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে ভ্রমবশত সজ করিতে সক্ষম একরূপ সঙ্গতি-

পন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকাণ্ড রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশ্বস্ত-

তার সুস্বরূপ রক্ষি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সফলতা হইবে না । আর যে
অভিপ্রায়েই লও হাটিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেলে যে যেই অভিপ্রায় সাধন চেষ্টা করিতে না একরূপ নষ্ট, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার

ও বর্তমান আইন দুইটোও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নষ্টন পণে যাগিতে হই-

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা-
পনীর ২১ প্রকরণ ।

তেছে । উক্ত নষ্টনক প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ একরূপ
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শবিহীন নহে বলিয়া মিন্দা করিয়াছেন ।

ভূমিসিকারী ও প্রত্যাশত্বক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যথাসম্ভার
সভাসভার নিকটে পাঠাইবার নীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
আকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা একদূর বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার
অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে খাজানা গণনা হইয়াছে ও অমোদনের কর্তৃত্ব অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে খাজানার
অমোদনের আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাইতে পারেন না, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষা করা ও অন্য পক্ষে অমোদনের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রদান উদ্দেশ্য ।

ঐহুত ইলবার্ট সাহেবের মতবাদে, ১৮৮২ সালের ১০ আইনের কল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
উহা যদি দেখান বাইতে পারে । কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্ভরশক্তিগত একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এতদূর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রাণ দেওয়া কন নাই । তাহা হালে প্রত্যাশিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোম্বা ভূমিসিকারী ও রাষ্ট্রতন্ত্রসম্বন্ধে কোন আশঙ্কি করিতে পারিতেন না,
এবং অমোদনের নানা আবেদনশব্দের কোনখানীতেই এত সক্ষমবিধে যে কিছুমাত্র আশঙ্কি উপস্থাপিত হইয়াছে
তহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এক সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এক সকল উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণপত্রস্বরূপ
সম্মিলিত হওয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত স্বার্থের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিসিকারীদের
মনে বহু পরিশ্রমে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভ্য দট্টে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিসিকারীগণকে তাঁহাদের নিদ্ধারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিরস্ত
মিদেশ করিয়াছেন যে, চিত্তভারী বন্দোবস্তের সমবে ভূমিসিকারীগণকে যে নিদ্ধারিত স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূরক
কওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেটা স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা
হইলে, কাগজতঃই মিদেশ বাধ্য বার্য করা হইবে ।

কতিপুত্র না দিয়া এক প্রণীতে ভদ্রীয় নিদ্ধারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিয়া অন্য প্রণীতে সেটা স্বত্ব দেওয়া
বাছার উদ্দেশ্য একরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকার নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে একরূপ ব্যবস্থা কখনও বিদ্যমান হইবার সম্ভাবনা নাই । একরূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিত্তশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে একরূপ কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিত্তশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিত্তশীল বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাদের পক্ষে বিশেষরূপে
সম্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাতে সমাজের কোন প্রণীর নিদ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
ভিনিতরূপে ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অন্তর্ভুক্ত
আবেদন জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পত্তী কোন পাণ্ডুলিপিতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তদ্ব্যবস্থা নাই ।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে স্থতাপ্রসারে ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই সূত্রে বিকল্প । আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮২ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক আনুশাসনিক প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলতঃ প্রযুক্ত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির অর্থ থাকে তাহার মনে ইচ্ছা হইবে অবস্থান ও অন্তর্ভুক্তি আছে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নির্দিষ্ট শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ইতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর লব্ধিক নির্ভর করে। এখন তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ইতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-তর সমর্থন দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরন্তন। বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দুষ্কিনা করিয়া শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব প্রস্তাব দিয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ইতিহাসিক গবেষণার কৃষ্ণাঙ্কিত। সম্প্রতি দুই হইয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান আভাব কথিত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তিনি কেহ যাহা বর্তমান প্রয়োজন আন করেন তদনুসারে গঠিত নতুন পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অভাব অধিক অর্থ আছে, আমরা তৎক্ষণ এক শ্রেণী; এবং স্বত্বাধার আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক সুত্বের জন্য ও স্বীকার করি না, যে ভূমিকারীরা স্বত্ব জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ণক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূমিকারীদিগকে “ উপদ্রব জন্য কতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আশা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেক্রেটারী সাহেব যে পত্রে ভূমিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এমন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে মিলেই কমিটির বিবেচনা কাগজে বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মাস্টার যে সুল্লার মন্তবালিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে লোপাৎ বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের চতুঃস্থিতে যখন বর্ণিত হইয়াছে তখনই বর্তমান জমিদারেরা মনবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেঙ্গল ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপরীত প্রচারণা উত্তর উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ অভিযোগ ছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমানে দেশচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পণ্ডিতদের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত সাত মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মিত্রস্বত্বের বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রভাব বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূমিকারীদের বনের ভাব পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই ক্ষণে মধ্যে আমি সেন্সর আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়ভদ্রের সহিত যে দিন কোন ভূমি জমিদার বন্দোবস্ত কর সেই দিনই তাঁহাদিগকে মধ্যমীয়া দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা করিয়া না দিয়া দায়ীভুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়ভদ্রের অত্যাচারে এইবার নিষেধাত্মক নিবন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূমিধারীদের খাজানা রক্ষার আবেদন করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে এখন এইবার পত্রিকা পত্রিকা খাজানার উদ্ভাবনা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে হাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমিদারদের নিষ্করতা এইরূপ জানি হইবে। একটি শ্রেণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেঙ্গলের জমিদারেরা জীৱিত মতানুসারে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংল্যান্ড গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব ফেলিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জীৱিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা হইতে চানিবে না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থার দাড়া হইতে আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমিদারদের স্বত্বাধার: আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেক্রেটারী সাহেবের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অনুসরণ করিবার পক্ষে জমিদারদের স্বত্বলব্ধ সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি আশঙ্কা করিতে চাই, জমিদারেরা এমন কি ভুল করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থারের গোপ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যে রূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য আদান করেন তাঁহারা কি ঐচ্ছিক সেইরূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রধান দেখানোর প্রস্তাব কোথায়? জমিদারের মনটুকি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিনয়ন আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি স্বাধীনবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ ঠিকি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিল বিবরণ আছে কি বাঁহাতে দেখান যার যে মফলীবস্থানীয় রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, সে তখনই আমাদেব ব্যবস্থাপক সভার উপজব করা কতিপূর্ণ দিবার মত গ্রহণ করা সাধারণতঃ হয়, যদিও এইমত একেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে চূড়ন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার ইহার কথা স্মরণে আনেন নাই? বঙ্গগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেচারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকিবে গ্রহণ ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে তখনই ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিল বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে “তাঁহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীদার রায়তদের মফলীবস্থ থাকিত এবং জমিদারেরা লিখে যে ভূমি চাহ করিতেন তন্মিত্র কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিগেই করিচীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণে জমিদার মতভেদ ঘটাইয়াছে, এক্ষণে তিস্ত মফলীবস্থে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদামুবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একবা নিম্ন প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে অধিদায়নিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্টের মত সেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাব নিশ্চিত করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেনন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপে কাম্পনা করেন বোধ হয় এরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন ইহারা ইহাও হাড়াইয়া গাল ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথা উত্তরস্বরূপ আমি ইহার পক্ষে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানি সমস্তের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সমস্ত দিরাঞ্জিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাঁর রাজবংশকে ও অপর খান ষাঁরতবার রাজবংশকে বেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি যে স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাউকেন না। এই অংশটি এরূপ।—

“দ্বিতীয় অধিষ্ঠিত জিহুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমিদারদিগকে সমুদায় ভূস্বামীদিগকে ভূমির অসংখ্য অকৃত্য বা নিষিদ্ধিগণ এই সংবাদ দিচ্ছেন যে তাঁহারা যে সময়, দিতে কখন করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকার আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপন সমস্ত এই জমী ভিন্ন ভিন্ন কাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জিহুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী কমা ভিন্ডালে বিন্মিত অধিকারিত হওয়ার তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানে ভূস্বামীদের ভূমি চাহ করিতে যত্ন করবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট ভাষা বাহালা ও পশ্চিম প্রদেশ জনভেদন নিষেই জ্ঞান করবেন। বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা করিয়া নিষ্টিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সার্বভৌমত্বের ও রায়তদের প্রতি সম্বন্ধ ও মতঃ সাহায্যে ব্যবহার করা ভূস্বামীদের। সকল সময়ে নিজের কৃত্তব্য কদম্ব একজন যে সকল কাজ করা যেন তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ করিবেন তখনই এই সকল কর বা ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

সার জন শোর সাহেব আপনাদের মতুলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জান করি। তাঁহারা আপন সমস্ত ব্যবস্থাদুসারে উত্তরাধিকার হইবে এই ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজস্বাদায়ক তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিবা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা ভূমি লইয়া কার্য করিবার অধিনায় এই হল বহু হইতে উদ্ধৃত এবং আদ্য তেজানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কাব্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সে লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নোড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জিহুত উওস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“আমি ইহা নিজের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া যে, বোর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আমি এখন ককত্ব ও বিবাদীর ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে জমিদার অংশী ভবিত হইতে বৃত্ত কর্তৃক উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি বহু আমায় সহিত উদ্ভলতনে দল দিন বহু থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি সম্মতিযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের অনেক

কাংগ্রেসের চার্লস গার্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যত্নোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া শিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদেরিগেও সন্তোষজনক হইলেন। যেখানকার আমিরসহই হইল। এই শিখিত আমাদের বেকল ধারণা হইল। তদনুযায়ী বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোট অব ডিরেক্টরের দিকট পাঠাইল। ”

রাস্তার সের স্বত্বলক্ষ্যে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাঁহাঙ্গিকে যেহেতু স্বত্ব দিবার প্রস্তাব করিতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহারা যেহেতু স্বত্বভোগ করিত, সেহেতু স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ বখার্ব কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাঁহাদের কোন মালিকীত্ব ছিল না। তাহারা আপনহেতু যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আশ্রমে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, স্বাদীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রাস্তার ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বন্দোবস্তের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী যে চাইল, গম না খনা সজা খনা শসাকে কেবলমাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল দ্বারা খাজানার হার নির্দিষ্ট হইত।

আমি এখানে এই দিবসে সার জন শৌরের লেখা চাইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“ কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রাজভোগে বহুকাল দখল করিলে জুড়িতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হয়ওতে পারে না । কিন্তু এই স্বত্বক্ষেপে তাহারা তুরি বিক্রয় কবিবার, কিংবা বন্ধক দিবার অসম্ভাব্যপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরি-
 স্যাদে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্বইহাও সত্য । বহুক্ষেপচারী রাজার অধীন অন্যায়ের স্বত্ব ন্যায় এই স্বত্ব অনিশ্চিত । অমীদার-
 দেব স্বাধীন জোর কথিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে ব্যর্থতের স্থানে এই প্রতি চাহিবার সম্বন্ধে তাহারা কার্য করিয়াছেন । তুরি
 মালিকও কেবল অমীদারদের প্রতি নাস্তি আছে, ইহা যদি আশ্রয় স্বীকার করি, তাহা হইলে রাজভোগে এই স্বত্ব জাহাযীর স্থানে লাগে
 না হইলে, রাজভোগের অবস্থানে আশ্রয় এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না ।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলার বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানী গ্রহণ করা না হয়, ওয়ার্ডগুলির খাজানা আদায় হইয়া দুইটি বৈষয়িক হইয়াছে, এবং কোনও জিলার প্রত্যেক আয়তন যত্ন সহকারে আছে। বিধি প্রতি জুনিয়র উপায়ক ধারণ। এই সকল দায় স্থির হয়। কোলার জুনিয়র বৎসরে দুই কলস, কোলার জুনিয়র জিন কলস করে। জুনিয়র, পান, ডায়াকর আদি প্রতি বছর জুনিয়র জিন কলস করা হইবে। যেই পরিমাণে জুনিয়র জুনিয়র হয়। এই সকল দায় জুনিয়র কবিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং জুনিয়র বৎসরে এই সকল দায়ের মূল হইতে পাবে। কারণে এই আদায়ের উপর আবহাওয়া বোঝা করা হয়, পরে দুইটি নির্দিষ্ট সময় মধ্যে স্থির। লওয়া হয়। পরে যেরূপ দায় হইয়াছে, তদনুসারে দায় জেন হইয়াছে। অন্য দায় করা গেলে সাধারণতঃ কিংবা জুনিয়র লিখিত চলিত দায় দূর করা হয়।”

এই ক্ষেত্রে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাঁউল, গম ও কলা শস্যই ধরা যাবে, প্রধান শস্য শব্দের
এইরূপ অর্থ করা হয়না। পঞ্চাশত্রে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁরা শুভ্র শ্রুতি অধিকার মূল্যবান
উৎপাদিত্রবোর মূল্য বিবেচনাদীনে লগ্না করিত।

এই দিনের সন্ধ্যা করিবীর পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ বর্জ্জগণের লেখা কবিতা একটি কল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিত্রস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কদ্যবিত্ত গল্পের জীবন ছিলেন। আমি লন্ডনে টেক্সটাইলের উল্লেখ করিতেছি, যখন বুঝি যে তিনি চিত্রস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সাক্ষী ছিলেন না। আমি নিজে যে কল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কয়েক বৎসর আগে বুঝা গিয়াছে। কিন্তু তাহার মত এই যে, চিত্রস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় জগীশ্বরদাসকে ভূমিতে নালিকো-যুগ দেখাইয়া ছয়।—

[illegible]

কাইনদিকিট ষ্টেপশ সিমানীত প্রথম সম্মেলনে তাই জোটের অঙ্গদের, আডবোকেট জেলরস সাহেবের ও মর্ন-
মোটের অন্য কাইন সাক্ষ্য কল্পটানীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সাক্ষ্য কল্পটানী প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে যেমন স্থিতিবীতি বিবরণ, তদ্রূপ এই
বিবরণেও বিশেষরূপ সম্মান লাই দেখিতে পাও। চিরস্থায়ীন্দোবস্ত জমিদারদের একটি প্রধান দীর্ঘস্থায়ী স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সাক্ষ্য যে সর্বোৎকৃষ্ট মত লাগিয়া থাকিতে পারে, মিলেই কমিটির তাহা পাওর
নিভাণ্ড আইন্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি ওর অর্থায়ন।—ভাঙ্গুকাঠের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভাঙ্গুকাঠের রাণ্ডি আর্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী আর্থের একাংশবারে নিবদ্ধ। একতর ভাঙ্গুকাঠের জন্য একশে ব্যবস্থা করিবার আবিষ্কার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব বোধোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্ৰাদি অন্তঃ আপনাদের আর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ভাঙ্গু ও পেটাও ভাঙ্গু সহজে ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় আইনের বিধান প্রীতিযুক্ত পূর্ণপ্রদান করা আমি বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল দাব্যের পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা কারণ তা বুঝিতে পারি নাই। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১৯ সালের আইনের বিধান অধ্যয়নকারে রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের বাবদীপক সভার প্রতীক ১৮১৯ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি কোম কোম রাণ্ডিতে (অর্থাৎ যাঁরা কোম কোম বিলিকরে ও বাজারের মধ্যে একতর বিচার আর্থিক আর্থ দাঁতানসক) ভাঙ্গুকাঠের পথে, সাক্ষ্য বা পরস্পরাভাব উন্নীত করার, আমার মান্যবর সম্বোধনীয় বিস্তারিত পাঠ্যমঃ ল ব্যবস্থা বহিঃপারদর্শন মর মঃ যত্ন অত্যন্ত হুজি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ওর অর্থায়ন।—দে রাণ্ডিরা অব্যাহিত হাথে ভূমি ভোগ করে ভাঙ্গুকাঠের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভূমি উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবধি বামীখাখান। আমারের সুবিধা করা ভূমিধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং লিখিতভাবে প্রমাণ হুজি সহজে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া জমীদারদের ভূমিধিকারিরা যত কেন অত্যাবশ্যক জান করুন না, আমি এলিতে পারি বঙ্গদেশের ও কোমরাই মনোঃরোণ এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রদান করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান সম্বোধন ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি লোক পরিবর্তন করিতে চর করে উল্লাননা ও বিচার সিদ্ধি যে ১৮১৯ সালের আইনের নুতন যে যেদিনাং উল্লান কর্তৃক করা হইয়াছে তাহার অধিকতর অধীনঃরোণ আমার কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা বহিঃ করা উচিত। বাজারের এতদূর হারে নিশ বৎসর ভোগ করিলে জমীর অধিকারী যে যেখানে চর ভাঙ্গা উল্লান একশে সিদ্ধ হইয়াছে বরং বহিঃপারদর্শন, কারণ যে কোম জমীর উল্লান প্রতি দৃষ্টি হাথে, দে গত পণ্ডিত বৎসর পরিচালনা করিয়া হইয়া হইতে ও জমীর রক্ষাকরণীয় হুজি করিতে সুযোগ পাউয়াছে। অন্য কোম করা না থাকিলেও প্রদান হইয়াছে যত কাল একতর থাকা পিলে

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৩ ধারা দেখ।
এতদূর পরিবর্তন এই কারণে অন্যতর আশঙ্ক্য হইয়া গঠিয়াছে যে অধীনঃরোণ আকারে এই অধীনঃরোণ যতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অধিকতর ফলিত হইয়াছে।
মান্যবর জিহুত রেনল্ডস সাহেব ১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের আপন মনোঃরোণ যে যত নিশ্চিত পরিচালনা, মান্যবর ঐরাপাওর ভাঙ্গু নিশ্চিত ভিতরতে পূর্ণপ্রদান প্রতি মনোঃরোণ আর্থিক পণ্ডিত। বেসিটি বোর্ডের পদযোজ্য দেখর ও ধারনা। মান্যবর কমিশনারের সভাপতি জিহুত জাপির সাহেবও তাঁহার ১৮১৯

১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের ৩৩৩ ধারা দেখ।
এতদূর পরিবর্তন এই কারণে অন্যতর আশঙ্ক্য হইয়া গঠিয়াছে যে অধীনঃরোণ আকারে এই অধীনঃরোণ যতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অধিকতর ফলিত হইয়াছে।
মান্যবর জিহুত রেনল্ডস সাহেব ১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের আপন মনোঃরোণ যে যত নিশ্চিত পরিচালনা, মান্যবর ঐরাপাওর ভাঙ্গু নিশ্চিত ভিতরতে পূর্ণপ্রদান প্রতি মনোঃরোণ আর্থিক পণ্ডিত। বেসিটি বোর্ডের পদযোজ্য দেখর ও ধারনা। মান্যবর কমিশনারের সভাপতি জিহুত জাপির সাহেবও তাঁহার ১৮১৯

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা মনোঃরোণ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত মনোঃরোণ লম্বা বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিলিটের ১ ধারার ১৮১৯ ও ১৮২২ পৃষ্ঠা।
আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে অন্য পাওরী নাহতে পারে না, কেবল তাহাই নাহতে না করিয়া অধিকতর হাল নুতন স্বত্ব স্থিতি হইয়াছে" যা ১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের ৩৩৩ ধারা দেখ।
যে তাহা হইয়াছে জিহুত জাপির সাহেব অধীনঃরোণ ঘটত তাঁহাটি রক্ষণের

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা মনোঃরোণ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত মনোঃরোণ লম্বা বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিলিটের ১ ধারার ১৮১৯ ও ১৮২২ পৃষ্ঠা।
আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে অন্য পাওরী নাহতে পারে না, কেবল তাহাই নাহতে না করিয়া অধিকতর হাল নুতন স্বত্ব স্থিতি হইয়াছে" যা ১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের ৩৩৩ ধারা দেখ।
যে তাহা হইয়াছে জিহুত জাপির সাহেব অধীনঃরোণ ঘটত তাঁহাটি রক্ষণের

এতদূর পরিবর্তন এই কারণে অন্যতর আশঙ্ক্য হইয়া গঠিয়াছে যে অধীনঃরোণ আকারে এই অধীনঃরোণ যতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অধিকতর ফলিত হইয়াছে।
মান্যবর জিহুত রেনল্ডস সাহেব ১৮১৯ সালের ১২ যে আইনের আপন মনোঃরোণ যে যত নিশ্চিত পরিচালনা, মান্যবর ঐরাপাওর ভাঙ্গু নিশ্চিত ভিতরতে পূর্ণপ্রদান প্রতি মনোঃরোণ আর্থিক পণ্ডিত। বেসিটি বোর্ডের পদযোজ্য দেখর ও ধারনা। মান্যবর কমিশনারের সভাপতি জিহুত জাপির সাহেবও তাঁহার ১৮১৯

পাণ্ডুলিপি ওর অর্থায়ন।—দ্বিতীয় অধ্যায়টি রাণ্ডিদের সম্বন্ধীয় বিবি।

এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক। তাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হুজি হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সম্বোধন হয়। কিন্তু চাষীকে মিলিত করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আশীর করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সম্বোধনের অন্যতর অত্যাবশ্যক অত্যন্ত এবং তিনি থাকিতে কেবল অব্যাহত অত্যাচার হুজি হয়। প্রাচীন মেনোঃরোণ কিবা পূর্ব কালে মনোঃরোণ কাগজপত্রে যে কিছু করা দেখান হয়, তাঁহা কেবল ভূমির মালিকের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু বাহার কৃষিকার্যের নিশ্চিত ভূমি দেখান করিয়া জুত ভূমি হইয়া গেলেন, ও আপনাদের মনোঃরোণ কাগজপত্রে জমীদারীপ্রদানীয় যত কিছু মোম ও

অপব্যবহার সম্বন্ধ, ভৎসনসময়ের ন্যায়সংগ্ৰহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দণ্ড দেখান হয় না। যদি আইনের শৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদেব কৃষিপ্রাণী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে চাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বলসহ সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সজ্ঞাপন কৃষকদল” সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থানে কোর্কা বিলি সিদ্ধহইতে দিবার আশঙ্কাতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি বাইতে চাহি না। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির মধ্যল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থানে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, মধ্যলীম্বত্ব এইরূপ নিয়মামূল্য থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দ্র্য র্যিত হাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে কল্যাণের করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তাহাযে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রীলোকণ বাবানন্দ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান স্বত্বক সংশোধনটি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দ্র্য কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্মেই অন্য সংশোধনটি প্রোচ্ছ হয় নাই।

এই তথ্য উক্ত প্রমাণ আছে যে, কোর্কা বিলি করার কৃষকের সর্ব্বসাধন হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক প্যাইরনে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বাসানের ৩৩৫-৬৩, ৬৮ ও ১ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্থানব উপাধরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক পরকারী ও বে-পরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা শোকা বা কল্যাণ রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় মধ্যলীম্বত্ববিশিষ্ট রায়-
তের মলকেই ভানুকদার ও ষাণালান্যেহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক হাড়া অন্য লোকদিগকে মধ্যলক্রমে বা প্রকারান্তরে মধ্যলীম্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অনুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে মধ্যলীম্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বিলি এরূপ স্তোতি খাওয়ার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের প্রের্ষাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিলেই কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অবশ্যই ১২ বৎসর প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকৃত; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন কনভা নাই, এরূপ লোক হেতুশক্তিঃ ভূমির মধ্যল দ্বিমত পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ বন্যজীৱিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নির্যত শিকারী ও পরজীৱিত হইতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্ব্বত্র অসাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাবের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রত্যাহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকজ কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধাবীহী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইচ্ছা করে; এই সকল কথাই প্রতি উক্ত অনুমান উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা হইতে পারে যে, একজন অপকল্যাতী ও মুক্তিযুক্ত বিচারক, দৌলদার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিবে যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার তিরমংগ গত ঐর বৎসর মধ্যল করিয়াছে?

সকল রায়তের মধ্যলীম্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কনকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যেহেতু রায়তের মধ্যলীম্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি :—

১।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি হ্রাস করিয়া যেহেতু ভূমি-
কারী মধ্যল পান, সেই সেই স্থলে যে বাজীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে হ্রাস করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই অস্বাভাবিকঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বসময়ের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২।—যে স্থলে এক মধ্যল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মধ্যলের অন্য পত্তনী বা ঠিকা অধিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন মধ্যলীম্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে ক্ষুদ্র জমি নইলে, যে দিন তাহার সজিত ঐ জমির রক্ষণোত্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে মধ্যলীম্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে তাহার প্রকৃত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা বুঝিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মধ্যল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মধ্যল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। “প্রাধ” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। প্রাধের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ কাম বুঝায়।

সখলীশ্বর হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের দুনি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাণেশ্বর,

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল যতন করিলে
ভূমিতে সখলীশ্বরপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে
পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা
বহুত্ব দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পৌর সাংঘেবের ১৭৮০ সালের
২৮ নম্বর নতুন্যাদিপি : হারিফটন সাংঘেবের Analysis বাবত পুস্তকের
৩৭ বালান্দের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয়
করিবার বা বহুত্ব দিবার ক্ষমতা ছিল না।”
বেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বামিকারীর ইচ্ছায়
বিক্রয়ে সখলীশ্বর হস্তান্তর করা যাইতে পারে না
এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা
এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের
পক্ষেই কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, বেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে ভিত্তিটীওগত বিবরণের দোহায়ে দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ
তাহাতে দেখায় না কত ভুলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমীনার সজ্ঞতি দিয়াছেন।

এরূপের কোন বেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেদীর ও স্বার্থের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ইহা বিচারালয়ে
প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ (১) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার
বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২) যে বেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ
মিত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য না থাকায়, সর্বত্র
হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অসম্ভব বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেহেতু কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে
সর্বত্র সখলীশ্বর বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও প্রাচীন সমাজ উভয়েই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র
ও দৈবভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর
কিবার থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহা-
দের অধীনে ভিন্ন জেদীর লোক বসাইয়া প্রাণে বিধান, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন
বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন বেশাচারক্রমে এরূপ ঘোঁড়া হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না
তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে বাণেশ্বরের স্বার্থ
ছিল না, তাহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন
করিয়া প্রাণের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই বেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

সম্মতিপত্রের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অসম্মতজনক ফল কলিয়াছে; এবং যেমন-
জমদেব হাভে সাঁওতালদের পক্ষে, প্রধানতঃ তাহাদের অভ্যন্তরভেদক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিকল্প ঘটে
আমীর মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমায় মিত্র
ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূস্বামীরদের কণার উপর ফেলা যে ইহার
স্বাভাবিক ফল হইবে, তদ্বিকল্পে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, মৃত্যু হস্তান্তরস্বত্বহানের অতিপূরনস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব
হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য
হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অংশই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি
যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকাররূপে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা
তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং “জালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে
মহাজনীপ্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর হইবার বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের
লিখিত মজল। অগ্রে ক্রয় করিবার অধিক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকটে বিক্রয় করিবার স্বত্ব অর্পণকা প্রকৃত-
বাসেদা কৃষকদের নিকটে বাসীন তাহা বিক্রয় বরং আমায় নিকটে উৎকৃষ্ট হয় বোধ হয়। কেনহে অনুমান করেন
যে, সখলীশ্বর হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেটারের মালিকদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে এমন
অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের মালিকরূপে সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুজাররুপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমায় বহালে ভাণ্ডারী বা শস্যরূপ
খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমায় এমন বিবেচনাও কর না যে উহা মুজাররুপ খাজানা দেওয়ার দ্বারা
এসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু যেহেতু এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাণ্ডারী
চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা তির্যককার, এবং এই বিষয়ে
বেশাচার কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল
জেদীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের
অভিজ্ঞতার দৃষ্টে হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুজাররুপে প্রায়শঃ
পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমায় নিজের বড় একটা কতিরিচ্ছা নাই। কিন্তু আমায় ইচ্ছা যে বেটারের জমীদারদিগের
প্রতিনিধি এরূপ আমি তাহাদের নত প্রকাশ করি। আমায় বিবেচনায় এই সকল নত বিশেষ বিবেচনামোগ্য।

অল্পকালে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিম্নলিখিত খাজানা দিবার আদার উপায়; এবং বেহারের অনেকস্থানে ঐদ্বিধা আদার প্রচলিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাতন রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে। আদারের প্রধান বিষয় রাজস্ব সচিব রাজা জোড়বন্দার দ্বারা খাজানা মোট উৎপত্তির একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আদারের রীতি করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলে। জমিদারেরা বিচারের দ্বারা নির্ধারণ অত্যন্ত সুকর বিবেচনা করিয়া শাসন উপায়ের ১০ বোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচারের সমস্ত দ্বারা রায়কে প্রদান করেন।

বেধানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞানতার সময় উৎপন্ন হইতে কয় হইতে না কেন উদ্ভাবন এক অংশ রক্ষা করা ইহা কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একরকম দেখিতে গেলে যে একজন এক সমান মুজাররু খাজানা দিতে বাধ্য, সমস্ত সময়ে তাহার সমস্ত উৎপত্তির দ্বারা ভূমিধিকারীর অবদারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যের সময়, যে মুজাররু খাজানা দেয়, তাহার অনেকা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

দুর্ভিক্ষরূপে এসবৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য এতদ্বারা জন্মে নাই। তাহালাই আদার ভূমিধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিতে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হইলে আর নাই হইতে। মুজাররু খাজানাভাষা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাতে হয় যে শস্যের তাহা খাজানাভাষা অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা দিতে টাকার দাবি করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূমিধিকারী কোনক্রমে কড়াকড়ি দিতে বাধ্য ও কৃষক দিতে হইবে। অতএব শাসনকালে শস্যের বামাল্য পরিবর্তনের বিধান বাহালাই নহে, কারণ উদ্ভাবন অথবা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত দুর্য্যোগে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কলনের সময়ের মধ্যে এক ওয়ারের সময়েরও সূচী হয়, যে সকল কৃষক মুজাররু খাজানা দেয়, অনেক স্থানে, যদিও এরূপ দুর্য্যোগে অতিবাহিত, তাহারিগত অতি অসুবিধা শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে তাহালাই প্রত্যেক কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আদার অনেক স্থলে বড় বড় হয় আছে, তাহার প্রতি কলনেই দুইটি উৎপাদিকা শক্তি (বিসফল দুইটি) হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাহালাই প্রকার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও তাহালাই প্রথমসূত্রে বন্দোবস্তে জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই দুইটি উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপত্তির দ্বারা রক্ষিত ফল প্রাপ্তি থাকে। যদি দুইটি হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। একথা কোন পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধার বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রক্ষিত থাকিলে কড়াকড়ি করিবার বিশেষ আশঙ্কাতাও থাকে না।

এই লক্ষ্য মুজাররু পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্য্য পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীই মুজাররু দেয় খাজানা অবদারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাতৃনিগিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুজাররু খাজানা দেখিয়া ও সমস্ত দশ বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় দ্বারা পরিমাণ করিয়া করিয়া করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলস্য, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে তির্যক কামচারীর বহু অত্যন্ত ভিন্ন। আমরা বিবেচনার এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ স্বতন্ত্রমত দীর্ঘাঙ্গার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমিধিকারী ও প্রকার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শাসনকালে খাজানা লগ্নাই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের দাবি তাহাকে কলনের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন পরিমাণ রাখিয়া কলনের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের দ্বারা অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ খাজানার পরিবর্তনে কার্য্যতঃ জমিদারের আর কদম হইবে, আদার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের বর্ধমান অতিপ্রায়।

আদার ভরসা আছে যে আদার শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ঘটত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ স্থিতি এখনও আদার সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের দাবির জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটা এই—যে স্থলে তাহালাই প্রচলিত আছে সেখানে জলসেচন কার্য্যের জন্য আদার পুর দীর্ঘ সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাধারণতঃ রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তাহালাই তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচের দাবী হইতে হয় না। কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা দুইটি উৎপাদিকাশক্তি রক্ষিত করেন, রায়তকে খাজানা দিতে হয় এবং তাহালাই প্রথম অনুসারে আদার। তাহালাই শস্যের বহুলাংশ পুর দীর্ঘ প্রকৃতি যেখানেই রাখার দ্বারা জমিদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা হুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা জমাতির বিষয়ে জমীদারসিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগে বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল জিনসী কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুজি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়েকের বার বা পরিজন ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে। সত্বে ন্যায় কর্তৃক যে এই দ্রব্য খরিদা হুজি দেওয়া মাথা, কিন্তু কার্যকালে বুঝি হইয়াছে যে এরূপ “হুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার যথাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সম্প্রদায়সাধা বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুজি পাঠিতে পারেন না, তাহা নিতে রায়েকেরা নিতান্ত অসম্মত।

যাণ্ডহুজি, যে অবধি গবর্ণমেন্টে গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাশা শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য হুজি আদালতের উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য আদি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করচন্দ্র সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুজির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সম্পন্ন করা হইয়াছে অনেকস্থলে তত্ত্বিগ অন্য কারণেও ভূমির উৎপাদনসামান্য হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তরুণ প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মূল্য খাশা শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আবার যত উচিত মতে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লইত করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জল শোর সাঁহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাশা শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডাঙ্গা, পাশ এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও যাইতে পারে। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাশা শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ বুঝি হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিচালনা করিয়া বাওয়া হইল।”

বিবাহের স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মাথা ও উপযুক্ত হার নির্ধারণের যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বোঝা করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানা হুজির দ্বারা সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাট না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুমতি লভিতে হইত, তাহাতে কোন হার মাথা ও উপযুক্ত হারে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা বুঝি। এই জন্য ইহার ক্রমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাসমূহ এই বিধান অবিলম্বে টাকার চারিখানার উক্ত হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যথাও খাজানা হুজি সম্বন্ধে আবার ক্ষেত্র এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে খাশা শস্যে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যখন বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুজি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তথ্যের বিনামূল্যে অন্য কোনরূপ ক্ষতি থাকিবে এবং রায়ের যে চুক্তি পূর্বেই আদালত করিয়াছে কতদূর রক্ষিত করার সময় তদনুযায়ী সারি সম্বন্ধে গোলামগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ২য় অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদি পাণ্ডুলিপির অধিষ্ঠার ও হেতুর বর্ণনার ২য় দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি আনিতে পারিবারি যে লোকের সংস্থার জমিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাঁধাধাক মিযোগের বিশদ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়ামূল্য ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাঁধা করা চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির অন্য কাঁধাধাক মিযোগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাঁধাধাকালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিবার অনেক পূর্বে পাশ হইয়াছিল। উক্ত কাঁধাধাকালী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ ওকতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাঁধাধাকালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাঁধাকারকেরা ও অতিথোজ্ঞাধন প্রকৃৎপক্ষে তদন্ত ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কনিষ্ঠে একটা সিদ্ধিষ্ট প্রণয় করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উক্ত পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

জমাদারি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া ঘোষিত হইতেছে তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিগত বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, আমার ও সামান্যের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভদ্রসিংহের উপকারার্থ গবর্ণমেন্টের পিতৃহানীভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও ভানুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাঁচুলিগণ কষ্টে ভুতন ভানুকসারেরাও কাগজাদির সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অস্বস্তি হইবেন। এরূপ হলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার কর্মানুযায়ী যে নানা যৌক্তিকতার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাকারো আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কাজা দ্বারা যেমন অনিষ্ট হইতে পারে, এতলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বিশ্লেষণে তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের দায় ও তত্ত্বাবধান-রক্ষকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন ক্ষেত্রেই তত্ত্বাবধানের দায় মালিকের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের মদীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের দায় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশপথে দেশপথে ছান ভির ভির, হাথশাখী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকার হইতে (এই মতল হইলে তত্ত্বাবধানের দায়ের পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাগজ আদায় হইতে) উত্তিমায় শতকরা ২০ টাকার। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

এতদ্বারা আমি এই মধ্যে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে মতল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাসিতক্ষতের কাগজাদি নিষ্পত্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আবেদনের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত প্রচলিত মহাল ও যেখানে দায়ভারী জমীদারকে বিবর্তন করিয়া জমা শাসিতক্ষ অপরাধে কোজদারী মোকদ্দমা করা করিয়া দ্বিগুণা গিয়াছে সেই মতল হলে প্রজারা প্রচলিত কাগজাদি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা কোজদারী আদালত সুীকরণ অর্থাৎ দ্রুত পাইতে পারে, কারণ শাসিতক্ষ নিষ্পত্তিার্থ কোজদারী আদালতের উপর যেমন অমত দেওয়া আছে তদ্বারা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেমন অমত দেওয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কাম্যকর।

সিলেট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কাগজাদি সমস্ত প্রচলিত ভূস্বামীদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে গাফানী কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না। আমার মত এই যে, যাহা কাগজাদির স্বর্ণ ক্রয়কালের নির্দিষ্ট দায়, যে প্রচলিত কাগজাদি তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানের মনোযোগ দিবার তাঁহার যত্নেই সময় থাকিবে না। অতএব প্রস্তাবিত পাঁচুলিগণ অনুসারে রায়হর খাঁজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আর কষ্টে বর্জিত করিবার ও উক্ত রায়ভদ্রসিংহের মিত্র কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কাগজাদির সম্বন্ধে সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাঁহা নহে, বীহারী কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এবিষয় আশেচম্ব করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়ভার কিছুমাত্র অতিরিক্ত নাই এবং বীহারী এবিষয়ে তাঁহাপ্রকৃ-
দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন না, তাঁহারও আমার মত এ-মত হইবে। এরূপ হলে গবর্ণমেন্ট কিরূপ লোকের মত হইতে কাগজাদি সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকীর মতল বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্ট যে প্রণী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেট প্রণীত হইতেই কাগজাদি নিষ্পত্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালাই। এজন্য চাকীর মতল বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কাগজাদি করিয়া জমা উক্ত প্রণীর দৈনিক প্রচলিত পাঠ্যেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ একজন ভূস্বামীর দায় অতি অল্প; আর আমি কালি শাসিতক্ষ অপরাধের কোজদারী দণ্ড এবং অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বঙ্গদেশের মতল ভরসা এক জন কাগজাদি নিষ্পত্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং মর্জনা দেওয়া; লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কাগজাদির ক্ষমতা ও তাঁহার সেতোর খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম প্রণয়ন আবশ্যিক। কিন্তু এবিষয়ে আমি মত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেট কমিটিতে তাহার এই মত উদ্বার পাঠিয়াছি যে হাই কোর্টে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়-
নার্থ অনুমতি করা হইবে। কিন্তু আমি জমীদার, আধারা বলি যে কাগজাদির ক্ষমতা অনিশ্চিত থাকি উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার ক্ষমতায় তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি মতল তাহাি এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে ছাট কোর্টে ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিধের অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে ভিন্নস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিপা পূর্বক নিম্নেরূপে জমীদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে তাই কোর্টের সঙ্গে মতুণা করা হয় নাই কেন?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এত রূপ হয়, তাহা হইলে এক্ষণে জমীদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যোগ্যতম সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের স্বাধীন সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

যাঁদের প্রাচীন প্রাণালীতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপকরেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি যাঁদের কাগজ আছে; অনেক আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হইয়া সেটরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোক্তের সুক্স পরিমাণ ও ঠিক আয়না ও জমীর ওন ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অসংখ্যক জমীদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাজনা দিতে তাহাদিগকে প্ররোচিত করাইয়া লয়। জমীদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ চাকির করণের ক্ষমতা আছে, তাহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এতদ্বারা অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার অবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমীদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অন্তর্গত দেখিয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এটো যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল আঁমে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ করিয়া ইচ্ছা করে এমন সব আঁমেই উচ্চাতে কাজ দেখিয়া উচিত; কি নিম্নারে যে যাহারা ইচ্ছা করেন। তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা তাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া মনস্তাপস্যা মোক্ষদয়ার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। উচ্চাতে যে কি পরিমাণে বৌদ্ধধর্মাব উৎপত্তি হয় তাহা তাহারা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র অর্থ ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এটা আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক বৌদ্ধধর্মাব এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমীদার আছে যাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এক্ষণে বৌদ্ধধর্মাব তৃপ্তিহারা চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচণা করিতে হইয়াছে।

জমীদারেরা সমস্ত অধিনায়ী শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অসংসার বসিয়া গিয়া হইল, তাহাহলে প্রচার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাঙালী ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিনায়ী এক। এবিধের যেরূপ অসুবিধার প্ররোজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া বৌদ্ধধর্মাব, বাস, হস্তাণ ও ছুন্ডিয়ায় কি সকল প্রণীর লোকেই ক্ষতি হইবে না?

এই সবল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল আঁমে সম্পর্কশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে উচিত নয়। আঁমে জরীপ প্রদত্ত করা আবশ্যক।

জমীদারের রেজিস্ট্রী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদপ্রকাশকালে এক্ষণে সফলতা সহকারে এই বিষয়ে লিপিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিধের তাহার সম্বন্ধ আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমীদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও স্বার্থউপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে ফলে প্রজারা পশ্চগট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে ফলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। যার জেয়ম কেয়ার্ডের প্যার প্রদান প্রাথমিক দাবিও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না,” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তাহার জমীদারের বিক্রান্তের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গড় জামুয়াগী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এক্ষণে প্রজাদের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমার (জমীদারবর্গ) অভিপতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আবাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকন্তর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা এবিধের অত্যন্ত নিদোষ হইয়াছে, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

থারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আদালতের আটলমস্ত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাহ্যিক উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাঁচা যে কোন একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারমস্ত ও বাহ্যিক কার্যক্রমাদি আদায়ের এখনও আছে, তাহা বহিষ্কৃত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্ব অধীন নহে এবং এখনও সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রকারে অল্প খাজানার অন্তর্গত থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গার বাস করে না, তাহার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে নিশ্চয় হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার মিরদিসের মত মাংস ভোগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিয়াতে ভূমিগণিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যিক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কক্ষচারীরা ফ্রোক করণার্থ সেইস্থানে পহুঁছিবীর পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া শস্যরস করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যক্রমাদিতে যে জমিদারের উপর কেবল ফোর্টফা ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য ক্ষুণ্ণ ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অল্প খাজানার প্রকাশ্য কর্তন হইয়া মাত্র গ্রাম ভাগ্যকরিতা যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কলকাতা হাজার একমাত্র এডিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপ মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আদায় বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যন্তর আদায়ক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার পরে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হুবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আদায় অভ্যন্তর আদায় গোপন হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারাই রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারাই যে অল্প গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কত আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের পূর্বাগতের পূর্বে তাহারাই গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাই সরাসরি নোনাংদের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অমাত্য হইলে তাহার জন্য এত বড় বড় শাস্ত প্রদান ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রভুত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে নোব আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আটলমস্ত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ার পরে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিচ্ছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যিকতা ও সুবিচার দিবার আদায় এক মুহুর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে উচ্চা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিরাড়েন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরাই গবর্ণমেন্টের সুবিচারের সত্য হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অস্বীকারতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়ম প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ শাসন আদায়ের পক্ষেও প্রয়োজন। আদায় একমাত্র কারণ যে এবিধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পরীবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহায়া জমিদারগণের অধিকাংশেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির আধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির আধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টাও আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিভাঙ্গীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিধে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ ক'রুণা বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীন্দরেরা যে এইরূপ চুক্তির অধ্যায়ে বাধ্য হইয়া আসিতেছেন কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চুক্তির প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ গণেশ্বরের সম্মতি ক্রমে ও পল্লীমণ্ডলের অনুরোধেই অস্টারের বর্তমান যে বন্দোবস্ত সাধারণে উৎপন্ন করিতে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তাগাদুরা করা না হয়।

অন্যদিক ১৮৮৩ সালের মধ্যে যত চুক্তি হইরাছে তাঁহার সমস্তই রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতেছে। এই শিক্ষাপ্রণীতির
লক্ষ্যই প্রভাবিত ব্যবস্থাপনাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ শিক্ষার সম্পূর্ণ অমোক্ষ-
কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাপেই রাষ্ট্রের অধিগত হয়। ব্রাহ্মত্ব জীবনপন্থার কথাতে কাজ করার অনেক
উপকারী আশু হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আশঙ্কিত থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা
হইবে।

উপসংহার কালে এষ্ট সিলেক্টে কমিটীর মীমাংসায় অন্তর্ভুক্ত যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আবি লিপিবদ্ধ করিতে উদ্ভা করি; কারণ আমায় বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে বাধ্যতায় লিপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আবরণ এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

সে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাঁহাদের জন্য কোল যে গবর্নমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূয়ানিষেধের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক জ্ঞান হইল, তাহারা অন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আটমের অবতারণা করিয়া হইল যে গবর্নমেন্টের আটমের সম্বন্ধে উক্ত উপাশিঙ করায় সমস্ত নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাভে যে বঙ্কিম কৃষক জমীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাশ করা হইবে তাহাদের লোণ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত হইবে অথবা এক হুঁতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি করবার ও আবার উৎকালীন ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের এই পীতুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অসিষ্ট সমূহের প্রতিবোধার্থে পাশ এক মাত্র সমস্ত মেশটিক আইনোলম ও কঠো নিষিদ্ধ করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের সজ্জিত সম্বন্ধে আশী-মের নিকট পরিষ্কার প্রদান দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বিকার সতকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমাসিকারী ও প্রাণীসম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের প্রাথমিক অনুসন্ধান পাণ্ডুলিপি অবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিয়া কখনো কখনো ও একত্রে গ্রহণ করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উপস্থান করিয়া চিরকালের মত বিষয় মোহাংশ করিয়া দেব।

আরও আমার সত এই যে অধিকাংশ দিবসে এমন গ্রহণ ব্যক্তিরকে সিনেট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাঠ-
লিপি সম্বন্ধে সৌভিমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্মিট্রি বিয়মক সংঘর্ষ সংবাদ
আমাদের শিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বাতাসুবাদ সম্ভাবনক
হয় নাই এবং যে সীমাংসার উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

२७८८ गजल १ अस्थित ।

द्वितीयः ।

म.न.र.सं. ४ अ. ५ दी.न. १

ସୋହନ ।

সুখা বেলাতর বস্ত্রশাল ও কবিশাটের সমস্ত আশিল, জারদীরদার, ক্রোড়ী কার্খাকারক ও নিয়ামগণ বিমিত
হউন। সমস্ত লোক সীতার কাঁজাকারী সেই বাসনাটের আশ্রয় ক্রমে উক্ত বেহার স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরকারের
ধরমপুর পরগনা ও জিহাঁও নগরগণের দেহাও পরগনা আশ্রয়জিত ইয়ায় রূপন প্রকৃতি স্বভেদে সহিত রাশা
সুখ নিহতকে দ্রুত করিয়া দেওয়া গেল। (রাশা সুখ সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারদ্বারা তিনি প্রাপ্ত
হওয়ায়, উহা ইঙ্গল ভাষায় বর্ণিত প্রকাশ করা গেল)। নিয়ামগণের কারণবশত ও কার্খাকারকগণ ইয়াত
তাঁহার রাজত্ব স্থাপন থাকে চিরস্থায়ী জমিদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমিদারী স্বভেদে বজার রাখে তাঁহার
সমস্ত উল্লেখ টীকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাষ্ট্রের বিত্তবী জন তবে ইহার পরামর্শ
নিয়ে কাছ্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহামান্য সমস্তের অঙ্গানী ইহা জাহারা তাঁহার আশ্রয়দ্বারা
উক্ত ঠিক কার্খাকারক এবং বস্ত্রশালার নীকৃত সমস্ত দাখিল করার জন্য আশ্রয়দ্বারা
উক্ত ঠিক কার্খাকারক এবং বস্ত্রশালার নীকৃত সমস্ত দাখিল করার জন্য আশ্রয়দ্বারা

ਅਭਿਵੇਕਤ 82 ਨਵੰਬਰ 2019

ডি. সিউজ: ৮টি ক,
তাবুতবসীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবর্ত্ত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিষ্পত্তি, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ..	451—469	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিষ্পত্তি, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৪৫১—৪৬৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	3—4	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৩—৪
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের প্রাধিকার-অপনয়ন	নাই।
PART VIII.—Advertisements	459—477	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিফাৎ লিখিত	৪৫৯—৪৭৭
SUPPLEMENT	Nil.	পাঁচবিধি গবর্ণমেণ্ট গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিষ্পত্তি, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April 1884.*—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhudotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shital Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A. D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Myrmensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr. F. E. Pillard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Furrerdpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmetho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

POLICE.—*The 21st March 1884.*—Mr. J. Lambert, C.L.K., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 25th April 1884.—Mr. C. Jennings reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884.—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮১ A অম্বর ।

সামারণ ।—১৮৮১ সাল ১৭ আশ্বিন ।—মুন্সেজের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ডবলিউ, ও'রাউলী সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত বাবু শীশলনাথ বসুর পরিবর্ধে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু ভবকোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত এচ. এ. ডি, ফিলিপ্স সাহেবের পরিবর্ধে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮১ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত আর, এম, ওয়াশার সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধি ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিরদিষ্ট ছুটী পাইলেন ।

১৮৮১ সাল ২১ আশ্বিন ।—গাঁওজান পরগনার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এফ, ই. পিফাউ সাহেব উক্ত জিলায় অন্তর্গত রাইবহালে দীর্ঘ কাল যাবৎ তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮১ সাল ২২ আশ্বিন ।—কুষ্টিয়ার কালেক্টর উপাধেশক জীযুত বাবু সীলকান্ত সরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কমতাক্রমে নিযুক্ত হইয়া করীমপুর জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮১ সাল ২৪ আশ্বিন ।—বাখরগঞ্জের সিবিলকালীন্দ্র সর্বাঙ্গী ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু রাধিকালাল শোম, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধি ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১৩৪ ধারামতে পর্য্যাপ্ত মাসের ছুটী পাইলেন ।

১৮৮১ সাল ২৫ আশ্বিন ।—মুন্সেজের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

গব্বার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস অনেক প্রতিকর্মের ভাড়াপিত করিবার তারিখ অবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন ।

জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটী প্রযুক্ত অসুপরিহিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাইনাম্বার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু মথুরকুমার বসু, গব্বার প্রেরিত হইয়া সেই জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮১ সাল ২৮ আশ্বিন ।—জীযুত এফ, ডবলিউ, আর, কোলী সাহেব নিরদিষ্ট ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চে ভারতবর্ষহইতে শ্রীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮১ সাল ২১ মাঘ ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে, লাম্বার্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অসুস্থত্বের ছুটী পাইলেন ।

১৮৮১ সাল ২৪ আশ্বিন ।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটি অসিষ্টেণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি, এস, মের সাহেব সিবিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধি ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮০ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগস্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন ।

১৮৮১ সাল ২৮ আশ্বিন ।—জীযুত সি, জেনিঙ্গ সাহেব নিরদিষ্ট ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে শ্রীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮১ সাল ১ মে ।—জীযুত ই. বি, নেকার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অসুপরিহিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেরিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ও, এম, ডাক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮১ । ১৩ মে ।]

ECCLESIASTICAL.—*The 26th April 1884.*—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

REGISTRATION.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub-Registrar of Burisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Saran, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Puotit Debi Prasad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools, Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

MEDICAL.—*The 22nd April 1884.*—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Dommraon, is allowed leave for ten days, under section 128 chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

The 21th April 1884.—Assistant Surgeon Rajmohan Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohan Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Lall Dey, Bansdoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umma Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamaree, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree :—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chuckerbutty.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 28th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghar Municipality.

The 21th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghar Municipality of Baboo Prasanna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette*, 13th May 1884.]

ধর্মকার্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৬ আগ্রিল।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিউটিং বাল্টিস্টে মিশনের মিশনারী জীযুত আর্থার জেনসন সাহেব খ্রীষ্টানদের এদেশীয় ব্যক্তিদের দিবাহের সর্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আগ্রিলের ৫ তারিখ ৫ আকরনমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৬ আগ্রিল।—বিশালপুর বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র রায় যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন ১৪৭৫ নম্বর কাছাকাড়কদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র রায় ছুটি গ্রহণ অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, শংকরাঙ্গ জিলার অন্তর্গত নলছিড়ীর আদালত-রেজিস্ট্রার জীযুত বাবু বনমালী রায় বরিশালের বিশেষ সদ-রেজিস্ট্রারের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আগ্রিল।—জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটি গ্রহণ অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, সারনের একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত দৌলতী মণিরক আলি খাঁর পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত ডাণ্ডাবাড়ি বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল।—পূর্বের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু আশুতোষ রায় ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর অসহি পুরীর সদর সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যোতিষদৌলতী আনন্দের গুরুত্বের কক্ষ ভার্য্য করিতে জীযুত দৌলতী নৈয়দ উকীন আনন্দ মুন্সের জিলার অন্তর্গত ডেবদার (কুলবাড়ী) যামো সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৭ সাল ২৩ আগ্রিল।—১৮৮৭ সালের জুলাই মাসের একটি ইনিম্পেটের জীযুত সি. বি. ক্রাক সাহেব সেই পদে স্থায়ীকরণে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আগ্রিল।—জয়রামনন্দ সাত্তা বা উমদাসের কাগরে অসুপস্থিতি ভারপ্রাপ্ত আর্সিষ্ট্যান্ট মর্ডন জীযুত বিপিনচন্দ্র ঐশ্বর্য্য মিশ্র কাছাকাড়কদের ছুটির বিধি ২০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ৩৩ ডেক্রয়ারি মাসের ২০ তারিখ অসহি ১০ নং নম্বরের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আগ্রিল।—আর্সিষ্ট্যান্ট মর্ডন জীযুত দৌলতী চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদে ডেপুটি কালেক্টর মেডিক্যাল কালেক্টর বারডেন বিহার (খতৌন) শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আর্সিষ্ট্যান্ট মর্ডন জীযুত রাজমোহন বন্দোপাধ্যায়ের পদে ডেপুটি মর্ডন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার মেডিক্যাল কালেক্টর বারডেন বিহার (খতৌন) শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আগ্রিল।—জীযুত রায় কানাইলাল দে, বাকীপুর কক্ষ করিতে অন্যর গ্রহণ করিতে শিখারনন্দ কাম্বের মেডিক্যাল কালেক্টর জয়রামনন্দ সাত্তা বা উমদাসের কাছাকাড়কদের ছুটির বিধি ২০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ৩৩ ডেক্রয়ারি মাসের ২০ তারিখ অসহি ১০ নং নম্বরের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।—নেলফান্ডীর দ্বিতীয় সুনামজ জীযুত বাবু অম্বিকানন্দ ও ১৪৭৫ নম্বর জিলার অন্তর্গত নেলফান্ডীর গুপালপুরের কাছাকাড়ক কনিষ্ঠের মেসারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপারগুডিচ মাওনা গুপালপুরের কাছাকাড়ক কমিটির মেসারের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু বিশ্বনাথ সিংহ, এম. এ. । জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চক্র ভৌ।
ও সি. এল।

পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল।—জীযুত এফ. শিল, স্যারের আর্সিষ্ট্যান্ট পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কাছাকাড়ক কনিষ্ঠের মেসারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল।—গবর্ণমেণ্টের উকীন জীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমারের মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল।—কুমারগীর মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু প্রমথকুমার রায়, এম. এ. ও বি. এলকে আপনানের প্রতিবন্ধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত টি. কেনন সাহেব কিয়ংকালের নিমিত্ত দার্জিলিং মুন্সিপালিটির প্রতিবন্ধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এফ. প্রেটোজ সাহেব দার্জিলিং মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhuboah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhutan Mukerjee.
„ Modhosudan Roy Chowdhry. „ Kabi Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station (*ex-officio*.)

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Girish Chandra Sen
Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weatherall to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahchgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chandra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal.
„ Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kaudi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত কুতুরা মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুক্ত কাণাইরাম বাবু ।

| ঐযুক্ত পরমানন্দ বাবু ।

মহেশ্বর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত মৌলবী আফসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

| ঐযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ ঘোষাপাধ্যায় ।

” ” মধুসূদন রায় চৌধুরী ।

” ” কালীকিশোর রায় চৌধুরী ।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইন্সপেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে ।)

১৮৮০ সাল ১৫ আশ্বিন।—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোটরাজ মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

মেওয়ার মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুক্ত বাবু অগস্ত্য শর্মাকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

বিশেষ সব-রেজিষ্টার ঐযুক্ত বাবু রাজ-
কৃষ্ণ ঘোষাপাধ্যায় ।

| ঐযুক্ত বাবু বিদীপচন্দ্র সেন ।
” ” মুন্সী আলি আহমদ ।

কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত এচ. এম. ওয়েনসরঅল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৫ সাল ২৮ আশ্বিন।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষাপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত মৌলবী ফজলুর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুক্ত মৌলবী রসীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ
বাহাদুর ।

| ঐযুক্ত বাবু বিহারীলাল সান্নায়াল ।
” ” কেশারনাথ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুক্ত বাবু মহেন্দ্রগোপাল রায় ।

| ঐযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র ।

ঐযুক্ত বাবু বলসুন্দর বাজপোয়ী উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশানরের ঐযুক্ত বাবু টেকরচন্দ্র টেককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Baboo Ambica Churn Mukerjee is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhattacharjee. | Baboo Saroda Prosad Mukerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Nabin Chand Ghose to be their Vice-Chairman.

The 29th April 1884.—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary.

The 30th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Chattrā, in the district of Hazareebagh :—

Munshi Goodial Sing.		Baboo Jai Nandan Sarkar.
" Mukund Hossain.		" Achin Nath Chatterjee.
Baboo Poresb Chunder Datta.		" Ramdial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Rajkissen Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhanga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prasad.		Baboo Mohamaya Pershad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of		Munshi Behari Lal
Tirhoot State Railway Accounts.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagatbundhoo Mitra to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 24th April 1884.*—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

The 2nd May 1884.—Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality, *vice* Baboo Shyam Kumad Mukerjee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 5.—*The 24th April 1884.*—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed his self of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত যুগ্মনিপাতিটির কবিতা সম্বন্ধে পালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।—

କ୍ରିଷ୍ଣ ବାମ ଜଗନ୍ନାଥର ଚର୍ଚ୍ଚିତାର୍ଯ୍ୟ । | କ୍ରିଷ୍ଣ ବାମ ନୀଳମଣି ଅନାବି ସୁପଦାଧାର୍ଯ୍ୟ ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত কাগজাকারকেরা স্বঃ পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়ভোড়ানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কাগজ পরিবর্তন করণার্থ কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে নিম্নকৃত হইলেন।—

গৌরীস থানার কার্যের অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত গৌরীসের সব-ইন্স্পেক্টর।
গজবতী ব্রহ্মসালসের কার্যের অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত গিল্লি ইন্স্পেক্টর অফিসিওর।

১৮৮৪ সাল ৩০ অক্টোবর।—নিম্নলিখিত যোগেশেরা কাজারীবাগ জিলার অধ্যক্ষ চাকরী যুক্তি
সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।—

ঐযুক্ত শ্রীমতী প্রমথলাল সিংহ ।	ঐযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ সরকার ।
" মহেশ লসেন ।	" অমেরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
" বাবু শরৎচন্দ্র দত্ত ।	" রাম যদুলাল নাড্ডাওয়া ।

ভূপলী জিলাত অধ্যাক্ষ ভদ্রেশ্বর মুন্সিপিপালিগীত কবিশা.নরেন্দ্ৰা ঐযুক্ত বাবু ব্রাহ্মসং বন্দোপাধ্যায়কে
আপনারেত কতিবন্ধি সভাপতিত্ব পদে পুনরায় মনোনীত করায় ঐযুক্ত মোস্তফিজ গবাবু সাহেব
ভালো অনুমোদন করিলেন।

ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସହାୟକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମିତିଗୁଡ଼ିର କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିୟତ ହୋଇଛନ୍ତି ।—

ঐয্যুত বাবু অজগিচাঁদ্রী প্রদান ।	ঐয্যুত বাবু মহামায়া প্রদান ।
ফ্রিডল ফেটে রেপ্তওথের চিহ্নঃব পরীক্ষক	.. মুনসী বিহারী লাল ।
ঐয্যুত হারি ফে মাট সাংকেব ।	

বঙ্গদান মুনিসিপালিটির কমিশনারেরা শ্রীযুক্ত বাঃ জগদ্ধ মুখোপাধ্যায়কে অংশদানের প্রতিশ্রুতি
সত্যাপিত্ব পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শপথের বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ তারিখ।—ঈশ্বর এবং প্রোটেক্ট সাহেব দার্জিলিং জিয়ার পক্ষ
কমিটির নেতাদের পক্ষে নিয়ুক্ত হইলেন।

୧୯୮୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ :—ଶିଶୁବଳ ବାବୁ ଆମାକ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୋପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡେପୁଟି ସାହିରସିଂହ ଓ ଡେପୁଟି କାନୁନଗୋଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାବୁ ନୀଳମଣିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିଧିକୁ ହଜିଲେ।

মি. ম. লি. ৩ টি জালাল আমিন গেজেট হইতে সংকলিত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আমিষ্টা-ট কমিশ্যনার জিহুদ জে, ডি, জ্যাগুরমস সাহেব
জিহুরিক আমিষ্টা-ট কমিশ্যনার জিহুদ বাবু জেগানন্দ পত্রমবিণের প্রতি দক্ষিণ জিহুদ মহুমার কাছের
তাহার্পণ করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের অপরাহ্নে অমু যহের ছুটি যহণ করলেন।

৭ নম্বর।—সাগিফোর্ট কমিশনার জিযুও এ. জে. শিমরোগ সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮২ সালের ৬ আগ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

एक, दि, भी कक,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

ERRATUM.

The 24th April 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, for "houses" read "hours."

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner	...	For Ward A.
„ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner	...	For Ward B.
„ Ram Lall Mookerjee, Pleader	...	} For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	...	
Baboo Bani Madhub Ghose	...	For Ward D.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bati Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 30th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1881 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1881, shall come into force on the 1st August 1881.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 74 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

অন্তঃসংশয়।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ মেম্বারি ডিবিখের বাক্স। গবর্ণমেন্টে গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় শর্তে "বাক্স" শব্দের পরিবর্তে "ঘটা" পাঠ করিতে হইবে।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যেরে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্ন-লিখিত মহাপুত্রেরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত পঞ্জীতে বঙ্গদেশ মুন্সিপালিটীর কমিশনারের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

চিকিৎসক জয়ুজ বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র	A. পঞ্জীতে।
" " " অন্নদাশ্রয়ান মুখোপাধ্যায়	B. পঞ্জীতে।
উকীল " " রামলাল মুখোপাধ্যায়	C. পঞ্জীতে।
জয়ুজ মুনশী আবদুল গফুর	
" বাবু বেনীমাধব ঘোষ	D. পঞ্জীতে।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যেরে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জয়ুজ সেন্টেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারা মতে প্রাপ্ত কর্মতানুসারে কার্য করিয়া ও দ্বিতীয় মুন্সিপালিটীর সভাগত কমিশনারদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৫ অবধি ২৪৫ পর্যন্ত ও ২৪৭ অবধি ২৫৬ পর্যন্ত ও ১৮১ অবধি ১৭৭ পর্যন্ত ৮ ২৮৩ অবধি ২৮৮ পর্যন্ত এবং ২০৫ ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে ঘাইবার পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫০ ফুট পর্যন্ত স্থানের মধ্যে এবং মুন্সিপালিটীর অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তাহার ২৫৬ ধারা কার্যকর হইবে।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যেরে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জয়ুজ সেন্টেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুন্সিপাল আইন মামল ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১ ধারামতে প্রাপ্ত কর্মতানুসারে কার্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত ৩ আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সাধারণের অবগত্যেরে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুন্সিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপ্লব কারণ দর্শান না গেলে, জয়ুজ সেন্টেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুন্সিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রাপ্ত কর্মতানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত মুন্সিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও সিয়ত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে ওয়ালা রেজিষ্টারী করিবার নিয়ম উক্ত কমিশনারদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪২ টাকার অর্থিক ফী আদায় করিবার অমুখতি দিতে কল্যাণ করিয়াছেন।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 2nd May 1881.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagapore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhors of standard measurement, are required.

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot (a).—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Folly road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot (b).—On the north by the Strand road; on the south by the Karnafuli river; on the east by the godown belonging to Mr. Determes; and on the west by the garden belonging to Nityananda Rai.

Plot (c).—On the north by the municipal land and moaisad; on the south by the lands of Dag No. 493; on the east by the river Karnafuli; and on the west by the municipal road and lands of dag No. 494.

Plot (d).—On the north by the Strand road; on the south by the river Karnafuli; on the east by Mr. Determes' godown; and on the west by the godown of Shariatulla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 30th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a pucca drain along the new Chowk road in the city of Patna, pargannah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land, measuring, more or less, 2 cottahs of local measurement, are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 2;

On the East.—The house of Malliejee Moharaj; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;

On the South.—A lane;

On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chaud; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 4;

On the East.—The waste land of Gocool Chaud; and

On the West.—The new Chowk road.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—দ্বিতীয় পুতিয়ার জমো মিনাকপুর মুন্সিপালিটী কর্তৃক এক খণ্ড জমি গ্রামের আদমশহরক গে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের সালনা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডে ১২০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুখণ্ডি বাসারবাড়ী ও শুকাকাটাগড় গ্রামে মুন্সিপাল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটীর অর্থবাহে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আদেশক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কত্টিমতে সন্মতিক ২১।৩ কাঠা ১১। ধুর পরিমিত চারি খণ্ড জমির প্রয়োজন ।

উক্ত চারি খণ্ড জমির সীমা এইরূপ,—

A খণ্ড ।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুখণ্ডি মৌজার ধানোর ক্ষেত, পূর্ব সীমা ছেওরসনের ফলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুখণ্ডি পথ ।

B খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের জমায়, এবং পশ্চিম সীমা নিজামদ্দ রাইয়ের বাগান ।

C খণ্ড ।—উত্তর সীমা মুন্সিপাল জমি ও নয়াবাদ, দক্ষিণ সীমা ৪৯২৩ নং দাগের জমি, পূর্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুন্সিপাল পথ ও ৪৯২৪ নং দাগের জমি ।

D খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের জমায় ও পশ্চিম সীমা নরিন্দ্রী ব্রহ্মাণ্ড জমায় ।

উক্ত সীমাদের সম্পর্ক থাকে ডাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আটকের ১ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে সূতন চকের পথের ধারে পাকা সড়ক করিবার জন্য পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থবাহে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আদেশক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে দ্বিতীয় দাগের সন্মতিক ১/২ কাঠা পরিমিত দুই খণ্ড জমির প্রয়োজন ।

উক্ত কএক খণ্ডের সীমা এইরূপ,—

১ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—মালাউজী মহারাজের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—সূতন চকের পথ ।

২ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা ।—এক গলি পথ ।

পূর্ব সীমা ।—মুকুন্দলালের ও গোবিন্দলালের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—সূতন চকের পথ ।

৩ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলি পথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—৪ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—গোবিন্দলালের পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা ।—সূতন চকের পথ ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3 ;

On the South.—Plot No. 5 ;

On the East.—The houses of Lachoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey, Nathnee, and Raupersal ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4 ;

On the South.—A bye-lane ;

On the East.—The waste land of Munnee ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6.

On the North.—A bye-lane ;

On the South.—Ditto ;

On the East.—The house of Rahmutoolah ; and

On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 3rd May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Telegram begins :—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad :—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bassorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs :—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Message begins :—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins :—Singapore, Point of
[*Gazette of India*, 13th May 1884.]

৪ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা —৩মং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । —৫নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা । —মতু বাবু, বলাকি লাল মল্ল, জামকী, নার্মনী ও রাইসামাদের বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । —নৃতন চকের পথ ।

৫ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । —৪নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । —এক উপাংশ পথ ।

পূর্ব সীমা । —বনির পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা । —নৃতন চকের পথ ।

৬ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । —এক উপাংশ পথ ।

দক্ষিণ সীমা । — এই এই

পূর্ব সীমা । —রকম কুলার বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । —নৃতন চকের পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহানিকে ১৮৭০ সালের ১০ জুইনের ৬ দ্বারা বিধানসভা এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল ।

এয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা ।

বোম্বাই,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৩ মে ।

এমনেব রেসিডেন্ট সাহেব তাঁরযোগে এতরূপ খবর দিয়াছেন ।—“বোম্বাইয়ের নিকট প্লেগ হওয়ার, কাইরোস্থ ব্রিটিশ কন্সল জেনরল সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত মন্তব্য টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে ।—বোম্বাইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘণ্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিসরে যথেষ্ট জিনিষ, শিল্প জরায়াদি, রং ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে । বোম্বাইয়ের সকল বাণিজ্য সুযোগ বোম্বাইয়ের নিকট বিবরণ করিতে হইবে ।” রেসিডেন্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অনুমতির অপেক্ষার পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা ।

বোম্বাই,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

আমার ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ । পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট এমনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করার অনুমতি দিয়াছেন ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা ।

বোম্বাই,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

এমনেব রেসিডেন্ট সাহেব তাঁরযোগে এই খবর দিয়াছেন ।—“কাইরোস্থ ব্রিটিশ কন্সল, জেনরল সাহেবের স্থানে পশ্চাৎলিখিত মন্তব্য টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । “এমনে যেরূপ ব্যবস্থা করা [গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ৩ মে ।]

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furrerdpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Houghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 2nd May 1884.*—Baboo Suresh Chandra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No. 193.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	21th April 1884.	<i>Sub. pro tem.</i>
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

হইরাছে, হাব্দে মিলাপুর্ন, পাইন্ডে ডি গলে, কলম্বার্ড ও পারমা রোপ উক্ত পদার্থাদি নীচের তালিকায়
এ সকল স্থানের নিকটে এখানে কারা-কাইন বাদী হইল। রোগাক্রান্ত নন্দী মেসার্সের সহযোগে
কারা-কাইন নির্দেশ করা গেল। যেহেতু বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহা হইলে বিকল্পে B 'চক্র' এ-বি প্রবল
করা যাইবে।"

এ, সি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯২০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল।—করীমপুরের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কাসেটের জিহুত বাবু
মীলকান্ত সরকার জুডীশিয়াল মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আগ্রিল।—জিহুত মোলবী মাজিস্ট্রেট মদনদাস জুগলী ও মুন্সিপাল বেজের অটো-
মিক মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আগ্রিল।—কুটোয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত মোলবী টেনরন মদনদাস ইয়াইল
কোজলাগী মোকদদার কাগাজদারী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারার লিখিত অপরাধের মর্মান্তিক বিচার
করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফার ডুটী।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত বেজেরপুরের মুন্সেফ জিহুত
বাবু শুরেশচন্দ্র ঘোষ অনেক প্রতি কন্ডের ভার্যপন করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের
ডুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ডুটী পাইলেন।

১৮৮৭ সাল ৩ মে।—নন্দীয়া জিলার অন্তর্গত কালিঘাটের মুন্সেফ জিহুত বাবু জিগোপাল চট্টো-
পাধ্যায়, অনেক প্রতি কন্ডের ভার্যপন করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের ডুটীর বিধির
৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ডুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯৩ নম্বর।—ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রমিক আন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ার জিহুত আর্, এন, জে,
রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষাকৃত হইয়াছেন।

১৯৪ নম্বর।—ডাক ও মরমসিংক স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রমিক আন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে,
সি, ওয়াটস সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চের ১৯২২ বিজ্ঞাপনমতে যে অফিসের ডুটী পাম তাহা
হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্বাঙ্কে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১৯৫ নম্বর।—পদবুদ্ধির কথা।—জিহুত সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের
ইঞ্জিনিয়ার গিরিশ্চন্দ্র নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করিলেন।

নাম।	বে পদবুদ্ধি।	বে পদে।	তারিখ।	পদ বুদ্ধির তার।
জিহুত এফ, জে, জে, সি. মদনদাস সাহেব	চতুর্থ শ্রমিক একসেকি- টিং ইঞ্জিনিয়ারের	জুডীশিয়াল একসেকি- টিং ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আগ্রিল	কিরীতলালী নদী।
জিহুত এ, ই, বেদমন্ড সাহেব	প্রথম শ্রমিক আন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ শ্রমিক একসেকি- টিং ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আগ্রিল	কিরীতলালী নদী।

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেটারী ১৮৮৪। ১৩ মে।]

No. 196.—Leave.—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sappa, pergunnah Knari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoores of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhangsi, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoores of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

The 6th May 1884.

No. 199.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. P. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় জেণ্ডার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এমেশ্বরী ভাষাভাষ করণার্থে এই মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ২ অফিসের ২৭ দ্বারায়তে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগনার তেওয়ারী নাটকানেরা ও সপার্যা আমে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে এই আমে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ দাইলের মধ্যস্থিত ৪২ অবধি ১০৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ কতিমতে স্থানাদিক ৪০।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত ধকসি পরগনার দেবপুর আমে নুতন প্রস্তুত বনাঙ্গী জল কপাটের ইধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত আমে কতিমতে স্থানাদিক ১।০ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিভিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার মুন্সীগঞ্জ আমে মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মুন্সীগঞ্জ আমে কতিমতে স্থানাদিক ২৫৩।১ ডটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডক মুন্সেফের আদালত বর ও পুষ্করিণী, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছ দিন্দের বাগান।

ইচ্ছাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৪ নম্বর বিজ্ঞাপন উললিত ছোট রেলওয়ে লাইনের সুপিরিয়র রেভিনিউ জোবলিংমেন্টের তৃতীয় জেণ্ডার টোপর কীশর জীবুত এচ, কে, কনলিক সাহেব ব্রিহত্ত ছোট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, এম, এস, সি।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

রাজ্যীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মহিষসভাসিদ্ধি বঙ্গদেশের জিযুত সেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত সামান্য সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৭ মাঠ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে মহিষর জিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ২ আইন ।

কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধনকার্য আইন ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ মাধ্যম আইনের নিম্নলিখিত মর্মে

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ মাধ্যম আইনের নিম্নলিখিত মর্মে কলিকাতার যের অংশ নাই, তদ্বশে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাহার কাষা চালাইবার ব্যবস্থা করা এবং তাহার সাধারণ কার্যাবলি, তদ্ব্যবস্থান ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয় এবং পূর্বোক্ত এই কার্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Act No. II of 1884.

বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধন করা আবশ্যক । অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।—

১ ধারা । এই আইন “ কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক আইনের অধিকরণ ও ১৮৮০ সালের আইনের ” শিরোনামে প্রণীত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ।

আর এই আইন যে তারিখে জিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন করিবে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

২ ধারা । “ কলিকাতা ” শব্দে বঙ্গদেশের কোর্ট-হাউস “ কলিকাতা ” শব্দের নিয়ম রাজস্ব-সচিবের নিয়মিত প্রথমস্থানীয় দেওয়ানী বিভাগে প্রদত্ত হইবে ।

৩ ধারা । কলিকাতার মধ্যে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে, কিন্তু যাহা ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত মর্মে

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত মর্মে কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত মর্মে কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে

সমাজ যে সকল শ্রুত, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য
করিতেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সেই সকল শ্রুত,
ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য করিবেন।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল
আইনসংগ্রহ নামক আইনের
নিষ্কিষ্ট নগরের সীমার বাহিরে
যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামও-
য়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা
যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়ী ও সমা-
জকে কোলরপণ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে
হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোল কথার অর্থ করিতে
হইবে না।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধরক ১৮৮০
সালের আইনের ৪ ধারামতে
যে সকল ট্রামওয়ে
প্রস্তুত করা গিয়াছে তৎ-
সম্বন্ধে আইনমৎসূত্যান
নকৈকল হইবাব কথা।
যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই
ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে
বিধরক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান থাকিবে।

সি, এচ, রাইসী,
ব্যবস্থাপন কার্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আমিনতাঁট সেক্রেটারী।

RAI KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্বে দুই সপ্তাহ

৮০ ডোলার সেরের হিসাবে

নম্বর ।	জিলা ।	৮০ ডোলার সেরের হিসাবে					
		গম ।	যব ।	ডাল চাউল ।	সামান্য চাউল ।	কচু ও বাজরা	গোলমুণ্ড কোরার ।
		এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন
		ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের চিটন
		গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২. বীরভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩. বীরভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪. মেদিনীপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫. কলকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬. হাটহাট ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

মধ্যস্থলের জিলা ।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১. কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৭. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৮. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৯. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১০. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১১. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১২. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৪. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৫. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৬. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৭. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৮. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২০. বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

ক। বর্ধমান নগরের পুত্র দর টাকায় এই—কালীয়া ১৮ সের, কাঁটগায়ে ১০ সের এবং রানীগড়ে ১০ সের।

খ। বর্ধমান নগরের পুত্র দর টাকায় ১৮ সের এবং ১৮ সের পর্যন্ত।

গ। বর্ধমান নগরের পুত্র দর টাকায় ১০ সের এবং ১০ সের পর্যন্ত।

দ। বর্ধমান নগরের পুত্র দর টাকায় এই—খাটগায়ে ১৮ সের এবং কাঁটগায়ে ১০ সের।

ঙ। এই—জয়পুর ১০ সের, জাহানাবাদে ১০ সের।

চ। এই—খাটগায়ে ১০ সের, কানীগায়ে ১০ সের ও বানীগায়ে ১০ সের।

ছ। এই—কুড়িয়ায় ও চুরাডিয়ায় ১০ সের, বেহেরপুরে ১০ সের, এবং রানীগড়ে ১০ সের।

৮০ ডোলার সেরের হিসাবে

সংখ্যক	জিলা।	গম্ব।		ঘর।		ডাল চাউল।		শামাখ চাউল		কুচু ও বাজরা।		চোলম ও জোরার।	
		এই সজ্জাঘরের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের ডিউন	সজ্জাঘরের এই সজ্জাঘরের ডিউন	এই সজ্জাঘরের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের ডিউন	সজ্জাঘরের এই সজ্জাঘরের ডিউন	এই সজ্জাঘরের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের ডিউন	সজ্জাঘরের এই সজ্জাঘরের ডিউন	এই সজ্জাঘরের ডিউন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের ডিউন	সজ্জাঘরের এই সজ্জাঘরের ডিউন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩০	পুরনিয়া ..	১৬	১৮	১৮	১০	১০	১৬	১৪	১৪	১৭
৩১	খালসাহ ..	১০	১২	১৮	১১	১১	১৪	১৪	১৪	১৭
৩২	সীতাল পর- গম্ব।	১৮	১৮	১৪	১০	১২	১৬	১৬	১৬	১২

উড়িষ্যা।

		১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৩	কটক	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৪	পুরী ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৫	বালেশ্বর ...	১২	১২	১২	১২	১২	...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাত্মলের এজেন্ট।

		১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৬	খালসাহ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৭	খোয়াস...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৮	সিংহপুর ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৯	খালসাহ ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

* মফসসে সামান্য চাউলের খুজরা মর টাকায় ১১ সের অবধি ৬২ ১/২ সের পর্যন্ত।

৪৫। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার সবধের খুজরা মর টাকায় ১২ সের, ও অরুণি মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সের।

৪৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে সবধের খুজরা মর টাকায় ১২ সের।

কলিকাতা-

১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

টাকার যত লাভ হয়।

রাগী বা যাকুওয়া ও ভীষ।			৪০ সেরের মনের খোঁকে বিক্রয় মূল্য।		
রাগী বা যাকুওয়া ও ভীষ।	ভাষের।	ফোলা।	ভালাবিকার।	মূল্য।	মূল্য।
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন
এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন

কিনা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পুর্ণমিরা।
...	৩।০০	৩।০০	৩।০০	পুর্ণমিরা।
...	৩।০০	৩।০০	৩।০০	মালদহ।
...	৩।০০	৩।০০	৩।০০	সাঁওতাল পরগণা।

উড়িষ্যা।

১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	কটক।
...	পুরী।
...	বালেশ্বর।

ছোট মাগপুর।

মক্ষিণ-পশ্চিমাকলের একেণ্টী।

১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	মাকারীবাগ।
...	লোহারডাঙ্গা।
...	নিমখুড়।
...	বাঁশখুড়।

য৭। ভক্তক লবণের খুজরা মূল্য টাকায় ৮ সের।

য৮। ইজর লবণের খুজরা মূল্য টাকায় ১১ সের ও খরকমিছার ১১ সের।

য৯। রুমলখপুরে লবণের খুজরা মূল্য টাকায় ১২ সের ও বড়বাজারে ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের বিজ্ঞপ্তি লিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্বে

৪০ সেরের

নং	নাম	গম			ময়			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ		
		এই সপ্তাহের হিট	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিট	এই সপ্তাহের হিট	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিট	এই সপ্তাহের হিট	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিট	এই সপ্তাহের হিট	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিট	এই সপ্তাহের হিট	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিট
১	কলিকাতা	২.৫০	৩.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
২	শেরাজগঞ্জ	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৩	ঢাকা	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৪	নারায়ণগঞ্জ	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৫	টুঙ্গাব	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৬	শাটমা	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৭	বালেশ্বর	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৮	পূরী	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৯	কটক	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০

কলিকাতা,
১৮৮৪ খ্রিঃ ৬ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জালানি কাষ্ঠ ও লবণ বোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

বঙ্গের দর ।

জেলার ও জোয়ার ।		রাসী বা বাড়ওয়া ও চীষা ।		জমের ।		ছোলা ।		জালানি কাষ্ঠ ।		লবণ ।		বঙ্গের ।
এই সপ্তাহের দ্রিষ্ট		ইহার পূর্বে সপ্তাহের দ্রিষ্ট		সকল বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিষ্ট		এই সপ্তাহের দ্রিষ্ট		ইহার পূর্বে সপ্তাহের দ্রিষ্ট		সকল বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিষ্ট		
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৭	২৭	১৯০	২৭	১১/৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	কসিকাতা ।
...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	শেরাজসঙ্গ ।
...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	চাঁচা ।
...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	খারাইনগঞ্জ ।
...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	চট্টগ্রাম ।
...	১৬০	১৬০	১৬০	১১	১৬০	১৬০	লাউষা ।
...	২৬০	২৬০	২৬০	১০	১০	১০	বালেশ্বর ।
...	২৬০	২৬০	পুরী ।
...	...	৩১/৬	১১/৬০	৩৭	১১/৭	১১/৭	১১/৭	১১/৭	কঁচা ।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবয়ক ইন্ডাক্টর।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইন্ডাক্টরনাম। কাছারি কালেক্টরি জেল চট্টগ্রাম।

ইন্ডাক্টর সর্বদা নেলগু মহিবেভে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ জুন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের শিখানসত্ত ১৮৭১ সালের ১১ জুলাইর ৩ শরীর মর্দ্যাকুসার নিম্নের লিখিত ভানুকানি ১৮৮৪ সালের ৩৫ সেপ্টেম্বর দ্বারা সত্ত পর্যন্ত বাকি পড়া: হাঃ ও বোভেল্ল ও গবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদারের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ২ জুন বোভেল্লের ১২২১ বাজালি ২৮ বৈজাৎ মোসবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে একটা বিনা মেয় ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কালিগাছার সর্বভূমির মালিকানি।

ভৌমিক নাম।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সময় কমা।			বাকি।	মোট।	মন্তব্য।
			হাজি।	চেছ।	বাকি।			
২০১ ২৪১	মৌঃ ইকনা থানে টেকনাক ভানুক নহরত আলি চৌঃ	খোঃ ...	১২৭১/০	২০৭৬	৪০৮/৬	০	৪০৮/৬	মল্লপূর্ণ ভানুক নিলান হইবে।
৪৭ ১০৬১	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক ভাঃ জিদতী থাতি চৌঃ	খাঃ ...	১২৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯/৬	৬
১৪৫ ১০৮	মৌঃ রাজারকুল থানে হাজি ন'বুক সেরমন্ত খাঁ ...	সেওয়াল দিবি ও মকদুল আলি গঃ।	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	৬
২০৪ ৪১২	মৌঃ মিঠাজরি থানে হাজি ইজাঃ। জিহতী মতিফা থানুক নাদানধের শরেক আহাদ আলি খাঁ।	নিঃ আদার আলি খাঁ।	১১৮৩/০	১১২/৬	৪২৭	৩৭/৬	৪২৭/৬	৬
২২৩ ২৮৬	মৌঃ বারলাকিয়া থানে চকরিয়া ভাঃ বিবি কসত্রাক ...	নিঃ দেওয়াল আলি সনাগর।	১৮৭১/০	২২৫/৬	৪০৭	১২৬/১	৬২৬/১	৬
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেনুয়া থানে চকরিয়া ভানুক কজন আলি ...	খোঃ ...	২৪১২৭	১০২/৬	২০৪২৭	৭২৭/৬	২১১৫৭/৬	৬

C. A. SAMUELIS, Offg. Collector, Chittagong.

বাণী খাজানার আদানপত্রের পাঠ ।

ইহার দ্বারা প্রধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের যথাস্থিত নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাণী খাজানার এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাণী খাজানের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তৎকালকার নির্দিষ্ট ১৮৮৭ সাল ২১ মেট যোগে ১৯২১ সালের ৯ টেক্সট দ্বারা তারিখ এই জিয়ার কালেক্টর সাহেবের কারিগরি বিনা ওয়রে ও একাধা নিলামে করা যাইবে । ইতি ১৮৮৭ । ৭ এপ্রিল ।

নং জোড়ি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাণী।	টেক্সট।
১৬ নং	১৭ মন্দিরকীর্ণাল জমিদারি জিলা ১০ আনা ময় বেলাবেতা ভাঙ্গুক ১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	মোহিন্দজি চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২১৭	৬২০/১০৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১ । ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাংকা ১৮৮৬ কাগ দিয়া।	জানন্দজি চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনাংকা দিয়া ১০০০০ ডিল। তপে বগভাঙাল।	জয়জি চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	.	.
১১৬ নং	১৮ নং দেওয়ানজি দিয়া ১০ আনা ১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি দিয়া।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমজি হাট চৌধুরী গররহ।	১২৭১৬০	৪২৫৬	এক মালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৪২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামগুন গররহ ৩০ দেওয়ার ১০ আনা দিয়া।	হেংগেনজি চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	.	.
	এ এ এ ...	প্রসন্ননাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	.	.
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	.	.
	এ এ এ ...	কৈলাসজি চক্রবর্তী ...	৩১১৫৬০	.	.
	তপে হাজিরা দি।				
১২৪ নং	১৮৪২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি।	মহিমজি হাট চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০০০৫০	১২১/৮	একমালি মাল নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৪২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ আনা মগর হাজিরা দি ১৮১৮ সালে।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাথালগ।	২১৫১৬০	.	.
	এ এ চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ সগা ও মগর হাজিরা দি ১৮২৯ সগা ও বীর মগর ১৮০ আনা।	চক্ৰকিশোর হাট চৌধুরী ...	১১০১৭	.	.
	তপে নীংখা মরজিপুর মোড়ালক ১৮১৭ জমিদারি। তপে হাজিরা দি।	হৈয়দ আবদুল্লাহ জামালদে জামিনা আকির হাটুন।	২১৭০৫৬০	১২১/৮	মঙ্গুর নিলাম হই- বেক।
১২২ নং	১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩০২৫/৪	.	.
	এ ১৮৪২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১০ আনা।	বিবেশ্বরী দাসা ...	২৪০৫/০	৪০১০	খারিজ দিয়া নিলাম।
	এ ১৮৪২ সালের ১১ আইনের ১০ । ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গাধার গররহ।	১০১৪১/৬৭	.	.

নং ভৌমি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেক্ষিৎ।
-------------	-----------	------------	----------	--------	----------

দ্বিতীয় সেনীর মহাল।

৪০৭১ নং	উপেয় রণভূমি। ৪০৭১ নং চর চারিলাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কাঁদাখিরা।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৪৭৭১০ পাঁচ	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল মিলান হই- বেক।
৪০৮৫ নং	৭৫ বহনমনিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাঁজা বহিন্দ্র চৌধুরী গরহ।	৪৮৩৭	২০১০	৫
৪১৭৪ নং	৭৫ ছলঙ্গমণ্ডী চর তেলুয়াখিরা ...	মৌলানা চক্রবর্তী চৌধুরী গরহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৪২৪০ নং	পরগনে পুখুরিয়া চর গাঁবগরা ...	বাহুলখী দেবী চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাকান্ত খাঁ ও মহাবাণী পরতম্বারী দেবী গরহ।	৪১১৮৭০ মালিকানা ৬০৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৪৭৭	৫

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারীয়া কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ৬ দ্বারা নির্ধারিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেকরাহি পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত বাণী পড়া রাজস্ব ও রোজ ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৪৮ ইং ১১ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঁজালা ও আবাক রোজ মোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে একালা দিলাবে যাঁ বাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ বে।

মহল নওয়াবাদ।

নং নাকিল	নং তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী।			মতবা।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	দোঁট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৪৭৮	খানেম মজীকছত্রি। মোজে কাঞ্চননগর তালুক রণু দেবী।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	১২০৭৮৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪২১১	৩৮৩১১	সম্পূর্ণ তালুকা মিলান হই- বেক।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3th May 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন হোজাবেক ১৮৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছান্তিতে বিনা ওঠরে একাংশ নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোঁট মতর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের মতর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬১৬৩	১৮৪৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে মতর হিসাবের ১ হি- স্যা জুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আনা।	১৩৫৬৬২	৩১৩
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০৬৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০৬৪	১৭৩৬৩০৮
২৯	পং খালিমখালি কিং খালিমখালি	কৈলাসকানিনী দেবী দিগর।	৮২৭৮১১	২ ...	৮২৭৮১১	১০০৮১১
৩৪	পং হিলকি কিং মতরপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৩১১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন বোম্ববকম ১২ গড়া।	১২৬৬০	৩৩১১/১
৬৭	পং তালিবপুত্র কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২৬৩	১ হিস্যা ...	৪৭৪৬১	১১৩৬৪
৭২	পং নাতিয়া কিং কিং নাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২১/৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২১/৮	১২০৮৬১১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুদিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১০৬৩	৩ হিস্যা মুন্সী আশা- বন্দী আশাশুভ বকম ১২২ গড়া।	৫১১১০	৩৬৩
১১১	পং বাজিচপু- কিং বাজিচপুত্র।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২১২১১১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী বকম ১৮৮৯ মতি।	৫৮২১/৮	১১/৪
১২৪	পং বুড়ুন কিং বৈকুণ্ঠি।	খাকমণি চৌধুরী দিগর ...	৭১২১৬১১৮	২ সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২১৬১১৮	৩২৬৭৮
১১৭	পং ভাসুকা কিং ভাসুকা।	রাজকুমার বোম্ব দিগর ...	১৪২১৩০৬৮	১ হিস্যা মেহেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮৮/১১/১৪	৮৫০১/৮	২৫৮/৭১
১৩২	পং বুড়ুন কিং ভাউড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২১৩	২ হিস্যা ২৫১০ আনা ...	১০১৩১/২	৬৪৮
১৩৩	পং মলই কিং মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২০৭২১/১১১	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২০৭৬৩	৮৭৬৮৬৪
১৩৬	পং সর্পাঙ্গপুত্র কিং রামভাঙ্গা।	জুবনমোহন মহুমদার দিগর।	৫৪২৮/৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মহুমদার ১৫১০ আনা।	১৩৭১৬৫	৩১/০১১
১৩৬	পং সুরঙ্গন কিং ১৬৫ নং লাউ আস্থানি রসজ্ঞান নগর।	জহিরুদ্দিন সরদার দিগর ...	১৮৮৪৯	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৯	১৪০০৬
১২১	পং মলই কিং বা- জাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০৬১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাই লাউখিয়া।	৮২৬	৩১৬০১১

Khoulna Collector's Office,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

offg. Collector.

[গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাঁকীর কর্দম সন ১২৯০ সাল বাঁকীলাই লাগাএন কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সালে লাগাএন কিস্তী কেরারি তলবের ২৮ মাজ্জ হুদ্যান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুদী হারা আদার হুদরা যাঁহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৫ । ২১ জুন মোতাবেক বাঁকীলা ১২৯১ সাল ৮ আবাড় নদিবার অত্র কাছাবিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি ।

জোজির নম্বর ।	মহালের নাম ও পরগনা ।	মালিক ।	সমর জমা ।	বাঁকীর পরি- মাণ ।	বস্তুব্যা ।
৪৭	২৮বাঁকী ও গরুরমোজা চাকলে কালির হাট ।	শ্যামকুমার দাস, বাঁদীজুঙ্গরী দাস্যা কুম্ভমেঘন চাকি, জাংঘনি দাস্যা চক্স গোবিন্দ দাস,	৪১৫১১৬০	১৬১০	বাঁদীজুঙ্গরী দাস্যার ১১৮৫৬৯ পাই সমর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যক্তিঅপরাণর অংশ বাঁকী ।
১০৭	বাঁদীমগর মোজা চাকলে কালির হাট	নৌদাবিলী দাস্যা	১০৪১৫৬১	৪২৮১৬৪	
২২১	খোদা দুর্গাপুর ও গরুরম মোজা পং পরাবন্দ	জমকোবরত সেন, আছরা বেগম, রাহকমেছা ছায়েরা খাতুন, ও ছবিয়ল আলম আবুল হে.সেন চৌধুরী ওরফ জোমা খিঞা ও দুলা খিঞা ।	২৫০২৭৬৫১১	৫০০১৬৮	
২২০	বাঁদাব কুরলা ও গরুরম পং পরাবন্দ ।	বাঁদে এনাএতুলা চৌধুরী, জহিমমেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী ।	২৫০৫৬৬১১	১৮২ ১৯	খাঙ্গে এনাএতুলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাঁদার সমর জমা ১০২৬১/৬ পায়ে ৫ অংশ ব্যক্তি অপরাণর অংশ বাঁকী ।
২৪২	চক হুগাঁপুর ও গরুরম মোজা পং সরহাট্টা ।	খএমেছা বিবি চৌধুরাণী এনাএতুলা খিঞা বাউরানী বিবি চৌধুরাণী, জিনা- তুলা চৌধুরী খুসিয়মেছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রৈল ক্যানাথ লাহিকী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আদ্রমেছা বিবি সরৎ ও জলিউদ্দি পক্ষে আবদুললজিক চৌধুরী দাবালগ ।	১৮২২৭৬৮	১৪১৬৮	গবর্ণমেণ্টের ডকুমেন্টের অংশ বাঁদার সমর জমা ৪০১১/৬ পায়ে ৫ বাঁদার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তন্- বাতন অপরাণর অংশ বাঁকী ।
১১৭	আলিগাঁও পং	চক্সলিখর রায়, গোপাল- চক্স রায়, কালসম্বা চৌধুরানী, ইমামচক্স চৌ- ধুরী, ইমামদারী চৌধুরানী রৈলোক্যানাথ লাহিকী ম্যানেজার পক্ষে কোত্তর চক্সকিপোর রায় দাবা- লগ, কদামতী চৌধুরানী কুড়াম সরকার ।	৫২৮১৫/১১১	২০৫৬৪	কুড়াম সরকারের নিজাম ৬০ দিন আলা এ অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

offg. Collector.

বাঁকী খাজনার আশবপত্রের পাঠ।

জিলা দিবাঙ্গপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে জিলা দিবাঙ্গপুরের বহাওদৌ বিদুলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অমাব্য দায়রা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ এ দিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে হিমা ওকরে ৩ প্রকাশ্য খীলাদে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনীর ইন্ডুরারি অমাব্যি বওয়া মহাল।

সম্বর ক্রমিক।	মাল মহাল ও পরগণা।	মাল মালিক।	সম্বর ক্রমিক।	যে বাকীর জন্য খীলাদ হইবেক।	মন্তব্য।
১৫০ নং	ঘোঁজে চারখণ্ড। গরুরহ পরগণা দিল্লিবাড়ী।	কাত্যায়নী দেবী, জয়কিশোর চৌধু- রীপ্রভৃতি।	১৬২১৮৬৮	১৯৯৭১	পুরা মহাল খীলাদ হইবেক।
২০৭ নং	ঘোঁজে দৌড়পুর গরুরহ পরগণা রাজমগর।	ভারকমাথ চৌধুরী, অরেশ্বরী চৌধু- রানী উহি পক্ষে মোহম্মদ চৌধু- রীপ্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে জালদেবদ চৌধুরীর ৮০ আনা অংশ হাতির ৪৮২১/১০ আনা সম্বর ক্রমিক হওয়ার দিলার ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- মুতাবে পৃথক কাছের তাহা বাক বাকী ৮৮০ আনা অংশ হাতির ৪০৭৭৮৬১ পাই সম্বর ক্রমিক এই একমালী অংশ বাকী পড়ার তাহ ই খীলাদ হইবেক।
২৩০ নং	ঘোঁজে গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গণা ঘোড়াখাট।	দীঘমাথ মজুমদার ও গোলোকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	১৭২০১৮০	২৫১৭	ঘোঁজে তেলুগু ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমাথ মজুমদারের ৮০-ক্রমিক অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত দিলার পৃথক হইয়া ৪১০৮৫ পাই সম্বর ক্রমিক হাতি আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাদ হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮	এ মত দীঘমাথ মজুমদারের দিলার পৃথক থাকার ৮০-ক্রমিক অংশের ৪১০৮৫ পাই ক্রমিক হাতি আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাদ হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৯	এ মত কালীজুঙ্গী দেবীর ৮০- ক্রমিক অংশ পৃথক দিলার হই- য়া ৪১০৮৫ পাই ক্রমিক হাতি আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাদ হইবেক।
৩৭৬ নং	ঘোঁজে দাউদপুর গরুরহ পরগণা দিল্লিবাড়ী।	চক্রকান্ত সরকার চক্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	১৪৮৮১১	১৪৭৭	পুরা মহাল খীলাদ হইবেক।
৮৬১ নং	ঘোঁজে বাঁজুরপুর গরুরহ পরগণা সজোহ।	ভগিরথী চৌধুরাণী	৬৬২১৬১	৪৬৪৭	পুরা মহাল খীলাদ হইবেক।

DINAPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

A. C. TUTT,

offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, annas. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, annas. 8*; per pound tin, *Rs. 16, annas. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, annas. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, annas. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে সম্মিলিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

অন্যদ্বিতীয় সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫১।০ টাকা, ৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বার আনা ডাক সাহুল্য দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ছাট হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সা একরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য মাত্র ২৪১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক সাহুল্য লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price *Rs. 24*; packing and postage *Rs. 1-12*.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

Office of Super. Govt. Printing, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও জিউমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্কিলে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি, লাহোবের এনোড বঙ্গদেশের জিউ লেফটেনেন্ট গবর্নর লাহোবের শাসনাধীন এদেশের জুজারিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/৫ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1893.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V. and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৯৩। ১৩ মে।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকসমলে :

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৬৭সর	১০৭
ডাকমাশুল	...	"	২।।০
৩ ৫ ৪ ৫ ৫ ৬ খণ্ড (বাচাতে ডাঃ ডব্লিউ ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সকার আর্টস ও আর্টসের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমাশুল	...		।০
৩ ৫ ৪ ৫ ৫ ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		।০
ডাকমাশুল	...		।০

কলিকাতায় :

কলিকাতায় ও মকসমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একজিৎ জেট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per month	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[Government Gazette, 13th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় তিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট স্থাপনাতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায় কোন কৰ্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কাইভের নিকট অগ্রিম দ্বারা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় তিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টেই বাদ দিবার জন্যে টিকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বারা এইঃ—				টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০০
অন্য পৃষ্ঠা	"	"	...	১০০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের বঙ্গদেশের শাস্ত্রসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংফিল্ড ওয়েস্ট কোর্টহাউসের হাভার্ডস্ট্রিট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাষাবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের মাঝে অনুরোধনা দিয়া আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সাল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাগীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল স্থাপনায় গবর্ণমেন্টের জন্যে জিযুড এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মূর্তি ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরাঙ্কিত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থে ভারতবর্ষের উক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আবাদীগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাবৃত্ত বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত তৎসংক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃলীর রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আবাদীগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আবাদিগের পোষ হয় । আগামী নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনরায় প্ররত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে তৎসংক্রান্ত পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়েই মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আবাদীগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমতঃলীর বলিয়া কমিটীর কর্মকর্তার সভা যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপনঃ মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেই এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রকার কথা আছে তাহা বিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত শ্রমিকের ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে তৎসংক্রান্ত তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “ লাম্বান্য রায়ত ” এই কথার পরিবর্তে “ দখলীখত্বদ্বারা রায়ত ” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । প্রথমোক্ত কথাটি প্রায়শ্চল্যক নাম বলিয়া ইহার অতি স্মারক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিপন্থে

Bengal Tenancy Bill.

উচ্চাঙ্গ দুইটা যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথমীয়টির বিশিষ্ট যৌক্তিক মতে এরূপ বাস্তবতার ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই প্রণীত প্রজ্ঞাপনের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাস্তবীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রণয়ের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জামা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জামা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এক্ষণের তিনই অংশে এই প্রণীত প্রজ্ঞাপনের বোধ সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিস্তারিত আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ নং অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে উপস্থাপিত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য না জামা পর্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভাব্য জামাইবেন।

৫। ভানুকর্মার ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক মাত্রাটিতে আমরা এই প্রজ্ঞাপন প্রণীত লক্ষ্য নির্দেশ না করিয়া বরং ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে বস্তু পাইয়াছি। যে সকল মূল উক্ত উক্ত প্রণীত মধ্যে প্রভেদসূচক সীমাবদ্ধতার নিকটে অবস্থিত, সেইসকল স্থলে আপাততঃ মূল পত্র প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করণ বিধিত ইহা স্বীকার করিলেনও আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন প্রণীত দৃঢ় রূপে লক্ষ্য নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার প্রতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

ভানুকর্মারদের মঙ্গলীয় বিধি।

৬। অধমাত্রিক ভারতবর্ষে ভোগ করিবার অসুবিধার মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৫) মাত্রাটিতে লক্ষ্যনির্দেশিত ভারতবর্ষে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ নং অধ্যায়। মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে ভারতবর্ষের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় ক্রিয়াকর্মালী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তরূপে স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ মাত্রাটিকে অতিরিক্ত বিধানবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে ভানুকর্মার খাজানার বিধান করা হয় নাই, আদ্যতঃ সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ মাত্রার অন্তর্গত এ উপধারার ভার নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদ্যতঃ এই উপধারার বর্তমান পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদ্যতঃ ভানুকর্মারকে লোকের শক্তকরা মঙ্গলভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অধমাত্রিক ভানুকর্মার কলি কম, ভানুকর্মার অধিকারী সে উৎসাহসাধন করিয়াছেন ও আদ্যতঃ করিবার সময়ে স্বচলিত ও সুকলিত ভারতবর্ষে চুক্তি প্রাপ্তিবেন। বৃদ্ধি খাজানা পূর্ববর্তী খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং মঙ্গলভাগের অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্থাপন করি নাই।

৮। এক মাত্রার পাণ্ডুলিপির ভানুকর্মার লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপস্থাপিত অধ্যায়ের মধ্যে এবং ভারতবর্ষে নীলমি মঙ্গলভাগ ৪০ মাত্রাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে পরিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি মাত্রাটির পক্ষে ভানুকর্মার বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ভানুকর্মার মাত্রার ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বর্ণনা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ মাত্রার (১) উপধারার একটি বৃদ্ধি বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বৃদ্ধিপ্রদেয় ভূমিধিকারী থাকিবে বা কী থাকিলে ভানুকর্মার হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসমর্থ হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২০ (২) মাত্রার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বৃদ্ধি করা গিয়াছে এবং যে স্থলে ভানুকর্মারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) মাত্রা], তাহার ২০ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৬ মাত্রার একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। তাহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর নীল উত্তরাধিকারক্রমে কোন ভানুকর্মার হস্তান্তর হইলে এবং এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূমিধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ অর্থমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, জৌর বা অন্য কাহারুস্থান ভারতবর্ষে জামা করিতে পারিবেন না।
- (৪) ২০ রেজিস্ট্রী বীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক মাত্রাটি (একমাত্র ২১ মাত্রা) ২৫ নং প্রণয়ন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক আমার অস্থায়ী বা এক টাকার অনধিক যে ফী দাখ্য করেন প্রত্যেক খণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আদরা ভালুকদারদের প্রতি যেহে নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্ত্তবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই জেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদামত কর্ত্তক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত জেণীর রায়ভদিগকে ভালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত জেণীর রায়ভদিগকে দখলীশ্বত্ববিধিতে রায়ভদের সহিত লম্বান করিয়া নিধার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীশ্বত্ববিধিতে রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের শ্রম ও দখলীশ্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কিন্তু বিহতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আদাদের মেনল বেগুলির কথা স্পষ্ট আবশ্যক তাহাট বর্ণ্য হইবে।

বর্ত্তমানের মনোভাষ্য প্রকৃতি ব্যক্তিনিগের বেকরণ শুরুৎ মনাল আছে, সেইরূপ কএকটি মনালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের শ্রম প্রচলিত করিলে যে অশ্রুনিধা সৃষ্টিতে পারে, তাহ প্রতি আদাদিগের মনোভাষ্য আকর্ষিত হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মনালের আভ্যন্তরের পরিবর্ত্তে রায়ভ-সংক্রান্ত কি লম্বান কাগ্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সর্বিদিত দেশখণ্ড পরিবেশিত হইয়া বহুতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট একত্ব বিবেচনা করেন কি না জানিতে পারা গিয়াছে।

১২। এই অধ্যায়ের (শ্রম উৎসাহ) লাভ লাভে মনাল শ্রমের অর্থ সম্বন্ধে “১৮১৩ সালের আনুমানিক বাসেন্দা প্রথম নিয়মাবলি” কোন সময়ের মধ্যে বাটগুয়ারী চইনে বাটগুয়ারী সন্তোণ্ড মূল মনাল একত্ব মনাল প্রকৃতি গণ্য হইবে। ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিপাদ্যের মধ্যে যোগ্য আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ প্রকরণ করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়ের বাটগুয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগ-লপত্রাদি গাইবার প্রকৃতিগতরূপ আদ্য আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা গাইল উক্তির অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক সুতরাং যে কএকটি কথাকে এই সময় সৃষ্টিত হয় তাহার মধ্যে একটি রেখা টালিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে আদরা বাসেন্দা রায়ভের লক্ষ্য নির্দেশক ১৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভপ্রাপ্ত ভূমিভোগ করে, তবে যাহা বিপরীত প্রমাণিত না হয়, তাহ এই ধারার কাগ্যপত্রে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভরূপে বাঁচ মনাল কাল ভোগ করিয়াছে। একপ্রকৃতি দেশের বর্ত্তমান দাবী বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা সুকৃতিমিত্র হইবে হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যের সরলতা বিধান হইবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী অসংগত হইবার ষণ্ডন কারণে পারিবেল।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মনালের অন্তর্গত কোন যোজ্য হইতে বেসমল থাকিলে যে বাসেন্দারায়ভের শ্রম মনাইবে না আমরা মূল পাটুলিপির এই বিধানের (২৯ (১) ধারা) সম্বন্ধে অধ্যায়িত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ১৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ১৬ ধারায় দেখ] যদি দেউ ব্যক্তি কোন ভূমিতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেসমল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভপ্রাপ্ত গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে অত্মনিমজ্জম বিহরক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি চইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে ব্যক্তিগত ভুল না হয়, এই নিমিত্ত আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) পরিবেশ করা পাটুলীর বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীশ্বত্ববিধিতে কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের অধিকার লাভ করিলে দখলীশ্বত্ব বিলুপ্ত চইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির অধিকার কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাটুলিপির ৪৮ ধারায় সামক্ৰমে দখলীশ্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি এবং এই পাটুলিপির ৪৯ ধারায় ব্যাণ্যাত্ত খামার শ্রমের অর্থমধ্যে যেহে জেণীর জমী

গণা ভাঙতে মখলীশ্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাছি। শেখোক্ত ধারার সাহায্যে এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জন্য দিরাহী পাট্টাক্রমে কিম্বা লস বসল পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে ভাঙতে মখলীশ্বত্ব ভবিবে না।

১৭। বাছাতে ভূমি প্রাধান্য সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিরাছি [৩১ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি মেলাচীরের বিক্রেতে এই ভূমিহিত রূপ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমিধিকারীর অগ্রের কর্তব্যের স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি একত্রে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিরাছি যে ভূমিধিকারী মখলীশ্বত্ব কর করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যদ্বির হইবার কি আশঙ্কিত কর্তৃক হার্বা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারার একটি কথা যোগ করিরাছি, তৎকালে ভূমিধিকারী কর করিবার হাওড়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিরাছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিক্রেতে এই বিক্রয় বাধ হইবে।

২০। মখলীশ্বত্ব উল্লঙ্ঘনে দাম করা গেলে মূল পাটুলিগির ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রের কর্তব্যের স্বত্ব প্রদত্ত হইরাছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিরাছি।

২১। মখলীশ্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ দান উল্লঙ্ঘনে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনার কেবল শেখোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিগণের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টারী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার পিৎস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনার পূর্কোক্ত রূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নির্দিষ্ট সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মূল্যমান কর্তৃক দান হলে এই দান পূর্কোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিরাছি, কারণ উক্ত দান সাধারণ উল্লঙ্ঘনে দানে পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিণয়ে বক্তব্য এই যে অগ্রের কর্তব্যের স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহার জন্য যে তালুকদারদিগকে এই স্বত্বস্বত্বার্থি কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিরাছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনার ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারী উপরিস্থ ভূমিধিকারীর বিনা অনুমতিতে ক্রিয়াকালীন কোন তালুকদার পূর্কোক্ত স্বত্বস্বত্বার্থি কোন কাণ্ড করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাটুলিগির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে মখলীশ্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার মখলীশ্বত্ব জাতিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিরাছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইরা দিরাছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে মখলীশ্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনার ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃত্যক নহে এরূপ ব্যক্তির ভাঙতে লাভাংশের মখলীশ্বত্ব কর না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত্যক একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইরাছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই ক্ষেত্রে যে সকল বিধান সম্মিলিত হইল শেখোক্ত উদ্দেশ্যটি তাহার কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই ব্যবস্থার কথা শীতল বলা যাউবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম।—কোন মখলীশ্বত্বনির্দিষ্ট রায়ত আগনার যোতের যে অংশ কোর্টারি দান করে, তাহা তলীর যোতের অর্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারের রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাতঃ রেজিষ্টারী করাইলে তালুকদার হইরাছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী মখলীশ্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৪।—কোন রাষ্ট্রত আপনাদিগের কোন অংশ কোর্স নিলি নিলে ঐরূপ নিলি করিবার মরপাটী সাত ২৫ সালের অধিক নীলেন্দ্র সিন্ধু প্রদান থাকিবে না। (৩৮ নং)।
এই বিধানগুলি মূলতঃ একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের ২৫ নং নিম্নলিখিত একটি প্রধীন।

১৭।—কোন রাষ্ট্রত বহুসংখ্যক নীলীশোক নীলিয়া বা নীলীশোকঃ বা দুর্ভিক্ষাক্রম নি নির্দিষ্ট একটি কারণে কিংবাকালের নিমিত্ত গৃহে উত্তীর্ণ না পাকায় পিস সন্নিবেশিত হইয়া আপন যোজ কোর্স নিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ও কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না। ও

২৪।—যদি কোন রাষ্ট্রত পূর্বেই ক্রমে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ রাষ্ট্রত মধ্যমীয়া-বিশিষ্ট রাষ্ট্রত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুক্তি হইতে পারিত এক্ষণে ও সেই শর্তে ও নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুক্তি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার কোন দিকারীর অধিকার নাই।

২৭। এই বিধানগুলি মতঃ বিলম্বিত হইয়াছে। এক পক্ষে ভূমিস্বামীরা সন্তুষ্ট ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্স প্রকার সন্তুষ্ট রাষ্ট্রের যে সকল আইনবিহিত সমস্ত আদেশ তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সমস্তের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অবস্থায় হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনার অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম স্বীকৃতিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সমস্তও আমাদের মতঃ অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্স নিলি বিষয়ক প্রবর্তী সীমাবদ্ধ করণপত্রকে নিম্নলিখিত উপায়পত্রের নাম উল্লেখ্যতঃ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রবর্তী এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রাষ্ট্রত আপন যোজ কোর্স নিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোজ তালুকদারের মতঃ সন্তুষ্ট নীলাম হইতে পারিবে এবং কোর্স প্রবর্তী মধ্যমীয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্স নিলি প্রবর্তী একবার প্রচলিত হইলে তাহা করণপত্ররূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার সন্তুষ্ট উপলব্ধি হইবে। ইহা সন্তুষ্ট হইবে যে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রত তাহার খাজানা হুক্তি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বসিয়া গিয়া হওয়াতে তালুকদারদের যোজ যেরূপ সন্তুষ্টীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহা-দের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রতদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিস্বামীরা অগ্রেকের করিতে পারিলেন এই বিধান হইতে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রতেরও তালুকদারদিগের দায় মুক্ত থাকিবে। কিন্তু বাৎসরিক রাষ্ট্রের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনার মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল কঠিন সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোঝানার আদালতের এতদেই সকল অবধারণের দ্বারা তার অর্পণ করিলে অত্যন্ত কঠোর হইবে। কেবল দ্বিতীয় গবর্ণমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক মিথার করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অবস্থার দূর হইতে পারে। দ্বিতীয় গবর্ণমেন্টই ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৮। মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রতের খাজানা হুক্তি বিষয়ক বিধানগুলির আশ্রয় আকারগত ও বহুগত বহু পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হুক্তি বিষয়ক বিধানগুলি সীমাবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে মতঃ সন্নিবেশিত করিয়াছি। অত্রের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় আপন করা গেল। ইতিমধ্যে বা আদালত যৌক্তিকতা করিয়া সাধারণতঃ যেরূপে খাজানা হুক্তি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা বাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাষ্ট্রতের খাজানা হুক্তি সম্বন্ধে ঐ হুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে হুক্তি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধানগুলি উক্ত হুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

- (১)—খাজানা একরূপে হুক্তি করিতে হইবে না যে তাহা রাষ্ট্রতের পূর্বে যের খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।
- (২)—হুক্তিগত অনুমান সাত বছর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।
- (৩)—বর্ত্তিত খাজানা পূর্বে বা সাধক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক শতকরা ২৫ টাকার অধিক হইলে, হুক্তিগত অনুমান পনের বছর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ও চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানমতানুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং কখনো কখনো লিখিত হইবে। ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে যখনই এই আইন প্রণয়িত হইবে তখনই রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা স্থির করা লিখিত পত্র দ্বারা এক্ষণে কেবল ইহাই স্থির করা লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানমতানুসারে।

৩০। ৪৩ ধারায় এই বিধান নবী গিয়াছে যে কখনো মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রকারে পূর্বে ভোগ করিতে নাই, তাহা যে প্রকারে বা ন্যায়ের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসিন্দা প্রায়তনকৈ দিলি করা গেলে, খাজানা চুক্তি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্ররূপে না হইলে, পূর্বে প্রকারে খাজানা নিতেন উক্ত প্রায়তন ও কখনো কখনো তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহির্বিধি।

৩১। যেকোনোভাবে খাজানা চুক্তি বিসয়ে আইনের উদ্দেশ্য এই ভূমিকারী ও প্রকারে উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাঁধাপত্র নিৰ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে দিবার বিধি সম্বন্ধে বহুবিধ ও সুকঠিন মতানুসারে প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন যাহা তাই খাজানা চুক্তিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূমিকারীনিগের হস্তে অকর্তৃত্ব যত্ন স্বরূপ হইয়া স্থির হইবে।

এই অভিপ্রায়ে গের যেভাবে খাজানা চুক্তিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিবার (৪৩ ধারা)।—

(ক)—যখনই যেকোনো নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ স্থিতি বিধিতে স্থির নিমিত্ত যে প্রকারে হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত প্রায়তন তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই প্রকারে বা চলিত প্রকারে প্রকারে খাজানা শস্যের গড় মূল্য চুক্তি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার প্রকারে যে উৎকর্ষলাভ হয় তাহাতে প্রায়তনের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি চুক্তি হইয়াছে।

(ঘ)—প্রায়তনের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বলা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ প্রকারের নিমিত্তই প্রায়তনের আর্থনিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলেই শক্তির চুক্তি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানা চুক্তিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানা চুক্তির আইনমত এই হেতুটি এক কালে ভাগ করা প্রতি কখনো প্রকারে আর্থনিক করেন, এবং তাহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া চুক্তি হইবে। এই হেতুতে খাজানা চুক্তি করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষ সাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির চুক্তি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পত্র করা গিয়াছে তাহারা এই খাজানা চুক্তি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বলা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির চুক্তি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা চুক্তি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই প্রকারে যে অর্থনিক বস্তুতঃ অর্থনিক ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে করণ ছিল তাহার আর্থনিক ভাবে খাজানা চুক্তির এই হেতুটি কাছাকাছি হইত না, এইক্ষেণেও সেই অর্থনিক বিধান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যচুক্তির হেতুতে খাজানা চুক্তি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের আর্থনিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, এই কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এক্ষণে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান পক্ষ মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লওয়া বিধান তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হইবে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ চুক্তি কি দ্বারা সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে চাইবে। জটিল অসুখ ফিল্ড সাংগে কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২০০ ও ২০১ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় যে রূপ বিধি হইয়াছে অর্থাৎ তাহাতে গড় মূল্যের যে নিয়ম স্থির হইয়া উৎপন্ন মূল্যের মূল্যবোধের পরিবর্তে মূল্যবোধের মূল্য করা স্থির করা যার প্রকারেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যচুক্তির অধুনাতির বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যচুক্তির আর্থনিক করণের প্রকারে চুক্তি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আদালতের আশঙ্কা এই বিষয়ে প্রায়তনকে রক্ষা করিবার দ্বারা খাজানা চুক্তিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিল। এই ধারার বিধান এই—যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যরূপে হইতে পারে আদালত কোন মোকদ্দমার প্রকারে খাজানা চুক্তির ডিক্রী দিবে না। কিন্তু এই অধারায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক লক্ষ্যণীয় হইলে এই বিধিটি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস কমানোর ক্ষেত্রে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ অনুমোদিত হয়, বর্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক গোট উৎপাদের এক গড়মাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সন্তোষে অনুমোদিত হয়। কনিষ্ঠের অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বাৎসরিক গোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭২ (খ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিইছি ও উৎপাদিত মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম খেত্রে খাজানা হ্রাস করিলে টানা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা যাউতে পারা যাইবে না; ২য় কিস্তি ৪র্থ খেত্রে খাজানার হ্রাস করিলে টানা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা যাউতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানার হ্রাস ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই প্রকার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাপ্রত্ন বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারার একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রাইতের আঁতের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেটাই স্থানের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিরাজস্বীকৃত উৎকর্ষসাধন ক্ষেত্রে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ লাগিয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাঁচা লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ লাগে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কঠোর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানার হ্রাস দিবেন না। উক্ত নিদিষ্ট সকল প্রকরণ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে উৎকর্ষ সাধন আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাকারী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হেতু খাজানার হ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশন যে মূলবিরি প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূমিরাজস্বী ভূমির উৎপাদের নিম্ন হ্রাস মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানার হ্রাস মৌকদ্দমা উপস্থিত করিবার অল্প সীমাসঙ্ক করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিনা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মৌকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বস্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানা হ্রাসের যে মৌকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মৌকদ্দমায় খাজানা হ্রাস ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বস্তিবে, ও একবার খাজানার হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানার হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্বের দশ বৎসর গত হইলেই খাজানার হ্রাস করা যাউতে পারিত।

৪০। যে ২ খেত্রে খাজানা কমানোর নিমিত্তে মৌকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যেতর জমী রাইতের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এই রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থানিক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমানোর আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আনান্দিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিষয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরি-
বর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই হুতল ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পুন ও বর্তমান উত্তর কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার কনডা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছেন, তাহা অব-
লম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উদাহরণকে বিশদাংশে লিপিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া ভূমিতে পারিলে, মূল্য হ্রাস হেতু খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কাঁচার বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশ্চাৎবিবরণে বর্ণিত খাজানা হক্কি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপি ৮০ খণ্ডটি উঠাইয়া নেওয়া গেল, কারণ পশ্চাৎবিবরণে নিম্নলিখিত প্রস্তাববিশেষকে জুনি খাজানা করিয়া নেওয়া অতীব বিতর্ক, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। মখলীখতাবিশিষ্ট প্রাপ্য সমাক্রমে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপি ৮১ খণ্ডটি উঠাইয়া নেওয়া গেল; কারণ, এদিনের স্থানীয় রীতি অনুসারে কতিপয় দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে সীমা উপলক্ষ করিয়া উঠা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস নেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও মনজব্বা বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইয়াই সম্ভাব্য।

৪৪। সমাক্রমে দেয় খাজানা রপাহস্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খণ্ডটি যথা প্রদেশের প্রজাবন্দ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ খণ্ড অবশ্যম্বে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ সীড়াই-রাতে তাহাতে ভূম্যধিকারী নিম্ন প্রকার মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট কএক জম কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রপাহস্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুজ্জবোণে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খাড়া অপেক্ষা নূতন খারার বিবেচনায়ত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

- (ক) মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তেরা নিজেদের সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট জমির সমিত গড়ে যে যুজ্জারণ খাজানা দিরা থাকে, তাহার প্রতি ও
- (খ) পূর্বে মূল বৎসরে ভূম্যধিকারী একত্রে প্রস্তাবে যে খাজানা পাইরা থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপি ৮২ খণ্ডের এই বিধান ছিল, এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ মখলীখতাবিশিষ্ট রায়ত তমীর ভূম্যধিকারীর সমিত হুত নিরমায়ুগারে সময়ে যে খাজানা দিয়া হয় ১১৯ খণ্ডের বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অতুল খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান অবলম্বন করা সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হক্কি স্থলে এই প্রকার অতুল খাজানা দিয়া করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তের খাজানা দিয়া করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন বিষয় করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এক্ষণে কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপি ৮৩ খণ্ডের ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্থায়ী রাখিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খণ্ডের) এই বিধান করা গেল কোন মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তকে জমির মূল্য নেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মজ্ঞ হইয়া কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি খণ্ডের কথা লিখিই বলা বাইবে তাহা লিখিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা হক্কি করা হইবে না।

৪৬। যেহেতু যদিও কোন মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খণ্ডের অ.ম.৩ একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে জমির মূল্য নেওয়া গেলে পাটাক্রমের নিয়ম অতীত হইয়াছে এইহেতু যদিও উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খণ্ডের বিধান করিয়াছি যে নিয়ম অতীত হইবার অন্তিম ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া হাইবার মোটিল জারী করা না গেলে পাটাক্রমের নিয়ম অতীত হইয়াছে এইহেতু যদিও উচ্ছেদ করিবার শৌকস্ম উপস্থিত করা হইবে না, এবং নিয়ম অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা হইবে না।

৪৭। আমরা মখলীখতাবিশিষ্ট রায়তকে উচ্ছেদের নিষিদ্ধ অতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় এক-তমটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খণ্ডের) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু যদিও মখলীখতাবিশিষ্ট কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থে বৈধ উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও সত্য খাজানা দিয়া করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় জমি ত্যাগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রমের নিয়ম অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার মখলীখত না অদিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কৌকী রায়তদেয় সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৮। কোন সম্বলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন বোতের অর্জিত কৌকী বিলি করিতে আনুকমাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোফী প্রকারী রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদর্শ পূর্বেই (২৬ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই সূচন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোফী রায়তের এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধিকারে তাহারের স্বত্ব পরিমার্জন করণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে সুত্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কৌকী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার জুয়াধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রারীকৃত পাট্টা বা নিরবশ্যক্রমে কৌকী রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় হয়, শাসন আকিঞ্চ নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কৌকী রায়তের উপর উক্তই বাইবার নোটিশ জারী করা না গেলে পরবর্তী জুয়াধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৬৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তাহুকমার ও রায়তদের অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগ করণ বিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তাহুকমার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যিক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি সিরকারী তাহুক কি অবস্থারিত হারে ভোগ করুন, প্রত্যক্ষ রেজিষ্ট্রারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিধিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। লামরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবে রেজিষ্ট্রারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে লীজই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার আভিচার আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাবদ্য প্রাপ্ত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকিতে জুয়াধিকারীদের বেকটে হয় বলিয়া তাহার আবেদন করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবস্থারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কন্ডের উত্তমরূপ আভিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ মক্য দেখ)।

৭০। কোন তাহুকের অন্তর্গত ভূমির সম্বিত ভূমি বোজিত হওয়াতে এই তাহুকের খাজানার টাকা বোণ করিবার সময়ে লভ্য, ইকি ও আশারের ধরূণ বলিয়া শত করা ত্রিশ টাকা ধরিয়া নিতে হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত সূত্র ও অলজ্য এই বিধিটি ভুল্য ভাবে ৬৯ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তাহুকমার আপনায় তাহুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি সৃষ্টি রাখিবেন।

৭১। আদর্শ খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত করণপরিমানে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৭২। আদর্শ ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি কমতা পুমান করিয়াছি যে তাহার পরীক্ষার্থে প্রত্যেক পোষ্টাল মনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার কমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদর্শিগের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক হইতে পারে।

৭৩। আদর্শ ৭০ ও ৭১ ধারার প্রত্যেকের খাজানার কবলে ৩ হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা সূত্ররূপে নির্দেশ না করিয়া তৎকালে এই মলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার কমতা পুমান করিলাম।

৭৪। আদর্শ ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ভুল্য ভাবে [১০০ (৪) ধারার] বিধানের সূত্রাংশ লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে পূর্বোক্ত কবলে সারভঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপূত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিশ্রুত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাঁহা কিরাইরা লইবার আর্থসংগ্ৰহে বাহাঙে কোর্ট কী না লাগে তাঁহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদায়গকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আদায় বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদায়গের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোজ্ঞ হস্তান্তর করা বাইতে না পারিলে, বা কী খাজানার নিমিত্ত সেই যোজ্ঞ হইতে উল্লেখ করিবার বিধান বিয়তক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আদায়, বিশেষ কারণ থাকিলে আদায় খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইরা দিতে পারিবে, আদায়গের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী যোজ্ঞের উৎপন্ন কলস বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোম কর্তৃক প্রেরণ করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আদায় এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিনিমিত্ত অন্যত্র পক্ষের আর্থসংগ্ৰহ এবং অন্য যে কোম স্থলে জিলায় বা মহকুমার মালিকের সাহায্যের বিনে প্রেরণ করা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাঁহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃক প্রেরণ করা যার তাঁহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আদায় ন্যায্য বোধ করেন সেই আদায় করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আদায় এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষের মধ্যে যে কোম বিষয়ে বিবাদ থাকে তাঁহা মেওয়ারী আদায়গের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আদায় চূড়ান্ত হইবে ও ত্রিকীর ন্যায় প্রবল করা বাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপির পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে মেওয়ারী আদায়গে গাইতে হইত, এক্ষণে যে কাৰ্য্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাঁহা আদায়গের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আদায় পাণ্ডুলিপি ৫ ধারাটি সরিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কলস বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কলস সেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) উৎপন্ন কলস বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিক্রয় করা না হইত, তাবৎ লব্ধ কলস সেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্ত স্থানেই কৃষাদিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরূপিতকালে কলস কাটিরা লওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাঙে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কলসের কোন অংশ আদায় করিতে পারিবে না।
 (৪) যদি প্রজা কলসের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে আদায় করেন, বাহাঙে যথাকালে জারি বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের কৃষিতে সেই প্রকারের লম্বা সন্ধানপক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত বাচাই হয়, কলস উক্ত কৃষিগণ বলিয়া জান করা বাইবে।

যেখানে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে কলসের লব্ধ সমস্ত কৃষাদিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টপরিধান করা গিয়াছে

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিয়তক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (১০০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিয়তক সাধারণ যে প্রকরণ সরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিয়তক বস্তুতে বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

কৃষাদিকারী ও প্রজা বিয়তক বিবিধ বিধান।

৬০। আদায় একটি মুক্তন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রাইও অবধারিত খাজানার দ্বিতীয় অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, ভূমির কৃষাদিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হিতে পারিবে না।

৬১। আদায় ৮২ (৩) ধারার ৪৭ ধারার অন্তর্গত ও ভূমির কৃষাদিকারীর মধ্যে

(ক) রাইওর উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উত্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আদায় চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৬২। উৎকর্ষসাধন ব্যক্তি বিধানের সহজে বিম্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপত্র বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি যাহি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজ্ঞা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কথ্যচারীর নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিবরণ প্রাপ্ত লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আত্মসাৎকারী হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে প্রাচ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিপিত বহু ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। স্থল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি উহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের আর্ডার ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিত হইবার পক্ষে বহাচ্ছে যাহা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে অতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত কর্তৃক যে বিবরণ বিবেচিত হইবে, আমরা ১৪ ধারার কিরূপ পরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিরাছি। সুতরাং যে কথ্যগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল গত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় এই উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং “ভূমি ভূমি কার্খোণযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অনর্জিত থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপত্রবিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৪৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজ্ঞা কর্তৃক ইচ্ছা করা করণ বিবরণ (৬৫) ধারাটি সূচন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন সোফের এই বিবরণে একটি আন সংস্থার আঁচ বলিয়া তাহার ভূম্যধিকারীর একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোক্ত ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোক্তে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজ্ঞাকে অম্বা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আণ্ডাক্স: দেখিলে যোক্ত হয় যে রায়ত আপন যোক্ত পরিচাল্য করিয়াছে কিন্তু এই যোক্ত যে পরিচাল্য করিয়া গিয়াছে ইহা নির্বিশেষ রূপে পরিচাল্য লইতে পারিবার কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজ্ঞাকে অম্বা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

১৬ ধারা: (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও বাজানি যেমন দেখা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাকি ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোক্ত আঁচ চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিবর্ত্ত হয়, সেই ভূমি বৎসর অজীত হইবার পরে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোক্তে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজ্ঞাকে অম্বা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায় কোন যোক্তে প্রবেশ করিলে, দ্বিতীয় পর্য্যবেক্ষণ বিধিকমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোক্ত পরিভাষ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায় কোন যোক্তে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশবর্ষাবধি রায়ত হইলে, রায়ত অজীত না যত্না পর্য্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির মূল কিম্বা পাঁচবার লিখিত যোক্তকথা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপয় হয় তাহাদের কতি পূরণ সহজে আদালত বেতন (যদি কোন) লভ্য না হয় বোধ করেন, সেই পক্ষে মূল কিম্বা পাঁচবার আদালত করিতে পারিবেন।

অনুবিধা অনুসৃত্ত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহার নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সম্মতি বিলা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিলা দল বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাণ করিতে পারিবেন না এই বিবরণটি ১৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোক্তের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠৈনজীহেতুক বৎসর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমিবিচারী উপস্থাপক হস্তাক্ষরক্ৰমে না হইয়া অন্যপ্রকারে স্বাক্ষরিত হইল এবং স্বাক্ষরক্ৰমে লিখিত করিবার ভারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কৃতি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্নর মেম্বের প্রতি স্থানীয় উক্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যে মাপের ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিরাহি এবং এক্ষেপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত মর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান বহিরাহি। আশ্রয়নিগের বিবেচনার ইচ্ছা হইলে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিলার। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভানুকের সঙ্গীতিকারদের পক্ষে কাহা করণার্থে কাব্যাদ্যক নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আশ্রয় একটি ধারা (১০২) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাব্যাদ্যকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিরাহি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আশ্রয় ভাগ করিরাহি। এই ধারাটি থাকিলে মধ্যলীক্ষিত ভূমিবিচারীর হস্তে রাখিত হওয়াতে ভূমিবিচারিগকে কোণে রাখা হইত অদ্বার পণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের বাচ্য বিশেষ লক্ষ্য স্থল ভবিষ্যৎকালে এই ধারাটি আশ্রয়নিগের মধ্যে বিশেষ আপত্তিবোধ। আশ্রয় এই ধারাটি রাখিত হইলে উপযুক্ত কারণে না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রতিসংক্রান্ত আইনের অধীনতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই অধীনতার প্রকারণের সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে।

আশ্রয়নিগের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন মধ্যলীক্ষিতসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (১৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা শুধুই (১২ নম্বর) আশ্রয় বলিরাহি। মান্যের অধিকারী জমিদার সাহেব এই বিষয়ে যেমত প্রকাশ কর-
রাছেন তাহা উক্তরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয়নিগের এই লংঘন হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিরূপপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অবিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও থাকানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করণ এবং সহজতর বিষয়বস্তুর অধীনে স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা এখনে বলা আশ্রয় সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকার জন সাধারণের কথন, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভানুক নীলামক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অনুবিধা অনুভব করেন, আশ্রয়নিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা সূত্রীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়-
মাধীনে ভূস্বামী কি ভানুকদ্বারের আর্থনামে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটি পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২ম অধ্যায়সমস্ত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা বহির্ভূত হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কাব্যবিবাদ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-
স্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা থা গেলেই তাহা সূত্রীকৃত হইত শুদ্ধ বলিয়া অনু-
মান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উপস্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা থা থাকিলে কি করিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের সিরমিহ কাব্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে করবে এবং তাহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর মাধ্যমে প্রকাশ হইবে। বিশেষতঃ জল ড্রপ সকল আপীল সমিতির নিমিত্ত লিখিত হইবে এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিজের আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বহিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার মাধ্যমে প্রকাশ হইবে। লিপি প্রথম প্রকাশ করণের পর আপত্তি উপস্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেস্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বহিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত সমস্ত ব্যবস্থা বিপরীত মর্শান না থায়া তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে। উক্ত সকল কাহা বহু বিচারে সংশ্লিষ্ট হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি যতদূরই প্রকাশিত হইবে তা বেন স্বার্থবৃত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা দ্বারা তার তাহার বার্তা বোধ করা যায় তাহা পরিবেশ ইত্যাদি নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অধিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রাধান্যিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি ভ্রমশঙ্কা অধিকতর প্রাধান্যিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৫। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে অত্র লিপি প্রস্তুত করণ এবং মখনীস্বরূপিত প্রজা ও তাহাদের অধিকাংশ খাজানায় না হইয়া অন্যত্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিধিকারীরা এত উচ্চের সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আশ্রয় করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোত্রের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাউতে পারে কি না এবং কতটা যাউতে পারিলে যতটা পারি তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতির যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধে অশুদ্ধি, ভূমির পরিমাণ প্রভৃতি এবং যে নিয়মে ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সম্বন্ধিত প্রশ্নাবলীর উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির মিলিত নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসম্বন্ধিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সর্বোৎকর্ষক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-সম্বন্ধিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থনীতি ভিত্তি সম্বন্ধ প্রচলিত মত, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত যুক্তি সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই-ইউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হউলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ন্যক্তি ভিত্তি এত সকল বিষয় লইয়া সমাধা করা করা যাউতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাওয়াতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাউতে পারে ইহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ পাতার দুইটি পৃষ্ঠে। অত্র লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বোক্ত উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকাৰ্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ ক্ষমতাপূর্ণ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সর্বোৎকর্ষক উত্তর পাইবার পক্ষে সম্ভাব্য হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যান কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যান উৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যত্র লিপি অন্তর্গত কোন কথা-সম্বন্ধিত বিবাদে লাই উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং অত্র লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনায়াসে করা হইলে এই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু কংগ্রেসের লিখিত অনামা খাজানাদিতে তাল্য করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যন্ত করিয়া দিয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনসম্বন্ধিত বিষয়ে বুদ্ধিগত ভুল হইয়াছে বলিয়া, যখন বিশেষজ্ঞ কোন যোত্রের কথা প্রকৃষ্ট বক্তব্য আছে তদনুসারে অধিক কি কম জমী আছে পরিমাপিত এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাই বলিয়া দ্বিতীয় আপীল মত গেলে ও আপীলকারী কৃৎকর্তব্য হইলে, তাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্তম্ভিতভাবে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

৭৬। আমরা ১০০ খাজানার বিধান করিয়াছি যে পূর্ব কত্র দ্বারা ক্রমে কোন যোত্রের খাজানার টাকার দ্বারা কর্তৃপক্ষের নিমিত্ত কোন ভূমিধিকারীর আশ্রয় করিবার তথ্য থাকিলে, যোত্রের যে খাজানা তাহার আর্থনীতি-সম্বন্ধিত বার্তাও তদ্বারা নির্ণীত হয়, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন দিখা যোত্রের পরিমাণ হ্রাসিত হইলে, পালের বৎসর কালব্যয়ে তাল্য কর্তব্য করা যাউতে না।

৭৭। অত্র নিতে কটবারিশাল বিষয়ক ১২১ ধারার এক্ষণে অত্র লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উক্ত বিষয়ের প্রতিই বর্তান গেল।

৭৮। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ ১০০ সংখ্যক নুতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই। কোন প্রকার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়ের লিপিবদ্ধ করা গেলে অধ্যায়িত খাজানার বিধানের ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১ম অধ্যায়।

হাতির তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৯। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা সর্বপ্রকারে সর্বদর্শনভেদে অতি-প্রাধান্যের কার্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদ্ব্যতীত বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলম্ব বিলম্বিতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ পেন্থে খাটতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অণেকটা স্বতন্ত্রক বিশেষত্ব নামের নিমিত্ত হাঁড়ের উত্তরণ জালিকা প্রস্তুত করিলে তাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ ভাণ্ডার হইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সামান্য রূপান্তর অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য করিতে হইবে সেই জালিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সামান্য রূপান্তর জালি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কাৰ্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরণ শুদ্ধ ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেত্রাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির বীৰ্য্যতা করিতে গিয়া আমরা হুইটি বিভিন্ন কাৰ্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) ভূস্বামীর গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক ভূস্বামীর জমীর ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধীনকৃত পূর্বাধিকারি অথবা প্রজার প্রাথমিকভাবে তদন্ত লেখন।

বহুবিভক্ত দেশে সর্বত্র এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া ভাণ্ডার প্রথমোক্ত কাৰ্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিধানস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধুরোধক্রমে হুই কাৰ্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনার জামরা বঙ্গদেশ ও বেঙ্গলদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি না। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও স্থানীয় ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বাধিকৃত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কয়টি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে খামার এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেত্রাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হটবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে জমী ভূমী প্রাচ্যাতরক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেত্রাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ৫ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এরিহরে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কাৰ্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আশাশিঙের সতে বনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যিক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদায়ের নিমিত্ত মৌকক্ষ্য করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের মত-খাল্লে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাকীত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি আত্মী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল : [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজড় করা দাঁড়ান পাঠে, তাহা কেন্দ্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারার অপর্যায় করা গেলে, বিশেষ ২ খুলে এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ইণ্ডালিপির ১৮৬ ধারাটি বাতিল করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপর্যায়ের সহায়তাকারিদের মত বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং এই খুলে এই অধ্যায়ের বিধান ব্যতীত অন্য কোন বস্তিতে তিনি যে ব্যক্তির উপস্থিত বিক্রয়ে আদালতকে চালিত করিয়াছেন তাহানিদের বিক্রয়ে বোকদমা করিয়া উক্ত আদালতের এজিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এই অধ্যায়ের কার্য স্থগিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি বাতিল করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যাবলী বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অর্থ ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আদালত মত বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মূল্য কিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বোকদমা মুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আদালত এই অধ্যায়ের প্রথম ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সরিয়ে দিয়াছে। এই ধারারূপে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সজ্জিত সর্বোচ্চ জুরাদিকারী ও প্রজার মধ্যে বোকদমার দেওয়ানী কার্যাবলি আইনের কোন অংশ বস্তিতে নাকি বিশেষ কোন নিয়মাবলীতে বস্তিতে ইহা প্রকাশ করবার বিধি প্রদান করিতে পারিবে, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নুতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে বিক্রয় কার্য চলে এই বিষয়ে কুরোমর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে প্রথম ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, তাহাও কার্যপদ্ধতির অধিকার সরলতা সাধিত হইবে, ইহা আইনবিদের বিধান।

১৩। আইনবিদের ইহা অংশই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার কার্য, পদ্ধতি সম্পর্ক ও সরলতার পরিবার অভিপ্রায়ে যে নীতিপ্রণয় প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আইন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধিত ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ আদালত সমন আদায়ের কার্য ও এই কার্যের প্রদান সম্বন্ধে করিতে উৎকৃষ্ট হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুগ্রহিত প্রতিবাদির বিক্রয়ে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার জুরাদিকারীর সমুদয়ই কোন কথা উল্লেখিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আদালত ১৯৪ ধারার একটি প্রকৃত পরিবর্তন করিয়াছে। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অথবা কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। অতঃপর যে কথা লইয়া বিবাদী খাজানার বোকদমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আদালতের উদ্দেশ্য। অতএব আদালত এইবিধান করিয়াছে যে প্রকৃত টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই উত্তর ব্যক্তির উপর আরী করাইবে; এই উত্তর ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিক্রয়ে স্বতন্ত্র বোকদমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আসা না পাইলে বাদীর প্রার্থনানুসারে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আদালত আরও ১৬২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছে যে যদি কোন খাজানার বোকদমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বক্তৃতা টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বক্তৃতা টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় ও বক্তৃতা টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবে।

১৬। আদালত ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছে যে বাদী কোন অসম্মত প্রবেশকারীকে উল্লেখ করিবার বোকদমা উপস্থিত করিলে বিক্রয়ে এইরূপ অতিকারের সাহায্য করিতে পারিবে যে, প্রতিবাদীর সম্মুখে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত যে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও সাব্যস্ত প্রমাণ দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানরূপে জুরাদিকারী কিংবা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাবাদের ভাব ও অনুযায় মিলনপার্থে বোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আদালত ১৭৪ ধারার, পক্ষবিদের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবে, এই

অধিকতর সরল ও সুসজ্জ কাগজগুলি নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কম্পচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূস্বামিগণের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী জালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আচার লটরা ও জুসর বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এখনে ডকমীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি নইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের বিধীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী ভাণ্ডার ভিন্ন কোন জালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আটনে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল জালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও নেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূস্বামিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই এককর প্রকটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে। খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্বসর্ত্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ ধারা দেখ। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যেও নিয়ম করা আসামিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেই বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়ডের ও দখলীশ্বরবিশিষ্টে ধারডের প্রভৃতি (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিম্নিস্টে দখলীশ্বরের অনুবঙ্গ।

(গ) ৪১ ধারামতে দখলীশ্বরবিশিষ্টে দ্ব্যবহৃত খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূস্বামিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিম্নিস্টে চেষ্টা বাডিরের দখলীশ্বরগণ্য্য রায়ডকে ও কোর্পী রায়ডকে উচ্ছেদ করণ-বিষয়ে এচ পাণ্ডুলিপিনাতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৪৮, ৪৯, ৫০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যেডের ভূমি করিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) প্রিন্সডের উৎসর্গনাম করিয়াও তজ্জন্ম অভিপূর্ণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ত্রিভীষ্মীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সগুনর প্রত্যেক প্রকৃত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থানীয় বোক্তরী পাঠী দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত উৎসর্গ নিম্নের অতিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ১১১ সংখ্যক একটি পুস্তক ধারা সম্মিলন করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূস্বামিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন বিরদ হয়, সেই বিরদানুসারে কাচেনী মকররী পাঠী দিতে ভূস্বামিকারীর বাণী হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আসামিগণের বাসস্থানবাদের মধ্যে সর্বিজনেই স্বীকার কর' গিয়াছে যে ভূমি ভূস্বামিকার্যোগ, মৌজী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা মেওতা দ্বারা সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও মেওতা ভূমি ও উদ্যানী ও বাগ বাগিনী প্রাণী রূপে গুলিত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদ্যন্ত। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আসামিগণের নিকট আদেশক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের শেষাবলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি ভূস্বামিকার্যোগেণ্যোগ করণার্থ কোন চুক্তির দাবীও হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ড চর বা মেওতা ভূমি ভোগ করে সে তাহা ভাগ্যকর দারবন্দর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীশ্বর লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীশ্বর লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূস্বামিকারীর মধ্যে যে খাজানা দবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষে প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন ভূমী এই ধারার অর্থমত, চর বা মেওতা জমী বলিয়া জ্ঞান গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সগুনর বিধান উক্ত ভূমী সম্বন্ধে থাকিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে "উদ্যানী" প্রণালী ও "জাল হাসিলী" প্রণালী শীঘ্র খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, নেশাচারাসুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাখ্যাত হইবে না।

৯৬। মনকার পূর্বেরই বর্ণা হইয়াছে যে স্থলে কোন রাজত্ব রাষ্ট্রতন্ত্রণ আশ্রয় যোক্তের অংশ না হইয়া শাসনবিভাগ করে সেই স্থলে বিধান বিধান স্থল পাণ্ডুলিপি ৭ম অধ্যায়টি আশ্রয় ভাগ করি হি। কিন্তু পাণ্ডুলিপি মনো তন্ত্রণ আশ্রয়দের উল্লেখ না থাকিলে কোনের দুইবার ভুল হইতে পারে বিনা আশ্রয় ২১৬ সংখ্যক একটি স্থান বর্ণনায় - রি. ৭ এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাঁন বেধ করিলামবে পূর্বোক্তকণ আশ্রয়ের অসুস্থ্য হেতুকার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়ম বা তাঁদারি বিবরণ বিধি।

৯৭। মনকারি নিশিষ্ট রাসত যেকোন তাঁহার আশ্রয় যোক্তের অন্তর্গত পোট জমীর পুনরায় মনল পাটবার নিমিত্ত যেকোন করিলে ঐ যোক্তকণ সন্ধ্যা নিয়মের কাল স্থাপনসমতত্ত্ব অংশ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আশ্রয় এতদ্রূপ বিবেচনা করি। যথা অন্তঃস্থ আশ্রয়হইবার ১৮৮১ সালের আশ্রয় ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আশ্রয় যোক্তারিষেতত্ত্ব এতদ্রূপ উল্লেখ করা যাহা অন্তর্গত বৎসর কাল নিয়মের কাল ধাওয়া করিয়া উচিত। যে যোক্তকণ পূর্বের ভাগাদি হইয়া গিয়াছে, যাঁহাতে তাঁহার হেতু পুনরুদ্ধারিত ৭৮৮১ এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আশ্রয় ভূমিকারী প্রতি আশ্রয় কন্মকারক দ্বারা কাঁচা করিবার ক্ষমতা প্রদান বিধরক ২০১ ধারার বিধান নিম্ন পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপি "নকিট" "ভূমিকারী" শব্দের লক্ষণ সংক্ষেপে কোন ২ ব্যক্তির এই বিধি আশ্রয় থাকিতে তাঁরা অশ্রয়ন করণার্থে আশ্রয় ২০০ সংখ্যক একটি স্থান সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যেহেতু না তদন্ত ব্যক্তি একজনো ভূমিকারী হইলে, তাঁহার উত্তরে না সত্য একরূপেই পাই। কারণ কিন্তু তাঁহার সকলে একরূপ হইয়া যে কন্মকারক নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা কাঁচা করা হইল।

৯৯। আশ্রয়গের পানচরার কালে এমন অনেক কথা উদ্ভূত হইল যাহার সন্ধ্যা আশ্রয় নিয়ম প্রতি ৮৮১ যে আশ্রয়গের নিকট অর্পিত কাগজ জাতিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদন্ত লোকা অধিকার সংবাদ না থাকিলে আশ্রয় ঐ কথাত্তির সংযোগ করিয়া মনোনা করিতে সমর্থ হইব না। হইবার মধ্যে কতকগুলি কথা সন্ধ্যা স্থানীয় দর্পণেই ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আশ্রয় বিশেষ সংস্থায় লিখিত করি।

প্রধান ন্যায়ালি এই ৭—

- (১) ভূমিকারী ও উত্তরীকার উপলক্ষে জল গেচমের নিমিত্ত নীলা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষিপ্তরূপে নিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কন্মচারী প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঙালীর কিনা, ও বাঙালী ৮৮১ তিরণ বিধান করিতে হইবে।
- (২) আশ্রয় প্রকল্প বোক্তকণ বিচার দ্বারাতে শাস্ত্র ৮৮ এই অতিপারে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকল্পে বোক্তকণ আশ্রয়বিধি আশ্রয়গের কোন পরিবর্তন কর, বাঙালীর কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক প্রায় ৮৮১ হাজার মদীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূমিকারী প্রতি একই আশ্রয়গের মধ্যে তাঁহার বিক্রেতা বাকী আশ্রয়গের নিমিত্ত বোক্তকণ উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঙালীর কিনা।
- (৩) একজন ডিকী মেওয়া গেলে, পুনরায় বিচার হওয়ার দায়িত্ব করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উপস্থাপন না করিয়া কোন বিধান করা হইতে পারেকিনা। প্রতিবাদী নিকট মন পড়াতে নাটকি কোন বিশিষ্ট হেতুসতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাট কোন বিচারপতি অধোমতে উৎসাহিত না পারিলে তিনি পুনরায় বিচার হইবার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন আশ্রয় উৎসাহিত আশ্রয়; কিন্তু আশ্রয়গের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনস্বরী অধিকার করণ এক্ষণে গচ্ছিত হইয়া তাঁড়াইয়াছে এবং আশ্রয়গের প্রতিবাদী পূর্বোক্ত আপত্তি সচেষ্টে গ্রহণ করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন আপন আশ্রয় করিতে গিয়া ভূমিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাবোর উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কাবোরট প্রায় বেওয়া হয়।

অতিরিক্ত ডিকী টাকা আশ্রয়গের নিকটে একতরফা বোক্তকণ পুনরায় বিচার হইবে না আশ্রয়গের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্রয়গের যে সংবাদ আশ্রয়গের ভিত্তিতে এই পুনরায় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আশ্রয়গের এই অতিপ্রায় পূর্ণণ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর ক্ষমতা সংস্থার বিবেচনা প্রস্তাবটি অনিষ্ট হইত।

- (৪) আশ্রয়গের নিকট প্রায় প্রকল্প ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকী আশ্রয়গের বোক্তকণ পুনরায় বিক্রেতা ডিকী হইলে, তিনি ডিকী টাকা আশ্রয়গের নিকটে এই ডিকীর বিক্রেতা আশ্রয়গের পারিবে না। এই প্রস্তাব সন্ধ্যা ও ক্ষমতা সংস্থার মত আশ্রয়গের পারিবে আশ্রয়গের সন্তুষ্ট হইবে।

- (৫) যে সকল স্থানীয় ডালুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের সচিব সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও এই ডালুকের অধিদারীরা জমীদারের দ্বারা এই রাজস্ব দেয়, সেই সকল ডালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলার সংক্রান্ত কার্যক্রমালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের নত জামিন্ডে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই সকল ডালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। পূর্বনী সন্থদ্বীর সংশোধিত কার্যক্রমালী উক্ত সকল ডালুকের প্রতি বর্ডার হটক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত ডালুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে এই টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বেই কার্যক্রমালী বর্জীভাব নিষিদ্ধ এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিষিদ্ধ অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যে নিয়মাদীনে বাজুজুদি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও হালচালিলী অর্থাৎ সম্বন্ধে দেশীচারীভূগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে বর্জীয়াছি। অন্য ন্যবে খাজ তদ্রূপ অর্থাৎ সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে জুদি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষভাবে কোন দেশীচারীদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জামিন্ডে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর তজ্ঞাশ্রী ও গৌরা ঘোড়ের হস্তান্তরযোগ্য মধ্যলীস্বত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রোক্ত করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার নিষাদ হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জামিন্ডে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গড় বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই তালিকার শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষনাশ করা বাইতে পারে কি না এবং অধমতঃ এই সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কণ সস্তাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জামিন্ডে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পাণ্ডিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষার।

গেজেট।				তারিখ।
ইন্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষার।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনরীক প্রকাশ করা উচিত ইহাই জামিন্ডিগের মত।

এস, সি, বেলী।	টি. জবলিউ, গিঁদন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	জবলিউ ড'মিউ, হন্টর।
সি, এচ, পি, ইবাক্স।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির সভাপতি কল এট রিপোর্টে যথানুযায়ণ বর্ণিত ভরসাতে বলিয়া আনি ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল বিষয়ের ও তদন্তগত অনেক কথাই প্রতি আমার সাপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র নথি লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যামাবর এই ক্ষুদ্র কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাদীনে ও ত্রি অণুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

ভারতচন্দ্র।

১৮৮৪ সাল ১৭ই মার্চ।

* কোনও বিষয়ে সন্দেহ থাকিল।

উকসীজ ।

সাঁজাখ ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ H. নং আক্টনের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮৭৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১১২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৫৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৮ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

সানার জীমুত টি, এম, শিবস সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালার জুয়াবিকারীদেব ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাণ্ডিমার রাজা সখনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

সাঁজাখ ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯৬৪ H. নং আক্টনের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীমুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীমুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮১—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৭০ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উদ্বোধন সমিতির সভার কবিতার ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উদ্বোধন সমিতির ঐতিহাসিক বাবু হাজিরিয়ার মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র] ।

ব্রিহত্তর কুমারিকাণ্ডের সভার আনন্দনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র] ।

ঐতিহাসিক বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গ ও বেঙ্গলদেশের কুমারিকাণ্ডের সভার কবিতার ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৪৪ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।

মুখ্যমন্ত্রী জিলায় অধ্যাপক সেরপুটার কলকাতা জমিদার, ও মধ্যবর্তী কুমারিকাণ্ডের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র] ।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২০ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্বীক কুমারিকাণ্ডের সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অ্যান্টিসেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১০২—৪৪ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র] ।

জালালা সাধা ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিসেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্ধারণপত্র [৩৭ নং কাগজপত্র] ।

ভাগলপুরের কুমারিকাণ্ড সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২১৭—৪৮ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।

ব্রিহত্তর কুমারিকাণ্ডের সভার আনন্দনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র] ।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিধির ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
চালার ব্যাপ্তি।
- ২। বর্জিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাপত্রের প্রণী বিধির বিধি।

- ৪। প্রজাপত্রের প্রণী বিধির কথা।
- ৫। ডালুকদার ও তারত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

ডালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃদ্ধির কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়বিধি যে ডালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন্‌ স্থলেমাত্র
তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। ডালুকের খাজানা বৃদ্ধির নীতির কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আদেশ করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।
ডালুকের অসামান্য অনুব্রজের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী ডালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
ত্বের কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী ডালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পত্তনী ডালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাত বিলি করিবার কন-
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী ডালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরকমে
প্রযোজ্য স্থানে আমদি গাছিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্ট্রী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা
কিনা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্ট্রী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করি-
বার নিষিদ্ধ আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্ট্রী বহীত লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্ট্রী করণ সম্বন্ধে বিধিঅনুরূপ করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস-
ম্বস্তের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়ভদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ভদ শব্দের অর্থ।
- ২৭। প্রাচী ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে ডালার
কালের কথা।
- ২৯। একমালী মালিক ও ইজারদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খাচার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অণুব্রজের কথা।
হস্তান্তর বিধির নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-
কারির অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব বর্জিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বদ্ধকর্মহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিধির নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কএক ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কী বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়ভেরা কোর্কী বিলি
করে, তাঁহাদের ডালুকদারে পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরুপাটার কালের নিয়মের কথা।

খারী।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুক্ত রূপ খাজানা হুজির বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হুজির করার কথা।
- ৪২। পুনঃসারি বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত দার খরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজির হেতু খরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূমাসিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু খরিয়া খাজানা হুজির বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বন্যাজলিত উৎপাদিকাশক্তিরূপে হেতু খরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা হুজির করিবার আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্ধাৎ দরের ভানিবার কথা।
- ৫২। প্রধানত শস্যের মূল্যের ভানিবার কথা।
- খাজানা রপ্যাস্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। শস্যরূপে দের খাজানা রপ্যাস্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার কমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার কমতার কথা।

৩ষ্ঠ অধ্যায়।

মখলীস্বত্বশূন্য গ্রামভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। মখলীস্বত্বশূন্য গ্রামভদের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু খরিয়া কোন মখলীস্বত্বশূন্য গ্রামভকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু খরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু খরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “মখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কীগ্রামভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্কীগ্রামভদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্কীগ্রামভদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

খারী।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবদারিত খাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

খাজানা দিবার কথা।

- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা সেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭০। ভূমাসিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায়িত করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায়িত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আদায়িত করা যায় রাজকীয় তফাচারী তাহার বন্দী দিলে ঐ বন্দী দিচ্ছ নিষ্কৃতিপত্র দিবার কথা।

- ৭৫। আদায়িত পাইবার মোটিলের কথা।
- ৭৬। আদায়িত টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোক্তের প্রথম দার হইবার কথা।
- ৭৮। যে যোক্ত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোক্ত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার শূন্যের কথা।
- ৮০। বৃক্তিনিচ্ছ কারণে বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদিত সালে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপূরণের আঁজা করিবার কমতার কথা।
- কলী বা ভাটলী খাজানার কথা।
- ৮১। কল যাজাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আঁজার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের মখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দারের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারির আর্থপ্রতীতির নিকট প্রচার
নাহী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রতীতি কথা।
- ৮৫। আবহাওয়া প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে
ভূম্যধিকারী অনাগ্র করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রাণ বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত ভাবে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মখলীসত্বগিষ্ঠি যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মখলীসত্বপূনা যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার আর্থালার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীকরণ না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি দান করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি দানিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রাণ উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আমালতের প্রাপ্ত আঁজা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। দানের কড়ির কথা।
কার্য্যাদায়দের কথা।
- ১০২। কেন সর্বাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
দায় নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ মর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ মর্শাম না গেলে একজন কার্য্যদায়
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহানিগকে আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আঁজা পালিত না হইলে কার্য্যদায় নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব দারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্টসন ওয়ার্ডসন বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসনের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
ধাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সর্বাধিকারীগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকারী বা তালুকদারের আর্থনাযতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আণী-
তের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গৃহ্য
হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবৎ হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যসুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না ধাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা বহু কাল অবলম্বিত হইবার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত সেখানে খাজানার ক্ষতি মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়

জুজুমীর নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। জুজুমীর নিজ অধী অরীণ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে জুজুমীর নবনন্দেদের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। জুজুমীর বা প্রচার প্রার্থনাসম্বন্ধে নিজ অধীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। জুজুমীর নিজ অধী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১৪৪। লম্বাসি কর্তৃক প্রতীতি করিবার অধিকার কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলাম্বের ঘোষণা-পর প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম্ব হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থলসাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে একারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রয়কে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলাম্বের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলাম্বের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাত প্রজা আপন পাটানাতার অন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া দিতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উর্দ্ধতন ও অধস্তন জুজুমীর অধিকারী অধিকার মধ্যে বিরোধের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অমায় ক্রোকের নিষিদ্ধ ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়

বিচার সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। জুজুমীর ও প্রচার মোকদ্দমার বর্ডাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারবি-পত্তোর কথা।
 ১৬১। দায়ের বা মোকদ্দমার স্বীকৃত মোকদ্দমা হইবার কথা।
 ১৬২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। জুজুমীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার মোকদ্দমার আপীলের কথা।
 ১৬৯। খাজানার ক্ষতি তিস্তী যে তারিখ অবধি চল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তির হস্তান্তর প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে স্থায়তনিত্যকে উচ্ছেদ করা যায়, লম্বা ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের অধিকার কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরামর্শের দায়িত্ব লিপ্যন্তিত হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাপত্রের অনুবাদ নিরূপণ করিবার প্রা-ধিকার কথা।

১৫শ অধ্যায়

দাবী খাজানার নিমিত্তে তিস্তীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রোতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত আর্থের কথা।
 ১৭৭। "দায়" ও "রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। দায়ের নীলাম্ব হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম্ব হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কালের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার কালের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ন এক হারার বিধান বহিষ্কার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দান অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মখলীসদ্বিলাই যোক্ত বিক্রয় করিবার ও ডাছান কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ন এক হারামতে দান অসিদ্ধ করিবার কার্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মখলীসদ্বিলাই যোক্ত পূর্ন এক হারামতে ডালুক বরিগনা চর এরূপ নাজা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাওয়া করিতে হইবে অভিযুক্ত বিধির কথা।
- ১৮৭। ধরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়ার গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোক্ত ফোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম দিবারপার্থ আদালতে টাকা দেওয়ার গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত বোতের বন্ধকী হইবার কথা।
- ১৮৯। অধিক্ত প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীদত খাজকের নী পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাঙ্গনালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না হইবার কথা।
- ১৯২। মারমুক্তিকারী কোমর মিশরমকদ্দম রেজি-স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। জুয়াধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- বাকী খাজনার লিখিত সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী ডালুক নীলামের কথা।
- ১৯৪। জুয়াধীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের দ্বায়ে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের সরখাঙ্গ করিবার কথা।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের দারখানে নীলামের সরখাঙ্গের কথা।
- ১৯৮। ডালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকীটাকা আদায় করা না গেলে ডালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম হইলে যে নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলামের কার্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। প্রতিদায়ের ব্যবস্থার কথা।
- ২০৩। প্রতিদায়কে মখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায় করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম হইয়াছে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার অভিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাওয়া করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রনিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
অব্যাহত ডালুক নীলামের কথা।
- ২০৯। অব্যাহত রেজিস্ট্রীকরা ডালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।
- ১৭শ অধ্যায়।
চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১০। চুক্তির বিচ্ছেদে যে বিধান কলবৎ হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কারেমী মকররী পাউর কথা।
- ২১২। কৃষিকাংগোপনগৌ কন্যের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেয়াড়ঃ কন্যার কথা।
- ২১৪। উঠবন্দী ও চলহাঙ্গিনী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরাদ ডালুক সম্বন্ধে নী পারিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তব চুক্তির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

বিধান বা ডাছানি বিষয়ক বিধি।

- ২১৮। ৪ ডকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা সরখাঙ্গের বিধানের কথা।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় বিধান বিষয়ক আইনের কিং-মৎল এ মোকদ্দমা প্রকৃতিতে নী পারিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

নগর কথা।

- ২২০। কললে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- জুয়াধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।
- ২২১। জুয়াধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমা-লী জুয়াধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কার্য করিবার কথা।
মালিক কর্মকারকদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৩। কর্মকারীদের কাছাঙ্গনালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-ণালীর কথা।
- যে জিলার জিরৎকানীন বন্দোবস্ত থাকে তাহার বিধানের কথা।
- ২২৫। যে জিলার জিরৎকারী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলার যে জুদি ভোগ হয় তাহা সম্বন্ধে নী পারিবার কথা।
- ২২৬। রাজস্বের হুতম বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
খাসক প্রকৃতি বস্তুর কথা।
- ২২৭। খাসক ও বন্দক প্রকৃতি বস্তুর কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

ডকসীল।

প্রথম।—যে আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের যেতুগান হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবল ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—বিধান।

বঙ্গদেশের জীবুত লেগেটনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কতকটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবুত লেগেটনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কতকটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিধিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এত আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ;
(২) স্থানীয় গবর্নরেন্টে মন্ত্রিসভাবিধিভিত্তিক জীবুত গবর্নর জেমরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা যে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড হাড়া এবং স্থানীয় ব্যক্তি । তৎসঙ্গে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের নিম্নলিখিত তৎসঙ্গে লেখা প্রদেশ হাড়া বঙ্গদেশের জীবুত লেগেটনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে থাকিলে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্জিত; এবং স্থানীয় গবর্নরেন্টে মন্ত্রিসভাবিধিভিত্তিক জীবুত গবর্নর জেমরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে প্রযোজ্য হইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন কাগজ বলে বর্জিত, সেই সেই দেশে প্রযোজ্য হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসঙ্গে লিখিত আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে প্রযোজ্য যায়, তৎকালে প্রত্যেক আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা বর্জিত গেল, তৎকালে সে যে আইন এই আইনের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা মর্মে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তৎসঙ্গে এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জীবিত হইবে না ।

অর্থকর্যের কথা ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পুরোধার কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর যাহাগুলি ভূমি ও লাক্ষ্যবাহু ভূমির যে যে সাধারণ জিজ্ঞাসার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই জিজ্ঞাসার কোন একটির একই ক্ষেত্র মধ্যে যাহা ভূমি লেখা যায়, “ বহাল ” নামে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি জিজ্ঞাসার কারণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফাতে কোন শাসন জিজ্ঞাসার নথি গেল, তাহা এই লক্ষ্যের সম্মতভাৱে বলাইয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূস্বামী বা জমিদার ” নামে কোন মহালের মালিকস্বরূপ ৪৮ নং বহু বাক্যকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী নীতি বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিবে, “ প্রজা ” নামে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূস্বাধিকারী ” নামে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা মখল নিমিত্ত আপন ভূস্বাধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “ খাজানা ” নামে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওয়া ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাট্টা প্রদান বা এক প্রজাসংক্রান্ত অধীনে কোন ভূস্বাধিকারীর কোন প্রজা যে বা যে ভূমিভোগ ভোগ করেন, “ মোড় ” নামে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ ভূমি বৎসর ” বলিতে দেখানে বাঙ্গালী সম চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগুনী বা ফালগুনী সম চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং দেখানে কৃষ্ণকাগুর্গী নামে কোন সম চলিত থাকে, সেখান সম চলিত বুঝাইবে ।

(৯) ১৭২৩ সালে বাঙ্গালী বেহার ও উড়িষ্যাতে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ চরস্থায়ী ” নামে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী-ক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” নামে অকৃতচরমণ্ড ও চরমণ্ডাভূমির অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনাতঃ স্বাক্ষর লিখিত বা পারিষদে চেরাসমীকরিত, “ স্বাক্ষরিত ” নামে “ চেরা-সমীকর ” বুঝাইবে । এই নামে পুর্নোক্ত ব্যক্তির নামের “ মোহরাস্থিত ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নিমিত্ত ” নামে স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নরেন্টকর্তৃক নিমিত্ত বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” নামে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতামূল্যে কার্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নরেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এতে আইটেনর কোম দিখানো "রাজস্ব কর্মচারী" শব্দ থাকিলে, তাম্রীর পদ-ঘাটে উক্ত প্রধানমন্ত্রী রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষয় গণনাতে কাঁচা করিবার নিষিদ্ধ বেকর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১৬) “পশুশাস্ত্র” নামে এফ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণিত প্রকারের ডালুক স্থানীয়, এবং সেচ অফিসের উপস্থিতিতে সরাসরী ও অন্যান্য অঙ্গণ ডালুকও তহসীল।

२५ अथः ।

জাভাদের জেগে দিব্যক নিধি ।

অজ্ঞানত জেনো বিশ্ব- ৪ খারা। এটো আঁট্টেনে
রক কথা।

কার্যনাটক নিম্নলিখিত এক
জোড়ের প্রজা থাকিবে, যথা, —

(১) ডালুকদার, গোটো ডালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(२) ब्राह्मण ; ६०६

(৩) কোলা বারিড, অর্থাৎ, যে প্রকারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে বারিডের অধীনে জরি ভোগ করে ;

ଆମ୍ଭ ମିମ୍ବଲିଖିତ କଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଡାକ୍ତର, ବନ୍ଧା, —

(ক) যে রাস্তাঘেরা অবধারিত হাটের তুলি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানার কথা অবধারিত খাজানার হাটের তুলি ভোগ করে, এই কথার তাৎপৰ্য্যকে বুঝাইবে ;

(খ) মঞ্চলীপকল্পশিষ্ট রাবত, অর্থাৎ, যে রাবত-
সের ভোগকৃত ভবিষ্যে মঞ্চলীপকল্প আছে; এবং

(१) मधली गवळूंना दारूण, अर्थात वे रान ठरत असून मधली गवळू आहे ।

৪ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার
জালুকদার ও বারত স্বত্ব কুৎসিতির স্থানে বা অন্য
স্থানে অর্থাৎ কোন জালুকদারের স্থানে

আগেই বলা হয়েছে, “তালুকদার” বলিতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং বাঁহারা এক্ষণে স্বত্ব পাঠিবাছেন, তাঁহাদের স্বাধীনত উত্তরাধিকারীদিগকে ও বাঁহারা ৩৭ ধারাবতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইলে সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তি-বর্গের, বা এতদভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশী-দেব সাক্ষাৎকৃত ভূমির চাষ করিবার নিষিদ্ধ ভূমি গ্রহণ করি-
য়াছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝা-
ইবে; এবং যে ব্যক্তির প্ররূপে ভূমি গ্রহণ করেন
উক্তাদেবের স্বাধীনতা উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মা-
নুসারে এই শব্দে বাচ্য হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা জালুকদারের অবাধিভুক্ত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন এজেন্সি তালুকদার কি রায়ত, ইয়া নির্ণয় করিতে হইলে, আমদান্য নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশাচারের প্রতি :

(খ) যে রাস্তাঘাটের আশেপাশের বোতের অর্ধেকের
অধিক কোর্কা বিলি করে, তাহাদের লম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার
বিধানের প্রাপ্তি ; এবং

(ग) आभ्य आश्रित समस्त अजायबद्वय तात्पर्य
अति, अर्थात् जो अत्र बाबाना आश्रित करिबार् वः अति
ताय करिबार् अत्र छित, हेतव अति ।

(৫) কোন মোটর পরিবহন অধিদপ্তর ১০০ বিষয়
অধিক হলে, এবং উক্ত সমস্ত পরিবহন পোড়ো
নিল করা গেলে, সর্বমোট সর্বমোট মাথার, তাহলে
একটি চালকদ্বারা পরিচালিত হইবে।

৩য় অধ্যায় ।

ଡାକ୍ତରୀମାନଙ୍କର ଏକାଧାର ବିଧି ।

बालानां दुःखं कथं ।

১. চিত্রস্বামী বন্দোবস্তের
 সমস্যা। যে যে জালুক
 কোম্পানী আদায় করে
 কোম্পানী বন্দোবস্ত
 থাকবে। বন্দোবস্ত
 পাবনা কথা।

(ক) যে তুমাদিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি মেশাসারক্রমে, শিন্দা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা রাজি করিতে স্বত্ববান, অথবা।

(খ) এই ডাকনামার আশেপাশে থাকার জন্য কলকাতা নগর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানগুলিতে বসবাস করা যাবে, এবং
কর্তৃক নির্ধারিত এই স্থানগুলিতে বসবাস করা যাবে।

(২) শিকড়ী চওখাওে কিস্বা হালকীর কাপোরে
 লিখিত বা পোষ্টালিনের লিখিত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে
 আইন সংকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-
 মতে জমি গৃহীত হওয়াতে কোন হাঙ্গুকাপারের আকালা
 কমানিরা দেওয়া গেলে, ঐ কমানি এই ধারার বন্দীভুক্ত
 কমানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন জালুসারের
জালুসার খাঁজানা ইচ্ছা
নোদার কথা।
যায়া কোন চুক্তি থাকিলে
উক্তা মানিয়া এই খাঁজানা নিষিদ্ধ তদুপ জালুসার
ভোগ করেন, উক্তায়া দেশাচারে যুক্ত যে স্থানে খাঁজানা
দেন সেই স্থান পাল্য চুক্তি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেহেতু ভাঙ্গা বেশী গাছপাশত হাট লাঠি, সেট
ফলে উক্ত ভাঙ্গা চুক্তি সামগ্রী লাগল ও বাণী উপস্থিত ও
সাথ্য জ্ঞান করেন, সেট সেরা পর্যন্ত থাকিবে। ইতি ক্রম
বাটতে পারিবে।

(৩) যাণী উপযুক্ত ও দায়া হর, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হর, তাহা হইতে খাজানা অদায়া করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা মূল ভাগের কম লভা দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থার তালুকদার সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকদার অবসরগত হুসি কিম্বা তালুকদার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা ভদীর স্বার্থগত পুণ্ড্রিকারীদের দ্বারা বাধ্যতায় প্রথম চাব করা হইয়াছিল কি না ;

(খ) ডালুকদার বা তদন্ত স্বার্থগত পূর্বাধকারীরা কোমরগু উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(ग) आमात्र सद्धिराड चतुष्ट ० अंक ।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত জুমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা এই জুমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে হরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবক খাজানা হিচনের অধিক না হইবার কথা।
বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য করা গিয়া, তাহা পূর্বের খাজানার হিচনের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ বর্দ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
খাজানা বর্দ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বর্দ্ধি ক্রমেণ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বর্দ্ধির উক্ত সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক এক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেণ বৎসর বৎসর খাজানা বর্দ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বর্দ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বর্দ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর মূল বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বর্দ্ধি করিবেন না।
খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে মূল বৎসর পরিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাবলী, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূস্বামী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান-সম্মত যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিম্বা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূস্বামীকে উচ্ছেদ করিবেন না।
পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদারের পোটায় বাণিয়া আপনায় তালুকের ব্যয় করিবার ক্ষমতা রাখি।
জমির বিলি করিতে পারিবেন।

৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকরে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মতে সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূস্বামী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পাশ করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্ধ বৎসরের

সরের ধীমান্য পরিমিত মাত্রায় জামিন হস্তান্তরকরে প্রতীকার নিকটে চাষিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীকরে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূস্বামী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাষিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূস্বামী হস্তান্তরকরে প্রতীকারে বাস রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে ক্রোক থাকিবার কালে ভূস্বামী পোটায় তালুকদার কিম্বা বাসভূমির স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনায় পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ইরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূস্বামীর প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা মূল হয় ততদধিক ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূস্বামী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিক্রেতা কাছাকাছি করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকরে প্রতীকার যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূস্বামী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকরে প্রতীকার অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন প্রদান ভূস্বামীর প্রতি আদেশস্বত্ব আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রদত্ত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন আদায় উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীকরে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকরে প্রতীকার একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূস্বামীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পত্না-রিজিষ্টারী কী দেয়, তবে ভূস্বামী পত্নী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিছু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূস্বামী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে আর্থনা করা যায়, ভূমাদিকারী তদনুসারে কাছা করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতিব কারণে বর্ণনাপত্র লিখিয়া আর্থকে দিবে; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, সমস্তরূপে এক শতাংশের অসম্মতি যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার দ্বারা আদায় করিবার নিমিত্ত আর্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছা প্রণালী দ্বারা আদালত ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বক উহার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব সাধারণ নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূমাদিকারীর উপর নীলামের নোটিস জানী করণার্থ ১০ ধারামতে বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে সাংগত করুন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অতীত নীলামের নোটিস ভূমাদিকারীর উপর জারী করিবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চারিদিকের তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূমাদিকারী অতীত উক্ত আদেশাচুসারে কাছা করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, ভূমাদিকারী এক্ষণে তাঁহার নিকট কোন আর্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূমাদিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও অত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামতে বিধির আদেশমতে ভূমাদিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের স্বত্বান্বিত হয়, তিনি ভাস্করদ্বারা প্রণীত তাঁহার যে খাজানা পাওয়া হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থার দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূমাদিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরকর্তার প্রতিনিধি স্বলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার আর্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূমাদিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ আর্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবেন। এ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বক প্রণীত উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূমাদিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং প্রেরণ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায়ী কল হইবে।

(৪) পূর্বক প্রণীত উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় প্রেরণ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার যোগ্য একরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর ৩য় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার আর্থনা না করা যায়, তবে ভূমাদিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্বলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে আর্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্বলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কোন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বক প্রণীত উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার অমত ভূমাদিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে এইভাবে কিম্বা স্বলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। প্রেরণ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায়ী কল হইবে, এবং প্রেরণ যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীক্রমে ভুল্য বলবৎ হইবে।

(২) পূর্বেক্ষরূপে উল্লিখিত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোমল আত্মা করিতে অস্বীকার করিবে, কিংবা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আদেশ উচিত বোধ করেন সেইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

২১ ঘণ্টা। পূর্বে কএক ঘণ্টার মধ্যে কোন ভাষিকের হস্তাক্ষর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা ঘণ্টার ঘণ্টা উক্ত ভাষিক ভাষার কোন অংশ প্রস্তাব করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ভাষিকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্ট্রী বহীতে উক্ত ভাষিক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খান নকল সময়ে ২ টা হেক, ভূম্যধিকারীর স্থানে বখার্ব নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত ততখান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে ২ এতদন্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আশ্রয় অস্থান বা এক টাওয়ার আশ্রয় যে কী স্থাপ্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিষ্টারী বচী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গণপসেন্টে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-সম্মত বিধিক্রমে সময়ে সেই সকল রেজিষ্টারী বচীর পাঠ নির্দেশ করিতে পারিবে, এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টারী করিবার সম্বন্ধ যে কাগজ-খবরী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবে।

(২) (১) প্রকল্পসমূহ কোন বিশিষ্ট প্রণয়ন কালে জাতীয় গণপরিষদে এই বিশদ করিতে পারিবে, যে উক্ত বিশিষ্ট ন্যূনতম হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থসংগ্রহ হইতে পারিবে।

३१ अध्याय ।

ଅବଧାରିତ ହାତେ ସେ ଶ୍ରମିକେତ୍ରା ଛୁଇଁ ଡୋମ
କରେ ଡାହାଣେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥର ଗାଧ ।

২৩ ধারা। অবধারিত থাকানার বা অবধারিত থাকানার চারে যে রায়ত ছিন্ন ভোগ করে,
 অবধারিত হারে কৃষি (ক) কোন আনুসঙ্গিকতার
 ভোগ করিবার অনুবন্ধের কথা। যেহেতু বিধানের নিম্নাধীন
 থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপন যোক্তের কল্যাণের ও
 উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিম্নাধীন থাকিতে
 হইবে, এবং

(খ) ভাণ্ডার সহিত তদীয় দুর্বাধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম তদ্ব্যবহারে তাৎক্ষণিক উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তদ্ব্যবহারে, এইরূপে ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় দুর্বাধিকারী তাৎক্ষণিক উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

৫ম অধ্যায় ।

मन्मथोत्पत्तिदिनके वाराहमनस मन्त्रोक्त विधि ।
साधारण ।

২৪ শাখা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে
সংসদে সন্নিবিষ্ট আদালতের বসে
কিছু দেশাচারজনকে কিছা
প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে
রাজস্বের সংলগ্নতা থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে
সেই রাজস্বের উক্ত ভূমিতে সংলগ্নতা থাকিবে।

২৪ ধারা। (১) কোন প্রাণের বা মহাশয়ের
বাসনাক্ষী বায়তনের
সম্বলীকর প্রাণ হইবার
কথা।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি এই আইন প্রণীত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আটম বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৬ খণ্ড। (১) এই আইন প্রণয়িত হইবার সম-
বাসেমা রায়ত শঙ্কর
অর্থ।

কোন আয়ের বা মহালের
কর্তৃপক্ষ জমী রায়তদ্বয় লালীকমে বা প্রকারান্তরে
ভোগ করিগা থাকে, তবে এই বাকি উক্ত কাল অতীত
কইলে পর এ আয়ের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত
হইরাইহ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনসত্ত্ব কোন কার্খানাগষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রাগত অরণ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাগজপত্রকেই ব্যক্তিগণ সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এক অন্তর্ভুক্ত হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ ব্যয়ত অরণ বা র বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাঁর ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ইটেলেন্ড, এই ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্র এই ব্যক্তি ক্রমাগত কোন আবেদন বা সহলে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি ব্যতিক্রম যেরূপে যে ক্রয় ভোগ করিয়া থাকে, ঐখ্যোক্ত ব্যক্তি এই ব্যক্তির কাছাকাছি সেই ক্রয় ব্যতিক্রম ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জনী দুই বা তদধিক অংশীদার বাহকী যোতবরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাৰ্য্যপক্ষে ঐ জনী এরূপ একত্রে অংশীদার প্রত্যক্ষরূপ ভোগ করিরাছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে বহুকাল ব্রাহ্মত্বরূপে জমী কোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসিন্দা ব্রাহ্ম থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ১৬ হাজারতক পূন্যায় ভূমির মূল্য পাও, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসিন্দা রায়ত বহিরাতে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ও মহাল নামের ২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্বে কএক ধারার কাৰ্য্যপক্ষে,

(ক) গ্রাম পঞ্চ রাজস্বসংক্রান্ত করীণের আয়ের মানচিত্রে একই বর্গীসীমার মধ্যে যে স্থান দখলিয়ার সেট স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র চাইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এই গ্রামের অংশ, তবে আদায় বুঝাইবে; ও এরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আর্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত গাণী উপযুক্ত বিবেচনা করেন। এরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তহসীলদারের পর এডমর্সে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কাৰ্য্যকারক যে স্থান মিলন করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবদি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল পড়ে, সেই স্থলে এরূপ বাটওয়ারা না হইলে এই সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হওক, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রাইতের ভূমি-
ভূমিধিকারী দখলী-কারী কর পরিচালনা প্রকার-
বহন হইলে তাহার-সূত্রে এই রাইতের স্বার্থ প্রাপ্ত
কলের কথা। হইলে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট হইবে;
কিন্তু এই ধারার কোন কথায়
অপর কোন ব্যক্তির অধিক কোন বিষয় হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রাইতস্বরূপ ভূমি
একমালী মালিক ও ভোগ করিলে, এই ভূমিতে
উজারদারদের সহজে চুখানো বা ভালুকনাস্বরূপ
বিশেষ বিধানের কথা। ভাঙ্গার একমালী স্বার্থ আছে
বলিয়া কেবল এই কারণে ভাঙ্গার
উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ হইবার দাবী হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি রাজস্বের উজারদারস্বরূপ কোন
ভূমি ভোগ করিলে এই ভোগসম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে এই
ধারায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি
ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি উজারা
নইয়া ভোগ করিলে, এই দখলীস্বত্ব হারা হইবে না।

৩০ ধারা। ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে
খাদ্য, নিজ বা নিজবোত
কথা। নামে এবং বেহারে কোরাক,
মিজ, সেব বা কামাত নামে
দে ভূমি খাজ, কএক সনের মিয়াদে পাট্টাক্রমে কিনা
সম বণন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই
অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে ভাঙতে দখলীস্বত্ব
জন্মিবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি
দখলী স্বত্বের অনুবন্ধের সহজে কোন রাইতের দখলী
কথা। স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত
বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) বাহাতে ভূমি এজাখত্বসংক্রান্ত কার্যের

অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে
পারিবেন, কিন্তু মেলাচারের বিরুদ্ধে রূক কাটিতে পারি-
বেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ-
সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানাদিবেন

(ঘ) (১) বাহাতে ভূমি এজাখত্বসংক্রান্ত কার্যের
অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিগেছেন,
অর্থাৎ

(২) তিনি এই আইনের বিধানমতে এরূপ এক
নিয়ম ভঙ্গ করিগেছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূমির ভূমি-
কারীর সহিত ঠাহর যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির
শর্তানুসারে ঠাহর উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই ক্ষেত্রে ঠাহর উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়,
সেই ডিক্রীকারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি চাইতে
ঠাহর ভূমিধিকারী ঠাহর উচ্ছেদ করিতে পারি-
বেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আশ্রয় যোক্ত
ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূমিধিকারীর যে সকল স্বত্ব
রক্ষা হইল, তাহা মানিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের
ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা উচিতক্রমে চাল করা যাইতে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উচিতক্রমে চাল করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত
ভূমি বা ভাঙ্গার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে
পারিবেন।

(জ) ভাঙ্গার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উত্তর না
করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির দ্বারা ভাঙ্গার
উত্তরাধিকার বর্ত্তিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবহার
অধীন সেই ব্যবহারে যে কোন স্থলে ভাঙ্গার অন্য
সম্পত্তি রাইতের প্রাক বর্ত্তি, সেই স্থলে ভাঙ্গার দখলী-
স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। (১) রাইতের
দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব
বিক্রয় করিলে ভূমি-ভূমির ভূমিধিকারীর অধিকার
কারির অধিকার করি-বাহ বহুধর কথা। ভোগ করিবার স্বত্বের নিয়ম-
বাহ থাকিবে।

(২) অগ্রে কর করিবার যে স্বত্ব ভূমিধিকারীর
আছে, তদনুসারে কর করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার
নিমিত্ত, রাইত ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির
নিকট খীর দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার কপ্পা করিলে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এডমর্সে যে আদায় বা কাৰ্য্যকার-
ককে নিযুক্ত করেন, সেই আদায়ভের বা কাৰ্য্যকার-
কের আদায় ভূমিধিকারীর উপর জারী করণার্থ আদায়
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে
ব্যক্তির লিখিত যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে
চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) মায়যুক্ত থাকে
এই নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস
দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় লগ্নাহ গত না
হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বহু থাকিবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিশ দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে আদালতের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিশ অবিলম্বে ভূমালিকার উপর জারী করা হইবে।

(৪) নোটিশ দাখিল করিবার তারিখ অবধি ভর সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী রাষ্ট্রের স্থানে মধ্যস্থত্ব করিবার দায়িত্ব করিতে পারিবেন। ভূমালিকারী ও রাষ্ট্র একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই অব্যক্ত করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ভর সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থত্ব করিবার দায়িত্ব করিবে। ভূমালিকারী উক্ত মূল্য দাখিল করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থায়া হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রাষ্ট্র ভর এই ভূমালিকারীকে বিক্রয় করিতে চাইবে, নহলে এই মূল্যে উক্ত ভূমালিকারীর নিকট এই অব্যক্ত করিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্র এই ধারার আদেশনাক্রমে নোটিশ দাখিল না করিয়া কিংবা নোটিশ দাখিল করিবার তারিখ অবধি ভর সপ্তাহ কালো মধ্যে ভূমালিকারী হাজিরা আদালতের নিকট যীর মধ্যস্থত্ব করিলে, ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাধা হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজস্বের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বক্তব্য আদেশের উপর ভর রাখিবেন, এই ধারার মধ্যস্থত্বের মূল্য স্থায়া করিবার নিমিত্ত ভর আদেশের সঙ্গে একত্রে মধ্যস্থত্বের আদালতের নিকট এই বিক্রয় আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের মের যোগ্যতা ও মধ্যস্থত্বের নিয়ম করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীকারীক্রেম মধ্যস্থত্ব লীমাস ডিক্রীকারীক্রেমের নাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমালিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকের অধিক ক্রয় করিবার যথেষ্ট ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূমালিকারী হইবে, তবে এই ডাক ভূমালিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রাষ্ট্র মধ্যস্থত্ব বন্ধন দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারায় উক্ত সপ্তাহে উদ্ধার করিবার অর্থ রহিত করণার্থে চুক্তি আদায় পাইবার আদেশ হয়, তবে আদালত উক্ত আদায় করিবার আদেশ করিলে উক্ত আদেশের নোটিশ ভূমালিকারীর উপর জারী করাইবে এবং নোটিশ জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আদায় করা বন্ধ রাখিবে।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমালিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার ব্যয়কে দিবে, ভূমালিকারীকে বাকি স্থানে মধ্যস্থত্ব হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রতাপ করিবেন এবং ভূমালিকারীর অধিকারে উদ্ধার করিবার অর্থ রহিত করণার্থে চুক্তি আদায় করিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চুক্তি আদায় করা যায়, তাহাতে ভূমালিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাকি থাকিলে, বেঞ্চ কল হইতে সেই বেঞ্চ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্র ক্রেম মধ্যস্থত্বের মধ্যে দান করা বা গেলে, ভূমালিকারী মধ্যস্থত্বের মধ্যে মধ্যস্থত্বের মধ্যে ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিশ ভূমালিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জি মধ্যস্থত্ব না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃক প্রেরণ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবে না।

(৩) প্রেরণ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃক রেজিষ্টারী করণের নোটিশ ভূমালিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবে।

(৪) মূল্যমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবর্তনীয় নির্দিষ্ট সপ্তাহের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধ থাকিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারিয়ার কার্যক্ষেত্রে ভূমালিকারী

পূর্বে এক ধারার শব্দে কেবল ভূমালিকারী (ক) যে ভূমালিকারীর আবাসস্থিত ভূমালিকারীর অধীনে রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমালিকারীকে, কিংবা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভূমালিকারীর আবাসস্থিত অধীনে রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভূমালিকারীকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভূমালিকারীর আবাসস্থিত অধীনে রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমালিকারীকে বুঝাইবে; কিন্তু প্রকরণমতে আদেশক্রেম, উক্ত ভূমালিকারী ভূমালিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভূমালিকারীর আবাসস্থিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমালিকারী কিংবা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভূমালিকারীর স্থান এই ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূমালিকারীর অধিকার ক্রম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন মধ্যস্থত্ব বিলি টারিফ আপনায় মধ্যস্থত্ব বিলি যে যোডের যে অংশ কোফা বিলি রাষ্ট্রের কোফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোডের মধ্যে তাহাদের ভূমালিকারীর অধিক হইলে, ভূমালিকারীর পরিচিতি হইবার মধ্যস্থত্ব রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত যে কোন আদেশ বিলি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রাষ্ট্র ভূমালিকারী বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, এই আইনের মধ্যস্থত্ব ভূমালিকারী ভূমালিকারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

শিষ্ট (ক) বরস মেডুক, জুয়েলারি, পীড়ারতঃ, পূর্ণটাক্রমে, কিংবা টেনিক বা গাছ চাকরীতে বা তীর্থ-বাস্তব বাওরিতে তির্যকালের নির্দিষ্ট গৃহ উপস্থিত না থাকিলে, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনায় অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নির্দিষ্ট আপন-

নার যোজ বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে ভাণ্ডারগারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাখতে থাকিলে, যেও নাহে ও যেও নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিবে, সেহে নহে ও সেহে নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিবে।

৬০ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি ভাণ্ডারগারে পরিবর্তিত হয়, তাহার যোজের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোজের অর্জিতের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রাখতে পরিবর্তিত হয় না।

৬১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাখত আপ-
নার যোজ বা তাহার কোন
অংশ কোর্স বিলি করিলে,
এরূপ বিলি করিবার মরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রদান থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রাখত বরফচুক, জ্বালোক বলিয়া, পীড়াবণতা, চূর্ণনাক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গার্ভা জাকরিতে কিম্বা জীর্ঘযাত্রা যোগ্যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহভাগিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনাদি অক্ষমতা কালের অনতিক কালের নিমিত্ত আপন যোজ বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(খ) এট আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে মরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কাযপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা হইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৬২ ধারা। যাদে পেলটীও প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রাখতের বৎসরকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৬৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাখত মুদ্রারূপ (নগদ) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান-মতে না হইলে, প্রকাস্তরে রুজি করা হইবে না।

৬৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাখতের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে রুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহার রাখতের পূর্ববর্তে খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্বে বা মাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি বট আইনের বিধানমতে ও রাখত তাহা করিতে সক্ষম ও সগঠ ও তাকার মত হইলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃত্ব এই ধারার চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করণের পূর্বে এই কথা জামিয়া হইবে।

৬৫ ধারা। (১) যে অমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রমাণ পূর্বে কোর্স করিবে, তাহা যে আনের বাধা বেলা খাজানা বা মাবেকের অনুরূপিত তাকার কোন বাসেন্দা রাখতকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রমাণ যে খাজানা নিবেল, উক্ত রাখত ঐ অমীর জন্য তদপেক্ষা উক্ত খাজানা দিতে বাধ্য হইবে।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বর্তিবে।

৬৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাখত মুদ্রা যোজদমা দিয়া বা যোজে খাজানা দিয়া যে যোজ আনারুক্তি করিবার কথা। কোর্স করে, সেই যোজের সুবাদিকারী এই আইনের বিধান-মতে নিয়মাবলীতে নিম্ন লিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা খাজানা রুজি করিবার যোজদমা উপস্থিত করিতে পারিবে, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাখতের নিকটস্থ লেজ প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি নিমিত্ত যে প্রচলিত চারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রাখত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রদান খাজানা লোভ গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) সুবাদিকারির দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রাখতের কোমলত জ্বার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রাখতের কোমলত জ্বার উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬৭ ধারা। প্রচলিত হারের সময়েরে খাজানা দেওয়া প্রচলিত হার বহিরা যা- হয়, এই হেতু দিয়া খাজানা আনারুক্তি করিবার বিধান। রুজির দায়িত্ব করা গেলে, (ক) বর্জিত খাজানা মাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় জনস্বত্ব দ্বিতীয় খাজানার প্রচলিত হার সর্বোৎকর্ষকরণে জ্ঞান যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিবার স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে রূপে কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) কোন ব্যক্তির যেখানে খাজানা দিতে হইবে, এই ব্যক্তিতে তাঁহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি তাঁর আশ্রয় ন্যস্ত হয়, তার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাঁহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন আকারের ব্যক্তির অত্যন্ত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে শাসনের হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিদিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীন লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু পরিশী খাজানা রক্ষির দায়িত্ব করা গেল,—

মূল্য রক্ষি হেতু পরিশী খাজানা রক্ষি হইবে। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশক্রমে নিয়মিত সমস্ত হারে যে মূল্যের ডাবলিং প্রকাশ করা যায়, আদালত উৎকর্ষ সাধন পুস্তক পীচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পীচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পীচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত নিম্নলিখিত দেখিলে।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে, বর্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা চাকার চারি আশ্রয় অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পীচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পীচ বৎসরে গড় মূল্যের সহিত শেষ পীচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মধীন ৪৮ ধারার নিমিত্ত সাবেক খাজানার সহিত বর্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমিদিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিশী খাজানা রক্ষির দায়িত্ব করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনকারী গড়দূর ভূমির উৎপাদিত শক্তি রক্ষি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পাড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কার্য সাগাওতে কালে, তাঁর করিতে কত খরচ পাড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তর খাজানা দিবার কর্তব্য শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মানুসারে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল লাভ হইলে, ডিক্রী পুনরাবলোচনা ও পুনর্নির্দেশনা সাপেক্ষে রূপান্তরিত পারিবেন।

৪৭ ধারা। বন্যজমিত উৎপাদিত শক্তি রক্ষি হেতু পরিশী খাজানা রক্ষির দায়িত্ব করা গেল,—

(ক) যে রক্ষি কিংকালীন বা ঐনমিত্তিক হইবে, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) রক্ষি খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা চাকার চারি আশ্রয় অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রক্ষি করিবেন না, যাহাও ভূমির উৎপাদিত শক্তি রক্ষির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমিদিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যখন মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অত্যন্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমার একপক্ষ খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানা রক্ষির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে খাজানা রক্ষি করিলে যে পূর্ণ পরিমাণে অধিকার খাজানা করিতে লম্বা ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা। রায়ের কতি হইবে, তবে তাহা করিতে পারিবেন যে এই রক্ষি ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রক্ষি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রক্ষি করিয়া পীচ বৎসরের অনতিক এক বৎসরে ততদূর রক্ষি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-ক্রমে খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা রাখা হইবে।

৫১ ধারা। (১) মুজারিফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মধ্যস্থতাবিশিষ্ট ব্যক্তি খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু দায়িত্ব আদালতের খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কতি হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের তল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ;

(১) এই ধারার কোন অধিকার দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজাদানী বিষয়ক আর্ডারের ৫৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫২ ধারা। (১) মুজারিফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মধ্যস্থতাবিশিষ্ট ব্যক্তি খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু দায়িত্ব আদালতের খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কতি হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের তল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ;

(১) এই ধারার কোন অধিকার দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজাদানী বিষয়ক আর্ডারের ৫৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

(ক) যেতেই ভবী রায়তের মৌজা ব্যক্তিরকে বালি করা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থায়ী-রূপে অপরূপ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা।

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রদান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায়তে কোন যৌক্তিক উপস্থিত করা গেলে, আশীশত যত ছুই উপযুক্ত বা মাথা বোধ করেন, তত ছুই খাজানা কমাওবার আদায় করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ মূল্যের তালিকা কথ্য।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই-স্থানে যে প্রদান খাদ্য শস্য করা, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদধীন ২২ মাসের যে বা যে সময় ধাৰ্য্য করেন, সেই বা সেই ২২ মাসের সেই শস্যের ফসলের সময়ের ন্যায় মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন বিধির তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট এতদধীন যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল মধ্যে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উপর্যুক্ত প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়নত কোন আনুষ্ঠানিক কাহিনী দিচ্ছাৎ অন্য হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাওবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মজরার মোটিল যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার দিকে কালেক্টর সাহেবের নিকট লামরা কোন অংশটি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন মধ্যস্থিত বিলিটে প্রাপ্ত প্রদান প্রদানকারী কোন যোক্তের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিম্বদন্ত-রূপে আনুমানিক মূল্য পরিমাণ দিচ্ছা শস্যভেদে তিন ২ হারে অথবা তিন ২ পরিমাণে ঐরূপ এক প্রদানীতে ও তিন ২ পরিমাণে অন্য প্রদানীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভবী ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিমাণ হইবার আবেদন করিতে পারিবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্থিত বিলিটে প্রাপ্ত প্রদান প্রদানকারী কোন যোক্তের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিম্বদন্ত-রূপে আনুমানিক মূল্য পরিমাণ দিচ্ছা শস্যভেদে তিন ২ হারে অথবা তিন ২ পরিমাণে ঐরূপ এক প্রদানীতে ও তিন ২ পরিমাণে অন্য প্রদানীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভবী ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিমাণ হইবার আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এই আবেদন কালেক্টর সাহেবের বা মধ্যস্থিত কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়নতে যে কোন মধ্যস্থিত খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদধীন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ আবেদন পাইলে য ৩ টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আদায় করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পুর্নোদ্রূপ অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা বা অন্য রূপে নির্ণয় টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এবং বিদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) মধ্যস্থিত বিলিটে রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও উক্ত মূল্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে মধ্যস্থিত ভূম্যধিকারী প্রাপ্ত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আবেদন লিখিত করিতে হইবে, এবং উহা যে ৩০ দিনের মধ্যে করা যায়, ও যে সময়ের উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং ঐ মধ্যস্থিত কর্মচারী অন্য যে খাজা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আশীশ হইতে পারে, ঐ আবেদন উপরও সেই প্রকারে আশীশ হইতে পারে।

(৬) কেহ আবেদনকারীর বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী তেঁতু নির্ণয় করিয়া আবেদন গল্প করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কথ্য।

৫৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে মধ্যস্থিত বিধি করিবার ক্ষমতা ঐরূপ গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারী ৫২ ধারায় মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কাব্যপক্ষে কোন-কোন খাদ্য শস্য প্রদান শস্য বন্দোবস্ত করা হইবে, ইহার বিধি বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায়তে যে কার্যকারকেরা চুক্তি প্রেরিত করিলে, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মধ্যস্থিত মূল্য রায়তের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৬ ধারা। যে রায়তের মধ্যস্থিত বা থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার এই আইনে বাহানের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৪৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বীয়া রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজনার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৪৭ ধারা। রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-খাজনা বৃদ্ধি বি-
ষয় কথা। মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বীয়া ১৮৮৫র খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বীয়া রায়তকে নি-
যে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু
কোন দখলীস্বত্বীয়া ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে
রায়তকে উচ্ছেদ করা পাইবে, প্রকারান্তরে নহে।—
যাইতে পারিবে তাহার (ক) সে বাকী খাজনা দেয়
কথা। না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করি-
রাছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বস্বত্বীয়া কার্যের
অনুপযোগী হয়, অথবা যে এই আইনসম্মত এরূপ
মোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, বাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও
তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার
শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে,
এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির
দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে,
এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ১০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে
খাজনা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজনা দি-
বার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজ-
না দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে অস্ব-
বাস, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৪৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় মাস
খাজতে, রায়তের উপর উঠি-
য়া যাবতীয় নোটিস জারী করা
না গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত
হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া
কোন দখলীস্বত্বীয়া রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার
মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত
হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

১০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্জিত খাজনা দিবার
নিয়মপত্র রায়তের নিকট অ-
র্পণ না করিলে, এবং রায়ত
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার
পূর্বে ভিন্ন মাসের মধ্যে ঐ
নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে
অস্বীকার না করিলে, খাজনা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার
করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বীয়া রায়তের
বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাই-
বে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন
রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে,
উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত একদর্শে

স্থানীয় গন-মিটে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত
করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে
ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদা-
লত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট একাধারে
রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা
ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে
তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন
নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পা-
দন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল,
জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই
আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের
প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়ম-
পত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের
বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা
যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে
সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট একাধারে
ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন
করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে
উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়ম-
পত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে
অস্বীকার করে, এবং তৎক্ষণাৎ ভূম্যধিকারী তাহাকে
উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ
যোক্তের যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত
তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা
দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর
কাল ঐ খাজনা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে;
যদুবান্ধ থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে
দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বসারার
লিখিত নিয়মামুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে
পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা
দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী
দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয়
করিতে হইলে, আদালত নিকটই সেই প্রকারের ও
তদুপরি সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা 'পড়ে
যে খাজনা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু গায়েক
খাজনার উপর তাঁকায় আটখানার অধিক বৃদ্ধি
দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে,
যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ
অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

১১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ
"দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায়
অর্থ। লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও
তাহাকে দখল দেওয়া গেল,
পাটায় এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তথাপি এই

অধিকারের কার্যপত্রকে ঐ পাট্টাটুক্রে তাহাকে দখল
হে ওরা গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুজাররপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তের নামে
যে খাজানা আদায়
করিতে পারা যাইবে,
তাহার নীমার কথা।

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
জুমাখিকারী নিজে যে খাজানা
দেন, তাহার উপর নিয়মিত
সতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা
রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, সতকরা পঞ্চাশ
টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, সতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তবিশেষ
উচ্ছেদ করিবার বিরুদ্ধে
কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
অন্যসূচক প্রমাণ থাকিলে নির্দিষ্ট
একাত্তরে কোন কোর্কা রায়তের
উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ

সোটিস জারী করা বা গেলে পর, তদীয় জুমাখিকারী
তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানার বিবরণ সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভাস্করদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত
খাজানার সম্বন্ধে বিধি
ও অনুমানের কথা।

তাহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি
যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
খাজানার বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই যেহেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার
হুজি হইতে পারিবে না।

(২) কোন ভাস্করদার বা রায়ত ও তাহার স্বার্থগত
পূর্বাধিকারীরা যাহা যৌক্তিক বা আনুষ্ঠানিক কার্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমতে কোন
সৌকর্য্য বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি ঐ খাজানার বা খাজা-
নার হারে তাহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রত্যাহত বা কোন প্রকারে
প্রত্যাহত থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টরী
করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রত্যাহত বা স্থল
বিশেষে উক্ত প্রকারে যে কোন প্রত্যাহত রেজিষ্টরী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান
থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও জুমাখিকারী
উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানাস্বরূপ গ্রহণ করা গিয়াছে বলিয়া
কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোক্তের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোক্ত
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা
জুমাখিকারীর ইচ্ছামতে প্রত্যাহত শেষ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে
কিম্বা কোন ভূমি বৎসরে
খাজানার পরিমাণ ও
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে
অনুমানের কথা।

কিম্বা কোন ভূমি বৎসরে
সে যে নিয়মে ভূমিভোগ
করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন
উত্থিত হইবে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী ভূমি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে নিয়মে সে ভূমি
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত প্রমাণ না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ
হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন,
বতনের কথা। তাপ করিয়া ভূমির বৎসর ভূমি
খাজানা প্রমাণ হয়, উক্ত ভূমির অন্য তাহার অতিরিক্ত
খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোক্তের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে স্বত্বান
হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে মটভূমি পৈনবর্তীক্রমে
বা প্রকারান্তরে তাহার যোক্তে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ বৎসরান্তে খাজানা হুজি করা যায় নাই,
তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আমালত মিকটহ সেই প্রকারের
ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের
প্রকারের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং
ভাস্করদারের বেলা তিনি আপনার ভাস্করদের খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্বানু তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

(৩) যোক্তের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে,
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,
খাজানার বৎসর টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বের
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা মট ভূমির বার্ষিক
মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-
মাণ ভাগ হয়, তাহা যোক্তের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বের
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভানুকদার ও তমীর ভূম্যধিকারির মধ্যে বেরণ নিবন্ধ থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদুপ কিস্তিরূপে তদুপ তারিখে ভানুকদারের দেয় মুজারর খাজানা দেওয়া যাইবে; নিবন্ধ না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিবন্ধ কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে কোন স্থানীয় নিষিদ্ধ যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর ব্যক্তিগত বা মুজারর খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নির্দিষ্ট বার্ষিক খাজানার অংশরূপে যেহেতু কিস্তি ও বৎসরে তারিখ অনধিক যেহেতু তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিরূপে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিবন্ধরূপে কিম্বা নিবন্ধ না থাকিলে দেশাচারমত যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধি বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রচলিত দেশাচার, কালের সময় এবং ভূমির স্বভাব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেই স্থল ডাঙা ভূম্যধিকারীর আদায় কার্যক্রমে কিম্বা অন্তর্গত ভূম্যধিকারী অন্য যে স্থবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রজাকে গোষ্ঠীপন মনিকর্ডক্রমে খাজানা দিবার কনভা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি না কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা বেরণে জমা কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাচ্ছেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তৎপূর্বে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা প্রেরণ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কনভা ও হিসাবের কথা ।

৪০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কনভা উক্ত ভূম্য-

ধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিতে তাহার স্বয়ং আছে। (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কনভার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩৭ তম ধারায় কনভার যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রেরণীর যৌক্তিকতার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কনভা ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কনভা সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমান হইবে।

৪১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বাক্ষর করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কনভা পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা কপি দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তমীর তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রেরণীর যৌক্তিকতার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও প্রেরণ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৪২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৪০ ধারার নিষ্কৃতি বিশেষ কথা লিখিত কনভা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত আদায় আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ মতের টাক উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিষিদ্ধ যৌক্তিকতা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূমালিকারী প্রকার সাপেক্ষে ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজ্ঞা ভূমালিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিবা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদায়ত গন্ত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মণের টাকা উক্ত ভূমালিকারীর স্থানে আদায় করিবার মিমিত্ত উক্ত প্রজ্ঞা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মৌক-ক্ষমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমালিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-মত কবজ বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পক্ষাংশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায়ত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজস্ব কার্যালয়ে
খাজানা আদায়ত করি-
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজ্ঞা খাজানার
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব
করেন এবং ভূমালিকারী তাহা
লইতে বা তদুপায় কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজ্ঞা
এরূপ বিধান করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিদায় বা বিদ্রোহ বশতঃ তাহা
লইতে বা তদুপায় কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সচাংশীদারদিগকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজ্ঞা তদ্বিমিত্ত সচাংশীদারদের
সংস্কৃতি কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
অধিকারী এবিধে প্রকার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;
সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারিকে
নিযুক্ত করেন, প্রজ্ঞা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আফিসে আদায়ত করিবার অধুমতি পাইবার
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একগুণে যে বা
যে ব্যক্তি সাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা মোকদ্দমার রুতাব্ব তিনি অগ্রহ না জানিলে, যিনি
তানের এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার
অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারির নিকট পূর্বধার-
মত দরখাস্ত করা যায় যদি

যে খাজানা আদায়ত
করা যায় রাজস্ব কর্ম-
চারী তাহার রসীদ দিলে
ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র
হইবার কথা।

তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত
কারী উক্ত ধারাবতে খাজানা
আদায়ত করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া তদ্বিমিত্ত
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিতে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারাবতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রকার নের যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায়ত করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতাভাবে
সচাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায়ত লন তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার মোটিল
আদায়ত পাইবার আপন আফিসের কোন সুপ্র-
মোটিসের কথা।
কণ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ মোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রুতাব্বের বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে মোটিল লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারাবতে আদায়তের টাকা কাছাকেও দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
সাপেক্ষ বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিদ্যা
ধরচার আদায়ত পাইবার মোটিল জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারির
বিবেচনায় আদায়তের টাকা
আদায়ত টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া
বাক্যহীন হইবার কথা।
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত যেরূপ করিলে যে
ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, মোটিল
নিষ্পত্তি করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায়ত করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারাবতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়ত-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারির নিকট খাজানা
আদায়ত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে
আদায়ত টাকা আদায়তকারীকে কিরাইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব কএক ধারাবতে আদায়ত গ্রহণকারী
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের
পক্ষে বক্তৃতাধিষ্ঠিত জম্বুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
যোজ্য প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোজ্য খাজানা উত্তরাপ্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূস্বামিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীকরে প্রচার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূস্বামিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূস্বামিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূস্বামিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোজ্য হস্তান্তর করা

যে যোজ্য হস্তান্তর করা
হইতে না পারে সেই
যোজ্য হইতে উচ্ছেদ
করিবার কথা।

হইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
খানে খাজানা সন চলিত থাকে
সেখানে এই সনের শেষে, কিম্বা
যেখানে কসলী বা আবলী সন
চলিত থাকে সেখানে তৈজ্য

সালের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূস্বামিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন ব্যক্তির পক্ষক্রমে উক্ত প্রজ্ঞাকে বাকী খাজানার নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে অস্বাভাবিক হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও ভূপত্র সুদ পাওনা হইলে এই সুদ নিষিদ্ধ থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যেদিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য করিবার
বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার
কথা।

এ পক্ষদের মধ্যে কোন
মিষ্টন হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি সূচি রাখিবেন ; কিন্তু যে
কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি
মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ : বৎসর
শুককরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবে।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ

যুক্তিনিষিদ্ধ কারণ বিনা
খাজানার বেওয়া গেলে
কিবা অন্যরূপে প্রতি-
বাদিত নামে খাজানার
মোকদ্দমা করা গেলে,
হানিপুরের আদালত
করিবার ক্ষমতার কথা।

আদালত কোন মোকদ্দমার যদি
আদালতের বোধ হয় যে প্রতি-
বাদী যুক্তিনিষিদ্ধ বা সম্ভাবিত
কারণ বিনা তাহার দের
খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বী-
কার করিয়াছে, তবে খাজানা
ও খরচা বলিয়া যত টাকা
ডিক্রী হয় তৎপ্রতিবন্ধ আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হানিপুর উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত
হানিপুরের টাকা পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরের আদালত হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত
কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী
যুক্তিনিষিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে
তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুর-
স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।

কসলী বা তালীখাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ

কসল বাচাই বা
বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ
আজ্ঞার কথা।

করিয়া খাজানা লওয়া যায়,
(ক) সেই স্থলে বাচাই
বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
সময়ে যদি ভূস্বামিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা
করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিধান বা মূল্য বা
বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আদালত করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদালত করিলে, এই কসল বাচাই
বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ যে কর্মচারীকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলা বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের মতে ঐরূপ আদালত করিলে শাস্তিভঙ্গ
নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আদালত করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আদালত
করিলে, যদিও বাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ
আদালতারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন

কর্মচারী নিযুক্ত করা
গেলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।

কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
চারীর প্রতি এই আদালত করিতে
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন

ব্যক্তিরিগকে আবেদনস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং
আবেদন লওয়া গেলে উক্ত আবেদনদের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং বাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসমুদয়ে তীর্থাংক আবেশ দিতে
পারিবেন; এবং উক্ত কর্ত্তব্যক্রীয়েই আবেশ প্রচুর
করিবেন।

[illegible]

(৩) উক্ত কর্মসূচী যাচাই বা বিভাগ করিলে, জাতিসংঘ কার্যসূচীর রিপোর্ট কলেজের মতো লাভাভেদন।

(৪) কালেক্টর উক্ত ত্রিশটি বিবেচনা করিয়া বেথি, বেন এবং উভয় পক্ষকে ডাকনের কথা শুনিবার শ্রমোৎসাহ দিয়া কোন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা কোন কল্যাণ সংকল্পের পত্র উক্ত ত্রিশটিতে উপর্য উপর আত্মা মায়া বোধ করেন সেই আত্মা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিলে, তাঁহার আত্মা চূড়ান্ত হইলেও উক্তীয় মৃত্যুর প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই কর্তব্যে মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর আগতপত্র জিলার কালেক্টর সাইন্সের কার্যারোহে প্রকৃষ্ট হওবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন কলস বাচাই তদ্বিহীন মাজান।
 বৈদ্যের উপস্থিতিতে লগুন: গেলে, সমস্ত কলস
 বন্ধ রাখা হইবে কেবল প্রজ্ঞার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন কলমবিভাগ করিয়া স্বাক্ষর লওয়া
 গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ গণ্ডক কলম
 নথলে রাখিতে কেবল প্রচার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় দলেই ভূমাবিকাশের পক্ষে কোন
 হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কৃষিকার্যের নিষিদ্ধিও কালে
 কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে
 বর্ষাকালে উপযুক্ত ঘাচাহ বা বিচাগি কার্যের বাধা হয়
 এরূপ সময়ে বা এরূপ একাত্রে কসলের কোন অংশ
 ছায়াস্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রাক্ষর ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাঁহাতে যথাকালে ছাঁচার যাচাই বা বিভাগ করিবার ব্যথা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে দিকটাই সেট প্রকারের ভূমিতে সেট প্রকারের শস্য সর্জাপেক্ষা পূর্ব পরিমাণে যত যাচাই হয়, কলম তত হ্রাসাছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

अधिकाधिक परिचय देते हैं और अधिक
अधिकार देते हैं।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রকার ভূমি অধিকারির স্বার্থ

কথ্যভাবেই ঘোষণা
 পাঠ্য পুর্ন কৃত্যধিকা-
 রীকে যে বাসিন্দা দেওয়া
 বাই, তৎক্ষণা কৃত্যধিকা-
 তির স্বার্থপ্রাপ্তি । নিকট
 প্রাপ্তির দ্রুতী বা কথ্য
 কথ্য ।

হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর
হইবার পর যে খাজানা পাওনা
হয়, তাহা যে সুমারিকারীর
স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই
সুমারিকানীকে দেওয়া গেলে,
যাহ হস্তান্তরকর্ত্তব্যসীতা প্র-
জাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস
না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা

উক্ত খাজনার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট
দায়ী হইবে না।

(২) যে কৃষাধিকারির স্বার্থ রক্ষা করিত হয়, তাঁহাকে একাধিক কাজে খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রকৃতি নির্দিষ্ট প্রকারে প্রত্যাহারের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যাবল্যে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

ଆଦେଶିତଃ କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ।

८२ हाता । अक्षर बाजानां अतिरिक्त आरक्षण,

आरंभकाल ॥ १ ॥
 आरंभकाल ॥ २ ॥
 आरंभकाल ॥ ३ ॥

বাথটিন্ডা ওজুপ অন্য নার
দিয়া শক্তানের উপর যে কোন
কর বাঁধা করা যায়, তাঁহা
আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং প্রকাশ
ও নিষেধ আদিদ্ধ হইবে।

১৬ হাট্টা। প্রচলিত কোন বিশেষ আদেশক্রমে না
হইলে, আদেশমতে যে স্বাক্ষর
দেয়, তদতিরিক্ত প্রকারে যাহা
কোন টীকা বা ভাষ্যে ভূমির
উৎপত্তির কোন অংশ ভূমি-
কাণ্ডী - ন্যায় করিয়া গ্রহণ
করা যাইবে।

করিলে, উক্ত প্রজা প্রকৃপ যত্ন
করিলে ডারিং অবধি উর মাসের মধ্যে এইরূপে
গৃহীত টাকার ১ উৎস্রের মূল্যের অতিরিক্ত ১০ শত
টাকার অধিক কাদিলত প্রকৃপ যত্ন টাকার উল্লিখিত
বোঁদ করিল, ততটুকু, তিন্থ' বাঁদ' এইরূপে অন্য়াক করিয়া
লক্ষ্য গার, তাহার পারিশ্রমেব বা মূল্যের বিত্তন পঁচ
শত টাকার অধিক করিলে, সেই পারিশ্রমেব বা মূল্যের
বিত্তনের অন্য়ধিক টাকা সুদাবিকারির নিকট লাভের
নিমিত্ত বোঁদকন্ম উৎস্রিত করিলে লাভহেন।

ନେମ ଅପଡ଼ାସି ।

अध्यापिका श्री अमिता विद्युत विश्वविद्यालय

ଡିଏକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମର କଥା ।

८१ शरीर । (१) यह आश्विन शुक्ल तृतीया

“ঐক্যসাধন” শব্দের
অর্থ।

যে কোন কার্য দ্বারা যোগের
কমাই হুলা গুজি হয়, যা তা উক্ত যোগের উপযোগী
এবং উহা যে উদ্দেশ্যে কম দেয়া যায়, সে উদ্দেশ্যে
সম্মত, এবং যারা যোগের উপর করা না গেলে
সাক্ষ্যসহ উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা কবি-
তার পর সাক্ষ্যসহ এই যোগের উপকারজনক করা
হয়, সেই কার্য বসাইবে।

(২) বিপরীত কর্মসূচি না পেরে, অপ্রলিখিত কার্য-
কালি এষ্ট হাজার কর্মসূচির উৎকর্ষ সাধন বলিয়া; অসু-
স্থান হইবে,—

(କ) କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ନିମିତ୍ତ କିମ୍ବା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନକ
ସମ୍ବନ୍ଧର ଓ ଗରାଦିର ବାବଦର ନିମିତ୍ତ ଜଳସଂଚୟ, ଯୋଗ୍ୟ
ବାବିଜରୁଣ କରବାର୍ଥ କୂଳ ଓ ପ୍ରାକ୍ତିନୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧି ଧନନ ;

(খ) জলশেচনার্থে কৃষি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যের বারজন্ত হয়, কিংবা যে পতিত ভূমি আশ্রয় করা বাটতে লাগে, তাহার জল-নিষ্কাশন কিংবা নদী বা অন্য জল স্রোতে উদ্ধার করণ, কিংবা জলপ্রাচীন ভূমিতে রাখা করণ, কিংবা জলপ্রাচীন করণ বা অন্য দ্বারা নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ জমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিবা তাক খেচা বা কাণার হাতী উৎকর্ষসমন;

(৬) পুণোক্ত কোন নীতি নুতন করিয়া বা পুনঃ
স্বীকার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্জন
করা : ও

(ଢ) ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିବେଳେ ସର ସମେତ ବାରିଃ ଓ ଡାକ୍ତରୀ
ନୀତିବାଦର ଉପଯୋଗୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ।

(৩) কিছু সময় কোন ঘোড়ায় যে কাটা করেন, জুড়ায় খোঁর ডুমারিকারীর মতালের বা ডাঙ্গুরের মত বিশেষরূপে কং হইয়া পড়িলে, ঐ কাটা: এই আইনের অধিকারমণ্ড উপস্থাপন দিলে: লগ্ন হইবে না।

৮৮ ধারা। রামজ অধধারিত খাজনার কিম্বা অধ-
 অধধারিত হারে ভূমি-ধারিত খাজনার হারে
 ভোগ করা সেসেইৎকর্ত-
 নাধন করিবার অধের
 কথা।
 কৃষিতোষ করিয়া, ভূমির কৃষা-
 নিকারী ভাণ্ডার যোজের সম্বন্ধে
 কোন উৎকর্ষগামন করিতে
 তাহাকে কৃষাধিকারীস্বরূপ বাধ দিতে পারিবেন না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্রের যোদ্ধে তাহার
স্বজনীয়ত্ব থাকিলে, রাষ্ট্র বা
স্বজনীয়ত্ববিশিষ্ট যোদ্ধা
সমক্ষে উৎকর্ষসাধন
করিবার যথেষ্ট কথ্য।
এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা স্বজ-
নীয়ত্বরূপ উক্ত যোদ্ধা
সমক্ষে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবেল না।

(২) যদি রাগত ও দুর্মাধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত দুর্মাধিকারীর অধীন অথবা এক বা অধিক যৌক্ত তদ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রাগতের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার থাকিবে।

(গ) ভারত ও ভারতীয় দূতাবাসের মধ্যে
(ক) উৎসর্গসময় কলিকাতার পল্লীসমূহে, কিনা।

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎসাহসাহন কিসা, এতৎ-
নয়দে বিবাদ উদ্ভিঃ হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাহের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ খারী। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রাষ্ট্রত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
নিষিদ্ধ আবশ্যক বাড়িরের
বর সমস্ত উপযুক্ত বাসগৃহ

প্রস্তুত করিতে পারিবে না, কিন্তু উক্তভাবে কিম্বা পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমতে বা হইলে আপনাদিগের মতামতের অধীনে ভূমিকাদারী আইনটি বা লইয়া অন্য কোন উৎসর্গসাধন করিতে পারিবে না।

(২) কীর ভূমিধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে মধ্যশীপকূর্ণনা রাস্তা আপন মোড় সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিল। যুক্তিসিদ্ধ সময়েও বাধা এই উৎকর্ষসাধন করিবার নিষিদ্ধ ভূমিধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া উতাকে অনুমতিপত্র দিতে বা বেতন-টাক্তে পারিষদ, এবং ভূমিধিকারী এই অনুমতি পানন করিতে অক্ষম হইলে, বা অশেফা করিলে, আপন এই উৎকর্ষসাধন করিতে পারিষদ ।

৯১ শাখা। (১) কোন জুয়াধিকারী আদলমতে
জুয়াধিকারীর উৎকর্ষ-
সাধন প্রেমিত্রী করি-
বার কথা।

রাছেন, তিনি সেই উৎসর্গাশ্রম প্রাণীর মনোমেধের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট আর্থনা করিয়া রেজি-
স্ট্রী করাইতে লাগিবেন

(২) স্থানীয় গৱৰ্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেতুৰূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেতুৰূপ সঙ্গান থাকিতে, ও নেক প্রকারে স্থানীয় উদন্তের দ্বারা বা অনৈয়াণ্যে তাহার মতান্তর লণ্ডন করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থমান হইতে হইবে, তিনি,

(ক) এই আইন প্রণীত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাপেক্ষ হইলে, এই আইন প্রণীত হইবার সম্ভাবনা,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কাগজ সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ নারী মাসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১০ বাঁটা। (১) কোন বোতলের কুনাধিকারী বা প্রজ্ঞা
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
এবং লিপিবদ্ধ করিবার করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-
প্রদানের কথা। বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,

কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাকা হটলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না কবেন যে, এই প্রার্থনা করিবার
ব্যক্তিগণের কারণে নাট, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে বহি-
রাচে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্তর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই মারামতে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেলে, তুমারিকারী ও প্রচারক যথোচিত দণ্ডিত হইবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রাষ্ট্রকে তদীয় যৌত
রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধ-
নের নিমিত্ত কতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।

কইতে উল্লেখ করা যায়, সেই
রাষ্ট্র বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ক-
মিস্ত্রী এই আইন অনুসারে
যে কোন উৎকর্ষসাধন করি-
রাউন, তজ্জন্য পূর্বে কতিপূরণ দেওয়া না হইয়া
থাকিলে, উক্ত রাষ্ট্র কতিপূরণ পাইবার অধিকারী
হইবে।

(২) কোন ডা়ালত কোন কোনকালে উল্লেখ করি-
বার ক্ষমতা না থাকিবে, যদি এই ধারামতে উ-
ক্ত রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দেয়া হয়,
তবে এই কতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবে, এবং
রাষ্ট্রের এই টাকা পাটবার নিয়মাবলীতে উল্লেখ করিবার
ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবে।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবে, বলিয়া
রাষ্ট্র কতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিবার চুক্তি করিয়া,
বা পাটবা লগ্না তদন্ত পূর্বে উৎকর্ষসাধন করিবার
এবং উক্ত সুবিধা পাট হইরাউন, সেই স্থলে এই ধারা-
মতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ পাটবার পাটয়া
করা বাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
করিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে
কতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই কতিপূরণের
পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্নমেন্ট যত জন আসেসর
উপযুক্ত বোধ করুন, তত জন আসেসর আপন মতে
সর্বপ্রকার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং
আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রবাসী হিহু করিয়া
স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন
দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ক ধারা-
মতে যে কতিপূরণ দিবার
যে বিধিক্রমে কতি-
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার
কথা।

আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার
পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে,
এই২ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,—

(ক) মোটের জগতি মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর্য প্রতি ও তাহার
কল যত কাল দ্বারা হইবে, ততদ্বারা তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল-
ধন লাগে তৎপ্রতি ;

(ঘ) এই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে কৃষিকারী
কোনরূপে খাজানা দিয়া বা অন্য করিলে বা রাষ্ট্রকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি ; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা
অসেচিত কৃষি সোচত কৃষিতে পরিণত করা গেলে,
রাষ্ট্র যতকাল অবধিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, কৃষি-
কারী ও রাষ্ট্র উচিত বোধ করিল, এইরূপ সম্মতি
দিতে পারিবে যে সম্পূর্ণরূপে কৃষিযোগে প্রস্তুত না
হইয়া, উক্ত সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে
প্রস্তুত হইবে।

ইতিকা ও পরিভাষা করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র পাটবা বা অন্য
ইতিকা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত
কালে নিমিত্ত বাধা না
থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের
স্বত্ব ও অর্থ ইতিকা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইতিকা করিলেও যদি সে ইতিকা করিবার
অনুমান তিন মাস থাকিতে ইতিকা করিবার আপন
অভিপ্রায়ের নিখিত নোটিস আপন কৃষিকারীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইতিকা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি
কৃষিবৎসরের নিখিত এই রাষ্ট্র উক্ত যোতের খাজানা
দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাহা বিপরীত দর্শন
না যায়, উক্ত নোটিস এরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই
ধারার কাছাকাছে আদালত এই অনুমান করিবে,
অর্থাৎ,

(ক) যদি রাষ্ট্র ইতিকা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি
বৎসরে সেই কৃষিকারীর স্থানে সেই আবে নুতন
যোত লয় ;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইতিকা করা হয়, সেই
বৎসর শেষ হইবার অন্তর তিন মাস থাকিতে যদি
রাষ্ট্র ইতিকা করা যোত যে আবে থাকে, সেই আবে
কার বাণ না করে ;

(গ) যদি ইতিকা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের
কোন সময়ে কৃষিকারী নিজে অন্য কোন একজকে
এ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা
চাষ করেন।

(৪) রাষ্ট্র উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা
তাহার কোন অংশ যে আদালতে বিচার্য স্থানে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে
পারিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্র আপন যোত ইতিকা করিলে
কৃষিকারী ও যোতে প্রবেশ করিবা উক্ত অন্য কোন
একজকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
সইতে পারিবে।

৯৬ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্র আপন কৃষিকারীকে
পরিভাষার কথা। মোটিগ না দিয়া ও খাজানা
বেহন দেয়া হয়, তাহা দিবার

যাঙ্গাবলি না করিয়া যদি আপন বাগী ভাগ করে, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর
চাষ না করে, তবে রাষ্ট্র যে কৃষিবৎসরে এরূপ ভাগ
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে কৃষিকারী এই
যোত প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একজকে জমা
করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
সইতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন ঘোষণা প্রবেশ করিলে, স্বাক্ষরিত গবর্নমেন্ট নিষিদ্ধ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাছাড়া এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত ঘোষণা প্রত্যক্ষ জ্ঞান করিয়া তাছাড়া প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন ঘোষণা প্রবেশ করিলে, যে নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশমী পর্যন্ত স্থগিত হইলে, ছয় মাস অধীত না হওয়া পর্যন্ত এ রাস্তা যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিষিদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযোগ করিবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত রাখা চৌধ করবেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঘোষণার আংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রকার ঘোষণা কর্তৃত্বযোগ্য, এই আদেশের কোন কণাক্রমে সেই ঘোষণা হইবার কথা। ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত ভূমির কিয়দংশমাত্র এক্ষণে কর্তৃত্ব বা উইল করিতে পারিবেন না, যদিও প্রস্তাব বা উইলক্রমে অর্জিত। এই অংশ পূর্বক ঘোষণারূপে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীকরে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকরে না প্রত্যেক তদীয় ঘোষণা হইলে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানকর্মসম্প্রদায় কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মতামত বা তাঁহাদের অন্তর্গত মনুষ্য ভূমিতে প্রবেশ করিবে, তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রকারের সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম থাকিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে ঘোষণার পরিমাণ, শিকস্ত্রী পেশবস্ত্রী ভেতুক বৎসর পর্যন্ত স্থগিত হইতে পারে ও দেয় থাকিবে। এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চারের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় থাকিবে। তাহা ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর করেন না হইয়া অন্য প্রকারে পরিদর্শন হন, এবং পরিদর্শনে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি দখল করা যাইবে, যে মাপ এই আদেশ প্রচলিত হইবার পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাইলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁচা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে সে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপ ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিপূর্ণ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রকার বধো কোন মোকদ্দমায় বা আনুমানিক কাগজে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির মাপ হয়, তাহা যে মাপে কতিপয় এক বিঘাতে ১৪,৮০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব চিত্ররূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা সে মাপের ব্যবস্থা হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় ডায়েরী দখলীর পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিশিষ্টপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং প্রকৃতিতে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যধিকারের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তাঁহাদের সহায়িকার কার্য্যধিকারিগণ যদি তাঁহাদের কার্য্যধিকার সন্মুখে প্রবেশ না হন, এবং সে কারণে (ক) সাধারণের অন্তর্বিধা নিষিদ্ধ তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি নিম্না ধার কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিকিত্ত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিকিত্ত স্থলে এ মহালে বা তাঁহাদের ঘাটার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির আর্শনামতে কোন উক্ত সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যধিকারি নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দেখাইবার আদেশমতে নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তাঁহাদের সহায়িকারী যে আর্শের দায়িত্ব করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই আর্শ তাহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহায়িকারী হইলে তাহার নাম ও আর্শের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে আর্শনা করিতে পারিবেন না।

১০০ খারা। যদি পূর্বে খারামত নোটিস জারী হইবার কারণ মর্মান বা গেলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করণার্থে প্রার্থনাকে আত্ম নিতে পারিবার কথা।
পরে এক হাটের মধ্যে উক্ত সত্য-ধিকারিগণ পূর্বোক্ত করণ কারণ দেখাইতে না পারিলে, তবে জিলায় জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবার আদেশহুতক আত্ম নিতে পারিবে।
এবং এই আত্ম নিবার পূর্বে যে কোন মর্মানিকারী উপস্থিত হন নাট, এই আত্ম নিবকল তাঁহার উপর জারী করা হইবে।

১০৪ খারা। পূর্বে খারামত আত্ম নিতবার পর এক আত্ম নিবার মর্মান যে সময় হইলার জজ সাহেব এতদূর্ধ্ব হাট করিয়া দেন সেট সময় মতো অপর উক্ত পূর্বে খারামত উক্ত হাট জারী করা হইল থাকিলে, তৎপরে জারী করিবার পরে তৎপরে সময়ের মধ্যে যাহা কিছু দীর্ঘ এক জন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত না করেন, এই জিলা জজ সাহেবের আদেশ নিমিত্তে তিনি স্থাপন করিয়া দেন, তবে সুবিধাসিদ্ধ হইলে মতো সম্বাসজনক হইবে।
বক্তা হইবার পরে আত্ম নিতে, জিলা জজ সাহেবকে ইহা বুঝা যায়।
একজন না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ইক মর্মানের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার লইলে সম্মত হন যেই স্থানে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হাট হইলার বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবে। কিংবা
(খ) যে কোন স্থলে এক জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১০৪ খারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মর্মানের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্বে খারামত (খ) প্রারম্ভ হইলে এক জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা আদেশ দিয়া, সেট সকল মর্মানের ও তালুকের কার্যাব্যাহকতা করণ উক্ত স্থানেই নিমিত্ত একদলের জিজ্ঞাসা লেভেলিং করণের পক্ষে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি ত পারিবে। এবং কোন ব্যক্তিকে প্রকৃতি নিযুক্ত করা গেলে, জিলা জজ সাহেব উক্ত প্রকৃতিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে না। কিন্তু কোন মর্মানমধ্যে যদি জজ সাহেব সহধিকারিগণের এক জনকে কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ খারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিবরণ ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।
১০৪ খারামতে কোন মর্মানের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিবরণ ১৮৭২ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান দ্বারা সম্পত্তির কার্যাব্যাহকতা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাহকতা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ খারা। (১) জিলা জজ সাহেব সময়েই মর্মান আদেশ করেন, ১০৪ খারামত (খ) প্রারম্ভ হইলে কার্যাব্যাহক পাঠ্যক্রমিকরূপে সেইরূপ অবস্থারিত বেতন কিংবা কার্যাব্যাহকরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকাও সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবে।

(২) জিলা জজ সাহেব যেহেতু জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাহক ব্যক্তিদিগকে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবে।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীরা সংসদে-ভাবে যে সকল সময় জামিনের কার্য করিতে পারিবে, তিনি জিলা জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাহকতা নিমিত্ত সেই সকল সময় জামিনের কার্য করিতে পারিবে। এবং মহাধিকারীরা প্রকৃতি শোন সময় জামিনের কার্য করিবে না।

(৪) তিনি জিলা জজ সাহেবের আত্ম নিতে লভ্য পূর্বে কার্য করিবে ও তাহা বচন করিয়া দিবে।

(৫) তিনি প্রকৃতিতে হিসাব রাখিবে, এবং মহাধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তৎপরে লাল লেভে দিবে।

(৬) উক্ত জিলা জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠ্য আত্ম নিতে, তিনি সেই সময়ের ও সেই পাঠ্য আপনাদের হিসাব পাশ করিবে।

(৭) জামিনের ১১২ খারামতে যে কোন প্রার্থনা প্রকৃতি পারিবে, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবে।

(৮) জিলা জজ সাহেবের আত্ম নিতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইতে পারিবে, প্রকৃতিতে নহে।

১০৮ খারা। কোন মর্মান বা তালুক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতায়ই স্থাপন করা গেলে, কিংবা ১০৪ খারামতে উল্লিখিত একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলা জজ সাহেবের এইরূপ অভিপ্রায় হয়, যে সাধারণের অপুষ্টি বা ব্যক্তিগণের স্বার্থে স্থানি বিনা সহধিকারিদের দ্বারা কার্যাব্যাহকতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময় সহধিকারিদিগকে উক্ত মর্মানের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবে।

১০৯ খারা। এই কোর্ট সময় পূর্বে এক খারামত কার্যাব্যাহকদের কমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১০ম অধ্যায়।

অত্বে লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

অত্বে লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে
অত্বে লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
মন্ত্রিসভাবিধিত্ত জিহ্ব গবর্ণর
জেনরল সাহেবের অনুমতি
প্রাপ্তপূর্বক এবং গভর্ণমেন্ট
কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে
একরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া
একরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
রাজস্ব কর্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদ্র প্রজ্ঞাপত্র
বা কোন প্রকার প্রজ্ঞাপত্র অত্বে লিপি প্রস্তুত করা
যাইবে।

(২) মন্ত্রিসভাবিধিত্ত স্থানে মন্ত্রিসভাবিধিত্ত জিহ্ব
গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব প্রাপ্ত না
করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে,
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিবা ভূম্যধিকারীদের
বা প্রজ্ঞাপত্র অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার
প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিত স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে একরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধা
রণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে প্রকার বিবাদ
আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ
হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস
মাণ্ডার মালিক বা কার্ধ্যাধিকার, একরূপ কোন মহালের বা
ভাপুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজ-
কীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা স্বা-
বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে
বেশ বিশেষ কথা লি- যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ
লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার
তাহার কথা। তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে, ও
নিম্নলিখিত সমুদ্র বা কতক-
গুলি ক্ষেত্রে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রকার মাস ;

(খ) তিনি যে প্রকার প্রজ্ঞা, অর্থাৎ, তিনি ভাপুক
কার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি
মহলীস্বত্বনিষিত রায়ত কি মহলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি
কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পরিমাণ ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি
প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধারা হইয়া
থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে
সময়ে ও/যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ
করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধিকারী বা ভাপুকের প্রার্থনা করিলে

ভূম্যধিকারী বা ভাপুকের
প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষকথা
লিপিবদ্ধ করিতে পারি-
বার কথা।

ও যত টাকা খরচ দিবার আ-
দেশ হয় তাহা আদায় করিলে
এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে
বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি
মানিয়া ও ভাপুকারে কোন
রাজস্ব কর্মচারী কোন মর্শম
বা ভাপুক বা ভাপুকার কোন মর্শম
পূর্ব ধারার
নিষ্পত্তি বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ
লিপি প্রকাশ করিবার
ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল
প্রকাশ করিবার আদেশ দেন,
সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই
স্থানে প্রকাশ করা যাইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির
কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা
গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী
উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে বিদ্যমান যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ
করেন, সেই প্রকারে উক্ত লিপি প্রকাশ করা যাইবে ;
এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যাবাবিধি প্রস্তুত করা
গিয়াছে একরূপ প্রকাশ করাই তাহার সিদ্ধান্ত
প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে
লিপি লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
বিবাদ হইলে কাব্য- সময়ে রাজস্ব কর্মচারী
প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিপিবদ্ধ
প্রস্তাব করিলে না লিখিলে
যদি তাহার শুদ্ধতাম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে
রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক
আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী
নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণালী বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার রূপে
বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করা যাইবে।
নিষ্পত্তির উপর আপীল-
দের কথা।

যদি তাহার শুদ্ধতাম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে
রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক
আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী
নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণালী বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার রূপে
বলবৎ হইবে।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করা যাইবে।
নিষ্পত্তির উপর আপীল-
দের কথা।

(৩) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করা যাইবে।
নিষ্পত্তির উপর আপীল-
দের কথা।

(৪) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করা যাইবে।
নিষ্পত্তির উপর আপীল-
দের কথা।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাৎপর্য যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নিদেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উদ্ভিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বরূপে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একদর্শে সমস্তই যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত নইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ জ্ঞাধোপ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা হইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাযথি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা হ্রাস বা কম করিবার যৌক্তিকতা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১৯ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমতে জমাবন্দী হুজুররূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাঙ্গুর খাজানা পরিবর্তি হইতে পারে সেই ভাঙ্গুর হইলে, কিম্বা যথাসম্মত বিশিষ্ট রাজস্বের যোক্ত হইলে, জুয়াধিকারীর বা প্রজার আবেদনমতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি সৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিম্পত্তি ডিক্রার তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিম্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের সিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিম্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোক্তের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তদ্বশে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিম্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোক্তের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেশী একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য গোষ্ঠের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা বৈধিঃ চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাত্রে লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে বর্তমান খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৬ ধারার সম্বন্ধুযায়ী লিপি হইলে, ১১৬ ধারা তৎসম্বন্ধে যে রূপে খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরি-
বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী
বে সময়ে খাজানার
পরিবর্তন কলবৎ হইবে
তাহার কথা।
বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী
হুজুররূপে প্রকাশ করি-
বার পরবর্তী কৃষিকালের
প্রারম্ভাবধি এই পরিবর্তন
কলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন
যোক্তের খাজানার টীকা ধার্য্য
ধার্য্য করা খাজানা বক্ত-
কাল অপরিবর্তিত থাকি,
বে, তাহার কথা।
করা হইবার নিমিত্ত কোন
জুয়াধিকারীর আবেদন করিবার
অন্য থাকিলে, জুয়াধিকারীর
উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে বোঝের যে খাজানা নির্ণীত বা না হয়, তাহা অখাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি গনের বৎসর কাল মধ্যে রক্ষি করা বাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারী, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়মত কার্য-
নুসারে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।

ভূম্যধিকারীর ও প্রচার প্রাপ্ত
না হইতে, কিম্বা প্রচার ও ভূম্যধি-
কারীদের মধ্যে একতর বিধান
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আত্মা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান মফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কমিটীসমূহ বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আংশিক রাজকীয় কল্যাণভিত্তিক উক্ত বিধান সকল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে প্রদান করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে চল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রচারের খাজানা এই অংশ সময়ে প্রদান বা নির্ণীত হয়, তাঁহার স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনার প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষভাবে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ প্রচারার্থীমতে দিবে, এবং কোন ব্যক্তির প্রেরণ খরচের যে প্রচারার্থীমত অংশ নিতে হয়, প্রচারার্থীর দেনা বা কী প্রচারের ব্যয় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাউতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রচারার্থী সম্বন্ধে ১২১ ধারার

নিম্নে প্রকৃত হইয়া
যাউন, অথবা উক্ত
খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান
না থাকিবার কথা।

(খ) প্রচারের লিখিত বিশেষ
কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ
করা গেলে পর ৬৪ ধারামত
অনুমান উৎসর্গে থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকাভিত্তিক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রকৃত করি-
বার আদেশাদেশে পরি-
বাহ্য কথা।

আত্মা প্রকাশ করিয়া কোন
রাজস্ব কর্মচারীকে একমুগে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
আমেরসদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবে, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রেরণ ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীপত্রাংশিত রাস্তার দের খাজানার হার দেখান হইবে।

তালিকার বাণী লেখা
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জমসেতনের উপায় ও তদুপায় অম্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে এক প্রেরণ ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার প্রদান করা আ-
শ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) প্রেরণ প্রত্যেক প্রেরণ ভূমি যে দখলীপত্র বিশিষ্ট রাস্তার ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দের খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-

যে বিধি অনুসারে মতে কোন প্রেরণ ভূমির খাজা-
খাজানার হার প্রদান
করা হইবে তাহার
কথা।

নার হার প্রদান
কালের সময়ে
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে, —

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে দখলীপত্র প্রেরণ ভূমির জন্য দখলীপত্রাংশিত রাস্তার খাজানা; যে
হারে খাজানা নির্ণীত হইবে, তাহা; এবং

(খ) যে সময়ে প্রচারার্থী চর সেই সময়ে প্রেরণ ভূমির খাজানার প্রদান বা নির্ণয় শাসনের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য মত প্রদান হইতে না পারিলে, অথবা যে সময় প্রেরণ নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাঙ্ক্ষিত, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে প্রেরণ বা নির্ণয় শাসনের প্রদান বা নির্ণয় শাসনের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদান বা নির্ণয় শাসনের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইতকৈ কোন প্রেরণ ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে প্রেরণ গড় মূল্যের প্রতি বৃদ্ধি গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, প্রত্যেক প্রেরণের সমস্ত মূল্যের তদনুপাতে উক্তর অনুপাত প্রদান হইবে না, এই বিধির প্রতি।

কিম্বা কোন প্রেরণ ভূমির নিমিত্ত প্রদান করা হার বৃদ্ধিমান হার অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী প্রেরণ

তালিকার স্থানীয়
কর, সেই স্থানের প্রচলিত মূল্যের
প্রকাশ করিতে কথা।

তালিকার স্থানীয়
কর, সেই স্থানের প্রচলিত মূল্যের
প্রকাশ করিতে কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন প্রেরণ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির

আপত্তি থাকিলে তিনি প্রেরণ
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি
নিষ্পত্তি করিতে পারি-
বার কথা।

বেম; এবং রাজস্ব কর্মচারী আমেরসদের সাহায্যে
প্রেরণ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবে এবং তালিকা
পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি

তালিকা উক্ত এক মাস
কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠা-
ইবার কথা।

খণ্ডের কমিশনার সাহায্যে
যদি রেজিস্ট্রার গোটে উক্ত তালিকা অনুমোদনের
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎপরে আপনার কার্যবিবরণ,
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু
লিখিত রিপোর্ট ও যে আপত্তির সংখ্যক পাঠাই
গয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাড়া হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যক্রমণীয় কথা।

বোধ করেন, পূর্ক্স ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং উৎসাহে যে কোন আপত্তি

পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা আভিযুক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরায় হইতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড কারে তালিকা অনুযায়ন

কৃত্য অনুযায়নের পর তালিকা প্রকাশ করা যাইবে।

করিলে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত

দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উক্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বসিতে সেই স্থানের সিন্ডিকেট সহিত রাজকীর মোকদ্দমে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সম্বন্ধে তালিকা পূর্ক্স

তালিকা যত কাল প্রকাশ করা যাইবে তাহার

ধারামতে যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে তাহা সেই তালিকা অবধি প্রবল হইবে, এবং

সম্বন্ধে পনের বৎসরের অন্তর বা ত্রিশ বৎসরের অন্তর একবার তালিকা প্রকাশ করা যাইবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা

তালিকা প্রকাশ করা যাইবে তাহার

গেলে তাহা এই আদেশমতে আর্থনিক কার্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করণ

হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাশা এই আইন অনুসারে বর্ণান্বিত করা হইবে; এবং

(২) এই আদেশ প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রকারের ভূমির মূল্য তালিকার যে তার দ্বারা হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত এই প্রকারের ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের মধ্য উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নির্মিত ভাৱের তালিকা

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে প্রকারে তাহা প্রস্তুত হইবে তাহার

মাত্র প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত সমুদয় কামচারীকে বৈধ এবং যে সকল কামচারীরা আপনাদের স্বত্বাধীন কামচারিত্ব উপা

প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে রূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সম্বন্ধে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে প্রকারে পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে যে রূপ হারহাতিমতে প্রদত্ত করিয়া দেন, সেইরূপ হারহাতিমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূমিহীন রীরা দিবে; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত প্রকারের হারহাতিমতে যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার যেমত বাকী ভূমির

রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ক্স এক ধারামতে কোন স্থানে কোন

বেধানে তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে মোট কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুক্তা

রূপ খাজানার দ্বারা ভোগ করে, সেই মোটের ভূমিহীনকারী তৎকালে দের খাজানা এই বিনিয়োগ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দের হয় তাহা তাহাদের কাম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দিষ্ট হারামতে খাজানা হ্রাস করিবেন। কিন্তু

যদি—রাষ্ট্র কিম্বা তাঁহার আর্থগত পূর্ক্সাধিকারী যদি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিমিত্ত যদি মোটের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে, যথা—

(ক) যদি কেবল রাষ্ট্রের বা তদীয় আর্থগত পূর্ক্সাধিকারির পরিজ্ঞান বা পরোচ এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে এই ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমিহীনকারি কিম্বা তদীয় আর্থগত পূর্ক্সাধিকারির পরিজ্ঞান বা পরোচ, এবং অংশতঃ রাষ্ট্রের কিম্বা তদীয় আর্থগত পূর্ক্সাধিকারির পরিজ্ঞান বা পরোচ এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ভাগান্তিক বিবেচনার দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্তী একরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন; এবং

(গ) ভূমিহীনকারির বা রাষ্ট্রের কিম্বা তাঁহাদের দ্বারা ও আর্থগত পূর্ক্সাধিকারির পরিজ্ঞান বা পরোচ উক্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে, যদি ইহার প্রমাণনা হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তর্বর্তী মোটের মূল্য নির্ণয় তার ভোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন।

৩৪ — এই ধারামতে যে তার পাটে, চুক্তি বা মেশা-টারফনে কিম্বা কোন মাধ্যম করণে রাষ্ট্র ও তাহাদের নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য করিবেন।

৩৫ — এই ধারামতে খাজানা হ্রাস যে সকল ডিক্রী হয়, তাহা প্রতি ৪৯ ধারা বাস্তবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু বরিশা ও অস্বাভাবিক খাজানার হ্রাস মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় খাজানার হ্রাস মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারের ভূমির জন্য তালিকার এইরূপ হার নির্দিষ্ট আছে,—

রূপ হইতে ভূমিতে জনসংখ্যা

গেলে

... একর প্রতি ৪ টাকা।

এইরূপে জনসংখ্যা করা যাইবে... একর প্রতি ২ টাকা।

ভূমি সম্বন্ধে বাকী থাকানার পাওরা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার আর্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষ, কিম্বা

(২) পূর্বে ভূমি বৎসরে যোড়ের নিমিত্ত দেয় থাকানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এডম্ভার রচিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোড়ের যে কোন অংশ অথবা ভূমিস্বত্বাধীনের লিখিত সম্মতি লভ্য পোটীও হিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে সরখাস্ত করা হইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পটে সরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা।
১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যারামতে প্রত্যেক সরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোড় সম্বন্ধে বাকী থাকানার পাওরা হয় তাঁহা এবং তাহার সীমা অথবা তাঁহা বাহাড়ে চেনা, বাহু এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত;

(খ) প্রত্যেক নাম;

(গ) যে কালের বাকী থাকানার পাওরা হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী থাকানার এবং তাহার উপর যত পোটী থাকিলে, সেই মুদ্রা, এবং পূর্বে ভূমি বৎসরে প্রচারিত সেই থাকানার অংশের অধিক তাঁহার পাওরা করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কাব্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন জোক করিতে হইবে, তাঁহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে ভালে উহা পাওরা হইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনবার নিমিত্ত অন্য যেহে বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা অসীমে থাকিল বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবলী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেরূপে আঁকর করিতে ও সত্যাপন লিখিতে হয়, পূর্বোক্তরূপ প্রত্যেক সরখাস্তে সেইরূপে আঁকর করিতে ও সত্যাপন লিখিতে হইবে; এবং প্রত্যেক সত্যাপনপত্র সরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, বাহা সত্যাপনকারী ব্যক্তি কিম্বা বনিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে কিম্বা সাক্ষা দিবার বা প্রত্যক্ষ করিবার যতবিধরক বৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির সত্য হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) সরখাস্তকারী পূর্বে কএক ধারামতে সরখাস্ত লিখিল করিবার সময়ে সরখাস্তের কার্য পক্ষে সাক্ষ্যরূপ কোন দলীল আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে লিখিত করিতে পারিবে।

(২) আদালত উক্ত বোধ কালে সরখাস্তকারীকে পলীকা করিতে পাঠিবে, ও যত পর সাধ্য সেই বিষয় করিয়া সরখাস্ত প্রাণ বা অপ্রাণ করিবে, কিম্বা তাঁহার প্রতিপোষণার্থে অধিকার সাক্ষ্যাদি দ্বারা নিমিত্ত সরখাস্তকারীর প্রতি অসত্য দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে সরখাস্ত লিখিলে প্রাণ বা অপ্রাণ করিতে না পারিলে, বা উক্ত বোধ করেন, সরখাস্তের লিখিত অন্য কোন কর্তার নামে অসত্য হইবার কিম্বা সরখাস্ত অপ্রাণ বা অপ্রাণকৃত এই কথা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আদালত পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার অনেক কাল পূর্বে এই শস্য জোক করিবার আদালত গেলে, আদালত যত কাল উক্ত বোধ করেন তত কাল এই আদালত কর্তৃক স্থগিত রাখিতে পারিবে, এবং উক্ত বোধ করিলে কোর্টের প্রাণ অসত্য অপ্রাণকৃত এই শস্য সত্য হইবার নিষেধ করিয়া আদালত এই আদালত করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে যারামতে সরখাস্ত প্রাণ করা গেলে, আদালত প্রত্যেক উৎপন্ন জোক করিবার আদালত পরসামান্য অথবা পরসামান্যকারী হইবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) উৎপন্ন বোধ করেন, সেই অংশ জোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্মচারী প্রেরণ করিবে; এবং এই উৎপন্ন পরসামান্য অথবা উৎপন্ন কর্মচারী সেই কর্মচারীকে আদালত এই পরসামান্য কর্মচারীকে আদালত লক্ষ্যে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মা রাখিবে এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে যে বিধি করেন, অনুযায়ী কোর্টের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবে এই উৎপন্ন পরসামান্য জোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন পরসামান্য ভাব বিবেচনার তাহা সাক্ষ্য করিবার রাখা যায় না, সেই পরসামান্য কার্য বা সংগ্রহ করিবার গোণা হইবার পূর্বে বিশ দিনের স্থান কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা জোক করা হইবে না।

১৪৪ ধারা। (১) জোককারী কর্মচারী জোক করিবার সময়ে পাওরা বাকী থাকানার ও জোক করিবার সময়ে সরখাস্ত লিখিবার বাকী-

কারীর উপর আদালত করিবে, এবং যেহেতু জোক করা যায়, তাহা সত্য হইবে এই বোধ এক হইয়া যাবে।

(২) যে স্থলে জোককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকী হইয়া অন্য কোন ব্যক্তি জোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল আদালত করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব শীঘ্র হইলে যে ব্যক্তির উপর আদালত করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়ান হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি উপর আদালত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওরা বাহাড়ে না পারিলে, তখন সচরাচর যে ব্যক্তি বস করেন সেই ব্যক্তির বচনকে উক্ত কর্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লিখাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারার (১) ক্রোক করলে তাহাতে কানশস্যাদি কাটতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাঁরা উপযুক্ত রপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাঁচা করা আবশ্যক হয়, তাঁরা করিতে কোন বা অন্য বাধ্য হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কাঁচা করিবার অতীত যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি করলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিয়া কানশস্যাদি লম্বা দাঁড়িতে কাটাওবেন বা অন্যত্র কাটাওবেন, এবং গোলা এড়িতে যে স্থান কর্তৃক সংগ্রহ বা সংরক্ষণ, তাহার কিম্বা বিক্রয় করা কোন সন্নিহিত স্থানে এই কানশস্যাদি রাখা করি। রাখিবেন, তাহা তাঁরা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য কাঁচা কিছু আবশ্যকতার তাঁরা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি অন্তর্গত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, এই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী যোবনপত্র হস্তান্তর দিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য তদুপী কোক করা যায়, তাহা লেখা থাকবে, এবং এত স্থান দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর নিম্ন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রাপ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত সম্পত্তি বা জব্বের ভার বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া বাধ্য থাকতে পারিলে কিছু সন্ধিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপ ঘাণা করিতে হইবে যাঁহাতে এই দিনের পূর্বে এই সম্পত্তি সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে জমির বাকী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেট জমি যে প্রদেশ বাকি, সেই প্রদেশের কোন মুদ্রাক্ষর স্থানে এই যোবনপত্র লাগানো দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্বা যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ হয়, যে নিম্ন টহু সাধারণের সম্মানমতের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভার বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাঁরা কাটিকা বা তুলিয়া সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভার বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিকা বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রোতা নিজে কিম্বা এতদপথে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত জমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিকা বা তুলিতে গেলে, যাঁহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে আবদান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী বাহা পরা-বর্ষসিদ্ধ জান করেন, তদুপী যে একাধিক বিক্রয় এক বা অধিক লাটে উক্ত পরিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রাপ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার পর তা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কসনং বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সন্ধিত থাকি, নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনার তাহার নাযা মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কাঁচা করিতে কমতাংশ কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে কাঁচা করিয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্যন্ত নীলাম সন্ধিত রাখিবার আদেশ করেন, তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক দেওয়া কেন বিক্রয় কাঁচা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রোকের টাকা দেবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী কখনো তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রোকের টাকা দেওয়া গেলে, ক্রোতাকে যে সর্টিকিটেট নীলামকারক কর্মচারী দেওয়া যাইবে তাহার ক্রোতাকে এক সর্টিকিটেট দিবেন। ক্রোতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিকিটেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়বধি ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা টাঙ্গান হয়, তাহা হইতে যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা। ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে দাবীর গবর্ণমেন্ট যে নির্দিষ্ট প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নিমিত্ত খরচের দ্বারা প্রদত্ত উক্ত খরচ দিয়া যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জমো ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যন্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫০ ধারা। এই আইনবলে সম্পত্তি সীলনকারক
কর্মচারীসমূহকে এবং তাঁহাদের
কর্মস্থল বা অধীন সকল ব্যক্তিকে
নিয়ন্ত্রণ করা যাইতেছে, যে

জীবন কল্পা কোন সম্পত্তি নিয়ে বা অন্যের দ্বারা ক্রয়
করা হইবে না।

১৪৪ শ্রাবণ । (১) এই অধ্যায়মত জ্যোতিষ কল্পিত
পরে এবং জ্যোতিষ করা সম্প-
ত্তি নীলমণ্ডল হইবার পূর্বে
কোন সময়ে বাম বাঁকীয়ার
কিছা জ্যোতিষ করা সম্পত্তি
মালিক বাঁকীয়ার বা হইলে তিনি, যে আশীষ জ্যোতিষ
আজ্ঞা দেন, সেট আশীষ জ্যোতিষ জ্যোতিষকারী কর্ম-
চারীর হস্তে ১৪৪ শ্রাবণে জ্যোতিষ করা শ্রাবণের
নির্দিষ্ট ঠাক। ও উক্ত শ্রাবণের জ্যোতিষ করা গেল পর যে
সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানও করেন, তবে
উক্ত আশীষ জ্যোতিষ স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার
ব্রহ্মা দিবেন, এবং ঐ জ্যোতিষ তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া
হইবে ।

(২) ক্রোচ্ছারী স্বর্গারী ব্রহ্ম আদিত পাইলে,
 ইহা পদকনাং উক্ত আদিত পাইলে ।

(৩) যিনি থাকানার মধ্যে, ক্রোক করা সম্পত্তির
এছাড়া যাকিনকে এই ধারাব্যবস্থায় স্থগিত দেওয়া গেলে, যে
থাকী থাকানার নির্দিষ্ট ক্রোক করা যায়, সেই থাকী
থাকানার জন্য পণদত্তী কোন দায়িত্ব হইতে তিনি
সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবেন।

(৪) ফ্রান্সে কতকটা সম্প্রতি বালিক ফ্রান্সের বৈধ-
তার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত ফ্রান্স পুরণ পাইবার
সাধনা করিয়া দরখাস্তকারীর বিচ্ছেদ মোকদ্দমা উপ-
স্থিত করিয়া বালিক ফ্রান্সে, এই দ্বারাও আশান্বিত করি-
বার তারিখ আদি এক মাস গত হইলে পর আশান্বিত
ফ্রান্সের দরখাস্তকারীকে আশান্বিতী টীকা হইতে তাঁহার
পাইবার টীকা দেবন।

(২) কোন অর্থসহ প্রজা এই ধারাবতে টাকা আদায় করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রকার খোঁজ বা তাঁহার কোন অংশ লেটোও বিলি করিতে লক্ষ্যই দিয়াছেন বলিয়া জাম করা হইবে না।

১৪৫ বার। (১) উক্তজন প্রকার ত্রুটি হেতুক যে কোন অবস্থান প্রকার সম্পত্তি এই অধ্যায়ভেদে বৈধভাবে কোঁক করা যায়, তিনি পূর্ব ধারায়তে কোন টোকা দিলে, তাঁহার নিজ দুঃখাবিকারীকে

খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন।
এবং সেই কুখ্যাতিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি
টাকার নিজ কুখ্যাতিকারীকে সেই খাজানা হইতে
ক্রেমণে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ
বাকীদার পর্য্যন্ত না পড়ছে যাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধিকার প্রাপ্ত পূর্ব ধারাবতে কোন টীকা দিলে, এই ধারাবতে উক্ত টীকার যে কোন অংশ কাটিয়া লম্বা বাই, বাকীনাথের দ্বারা তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা গ্রিবার মধ্যে আছে, এই ধারার কোন লক্ষ্যক্রমে সেই মোকদ্দমার বিস্তু হইবে না।

১৪৬ ধারা। জুনি পেটাত বিলি করা গেলে, যদি
উর্দ্ধতন ও অধস্তন
জুয়াধিকারীর মধ্যে মধ্যে
বিবাদের কথা।
উর্দ্ধতন জুয়াধিকারীর স্বত্ব প্রায় চইবে।

১৫৭ হারি। এই অধ্যায়ের মত ক্রোকেট আঁজা
বে সম্পত্তি আটক
আজ্ঞা করা কোর্ট করি-
বার কথা।
এবং ক্রোকেট বিবরণীতে
সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-
বার কোন দেওয়ানী আদালতের
মত আ ১৭, এই উত্তরের
মতে বিচার উপস্থিত হইলে, ক্রোকেট আঁজা প্রবল
হইবে; কিন্তু উক আঁজাভাবে এই সম্পত্তি লীলা করা
গেলে, লীলাদের উৎপন্ন উত্তর টাকা যে আদালত
আটক বা বিক্রয় করিবার আদালত দেয়, সেই আদালতের
অনুমতিবিধা ১৫৭ হারি ১৫ উক সম্পত্তির মালিককে
(দেওয়ান) হইবে না।

১৯৮৬ খ্রিঃ। এই অধ্যয়নতে কলি মেওদানী আবালক
অন্নার কোকর বিবিধ
কজিপূরণের বোকদমা
কথা।
যে কোন আদেশ করেন, আহার
উপর আপনাল চলিবে না; কিন্তু
যেহলে ১৯৮৬ খ্রিঃতে সরখান
করিবার অচুয়তি নাই সেই
সলে ১৯৮৬ খ্রিঃতে সরখান হওয়ার লক্ষ্য
কোক করা গিয়াছে, সেও ব্যক্তি
কজিপূরণ শাহবার বোকদমা
উপস্থিত করিতে পারি-
বে।

१००० अक्षरान् ।

विचार नमस्कोष कार्यक्षमता विवरक विधि ।

১৪০ । (১) চাউ কোর্ট সম্বন্ধে স্থানীয় স্বর্ণ-
 সূচীকারী ও প্রচার
 যৌক্তিকতার বক্তৃত্তে
 হইলে যেহাঙ্গানী মোক.
 দ্বারা কার্যপ্রণালী বি-
 বরণ আইন পরি-
 বর্তিত করিবার ক্ষমতা
 বর্ণা ।
 যেক্টর অনুমোদনক্রমে এ-
 রূপ আদেশদ্বষ্টক বিধি প্রণয়ন
 করিতে পারিবেন যে, যেহাঙ্গানী
 মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বি-
 বরণ আইনের বিশেষ কোন অংশ
 সূচীকারী ও প্রচার নহে।
 সূচীকারী ও প্রচার বলিষ্ঠ
 কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন জেনীর
 মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নিষিদ্ধ
 পরিবর্তন লঙ্কারে বর্ত্তিবে।

(২) এইরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলীতে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলীতে, সেকারানী বোকাঙ্গার কার্খা প্রাণালী বিষয়ক আইন একতরফ মকল বোকাঙ্গার প্রক্তি বর্জিত।

১৯০ বার। (১) যে ভূমি সম্পর্কে লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে
 অধিবস্তু আধিকারিক
 কার্যে বিচারাধিপত্যের
 কথা।
 হুদাধিকারী ও প্রজা সমস্ত
 থাকে, তাহার মতল পাইবার
 মোকদ্দমা প্রদত্ত করিতে যে
 যে ওরাসী আদালতের ক্ষমতা
 থাকে, প্রজা ও হুদাধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
ক্রমাদি বিবরণ আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী
আদালতের বিচারার্থী হইলেও বধো উপস্থিত হইরাছে
বলিয়া আসি থাকে ।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমাদিকারী বা প্রজার প্রাৰ্থনামতে আদালত করিতে কবতালম্ব হইলে, ঐ আদালতের দখল পাইবার বোধসহা গৃহণ করিতে যে আদালতের কবতালম্ব থাকে, সেই আদালতে প্রাৰ্থনা করিতে হইবে।

১৯১ বার। কোন ভূমিকাদাতার যে কোন সন্তানের নামের বা গোত্রের ভূমিকাদাতার আ-
করিত অসম্পূর্ণভাবে এত-
কথা। মধ্যে অসম্পূর্ণ গ্রাণ্ড তন, তিনি

এইরূপ প্রত্যেক বোতলকার
কর্দাপক্ষে সমগ্রাণী বোতলকার কাগজপ্রণালী বিবরণ
আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমিধিকারীর স্বীকৃত যোগ্য
বলিয়া গণ্য হইবে। যে আমলেতে বোতলকার উপ-
স্থিত করিতে চাহবে, বা উপস্থিত থাকে, সেচ আমল-
দের বিচারাদেশীম স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমিধিকারী উপ-
স্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৯২ খার্বা। উক্তরূপ বোঝানো হইলে, দেওয়ানী
বোঝানোর বিষয়ে বোঝানোর কাযা এখালী : বরক
হেজিঃর কথা। আইনের ৪৮ খার্বার উল্লিখিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য উক্ত ধারা।
 নির্দিষ্ট মেয়াদানী যোজন্যে রেজিস্টারে না নিবন্ধিত
 বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-
 মেন্ট এতদৰ্থে সনদের যে পাঠ নিরূপণ করেন, সেই পাঠ
 প্রত্যেক মেয়াদানী আদায় এই বিশেষ রেজিস্টার
 রাখিবে।

১৬৩ হারা! খাজানা আদায়
করিয়া মোকদ্দমার মিস্ত্রি লিখিত
বিবরণী দিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাকাছালী বিবক
আইষ্টনর ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত হারা ও ১২৯ হারা ও
৩০৫ হারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ প পর্যন্ত হারা প্রৱণ
কোন মোকদ্দমার বাউবে না।

(খ) জায়েদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ বারার লিখিত বিশেষ কথা
অতিরিক্ত প্রকারে যোগকৃত জুটির অবস্থান ও নাম ও
পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ
যা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তাৎপর্যবর্ত্তে চিনিয়ার
উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ৩য় ধাৰা কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়
সেৱা উচিত, আনালভেৰে একেৰা বত না হ'লে। একেৰা
অন্ত্যক যোগদানৰ যোগদানৰ চূড়ান্ত নিশ্চয়িতা
নিৰ্দিষ্ট সময় সেৱাৰ বাবে।

(খ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে সনদ স্বাক্ষর করিতে হইলে, তিনি আদালত আবেদন করেন তবে অন্য কোন একান্তে নথী পরিবার আভিযুক্ত বা প্রতিবাদে প্রতিবাদিত্ব নামে শিরোনাম দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর দ্বিয়ার ১৯৯ নম্বরের আইনের ৩য় ধর্ম্মে রেজিস্ট্রী করিয়া প্রতিবাদী ডাকযোগে সনদ পাঠাইয়া তাহা স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

(४) आशामन्दिर अक्षुण्ण विना वर्तमानत्र नास्ति
कदा गच्छेत्त मा ।

(৬) আশীশের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, যে-কোনো বৈধভাবে কাঁচা জালাই বিক্রয় আইনের ১৮৯ ধারার অধীনে লক্ষ্য জিপিও কর্তৃক পরিচালিত যে বিধি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, তাহা থাকিবে।

(হ) বাকীখানাদার বিধিত উচ্ছন্ন করিবার ডিক্রী না হইলে, আপাতত ডিক্রী দিবার লক্ষ্যে দিল্লীদারের বাচনিক প্রাধিকারভেদে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(ক) প্রোগ্রামের বোঝাবার কাগজগুলি বিতরণ আইনের ২৩০ ধারা এবং প্রকারণের কথা থাকিলেও, কোন কুমারখারী দাতা প্রকারণের যে ডিক্লি পাশ লেট ডিক্লি বোঝাবার প্রকারণ করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি কুমারখারীর কুমারখারী বর্ণনা না থাকিলে ডিক্লি প্রকারণের বর্ণনা করিতে হয়।

১৩৪ খার্ড। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে
 কুমীর বাজির দিকট
 যে টোকা দেখা আছে
 স্বীকার করা যায়, তাহা
 আদালতে দিবার কথা।
 তুমীর কোন বাজির দিকট
 বাজাণী দিবে, তাহা
 আদালত দ্বারা প্রতিবাদী আদালতে প্রাপ্ত দেখা
 বলিয়া স্বীকৃত টোকা না দেয়, তাহা এই উক্ত প্রক
 করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ
 করিবেন।

(২) প্রক্রমে টাকা প্রদান হলে, জাতিসংঘ এই টাকা প্রদান মোটের অধিকাংশই এই দৃষ্টীয় প্রক্রিয়া উত্তর ভারতীয় কর্তৃক হোক।

(৩) এই তৃতীয় বাঞ্চি নোডিন প্রাপ্ত হইয়াই তিন দফার মধ্যে প্রাপ্ত বাকীকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই তৃতীয় প্রাপ্তি বিবেচ্য করণার্থ আদালত পাঠাইলে, বাকীর প্রাপ্তিমাধ্যমে ৪ টাকা প্রাপ্তিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) নীলীকে (৩) প্রকটন যথেষ্ট যে তাঁর নেত্রা বাব, তাঁর হাতের ডাঙা পাটার দৃষ্টি কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই হাতের কোন কথা কহে যে স্বতন্ত্র নিয়ম হইবে না।

১৬৫ খ্রিস্টাব্দ। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, বাজা-
নদী বাবল ডাহার স্থানে বানৌর
টাকা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু উক্ত
বেগে যে পাওয়া টাকা অপেক্ষা
অধিক টাকার পাওয়া সম্ভব হইত,
তবে আমালড, বাইং প্রতিবাদী আবেদনে প্রেরণ হেনা
লিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাহলে এই উক্ত স্থান
কিরিতে অস্বীকার করিবেন, অথবা বিদেশ হেতু লিপি-
করিবেন।

১৯৯৬ খ্রীঃ। পূর্বে এই খারার কোন খারানতে কোন
কিন্তুকমে। টাকা এতিয়ানী আনানতে টাকা
নিয়ে খারী হইলে, যদি আন-
নত বিবেচনা করিলে যে এই
টাকা কিন্তুকমে খারার আঁজা করিবার উপস্থিত হইত
হইত, তবে আনানত যে কিন্তির টাকা খারার আনেন
রেন তাহা এতিয়ানী আনানতে নিলে, তাহার
উপর এই করিতে পারিবে।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের বসীতাদি মিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রক্ষা দিবে; এবং বাদী বা তদন্তকারীকে উক্ত বাদী বা তদন্তকারীকে

বা তদন্তকারীকে উক্ত বাদী বা তদন্তকারীকে উক্ত বাদী বা তদন্তকারীকে উক্ত বাদী বা তদন্তকারীকে

১৬৮ ধারা। কোন ক্ষেত্রে ডিক্রীতে বা আদালতের আদেশে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

(ক) যে ক্ষেত্রে ডিক্রীতে বা আদালতের আদেশে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

(খ) যে ক্ষেত্রে ডিক্রীতে বা আদালতের আদেশে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

সেই ক্ষেত্রে ডিক্রীতে বা আদালতের আদেশে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

কিছু যদি মনে হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কিত কার্য-কারকের আদেশে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাকে কার্যে পরিণত করেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য করিতে উচিত করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে দ্বিগুণে-আইনমতে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে আদালতের ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-মতে বা অন্য কোন আদেশে বা অন্য কোন আদেশে

১৭০ ধারা। (১) কোন একজন এজেন্ট কৃষি বাবদীর করিয়াছে, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়

হইলে, তদন্তকারীর সচিব তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহার উদ্দেশ্য করা যাইতে পারে, এই ক্ষেত্রে হরিয়া কোন একজনে উদ্দেশ্য করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিম্নতম বৎসর, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি তদন্তকারী এই প্রতিকার করিবার নিমিত্ত একজনে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত হানি বা নিম্নতম বৎসর বৃদ্ধিসিদ্ধ অভিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত একজন বৃদ্ধিসিদ্ধ সম্বন্ধে এক আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা হাজিরা থাকিলে মতলব নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার তদন্তকারীর অনু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিম্নতম বৎসর বৃদ্ধিসিদ্ধ বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকা পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করে, এবং প্রতিবাদী বা অন্য কোন বাদী এই কথা প্রকাশ থাকিলে, এবং প্রতিবাদী বা অন্য কোন বাদী এই কথা প্রকাশ থাকিলে, এবং প্রতিবাদী বা অন্য কোন বাদী এই কথা প্রকাশ থাকিলে, এবং প্রতিবাদী বা অন্য কোন বাদী এই কথা প্রকাশ থাকিলে

(৩) (২) এইরূপমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের রূদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (যদি প্রযোজ্য) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা প্রতিবাদী ডিক্রীর শর্তে বা নিম্নতম উপস্থিত টাকা দেয়, এবং হানি বা নিম্নতম প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের আদেশমতে সেই হানি বা নিম্নতম বৎসর প্রত্যাহার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়

যদি তাহা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহা একজন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়

(খ) রায়ত আপনার উদ্দেশ্যে তারিখের পূর্বে আপন মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন কৃষি বৎসর প্রত্যাহার করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত কৃষি বৎসর বা বৎসর না করিয়া থাকিলে, উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত কৃষি প্রত্যাহার করিতে

ভাষার যে পরিচয় ও মূলধন লাগিয়াছে, ভাষার মূল ও এই মূলের যুক্তিসিদ্ধ নহে তিনি উক্ত ভূমিকারীকে তাহা পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিকারী কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্যে উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্র স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই দ্বারাদ্বারা উক্ত ভূমি মধ্যস্থ রাখিতে কিম্বা তৎক্ষণাৎ টাকা পাইতে সম্মত হইবে না।

(ঘ) কোন ভূমিকারী এই দ্বারাদ্বারা কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি মধ্যস্থ রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি মধ্যস্থ রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবদার ও মধ্যস্থকরণার্থ উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারীকারী আদালত বেরূপ খাজানা বৃদ্ধিসিদ্ধ জান করুন, উক্ত রাষ্ট্র এই ভূমিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবে।

১৭২ ধারা। (১) উদ্দেশ্য পরিবার মনুষ্য মৌলিক-
কার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে
উদ্দেশ্য পরিবার আনু-
ষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের
স্বত্বের নিষ্পত্তি হইবার
কথা।
এই আইনবলে প্রজা ও ভূমি-
কারী বলিয়া প্রচার বিকল্পে
ভূমিকারীর কিম্বা ভূমিকারী-
র বিকল্পে প্রচার যে সকল
স্বত্ব থাকে, আদালত ভাষার অনুসন্ধান লইয়া
নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রচারে ভূমিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিকারী বলিয়া ভূমিকারীকে প্রচার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উদ্দেশ্যের ডিক্রী বা প্রজা হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূমিকারী ও প্রচার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা প্রচার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বামী কোন অস্বীকারপ্রবেশকারীকে উদ্দেশ্য করিবার বোধকরা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, অভিযানীর

মধ্যস্থ যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিমিত্ত উপস্থিত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দাবী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রচার ভোগকৃত ভূমির মধ্যস্থ কিরিয়া পাইবার বোধকরা

প্রচারের অনুসন্ধান নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূমিকারীর বা প্রচার

প্রার্থনায় নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মীমাংসা;

(খ) তিনি যে প্রকারে প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাষাকার কি অবস্থার দ্বারা ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্র কি মধ্যস্থকরণের দ্বারা রাষ্ট্র কি মধ্যস্থকরণের দ্বারা রাষ্ট্র কি কোর্স রাষ্ট্রক, এবং ভাষাকার হইলে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাওতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময় প্রার্থনা করা হয়, সেই সময় তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা মনে কোন বিষয় স্থানীয় মনুষ্য বিনা সম্মতজনকরণে নিষ্পত্তি করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই প্রজা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় মনুষ্যকে বিধিক্রমে যে প্রজা কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী বোধকরা বা প্রার্থনালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়বলে স্থানীয় মনুষ্য পন।

(৩) এই দ্বারাদ্বারা কোন প্রার্থনার উপর যে প্রজা করা যায়, তাহা ডিক্রী ভূলা কলমে হইবে ও তাহার উপর ডিক্রী ন্যায় আদালত হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাকী প্রজার নিমিত্ত ডিক্রীতে বিকল্পের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন চুক্তিপত্রযোগ্য বোধ তাহার বাকী প্রজার ডিক্রীকারীকে দায় অধিক করণ বিকল্প করা গেলে “সংরক্ষিত মনুষ্য প্রজার দায় অধিক” বলিয়া এই অধ্যায়ে কথায় কথা।
যে প্রার্থনা নির্দেশ করা গেলে সেই প্রার্থনা বলিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে যে প্রার্থনা নির্দেশ করা গেলে, তাহা অধিক করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, কেতা এ বোধ প্রদান করিবেন।

কিন্তু (ক) তদনন্তর পরে যে স্থানের উল্লেখ করা গেলে সেই স্থান না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় এরূপে অধিক করা যাইবে না;

(খ) অধিক করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কাণ্ড করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত সংরক্ষিত প্রার্থণার কথা।
প্রার্থনালী এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত প্রার্থনা বলিয়া কথা হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাত্তা ভাষাকার ডিক্রীকারী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাত্তা ভাষাকার কোন চলিত ডিক্রীকারী বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পক্ষীয় অবস্থার প্রজা দাবী ভাষাকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরিণী, খাল, তৎক্ষণাত, পুষ্কাল বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই নহে;

(ঘ) মধ্যস্থ নহে;

(৬) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যথা মাথা ও ব্যক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া জোগ করিবার যে স্বত্ব মখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রাজতকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূমাদিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূমাদিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বস্বিকারী মাথা স্বত্ব করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাণী লিখিয়া অনু-মতি নিরাপত্তা, একপ কৌম স্বত্ব বা স্বার্থ।

১৭৭ খার। এই অধ্যায়ের কাগজপত্র,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" ও "রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" নামের অর্থ।
প্রজা আপন গোতরের উপর
কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ
করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বাক্ষর-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্বত্ব করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্ব খারার অর্থগত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাঁহা
বুঝাইবে।

(খ) দেবাধীকী খাজানার ডিক্রী আরোক্রমে
যে যোত বিক্রয় চাইয়াছে বা চাইতে পারে, সেই যোত
সম্বন্ধে "রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ খালের
আইনমতে যে কোন নিম্নলিখিত রেজিস্ট্রী করা
গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা
হইবার পূর্বে অনুমান তিন মাস থাকিতে পঞ্চাঙ্গিযুক্ত
বিধানমতে ভূমাদিকারীর উপর আরী করা গিয়াছে, সেই
নিম্নলিখিতক্রমে যে কোন দায় স্বত্ব করা হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ খার। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বা কী
খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য পণালী বিষয়ক
আইনের ২০৫ ধারামতে ডিক্রী আরোক্রমে উক্ত
যোত কোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিহ্ন-
স্বারী তালুক হইলে, এর অধ্যায়মতে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রীর
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল
দাখিল করিবেন।

১৭৯ খার। (১) পূর্ব ধারামতে কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম
হইবার আজ্ঞা হইলে, দেও-
য়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
নীলামে চড়ান হইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রী
হইবে; মতুণ ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের মোটস থাণ্ডিবিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রী হইবে।

(২) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। ডিক্রী দানীর গণ্যমতে
এতদপক্ষে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ খার। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
নিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া
গেলে, উক্ত রেজিস্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে
চড়ান হইবে, এবং নীলামের
খরচা দিতে ডিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক প্রথম দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামধরদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় বিষয়ে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ খার। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিধিত
যত টাকা পর্যান্ত ডাক হয়,
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্বগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০৯ ধারামতে নূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা আদান
হইবে, যে নীলাম স্বগিত করিবার অধিক অবধি দিনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট প্রকৃতি অবিশ্যি কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামধরদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ খার। যে যোতের অধারিত খাজানা বা
অধারিত হারের যো-
তের প্রতি পূর্ব কএক
ধারার বিধান বস্তিবার
কথা।
খাজানার হার থাকে, তাহা
তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব
কএক খার। যেকোন বস্তিত
সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ খার। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন মখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট যোতের নীলাম হই-
বার নিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উক্ত নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামধরদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির পূর্বে কোন

পূর্বে কোন ব্যক্তির
দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য
এবং অন্য কথায়।

ধারায় কোন দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে,
তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত
দায়ের সহায় পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিত দরখাস্ত দিয়া এই
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই দায়ের মোট দায়-
দারীর উপর ভারী করিবেন।

(২) এতদ্বারা রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধারা করেন,
উক্ত মোট দায় করিবার নিমিত্ত সেই কী প্রেরণ
প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন মোট দায় করিবার দরখাস্ত এই
ধারার নিষিদ্ধিতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে,
তিনি তদনুসারে মোট দায় করাইবেন, এবং যে
তারিখে এই মোট দায় করি হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে রাজকীয়

স্বত্ব বিলিষ্ট হইলে
পূর্বে কোন ব্যক্তির
কালেক্টর করিয়া গণ্য হয়
এরূপ আদালত দ্বারা কথ-
ায় কথায়।

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অন্তর্গত স্থানীয়
স্বত্ব বিলিষ্ট হইলে কিস্তি
বিশেষ কোন প্রকার স্থানীয়
স্বত্ব বিলিষ্ট হইলে কোন

খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে
চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-
সম্বন্ধিত নীলামে চড়ান হইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন
দিয়া উক্তরূপ কোন আদালত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আদালত প্রবল
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় স্থানীয় স্বত্ব বিলিষ্ট
হইলে কিস্তি, স্বত্ব বিশেষ, উক্ত বিশেষ প্রকার স্থানীয়
স্বত্ব বিলিষ্ট হইলে এই অধ্যায়ে পূর্বে কোন ধারায়
নীলামের কাঙ্ক্ষণকে সর্ব্বোচ্চতাবে কালেক্টর দায়
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে বিক্রয়োৎপন্ন

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা
লইয়া রাখা করিতে হইবে
অধিকার বিধির কথায়।

টাকা প্রেরণ সময়ে দেওয়ানী
নোংরায়া করিবার কাণ্ড প্রণালীবিশ-
য়ক আইনের ২৯৫ ধারার
নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-
লিখিত বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এ যোক্ত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীজারীর যে
খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করিতে নীলাম
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীজারীর যত টাকা পাওনা হয়,
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়া ও উদ্ধৃত থাকিলে,
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের
তারিখ পর্যন্ত তিন মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার
তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোক্ত

সম্বন্ধে যে কোন খাজনা ডিক্রীজারীর পাওনা হইয়া
থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজনা
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজনা দিবার পরও
উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস
অন্তর হইলে, ডিক্রীজারীর প্রার্থনামতে তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে (গ) প্রকরণের খাজনা বলিয়া
ডিক্রীজারীর কোন টাকা পাওনার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীজারীর জন্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোক্তের দেনা বাকী

থাকা সময়ে ডিক্রীজারীক্রমে খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে এই
টাকা আদালতে দেওয়া যোক্ত জোক করা গেলে, তৎ-
গেলেই কিস্তি ডিক্রীজারী সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার
শোধ হইয়াছে নীলাম কাল প্রণালী বিহীন আইনের
করিলেই, যোক্ত জোক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা
হইতে মুক্ত হইবার কথা। খাটিবে না।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোক্ত
নীলাম হইবার আদালত করা গেলে, যদি নীলাম প্রদান
রের ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীজারী প্রদান ও
নীলাম করিবার প্রদান সময়ে ডিক্রীজারী টাকা আদালতে
দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীজারী
শোধ করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে দেনা হইয়া যদি ডিক্রীজারী
উক্ত যোক্ত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত
যোক্ত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন যোক্ত নীলাম করা গেলে,
এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথার
ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে যে কোন যোক্ত

নীলাম দিবারার্থ
আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোম্পানী
উক্ত যোক্তের বন্ধকী
হইবার কথা।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-
ওয়া যায়, সেই যোক্ত যদি
কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে
যাহা এরূপ নীলাম হইলে
অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে
তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ
আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শোধ করা
১২৮ টাকা সুদ সহিত স্বয়ং বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
তৎক্ষণাৎ উক্ত যোক্ত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া
জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজনার দায় হাকা উক্ত
যোক্তের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তৎক্ষণাৎ
অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত স্বয়ং পাওনা মুদসমেত শোধ করা
না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতায়রূপে উক্ত যোক্তের
দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার
পাওনার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার
বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ খ্রী।। বাকীদার উদ্ভূতন প্রকার বিকল্পে ডিক্রী-
অধস্তন প্রমা আদালতে
টাকা মিলে তাহা খাজানা
সইতে কাটিয়া লইতে
পারিবেন কথা।

আরও প্রমা আদালতে
কোন যোক্ত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রকার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রমা নীলাম সিংগারদার আদালতে
টাকা মিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের
বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে
তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
ঐরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার না
হইলে, তিনিও ঐরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে ঐরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পরদা না পরছে
তাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৯০ খ্রী।। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
নীলামে ডিক্রীদারের
ডাকিতে পারিবেন ও
ডিক্রীদার থাকিলে তা
পারিবেন কথা।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিবরণ আইনের ২৯৪
ধারার প্রকারণের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীদারীকমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোক্ত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অধস্তন বিমা এ যোক্ত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে যোক্ত নীলাম হয়, ডিক্রীদার থাকিলে
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিবরণ আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
ধারার কার্য বা হইবার
কথা।
১৯১ খ্রী।। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিব-
রণ আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ খ্রী।। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রারী করণ বিবরণ
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ধারার প্রকারণের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোক্তের উপর বাহাতে দায়
স্থিতি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রারী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগজ-
কারকের নিকট রেজিস্ট্রারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১৯৩ খ্রী।। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোক্তের প্রকার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোক্তের উপর কোন দায়
স্থিতি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রারী করিলে, উক্ত প্রকার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় স্থিতি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় পরদায়ের এতদ্বারা যে ফী দাওয়া
করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলেন, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রারী

করণ বিবরণ ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে লম্বন
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের লম্বন আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ডালুক নীলামের কথা।

১৯৪ খ্রী।। নিজ ভূমাদার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ডালুকের পাওনা খাজানা
দিতে জট হইলে, ভূমাদার
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ডালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ খ্রী।। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের প্রথা শুদ্ধ করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূমাদার কালে-
উক্তের নিকট সরাসরী দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ডালুকের উল্লেখ ছিল,
তাঁহার সমুদয় বা কোন ডালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
দিনাবে ভূমাদার যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
ধরনান্তে তাহা নিদেয় করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ সরাসরী কালেক্টরী তাহার
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার পাওনা
হয়, তাহা বৈশাখ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারের ডালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে একাধ্য নীলামে বিক্রয় করা
হইবে।

(৩) ভূমাদার ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সমস্ত কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের মতল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ ডালুকের প্রধান কাছা-
রীতে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ডালুকের
অন্য যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করাষ্টবেন।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাঁহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূমাদার দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ খ্রী।। (১) বৎসরে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা একজন
নোটিস দায়ী করিবার
পেরাণে দায়ী আরী করিবে।
এ পেরাণে তদ্বিধিত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাঁহার কাছারীদারের রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস
ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইবে, ইহার লক্ষ্য-
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী ভিন্তন হাভদার
লোকের আশ্রয় লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত আয়ের নোটে স্বাক্ষর করণ কাপ-
নানের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদী নিকটস্থ মুন্সেফের আফিসে
কিন্তু মুন্সেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানায়
যাইবে, এবং ত্রৈ মৌটিস যে যথাধিবি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক লিপ্য
করিলে। এই মর্মে এক সর্টিফিকেটে উক্ত কাছারীকে স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ত্রৈ পেরাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রশীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
কোন ব্যক্তি যে, ঐশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নিম্নিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উচ্চা হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাগাখানেক কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাগাখানেক- মাসের শেষ পর্যন্ত চলিত মাসের
মাসের মধ্যস্থানের কথা। খ. আনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনা সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং
বাকীদারের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাফার দেওয়া যায়, যদি অগ্রসরণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে ৩৫২২২২ দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মতো এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তীদারী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওনা আছে বুঝিয়া
তালুকদার ও মাসসহ
আপত্তি করিলে কাছ-
আনার কথা।
কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্বে
কএক দারামতে নোটিস দেওয়া
গেল, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কাপেটের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবে।

(২) কাপেটের (১) প্রকরণে দরখাস্ত পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিবে। তাহাতে সমস্তের
নিমিত্ত সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হইতে রাখা হইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান হইবে না, ইহার কারণ দেখাতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কাপেটের মাধ্য-
মতঃ উক্ত পক্ষের কথা কিন্তা ভাষায়া যাচার; উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মতো যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নিমিত্ত সময়ের পূর্বে
তাঁহাদের মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নিমিত্ত তারিখের পূর্বে যদি
কাপেটের ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর পাওনা
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর পাওনা হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তলবসময়ে তলব কমান দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়ের কাছারীতে পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
মাই-সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা হইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ নোক্তদ্বারা
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে অধিক থাকে, ঐরূপ মানজুর
করাতে সেই অধিক কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্বে ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায় করা না গেলে তালুক
নীলাম হইবার কথা।
তালুক সম্বন্ধে পূর্বে কএক দারাম-
তে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
সেই তালুক নোটিসের নিমিত্ত
তারিখে নীলাম করা হইবে;
কিন্তু পূর্বে দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্বে দারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূমালিকার দ্বারা দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কাপেটের কাছারীতে আদায়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে
নিষ্পত্তি হইবে, সে
সময়ে তাহা নীলামের ফেলিতে
হইবে, এবং লাইগুনি নোটিসে
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে টাকা হইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাফার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মকসমেনে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
মোখফা লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকি নিয়ন্ত্র করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চূড়ান্ত হইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রবকারী করিয়া সেই রবকারীতে
এই সকল বিষয় পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দী
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নিয়ন্ত্র করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দাখিল হইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অসমতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাগজকারী নীলাম করেন, তিনি
নীলাম মাধ্যম ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে
তাঁহার কথা।
অধ্যায়মতে তালুকদার সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্বস্বত্বের উপর তাঁহার নিজের বিক্রয় করা যাউক, এবং তাঁহার হাণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তি অর্থাৎ ডাকিতে পারিবে।

(৩) তাঁহার উপর যত্ন সহকারে তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৪) যে ব্যক্তি তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা আদায় করিতে চাইবে, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই মাসের মধ্যে তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৬) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৭) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৮) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০২ খ্রিঃ। (১) এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(২) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(ক) মধ্যমী শ্রম;

(খ) যে সময়ে যত্ন সহকারে তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(গ) যে লিখিত নিশ্চিন্দপত্রের ডালুকের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০৩ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০৪ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০৫ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০৬ খ্রিঃ। (১) এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(২) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৩) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

২০৭ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডালুকের খরিশার উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

(৪) তাঁহার নিজের উপর ১০ টাকা দিতে পারিবে।

কিন্তু বাণীনাথের অধস্তন কোন প্রজার নামে নীলামের সময়ে কোন ব্যক্তি খাজানা পাওনা থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাধা ২ ক্রিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত গেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুল্যাবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাঁচিয়া লইয়া গবর্ণমেন্টের হিঁদাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে ব্যক্তি খাজনার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (মুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর কুমারিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত ব্যক্তিকে, যে কায়াকারক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা অবলম্বে কাঁচাইতে সাতেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৮ ধারায় যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের সাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাৎক্ষণিক টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উক্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাণীনাথের বিক্ষেপে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীনারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উক্ত টাকা কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাণীনাথকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার স্থান চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ কিরাইরা লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কোন্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, রবিবার ও বঙ্গের দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অধ্যায় তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কথক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে সমস্ত বৈধপন পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও বেপারার বিধির বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নচুক্তির বিরুদ্ধে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলমে হইবে, সেইরূপ বিধান কলমে হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাগেল্লা রাইতের ও দখলীখতাবিলিতে রাইতের খতাবিলিতে (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীখতাবিলিতে অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীখতাবিলিতে রাইতের খাজানা ওয়াইবার সাওয়া করিবার খত।

(ঘ) ৫২ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের সাওয়া করিতে কুমারিকারীর বা প্রজার খত।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীখতাবিলি রাইতকে ও কোকী রাইতকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোড়ের জরি কয়রা সাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার খত (৬১ ধারা)।

(ছ) রাইতের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জমা ক্ষতিপূরণের সাওয়া করিবার খত (৬৮, ৬৯, ৭০, ও ৭১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৭৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরকারী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কুমারিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন মিলন হয়, সেই মিলনস্থলারে কারেনী বন্দরী পাড়া দিতে কুমারিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদি করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত
কৃষিকার্যোগণযোগী কর-
ণের চুক্তির কথা।

কৃষি কৃষিকার্যোগণযোগী কর-
ণার্থ কোন চুক্তির বাধ্যত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরে মণা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী

চর বা দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত
কথা।

অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা

যে জমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ

সামান্য হইতে পারে, যে দ্বারা সেই জমি ভোগ করে,
সেই দ্বারা ও ভাগ্যক্রমে বারংবার ভোগ না করিলে
ঐ জমিতে মণলী স্বয়ং লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
মণলী স্বয়ং লাভ না করে, ভাষ্যে ভাষ্যের ও ভূমিধিকারীর
নামে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই
ধারার অধীনস্থ চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আত্মগোচর
করিতে না পারে। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

২১৪ ধারা। "উঠরদী" প্রণালী ও "চাল চান্দী" প্রণালী

প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-

উঠরদী ও চালচান্দী মতে কোন জমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা।

গেলে, দেশাচারানুগত বা

প্রকারান্তরে যে সকল নিয়মে

জমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে

সেই সকল নিয়মের কোন বাধ্যত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথার কোন মাটি-

চাকরান ভালুক সম্বন্ধে ওয়ালী বা অন্য চাকরান ভালু
কর কোন অনুযুক্তের বাধ্যত
হইবে না। বিশেষতঃ এই আইন

বিধিরূপে হইবার পূর্বে যে চাকরান ভালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যায় না, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রাজত্ব রাজত্বস্বরূপ আপন যোতের

অংশ না হইয়া বাস্তবজমি

ব'র ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবজমির

প্রকারান্তরে অনুযুক্ত দেশাচার

ধারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত

স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অনঙ্গত না হইলে অথবা

এই আইনের বিধানক্রমে

লগ্নীভুক্ত বা আবশ্যিক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
বিক্রী না হইলে, এই আইনের কোন কথার ভাষ্যে কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোন রাজত্ব কোন অনুযুক্ত মণলী স্বয়ং প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অনঙ্গত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা লগ্নীভুক্ত বা আবশ্যিক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা বিক্রী করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
আমে থাকিলে, এই আইন দ্বারা ভাষ্যে কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভাষ্যবিবরণ বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ ভাগসীলের

৪ ভাগসীলমত যৌক-
কথা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্ত তত্তৎ জন্য
ঐ ভাগসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং প্রত্যেক মিরাদ

কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক যৌককথা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিরাদ উচ্চীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে যৌককথা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উচ্চীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বার্তিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই যৌক-
কথা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষের
মিরাদ বিধির ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ ধারার লিখিত যৌককথা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য

কমলে বে-আইনীমতে যে কোন আইনযৎকালে প্রদত্ত
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
পক্ষে, সেই আইন অনুসারে
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রকার যোতের ফসল জৌক করে
কিম্বা জৌক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে জৌক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি জৌক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে হানাহানির করে, কিম্বা

(গ) প্রকারান্তরে বা অন্যভাবে বাস্তবজমি কোন
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত কা-
তে, হানাহানির করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহরা কা-
তে বা অন্য দ্বারা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষী-মণ্ডলীর আটনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় মণ্ডলীর আটনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকৃতির নিষিদ্ধ কোন কাৰ্য্য করিতে সম্মত হইবে, তিনি উক্ত আটনের অর্থমতে অপরাধ-ভানে অনধিকার প্রবেশ করিবার সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের অধিকার ও প্রতিনিষেধকথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আটনমতে

ভূম্যধিকারীর অধিকার কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইয়া কাৰ্য্য করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাৰ্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি প্রাপ্তি, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তার আশ্রয় না করিলে, ভূম্যধিকারীর আশ্রয়িত্ব ক্ষমতাপূর্ব্বক একদৰ্শে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কন্মকারকও এই সকল কন্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আটনে যে প্রত্যেক মোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার শারী ঘোষণা করিতে বা তাহা লঙ্ঘন পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কন্মকারকের উক্ত আশ্রয় জারী করা গেলে, তিহা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যায় কিংবা তাঁহাকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেজন কল হইত, এই আইনের কাৰ্য্যক্ষে সেইজন কল হইবে।

(৩) কন্মকারক নিয়োগ করিবার কিংবা তাহা কন্ম দিবার নিম্নলিখিত ভাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আটনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীর কন্মকারক বা সার্টিকিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা একদৰ্শে ক্ষমতাপূর্ব্বক ওদীয় নৌল কন্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিকিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উই বা ভূমিক ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু

একজন ভূম্যধিকারী-দেব একজন বা সার্টিকিফিকেটযুক্ত কন্মকারকের দ্বারা কাৰ্য্য করিবার কথা।

করিবেন কিংবা তাহাদের উক্তের বা সকলের লক্ষ্যে কন্মকরিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কন্মকারক করিবেন।

বালক কন্মকারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কন্মকারীদের উপর এই আটন-মত

জারী হইবে। এই আটন-মতে যে কোন কন্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কন্ম সম্পাদনাবে তাঁহাদের যে কাৰ্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান

করণার্থ স্থানীয় গণমণ্ডল সময়ে রাজস্বীর গেজেটে নিষ্পাদন দিয়া এই আটনমত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রকৃত কোন কন্মকারীর প্রাপ্ত

(ক) যেকন্মের বিচারমতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতাসূত্রে কাৰ্য্য করিতে পারে, নতুন কোন ক্ষমতা, ও

(খ) নৌল ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার সীমিত করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি স্থিতি দেদিবার নিষিদ্ধ কোন ভূমির কল-নাটিবার ও সীমিত ও উপর শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আটনের কোন ধারামতে

বিধি প্রণয়ন প্রকাশ ও মুদ্রকরিবার কাৰ্য্যপ্রণালীর কথা।
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রণয়িত বিধির পাতুলেখ, যে ব্যক্তি-দের তদ্বারা স্মৃতি হইবার সম্ভা-বা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবে।

(২) প্রামোদ গবর্ণমেন্টের বা হাট কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্প্রদায়িক বাস্তবিকগত সম্মত দিবার লক্ষ্যে যত্ন উপযুক্ত হইবে। সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা স্মৃতি প্রকারে প্রকাশ কর যাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যেক পাতুলেখ বা রাজস্বীর গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাতুলেখের সচিৎ প্রণীত মোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করনের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হইলে, উক্ত পাতুলেখ এবং যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, এই মোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নিষ্ঠিতে তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাতুলেখ লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি যে কোন আশ্রয় বা প্রজ্ঞা করিলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকৃত করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আটনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন সিবিলাসীর গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রদান হইবে।

যে বিচার বিভাগালীক বন্দোবস্ত থাকে তাহা সেই বিভাগের জন্য।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্বামী বন্দোবস্ত কখন

যে মহালের চিরস্বামী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই মহালের যে ভূমি ভোগ হয়, তাহা হইতে বা সীমিত-বার কথা।
কখন তাহা হইবে, তাহা হইলে, এই আটনের কোন কথাই প্রযোজ্য হইবে। বিচার-কালীন বন্দোবস্তের বিধান সূত্রাং, যাহা হইবার কথা

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

১ম তফসীল—(চলিতেছে)।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বিধিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	বহিঃসীমান্তের বাকী ভাষার ভা- জুকালের নিয়ম পড়ে ও সে নিয়মে জমীদারতালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পাও, তবে সেই নীলাম ইত্যাদি ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে করা যাবে নিষিদ্ধ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	১৮২৫ সালের ১১ আইন।	৪ ধারার ১-৪ করণে "এবং এরূপে করা জমি" বাকী কোন প্রকার মহীলকারের পৌত্রিক কোন মহীলকারের ১৮২৫ সালের ১১ আইন কথা স্পষ্ট করনের শেষ পর্ব।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতা প্রদীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বিধিত করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮৩২ সালের ৬ আইন (আপনি কোর্ট ইনসিয়াম বাজারীর অ- ধীন বঙ্গদেশের মধ্যে বাজারী আদায় করণের আইন সংশোধ- ন করিবার আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৩৬ সালের ৮ আইন।	আদায়পত্রের কিংবা প্রসিদ্ধ নোটিশের বদলে যে পত্র ভালুক বিক্রয় করা কি প্র- কারে মতাদর্শীকৃত হইতে পারে উৎসাহিত বা বাকী বাজারী আদায় করণের ক্ষমতা ভালুক বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	স্বতন্ত্রতা প্রদীত বঙ্গদেশের জমীদার সেটেলমেন্ট গণের সাহে বের প্রসিদ্ধ ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচারিক সিদ্ধান্তের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬২ সালের ৮ আইন।	জমীদারী ও প্রজার মধ্যে মোক্তদ্বারা কর্তৃত্বের ভার প্রদান সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বঙ্গদেশী কারাকারদের ক- মতা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার নিষিদ্ধ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

স্বতন্ত্রতা প্রদীত ৫ জমীদার গণের জেনারেল সার্ভেয়ের
প্রদীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বিধিত করা গেল।
১৮২০ সালের ২৪ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে জমিদারী নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বাকীভাগ টাকা লক্ষ্যে লক করণের আইন।	যে পর্যন্ত ব- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩০ আইন।	বাকীভাগে পড়ন্তী ভালুক নীলামের নিষিদ্ধ যে বাকী- ভাগ আদায় করা হইবে তাহা স্বতন্ত্রতার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৬ আইন।	মালিকজারী বাকী বিষয়ের সরাসরী মোক্তদ্বারা এবং প- ড়ন্তী ভালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং বাজারী বিষয়ের সরাস- রী ভিক্রীজারী ব্যবস্থার জমিদারী বিষয় আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬২ সালের ১০ আইন।	কোর্ট ইনসিয়াম বাজারীর অ- ধীন বঙ্গদেশের বাজারী আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১১) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের চেতনায় হইতে উদ্ধৃত।
"সকল সালো বঙ্গদেশের জমীদারী আইন নিয়ন্ত্রিত
ইত্যাদি ইত্যাদি দিতে উদ্ভাবিত করা হইবে এবং
দৈনিক নতুন করণের ক্ষমতা করিবে ও প্রথম ৩০
তাহা জমীদারের রাজস্ব জমীদারীতে প্রকাশ হইতে
একদম অন্য দানেও হইবে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে উত্তমরূপে জানিতে
ভালুক দেয় ও তাহার মূল্য সে ব্যক্তি তাৎক্ষণিক
ভালুক ও তাহার উত্তরাধিকারিণির পাওনা; সংক-
লের নিষিদ্ধ পরিমাণ দেয় ও ভালুকদারের দানে বাকী
আদায় ও ফেলাস আদায় পুরা ও নী পুরার ক্ষমতা
আপনি রাখে কেন না বাকীভালুকদারকে আইন দেওন
হইতে দাঁক করে তবে তাহার পরে এই ভালুক বিক্রয়-
নিয়ম দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে বাকী সে একত্রিতে পারে না
বরং তাহার দ্বারা লগতে পারে ও ইহা এইকরণের
রেওয়াজ প্রদান চলনসঙ্গে আদায় গেল।
"তাহার মতাবেজিতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখ
যাকে যে বাকী পড়িলে সে নিষিদ্ধ জমীদার তাহা
বিচার করিতে পারিবে ও যদি বিচারের পদ বাকীর
সংখ্যা যত তত না কর তবে বাকী বাকী থাকে তাহা
ভালুকদারের শিরে থাকিবে যে সে নিষিদ্ধ তাহার
বাকী আদায় ও বাকী বিক্রয় হইতে পারে।
"এ সকল প্রকার প্রকার অধিকারকে পড়ন্তী ভালুক
বলে ও তাহা পড়ন্তী আদায় লোক এ সকল নিয়ম ও
নিষিদ্ধ তাহা অন্য লোকের দেয় ও তাহার দর
পড়ন্তীদার করণের ও পড়ন্তীদার আদায়ের দেয় ও
ক্রমে এইরূপ। ও ইহার নিয়ম প্রত্যেকের সম্মুখে এক
মুদ্রণে হয়।"

ভক্তির তত্ত্বনীল — কবজ ও হিঙ্গাবের পাঠ ।

(৭০ ও ৭১ খণ্ডে দেখ ।)

কবজের পাঠ ।

- ১। সঙ্কর _____
- ২। সাল _____
- ৩। এতের লাব _____ খালি _____
- ৪। এতের লাব _____
- ৫। তাঁহার যোড়ের বিবরণ (পারিসাল, খাজান, আভুতি) _____
- সগলী বিধা _____ টাকা _____
- ভাঙলী বিধা _____ মন _____ বা টাকা _____
- সারের { বসকর _____ টাকা ।
- { জলকর _____ টাকা ।
- { কলকর _____ টাকা ।

পৰ্যবেক্ষণের কর ... { পথকর
পূর্তিকাধার কর

- ৬। বাহার সারলভে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তি বিবরণ) _____ টাকা
- ৯। ভূমিসীর বা কলকর আও কলকরকর সাকর

বজ্রমেলের আভাষক বিবরণ ১৮৮৪ সাল: সাল: আইনের ১৯ খণ্ডের নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“ ৬৯ খণ্ড । (১) কোন এতের খাজানার হিসাবে কোন টাকা লিখা, যে বৎসরে কিংবা যে বৎসরের যে ক্ষতিতে উহা অর্থাৎ দিতে চাহেন, তাঁহা নির্দেশ করিতে টাকা যেখানে অর্থাৎ দিতে হইবে তাঁহার কথা । পারিবেল এবং ভূমিসীর এই টাকা অর্থাৎ দিতে হইবে । ”

“ (২) এতের ঐক্য কোন নির্দেশ না করিলে, ভূমিসীর যে বৎসরের যে ক্ষতি উচিত হোম করিলে, সেই বৎসরের সেই ক্ষতির হিসাবে এই টাকা অর্থাৎ দিতে পারিবেল । ”

কবজের পাঠ ।

- ১। সঙ্কর _____
- ২। সাল _____
- ৩। এতের লাব _____ খালি _____
- ৪। এতের লাব _____
- ৫। তাঁহার যোড়ের বিবরণ (পারিসাল, খাজান, আভুতি) _____
- সগলী বিধা _____ টাকা _____
- ভাঙলী বিধা _____ মন _____ বা টাকা _____
- সারের { বসকর _____ টাকা ।
- { জলকর _____ টাকা ।
- { কলকর _____ টাকা ।

পৰ্যবেক্ষণের কর ... { পথকর
পূর্তিকাধার কর

- ৬। বাহার সারলভে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তি বিবরণ) _____ টাকা
- ৯। ভূমিসীর বা কলকর আও কলকরকর সাকর

(তৃতীয় তরঙ্গমাল্য - কবিতা ও হিসাবের পাঠ্য)

হিসাবের পাঠ্য ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার মাস
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	...
৪। সগণী
৫। গণনামণ্ডলের কর	বিষয়	...
৬। ভাণ্ডারী
৭। জলকর
৮। বনকর
৯। কলকর
১০। বৎসরের তালব
১১। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)
১২। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)
১৩। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল
১৪। পশো দেওয়া গেল
১৫। বৎসরের শেষে বাকী
১৬। ভূমালীকর

হিসাবের পাঠ্য ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার মাস
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	...
৪। সগণী
৫। গণনামণ্ডলের কর	বিষয়	...
৬। ভাণ্ডারী
৭। জলকর
৮। বনকর
৯। কলকর
১০। বৎসরের তালব
১১। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)
১২। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)
১৩। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল
১৪। পশো দেওয়া গেল
১৫। বৎসরের শেষে বাকী
১৬। ভূমালীকর

চতুর্থ ঠকসীল।

নিরাদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মৌকদ্দমা।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	নিরাদ।	যে অবধি নিরাদ চলে:
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর মিলার কাজ বা বিশেষ কাজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—ঐর্খনাপত্র।

ঐর্খনাপত্রের বর্ণনা।	নিরাদ।	যে অবধি নিরাদ চলে।
৬। যে কালে ডিক্রীমত বা তদুপরে বা এসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিত্তিক এই আইনমত কিয়ৎ এই আইনমত দ্বারা বহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজাকারী করিবার তা' ঐর্খনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে স্থান জমে তাহা বাদে কিয়ৎ এই ডিক্রী জারী করিবার পরগণা সমেত ৫০০০ শতকের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	ত্রিশ বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি; কিয়ৎ (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের হুকুম ডিক্রীর বা আজাকারী তারিখ অবধি কিয়ৎ (৩) বিভার লম্বালোচনা করা গেলে, লম্বালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

মৌকদ্দমার বর্ণনা।	নিরাদ।	যে অবধি নিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লসকে এরূপ ন্যূন বিধানাধিক চুক্তি আছে যে এই নিয়মভঙ্গের মণ্ডলরূপ উচ্ছেদ করা বা ইবে, সেই নিয়মভঙ্গ-মুহুর্ত্তানুকমার বারায়-তকে উচ্ছেদ করিবার দৈকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী থাকিবার আদায়ের মৌকদ্দমা— (ক) ৩০ ধারামতে এই খণ্ডের বাকী থাকিবার নিয়মিত আদায় করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আদায়ভের তারিখ অবধি।
(খ) কলসত্রে	তিন বৎসর	বাকী থাকা লস যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে বাকী থাকা লসের শেষ যে দিবে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আদায়ী ও কলসী লস যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে তৈয়্যে মাসের শেষ যে দিবে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী দখলীসহ বিশেষ রায়তদ্বারা ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিংবা পাইবার মৌকদ্দমা।	তিন বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের জাতিস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ মেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ১/২ পর্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর কাছে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সময়টা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইত। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের ২ মে অনুবিধা হইয়াছিল ভাষা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এত কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের অভিযোগের প্রতিই অমায়িক করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাঙ্গালীরা তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ কলোপস্বরূপ হয় নাই। ইহা অস্বস্তি স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট গে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তগণ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বর করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বর অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার প্রচণ্ডের কমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই কমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কতুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদলী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল মূল অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে ঘেরপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অবিকতর মন করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে বেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, বাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত তাঁর প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কালে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ পড়িয়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং ভবিষ্যৎ এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপরূপ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যক্তিগত কতকগুলি স্বত্ব প্রমান করিতেছে। ২য়।—উহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং অমানবিক ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—থাকানা আদার ও থাকানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপানমরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা মুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও এজাপুল্লের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্ব উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাগাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক এজাকে কৃষাণ (কৃষিজমজীবি) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও এজার চুক্তি সম্বন্ধে বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করার, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির সিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা হইবে, ও উহার মেকদও বিলুপ্ত করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধিত করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃস্থানীয় জ্ঞান বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যাহায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মূল ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার ।

বাঁহারা একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুণ শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের ঘোড়ের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং ঘাছাদের ঘোড়ের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্স বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাপনে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। অথমোক্ত ব্যক্তিঃ নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুযায়িক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী মধ্যে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রাধিকার করিবার স্বত্ব ও ফৌজের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা মধ্যে জমীদারের ক্ষমতা ব্রূহ করা হইল, তাণ আমি বুখিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ ঘোড়ের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আবার মতে আরো অন্যান্য হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অঙ্গিনার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রকার নাই। এই সকল অধিকারের অন্য সামারগতঃ জমীদারকে বিলম্ব ভূপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও গুণাগুণযোগ্য চিরস্থায়ী ঘোড়, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা মতঃ স্বত্ব ও ফৌজের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাবছাপক সভার অনুসারে ১০০ বিঘার ঘোড়দারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এসেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিষ্কটই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূমামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব মধ্যে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরবার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “ যৎসমী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এবাবতী ভূমির উৎপাদন মুখে শতকরা ১০ দশ টীকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুখিয়া তহমীলের খরচা বহু উচিত হয় তাহা মিনাং হইয়া যাওয়া বাকী থাকে তাহা এই যৎসমী তালুকদারের জমা ঠাহরিবেক ”। ১৮৫২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটীও তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারী কতক প্রদেশ চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টীকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাঃজেন্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তন ও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরিবর্ত্তে “ সেপাচাণ্ডা গুণত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্ত সীমা নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের মোট আদায়ের শতকরা দশ টীকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার মোট শতকরা ১০২ টীকা হুণ হইবে না। এই শতকরা দশ টীকা আবার আদায়ের মধ্যে। আদায় বসিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টীকা দুগুণ। সে আদায়ের শতকরা দশ টীকা তালুকদারের লভ্য মতে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা মতে আবার তাহার উপর আদায়ের সুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টীকা অপেক্ষা তালুকদারের লভ্য হুণ হইবে না। এতলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুঁকির জমা বাদ পড়ে একথা আমিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবনিক ওয়র্ক দেগ ও রোড সেসের হিসাবে প্রজ্ঞাপনের নিকট হইতে অন্যান্য টীকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র পান পান না। অথচ সে টীকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহেন। তাহার বিনা বেতনে গবর্নমেন্টের জন্য টীকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনগত তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহার অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা মুক্তিভঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ক্রমে ক্রমে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাচারী দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ আইনমতে গবর্নমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মত বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মত প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটীও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫২ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্মে একটি আইনগত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন যৌদ্ধতা আরম্ভ হইবার বিংশভ বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রকার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন অমী ভূমি বা ভূমির অংশীদার রাইটী মোক্তাররা ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই অমী-রূপ প্রত্যেক অংশীদার রাইটস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে গতকাল রাইটস্বরূপ অমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইট থাকিবে।

(৭) যদি কোন রাইট ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল দখল থাকিলেও বাসেন্দা রাইট রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিধি হওয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রদান না দিতে পারিলে প্রত্যেক রাইটকেই দখলীশ্বরবিশিষ্ট বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে যত প্রমাণ করেন নাট। দৃষ্ট হইবে যে জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রাইট” দখলীশ্বরবিশিষ্ট রাইট বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত ২৬ বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বর উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাট। দ্বিতীয়তঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বর উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাট। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাট যে যদি বাসেন্দা রাইট তাহার মোত চাড়াই দেয় ও খাজানা না দেয় তাহাণি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াই উক্ত স্বত্ত্বের অপরিসীম কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাট যে যদি কোন রাইট একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় দিন আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তাহাণি সে বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক অমীদারের ভূমীশ্বরের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রাইটরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির স্টেট ভূমিতে যদি ভূমী বা ভাস্কর্যরূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বর উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইচ্ছারদার হইলেও পরে সে যে ভূমীর ইচ্ছার লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বর লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমীভোগকারী যদি দখলীশ্বরবিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বর বিলুপ্ত হইবে (২৬ ধারা)। ভাস্কর্যদারকে ও ইচ্ছাদারকে যে স্বত্ত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমীভোগকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলাম না। ভাস্কর্যদারও চিরস্থায়ী স্বত্ত্বান হইতে পারেন। কেবল মাত্র অমীদার অমীদার হইরাছেন এই অপরোধে পরিদারের যে সাধারণ স্বত্ত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও দুষ্টির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাঙ্কনপূর্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবন্ত এচ. এল. ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের আদর্শিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বরত্ব প্রাপ্ত কতকগুলি স্বত্ত্ব পৃথিবীর যে কেহ এর বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, তেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পাশবর্তী মহালের অমীদার, যদি অমী ভাস্কর্য তুলে তাহা হইলে মহালের অমীদার বাসেন্দাই হইবে, কতপক্ষিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অমী বাসেন্দা ভাস্কর্যদার, এ অমী সর্জনপ্রবর্তী যে পেটীও ভাস্করের অন্তর্ভুক্ত তদুপরিষিত যে কোন ভাস্করের অধিকারী এরূপ স্বত্ত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্জনশেষে তাহার উপর উক্ত স্বত্ত্ব বর্জিত হইলে তাহার নিকট ক্ষয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমীভোগকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাসিত অমীমে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অর্থাৎ ১৪ ধারার শেষের দিকে জীবন্ত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূমীদার চিরস্থায়ী ভাস্কর্যদারের আবাসিত অমীমে রাইট ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার দীর্ঘ টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোড়ার হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ত্ব।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোড়ার হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এর ভর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিক্ষেপে ওর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাতে অমীদার ও রাইট উভয়েরই অধিষ্ঠিত হইবে। অমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ত্ব অনায়াসরূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীর লোভের অবশেষে হার যুক্ত হইবে। রাইটের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে ঘোড়ার উপর তাহাদের আশ্রয়দান নির্ভর করে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোড়ার কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বন্দোবস্তের গার্মেন্টে যখন প্রথমে দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোড়ার হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করিল, তখন তাহা তৎবর্তী গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাট। এই বিষয়ে যত

এদানার্থে ত্রিটিষ ইত্তিয়ান আসোদিয়োনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোদিয়োন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন অমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য জালুক হটল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থায়া লইতেছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি মিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে ঘেরুপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ যত্ন কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুর ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রায় নয় এরূপ লোকের হস্তেও কুমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরদ্বারা কামীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে অমীদার প্রার্থী সাধারণতঃ হস্তান্তর কসত। এদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং ন্যস্ত সত্বাধিষ্টিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্য পাণ্ডুলিপিতে অমীদারের অনুগ্রহক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় লিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং অমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবাসীরা বা দীন ও অশ্বেরী লোকের অমীদারের ক্ষতি করিয়া কুমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। অমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাঁহার তরফে যে কাঁধ্যকালে তাঁহা সারবস্ত্র না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ অমীদার যে অমীর ভূস্বামী ও বাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাঁহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাপত্র করিয়া গালিচীর জন্য আদালতকে আনিতে হইবে এবং আদালত বিচারে ঘেরুপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন অমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিক্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে অমীদারের যদি সমস্ত যোত জিনিবার মত তাঁহারতরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুইমাস লোকের ওস্তাদ হইয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাঁহার কাঁধ্যতঃ অমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এম্বলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। অমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্যসম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসার বাধা নহে, কারণ ৩২ ধারার ও প্রকরণে বলে যে যখন অমীদার রায়তকে মূল্য প্রচণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় ঐ কুমি বিক্রয় করিতে নিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূস্বামিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব অমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দ্বারা উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাঁধ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম ভাঙ্গুকবারের প্রতি বর্জিতবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্জেকের অধিক কোর্কা-বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাঁহার তিরদংশ কোর্কা বিলি করে, তাঁহার তাদুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তাদুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাঁছি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে অমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতে বর্তমান ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে অমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অংশ পাচ্ছে সেই অবস্থা বহুশুল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে অমীদার ও রায়তের, আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিগমি আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চাঁরি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ নাতি বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চাঁরি আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এক্ষণ অমুখানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই এতদ্বারা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের সুক্তি ও স্বাধীন কর্তৃত্বমত রক্ষা হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার অথবা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৫৯ সালে জাহাঙ্গিরকে খাজানা রক্ষিত মার হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। নান্যতঃ জমিদার জমিদার রেজলুস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাতুলিপিসমূহে যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলের বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রদানের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “মৌলান খরিদারের পক্ষে তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের মতল পাঠ্য নাই।” জমিদার রেজলুস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণির কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বহুদেয়ে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অমুখান দ্বারা যাহার ভূস্বামী-বহুর ক্ষতি করা হয় নাই।” এই অমুখান অথবা একবারে রহিত না করিয়া জমিদার রেজলুস সাহেব অনুমোদন করিয়াছিলেন যে আইনে এই অমুখান অথবা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রদান দেওয়া হইবে এই অমুখানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়ার উচিত। তিনি মৌলান খরিদারের সপক্ষে আরও এই সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অমুখান জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুমোদন করার সময় জমিদার রেজলুস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অমুখান অথবা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রদানতঃ তাহা বিবেচনা করা উচিত।” এ অমুখান দ্বারা কি জমিদারের ক্ষতি হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না মাদানুসারে প্রকারে যেমন অবস্থায় থাকিবার প্রবৃত্তি ছিল না তাহাতে সেই প্রবৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অমুখানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকার যোগ্য প্রস্তাবে ১৮৫৯ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদি হইতে ভূমিভোগ করিয়া আনিতে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অভিযোগ আনিবার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জমিদার রেজলুস সাহেব তাহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তাহা পি তাহাও মত পূর্বেও যেমন ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও তেমনই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জমিদার রেজলুস সাহেব পূর্বে যেমন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমত জাহাঙ্গির প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাতুলিপি পাশ চতুর্থীর তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাতুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুযায়িক নিয়মিত সমস্তসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অব্যবহিত খাজানার বা অব্যবহিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমিভোগ করে,

(ক) কোন ভাঙ্গুরদার যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোগ্যতায় ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিভোগকারী যে সুক্তি থাকে, সেই সুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তৎকালে তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, সেই সেই নিয়ম তৎকালীন থাকিবে, এই যেহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিভোগকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বে প্রস্তাবিত বিংশতি বৎসর সমস্তের অমুখান একত্র করিলে, তাহার মনে সত্যি এই হারনা হয় যে, তাহার অমুখানের ফল পাইতে অধিকাংশ হউক আর নাই হউক তাহার আপনাদিগকে অব্যবহিত হারদারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচা ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অমুখানের এই বাধ্য প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাহার যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কেচনাট তাহার যেম আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক কাণ্ডে সমস্ত মতলীমুখবিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমার বা চিরস্থায়ী ভাঙ্গুরদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশঙ্কায় পূর্ণ হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা অপ্রস্তুত বিশবৎসর পরিয়া খাজানা রক্ষা করেন নাই, তাহার যে রায়তেরা যতপূর্বক দাখিল দিলি রক্ষা করিয়াছে তাহার জমিদারেরই আপনাদের দাবী প্রদান করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমিদার কখনও এক্ষণে আত্ম ও সমস্তের প্রদর্শন করেন নাই এবং সমস্তের খাজানা রক্ষা করিয়া প্রত্যেকে জ্বালাতন করিতে ও উত্তর করিতে সক্ষম হইয়াছেন না, তাহার মিস্তরই বিশেষ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রাইত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কাপের দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রাইতের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাধীন বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাজা চাড়া করা নাশা বা বিচার-মত নহে । এ বিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে অমীমার ইচ্ছা করিলে রাইতকে এক ক্ষেত্রে হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীশ্বত্ব উৎপাদনের বাধাত করিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাস্তবায়ন প্রচলিত নাই । কিন্তু জিহুও ফেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাধীন বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রাইত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার অন্য থাকামা দেয় তাহাতে তাহার দখলীশ্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা তাহার পূর্ক পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রাইত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাঁহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিনা শ্রমভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বা বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতাই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রাইত হইয়া ভূমি ভোগে শ্রমদান হইবে, এ বিষয় যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে অমীমার রাইতকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীশ্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সত্ত্বক্রমেই কার্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বাসেন্দার যদি তাহারি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহারি ঘটনা হইবে তাহার পূর্কই সেমাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ স্বাভাবিক এরূপ ভূমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ১০ক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর মণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কাছের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহাশিমবর জিহুও ফেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাঁহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এম্বাল আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী জিহুও ফেট সেক্রেটারীর সীমানায় যাওয়া বন্ধে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রাইতের অবস্থা সম্প্রদে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ক বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রাইতী জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে তিনই সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা তিনই হইলেও প্রত্যেক উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রাইত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

অবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রাইত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রাইতী জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীশ্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাস্তাব্য গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রাইত সম্প্রদে মত বিলম্বরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত উক্ত গ্রামে বা মহালে রাইতস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী শ্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রাইতস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী শ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

১৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ক বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রাইতরূপে পাট্টাকমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমতে কোন কার্যাবলীতে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রাইতস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তৎকালে এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি ২১ উহার কোন অংশ রাইতস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা তিনই সময়ে তিনই হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা হইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রাইতস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রাইতস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিনয় অক্ষমতা আর্শাণ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা রুজি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রুজির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে আঁশর্ষিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত হারত ওমশেফা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত খাজারে প্রদান কথাম খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) জমাখিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে।

(ঘ) রাইতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাপ্রতি মোটা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাঁরাবানীতে খাজানা রুজি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এনিমিত্ত যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই মূর হয় নাই। এটো বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আবার তবু এটো যে দ্বিতীয় কারণ সঙ্গীত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আরো যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু গাফিলতি করা যায় না, ইংল্যান্ডের নিয়মিত গড় মূল্য নির্ধারণার্থ বিখ্যাসযোগ্য প্রদান পাওয়া যে নিত্যমুহুর্ত্তিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত খাজারে”, কনিষ্ঠ জাহা জমীদার করিতে পারেন না। চলিত খাজারে কে নির্ণয় করিয়া দিবে? গবে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাহাতে অসিদ্ধিৎসর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দরভাবেও কার্য্য হয়, তথাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাঁরাবানী কর্তৃক খাজানা রুজি সমস্যা তদারক হইবার সিদান আছে, তাহাতে কাহাতে সমস্ত কাঁরাবানী রাজস্ব কাঁরাবানীর বিবেচনায় সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয় করা রাজস্ব কাঁরাবানীর উপর তৎক্ষণাত্তে তদারকীর উপদেশ আছে; কিন্তু প্রকৃত পরিণতি প্রচলিত হার নির্ণয় করিবে তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এটো হইবে যে জিন্নতিল কাঁরাবানী ক্রিয়াক্রান্তিতে কাঁরা করিবেন। মূল্য রুজি হইতে খাজানা রুজি করিবার এটো সিদান আছে।—

(ক) জমীদার গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিম্নলিখিত সমস্তের যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যায় আদানত তৎপ্রতি সন্মতি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর ভুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কাঁরাবানী বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রুজি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা দাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত পাঁচ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও চারিবার নিয়মাবলীতে দাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাঁরাবানী বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বোক্ত বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোলাপীসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাপীসে যে অবস্থায় বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সর্ব্বদাই থেকে ও খুজা বিক্রেতার দর মিজিত থাকার উহা হইতে নায্যারপ গড় হিসাব করা যায় না সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ববিশিষ্ট লেখকের তাহার শরীফা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ বড়পূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বলিবে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিন্ধু প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্ব্বোক্ত মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারচাউলের এ ২ বেচারে ভুট্টা, যব ও গমের মূল্য পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রদান থাকা শস্যের ন্যায়োপযোগ্য করার তর দ্বারী গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনামত সমস্তে তিরহ শস্যের দাব ডব্লিউ করিতে পারেন। তামাক, চুই, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্নক্রমের বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইমস কমিউশন আক্ট যে মূল মূল্যে প্রতিবৎসর এ নিয়মও সেই মূল্যমুখারী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইমসের সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসামূল্য নাই; কারণ প্রযোজ্য কস-
নের নিমিত্ত অর্থাৎ মশল অংশ, আর শেহোজুটী উৎপাদনের অংশ মূল্য হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইমসের কখন রুজি হয় না; কিন্তু আইনেই বাজারের টাকার দের

খাজানা বুদ্ধিগোচ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল শুল্ক টাইমকে মূল্যায়ন পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা বুদ্ধি বিষয়ে সেই মূল শুল্ক কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই শুল্ক ধরিতা কার্য্য করা যেহেতু কঠিন পুরো ডাঙা অপেক্ষা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। ভূস্বামিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানাবুদ্ধিসম্বন্ধে বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বুদ্ধির আত্মা দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ১৮৮৩ সালের মলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অসিদ্ধিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাঙা দিয়া তাগাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাঙা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন ক্রমেই বর্তমান খাজানা হিচকির অধিক বুদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বুদ্ধি হইলে তাহার মূল বৎসর বৎসর থাকিবে। প্রথমবার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্ত্রামণী বশতঃ বুদ্ধির চেটো হয় সেখানে খাজানা টাকার স্ফটিকান্য অধবংশ করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বুদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির চেটো হয় সে স্থলে বর্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিখানার অধবংশ করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বুদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। একদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিমালা এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা যতটুকু অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাগানের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্ত্রামণী বশতঃ বুদ্ধি করিবার চেটো হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পদান্ত বর্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উচ্ছিন্ন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যায় না। আর যে স্থলে মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির জন্য চেটো করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বুদ্ধি দিতে হইবে, সেখানে শতকরা পঁচিশ টাকা উচ্ছিন্ন সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শলো দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ খাজানা অপেক্ষা বেগারের অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমাবিক্রম দ্বারাও বহুতর্য্যাদা মিশ্রিত এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল শুল্ক ধরিতা পরিবর্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি শুল্ক এই—

(ক) মখলী শুল্ক বিশিষ্ট রাইত্তেরা নিকটই সেট প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিতি গড়ে যে সুত্রাঙ্গ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব মূল বৎসরে ভূস্বামিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎখা হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

মখলীশুল্ক শুল্ক।

চিরন্তনী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উক্তর মতেই মখলীশুল্ক শুল্ক রাইত্তের সঙ্গিত কারবারে জমিদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। মখলীশুল্ক শুল্ক ইচ্ছাধীন প্রজাতির আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূস্বামিকারী ও মখলীশুল্ক শুল্ক প্রকার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি মখলীশুল্ক শুল্ক প্রজাতি কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগ্য করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার মখলীশুল্ক বদ্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যেহেতু বলিয়াছি বাসেন্দা রাইত্ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ বল লাভ করিবে। সে মখল প্রথম আসিবে তখন অধিকাংশের সঙ্গিত তাহার বেহুণ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়ের কথা নিয়মগত ব্যতীত খাজানা বুদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রাইত্তকে এরূপ নিয়মগত দিতে গাইবেল সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজাতি দূর করিবার জন্য যৌকদমা করু করিতে বাধ্য হইতে চইবে। আদালত তখন ঐ যৌকদমা কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবে, এবং আদালতের হুকুমত জমিদার প্রজাতি পঁচবৎসরের জন্য পাঠিয়া দিতে বাধ্য হইবে; এবং যদি এই পাঠিয়ার বিরাগ পড়িত হইবার পূর্বেই রাইত্তের মখলীশুল্ক অথবা তাহা হইলে সে মখলীশুল্ক বিশিষ্ট প্রজাতির সমস্ত স্বত্ত্ব ও অধিকার পাঠিতে স্ববান হইবে। এতরূপে মখলীশুল্ক শুল্ক প্রজাতি নাম যাহা পদান্ত বশতঃ হইবে। এই প্রজাতির রাইত্তের সঙ্গিত আগমার ইচ্ছাধীন কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচবৎসরের জন্য পাঠিয়া দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারধীন পাঠি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজাতি উল্লেখের কতিপয় সঙ্কীর্ণ

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এমন অজ্ঞাত কতগুলি সূতন তাঁদের
মুখে অন্তর্নিহিত ছিল। এপাটুলিপিতে সেগুলি খানিলে নৃৎস প্রবাদের মূল চটক। কিন্তু তাহার পরিবর্তে
বিচারার্থীরা পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার অসীমতার প্রতিবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে
অসীমতার বিরুদ্ধে চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অসীমভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের
হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গিলেন। আর যে রায়ের সুবিধার জন্য বিচারার্থীরা পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল,
সে আদালত দুর্বৃত্ত ও পৌলহাগকারী হইতে পারে। সে মূল পরামর্শ দিয়া চতুস্পার্শ্ববর্তী প্রকার পালকে
কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত কৃত্তিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হস্ত অধিগার অন্য
প্রকার সহিত ভূমি বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজনা পাইতে পারিতেন এবং চন্দ্র
খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিক্রিয়া পাঠিত পারিতেন। কিন্তু বিচারার্থীরা পাট্টার তাঁহার সুবিধা বা অসী-
মতা রহিল না। মধ্যলীক্ষিতরায় রায়ত সম্বন্ধে বিধান মতে অসীমতার ভূমানী প্রবর্তে প্রতি আরো এক
বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রবীররায়ের সুবিধার
জন্য একটা আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু নাত্র মারা নাট পুত্রাং অসীমতার অসুখই পাইতে
তাৎপার কিছু নাত্র স্বর্ঘ্যতঃ মারী নাই।

কোর্কা বিলি ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান লেন এট যে, যদিও তাঁতে অসীমতার স্বত্ব ও
অধিকার বিশেষরূপে ধর্ম করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্মক, যাঁহার পরিজ্ঞানে বেশে ধন-
পম চর ও সাধারণের প্রতিবিধিধারণ গদ্যমেটে ও ভূমানী ও পেটোও ভূমানীর দল আচার প্রাপ্ত জন, তাহার
কার্যতঃ অল্পট উপকার করা হয়। মধ্যবর্তী লোকের অধিকাংশ বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত,
যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্মক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্তী লোকের দরার উপর কেনিয়া দেওয়া হইল।
এই বিষয়ে বেরূপ উত্তরবিশেষ করা হয় কমিটি ভাষা সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগ্যবিশেষ, এবং তাহার কোর্কা
বায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য মানসিধি উপাধের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিপিতে
কোর্কা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আচার সম্বন্ধে এট যে, একজন বিধান কাণ্ডে পরিণত
হইতে না। প্রথমতঃ যদি মধ্যলীক্ষিতরায়ত তাহার যোগ্যতার অধিকার অধিক কোর্কা বিলি করে, সে, উহা
রেকিউরী হইয়াছে, তদনুসারে পণ্ডিত হইবে। তদনুসারে অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক।
অতএব ইহাতে কোর্কা বিলি বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উহার পলায় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন
মধ্যলীক্ষিতরায়ত কোর্কা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্কা পাট্টা গাভ বৎসরের অধিক কালের জন্য নিজে
নষ্ট হইবে না, এবং উহা ক্ষতিকালেও ফলবৎ হইবে। সে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবস্থা ইহাতে কোন ক্ষতি
নাই। কারণ পাট্টার বিরোধ বন্ধ অল্প হইবে তাহার লাত তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের
ভূমিকারীরা যদি কোর্কা পাট্টা দিলে নিজে বাঁচা দিয়া থাকেন তাহার উপর শাস্ত্রাৎ ১০ টাকার অধিক খাজানা
আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারি-
তেছি না যে ফলে পরে সঙ্কটস্থানকে মধ্যবর্তী লোক আছেন, (যাক্রমগল্পে পরে ১৩ শ্রেনীর মধ্যবর্তী লোক আছে)
যেট ফলে ফিলিপে এই বিষয়ে কার্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্তীই উই কোর্কা রায়তের নিজে হইতে তিনি আপন
ভূমিকারীরা বাঁচা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ টাকার অধিক দাবী করিতে যত্নবান হইবেন?
তাঁহা হইলে এই মতের সর্ব শেষ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি যত্নে চেষ্টা করে তাহার, মধ্যবর্তী হইবে? চতুর্থতঃ ভূমি-
কারী কোর্কা রায়তকে ভূমি সম্বন্ধে শেষে জির ও প্রবর্তার শেষ চতুর্থার প্রথম পূর্বে উঠিয়া বাঁচিবার লিখিত
মোটাম দান ভিত্তি উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উক্ত রায়ত অধিকারের শরিক
ভূমি কোর্কা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাট লটার উক্ত রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্বমো বিবাদ হইবে।
কল এই হইবে যে চর কোর্কা রায়ত নিজে প্রস্তাবের লক্ষ্য করিয়া বাঁচিবে, না হয় সর্বমো বোঝনা মাথলা হইবে।
আর আমি বড় দুর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল ফলে উক্ত রায়ত তাহার বোডের অধিকার
অধিক ভূমি কোর্কা বিলি করিবে কেবল সেইসকল ফলেই ১২ খারাত্তে খাজানার সীমা নির্ধারণ কাঙ্ক্ষিত হইবে।
এট ভয়া সেট রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে।
আরও উক্ত রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাঁহাকে আইনভে আনায় কাহারও স্বার্থ নাট, কারণ
আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উক্ত রায়ত যে রায়ত তাহার নিজের শাস্তিবৎ অসী-
মতঃ স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই দ্বিগ করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা
রায়ত এই শাস্তি স্বীকার করে সে আইন আইনগত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন
রায়ত আইনের নিমিত্ত শাস্তি অসীমতঃ ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত রায়ত তাহাকে প্রদানই না করিল
তবে সে দ্বিগত কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিলি নিয়মনার্থে আইন প্রবর্তন অকাঙ্ক্ষিত হইবে, না হয় অপেক্ষ-
প্রকার মোকদ্দমা মাথলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে, পদ্ধতিগত প্রবর্তিত করা হইয়াছে
তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই আর ভূমির
উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমিকারীর সম্মতি ও
অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অর্থাৎ বনিতেছে যে (১) যে রায়ত অবস্থারিত খাজানার তদিক্রম

করে সে আপন যোক্ত সমুদ্রে পৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চানিলে ভূমিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না । (২) যে স্থলে রায়তের মধ্যস্থত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোক্ত সমুদ্রে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অর্থ যত্ন থাকিবে । (৩) যে স্থলে মধ্যস্থত্বশূন্য রায়ত আপন যোক্তে পৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিবার দিবার অন্য ভূমিকারীর উপর এক নোটিস দিবে । যদি ভূমিকারী তাহার অমুয়োজিত রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে । এই বিধান সমুদ্রের বর্ধ এই যে উৎকর্ষে ভূমিকারীর ভূমায়ী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের যীমানসীমতাব কাপেইয়ের দ্বারা অর্পণ করা হইয়াছে । যদি রায়তকে দানির উৎকর্ষসাধন দিবে উৎকর্ষ দেওয়া রাজনীতিমিত্ত হয়, তাহা হইলে প্রথম কণ্ঠে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর আনন্ড গুলনন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ । কিন্তু এ বিষয়ে কোনরূপ কিছুমাত্র সুরিমা করিয়া দেওয়া চলল না । তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রূতি করিয়া তাহার ঘূলাকা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানারূতি দেওয়া না দেওয়া আমানতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আমানত যদি দেখেন যে কে কৃষি খাজানা রূতি দিতে সমর্থ তবেই রুজির আদেশ করিবেন । আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ চলেয়া যাইবে । বাগানের উৎকর্ষসাধন করিবার সাধারণ নীতি তাহাদের নিকটে উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ বাগানের সাধারণ আশা তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে এরূপ পক্ষা গাঙ্গনীতি তাহা আবার রুজির অর্থ্য । আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিদায়ক পরীক্ষা, আমানতের প্রভুতির জন্য দুনি এখন বিষয়ে ভূমিকারীর সুরিমা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই । আমাকে দুনি এখন বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে চলিছে ।

অধিকৃত সম্পত্তির হস্তাবধারণ ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার অফিসে সমস্ত দেওয়া হইয়াছে যে কাপেই অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার যৌক্তিক যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা ব (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের দাবি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মতাল বা জালুর সহায়িকারীদিগকে তাহার উদ্ভাবনার্থের স্বত্বহস্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন । অ.মি শেষ বিষয়ের কথাই এখনে বলিব । সহায়িকারীগণের মধ্যে বিশেষ ধ্যানিল অথবা সাধারণ কার্যাব্যাক না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কর্মীরা খাজানা আমানতের বিশেষ করিয়া এ কষ্টবিহার প্রতিনিধান করিয়াছেন । ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের অসমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় এজা টাকার জন্য উক্ত সহায়িকারীদিগের একযোগে সমীচ পদ্ধিতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে । আরও যদি সহায়িকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ পী. ইয়ালের দ্বারা মরখাও বা নৌকদমা কল্প না করে তাহা হইলে সহায়িকারীরা কোকের মরখাও অথবা বর্জিত খাজানার জন্য নৌকদমা করতে পারিবেন । এদ্বারা দৃষ্ট হইলে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অধিকৃত মতালের রায়তদিগের সমস্ত বুদ্ধিবুদ্ধ কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে । অধিকৃত ভাবে কোন মতালের হস্তাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না । দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছি, যদি সহায়িকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের দ্বারা নীলাম হইতে পারিবে । যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বসবসনের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কার্য দৃষ্টে অনুমান করা বাইতে পারে এবং তাহাদের দায়িত্ব হইতে পারে । এজন্য কাপেই অথবা অজ সাধারণের অনুরোধ হইতেছে মনে করিলেই সহায়িকারীরা আপন সম্পত্তির হস্তাবধারণ হইতে কোনই বঞ্চিত হইবেন, পরিকার বুঝা যায় না । আমার নিবেদন এই যে এসকল কারণের কোনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তাৎপর্য্য বুঝানো ও ধনীদিগের সম্পত্তির উদ্ভাবনের ভার অন্যত্র প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী ।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমায়ীর নিজ জমী
লিপিবদ্ধ করণ ।

হার এবং এরূপ যে সকল ভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে ভাবে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া গাছে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে । কিন্তু বাহালায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ মায়ের উত্তরোত্তরে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধার মতালের বিষয় সমুদ্রে যে যে স্থানে প্রজা ও ভূমিকারীতে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আশ্রয় উপর আইনের কার্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সংজ্ঞানসম্মত । কিন্তু এই সকল অধারের বর্ধ এই যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের কমা বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় পদনৈমিত্তিক নিজের প্রস্থানও সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এই সকল অধারে যে সকল বিশদ আছে তাহাদের কার্য ঘনিষ্ঠে পরিদ্র হইলে, আবারতন হয় যে বেশ মোকদমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিকারী ও প্রজার কুপ্রভৃতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, দিবা মাধ্য ও জাপ করণের দ্বারা একাধারে উদ্ভাবিত হইবে, সমীচ আশায়া অপেক্ষরূপে অত্যন্ত অসম্য হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবিতা কতি, ব্যয় ও নিগমের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাষ্ট প্রদান করিতাহিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহারই কাছ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্টে যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আদি তাহার যুক্তিসূক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাউতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য সাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্কোন্নিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিতরণে নীলাম ধরিতার নিজের অবগতির জন্য জমাদারীর কাছ দিয়া না, স্বত্বের লিপিশুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রাইচেরা স্বর্গঘট করিয়া খাঁজনা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাইচদের কর্তৃক সত্যতাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রী করা হয়; নতঃ সকল স্থলে পক্ষগণের পরস্পরমত উহা লাঘ্য ও যুক্তিসূক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে জমীর বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অসুবিধার লক্ষ্য বিবরণে বিলুপ্ত করা হইয়াছে, তাহার দেরশ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থসাম্রাজ্যিক ও সাংখ্যিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এক বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত একর হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূম্যিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যিকারী ও প্রজার ব্যক্তি চাপাস হইবে। যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিধিষ্ট প্রণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারার বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্তৃকারী নিম্নলিখিত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজঘোত বা কামাত বলিয়া ভূম্যমী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যাত্মকভাবে ভূম্যমীর খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজঘোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্তৃকারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু বাবৎ বিপরীত দর্শন না বার, তাবৎ উক্ত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী নহে, এই কথার অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূম্যমীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্তৃকারীদের কাছা পক্ষই প্রদর্শন্য এই ধারার যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারার খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনবেক যে স্থলে বেহারের মধ্যে মালিকানা জমীর এবং সুবে বাঙ্গালা ও যোন্মীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যিকারীদের নিজের সামবীর ও খামার ও নিজ ঘোত ও গররহ ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভোন্নিয় ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের ব্যতির আছে, ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপির তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধারিয়া চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজনা বাধ্য করার জমিদারের যে অপরিহায্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রস্তুত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজনা আদারের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা সত্যতঃ প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আদি জামি বেহারে ইহার সাধারণ অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যবহিত্যে হয়, কিন্তু ভূম্যিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে; ক্ষমতার অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে ক্রোক আদালতের

ফারা করিতে হইবে। উহার প্রতিপদে নান্য প্রকার নিষেধাজ্ঞা নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় পর্যন্ত বাট হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা ফারা আর নীচু প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব। সত্তর প্রতিকারই ক্রৌঞ্চ আইনের বর্ষ চতুর্থ উচিত। আবার ক্রৌঞ্চ করিতে গেলে জুয়াবিকারীর এক বার করিতে ও এত বিরুদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেদণ্ড ক্রৌঞ্চ আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে নীচু থাকানা আদায় করিবার বিষয়ে অমীদারের বে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে থাকানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাগানন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বারং প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আদালতের পক্ষে এবং আদালতের কর্তব্য গবর্ণমেন্টে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে থাকানা আমার প্রণালীর সরলতাগানন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গালার সময় কবিতাও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাঙ্গালার সময় কল কার্যকর: আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্টে ও রাষ্ট্রপালিক মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চলে তাল ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী থাকানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা থাকানা প্রদীতা অধ্যক্ষাণী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুক্তি প্রকৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যক হইলে আদালত দিয়া আদালত: মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সতরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত স্মারের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণত: সমন যে ব্যক্তির মাঝে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণ বশত: মিল প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে আদালত এই ভূমি অবস্থিত সেই আদালত উক্ত ব্যক্তির নবতই বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। এই ভূমির মালিকাদ্বারা, অথবা যে ভূমির অন্য বাকী থাকানা পাওনা, তাহার অথবা তহপরিদ্বিত অন্য কোন সমন জারিগার অথবা আদালতের চৌকি বা জোপালে, অথবা যে আদালত এই ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকাশ্রমস্থান লটকাইয়া দিয়া মোটিল জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় আদালতের চৌকিদার, আদালতের সওয়াল, বা হয় আদালতের দুইজন সওয়াল অধিবাসী, তাহার আদালত সব-রেজিষ্টারীর নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অর্থ: দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রহণ হইবে না।

সমনে, এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাত্ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাত্ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইহা খাড়া করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন বাধ্য করিয়া দিবেন। এই দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুদার বা দলীলপত্রবিহীন রায় হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার ডালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে সমলক না রায় হয়, তাহা হইলে তাহাকে মোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল গ্রহণ হইবে না। থাকানা প্রদীতা রীতিমত প্রতিবাদী হইলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবে না।

কমিটীতে আমার অনেক মহানারী সত্মোখীর আমার পরামর্শবৃত্ত উপরে লক্ষ্যকৃত্য আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার বত প্রাপ্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অল্পতর ও সরলতর করিয়া অতিপ্রায়ে যে লক্ষ্যপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাকাতের সুবিচারের বাধ্যতা স্বীকার লক্ষ্যবর্তী থাকিব না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকারী ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

সাহাই হটক, কমিটী নিম্নলিখিত মতের বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা মন্থর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে প্রজাখানী বাণীর নকট লভে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে প্রজাখানা আদালতে নিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া দিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার মোর্টিস এই ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন; এই ভূম্যধিকারী তিন মাসের মধ্যে বাণীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিবেদন করণার্থে আদালত পাইলে বাণীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাতির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেক মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইল, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃষ্ট মতের প্রজা, বাকী খাজানার মোকদ্দমার কথা স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে না; খাজানা আমার সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিনাক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ সে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার জার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে স মর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদালতের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ইহা থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কটের কারণ এবং ইহা না থাকাতাই প্রজা ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের মতার্থ পাওনা আদালতের বিশেষ সাহায্য লা করা হয়, তাহা হইলে বিলম্বনিবা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগজতঃ বহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুচ্ছেদ।
- (গ) ৪১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমানিয়ার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৪৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্সী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোড়ের ভূমি করিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমানিয়ার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর অতি পুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ভিক্রীকারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মতব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবশ্যিকর প্রজাদের বিলম্ব প্রতিনিবন্ধ করিয়াছিলাম, চিত্তাহার বন্দোবস্তের আধীন সমুদয় যে কোল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাণী, ঘর, ক্ষেত্র

খোলা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাঁহার ক্ষেত্রের উপর বিক্রয় করিবার সময়, বন্ধক নিবোধন করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিমাস প্রায়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কোন আপস ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

মেওয়ারী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ারী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাম্বিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেতদূর সব একগুণান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহা দ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধানের কার্য্য আর বন্ধ হইয়াছে এবং পরিপ্রবেশের প্রসারণ প্রকটিয়া; আনিয়াছে, বাজারায়ণে ভূমিধন্যদের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইল, আশা করি এই বোনা। কিন্তু আমি ভয় করি যে আমার বোধ প্রযুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইবে। সন্দেহের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তনই হউক, অথবা লিপি অবধি খাজানার বন্দোবস্তই হউক, হারের ভালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, কর্তৃত্ব সাপেক্ষে কাটি নির্দেশ করণেই হউক, মূল্যের ভালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়েই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই দ্বিবিধ করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই দ্বিবিধ উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিনয়ন আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারকে শাসনকার্য্যনির্বাহক গবর্নমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাণে লর্ড কার্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাঁহার উত্তরের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যেবাণুমান এবং খাজারী ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাঁড়ায় ও বিরোধের বোধকরা অম্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অতীত যত্নে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেভিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মানের কোম্পেনে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীর্ঘ-কাল এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুরে স্বত্ত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিঃসন্দেহই যমজির রাখিবেন না কারণ এত যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন স্বার্থ ক্রমে ও কখন উদয়ের অন্তর্ভুক্তি এতদভাবে বিলা খাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশে মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যমজির থাকিত। আর ইহাও পুঙ্খর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাখী ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথা হুকুম হইলে অন্যায়প্রস্তার আপা ভরসা হইল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাটরা থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়প্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ারী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাজলা কমা ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদের স্বার্থ বিচার হতে পারিত না অতএব চাঁসের আধিকার্য্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ চাড়া জমির অধিকারি ও তৎসম্বন্ধিত সকল অধিকার টানিয়া কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। মেনাধিপতির কর্তব্য এই যে এধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি জাগ করেন এবং মালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা লেনদারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অম সাহেবদিগের দে একায়ে আদালতের শাণ্ড সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেনের হজুরে আইনের সত্তে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কাহার যে তাহাতে কোনক্রমে অম সাহেবদিগের স্বৈরাচারের বিষয় না থাকে তৎ সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে যলোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিৎ এবং কর্তব্যের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অণ্ডার আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাণ্ডবা ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে স্থিরাই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হারে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ত্বের অন্যথা ক্রিয়া জমির যদ্যাদার হালি হইতে পারে তাহা না হইতে পারি। অন্য সমস্ত বস্ত হইতে ভূমির অধিকারি ও কালেক্টর হজুরে এবং যে চাঁসের আধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিক্রম হয় তদ্বিষয়ে সকল পানেই অব ও চেষ্টা স্বাধীচিত করিবেন।”

১৭৯০ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৭ সালে মনস্তত্ত্ব অধিক পাঠে।
পত্নী তাম্বুক।

অমীদারেরা এই পাতুলিপিতে পত্নী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আগন্তিক করেন। এরূপ করিবার যে কারণ নাই
জানি নাই। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার
অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থের চলিতা আসিতেছে; অমীদার, পঁচাত্তর, আমলাত ও আমলা সকলেই উক্ত
বেশ বুঝে; উদার ভাবের আধুনিকত্ব সম্প্রদায় করিতে গেলে ষাটটি বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও
পরম্পরাগত কথা লোপ পাইবে, অতএব কাজ না নিলে ভাল, এই বচনামুসারে পত্নী আইনের বাক্য ও বাখ্য
যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুবোধন করি
এবং আমার চিন্তা যে পত্নী অধ্যায় এই পাতুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র ধারিয়া এই পাতুলিপি প্রকাশ্যে লিখিত ভাষায় উপর আবার প্রকাশ প্রকাশ আগন্তিক
আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আগন্তিক করিবার সময় আসিয়া নাই। আগামী
সংবৎসরে যখন কবিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি এই সকল আগন্তিক উদ্ভাষিত করিৎ বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ বাঁজ'।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাবৃত্তবিষয়ক পাণ্ডুলিপি রক্ষকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিশনার অধিকাংশ সত্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যাদি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবহারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভূস্বত্বকার যে যে বিধানের নিয়মাদি পাবে, যোড়ের চত্বার্ত্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদি থাকবে, এবং

(খ) তাহার সন্তান ভূস্বত্বকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেট চুক্তির শর্ত্তকমে এট যে নিয়ম লক্ষ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে সেই নিয়ম লক্ষ করিলেও উচ্ছেদের দাবী হইবে।

যে মধ্যলীখত্ববিশিষ্ট রায়ত অবহারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোড় সম্বন্ধে সাধারণ মধ্যলীখত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি ভূমীর ব্যক্তিকে নিজ যোড় হস্তান্তর করে তাহা হইলে ভূস্বত্বকারী অত্রোক্তের করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী একপে ব্যবহার করে যে উক্ত প্রজাবৃত্তের কোনোর সম্পূর্ণ অংশপোষী হয় তাহা হইলেও মধ্যলীখত্ব উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিশনার অধিকাংশ সত্যের মত এট যে, যে মধ্যলীখত্ববিশিষ্ট যোড়ের খাজানা অবহারিত তাহার অনুযায় সাধারণ মধ্যলীখত্ববিশিষ্ট যোড়ের অনুযায় হইতে অভিন্ন হইবে। এবিসয়ে আবার মত অনুরূপ।

যদি একস্থলে ভূস্বত্বকারীকে অত্রোক্তের মত দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে মত দেওয়া উচিত ; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কাছের অনুপযুক্ত করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একস্থলে একরূপ হওয়ার অনুকূলে মত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আবার বোধ হইতেছে অত্রোক্তের মত মধ্যলীখত্ব আইনের শাখা। বেহারের চিত্রা পূর্ণ জায়গার মতের দাবী করিলে, উক্তার ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়া থাকে।

আবার নৌমত যে কোন ব্যক্তি ভূস্বত্বকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যলীখত্ব খণ্ডিত করিতে পারে, তাহার শর্ত্ত হইতে ভূস্বত্বকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অধিকারে এই সর্বপ্রথম উৎসাহী আইন অনুসারে পূর্ণজায়গার মত এই পাণ্ডুলিপির বিধানের সাংঘাতিক হইল।

একস্থলে লক্ষণের ক্ষেত্রে ভূস্বত্বকারীকে যেমন ভরসাক অনুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ; কেবল লক্ষ্য করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এইমত যেমন অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সন্ধিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূস্বত্বকারী উৎসাহ দারবে।

যখনই ভূস্বত্বকারী পূর্ণজায়গার মত অনুসারে কাছ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবহারিত হারে ভূমি ভোগের মত খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবহারিত হারের যোড় বলিয়া আশ্রয় যোড় হস্তান্তর করিতে না পারে অথবা যদিও ভূস্বত্বকারী পূর্ণজায়গার করিতে ইচ্ছা না করেন, চত্বার্ত্তরপ্রযুক্ত পূর্ণজায়গার পূর্ণজায়গার মতের ভর করিয়া মধ্যলীখত্ব আইনের চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূস্বত্বকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আশ্রিত করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যে বিন ভিন্ন তৎক্ষণাত্ আশ্রিত না করেন, তাহা হইলে সে মত করা হইয়া চত্বার্ত্তরপ্রযুক্ত অবহারিত হারে ভিন্নমতের অন্য ভূমি ভোগের মত খোকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিশনার আবার সংশোধন প্রদান করিবার উপায় দেখিতে পারেন এবং এই অবস্থার কাছা যেকোনো পাণ্ডুলিপি যোড় অথবা যে সকল রায়তের মত আদালতের ডিক্রীদ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমান্ত করিয়া দান, তাহা হইলে যদিও ভূস্বত্বকারীগণের মত সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হালিমের কল উৎসাহ হইবে তাহার পরিহার করা বাইতে পারিবে।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকা বিলির নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিশনার অধিকাংশ সত্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আবার মত বিভিন্ন।

কোকাবিল 'বহরে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাসাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যিকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মধ্যলীখত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভূস্বত্বকারীর পক্ষে পত্রিত করিলে ভূস্বত্বকারীগণের বিশেষ মতের দাবী হইবে।

অন্য বিধান এই যে, কতটা মধ্যমস্থি বিশিষ্ট ব্যবহার করা করিবার জন্য বিশেষঃ প্রত্যক্ষনির্ণয়ের মধ্যে অতি দ্রুত প্রণীত অর্থাৎ বাস্তবিক বার্তা নিগূঢ় করা করিবার জন্য এই প্রণালীকে উদ্ভাবনকারীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ণা বিলির ক্ষমতা প্রত্যেক পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যোগ দর হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমস্থি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে বেনার জুড়াইয়া গড়িলে চম্বা দ্বারা সে সেই দাৰ হইতে চম্বার পাঠিতে পারে। যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ছুঁবি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ছুঁব অন্বেষণ করিতে পারে।

উক্ত আটমতঃ ১। একদিন কোর্ণা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর বড়ই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্ণা বিলি পরিচালিত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের সূঁবি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক প্রণীর লোক সূঁবি পাঠিবার জন্য তাঁ করিবার থাকিবে, ততদিন তাহারা একপে ছুঁবি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক প্রণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগ বন্ধ হইতে কোর্ণা পদ্ধতির বিস্তারিত স্পষ্টরূপে নিশ্চিত করা না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্ণা বলে চলিবে থাকিবে।

কোর্ণা পদ্ধতি দ্বারা একপে বন্ধ হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এখন লীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই একতরূপে গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার বীজাংশা পরিহার করা অসম্ভব হওয়া উঠিবে।

১। যে আদ্যায়—খাজানা রুজি।

সিলেট কমিটির একটি বিশেষভাবে প্রণীত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার শিখরে অনুসারে বহুতর খাজানা সূঁবি করিতে মোট উৎস প্রদান পনের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বাভাসের উপর টাকার ভরসা পণ্ডিত বহুতর খাজানা প্রদানের জন্য সুযোগ্যকারী প্রদানের সহিত পর ও নবোদ্ভূত করিবার লগতে লাগিলেন।

অন্য কোন যে বহু প্রস্তুত করিয়া নিশ্চিত স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রদানের দ্বারা না হইয়া সূঁবি উৎসাদিনী লক্ষ্য বহুতর এই কারণে, চিরস্থায়ীভাবে মূল্যের রুজি প্রদানে এই কারণে যৌক্তিকতা করিয়া সুযোগ্যকারী খাজানা বাতিল করা লগতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে কর্তব্য যে বহুতর খাজানা উৎস প্রদান পনের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পুনরুৎপাদন খাজানার বিস্তারিত অধিক না হয়।

উৎসাদিনী খাজানা রুজি ও যৌক্তিকতা করিয়া খাজানা রুজি উৎস হইলেই বহুতর খাজানা মূল্যের পনের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থানেই টাকার দ্বারা আদায় করিত হইবে না।

সু আদায় কম বা হু আদায় পণ্ডিত হইলে উৎস লগৎ বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, সু আদায় অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যে বহুতর খাজানা বিকট স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে বহুতর আদায়ের সাহায্য খাজানা রুজি হইলে উৎস পূর্ণতর হারের উপর লক্ষ্য করা পক্ষ টাকা পণ্ডিত হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বহুতর হইলে লক্ষ্য করা পণ্ডিত টাকা পণ্ডিত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন যৌক্তিকতার মৌলিক নৈমিত্তিক বিচার হয়, তাহাতে বহুতর আর নাই বহুতর, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উৎস স্থান পঞ্চমাংশের মীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আনন্দ্যকর করি আটমতঃ খাজানা রুজি করা বর্তমান আটমতঃ অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আদায় নিশ্চিতভাবে নিবেদন এই যে, মীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এক কথা স্বীকার করিয়া খাজানা-রুজির মীমা পরিচালিত করা হইয়াছে, বলিয়া মীমা সঙ্কট ও সময় বহুতর করিয়া কাগজী খাজানা-রুজির উপর যে বাৎসরিক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ঘটিয়া লগতে হইবে যে, যে প্রণালীকে বহুতর ভোগ করিবার ক্ষমতা দ্বারা দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, সুযোগ্যকারী আদায়ের মূল্যেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাঠিতে পারেন, তখন তাহারা আদায়ের বাস্তবিক অবস্থানেই খাজানা রুজি দিতে সীকৃত হইবে।

সুযোগ্যকারী ও প্রণীত নিয়মেই যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎসাহিত ব্যবস্থা করিয়া লগতে পারে, যে প্রণালীতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদায়ের পাঠ, হার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে অনু-মোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুজিৎনে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিযত খাজানা রুজিৎ রেজিষ্টরী করা করার জন্য যাঁরা কবিত্তে হইবে এবং ইচ্ছা কবিত্তে হইবে যে এখা ভাড়াতে স্বীকৃত হইতে গিয়া আদীনজাবে কাঁধ্য করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সবরের বিবর চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উক্তর ফলেট পঞ্চদশ বৎসর নীমা নির্দিষ্ট করার ক্রমসিকারী উপহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াক আ দাঁত করিয়া লইতে চাহিবেন না। আদীনজা করিবার কোন পথ রাখিয়াই।

এখানে করিবার প্রতি প্রতিষ্ঠানের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে মিঃ টক স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোক্ত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিৎ যে প্রকায় নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমায়ত আভ্যার ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনায় উপর কেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজিৎ করিয়া দিবার কনতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উক্তর বিবরেই আদালতের হস্ত গম এখন না করাট উচিত ছিল।

৪। ৮ ন অধ্যায়ঃ—মথলী স্মৃতিবিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার কথা।

৬৪ ধারা. (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
৬৫ " (২) } নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে
৬৬ " (৩) } পারিবে প্রথমবার এক সময়।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিগত কামান না পাওরা গেলে যে রায়ত যোকনমা উপস্থিত রায়তের পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাভোগ খাটবে।

এই পাঁচুলিগিত উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মতব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল দ্বারা বিধান পাঁচুলিগিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনবাত্র, সারিত: কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিবর বাধ্যতাবাদের সময় ১৮৪৯ সালের ১০ আইনে এট সকল কথা কেল গুলীও হইয়াছিল তৎসময়কার একটুকু বুজি বণ চেহা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অভিভাব করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাঁচুলিগিতে উহা রাখিবার প্রস্তর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনকার্য কমিটীকে প্ররুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ ন্যায় প্রসঙ্গিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মতল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিসিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অধ প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা মেনায়াসিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন ক ভিত্তিয়ার ছিলনা যে যোকরদীয়ার ও ইন্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মথলীস্মৃতিবিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন কোন যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ আভ্যার ছিল না।

১৮৪৯ সালের ১০ আইন মথলীস্মৃতিবিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা জেনীর সৃষ্টি করিয়া জমিদারদিগের ভূমাসীম্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিতে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের অধ প্রমাণ করিয়া ভূমাসীম্বস্তকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রুজিৎভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে যোকনমা কজু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই মৃতদন বহু অস্বাভাব্য হইতেছে।

একধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধী দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনের পাঁচুলিগিতে সন্নিবেশিত করার, উক্তরের স্বার্থেরই বিশেষ অতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৪৯ সালের ১০ আইন বাধিবদ্ধ করা সুবিচারসম্বন্ধ হয় নাও স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাঁধ্য চলল দ্বারা যে সকল অধ প্রমাণিত তাহা উদ্দেশ্য করাও অসম্ভব ও কঠিন হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে অধ অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাঁধ্য চলিবে, একদিকার দ্বারা যোকনমা কজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে লিখেছি এই যে, যদি কাঁধ্য আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং ভূমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি লাল করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার লোপে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসম্মত।

অতীত কালে তিনি গালাগালে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে বাহাতে ইংগর রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইত্তবরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫২ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানার ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাহার স্বত্ব সাবাস্ত করিতে বাধা হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গাছা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে অমীনারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন জায়গাতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজমা স্বত্ব অস্থিরাছিল, আর পাইকদার রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের সর্ব প্রথম পাইকদার রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়; অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এখন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়ভের উপর মিলেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫২ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫২ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান লিখিত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল বংশীয়ভূমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারাই এই হারে পাইক পাইতে স্বত্বমান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫২ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজিও দাবিকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবুত ফোন্স সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাসানুবাদ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অমীনারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরুকা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭২১ সালের ৮ আইনের ৪১ ও ১০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী ভালুক স্বত্বকীর ও বিভীষিকার কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমরা নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর পক্ষে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেক্সপ গিরাহি লেবণ বর্তমান আইন চাড়াইয়া যাওয়া কোমলভেদে উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবাস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন স্বত্বোদ্বোধই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল নোট লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বহু পুরান আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অনুমুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুমুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ত টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থি ও পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুসঙ্গত পদ্ধতিতে খাজানার ও বাটাবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রত্যবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আদালতের বড় দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আদালত এবিধের তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছে ।
এককরণ বিধিবদ্ধ করাও বাহা আর বেশকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এককণে টাকার খাজানা
দেত, তাহা দিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ও এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর মন্দগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

মখন পাট্টা কবুলিয়ার পরাম্পর দেওয়া আর আবশ্যক ব্রহ্মিল না, তখন রায়ত থাকে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।
অত্বেলিপি এককরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমার প্রাতি হইয়া যাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা সুস্কারপে পরিণত হইবে তাহাও এই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুলের সম্পত্তা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত এককরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—ঘোড়ের হস্তান্তর বিভাগ ।

পাট্টালিপিতে বলে যে মখলীপত্রবিশিষ্ট ঘোড় ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ ঘোড়ই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া মাধ্য কার্যই করা হইয়াছে ।

কোন ঘোড়ের ক্রিয়মৎশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অনিচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এক দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব মখলীপত্রবিশিষ্ট ঘোড়ের অনুবর্তকের মধ্যে ছিল না । অত্যাধিক স্থলে আদা-
লত ভূমিভোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিক্রেতা হস্তান্তরপ্রসীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরপ্রসীতার অত্বেল অনিচ্ছের সত্ত্বেও আদালত দেখিতে পাই, যে
এককরণের প্রতি জিলাতেই মখলীপত্র ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলার ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আরম্ভিক হইলেও ইহা এক বহুল পরিমাণে চলিতেছে,
যে দেশাচার এককণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনবিহীন হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

এককণে পূর্ণ ঘোড়ের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু ঘোড়ের ক্রিয়মৎশের হস্তান্তর
ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা হইলে আদালত বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

ঘোড়ের ক্রিয়মৎশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের গায়া ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অনিচ্ছ এবং তাহার নিজের
বিক্রেতা নিষিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রয় এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এককণে গবর্ণমেন্টে যে
কার্যপ্রণালীর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অনিচ্ছ ও রায়তের বিক্রেতা নিষিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র ঘোড়ের বাজার মত অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের যেমন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা ইহা অনিচ্ছ এই কারণ বশতঃ হস্তান্তর নে অর্ধেক মূল্যে
তাহার ঘোড়ের একই খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডণঃ ঘোড় বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

ঘোড়ের ক্রিয়মৎশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিক্রেতা অনিচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে বেত্রপ শর্ত তদ্ব করিলে তাহাকে
সেই ঘোড় হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত তদ্ব করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেষোক্ত অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে সুজিবিলাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূম্যধিকারীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিবাদ বিবাদের জন্য নদন্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদালত দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেত্রপ আছে ও অনুসারে মহালের অসামান্য দ্বিগুণ বা তদধিক করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জমা ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার মর্যাদা বন্ধ করিবে না ।

১। বেত্রপে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য মর্যাদা করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। বেত্রপে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

- ৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৪। যেস্থলে ক্রিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ রহে একতরফা সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নষ্ট তাহা অর্জুন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রত্নতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক বইতে দিবে না।

পাঁতুলিগিতে বৈরূপ সমর ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটা অভ্যন্তরীণ অসুবিধার অধ্যায় অত্যাগারের স্বত্ব হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কবিলীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাঁতুলিগিতে প্রকাশ যে বধন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টারী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়যুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে নিষেধ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিলার দাওয়া করে, পাঁতুলিগিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কবিলীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোণী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যোকদ-দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোণের অনুমান থাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দায়যুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিধে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ফৈজার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্জিত, কেবল যাত্র একমংশে বর্জিত না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিধে রক্ষা না করার, তাহার বাজার মন্ত্রের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূল্যে টাকা দায় করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

টি, এম, গিবস।

প্রস্তাবিত প্রজাব্যবস্থাবিরূপক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির মতামত
সভার সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্বালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজনার ক্ষির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন প্রবোদ মূল্যরক্ষির প্রমাণের আদ্যাদ্য ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দরজি প্রযুক্ত রক্ষি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকার মূল্য এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার শাসননীতি লঙ্ঘন হইয়াছে। রায়তের দের খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা বৃদ্ধি এই কথা খাজনার ক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন এখন ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী কত খাজনার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় না। বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধে ভূমিকারী পূর্জতন খাজনার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দাবী করিতে পারেন। প্রজা ভূমী না ডাঙিয়া যতদূর পর্যন্ত খাজনা রক্ষি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্যন্ত খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় নাকি এই সকল ধারায় ভূমিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন ভূমি এই সকল যৌক্তিক বিল করিবার সময় অবশেষে সত্য ইচ্ছা খাজনা লইতে পারেন, তখন সিলেট বোর্ড হইতেই প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল ভূমির দখল প্রাপ্ত-সিলেটের খাজনা নিয়মিত হইবে একথা নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় যাদেরই খাজনা নিয়মিত হইবে। এই কারণে বলাই প্রচলিত হার খাজনা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখার ভবিষ্যতে বিলম্ব বিপদ বহুবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় যেখানে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আবার বিবেচনার যেরূপে ভূমিকারী শাসন প্রণেতা খাজনা সংগ্রহণ খাজনার পরিবর্তন করিবার আবেদন করেন সেখানে প্রস্তাব স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৬৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় না। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রাক্ষর খাজনা ভূমি মালিকের পক্ষে বিক্রয়ে যে যৌক্তিক যে খাজনার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। বিধিতঃ, ভূমিকারী সম্প্রদায়ের দ্বারা যে খাজনা লওয়া আসিতেছে তাহার সমস্ত মূল্য দিয়া যদি মুদ্রাক্ষর খাজনা দিয়া হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষের সমস্ত বাকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনার তাহা হইতে বিলম্ব দাম দেওয়া উচিত। খাজনার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের সমগ্রভাষে যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এখন বাকি দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আবার পৌর কর পরিচালক কবল বিয়য়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপ কথা প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে আমার পৌর কর অপব্যবহারের দ্বারা বিলম্বরূপে উল্লেখিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিচালক করিয়াছে এই ক্ষেত্রে তাহাকে তাহার যৌক্তিক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তি জন্য মোকদ্দমা কর্তৃক করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারায় কোন অসুবিধা থাকে, তবে উহার কাগজে দখলীস্বত্বশ্রম, রায়তের দখলিত সোভেনীস্বত্ব রাখা কর্তব্য। দখলীস্বত্বশ্রম সোভেনীস্বত্ব উক্ত বিস্তারিত কর্তৃক অসম্পূর্ণ করণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে নাকী খাজনার নির্দিষ্ট যৌক্তিক বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূমি মালিকের খাজনা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. ব্রেনল্ডস।

“এই প্রস্তাব প্রণয়ন করে যে, “যদিও তাহা ফলের সময় যে দুইটি বক্র কর দেই দুইটি দ্বারা এখন অন্যভাবে ভূমির যে টুকরার আনুমানিক পঞ্চাশটি বক্র কর দিয়া যত্ন কর, বঞ্চিত খাজনা কোন স্থলে তাহা পঞ্চাশের অধিক হইবে না।”

অস্বাভাবিক বঙ্গদেশীয় প্রজাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিশীর অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে তিরস্তাস্থকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণয়ন হেতু মূল উপলব্ধিটাই যে, বঙ্গদেশের জমিদার-কায়দা
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পরে যার

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন-
নম্বর ২১ প্রকাশ ।

তদনুযায়ী সূচনীয়, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্ব্যসঙ্গ সঙ্গ করিতে সক্ষম এক্ষণে সঙ্গতি-

পরকৃষ্ণকর্মের হস্তে জুটির চাবকান্য প্রকৃত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধ-

তার সুন্দররূপ রক্ষা ও কোমল কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সফলতা হইবে না । আর যেহেতু
অভিপ্রায়েই লড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,

এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইরূপ অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এক্ষণে নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নূতন পথে যাইতে হয়,

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন-
নম্বর ২১ প্রকাশ ।

তাহে । উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিকৃত্যতার সংস্কার বশতঃ এক্ষণে
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিক্ত নহে বলিয়া নিম্না কারয়াছেন ।

ভূমিধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় প্রকৃতরূপে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসংস্কার
সভার নিকটে পাঠানোর রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিখুঁত হইয়াছে যে বেচারে প্রতিদোষিতার
অভ্যুদয় হইতে পারে তাহা দেখা যায় না । ইহাতে ও জমিদারের কর্তৃত্বমত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে বাংলার
জমিদারের আইনমতে যে খাজানা রক্ষা করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষা পাইতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাজস্বের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য ।

ইহুত ইদ্বাট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে (কিন্তু আমি বেচার সঙ্কল্পে নির্বন্ধসহকারে একথা স্বীকার করি, এবং আমি
এখানে বেশেয় করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যেহেতু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেইহেতু উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যেহেতু শাস্তা উপায় অবলম্বিত হইত, কোমল ভূমিধিকারী বা রাজস্ব তৎসম্বন্ধে কোন আশঙ্কি করিতে পারিতেন না;
এবং জমিদারদের নানা আবেদনশব্দের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আশঙ্কি উপস্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিশ্রমজনকভাবে প্রকরণসম্পন্ন
সম্মিলিত করিয়াছে, তাহাতে সূচরূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিধিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভা বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিধিকারীদিগকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বক্ষিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিষ্কারিত
নিষ্কাশ করিয়াছেন যে, চিরন্তন বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিধিকারীদিগকে যেহেতু নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিবর্তন
হইলে, তাহাও এই নিশ্চয় বাক্য বার্ষ্য করা হইবে ।

কতিপুত্র না দিয়া এক প্রেক্ষিতে তদীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বক্ষিত করিয়া অন্য প্রেক্ষিতে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে বাস্তব আবার বিবেচনা করিয়া তাহা ভাব্যে বিবেচনা হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এক্ষণে বাস্তব কখনও বিধিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । এক্ষণে মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণে কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলম্বিত মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্র বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরন্তন বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সম্রাজের কোন প্রেক্ষিত নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
ভিন্নিতরূপে বাস্তবায়নের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব্য ও
অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পত্তীয় কোন পাণ্ডুলিপিতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তদন্ত জন্মে নাই ।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্টে মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিশ্রমজনক এবং আমরা যেহেতু সূচরূপে বাস্তবায়নকার্য্য করি বলিয়া অনুমান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইহেতু সূত্রের বিলম্ব । আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮২ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বক্ষিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিগ্ৰে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে অধিক আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার সম্বন্ধে ইচ্ছাশক্তি ও অন্তর্ভাব অধিক পাইবে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত জীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আমাদের পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রথের নিষ্পত্তি ইতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজন্যে কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এখন তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল সম্ভাব্য আছে তাহার ইতিহাসিক সম্বন্ধ অপেক্ষা কার্যকর তাহের প্রতি অধিক-তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় খেন দুষ্কিনা করিয়া জীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়চন্দ্রের স্বত্বও, ইতিহাসিক গবেষণার কুশলটিকার সম্প্রতি দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কবিত্ব হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ইতিহাসদ্বারা প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহও গাফিলত বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত নতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জ্ঞারিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক প্রতীতি; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্বদ্বিধা কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অসম্ভাব্যতার স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপরত্ব অন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আশা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এমন বোধ হইতেছে, এবং সাংগতঃ মিলেই কনিষ্টে বিবেচনা কালে বিশেষত্বের স্থাপিত হইয়াছিল, সেট পত্র দে অপরপাত অসুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটীর সমুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং টীকা ও টিপস দাখিল যে স্থানের মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তথা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্ষতি নাশক বল্য যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশানের চতুঃপাশে যখন বসিয়াই হইয়াছে তখনই ন্যায়ের জমিদারেরা মনঃকৃত্যে ইহার সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক জিলায় সভা হইয়াছিল। এত সকল সভার পাণ্ডুলিপি বিপ্লবজনক প্রকরণগুলির উপর গোয়ারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি নথ্যাদ্বারা পূরণ করা যাইবার উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মস্ত্রিসভার বসেন যে “ এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবিধি হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিচয় করিয়া লইয়াছিলেন।

এত দূরকার মধ্যে আমি কেবল আর এই কার্যকর কথা বলিতে চাই যে, মধ্যমীয়াবিশিষ্টে রায়চন্দ্রের সহিত যে মিল কোন ভূ-স্বত্ব জমীদার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাঁহাদিগকে মধ্যমীয়া দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভুলে সুবিধা করিয়া না দিয়া আমীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়চন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত প্রথম এইবার নিয়মাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজনার স্বত্ব আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার পত্রস্বরা পঁচশ টাকা খাজনার স্বত্ব উত্তীর্ণ করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জ্ঞারিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমিদারদের বিশেষত্ব এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি প্রতীতি বসিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমিদারেরা জীজীৱন্ত মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজত্ব এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জ্ঞারিত স্বত্ব বর্ধিত করিতে কখনো তাঁহাদের স্বার্থ বিপরীত হইতে চাইবেন না অথবা ইচ্ছা করেনও করিবেন না।

এরূপ অবস্থার গাফিলতিতে আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টে এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করা জমিদারদের স্বত্বাধিকার আশঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অপরূপ করিবার পূর্বে জমিদারদের স্বত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমিদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে সেরূপ অর্থগুণ, ও বিবেক পূর্ণা জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেরূপ অর্থগুণ, ও বিবেক পূর্ণা? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রশ্ন দেখা দিবার ইচ্ছা কোথায়? আমাদের মনে কি এমন কোন দ্বিভিত্তিক বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি আশংক্যের

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন দ্বিভিত্তিক ঘটনা বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে সমসাময়িক শ্রমিকদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উক্ত আন্দোলনের বাবস্থাপক সভার উপরই জরাজীর্ণ দিব্য কৃতিপূর্ণ দিব্য নত এমন করা নাহায়াগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের গণ্য সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন এনেছারা ইহার কথা যথেষ্ট জ্ঞানেন নাই? বঙ্গগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহায়ে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকানো এমন ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে উক্ত আন্দোলনের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা চইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতগত যে জন বর্ণনা আছে, আমাদের বাস্তবিক সেরূপ অভিচারী ইচ্ছা দেখাওয়ার স্থিতিরীতি ঘটক দিবরণ গ্রাম বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এখন কোন পুরাতন আইন কি আছে দ্বারা যে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় অর্থে গ্রামভবের মধ্যস্থত থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে জমি চাষ করিতেন তন্ময় কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভ্রাতৃবীর স্বত্ব ছিল না।

সিনেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাঠ্যনির্ণি যে আকারে বাজিত হইরাছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণ আশার মতভেদ ঘটয়াছে, এক্ষণে ভিন্নরূপে দৃষ্টিতে বিচারিত করি। সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ଚିନ୍ତାହୀନ ବନ୍ଧୋଦୟ ।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি বাবদ বান্দাবাদে আশুপ্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে অবিস্মরণীয়রূপে বা রায়ভঙ্গিরূপে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণ্য:যতের উল্লেখ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে অসীমার ও রায়ভঙ্গ ও গণ্য:যত লক্ষ্য লেই একমত। এক্ষণে এই প্রার্থের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই লক্ষ্য স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে অসীমারেরা প্রকৃত-পক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যে রূপে কাম্পনা করেন বোধ হয় গুরুত্ব খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেক কেক আছে। বাঁহারা ইহাও ছাড়াইরা যান ও বশেন যে তিরহারা বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে অসীমার শেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাখানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উল্লেখ করণ আনি ইহাও মতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানিক সময়ের অনুদান দিল। দুসলমান মন্ত্রীরা বোম্বারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিরাটিল। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাইর রাজবংশকে ও অম্বাখান হারতনার রাজবংশকে বেন; ইহা ইহাও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অশুভ: বোম্বারের কোন অসীমার বংশ কেবল যে তিরহারা বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নাহ, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কয়ে কর্মীসমূহের প্রতি সেরা যত্ন গ্রহণ করাইবে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ে। আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে উপকার দেখিতে পাঠিতোহি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“অতঃপর তিনিই ঐশ্বর্য গর্বের জেবল লাগেব অসীমাবিশিষ্টকে কল্যাণীভাবনার মগকে ও কল্যাণীভাবনা প্রকৃত মাদিকমিলে। এই লংবার মিলেছে যে তাঁরা যে অমায়িত করি করিচ্ছেন, তাঁহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশানও আইনমত ইলবাদিকাবিরা আপনব মফল এই অমায়িতা দ্বিগুণ জোগানবল করিতে পারিবেন। ঐশ্বর্য গর্বের জেবল লাগেব আশা করেন যে কল্যাণ মাদিকের। লরকারী অমায়িতা দ্বিগুণের নিমিত্ত অমায়িতা দ্বিগুণের তাঁহাদের যে উপকার মিলিতাও বুনিয়া এইরূপ নিমিত্ত জ্ঞানে, আপনাদের কল্যাণ চাই কাংতে যত করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাব্যাদিকার ও পরি-
শ্রমেব কলকেবল নিজেই জোগ করিবেন। বিলব বা একরূপ কল্যাণ নিমিত্ত সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সানিলী কল্যাণের ও বাসন্তের প্রতি লক্ষ্য ও মনতা লক্ষ্যে বাবহার করা কল্যাণীনে। লক্ষ্য সময়ে নিজের কল্যাণ কল্যাণ অমায়িতা দে
সকল লক্ষ্য করা গেল, তাঁরা মইতে তাঁহারা যে উপকার লাগে মইবেন ও অমায়িতা এই সকল কল বা তিক পালন করা তাঁহাদের শকে
কল্যাণের প্রয়োজনীয় মইয়াছে।”

সার জন শেরি সাহেব আগনার মধুব্যালিপিতে এইরূপ নিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারসমূহকে জুনিয়র মালিক বা দাবী মালিক করি। তাঁরা আপনাদের ঘরের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া জুনিয়র মালিক প্রাপ্ত হন, এবং আইনমতে উত্তরাধিকারী থাকিলে, তাহা না হইলে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন বা কিছা উত্তরাধিকার পরিত্যক্ত করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে জুনিয়র মালিক কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল নীতিই হইবে। উক্ত, এবং আদমী দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতে ন।”

চিরতাজী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে অমীমরনিগকে “জুনির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক মন্ত, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জিহুত ডগ্‌স সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“অমি ইহা বিভীষক জ্ঞাপন্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ডের সব কয়েকজনই হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এখন জরুরী ও বিবাহীক ব্যবস্থাপন চূড়ান্ত বিবেচনা তাগে পিট লাগেবৈক জাম্বাব অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই বিবর্ত তিনি অল্প জাম্বাব সচ্ছিত উৎকলতগে মশা দিল বহি আকিয়া তেবল ঐ কাঁচের অঁত মণোযোগ দিতে লম্বা হইলেন। এই লম্বাহের অনেক-

কোনকাল চার্লস গ্রান্ট সাহেব আশানের সঙ্গে ছিলেন। সপ্তদশ বিঘর পুষ্কানুপুষ্করণে যথোযোগপূরক বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আবাদিগণের সহিত একত্ব হইলেন, দেখিয়া আশি সন্তুষ্ট হইল। এই নির্দিষ্ট আশানের বেরণ যাবনা হই-
তাইল, তখনকার বিজ্ঞানী দ্বি-করিয়া কোট অব ডিবেটের দিকট পাঠাইল।

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আশি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে ভাড়াদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
তেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেই স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, জুমিতে ভাড়াদেবের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন-যে-যে হস্তান্তর
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, অদ্যোদেবের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে
রায়তের জুমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম বা অন্য শস্য খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া
সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাদ্যাদির দ্বারা নিরূপিত হইত।

আশি এখন এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে, জুমিতে মধ্যমীয়াসমূহ হর ও ভাড়াদিগকে উড়াইয়া
দেওয়া হইতে পারে না। কিন্তু এই বহুতমে তাহারা জুমি বিক্রয় করিবার, কিংবা বন্ধক দিবার অধিকারও হয় না, সুতরাং এই পরি-
মানে উক্ত বহু মালিকীস্বত্ব হইতে স্বত্ব। বহুতমচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অসিদ্ধ। অধিদার-
দের আদেশে জোর করিয়া গ্রহণ লওয়া গেলে রায়তদের আশে এই স্বত্ব দিবার স্বত্বকমে ভাড়াদার কার্য করিয়াছেন। জুমি
মালিককে কেবল অধিদারদের প্রতি দায়িত্ব আছে, ইহা যদি আশি স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা এই স্বত্ব দিবার আশে প্রাপ্ত
না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আশি এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অনার খাজানা গ্রহণ করা হয়, তাহার জুমির খাজানা আলা দ্বারা দুসারে
নিরূপিত হইয়াছে, এবং কোন জিলায় প্রত্যেক আশের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি জুমির উৎপন্ন দিয়ার এই সকল হার দ্বি-
কোণমজুমিতে বৎসরে দুই কলস, কোম-জুমিতে তিন কলস লগে। সুতরাং, পান, ভাংক ও আশ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক
জম্য হইলে, সেই পরিমাণে জুমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার জুমি বাণ করিয়া অবশ্য দ্বি-করা হইয়া থাকিবে। এবং
জোড়ল বনের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসনের উপর আবহাওয়া বোণ করা হয়, পরে মূল্য
নির্ধারণের মধ্যে দ্বি-করা হয়। পরে যেহেতু মূল্য হইয়াছে, তখনকার হার তেজ হইয়াছে। অধি বাণ করা গেলে সাধনাতঃ
কিঞ্চিৎ জুমির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্য খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শস্যের
এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে ভাড়া, ভূত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান
উৎপন্ন জম্যের মূল্য বিবেচনায়ীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আশি আর একজন উচ্চ বর্ত্তপক্ষের লেখা চাইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।
তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আশি লর্ড মেটকালসের উল্লেখ করিতেছি।
ইহা সুবিধিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসংসাকারী ছিলেন না। আশি নিজে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা
হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা অধিদারদিগকে জুমিতে মালিকী-
স্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল জুমীর সুরি করিয়াছি, আশি ভাড়াদেবের সশক্তি নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আশি
বিবেচনা করি, ভাড়াদিগকে সুরি করা একটা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ও ভাড়াতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু ভাড়াদিগকে সুরি
করিয়া ও ভাড়াদিগকে জুমি বলিয়া নির্দেশ করিয়া আশি বিবেচনা করি আশি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণের যে সকল
মালিকী স্বত্ব দিবার অধিকার, আশি, যে সকল স্বত্ব পূর্বে তাহার ছিল না, সেই সকল আশি ভাড়াদিগকে দিয়ারি।
পূর্বে হইতে অন্যান্য যে আশি ছিল, আশিদের নূতন সুরি জুমিদিগকে দিবার নির্দিষ্ট সেই আশি নষ্ট করিবার স্বত্ব আশিদের
ছিল না। যাহা পূর্বে অন্যান্য ছিল এরূপ একটা ক্ষেত্র ভাড়াদিগকে আইনমতে বা ন্যায়রূপে দিতে আশিদের অধিকার ছিল না।
কিন্তু ভাড়াদেব অধিদারের অধিকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, ভাড়াদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিরাছিল।
এবং আশি বন্দোবস্তক্রমে যাহাও অন্যান্য আশি বা দখল ছিল না, সেই সকল জুমিতে ও আশি সম্পূর্ণ আশি গ্রহণ করিয়া দিলাম।
এই রূপ করিতে পুরাতন চারীমালিক ও দখলকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আশি সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান ও
যাহা ও যদিও উহা রক্ষা না করিতে আশিদের আপনা, আপনি সজ্জিত হস্ত উচিত, তাহা আশিদের এই জুমিদিগকে নিজ
সম্পত্তি বলিয়া যে জুমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই জুমিতে তিনি যে চারী বসাইয়াছেন, সেই চারী ও জুমি পরস্পর যে
নিরস্ত করিয়াছেন, সেই নিরস্ত করিয়া আশিদের মনোবস্ত অন্য নিরস্ত নির্দেশ করিবার নির্দিষ্ট ভাড়াদেবের দ্বারা হইতে
আশিদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * আশি আইনমত জুমিদিগকে ভাড়া সপ্তদশ মাসের মধ্যে বসাইতে চাই। আশি যখন
জুমিদিগকে সুরি করিয়াছি, তখন ভাড়া যে কেবল রাজস্বের সত্বকা কিংবা পাইবার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ
অতিরিক্ত খাজনা দিতে না। এরূপ অতিরিক্ত ছিল যে, ভাড়া প্রকৃত জুমি হইবে এবং যে স্থলে অন্যান্য পূর্বে বসাইয়া
হয়, সেই স্থলে ভাড়া জুমি আছেন ও ভাড়া জুমি দাকই উচিত। কিন্তু যখন অন্যান্য স্বত্বের দ্বারা অধিদার, অধি
আইনমত অধি আশিদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্ব কিছুই আশিদের জুমিদিগকে দিই নাই; এবং আশিদের সুরি জুমি-
দের বিরুদ্ধে পুরাতন জুমিদিগকে ও আশিদের অধিকারদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইনমত এই রূপ বিধানের প্রস্তাব সম্বন্ধে চাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারল সাহেবের ও গবর্ণ-
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে যেহেতু জিজ্ঞাসিত বিষয়ে, তদ্রূপ এই
বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদিত্যের ঘোষণা পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অধিদারদের একটা প্রধান দীর্ঘস্থায়ী স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের তাহা পাওয়া
নিশ্চয়ই আবশ্যিক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—ভানুকদারদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

ভানুকদারেরা রাষ্ট্রি অর্থাৎ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী অর্ধের একাংশবাহে নিবদ্ধ । প্রকৃত ভানুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আবিধান বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত ; এবং একটি জমীদারগণ তাঁহাদের অন্ততঃ আপনাদের অর্ধের প্রতিভুক্তি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম । ভানুক ও পেটীও ভানুক সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীম ৮ আইনের দ্বিতীয় প্রকৃত পূর্ণ করণ আয়ি দ্বিত্তে পারিষ্কার ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ নানা । তা দ্বিত্ত পারিষ্কার না । আমায় মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের দ্বিতীয় অধ্যাকারে রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাদেশিক দ্বিতীয় অধ্যাকারে লওয়া উচিত ।

দখলীস্থবিবিশিষ্ট কোম কোম রাষ্ট্রকে (অর্থাৎ খাওয়ার কোম) বিলিকরে ও বাৎসরিক মূল্যে একগত বিচার অধিক জমা থাকে তাঁহাদেরকে) ভানুকদারের নামে, মাজাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করার, আমায় মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা খতি ও পরিবর্তনের অনায়াসতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—যে রাষ্ট্রেরা অবধারিত হাৎ হুনি ভাগ করে ভানুকদারের সম্বন্ধীয় বিবি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নিষ্কারণ অবধি বাকী থাকানা অধারের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা বত কেন অবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং মিত্রসম্মে খাজান বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া জমীদারদের ভূম্যধিকারীরা বত কেন অবশ্যক মিত্রকন না, আয়ি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গলের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অস্থিবিদ্য ও কষ্ট ভোগ করিতেও সক্ষম । কিন্তু যদি আটন পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা নায়া ও বিচার সিদ্ধ যে, ১৮৬৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেবিধানে উচ্চতম কর্তৃপক্ষেরা বাকী করিয়াছেন জমীদারদের অনায়াসতা কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা বৃদ্ধি করা উচিত । খাজানার একরূপ হাৎ দিগ বৎসর ভোগ করিলে জমীদার অত্যন্ত যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য একমত সিদ্ধ হইয়াছে বৎস বাইতে পারি ; কারণ যে কোন প্রকার ইহার প্রত্য দৃষ্টি থাকে, সে গত পিচিশ বৎসর পরিয়া কর্তৃপক্ষ লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাওয়াছে । অন্য কোন করা না থাকিলে ও বৎস হইয়াতে বত কাল একরূপ খাজানা মিলে

১৮৬৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৩ ধারা দেখ ।

একরূপ অনুমান হইবে সেই কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত । কিন্তু একরূপ পরিবর্তন এই করিলে অন্যতর অবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান আকারে এই অনুমান বতঃ জমীদারের নিশ্চিত ও অসুচিত কতি হইতেছে ।

মান্যবর জিউক রেনল্ডস সাহেব ১৮৬১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপি ত যেমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর ঐর বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্বেক ভৎসতি মনোমগে আকর্ষণ করিয়াছেন । যেমিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যনের সভাপতি জিউক ডাম্পির সাহেবও তাঁহার ১৮৬১

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা মাজাৎ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিশেষ টেন ১ বালামে ১৮৬১ ও ১৮৬২ পৃষ্ঠা ।

সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে উক্ত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও মান্যবর জিউক রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পির সাহেব যে মতল বৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তাঁহার খণ্ডন হয় না । এই রূপ আইনমত অনুমানের এককাল রক্ষণাচ্ছন্ন হয় না, সঙ্গতাক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যে “ সকল স্বত্ব

আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে জমা পাওয়া যাওতে পারে না, কেবল তাহাই সাবাস্ত না করিয়া অধিগতন হলে নুতন স্বত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে ” মান্যবর জিউক রেনল্ডস সাহেব এট যে চেতু উৎপাদন করেন কোন

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা মাজাৎ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিশেষ টেন ১ বালামে ১৮৬১ ও ১৮৬২ পৃষ্ঠা ।

যে তাহা বরিয়াট জিউক ডাম্পির সাহেব অনুমান বৃদ্ধি যাঁরাটি বৃদ্ধির সোধদিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি খতি এই চেতুদিয়াছেন যে, “ বঙ্গপূর্কক মীসাম দারা বিদ্যোদী বিক্রমার মিকট হইতে কোন খতিমার কোন মতল পাইলে অধিকাংশ হলেই খতিমার জমীদারী কাগজপত্র পাঠাতেপারে না বলিয়া উক্ত অনুমান তার কাগজপত্র ইত্যাদি নিশ্চয় করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্তন দিয়া বিন বৎসর ভূমি

একগত করিলে অবধারিত হাৎ চিরস্থায়ী দখলীস্থ্য প্রাপ্ত হইবে । ” জিউক ডাম্পির সাহেব সাধারণ রাজনীতি খতি হইতে চেতু বরিয়া একরূপ আর একটা বৃদ্ধি দর্শাইছেন যে, “ চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাতে চড়িয়া যায় ” এত করে উক্ত বিধানবৈতুক ভূম্যধিকারীদের বিন বৎসর অন্তর খাজানা বৃদ্ধি করিবার সৌকর্য্য উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—দখলীস্থবিবিশিষ্ট রাষ্ট্রদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মাজাৎ প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অমত প্রভেদ আছে, ইহা তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক । বাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতি সমৃদ্ধির ও সমৃদ্ধি হয় । কিন্তু চাষীকে মিল্পীভূত করিয়া মাজাৎ প্রজা যাঁরা আদায় করতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে । সুতরাং মাজাৎ প্রজা সমাজের অন্যতর অত্যন্ত এবং তিনি খাজাতে কেবল অবদানও অস্বিধা বৃদ্ধি হয় । প্রাচীন দেশটার কিয়া পূর্ক কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু মত দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকারের নিষিত ভূমি মূল্য করিয়া কৃত কৃষ্যাদী হইয়া বসেন, ও আপনাদের মীমাবদ্ধ কাগজপত্রে জমীদারীখানার বত কিছু মোহ ও

অলবাবহার সত্ত্বে, অংশদায়কদের শারসংগ্রহ দেখাওয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ইচ্ছা করা দেখান হয় না। যদি আইনের নীতিক পারদর্শন সন্ধিতে হয়, তবে জামাতের কৃনিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে চাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “কুর্ব্বানির সহ্য করি হ সক্ষম, এরূপ যে সচ্চিহ্নের কৃণকমল” অতি পরিব্রাজক ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎসাহিত সম্বন্ধে এই জেনার লোকেরাও রহস্তম প্রভাববদ্ধ। খোন্দা বিশেষ কাল কোর্সী পিলা সম্বন্ধেইতে দিবার আশংকতা খোন্দার করিতে আমি বিলম্বের সম্বন্ধে প্রতি, কিন্তু সেই শীঘ্র বাহিরে আমি যাইতে চাচ্ছি। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যে কৃষির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজাতি বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষির চাষ করিবেন, মজলীমদ এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাৎসরিক প্রায় চার আনা কাছাও মজুরের দ্বারা করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাচ্ছি। আমি করিটীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তাহাও দুইটি এই বিষয় সম্বন্ধী ছিল। জীলোকের লাবলগ প্রভৃতির বেলা সম্বন্ধে যত কোর্সী দিল করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধননী বিহিত কইখাছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাৎসরিক কৃষককে এইরূপ চুক্তিতে করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী গ্রাহ্য হয় না।

এক কথার উত্তর প্রমাণ আছে যে, কোর্কা বিলি নরমে কুম্ভকঃ সর্গনাশ হয়গাছে, এবং কুম্ভিলংকাঃ অন্যথা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পাইকলে অমীনারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালায়ের ৩৪৭-৬০, ৬১ ও ২ পৃষ্ঠার ইংরেজী কন্মার টোমারেল দূর হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যুক্তি গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতায় এজারার সর্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে ব্যক্তি জমীদারের অব্যবহিত জমীতে আগু, ভাঙার অবস্থা গোপন বা কল্যাণে রাখতের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় মধ্যস্থতাবিশিষ্ট ব্যক্তি-
তের মলমল তানুকদার ও বাতান্যায়ীরাও গণে উন্নীত করিলে, এবং
কৃষক ভাণ্ডার অমায় লোকদিগকে মধ্যস্থতায় বা প্রকারান্তরে মধ্যস্থতায় লাভ
করবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অনুবর্তন অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে
নাহ। রাষ্ট্র কোন এককণ্ড সুবিধে মধ্যস্থতায় লাভ করিতে না পারে, এই
নিয়ম যে জমীদার ভাণ্ডারে উচ্ছাপ্তক একজনী কর্তৃক অন্য জমীতে চালান

করে (আমি বলি একরূপ স্রোতি খাঁড়ের প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া সিনেট কমিটী রায়তের অসুস্থলে এই অনুমান নুষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে ডাংরা ভূমি ভোগ করিতেছে, ডাংরা অবশ্যই ১২ বৎসর প্রভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের একান্ত অবস্থার বিকল্প; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ ন্যায় যেতুবশতঃ ভূমির মতল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে ব্রহ্ম ২ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর শিকড়ী ও পরড়ী বড়িতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অন্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষকঃযোগ্যযোগ্যী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; যথাক্রমে জিলা সমূহে ভূমির উপর নৌক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাহের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচুর হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাটকল কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসাবাসী নী থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপদ্রুত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্বক আপনাদের যোত হস্তকা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও সূক্ষ্মচরিত্রক, মৌকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রমাণ অম্মা কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইচ্ছা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিবে যে উক্ত একজন উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত ১২ বৎসর মতল করিয়াছে?

সকল রাষ্ট্রের সম্মুখীন আছে। এই প্রজাবিহীন অনুমান গৃহ্যে, আমি এখানে কএকটি স্থানের উল্লেখ করিব, যেহেতু রাষ্ট্রের সম্মুখীন না থাকিলেও ভূমিগতের বা ঠিকাদারের পক্ষে প্রাপ্ত অনুমান বণ্ডন করা আমি একতরফে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১৫।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেহু হলে ভূমি-
কাতী বৎসর পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীমান অমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই অমীদার প্রায়ই
অস্বীকার করে। কেন্দ্রের শত্রু ভক্তিগা দাঁড়ায় ও পূর্বের মানের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ হলে অমীদার
করূপ উক্ত অস্বীকার বশত ক'রেন?

২২।—যে স্থানে এক মণাল জুড় কিম্বা তদধিক পদ্মনীদার বা ঠিকানারকে বিলি করিয়া দেওয়া হার্য সেই স্থানে এই মণালের অন্য পদ্মনী বা ঠিকা জনিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পদ্মনীদার বিক্রোপ ঘটান করিবে?

কোন দলীয় অনুশিষ্টে পারতের পোতা পরিধান এম গজ দ্বারা হইলেও, সে সূতন জ্বলি লটলে, যে দিন তাহার সমিতি এই নামের পান্ডা কর, সেও নিম্ন জাতিতে দলীয় প্রাপ্ত হইবে, এই লক্ষ্যের প্রতিবাদে এম গজ দ্বারা গরু হাতে হস্তোত্ত। এম গজ প্রায় দুই এক খ, ভূমি দান করিতে পারে বা লগাই সে দুই হস্তে দুই খণ্ড চাষ করতে পারিবে, ই-এ দুটি ই নহে। সে কেবল কাজে গিয়া বা বজায় করিবার সমিত ভূমি লইতে পারে।

আমরা “আব” শব্দ জানতে পেরিষ্টি। মহাপ্রভু একই ক্ষুদ্র হৃদয়ও বুঝিয়ে পান, অথবা দেশের
 ১০০ মত হস্তাক্ষর পান। “আব” শব্দ অতিক্রম করিবার জন্য। আমের লক্ষিত সীমা আছে ও উহাতে
 প্রবেশ করা যায়।

সমলীপিত হস্তান্তর কারবার ও তাঁর অগ্রে রূপ পরিবর্তন প্রদেয় কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের সুমি সংস্কার চীম ব্যবস্থাক্রমে, কোন রা জ বাৎসরিক

৩০ ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, কারকেরা বহু কাল যখন কঠিন ক্রমিত সমলীপিত প্রাপ্ত হয় ও তাহা নিগড়ে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই সমকালে তাহার ক্রম বিক্রয় করিবার বা বহুত্ব দিবার কয়তালান্ত হয় না।" পোপ সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যানিঃ; হারিটম সাহেবের Analysis বাইক পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠা।

৩০ ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, কারকেরা বহু কাল যখন কঠিন ক্রমিত সমলীপিত প্রাপ্ত হয় ও তাহা নিগড়ে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই সমকালে তাহার ক্রম বিক্রয় করিবার বা বহুত্ব দিবার কয়তালান্ত হয় না।" পোপ সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যানিঃ; হারিটম সাহেবের Analysis বাইক পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠা।

সকল চলিতেছে, কিন্তু যে ক্রিয়াকৌশল বিবরণে দেখাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক আনন্দিক নহে, কারণ তাঁহাতে দেখান না কত স্থলে হস্তান্তর হইয়া পূর্বে বা পরে ঘণ্টাঃ সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার প্রকৃষ্ট প্রসঙ্গ হইবে যে, সকল শ্রমীর ও স্বার্থের সন্তোষ অসাধারণতঃ বিচারালয়ে প্রদান করিতে কিছু রাজ কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ উল্লেখ ১ম খণ্ডে, এবং (২ম) যে দেশাচার প্রকৃষ্ট প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে প্রতিদ্বন্দ্বের অক্ষমতা পোপ সাহেবের আদালতে বিচার প্রতিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিষয় কণা অনাচারক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যে প্রকল্প কম্পানী প্রবর্তিত, তদুপকারে সর্বত্র সমলীপিত বিস্তার করা গেলে, কৃষাধী ও আবাদ সমাজ উত্তরোত্তর অলপীত হইবে; কারণ, যে সকল শ্রম ও টেন্ডেভাবাপন্ন রায়তনিকে রাখা কৃষাধীর স্বার্থ, আশ্রয় ক্ষমতে তাহা নিগড়ে রাখিবার ক্ষমতা হইতে আর তাঁহা থাকিতেছে না, এবং যে মজুরেরা বা খেতাবী জমীদারেরা রায়তনের স্বত্ব ক্ষয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ভিন্ন জমীর লোক বসাইয়া প্রাণে বিবাহ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মজুর বা জমীদারদের দ্বারা রায়তনের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ভাবিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচাররূপে প্রকৃষ্ট যোগ্য হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে জাতি সমাজের নিকর্ষিত ও মঙ্গল তথ্যঃ বিশেষরূপে সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে গাণ্ডেশ্বর স্বার্থ ছিল না, তাঁহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও কৃষাধীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ আশ্রয় করিয়া প্রাণের শক্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাংশের ারকদের মধ্যে হস্তান্তরকরণের স্বীকৃত হওয়া যে অনিষ্টজনক ফল বলিয়াছে; এবং সেমহা- কমনের কালে সীতালদের পক্ষে, প্রমাণতঃ ারকদের অত্যাচারকৃত সীতালদের মধ্যে যে শান্তিভর ঘটে আমাদের অনেক প্রতিপোষনার্থ আমি তাঁহাদের উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও আমার কল্যাণীর রায়তনিকে মজুর ও অন্য ভূমিাবাসীদের কল্যাণ উপর সেলা দে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তাহা হইলে আমি াপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, হৃদয় হস্তান্তরস্বত্বানের কতিপয়নস্বরূপ কৃষাধীকে অগ্রে ক্ষয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা কৃষাধীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা রূপ করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্ষয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে কৃষাধীর অস্পষ্ট উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এই স্বত্ব যদি দেওয়া হয়, তবে উত্তরাধিকার কমে না হইয়া রাবতী স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীকরণ ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং "ভালুক" সম্বন্ধে উক্ত স্বত্ব বর্তীকরণে পারিলে মধ্যবর্তী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর বস্তুর বিধান করা হইবে, ইত্যাক সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্ষয় করিবার অধীক স্বত্বাধীনে, গাণ্ডার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদেয় প্রকল্প- বাসেন্দা কৃষকদের নিকট বাধীন ভাবে বিক্রয় এবং আমার নিকট উৎকৃষ্টের বোম হয়। কেনই অসুখান করেন যে, সমলীপিত হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেহারের নীলকরণের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা অগ্রম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মতালে তাঁহা বা পসারক খাজানা দেওয়া গীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার নাগ প্রসঙ্গ অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় তাহা চলিত ও তাঁহার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নভিন্ন। এবং এই বিষয়ে যে প্রকল্প কম্পানী হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সম্ভব প্রদর্শিত করা যায়, তাহা হইলে সকল শ্রমীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রকল্প বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, খণ্ড কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির প্রমাণ উত্তর সঙ্গত পসাররূপে দেয় খাজানা প্রস্তাবে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ সম্পূর্ণ প্রকল্প পরিবর্তন প্রদর্শিত করা আমি দেশের বিষয় নহি।

এবিষয়ে আমার নিজের বক্তব্যটা কতিপয়টি শ্রুতি। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেহারের জমীদারদের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল বক্ত বিশেষ বিবেচনাযোগ্য।

সম্যক্রমে খাজানা দেওয়ার তীক্ষ্ণ নিয়োগে খাজানা দিবার আদম উপায় ; এবং দেহারের অনেক অংশে উপায় যে আদমিক রকিৎ হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকেও বর্তমান অবস্থার উহাতে সন্তোষ প্রকাশে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাতন রীতি অনুসারে কাঁচা করিতেও অধিক ভাল বাসে । আদমের প্রথম হিন্দু রাজ্য সচিব রাজা জোড়রাম রায়ের খাজানা ঘোঁট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । আদমিক রকিৎ করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলেন । জমীদারেরা বিচালির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত হ্রস্ব বিবেচনা করিয়া সম্যক্রপ উৎপন্নের ১৫ হোলভাগের মাত্র ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়কে প্রদান করেন ।

যেখানে হুজিয়ারি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার অবলম্বনের চৌম উপায় নাই, সেখানে অজমার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা । আর একদিক দেখিতে গেলে যে এজা এক সমান মুজারর খাজানা দিতে বাধ্য, সমস্ত সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না । এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুজারর খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা চারিত্রিক সহ্য করিতে অধিক সমর্থ ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখন বঙ্গদেশে বাহাতে শস্য একেবারেই জ্বয়ে নাই । ভাঙলীয়ার আশম ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই । কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর না হউক । মুজারর খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার খাজানাসম্বন্ধ অত্যন্ত কম সেই সময়ে খাজানা দেয় টাকার দায় করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী যৌক্তিক কজুরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে । অতএব সম্যক্রপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাস্তবায়ন নগে, কারণ উহাতে অজমার ও হুজিয়ারি সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কেলিয়ার সম্ভাবনা ।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক চতুর্থাংশ মাত্রারও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুজারর খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এতদূর স্থল অতি বিরল, তাহারিগকে অতি অসুবিধা শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয় । এরূপ সময়ে ভাঙলী প্রজাতি কোন প্রকার কতি স্বীকারই করিতে হয় না ।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলম্বন হ্রাস রুজি হয় । এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাঙলী প্রকার খাজানার বন্ধ্যাবদ্ধ করার সুবিধা ও সুবিচার হয় ।

আরও ভাঙলী প্রজাতিসমূহের বন্ধ্যাবদ্ধ জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রস্তাবসমূহই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির কল পাঠিয়া থাকেন । যদি হ্রাস চর ও বড় চরের সে কতি ভাগ করিয়া লইতে হয় । এজন্য কোন প্রকারই বিশেষ অনগ্রসরতার বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা কজুরিবার বিশেষ আশঙ্ক্যতাও থাকে না ।

এই পর্যন্ত মুজারর পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল । এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত হইয়া যথেষ্ট রাজস্ব কর্তৃপক্ষীরাই মুজারর খাজানা অবদারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্ধ্যাবদ্ধের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুজারর খাজানা দেখিয়া ও গন্ত মূল্য বৎসরে জমীদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গন্ত মূল্য দ্বিগুণ করিয়া করিয়া করবেন । এটী সকল নিয়ম অত্যন্ত আলস্য, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিগুণ করিয়া দায় অত্যন্ত ভয় । আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ স্বতন্ত্র মত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এরূপ বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজাতি ব্যক্তিগণ চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয় । জমীদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে সম্যক্রপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের দাবি তাহাকে কসলের সময়েরই বিক্রয় করিতে হয় না । তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন । সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত জমীদারের আর কদম হইবে, আবার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্নমেন্টের স্বার্থ অতি প্রায় ।

আমার তরফা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি সঠিক সংবাদ দিতে পারিব । এই গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে । রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাই এই ।—যে স্থলে ভাঙলী প্রজাতি প্রচলিত আছে সে স্থলে কসলেই কাঙ্ক্ষিত জমীদার আশঙ্ক্য হ্রাস বোধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও লাক্ষ্যসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তাহাণি তাহাকে এসম্বন্ধে নোমরণ খরচার দায়ী হইতে হয় না । কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমীদার যদি অলসেচনকার্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রজাতি অনুসারে আদম করা দায় যে বর্তমান ধুর বীধ প্রকৃতি যেখানেও প্রায় প্রচলিত জমীদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে ।

খাজানা হুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমীদারিগণের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুজি করার অসম্ভবতা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের দ্বারা বা পরিজন দ্বারা উৎপন্ন মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই খরচা হুজি দেওয়া মাথা, কিন্তু কার্যকালে দুই হইয়াছে যে এরূপ "হুজি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসম্ভবতাসাধা বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করায় কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুজি পাঠিতে পারেন না, তাহা নিতে রায়তেরা নিতান্ত অসম্মত।

খাজানা হুজি, যে অধিক গবর্ণমেন্টে গেলোটে প্রত্যেক জিলার খাজানা শস্যের সাম্প্রতিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদনুযায়ী মূল্য হুজি জমীদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শস্যরক্ষণ সাধারণতঃ হুজি হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুজির কারণ বৈরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে চেষ্টা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে বৈরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকগুলো ভিন্নরূপে অন্য কারণেও ভূমির উৎপাদসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুজি সম্বন্ধে প্রমাণ শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র স্থলত খাজানা শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আবার যত উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরান আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শের সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাজানা শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডালাক, পাশ এবং অন্যান্যপ্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাজানা শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার তার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ হুজি হয়।

অতএব এই বিধানে আবার "ভূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল।"

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মাথা ও উপযুক্ত হার নির্ধারণ যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বোঝা করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং খাজানা হুজির দ্বারা সীম বদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে বৈরূপ অনুসন্ধান লগতে হইত, তাহাতে কোন্ হার মাথা ও উপযুক্ত হুজি আদালতে তাহা জানিবার বিলম্ব সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাসম্মত এই বিধান অধিনেও টাকার চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যতটা খাজানা হুজি সম্বন্ধে জমীদার বন্ধন এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যতটা বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুজি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তবিশাঃ বিধানের অন্য কোনরূপ ক্ষতি থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেকর্ডেরী করার সময় তদনুযায়ী দারিদ্র্য সম্বন্ধে গোলামগণ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

বহুসংখ্যক উত্থাপিত আদার পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি আশ্রিত পাবি। লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাৰ্য্যাব্যয় নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়ামূল্য ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাৰ্য্য করা হুজি হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরান আইনে যে স্থলে এজমালী কুশায়ী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী কুশায়ীর ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির অন্য কাৰ্য্যাব্যয় নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কোজদারী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার অনেক পূর্বে পাশ হইয়াছিল। উক্ত কাৰ্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ ওকতর কোজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কোজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাৰ্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাৰ্য্যকারকেরা ও অভিযোগগণ প্রকৃতপক্ষে গত ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কম হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

অস্বাভাবিক এইভাবে আর যদি কিছুই শুনি না। আবার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথার্থিত্ব একাধারে বহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিশীল বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অসুখান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রমাণিত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও ডালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হুতন ডালুকারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলায় জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসম্মত হইবেন। এরূপ হলে অত সাহেবের জুল শাস্তি করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার শাস্তিই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অত্যাচারণ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার শাস্তি করিতে হয় এবং যাঁহাকে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন কালেই তত্ত্বাবধানের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন কালে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে কার তর ভিতা, রাঁধশাহী ও কুচনিহারীর শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল কালে তত্ত্বাবধানের প্রমাণ ১২ পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বণা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাগজ আরম্ভ হইয়াছে) উত্তীর্ণ শতকরা ৫.১ টাকা। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অসুখের একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গ হুত কাগজাদি নিষুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আদালতের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত একমালী মহালে ও যেখানে দাঁড়েরা জমিদারকে বিবর্ত করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ অপরাধে মোকদ্দমা করু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল কালে প্রজাতি একমালী কাগজাদি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুীকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়ানীতে আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিব। শুধু হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কানাকর।

সিনেট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কাগজাদি সমস্ত একমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, আমের কাগজাদির স্বার্থ কিয়ৎকালের মিত্রিত মাত্র, যে গবর্নমেন্ট কাগজাদির তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানের মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবেন না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে ব্রাহ্মদের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত ব্রাহ্মদিগের নিকট কমিশ্বন স্বরূপ উৎকোচ প্রদান করিয়া নিজ উন্নয়ন পূর্ণ করিবার পক্ষে কাগজাদির চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ গল্প করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের যোগ্যদের কিছুমাত্র অতিশ্রুতি আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুত্র-দিগের মত প্রচণ্ড করিতে বাধ্য হন না, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপ হলে গবর্নমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কাগজাদি সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে প্রেরণ হইতে জানীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেট প্রেরণ হইতেই কাগজাদি নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালি? এরূপ চাকরিতে বেতন অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কাগজাদি করিবার জন্য উক্ত প্রেরণের দৈনিক তত্ত্বলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ একমালী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি শাস্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কাগজাদি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিখ্যাত লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কাগজাদির ক্ষমতা ও তাঁহার সেতন্তর খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিনেট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন-মার্গ অমুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমি জমিদার, আমরা বলি যে কাগজাদির ক্ষমতা অনির্বাচ্য থাকা উচিত নহে এবং বাবদ্বাপকসম্মতির স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইরা থাকে যেহাট্ট কোর্ট বাবদায়ীক সভা হইতে এমিয়ে অদিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিবর সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতবাদের করা হয় নাই কেন ?

পাতুলিপির ১২ অধ্যায় ।—অতের লিপি ।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এক্ষণে জমিদারীতে জরীপ ও অতের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাজান সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাগের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমিদারই নিরক্ষর সমগ্রাঙ্করে তাহাদের মহালের মাপকরেন এবং তাহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটা মাগের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় তাঁর সেইরূপই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রের রাসতের যোড়ের লুক্কান পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুল ও দের খাজানার হার দেখাটাই দেয়।

অতি অস্পষ্টভাবে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাহারা প্রত্যেক রাসতকে তাহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাত বসাতে তাহা দিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লেন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খান সমালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কাগজের যেরূপ হাতিব করণের কল্যাণ আছে, তাহার সে কল্যাণ নাই; সুতরাং তাহাকে বিস্তর মার করিতে হয় ও সুতরাং তাহার ক্ষেত্রের ইয়ত্তা থাকে না।

একটি অবস্থায় কি বলা যায় যে তাহাতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহা দিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রাসত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামের উত্তরে হাত দেওয়া উচিত; কি দিগারে যে বাহারা চুকা করেন তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইরা অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যে সকল লোকের কিছুনাছ স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব লাভ করাইবার জন্য আগ্রহ হইল। তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এক্ষণে মোকদ্দমার জুলাই হাওয়া চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিরাই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্টভাবে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দলগুন অধিক সময় লাগিবে না? বাজানী ও বেহারের গ্রাম সমস্ত অধিবাসীক প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় খরচা মোকদ্দমা, ব্যয়, হরণ ও জুলুমের কি সকল প্রকার লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তাহদের জন্য গ্রামে জরীপ প্রস্তুত করা আবশ্যিক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী ।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী দার কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এক্ষণে নকশা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলি যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাতুলিপির ১৩ অধ্যায় ।—ক্রোঁক ও খাজানার আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানার আদায়ের পক্ষে এখন অধিবাসদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা নীচকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মবট করিয়া খাজানার হেওরা বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। সার্বভৌম কেরাউর লায় প্রধান প্রাধানিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “খাজানার দিব না” বলিয়া চৌক্যের একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জারুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এক্ষণে এবিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই অন্য আশ্রয় (অধিবাসবর্ণ) স্বত্বাধিকারী করিয়াছিলেন যে এই উদ্দেশ্যে আবাদিগকে খাজানার আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাতুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িলে। কারণ আদালতের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও সাহায্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসমূহ ও ব্যয়শূন্য কার্যাবলী আদায়ের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহা দেন বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং একনা সমস্তই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাগাবর অবস্থার থাকে এবং এক কনলের অধিক কান এক জায়গার বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাতিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার প্রিন্সিপেলের মত আদায় করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিখাতে ভূমাদিক, রীপনের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কণ্ঠস্বরীয় ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুঁছবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া শস্যদান করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যাবলীতে যে অস্বীকারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার অন্য সুজন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধ যাগাবর প্রজাশস্য কর্তন হইবা মাত্র আদায় করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার অস্বীকারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী নৌকদখা কফুকরাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে নৌকদখা করিতে চেষ্টা করিলে হস্তান্তর সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যন্তর আবেদন, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে অস্বীকারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হুবে খারাপ এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে হহ। আমার অভ্যন্তর আবেদন বোধ হয়।

অস্বীকারের তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহার রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহার যে তৎকাল গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংজ্ঞা তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের নৈম কোল কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবশ্যকিত দিবসের পূর্বাগতের পূর্বে তাহার গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সরাসরি নোনাথের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে নিষ্কৃত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে তাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি প্রদান ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিষ্কর রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনসমূহ খাজানা আদায় করিতে অনর্থক দেওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণ সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বর্জিত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ার বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের অবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাটাই দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার অস্বীকারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আদায়ের পক্ষেও প্রয়োগের। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ যত্নোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির আধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির আধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টায় আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিভাঙ্গার বিবাদ ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে যথা চর, ভাটার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই ; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অবধা ব্যবহারদ্বারা অসম্মিহান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই । অতএব যতদূর এরূপ অনিষ্ট যে অন্ত্যস্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততদূর পরম্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্জন্য যে দাব্যবস্ত লাম্বারপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভরাসক তালাচূরা করা না হয় ।

জমীদার ও রাইতের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রাইতের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্ত্যাবিত্ত ব্যবস্থাপনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ-ভারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রাইতের সুবিধা হয় । রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয় । এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে ।

উপসংহার কালে এই লিনেল্ট কমিটীর মীমাংসার আদার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ আদার শিবেচনার এরূপ গুরুত্ব বিধে বাধ্যতায় লাম্বা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আদার এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই ।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমাদিকৃষকের ক্ষতি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, তাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আদেশের সত্যাসন উল্লংঘন করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্জন্য কৃষক শ্রমীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক কৃত্রিম কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আদার তৎকালীন ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত বেলটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অন্তিম সম্বন্ধে আদার নিকট পরিষ্কার প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল ।

আমি নির্ভর্য্য সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমাদিকৃষক ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের পূর্বাবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পাদ্য করিতে হইবে ও এতদুপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাৎক্ষণিক খোঁলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয় ।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে লিনেল্ট কমিটীতে অন্ত্যাবিত্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল । প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আদার নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আদারের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসার উশনীত হওয়া, গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে ।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি ।

স্বাক্ষর ।

সনদের অনুবাদ ।



মূল বেহারের বর্জন্য ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, আরগীরদার, জোজী কার্য্যকারক ও নিয়ন্ত্রণ বিধিত হউন ! সমস্ত লোক মীহার আত্মকাতী সেই বাসনাটো আত্মকমে উক্ত বেহার পূর্ব অস্ত্রত মূল্যের লসকারের ধরমপূর পরগনা ও ত্রিহুত সরকারের দেহান্ত পরগনা আনুযায়িক ইমাম রসূব প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে সূচক করিয়া দেওয়া গেল । (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ার, উক্ত এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ন্ত্রণের কারণরূপ ও কার্য্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী সূত্রে বজার রাখে তাঁহার সমস্ত ভদ্রবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাইতের হিটবী হয় তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাধ্য করে, ইহা আবশ্যক । আরও এই মহামায়া সনদের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আত্মসুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নীকৃত সমস্ত দাখিল করার জন্য আত্মান করিবে না ।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওরাৎ ।

ডি. ফিট্জগাট্টিক,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L.,
Bengali Translator,



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবর্তন।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	471—491	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৭১—৪৯১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	5—6	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫—৬
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	479—488	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি ...	৪৭৯—৪৮৮
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট ...	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April 1884.*—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub-Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kuirbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub-Deputy Collector, Pakour, Southal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Brace, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gamble, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 11 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave; is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller.

[Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯১৭ A সম্বর।

সাঁওতাল।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—মুর্শিদাবাদের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. বীণে সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দার একটি সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. এ. ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব কয়রাবান-রপনারায়নপুর রেলওয়ের নিমিত্ত জুমি গ্রহণার্থে রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানীমে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত কর্ডাইস সাহেব বর্দ্ধমান জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

পাঁচগাঁও ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত মৌলবী আবদুল অক্বার ১০ মে তারিখ অবধি তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু বঙ্গবিহারী বসু ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর জীবিত জি. কিং সাহেবের ছুটি গ্রহণ অসুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়াল বটানিকাল উদ্যানের ছেবেরিয়ামের কিউরেটর জীবিত এল. কে. মার, রেপ সাহেব আপন কর্মত্যাগিত রয়াল বটানিকাল উদ্যানের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জীবিত জি. কিং সাহেবের ছুটি গ্রহণ অসুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট গবর্নমেন্টের সিনকোনা চাষের প্রধান গার্ডেনর জীবিত জে. গ্যানাই সাহেব আপন কর্মত্যাগিত সিনকোনা আবাদের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জগন্নাথপুর একটি আইটে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বি. ডে সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু বনমালী পরামানিক অনেক প্রতি কথের ভার্য্যণ করিবার তারিখ অবধি নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারায় মতে দুই মাস এগার দিনের ছুটি পাইলেন।

জীবিত বাবু বনমালী পরামানিকের ছুটি গ্রহণ অসুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু রজনীগান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলায় অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটি গ্রহণ বাকুরপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু হারিকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলায় সদর মোকামে অবস্থানিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ডিষ্ট্রিক্টের কায়াখালি জিবু বাবু রাধানাথ হালদার নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আশ্বিনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

জীবিত আর. এম. ওয়াগর সাহেব। | জীবিত এ. এ. ডি. কিলিগ সাহেব।

বালেশ্বর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শীতলনাথ বসু গত সেক্টরারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

ছুটিগ্রহণ বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শীতলনাথ বসু বালেশ্বর জিলায় প্রেরিত হওয়া সেই জিলায় সদর মোকামে অবস্থানিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আবকারী রাজেশ্বর সুপরিডেন্ট জীবিত জি. এম. ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্ন কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারায় মতে নিজ কার্যের নিমিত্ত দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say :—

- (1) In the district of Calcutta ;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta ; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr. F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884 —Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April 1884.*—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoulna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

কলিকাতা শাসননগর মুনিমালিগীর প্রতিনিধি সভাপতি জিযুত আর, সি, স্টোর্ডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর। ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপারিটেন্ডেন্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

(১) কলিকাতা জিলায় ;

(২) ৩৪ পরগণা : জিলায় যে অংশ কলিকাতার পোলীস কমিশনরের বিচারাবিশেষতার মধ্যে আছে সেই অংশে ;

(৩) হুগলী জিলায় যে অংশ হাংকা মুনিমালিগীর সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে ।

জিযুত স্টোর্ডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইন্সপেক্টর রাজস্বের কালেক্টর ও ১৮৭৯ বঙ্গদেশের লায়সেন্স ও লাইসেন্স বিধায়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কাম করিতেও নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত আর, এস ডব্লিউ সাহেবের দুই শ্রমুক অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফা সাহেব জিযুত স্টোর্ডেল সাহেব ৩২ ধারার কাম করিবেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—কলিকাতার কলেক্টর কালেক্টর জিযুত আর, স্টোর্ডেল সাহেব নিম্নলিখিত কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জিযুত আর, স্টোর্ডেল সাহেবের দুই শ্রমুক অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফা সাহেব, হুগলীর অংশের সীমার মধ্যে একটি জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত আর, এস, কলিকাতার সাহেব কলিকাতার কলেক্টর কালেক্টরের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাপোপন্যাস জিযুত আর, এস, কলিকাতার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফা সাহেব, যেনমৌপুনের অংশের কালেক্টর একটি জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত আর, এস, সুক সাহেব ও গুলীজিলায় অংশের সীমার মধ্যে মন্তব্যের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাপোপন্যাস জিযুত আর, এস, সুক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফা সাহেব, যেনমৌপুনের অংশের কালেক্টর একটি জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত মোনবী আবদুল কাদের খেনীপুত্র জিলায় অংশের কালেক্টর মন্তব্যের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—একটি ডেপুটী জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পুরনো জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আফা প্রতিলিপি করা গেল ।

জিযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পুরনো জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আফা প্রতিলিপি করা গেল ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৪ আগ্রিল ।—খুলনার পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্ট জিযুত সি, স্টোর্ডেল সাহেব কাগানি মেমোরের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই অংশ করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল ।—কর্ণেল সি, টি, ডিচিন্স সাহেবের মৃত্যু হওয়ার পরে হারভার্ড পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্ট কর্নেল জি, ডি, ওয়াটার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্টের প্রথম প্রোগ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

কর্ণেল জি, ডি, ওয়াটার সাহেবের পরিবারে দুই শ্রমুক আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জিযুত ডি, ওয়াটার সাহেব, ওয়াটার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্টের ২৭ ধারার প্রোগ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত ডব্লিউ, ওয়াটার সাহেবের পরিবারে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জিযুত ডি, ওয়াটার সাহেব, ওয়াটার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্টের ২৭ ধারার প্রোগ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত ডব্লিউ, ডি, ওয়াটার সাহেবের পরিবারে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জিযুত সি, পি, জে, ওয়াটার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্টের ২৭ ধারার প্রোগ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত সি, পি, জে, ওয়াটার সাহেবের পরিবারে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জিযুত ডি, ওয়াটার সাহেব, ওয়াটার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেন্টের ২৭ ধারার প্রোগ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogston, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The 1st May 1884.*—Monlie Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The 30th April 1884.*—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mitra, who has left the district.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah:—

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reily.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bojoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, C.I.E., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIMUM.—*The 30th April 1884.*—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

The 1st May 1884.—Mr. W. L. L. Leal, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and 27 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

MEDICAL.—*The 2nd May 1884.*—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Bundipore Dispensary, in the district of Hooghly:—

Baboo Gris Chandra Chakraborty.	Baboo Mohesh Chandra Ghatak.
„ Bani Madhub Ghatack.	„ Brojonoth Mittra.
„ Gris Chundra Roy.	„ Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

শ্রীযুক্ত ডবলউ, এক, সাহেবের পরিবার্জ আসামের পোলীসের প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবার্জ আসামের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত জে, টি, রিচেস্ট-কার্ণার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবার্জ পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত জে, সি, ফ্রীক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত জে, সি, ফ্রীক সাহেবের পরিবার্জ মহম্মদসিংহের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত এচ সি, ক্লগটন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

রোজিফ্রটী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—পরীক্ষার্থ যশোবরের বিশেষ সব-রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত মৌলবী টেমস আপহুং রূপ সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত বাবু ফেরমোচন বিহু রঙ্গপুর জিলাহইতে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলা স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলা স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুক্ত বাবু বেণারাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃত্বাংগ করাত হাবড়ার সিভিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত জে, জি, গিলচর সা হু ।

” জে, এচ হাটলী সাহেবের পরিবার্জ হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এস, এক, ভোর্মিং সাহেব ।

কুমার বিজয়কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্মোপদেশক পানবী শ্রীযুক্ত এ, এস, মিচেল সাহেব ।

বাবু অতরচরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নায়িরডু, সি, আই, ই, ।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু -জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আফীম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল ।—মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত এন, টি, হাইবস সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ অপ্রিল অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুক্ত এন, টি, হাইবস সাহেবের ছুটি প্রমুখ অনুশ্রিতিকালে অথবা নারং অলা আজা না হয়, হাপরার আফীমের আসিস্ট্যান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত ডবলউ, টি, হাইবস সাহেব মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—তেহরাণ আফীমের আসিস্ট্যান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত ডবলউ, এস, এস, ব্রীক সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২ মে ।—মহম্মদসিংহের সিভিল চিকিৎসক মহম্মদ শ্রীযুক্ত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে ভারতবর্ষহইতে শ্রীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলা অন্তর্গত বন্দীপুরের ঔষধানতের কার্যালয়স্থ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী ।

” ” বেনীমাধব ঘটক ।

” ” গিরীশচন্দ্র রায় ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক ।

” ” ব্রজনাথ মিত্র ।

” ” ফেরদাথ ঘোষ ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoolna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May 1884.*—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 4th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lall Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjee to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May 1884.*—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narediger, is appointed to be a member of the Soopole Branch Road Committee, in the district of Bhagulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee:—

Baboo Jadoo Nundau Sen. | Mr E. A. Lang.

Munshi Fazimuddin, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Jalpiroore District Road Committee.

Moulvie Ersad Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Balasore District Road Committee:—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Sreekant Kur.
Baboo Damodar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee:—

Lala Jadunath Roy. | Baboo Radharaman Das.
Rajah Shyamanand De. | „ Bhugwan Chunder Das.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PRADOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 130 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road cross road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 15 feet from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole pit, &c shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one steeping jute in any roadside drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহুতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে. জে. এস. ডি. বের্ণ সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্যন্ত ক্রম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থাপিত দায়িত্ব করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্যন্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক, বি, নীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—সাদারদের অবগত কর্ণে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিবাদ করণ দর্শান বা গেল, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের ২ আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, যদনসিংহ জিনার শতাংশ পঞ্চ কমিটির প্রণীত নিম্ন লিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্ব মর্দমার উপর কোথা কি ঢালা করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারেতে নিষা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্ব মর্দমার বীধিয়া দিয়া অথবা যথা হইতে ভাঙা যাইতে পারে এমন স্থানে দাঁড়িয়া দিয়া কিম্বা বাঁধা দাঁড়ানোর বা কোন ব্যক্তির অধিবা বা বিপদ হইতে পারে এমন ভাবে গাঁড়গরান দিয়া গরুরাটী বা গবাদি পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া দিয়া খড় কি পাট পাঁচা করিয়া কিম্বা অথবা দিক্‌গাধ রাখিয়া কিম্বা জালাদি জমা করিয়া পথে রাখা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্ব গাদি কোন জল পথের কি মর্দমার কি খালের বাধা কিম্বা পথ করের কোন পথে যে মেছু কি সাঁকা প্রভৃতি হইয়াছে সেট গাঁড়গরান কি পথের ধামি করিয়া বা বাঁধা দাঁড়ানোর বা তাহার ভাঙা হইতে পারে এমন ভাবে তাহার ভাঙা দাঁড়ানোর বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির রোপিত বা তৎপার্শ্ব গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের পার্শ্বের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথে বা তাহার ভিত্তি নিষ্কট স্থান দিয়া তৎপার্শ্ব মর্দমার কোন বাঁধে কিম্বা কোন সাঁকোর মীতে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটির নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেলে, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন জিনিস কি গবাদি কি হস্তী গাঁহাইলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। জিলাব কোন বা সাঁকো মেরামত করিবার সময়ে, মেরামতকরণ কার্যের অধিকতা ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি পথের যতদূর মেরামত করা যাইতেছে তাহার উপর দিয়া বাঁধিয়া অথবা লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু বাঁধিয়া অথবা লইয়া যাইবার জন্য এই পথের নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া দিবে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উক্ত বাঁধা অমান্য করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্ব পথ কমিটির কোন মর্দমার পাট ভাঙাইয়া রাখিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন পথের বা তৎপার্শ্ব মর্দমার বা ঢালু স্থানের উপর স্থলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বীণের কি বেড়ার দণ্ডনকারের কিম্বা তাহার উপর যাইবার রুঁহ থাকে [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1881.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Padma and Nobipura on the other, which was hitherto known by the name of Kupgunj ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemandap road, in Dolemandapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunia 5 biswas and 5 gundas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Bhursung tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to Gupeenath Parihari, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Paekpara, pergunnah Nisarat Shai, in the town of Naraingunge, Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 dhoores of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Paekpara road; on the south by the houses of Amir, Khudabux, Nazim and Kazim Bhua; on the west by a ditch east of Arot Sardar's house; and on the east by the low land west of Nadar's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

উহার প্রতি ঐ গাঁতানি কাটিয়া কেলিবার কি সুবিধা নিবারণি প্রকাণ্ডপুরে ঐ অবরোধক জব্দা স্থানীয় করিবার আদেশ হইলে তিনি বালাতর ঘণ্টীর মধ্যে ঐ আদেশকে কার্য্য করিবেন, না করিলে পঞ্চমিষ্টী অত্যধিক ১০০ মন উপার্জন আদায় করিতে ঐ অবরোধক জব্দা স্থানীয় করিয়া অর্থসংগ্রহে সারিগেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন ।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়িওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী বাঘার জিহ্মণ থাকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজার পথ দিয়া বাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আনিতেছে দেখিলে আপন বাম হিন্দু দিয়া বাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২৫ ছুই টাকার অমদিক দণ্ড ।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটী উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২৫ ছুই টাকার অমদিক দণ্ড ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জিহ্মণ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পান্সা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেরাঘাট নামক যে খেরাঘাটে অসংখ্য খেরা চলিতেছে সেই ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেরাঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিশিপালিটীর সীমার অন্তর্গত কোল-মণ্ডলশাহিতে কোলমণ্ডল নামে খাত পথ পরিণত করণার্থে পুরী মুনিশিপালিটীর অর্থবारे গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহ্মণ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কত্টিমতে স্থানান্তরিত ১ গুণ্ড ৫ বিঘা ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাপের ১৭৪২ বাগান, পূর্ব সীমা ভুরমঙ্গ গাভ, এবং উক্ত গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁচা এড়ার, তাহার মাপের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপীনাথ পাণ্ডার বালিয়া খাত মাপের ১৯নং জমি, এই ভূমিতে রান আদার বাড়ী আছে ।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মগুরস্থ নসরৎ-শাহী পরগণার পাটকপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিশিপালিটীর অর্থবारे গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহ্মণ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কত্টিমতে স্থানান্তরিত ৪৪৪ নীচ ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাটকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আদার, খোন্দাবর, নাজিম ও কাজিম জুইয়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আদার সঙ্গারের বাড়ীর পূর্ব-দিকের গাভ এবং পূর্ব সীমা আদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি ।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Panchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Panchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoores of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the beel and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

My telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling.

To—Bengal.

From—Simla.

From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাষ্ট্রকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থী ২৫ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চায়তের জবানীপুরে চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার সাধারণ মুন্সিগণালিঙ্গীর অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত। পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২০১৫ নং বোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চায়তের ৬ খণ্ডের ৭ উপখণ্ডের ২০৬ নং বোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে ইচ্ছাশ্রমে সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এস, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—রাষ্ট্রকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থী ২৫ জালা জিলার অন্তর্গত খিলিপুর পরগনার খীপুর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের অন্যে সাধারণ মুন্সিগণালিঙ্গীর অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত ২৪ কাঠা ও দুই পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা দিল্লি ওড়ির কর্তৃত্বনি. দক্ষিণ সীমা চাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেনিয়ার বাগুর পূর্বদিকের গল্লি, এবং পূর্ব সীমা বিল ও হিরেমন কামারের বাগুর পশ্চিম দিকের গল্লি।

ইহাতে ইচ্ছাশ্রমে সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এস, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আবার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহেতু বঙ্গদেশের সাধ উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টে এসম্মে B ডিবি ৫ নং টাইম বিধি প্রবল করিবার অনুমতি প্রদত্ত।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এসম্মে রেজিডেন্ট সাহেব তাঁর বোম্বাই এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজান্দ্রিয়া হইতে নিম্নলিখিত মর্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—“ভারতবর্ষ ও সেগমের বিরুদ্ধে কান্টোইন ধাওয়া করিতে কইরে বলিয়া পেরিয়কে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিয় হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহা নিগণে কান্টোইনের নিয়মাবলি করা যাইবে”।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—“পেরিয়কে ৩৪১ তারিখে প্রথম সতর্কণে সাবধান করা গিয়াছে”।—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এসম্মে কান্টোইনের যে সকল নিয়ম ধাওয়া করা গিয়াছে, পেরিয়ে তাহাই প্রবল করা যার।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
মার্কিনিলে

সিমলা হইতে
হোমডিপার্টমেন্টে টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

জিহুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বঙ্গের জাহাজ পাঁছছিলে কান্টোইনের নিয়মাবলি ধাওয়া হইবে।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টে সেক্রেটারী দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৯ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগস্টের বিজ্ঞাপনে জিহুত ও পার্শ্বকীয় জিহুত জিলার অধাগত সীমা ভ্রমক্রমে হুজুফা বা করনালিঙ্গ পাছড় ফোনেন শেষ হয় বলিয়া লিখিত হইয়া

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khuesajuri nuddes, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government letter No. 1263, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 542, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mein, Deputy Conservator of Forests of the third grade, in Assam, with effect from the date on which this officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 26th March 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem (Part I, page 314), and in exercise of the powers vested in him by section 46 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

ছিল। জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে জিহট ও পর্কতীর ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত নিম্নলিখিত সীমা এইকথেনে প্রকাশ করিলেন।—

জিহট ও পর্কতীর ত্রিপুরার মধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম মুখে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্যের ৬২ সালের মানচিত্রে লিখিত এই নদী হইতে এক্টিয়ারপুরের পালা জন্ত পর্য্যন্ত যায়। তথাহইতে এই সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের মির্জিটে ও তারতবর্ষের সরবেরর জেনারেল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬২ সালের ৩১ মার্চের ১২৬৪ নং গবর্নমেণ্টের পত্রাভূলায়ে আশিষ্ট পালা জন্ত দ্বারা জমিতে চিত্রিত হইয়া হজরুড়া বা করলা-নিরন পালাকু স্টেশনের খাঁড়া পশ্চিম লম্বাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়। তথা-হইতে এই নদীর ওদিকে জিহটের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের মির্জিটে হজ-রুড়া বা করলানিরন পালাকু স্টেশন পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের ৭ উপখণ্ডের কার্যের অন্যতম ভাৱ প্রাপ্ত একশেকটিং ও আশিষ্টা-ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল সোনচক্কের খালেতকতুপক্ষে ৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারায় মির্জিটে কার্ধ্য-পক্ষে অর্ধ্যাংশটওয়ার্ডের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধাৱা বা খালের রেট আদায়করণ সংক্রান্ত আইনের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত এই মাসের ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারামতে জীহাদিনকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেন্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্ধ্যার্থে বন-রক্ষকের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব, একটিং আশিষ্টা-ইঞ্জিনিয়ার জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-বাগ বনখণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্ধ্যাকরকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি অযুযোদিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালাযো হাজারীবাগ ও সিংহচুম মাঝে এতাবৎ খাঁত বনখণ্ড একত্র করিয়া ছোট নাগ-পুর বনখণ্ড করা হইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব জোটনাগপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্ধ্যভারও গ্রাপ্ত থাকিবেন।

আশিষ্টা-ইঞ্জিনিয়ার জীবুত সি, এ, জি, লিলিংহাম সাহেব পালাযো উপ খণ্ডের কার্ধ্যের ভার পাইবেন।

একটিং আশিষ্টা-ইঞ্জিনিয়ার জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেব সিংহচুম উপ খণ্ডের কার্ধ্যভার গ্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় জেনারেল ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এ, জে, যেন সাহেবের নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অযুপস্থিতকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দত্ত একবৎসরের নিয়মিত ছুটী এই কার্ধ্যাকরক যে তারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ জেনারেল ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় জেনারেল কন্ড করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চের বিজ্ঞাপনানুসারে এই জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেবের ক্রতি ১৮৭১ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্ধ্যকরিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি কলিকাতা বন্দরে প্রবেশকারি সকল আহার্য বন্দরীর মাসুল দেওন ঘাইতে যুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chand Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bhushu Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coomar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossami.

Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif of Mouvie Bazar, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, during the absence, on deputation, of Mouvie Hafiz Abdul Karim.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Kali Pada Mookerjee, Second Munsif of Habiganje, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Khetter Nath Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kali Pada Mookerjee.

The 1st May 1884.—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Surya Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kharakpore Bench, in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bonowary Lal Datterjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench, in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1852, the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Bench at Choudanbari, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MENIES.—*The 12th May 1884.*—Baboo Koylash Chandra Mozumdar, Munsif of Bagurhat and Khoolna, in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PRASOBY,
Secretary to the Govt. of Bengal,

[Government Gazette, 20th May 1884.]

ବୁଦ୍ଧିଭାଜନ ଡିନାଟିଫିକେଟ ।

२०२८ A नवम्बर ।

১৮৮৪ সাল ২৯ অক্টোবর।—মুর্শিদাবাদের কিলকালোম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
ক্রীষক বাহু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেনীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাটলেন।

ময়মনসিংহের একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও ডেপুটি কমিশনার জয়ুত বারু চৌধুরীসহ মোট দ্বিগুন
শ্রমিক ম্যাজিস্ট্রেটের অসহায়তা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—ঐযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিরাপপুর কেন্দ্রাল বেঞ্চের
অর্থৈকনিক বাজিফেটের নামভাণ্ড করণার্থে যে পত্র পাঠান ঐযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা
প্রদত্ত করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ার পরে প্রথম শ্রেণীর কিরৎকালীন মুমসেক জীবিত বাবু কালীকুমার বসু সেট শ্রেণীতে স্থায়িকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ বসুর পরিচক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিরৎকালীন মুনসেফ ঐযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবারে তৃতীয় শ্রেনীর তির্যকানীন সুমলেক ঐযুত বাবু মহেশ-
লাল গোস্বামী সের শ্রেনীতে স্বাক্ষরপে লিখিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পরিবারে ৮৮তম শ্রেনীর কিরকানীন মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সিং মেই শ্রেনীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

ঠাকুরাণোপলক্ষে শ্রীযুক্ত বোলবী বাগিচা জাদুঘর পরিষদের অধুনা প্রতিষ্ঠা কালে ত্রিহস্ত জিলার অন্তর্গত বোলবী বাগাচের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উবাচীচরণ চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিবর্তে মুনসেফদের প্রথম প্রণীত হু হুতলেন।

শ্রীযুত বাদ সৈয়দাশু চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে বালাহর জেলার অন্তর্গত সিমিনাহর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতেশ্বরী শর্মা ১৫ টোপাখারের পরিদর্শক একটি জমিদার অধ্যক্ষ করিগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ
শ্রীযুক্ত বাবু সীতেশ্বরী শর্মা ১৫ টোপাখারের পরিদর্শক একটি জমিদার অধ্যক্ষ করিগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ

জীবিত বাবু কালোপন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জগন্নাথ অদ্বৈত জাঠী-নাথের একটি মুনসেফ জীবিত বাবু হেতুনাথ নগ কথিতকালের নিমিত্তে চূর্ণা জেলার মুনসেফের পদে শিক্ত হইলেন।

১৯৮৪ সালে ১ মে ১-শাহাবাদেবর কিংকালীন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর উজ্জ্বল বসু রামানুজ মহলারামন লিখিত প্রথম প্রেরণিত মাজিষ্ট্রেট-র কমতা গাইলেন।

শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিযুত বাবু হরকামল ভট্টাচার্যকে বুজের জিলাৰ অন্তৰ্গত ধৰমপুৰ বেঞ্চ আৰ্থিক মাফিক্টেটৰ পদে নিযুক্ত কৰিষা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মাফিক্টেটৰ ক্ষমতা দিলেম।

শাখাবান্ধৰ ক্ৰিয়াকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্ৰেট ও ডেপুটী কালেক্টৰ জি.যু. বাবু ধাৰকানাথ
নুখোল, যিহাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মাজিষ্ট্ৰেটৰ ক্ষমতা পাইটলম।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—জিহুত বারু বনগুয়ারী নাল বড়োপাখার হুগলী জিলার অন্তর্গত জাফানোবান জেনরল বেজের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকী গ্রহণ করিলেন।

জিযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ফোজনারী বোকন্দয়ার কারিগরগণী বিষয়ক ১৮৮২
সালের ১০ আইনের ৫৬৭ ধারার শেষ প্রকল্পমতে সম্মত করিয়াছেন তিনি চট্টগ্রামের ক্রিয়াকর্মী
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জিযুত বাবু প্রমথকুমার দত্তকে ফোজনারী বোকন্দয়ার ইংরেজী ভাষার সাফা লিখিয়া
লইবার কর্তব্য নিশ্চয় ।

জীবিত লেপ্টোমেন্ট গবর্নর সাহেব শ্রীযুক্ত বারু কালিদাস গুপ্তকে অলপাটুঙা জিলার অধর্নত
বোম্বার চন্দনভাড়া বেড়ে অটোরনিক মালিষ্ট্রিটের পদে নিযুক্ত করিয়া কৃতীয় শ্রেণীর মালিষ্ট্রিটের
কর্মতা দিগেন।

মুনসেফদার ছুটী।—১৯৮৪ সাল ১২ মে।—যশোর জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুনসেফ জি.যু. ৩ নং কেল্লাঙ্গা মহকুমার ১৯৮৪ সালের ৩ আশ্বিনে যে ছুটী পান তৎসম্বন্ধিত সিভিল কার্ধ্য-কারকদের ছুটীর বিধির ৪ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণেতে প্রকৃষ্ট দিনের ছুটী পাইলেন।

અનુ, વિ, બીજક,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[পূর্বঘনেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13th May 1884.

No. 204.—Transfer.—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

No. 205.—Notifications.—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

Name.	Rank.
Mr. R. T. Faulkner	Assistant Engineer, second grade.
.. C. A. White	Ditto ditto.

No. 207.—Promotion.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
.. G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
.. M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
.. C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
.. A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
.. A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
.. A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	23rd November 1883.	Ditto.

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13th May 1884.

No. 210.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.O.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

১০৪ নম্বর ।—স্থানান্তরের প্রেরণ ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিফাউট ইঞ্জিনিয়ার জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে রাজকাঁথোর স্থানের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-বৈজ্ঞানিকী খণ্ড কর্ত্তে মজানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

১০৫ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—সারানী-কটক রেলওয়ে সড়কের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিফাউট ইঞ্জিনিয়ার জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে এট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষার পরীক্ষা দীর্ঘ হইলেন ।

১০৬ নম্বর ।—নিয়োগিত ইঞ্জিনিয়ারেরা এট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষার পরীক্ষা দীর্ঘ করিলেন ।

নাম ।	পদ ।
জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে	দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিফাউট ইঞ্জিনিয়ার ।
.. সি. এ. ওয়াটস সাইন্সে	এ

১০৭ নম্বর ।—পদবৃদ্ধি ।—জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন ।

নাম ।	যে পদেইহেত ।	যে পদে ।	তারিখ ।	পদবৃদ্ধির কারণ ।
জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে	নিম্নলিখিত চূড়ান্ত প্রথম শ্রেণীর আর্সিফাউট ইঞ্জিনিয়ার	১ম শ্রেণীর একম-কিটিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৩ সাল ১ মে *	অধি ।
.. সি. এ. ওয়াটস সাইন্সে	কিউকান্টারী প্রথম শ্রেণীর একম-কিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এম. জে. মকটন সাইন্সে	কিউকান্টারী প্রথম শ্রেণীর একম-কিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. সি. জে. কে. ওয়াটস সাইন্সে	কিউকান্টারী ১ম শ্রেণীর একম-কিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এ. এম. সাইন্সে	এ	এ	এ	এ
.. এ. এম. সাইন্সে	এ	এ	এ	এ
.. এ. ই. ওয়াটস সাইন্সে	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২৮ মে	এ

* বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১১ নং ডিক্রীতে প্রকাশিত ওয়ার্ডার দ্বারা ।

জলসেচন বিষয়ক ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

১১০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজস্বীয়া কাঁথোর নিমিত্তে অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের সংস্কার করণ সম্প্রদায় যীথ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজস্বীয়া অর্থদ্বারা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তক ভূমি মঞ্জুরা আদেশক, বঙ্গদেশের জি. ডি. টি, এচ, ক্রৌস সাইন্সে রাজকাঁথোর স্থানের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-বৈজ্ঞানিকী খণ্ড কর্ত্তে মজানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

এস্থানটি আঁঠো প্রাঙ্গণ করা থাকিতেই যে, উক্ত কাঁথোর নিমিত্তে খুশন জিলার অন্তর্গত জেল-পাড়া খালের পূর্ব তটস্থ ছিলকী পরগনার কাঁথোর আঁঠো আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন । উক্ত ভূমি আঁঠো ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ চৌম্বিক ১১১০ চতুর্ক পরিমিত । এই ভূমির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কাঁথোর আঁঠো আর এক পশ্চিম সীমা জেলপাড়া খাল ।

ইহাতে যীথদ্বারা সম্প্রদায়কে উদ্ভাবিতক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এক, ই, এম. নীল, মেজর, এম, এম, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটি গেজেটের ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আশ্বিন তারিখে অনুমোদন করিয়া, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আশ্বিন তারিখে যাহ্মন-বর জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণ অধ্যয়ন নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

৩৮৩। মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কমিশনার-দিগকে ক্ষমতা দিয়া আইন ।

৩৮৪। মুনিসিপালিটির ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল কর হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “ ৩৮৩ ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

এই আইন ৩৮৩ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে বাস্তবে ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে আইন : তাহাতে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

২ ধারা । হাবড়া মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে মুনিসিপল কর হইতে পোলীসের খরচ দিতে পারিবার কথা । যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কর এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

৩ ধারা । উক্ত দুই মুনিসিপালিটিতে নিযুক্ত বা কর্মকারী সমুদয় পোলীস কর্মচারী ১৮৮১ সালের ৫ আইন মতে পোলীস নিযুক্ত হইবার কথা । যে আইন ২৮-কালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলীস সেবাস্থার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

৪ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্ণোক্ত একাংশ মুনিসিপালিটির আয়বায়ের অনুমানের তাহা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের জন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের লক্ষ্য হয় সেই বৎসরারম্ভ হইবার অন্ত্যন তিন মাস পূর্বে তাহা মুনিসিপল কমিশনারদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।

৪ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সার্জিষ্টের নিকট পাঠ্য এবং কলিকাতার শাখানগরের অনুমানপত্র কলিকাতা মগরের পোলীসের কমিশনার সাহেবের প্রাপ্ত কবিরে; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস হল রাখিতে হইবে তাঁহার সংখ্যা, গঠন ও বেতন এই অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

৫ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনারগণ সভাগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও শহর কমিশনার সাহেবের নিকট কমিশনারগণের অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়া পাঠাইবার কথা।
এই অনুমানপত্র সিংহনা কমিশনার দেখিলে পর এই সভায় উক্ত যে কোন কমতা বা অপরি নিপিবদ্ধ করেন তাহা সম্বন্ধিত এই অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত জিলা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টে পাঠাইবেন।

৬ ধারা। প্রাপ্ত যে অনুমানপত্র প্রেরিত হয় তাহার গবর্নমেন্ট তাঁহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং তাঁহা বা তাহার কোন অংশ অনুমান বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই অনুমানপত্রে পোলীসের যে শহরের বিধা পাবে তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের আশ্রিত মুনিসিপালিটির নিচে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহাও স্থির করিবেন।

সিদ্ধান্তে যে শহর নিচে হইবে তাঁহা মুনিসিপালিটির আশ্রিত হইবে তাহার মোট মূল্যের অর্ধেক দুই টাকা অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমো-

দিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

৭ ধারা। পূর্বে প্রাপ্ত মুনিসিপালিটির নিচে হইবে স্থানীয় স্থানীয় গবর্নমেন্ট যত টাকা স্থির করিয়া দেন তাহা ১৮৮৫ সালের দ্বিতীয় মুনিসিপাল আইনের ৭০ ধারামতে প্রাপ্ত হইবে মুনিসিপাল অনুমানপত্রে লিখিত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে তারিখ নিদেশ করেন সেটা তারিখে ট্রেজারি কন্ট্রোল মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে কমিশনারগণের নিচে হইবে।

৮ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের সুবিধান করিবার) ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয় আইন কলিকাতার শাখানগরের পোলীসের উপর যে কোন কমতা বা শক্তি কমিশনারগণের পোলীস কমিশনার সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথা তাহা সেই কমতা বা শক্তিতে বর্ধিত হইবে না।

তার উক্ত ১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের ইমপ্লিমেন্টের জেনারেল সাহেবের প্রতি যে কোন কমতা ও শক্তি অর্পিত হইয়া গেল, তিনি উক্ত শাখানগরের অন্তর্গত পোলীসের উপর সেই কমতা ও শক্তি টালাইতে পারিবেন না।

সি. এচ. রাউলী.

১৮৮৭ সালের ১৫ জানুয়ারি

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII. ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
উপভোগ্য প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

নিম্নোক্ত নোটিস।

এস্তাহারনাগা বাহারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫২ সালের ১১ তারিখের ১০ খারানতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মতালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ বিস্তারিত বাতী দাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাস্তব: সন ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে ১২ তারিখ শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম দরী যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তাহারের জন্য দাবী হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাজুরী কিং কাকদবাড়িয়া ওগরহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ ... ২৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৮২ সালের ১১ তারিখের ১০ খারানতে ৬২৫ ১ মন্তি ১৩/১২ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট এজমালিতে দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ নামে ৮/১৪৭ মন্তি ১১/১৫৫৫৫৫৫— আনার কতি সন ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চ ২৪৩১৫/১০ টাকার ভাণ্ডার সন ১৯২০ সালের লাই ফালগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকার দাবী হওয়া নিলামে হওয়া গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনজগলি ওগরহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগরহ সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ ... ২১১২৬৫/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৮২ সালের ১১ তারিখের ১০ খারানতে ৬০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগরহ নামে ১/১২ আনার কতি সন ১৯২০ সালের ১১/১৫৫৫৫৫৫ টাকার ভাণ্ডার সন ১৯২০ সালের ১১/১৫৫৫৫৫৫ ফালগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২২ ১১/২০ টাকার দাবী হওয়া নিলামে হওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক

টেকলামাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১/১০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইন্সের ১০ খারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্টে একমা-
লিতে টেকলামাথ বিখাস ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬১০ ১১ টাকার তাহার
সন ১২২০ সালের সাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬১৮৪ টাকার বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরক যজুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গররহ সদর জমা দার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৮৬৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আটনের ১০ খারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্টে
একমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১৮১১১ - আনার কাত সদর জমা দার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকার তাহার সন ১২২০ সালের সাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাবে ১২ ১৮১০ টাকার বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আটনের ৬ খারার বিখাসুসারে ইকো খারা সকলকে জানান বাইজেন্দে যে জিলার
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মণাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিনসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আদায়
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাশা
নিলামে নিঃবলণে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ অপ্রিল।

তফসীল।

ক্রমিক নং।	খাল বেজেন্দে নং।	সংক্রান্ত এ বেজেন্দে নং।	নাম মাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আদায় ১৮৮৪।	টেকিয়াত।
১২৩৩	৭২	১৮২	টোমটা পুটীরা জো- রার পাং বরদাখাত হিং ১৮১১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস উমা-চন্দ্র মেন রজ- নীকান্ত সেন। জিমতী উমাতারা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জিমতী উমাতারা ওপা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারতা পাং বরদাখাত খানে খোজা।	১৭০৮	৫৩৪	একাশ থাকে যে এই মণালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২২০ টাকার দাওয়া হওয়াছে এই জন্য খরিদারের ১২২১ সন হইতে দিতে হইবে।
১২৩৪	৭০	১৮২	ভিলচিঠা কোয়ার- পাং বরদাখাত হিং ১৮১১— ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পাং জিচাইল, রামকিহর রায় সাং চান্দরাই একাশা জামিরাবান কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জিমতী জিমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পাং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বসুচন্দ্র দাস সাং তথা দারিতানাথ দাস সাং তথা।	৬১৩৮৩	২০৬/১০	

7-5-81.

J. A. HOPKINS, Collector.

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৪২ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার বিধানানুসারে ইহা বাঁী সকলকে জানান যাঁহেতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের আশা বাঁী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাঁী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাঁহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাৱক বাঁীদা ১২৯১ সালের ১ আইন রক্ষণতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা নিলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ যে ।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাঁীদার মালিকের নাম।	সবর অধার ডাইন।	বাঁীর পরিমাণ।	টেক্সিৎ।
১	প্রথম প্রণী ইন্দুরারি বন্দ- বস্তী মহাল।				
২	নোলতপুর পা- পাথুরা।	টেক্সদ কজলে রহমান ওরফে আলী- রাখা দিগর। বাম গজাবর কর মোজা গিঠলা তৎ- সামিল পটী বাঁগান ডাঙা ও মির- পাড়া রকম /১২। আদায় সমর জমা বিঃ কুশুমকুমারী দাসী ১৫।।০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাঁী টেক্সদ কজলে রহমান ওরফে আলী রাখা দিগর সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২৮২ ৪২৫০০ ৪১০ ৪৮০০ ১০৮৩৫৮২		এই বাঁীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবে।
১০	রাধাকান্তবাটী পাথুরা।	কহিমদী মিল্লী দিগর ... বাম কাজি আফালদী মিল্লী ৪০৮১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাঁী কহিমদী মিল্লী দিগর সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪।।৩১১ ২৪৫০০ ৪২৯৮/১১	১২২।।৩১ ৪১।/০	এই বাঁীর জমা এই অংশ নিলাম হইবে।
২৯	বসন্তপুর পা- ভুরগাউ।	মেথ হাকিমদীম আদায়ন দিগর সমর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১।/০ আদাকে ষোল আশা করিয়া তাহার রকম ৩৪ আদায় সমর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১৮৮৮ ২৪২৪/৩	৪২৯।/৩	এই বাঁীর জমা এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৫	মণলঘাট পা- মণলঘাট।	দুর্গাচরণ বাঁী দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৮১১.৩৪ আদায় সমর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭৮৮৮/ (৮) ৩৮০২/১	১২২৬৩৮২	এই বাঁীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৮	সীতখালি পা- বাঁীদা।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনোজার ইন্ডেট গির্জানীথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আদায় সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৮/০	৫০	এই বাঁীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পর- গনার নাম ।	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সমস্ত কিস্তির ডাইন ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেক্ষিপত্র ।
৪৫	এখম জেলী ইন্সফুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । চাপাহাতি পাং পাতুয়া ।	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৪৮১১/০	৩৪১/০	
৪৬	ঐ ঐ ঐ	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬৮/০	১১৩১/১৭	
৪৭	মাথাপতি পাং পাতুয়া	সৈয়দ আল মজহর দিগর ... এক অংশ-১৭ মন্দী রুম ১২৪৬ আনার সমস্ত জমা এই উপস্থানায়ন মন্দী দিগর রুম ১১৮ আনার জমা এই ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । মন্দী সৈয়দ আল মজহর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭০০৫/১১ ২২৪/০ ৩১৪/০ ৪৮৮/০	২২৪/১	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৪৮	ঐ রামজলাল পাং মণ্ডলঘাট ।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নার লকের তরফে শরৎকুমারী দামী রুম ৮৫ আনার সমস্ত জমা এই ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১২০৭৪৫/১ ২৭২৫/০	২৩২/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৪৯	ঐ গুড়বাড়ি পাং চৌমুড়া ।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে খোঁপালচন্দ্র মোহন গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মোজায় মোলজানা সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৩৫২৫৫/১ ৬২০/০	৪৭২/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৫০	ঐ সেরপুর পাং বাঁকিয়া ।	মেথ কানৈরবকম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নার লকের তরফে শরৎকুমারী দামী রুম ১১/ আনার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১০০১১/৬২ ৫৮৪৫/১১	২০১৩১/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৫১	ঐ খালড়া পাং খালড়া ।	রাণী লালমণি দিগর ... রাণী ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- নাথ দামী রুম ৫০ আনার সমস্ত জমা উপর্যুক্ত মুখোপাধ্যায় রুম ১০ আনার সমস্ত জমা এই অংশের প্রায় পাঁচভাগ রুম ৫০ আনার সমস্ত জমা উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । রাণী রাণী লালমণি রুম ১০ আনার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	১০০১১/৬ ৭৭২/০ ৬৫২/০ ১২৮৫/১ ২৭০/০ ৬৫২/০	১৭১১/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।

ক্রমিক সংখ্যা	বহাল ও পরগনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার জাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেক্ষিরূপে।
১১৭	প্রশান্ত জেনী ই- সুসুয়ারি বন্দ- বস্তী মহল। রাউজার পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাম আমানন্দমণী দেবী এডভিকিউটর ইন্সট্রুমেন্ট হুদাএমসহ তার রকম ১/০ আনার সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত মালিক পুর ও বৈদ্যবাণী ও অস্তিরামবাণী ডিন মোজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ৬/০ আনা সদর জমা। প্রশান্তনাম গোস্বামি রকম ৬৯১ = আনার জমা।	৭২৬৬৩ ২২৬৭৬০ ৮২৬০ ১৫১১০		
১১৮	মল্লিকচাঁদী পং নৌর।	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না। প্রশান্ত নাম গোস্বামি দিগর ... বাম রাধিকাপ্রশান্ত গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী প্রশান্তনাম গোস্বামি দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৪৬০১/০ ২৬২১১৬১ ২২৬৮৮২ ৭৪২৮ ২২২১৮২	৩১০/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১৯	চাঁতরাবান্দ পং বোর।	ইহার পৃথক হিসাব হয় না। রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাম বাঁশানন্দরী দেবী রকম ৬১০ আনার সদর জমা। মিস্টার লাহিড়ি রকম ১/১৬ আনার সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২১০/১০ আ- নার সদর জমা। অকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১৭ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ শাল দিগর রকম ১০৬০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী বাঁশ চাঁতরা বাসু- দেবপুর, বেজুড় ও মোজার রকম ৬৮১০০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬৮ ৫১৬৭০ ৮৮১/০ ৩১৬০ ১১৭৭৭০ ৫১৫৮ ২২৪১১/৫	১৬৯১/৪	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদারি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুরচর পং পাটমহল।	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। অমৃতলাল সেন দিগর ... বাম পূর্ণচন্দ্র তার রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২০২৬০ ১০৬৮০৯২ ৪৬৪১/৬ ৪১৬৪১	৭৬/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পঞ্চ- নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর আদার জাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেক্সিট।
২১৪৮	মোনাশিবদাস অপূর্ণপুর চাক- রানপাং সিংহর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর আনা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মালিকলাল শীল নাটালগের ডরক শরতকুমারী দাসী দিগর। বাস কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার আনা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা আনা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ ৪০৬৮৪ ৬৫৬৮/৫ ৩২৩৫৮/০ ১৩১১/০ ৫২৫৮০	২১১	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩	প্রথম জ্যোতি ক- সুধারি বন্দ বস্তী মহল। চুটীপুর সা- মিল জমর পূর্ব পাং চুটী- পুর।	বাঁকী মালিকলাল শীল নাটালগের ডরক শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব তার ১০ আনাকে ঘোষ আনা করিয়া জাইন রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩১৮৫ ৭০৬১৮ ৪৮৫৮০	৪২৮৮ ১১৫০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৭	জো-কুল পাং চুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১৮৭	৯২৫৮/৩	
৪১৪৯	মামদপুর বাটকে পাং চুটীপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে কবিনাথ চন্দ্র পাণ্ড রকম ১০ আনা আনা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৫৮/০১১ ১৫৪১০	৩৯৮/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৯০	মোনাশিবদাস হাওড়ার পাং গোর।	নাথী লালনমণি দিগর ... বাস ব্রজনাথ জৈনানি রকম ১/ আনা সদর আনা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬৮১ ২২৭/০		
৪১৮৬	প্রথম জ্যোতি ক- সুধারি বন্দ বস্তী মহল।	বাঁকী বাণী লালনমণি দিগর রকম ১১/১০ আনা সদর আনা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৮৮	৬২১৮৮	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৪১৮৬	গোবিন্দপুর পাং আনা দি।	মালিকলাল শীল নাটালগের ডরক শরতকুমারী দাসী।	১০৪০৭৭	৩৫২৬৫৯	
১৭৯	মোনাশিবদাস গুণীনাড়ার পাং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেকার কানট গিরজানীথ রাই চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১৮ আনার মালিক গুণীনাথদেব সেন সদর আনা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৫৭ ০০৬৭	৩৮ মার্ক কি- স্তীর বাঁকী ১০৫৮/০ ১০ জামুয়া কোঁড়ো বাকী ৮৯১১ ৬ ১৯৩৫৮৯	এই অংশ ১৮৮৪ ২৪ মার্ক নিলাম হওয়ার খরচের কেন্দ্র মায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা বা- মেওয়ার প্রব- হার টানা অফ করা গিয়াছে। অ- না এই প্রথমখরি- দারের দারিদ্রে ও ক্রিকে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।
		রকম ১/১০ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর আনা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১১১০	২৮ মার্ক নিষ্ঠী। ১৬/৯ ১০ জামুয়ারি ১০৮০৬ ৮৮১১০	

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীর জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদার জন্য আগামি ২৩ জুন বোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিলা ওতরে একাণ্য বিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক সংখ্যা।	মহাল ও পর- গনার নাম।	খালকের নাম।	ঘোট নম্বর অন্য।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের নং রকম।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগগ- পাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১০৬২৬৩	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে অত্তর হিসাবের ১ হি- স্যা জুরেজনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আনা।	১০৫৬৬২	৩০
২৮	পং বিলকি কিং কেড়াগ, ছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০৬৭	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০৬৭	১৭০৬১০৮
২৯	পং খলিলখানি কিং খালিলখানি	বৈলাসকাছিনী দেবতা দিগর।	৮২৭৮১১	৫ ...	৮২৭৮১১	১০০৮১১
৩৪	পং বিলকি কিং গজকপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৩১১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন রকম ১২ গড়া।	১২৩৬০	৩৩১১/১
৬৭	পং ডালিমপুর কিং ডালিমপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২৬৩	১ হিস্যা ...	৫৭৪৬১	১১০৬৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	জ্ঞানকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২১/৬১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২/১১	১২০৮৬২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুদিয়া।	মুর্শীচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫৬৩	৩ হিস্যা খুলনাী আতা- বকীল আহম্মদ রকম ১২ গড়া।	৫১১১১০	৩৬৫
১১১	পং বাজিচরণ কিং বাজিচরণ।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	১১২১১১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ৮৮৫৫ বাকী।	৫৮২১/৮	১১/৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকানি।	খাকমনি চৌধুরী দিগর	৭১২১৬১১৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২১৬১১৮	৩৩১৬৭৮
১১৭	পং ডালুকা কিং ডালুকা।	জ্ঞানকুমার মোহ দিগর...	১৪২৪৩৮৬৮	১ হিস্যা বেহেমউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮৮/১১১/১৫	৮৫০১৮	২৫৮/৭১১
১৫১	পং বুড়ুন কিং ডাতিয়া।	মুর্শীচরণ লাহা দিগর ...	২০০২২১৩	২ হিস্যা বাকী আনা...	১০১১১১/২	৩৫৮
১০২	পং মলই কিং মলই।	শাক্তীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২২৭২/১১১	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২২৭৩৬	৮৭৩৮৬৪
১৫৬	পং সর্পাকপুর কিং সর্পাকপুর।	জুবনমোহন মহম্মদার দিগর।	৫৪২৮৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মহম্মদার ০৭ ১০ আনা।	১০৭১০৫	৩১/০১১
১৬৬	পং জ্ঞানকুমার কিং ১৬৫ নং লাট আজুনি রমজান নগর।	জহিরদি সর্দার দিগর	১৮৮৪২	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪২	১৪০০৬
১২১	পং মলই কিং বা- জিচরণ।	শাক্তীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০৬১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাট দাতিয়া।	৮২৬	০২৬/০১১

Khoolna Collector's Office,

The 6th May 1881.

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া গাইতেছে যে সন ১৮৭১ সালের ১১ আক্টেম্বর ৬ খারীমতে জেলা মুরশিদাবাদ সংজ্ঞার নিম্নলিখিত মাফাসসন ১২২০ সালের লাক্কী কালগুনের বাকী রাজস্ব ফালার জন্য সন ১৮৮৫ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১৮৯১ সালের ১১ আক্টেম্বর মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য মিলায়ে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল ইতিমধ্যে ১২ খৃস্টাব্দ।

ক্রমিক নং।	মাফাসের প্রকার।	ভৌমিক নং।	মাফাস মালিক ও পরিগণ।	নাম ভাটকদার।	সময়কথা।	বৈশিষ্ট্য।
১	প্রথম জোঁর মাফাস।	৪৪	ভরফ কালুয়া ৭০০০০০ বক পুর।	কৃষ্ণকান্ত রাই কমলাকান্ত রাই গোপীকান্ত রাই প্রভা- বতী দাস। মাঝা আনি কৃষ্ণপ্রসাদ রাই দাবালগ।	৩২২৪।০৭	এই মঙ্গল মধ্যে প্রভাবতী দাস। ও কমলাকান্ত রাই পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাবে কৃষ্ণকান্ত রাই রাই ও গোপীকান্ত রাইর এজমালা অংশ ১০ আনার কাল সমর জন্য ১৬৪৭।৪ টাকা মিলাই হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ভরফ কালুয়া ৭০০০০০ বক পুর।	ঐ	৩২২৪।০৭	এই মঙ্গল মধ্যে প্রভাবতী দাস। পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রাই গোপীকান্ত রাইর এজমালা অংশ ১০ আনা বাবে কমলাকান্ত রাইর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাল সমর জন্য ১৬৪৭।৪ টাকা মিলাই হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	ভরফ কালুয়া ৭০০০০০ বক পুর।	রাই দেবতাবতী দাস। রাই হাটুর	১১৪২।১০	রাজস্ব দাকী ৪৬০৭।১১ টাকার জন্য সমর মালিক হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিম্বত মোজাপুর- ডহান পরগনে বাঁর- বক সিংহ।	জিলাল চৌধুরী দাবালগ চৌধুরী অধিনীত মুন্সী বটুকদার মুন্সী হাটাবল গোবিন্দ।	৭৩৩৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৬।১০ টাকার জন্য সমর মালিক মিলাই হইবেক।

৬	১	২০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬

ক্রমিক নম্বর।	স্বত্বের প্রকার।	ডেজির সংখ্যা।	নাম মালিক ও পরগণা।	নাম জমিদার।	সময়কাল।	বৈশিষ্ট্য।
৮	এক্স প্রেরণার নথি।	৫৩৯	কিনমত পরগণা নথি- আজাদপুর পঃ সাঁওতালপুর।	বিপিনবিহারি বিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুন্সুফজান রামচন্দ্র ভদ্রনাথচন্দ্র বনগুপ্তদিল্লী শ্রীমন্ত মুন্সুফ মোহন বৈদ্যনাথ ওকলাস মুন্সুফজান গণেশচন্দ্র গজানন্দচন্দ্র কলকাতা প্রদেশ গোপেশ্বর সেন মনসিং সংসার কামনাচন্দ্র মুন্সুফজান।	৩৩৬৫।৭	এই মালিক মধ্যে মনসিংহী সারিয়ার ও কাশী নিকট মুন্সুফজানপুরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ এখন গোপেশ্বর সেন সিংহের একমালী অংশ ১১/১২ গোপেশ্বর কান্ত সেনর অংশ ২০৬৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ৭২৬/১১।
৯	এ	৫৪১	কিনমত পরগণা নথি- খালী পরগণা নথি- খালী।	বীরচন্দ্র নীহারিচন্দ্র চৌধুরি শ্যামসুন্দরী সারিয়ার সোমসিংহী নীহারী কৃষ্ণসুন্দরী সারিয়ার গজেশ্বর চৌধুরী অনন্তসরী সারিয়ার কৃষ্ণসরী চৌধুরী।	৩৩৭৫।২	এই মালিক মধ্যে গজেশ্বর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ খালী সারিয়ার সারিয়ার সিংহের এক- মালী অংশ ৫/১১/১০ কান্ত সেনর অংশ ৫৫৬/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ১১৩ আনা।
১০	এ	৫৪২	ডিবি জাতিহি পঃ সেতপুর।	চন্দ্রমহিনী সারিয়ার কামনা সারিয়ার কান্ত বিনেশ্বর মোহন প্রমথনাথ মোহন কান্তচন্দ্র মোহন গোপেশ্বর- সরীয়ার।	৩৩৮২।১০ ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৩৭৫।৭	এই মালিক মধ্যে কামনা সারিয়ার সিংহ সিংহের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা এখন চন্দ্রমহিনী সারিয়ার এক- মালী অংশ ১১ আনার কান্ত সেনর অংশ ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০৪৪ টাকার নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭৫।১০
১১	এ	৫৪৩	কিন পঃ উজিরদার পঃ উজিরদার	বৈদ্যনাথচন্দ্র বীর কান্তচন্দ্র ও ভদ্রকান্ত চৌধুরী নরেন্দ্র ও বৈদ্যনাথ সারিয়ার চৌধুরী গোলাপসরী মোহন অগস্ত্য পণ্ডিত কামনা সারিয়ার মোহন গোপেশ্বর ভদ্রনাথ চৌধুরী চৌধুরী সেন গণেশচন্দ্র কৃষ্ণসার সারিয়ার।	১১৮৩।৬	এই মালিক মধ্যে চৌধুরী সারিয়ার সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৫০ মৌরানাৎ সেনর অংশ ৪৭৫/১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৭০	মৌজা এং পুস্তুর পথ কুমারভাড়া।	জরাজীর্ণ ওরফে লুটুয়ানসী পক্ষে মাসেকের কামিনী স্বন্দরীসাসী কৈলাসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী যুক্তকেনী চৌধুরানী হনুনাথ যুক্তকী পাতালানী চৌধুরানী চাকচাক বন উমেশচন্দ্র মিত্র ছারানী চৌধুরানী মাতা আলি নশিরদী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নীরা- ঙ্গণ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী কাহিনীকুমারী চৌধুরানী সনমোহন চৌধুরী প্রেম- লাল।	১০৬/১১৮২	এই মাসের মধ্যে; ছারানী চৌধুরানী কামিনীসাসী রথী সত্যচরণ ও চৌধুরী যুক্তকেনী ওরফে ১১ গোঁড়া বাটের চাকচাক বন সিংহের ওরফে ১৮/১৯ গোঁড়কান্ত সত্যরথী ১৯১৮/৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ১১০ পাউ।
১৩	বিজয় জেীর মাফাল	৫৮৮	চরগোষ্ঠী পং সমস- খালী	বল্লভজীসার দেবেন্দ্রনাথরায় রায় নীরাঙ্গণের আলি মাতা হিপ্তরেশ্বরী দেবী রামলাল রায় নীরাঙ্গণ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭/১	রাজেশ্বর বাকী। ১৮৮১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাফাল নিলাম হই- বেক।
১৪	প্রথম জেীর মাফাল	২৭৫০	কিং তরফ ছোসন- পুর পং আশাল নগর	লোকনাথ রায় ষাটিকানাথ রায় ও ষাটিকানাথ ঘোষ...	১১৫৮/২ ৩০১৩/৩ ৬৮/৯	১২২০ সালের লাই অগ্রহাটন জলবেদ রাজেশ্বর বাকী ১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মাফাল নিলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	জরফ কাণটি পাড়া পং আশাল নগর	রামলাল ঘোষ	১০৪২১/৫	১২২০ সালের লাই মালভুক্তির রাজেশ্বর বাকী ১১২৮/৬ টাকার জন্য সমুদয় মাফাল নিলাম হইবেক।

BRISBANE,
The 13th May 1884

J. C. VASEY,
Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ ।

বাকী খাজানার আদানপত্রের পাঠ ।

ইহার দ্বারা সর্বদা দেখিয়া যাইতেছে যে ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের অধীনস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানার এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউক এবং তাহা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সাল ২১ মে ১৮৮১ সালের ৯ টেকার্ড বৃন্দাবন তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাটিকে বিনীত ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৮০ । ৭ এপ্রিল ।

নং ক্রমিক ।	নাম মহাল ।	নাম দালিক ।	মদদ জমা ।	বাকী ।	উল্লেখ্য ।
১৬ নং	৭২ নশিরজীয়াস কামিনাতি হিসাব ১৫০ আনা নয় বেকাবের তালাক ১৮৮২ সালে ১১ আইনমতে খাজানার বাদে একদালি ।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ ।	৭১২৭২	৮২২৭৯	একদালি মহাল নিলাম হইবেক ।
	এ এ ১৮৭১ । ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং কান্দীনাতিয়া ১৮৮২ সালে হিসাব ।	কানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ ।	১৫৭০	০	•
	এ এ এ কি কান্দীনাতিয়া হিসাব ১৮৮২ সালে জিলা তপে মজদারিয়া ।	কমলচন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৭০	০	•
১৭ নং	৩৫ নেশ্বরাজমালা হিসাব ৭০ আনা ১৮৮২ সালের ১১ আইনমতে খাজানার বাদে একদালি হিসাব ।	দীননাথ চক্রবর্তী হুসৈনচন্দ্র দায় চৌধুরী গয়রহ ।	১২৭১৮০	৪২৭৮	একদালি মহাল নিলাম হইবেক ।
	এ ১৮৮২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামিগুন গয়রহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব ।	যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮/৩	০	•
	এ এ এ ...	প্রসন্নকান্ত চক্রবর্তী ...	১৪১৫৮/৩	০	•
	এ এ এ ...	জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৭১৫৮/৩	০	•
	এ এ এ ...	বৈষ্ণবচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৭১৫৮/৩	০	•
	তপে মজদারিয়া ।				
১৮ নং	পারদারোগ হিসাব ৮৮৮৮ কান্দী ১৮৮২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খাজানার বাদে একদালি ।	বৈষ্ণবচন্দ্র দায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ ।	১৪৩৩৫০	১২৮/৮	একদালি অংশ নিলাম হই বেক ।
	এ এ ১৮৮২ সালে ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাট্টা ১০০ আনা নগর খাজানার ১৮৮২ সালে	জগদীশচন্দ্র আচার্য চৌ- ধুরী দাবানগ ।	২২০৮৮০	০	•
	এ এ চাকলে পাট্টা ১০০ গড়া ও নগর খাজানার ১২২ গড়া ও বীর মজদারিয়া ৮৮৮ আনা তপে মজদারিয়া মজদারিয়া ১৮৮২ সালে হিসাব ।	চাকিলেশ্বর দায় চৌধুরী জগদ আচার্য জগদীশচন্দ্র জামিনা জামিনা পাট্টা ।	১৫৪৫০ ২১৭৩৫৮/০	০ ১২৮/৮	• অনুপূর্ণ মজদার নিলাম হই বেক ।
১৯ নং	৩৫ কুমার নগর গয়রহ ১৮৮২ সালের ১১ আইনমতে খাজানার বাদে একদালি ।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ ।	৩৩২৫/৪	০	•
	এ ১৮৮২ সালের ১১ আইনমতে খাজানার হিসাব ৮৮৮ আনা ।	বৈষ্ণবচন্দ্র দালি ...	২৪০৮/০	৪৫৮০	খাজানার হিসাব নিলাম ।
	এ ১৮৮২ সালের ১১ আইনের ১০ । ১১ ধারামতে খাজানার	জগদীশচন্দ্র গজেন্দ্রনাথ গয়রহ ।	১০২৪৮৮/৭	০	•

সং ক্রমিক।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়াৎ।
---------------	-----------	------------	----------	-------	-----------

দ্বিতীয় সেনার মহাল।

ক্রমিক নং	জগৎ বন্দোবস্তি।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৪৭৬১০ পাঁই	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
১০৮৫ নং	১৪ চারিলাতা। অরুণপুর ওরফে কাহারিয়া।	গীতা বসন্তের চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১১/০	৩
১০৮৬ নং	১৫ হুশেনবাড়ী ১৪ ভেলুয়াবাড়ি	মীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭২৭	২২৭৭	৩
১০৮৭ নং	১৬ বগানে পুণ্ডরিয়া ১৪ গাইবান্ধা	বান্দুসখী দেবী চৌধুরী পতিঃ নামঃ বৃন্দাবনচন্দ্র ৬ মণ্ডাবান্ধা পরতত্ত্বাবধী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৬০ মালিকানা ৬৪৮৭	১৪২৭১০ মালিকানা ১৩৭৭	৩

G. E. MANNEY,

Offg. Collector.

ভি-১ চট্টগ্রাম।

ইন্সপেক্টর-নাম কাছারি কালেক্টরি ভিলা চট্টগ্রাম।

উক্ত দ্বিতীয় আর্নাউন্টভিত্তি যে ১৮৮০ সালের ৭ আগস্ট, ১৮৭১ সালের ২ অক্টোবর বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আগ ৬ তারিখ মধ্যাহ্নসময়ে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেকদারি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চায়ত বান্ধী পড়া চাকর ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আনিয়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোঃ আব্দেক ১৯২১ বাকীলা ও আমাচ রোড পোমবার ফ্রেং চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওক্রে প্রকাশ্য নিলামে ২০১ পাঁচবেক ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল মওজাবান।

সং ক্রমিক নং	বর্ষ ক্রমিক নং	নাম ভালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী		মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেণ।	রাজস্ব।	সেণ।	
৭৭৩	১০১ ১০৪৭৮	পায়ে সীতাওরি। মোঃ আব্দুলগণির ভালুক রণু দেবী।	নিঃ অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮২০৬৮৮	১৪৮১১৬ ৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণ ভালুক নিলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

[সদরমেন্টে মোটেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

বাঁকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিমাছপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিমাছপুরের সম্ভাব্য বিলুপিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী খাজানাদারী এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত করিবে এবং আর্ডার অনুসারে বাঁকী রপসের মাধ্যমে আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় যেমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে করা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাদারি দেওয়া মহাল।

নম্বর ক্রমিক।	নাম মহাল ও পরিগণনা।	নাম মালিক।	সদস্য জমা।	যে বাঁকী-সংখ্যা নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১১০ নং	মৌজা চারখল, গয়রহ পরগণা দিল্লিবাড়ী।	কাজিমুলী দেবী অরুণেশ্বর চৌধুরী প্রভৃতি।	১৬২১৫৬৮	১১১৫১	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১১১ নং	মৌজা চৌলতপুর গয়রহ পরগণা রাজমণ্ডর।	উরুমাণ চৌধুরী, অরুণেশ্বর চৌধুরী রাণী উচ্চি পত্নী সৌন্দর্য চৌধুরী প্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই মহালে ২২ খহের জালখোঁস চৌধুরীর ৫০ আনা অংশ মাত্র ৪৮২১/৩ আনা সদর জমা ২৪ ডাবার হিসাবে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা নুসারে পূর্ণক আঁচে তাহা বাদে বাকী ১৫০ আনা অংশ মাত্র ১০৭৭৬০/১ পাঁচ সদর জমা ২৪ এ অংশ বাঁকী পড়ায় তাঁহা নীলাম হইবেক।
১১২ নং	মৌজা গাতিয়া- পুর গয়রহ পর- গণা কোচাবাড়ী।	দীপমাণ মজুমদার ও সৌন্দর্য ও মজুমদার প্রভৃতি।	১৭২০১১৮	২৪১৫৭	মৌজা জেজুন ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলাবমাণ মজুমদারের ১৮০ কাঠী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামতে হিসাব পূর্ণক ২৪২১ ১১০৬৪ পাঁচ সদর জমা ২৪ আঁচে এই অংশ বাঁকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৪১১১	ঐ মত দীপমাণ মজুমদারের হিসাব পূর্ণক আঁচ ১৮০ কাঠী অংশের ১১৩ ৪ পাঁচ জমা ২৪২১ আঁচে এই অংশ বাঁকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৪১৫৩	ঐ মত কালীসুন্দরী ১৮০০ কাঠী অংশ পূর্ণক হিসাবে ২৪২১ ১১০৬৪ পাঁচ জমা ২৪ আঁচে এই অংশ বাঁকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
১১৩ নং	মৌজা দারিদপুর গয়রহ পরগণা গৌল হাটী।	চন্দ্রকান্ত সরকার কলকান্ত সরকার প্রভৃতি।	১৪৮৮১১	১৪৭৭	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১১৪ নং	মৌজা খাজুরপুর গয়রহ পরগণা কোচাবাড়ী।	উরুমাণ চৌধুরী	১৬২১৫৬৮	৪৮০১৮	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

DISAGREEMENT COLLECTORATE,

The 6th May 1881.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounces tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে মিশ্রলিখিত মূল্যে পাঠিবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স তীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তীনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তীনে ২।।০ আট আনা, ডাকখানায় দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

দান সিন্‌কোনা ছাউন হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার নামা বাক্সে না, এরূপ সাধারণ জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থীক কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাঠিবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.*

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*”

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtoah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেটে ১৮। ৪। ২০ খে।]

বিজ্ঞপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত
 হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১৭
ডাকমাশুল	২১০
৩ ৫ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ খণ্ড (যাচাই ও হার্ডেনার ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আর্টিকল ও আর্টিকেল পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪৯
ডাকমাশুল	২৯
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাশুল	১০
৩ ৫ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার ও তাহার মূল্য ১০ খণ্ড পৃষ্ঠার মূল্য)	১০
ডাকমাশুল	১০

কলিভাঙা ।

সাঁওতারা ও অন্যান্য সমান মূল্য, কলিভাঙা ও অন্যান্য ডাকমাশুল দাখিলে না ।

ই, এম, বেকার,

এক্সপ্লেসর গবর্ণমেন্টের এক্সিঃ ডেপুটি সেক্রেটারী

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BAKER,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882

NOTE.—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements,—1 anna per line.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২০ মে ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই যন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট স্থাপনাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ভগ্নিহিত নগদ দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম দ্বারা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাম দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার ব্যয় এইঃ—				টাকা।
প্রায় এক পৃষ্ঠা একই ব্যয় প্রকাশ করণের	২০৯
আধ পৃষ্ঠা " " " "	১০৯
কখনই ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই নক্তি	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের যন্ত্রিসভার আইনের প্রমোজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে অনুরোধাদি দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, স্বাকার প্রিন্স কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 20th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে জিম্বুও এডউইন মরিস লুইস সাঁচের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	61—63	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন...	১১—১৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal...	493—537	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন...	৪৯৩—৫৩৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র...	বাই।
PART VIII.—Advertisements...	499—530	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি...	৪৯৯—৫৩০
SUPPLEMENT...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট...	বাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—ESTABLISHMENTS.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Manglea is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

JUDICIAL.

The 14th May 1884.

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, C.S., V.C., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhisera in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class 'II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S. TREVOR, Col. R.E.
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সিরিশতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—শ্রীযুক্ত এ. সি. মাকডেনস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৪ মে অবধি শ্রীজিমতীর বঙ্গদেশের সিলেট সার্কিস ডায়াগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

১৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়াম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত ডবলিউ. এক্. মাকডেনস সাহেব. সি. এম. ও বি. সি. আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটী এছল, তারমতমধি তিন মাসের অধুএছের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাবিধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব জের দিজেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৯ জুলাইয়ের ও তারার বিধানমতে যুজের জিলায় অন্তর্গত লক্ষ্মীগরাইর আঁমা সব-রেজি-টার শ্রীযুক্ত মৌলবী আলি কাসিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটেব্রি পাবলিকের ক্ষমতাক্রমে কাঁয়া করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ. মাকেন্জি.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের লেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এচ. বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ জুলাইয়ের অপরাহ্ন অবধি দ্বিত্ত টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের ও একটি কাঁয়াসাধের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ. এম. ট্রেনর, কর্ণেল, আর. ই.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের লেক্রেটরী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

GENERAL.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the powers of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India on furlough, on the dates mentioned opposite their names.—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nuddea, and is posted to the sudder station of that district.

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Koolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has leave granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Bhubbuaah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

২০০৩ A সম্বন্ধ ।

সাঁওতাল ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—ত্রিপুরার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে. এ. হপকিন্স সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাঠলেন ।

রাজকার্যোপলক্ষে জীয়ুত এফ. জে. সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অধ্যক্ষ সাহেব অন্য আঁ না হয়, সওয়াখালীর একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ. সি. কুর্ক সাহেব ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জীয়ুত এ. আর. মাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর মিকের স্টেট রেল-ওয়ের বর্লন্টায়র রাইকলমলের লেপ্টেনেন্ট সুরঙ্গ খাঁর কমিশান জাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সাঁওতাল পরগণার একটি ডেপুটি কমিশানর জীয়ুত এন. আর. কর্জিস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ অক্টোবর বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরসঙ্গর সিংহ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারামতে সিন সওয়াহের ছুটি পাঠলেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিম্নমিত ছুটি লইয়া আগাম মাসের পাল্লিখিত তারিখে তারত্বর্গ হইতে গমন করিরাছেন রিপোর্ট করেন ।—

জীয়ুত ডবলিউ. এম. ক্লু সাহেব, ১৮৮৪
সালের ১১ আশ্বিন ।

জীয়ুত এ. ডবলিউ. বি. পৌয়র সাহেব, ১৮৮৮
সালের ২৫ আশ্বিন ।

বগুড়ার অসিষ্টাট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত সি. এচ. ওব্রাইন সাহেব সদায়ী জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত ডি. আর. মিলটন সাহেব নিম্নমিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে তারত্বর্গ হইতে আর গমনের রিপোর্ট করেন ।

জীয়ুত জে. কেলেকর সাহেবের পরিবর্তে প্রথম প্রেরিত কিংকালীন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ. এচ. দারো সাহেব গত মাচ্ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িত্বে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত দারো সাহেব সাহেব অন্য আঁ না হয় খুশনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন ।

জীয়ুত এফ. এচ. দারো সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় প্রেরিত কিংকালীন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত সি. এ. উইলকিন্স সাহেব গত মাচ্ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই প্রেরিত স্থায়িত্বে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পর্ত্তত্তী প্রদেশের ডেপুটি কমিশানবর কর্মকরণার্থে জীয়ুত সি. এ. এম. বেডফোর্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয় গত মাচ্ মাসের ৮ তারিখের যে আঁ এই মাসের ২৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল ।

ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেজিষ্ট্রী করণ কার্যের ইনস্পেক্টর জেনরল জীয়ুত জে. এ. ব্রিডিং সাহেবকে আর ৬ মাসের নিম্নমিত ছুটি প্রদান ।

শাহাবাদে অন্তর্ভুক্ত বঙ্গের সব-ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় কিংকালীন নিম্নমিত এই জিলায় অত্যন্ত ভূখণ্ড মতুমায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জীয়ুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি জীয়ুত অনুপস্থিতি কালে অধ্যক্ষ সাহেব অন্য আঁ না হয় জীয়ুত বাবু ডগবান চন্দ্র বাবু মহম্মদসাহেব সব-ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

POLICE.—*The 5th May 1884.*—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last, appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertelsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 31st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singhbhum, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. O. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Auley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinapore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigoree, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinapore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

পোলীস বিহরকা।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব মিহিল কাগাকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব লোহারডগার প্রেরিত হইলেন।

নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যশোহরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যাবৎ অন্য আফ্রা না হয় নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত আকুয়ারি মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞায় যে ছুটী পান তদতিরিক্ত মিহিল কাগাকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারায় ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের ছুটী প্রাপ্তি ও ৮, সি. বোম্বার্ড ও ২৪, এম. এচ. সি. সাহেবের ১৫, অন্য আফ্রা না হয় কামাখ্যে পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীমতে কৰ্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ক্রিয়াকলাপের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেন্টে সংস্থাপন করণ বিবয়ক গত মার্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা প্রত্যক্ষা দ্বিতীয় করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

জামশেদপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের ছুটী প্রাপ্তি অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের ছুটী প্রাপ্তি অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, শাহাবাদের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

নিমাজপুরের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮২ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব বর্দ্ধমান জিলার কৰ্ম প্রণেতা ভারিখ অবধি সেই জিলার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের পদবৃদ্ধি হওয়াতে অলপাইতড়ির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রথম শ্রেণীমতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের পরিবর্তে নিমাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আফ্রা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police; with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennings, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

ECCLESIASTICAL.—*The 5th May 1884.*—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Wesleyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

REGISTRATION.—*The 8th May 1884.*—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder sub-division of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

EDUCATION.—*The 13th May 1884.*—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr. George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

ঐযুত আর, এচ, জি, অর্কিন সাহেবের পরিবর্তে হাওয়ারিংগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত জে. বি, গোল্ড সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত জে. বি, গোল্ড সাহেবের পরিবর্তে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত সি. জেমস সাহেব ছুটীলগ্ন্যাক্ত হইয়া পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়েল সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়েল সাহেবের পরিবর্তে পাল্লার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত সি, এ, ফিশার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাউলপাটনাকে সেন্ট্রেল কর্ণেল ঐযুত ডবলিউ, এন, এন, নিমিট সাহেবের পরিবর্তে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত এচ, ডবলিউ, জে, সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত এচ, ডবলিউ, জে, সাহেব সাহেবের পরিবর্তে বঙ্গবানের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত জে, মার্টিন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত জে, মার্টিন সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের সিনিয়র-জেনারেল সাহেবের স্বকীয় আসিন্ট্যান্টে ঐযুত এ, বি, নিমিট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত এ, বি, নিমিট সাহেবের পরিবর্তে হাওয়ারিংগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত এফ, এ, ডামস সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল ঐযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুটীলগ্ন্যাক্ত হইয়া হাওয়ারিংগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত ডবলিউ, এচ, কবিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত ডবলিউ, এচ, কবিস সাহেবের পরিবর্তে পাল্লার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত বি, রাটে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত বি, রাটে সাহেবের পরিবর্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ঐযুত এচ, বি, এচ, রটস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্মকাণ্ডসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার গ্রেসলিংগ মেথডিস্ট গির্জার ধর্মোপদেশক পামরী ঐযুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ঐযুত বাবু মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে পোহারডগার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ জাঞ্জির অবধি উক্ত জিলায় সদ্য মহকুমার সব-রেজিস্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ঐযুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলায় অন্তর্গত বাহুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমুর ঐযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার আট কুলের প্রিন্সিপাল ঐযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটি দিরাছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাক্তর ঐযুত অর্জুনাচরণ সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি ক্রিয়াকালের জন্যে রাজস্ব ও কৃষিকাণ্ডসম্পর্কীয় কার্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collie, on leave.

Baboo Chuander Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendra Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhawalpore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhattacharjee, Deputy Inspector of Schools, Sonthal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhaban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umaprosad De, Deputy Inspector of Schools, Bagra is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhattacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Munshi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—জীবুত এচ, কানী সাংহেব দুটি লওয়াতে হাবডার জিনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীবুত বাবু বনৌদীয়া দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু বনৌদীয়া দে পরিবর্তে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান শিক্ষক জীবুত বাবু চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের পরিবর্তে সংক্রান্ত কালেক্টর অতিরিক্ত উপদেষ্টক জীবুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু বীরেশ্বর কুমার গুপ্ত দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে চাকা কলেজের প্রধান শিক্ষক জীবুত বাবু বৈকুণ্ঠ মাইয়া ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু টেকলাস চন্দ্র সেন দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে বাবুদের দুই সপ্তাহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু জিনা দে ১৮৮৪ সালের ১০ আগ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত বাবু রাধাকান্ত মাইয়া দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ভাগলপুর থানের জুল সপ্তাহের আনিষ্টোটে ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগলপুর জিনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীবুত বাবু জীবু চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু জীবু চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জীবুত বাবু মণীন্দ্রনাথ রাও উড়িষার জুল সপ্তাহের একটি জাইন্টে ইন্সপেক্টরের কর্ম করণালী ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

জীবুত বাবু জুল সেন মাইয়া দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে অধঃস্থ অধঃস্থ অধঃস্থ অন্য আঞ্জা না হয়, সাংহেব লওয়াতে জুল সপ্তাহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্যের পরিবর্তে বগুড়ার জুল সপ্তাহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু উমাশঙ্কর দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত এ. জে. সি. দেহেরে সাংহেবের দুটি প্রযুক্ত অধঃস্থ কালে অধঃস্থ বাবু অন্য আঞ্জা না হয়, পাটনার কলেজের প্রধান শিক্ষক জীবুত এ. এস. কিনিপল সাংহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত এ. এস. কিনিপল সাংহেবের পরিবর্তে কটকের রেবানশা কলেজের সহকারি অধ্যাপক জীবুত বাবু কিনিপল চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত বাবু কিনিপল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভগলীর জুল সপ্তাহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্তে বেগুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেষ্টক জীবুত বাবু শশীভূষণ মল্ল বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত মুনশী আবদুল রহিম দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে গয়ার জুল সপ্তাহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে দেড় মাস কর্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কলেজের প্রিন্সিপাল জীবুত এস, এগর, সাংহেব ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি বাবু অন্য আঞ্জা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত এস, এগর সাংহেবের পরিবর্তে চাকা চকের জুল সপ্তাহের জাইন্টে ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[স্বর্ণপদকে গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools, Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

FORESTS.—*The 13th May 1884.*—Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of Forests, Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singbhoom Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singbhoom Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Heinig, on leave, or until further orders.

MEDICAL.—*The 1st May 1884.*—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhor, a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Bentson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Munsif of Mudchpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

শ্রীযুত বাবু মধুনাথ সেনের পরিবার্জে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্টাণ্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু মধুনাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু মধুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার্জে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মহুমহার বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মহুমহারের পরিবার্জে সংস্কৃত কলেজের উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী চক্কের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর শ্রীযুত জি, বেংগট সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মাৰ্চ তারিখের হইতে বীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

বমবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—সুন্দর বমখণ্ডের ডেপুটী বমরক্ষক শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, স্ট্রোম সাহেব এট মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন ।

একটিং ডেপুটী বমরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এম, গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দর বম খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

নিয়মিত ছুটীগ্রাপ্ত ডেপুটী বমরক্ষক শ্রীযুত আর, এচ, এম, এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বম খণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—সিংহভূম নামের উপখণ্ডের একটিং সরকারি বমরক্ষক শ্রীযুত আর, এল, ডবলিউ সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মে অর্থাৎ অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৯ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত ডবলিউ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, ছোট্ট নাগপুর বম খণ্ডের ডেপুটী বমরক্ষক শ্রীযুত এক, বি, মাস্টন সাহেব অস্থান অস্থান কক্ষাভিতিরূপে সিংহভূম বমের উপখণ্ডের কার্য ভার গ্রহণ করিবেন ।

চিকিৎসক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—বীরভূমের অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গণেশচন্দ্র ভদ্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত এক, জে, মর্চি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, রাজশাহীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে, গঙ্গাসাগরের চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—আগতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরমাইত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কল্যাণী মহুমহার ও উষ্মালয়ের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হোমিওপ্যাথীর একটিং রেসিডেন্ট সার্জন, সার্জন শ্রীযুত ডবলিউ বীটন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত এগিডেন্সি জেনরল হোমিওপ্যাথীর প্রথম রেসিডেন্ট সার্জনের কর্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—সার্জন মেজর শ্রীযুত কে, মাকলোড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিভাগ অধ্যাপক সার্জন মেজর এ, জি, ডি, ও'কনেল সাহেবের উক্ত কলেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কলেজ হোমিওপ্যাথীর প্রথম সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি, ও'কনেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, বিপুড়ার সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, ও'ব্রাইন সাহেব কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিভাগ অধ্যাপকের এবং কলেজ হোমিওপ্যাথীর দ্বিতীয় সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধোপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম ঞ্জ সেই স্থানের মাডবা উষ্মালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—ডাক্তর শ্রীযুত এক, আর, ঘেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, মালদহের একটিং সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, উইলসন সাহেব লোহারডগার সিভিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May 1884.*—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.		Baboo Krishna Bihary Mookerjee.
„ Shurat Chunder Roy.		Pandit Madongopal Gossami.

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.		Baboo Kasi Chunder Banerjee.
„ Sriram Chunder Ganguli.		„ Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.		

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankura Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman.

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality, in the district of Rajshah'ye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chitragong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mitra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.		Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjee.		

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—যশোহরের সিভিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিন্স সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

টিকানাম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—২১শি চক্রের টিকানাম কার্যের একটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্জন শ্রীযুত ডবলিউ, ওরেন সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—সার্জিন্স চক্রের টিকানাম কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত মৌলবী ওজ্জ্বল হুসেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৮ অক্টোবর ।—মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জি, ডাবস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২০ অক্টোবর ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দমীরা জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গোপীচরণ মল্লী :	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ।
„ বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ।	„ গণিত মদনগোপাল গোস্বামী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু হরিদাস রায় ।	শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
„ বাবু ঐরাবতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ।	„ বাবু মধুসূদন প্রামাণিক ।

শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ।

গীতুড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ মে ।—মেনিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—শ্রীযুত মৌলবী সাইফুল্লাহুল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা সিভিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ই, সাওদ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কমিস্ট্রীর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

সীতাবন্ধু সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির চেভ আসিস্ট্যান্ট শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে ।—২৪ বারগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু জামশেদচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু কুপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ।	শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত ।
শ্রীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanand, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mitra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14th May 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Judanath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Cutwa Municipality, in the district of Burdwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gaya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, C.B., to be their Vice-Chairman.

The 15th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 11th May 1884*.—Baboo Shama Koomud Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, vice Mr. C. R. Marriott, transferred.

The Hon'ble Kumar Baikunthanath De is re-appointed to be Vice Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 9.—*The 8th May 1884*.—Mr. H. Luttmann-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from Imbough, at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lyall made over charge of the office of Judge and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttmann-Johnson, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মতাপ্রেরণা মজলিসপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গোবীন্দর সিংহ।

জীয়ুত হাজি মৈয়দ মাহমুদ তকি খাঁ।

ত্রিভুত মেট রেলওয়ের কাৰ্খাবাক জীয়ুত এচ, বেল সাহেব।

স্কুল মাস্টার ডেপুটী ইনস্পেক্টর জীয়ুত পরমানন্দ বাবু।

জীয়ুত হাজি মৈয়দ সাঈদ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ মদনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীয়ুত বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

জীয়ুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর মদনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পক্ষে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আট-লা জীয়ুত ই. বি. মাকলোড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু যজ্ঞনাথ সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

বর্জমান জিলার অন্তর্গত কাটগুয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীয়ুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীয়ুত বাবু ভূপসেন সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

মার্জিলিঙ্গ মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীয়ুত ই. এ. পার্ফিট সি. ডি. সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তার জীয়ুত পি. কে. রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

যেদিনীপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীয়ুত বাবু বিপিনবিহারী সন্দকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জীয়ুত মেটেনেট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীয়ুত সি. আর. বেরিয়ট সাহেব ফাঁদারবে প্রেরিত চতুর্থাংশে তৎপরিবর্তে একটী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পথকমিটির মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

মানাবর জীয়ুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আশায় গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশ্যনর জীয়ুত এচ, লটমান জনসন সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আগ্রিলের অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে স্বীয় অত্যাগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—জীয়ুত সি. জে. লায়ল সাহেব আশায় উপতাকা জিলার জজের ও কমিশ্যনরের ক্ষেত্র তাঁর জীয়ুত এচ, লটমান জনসন সাহেবের প্রতি অপণ করিয়া নিম্নলিখিত ছুটি গ্রহণার্থ প্রদত্ত হইবে। অন্য ১৮৮৪ সালের ৪ মে অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

BYE-LAWS OF THE NARAINGUNGE MUNICIPALITY.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.
2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.
3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.
4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.
5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.
6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.
7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.
8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.
9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.
10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.
11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.
12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.
13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.
14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জিওথ লেন্ডটেমেন্ট গবর্নর সাহেবের আতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত অত্যা-
নুসারে কার্য্য করিবার তিন উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ়
করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমাস হেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভার কার্য্য চালাইবার বিধান।

- ১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাঁচকি অধিবেশন হইবে।
- ২। সভাবিবেশনের দিনের অন্ত্যন তিন দিন পূর্বে সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাস্থান করিবেন।
- ৩। সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি স্থলনিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাবিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাবিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্বে কমিশ্যনর দিগকে নোটিস দিতে হইবে।
- ৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অস্থাপতি কালে প্রতিনিধি-সভাপতি অন্ত্যন তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবনায় অনুসারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।
- ৫। সভায় যে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ধারণের সভাস্থানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।
- ৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত অতিরিক্ত থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ধারণের মধ্যে এই কার্য্য ধরিবেন।
- ৭। নির্ধারণের লিখিত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে কার্য্যের নির্ধারণের যে কার্য্য বা প্রস্তাব ধরা যায় তাহা কোন সভায় সেই কার্য্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।
- ৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নির্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্ধারণ প্রস্তাবকারির ব্যবহৃত শব্দ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি এই বিধিতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাহার ব্যবহৃত শব্দ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্য্যরত্ত হইবে।
- ৯। উক্ত নির্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এক বোধ হইলে তিনি আপনাকে সেই সভা প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্ধারণের আসল পাঠুলি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অন্ত্যন দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই বসিয়া তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্ধারণের উচিতানোচিত বিষয়ে বাসানুমান করিবার অনুমতি হইবে না।
- ১০। সভায় যে পর্য্যায়ক্রমে নামা বিষয়ের বাসানুমান করিতে হইবে, সভাপতির নির্ধারণের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।
- ১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটারী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি সভা সমিতি করিবার পূর্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সংশোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বিষয়ে কথা না কয়।
- ১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।
- ১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্তার লিখিত প্রস্তাবের পাঠুলি লিখে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আনুসঙ্গিক লিখিবেন।
- ১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সংশোধন করিয়া কহেন তাহারই কথা অগ্র্যে স্থান যাইবে। একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সংশোধন করিয়া কহিলে তাহার কথা অগ্র্যে স্থান যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪। কোন কমিশ্যনর সংকলিত সভাকে সংশোধন করিয়া কবিত্তেছেন তৎকালেও অন্য কমিশ্যনর নিয়মবাহিতক্রমে প্রতি সভাপতির সম্মেলনিত করাইতে পারিবেন।

১৫। কোন কমিশ্যনর মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথা পরিবর্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংযোগ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাস্তুবান হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৬। সারা সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাস্তুবান সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে বিভী ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্ম্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৭। কোন কমিশ্যনর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাধীনে এতিনিমি দ্বারা মত জানাইবার অসুযোগিতা পাইবেন না।

১৮। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৯। চতুস্তোত্রালনপূর্বক মত জানাইতে হইবে।

২০। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে সার্থকভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২১। কোন কমিশ্যনর কোন বিষয়ে মত না দিবার সুক্তি না দিয়াও যৌর মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২২। কোন কমিশ্যনর সভাপতির অসুযোগিতাক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা নিরূপিত অন্য দিন পর্য্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৩। কোন কমিশ্যনর বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার নির্দ্ধারনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশ্যনর তৎকালে সেই কমিটীর মেম্বরের নামেরও প্রস্তাব করিবেন।

২৪। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটীর মেম্বরেরা সেই কমিটীর রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাধারণ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৫। উক্তকমিটী যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশ্যনর আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্বিষয়ে উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্বার সেই কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্লভভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৬। কোন সভার বিধিতে গৃহীত নির্দ্ধারনক্রমে কোন বিষয় একবার হুড়াওরূপে স্থগিত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপস্থূলমতে মোটিন দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিত্র্যের ভিন্ন ভাগ কমিশ্যনরেরা সেই বিষয় পুনরুত্থাপন ও পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুত্থাপন ও পুনর্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্দ্ধারণ নিয়মিত মোটিন দিয়ার পর কোন সভায় পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৭। সকল সভার কার্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও যেরূপে মত প্রদান হয়, সপক ও বিপক মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টোল আদার করিবার নিয়মের বিধান।

২৮। আদার করিবার সমাপন প্রত্যেক কর্ম্মকারক টোল আদার করিবার ক্ষমতাস্বত্বকে সর্টফিকেটে পাইবেন ও প্রত্যেক সর্টফিকেটে মুমিনিপালিটীর মোহর ও সভাপতির বা এতিনিমি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টোল আদারকারি কার্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাহার এই সর্টফিকেটে দেখাইবার আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

২৯। আদারকারি কর্ম্মচারী কোন সাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসীদ দিবেন।

কমিশ্যনরদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩০। কমিশ্যনরেরা বাহাদিগকে কর্ম্ম ঘেন তাঁহাদের কর্ম্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক বাস থাকিতে মোটিন দিয়া কিম্বা এক বাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্ম্মকারক এক বাস থাকিতে মোটিন না দিয়া আপন পদের কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাঁহার এক বাসের বেতন কর্ম্মল হইবে।

[পদার্থসম্বন্ধে খেজুরট। ১৮৮৪। ২৭ খে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a tolla mehtar's depot, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৩২। যীশারা একত্রে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পক্ষে আবেদন বা পক্ষীয় নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরদের সময়ের যতটা পারি আদালত নির্দ্ধার্য করেন, আবেদন হইলেই তাঁহাদের ততটা পারি উক্ত আদালত নিজে হইবে। যুক্তিসূক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরদের যেন সময় নির্দ্ধার্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে আদালত না দিলে তাঁহার সেই পক্ষে থাকিবার আর অধিকার নাই আদালত হইবে, ও তাঁহাকে গম্ভীর করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তে লৈখিয়া করিলে, তাঁহারা তাঁহার এক মাসের বেতনের অনধিক মণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্যাবলীর কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি মখোলকার তথা হইতে দুর্গজ্ঞানক বিষয় স্থানান্তর করা ইয়া না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্যে মুন্সিপালিটীর চাকরদিগকে তথায় অবোধে যাইতে দিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটির উপর ভাগে আপনাত পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে পাইখানার কি বাড়ীর মধ্যে কোন খাতুর কি মাটির এমন আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি মখোলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন মর্দমার, জল প্রাণীতে, মদীতে, পুষ্করিণীতে, নদে বা খাতে কিম্বা যাতাতে অর্ধশ্রম মরা জল পানীয় এবং কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা জমা যাইতে কি গড়িতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি স্থির কি মর্দমার ময়লা জমা কিম্বা কোন মর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলি কূলের জমা কোন নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি অন্যদিকে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি গড়িতে দিবে না, কিম্বা পুষ্করিণী দুর্গজ্ঞানক জমা লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের সময়ের আদেশ করেন তদ্বিধি অন্যদিকে কার্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৩৮। মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের সময়ের দুর্গজ্ঞানক যাহা প্রকারের ও যে চণের আধারের অনুমতি করেন তদ্বিধি অন্য আধারে এবং সত্যগত কমিশ্যনরদের সময়ের যে মন্টার আদেশ করেন তদ্বিধি অন্য মন্টার কোন ব্যক্তি রাখা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৩৯। কোন যেতর, বাড়ির বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তার বা পথে বা তৎপাশ্বে বিষ্ঠাশুদ্ধ বিষ্ঠাধারনামা ইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৪০। মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের দ্বারা লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি টোলার মেজরের ডেপোস্থাপন ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরদের সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময় সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও এই পাইখানা প্রতিষ্ঠিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেন্ডিটরী করিবার জন্যে যে নিয়ম করা আদেশক করেন তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে, এই নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফিরি ইয়া লওয়া যাইবে।

গোরস্থানের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পান্য করবে কোন শব পুঁতিলে নাক্সের উপরিভাগ কিম্বা বাস্তা না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এবং কবরে পুঁতিবেল কি পোঁতাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোঁতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর পাঁতিলে কি গুড়িলে কি পাঁতাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে ছয় ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা অর্থদণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct ; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৪৫। কমিশনারেরা কবর স্থানে যে বেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি গেই বেখার চিহ্ন না মানিয়া কবর রাখাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি রাখাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশনারদের অনুমতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, গেই স্থানে আবার পর ছুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত না করা যায় ততক্ষণ তাহা কি তাহার কোন অংশ তাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাগজ কি অন্য জবাব বাবদার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্তু বা অন্য যেত্রেবা কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে তাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজপথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিম্নলিখিতরূপ বিশ্রাম ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কার্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকালের ব্যবহৃত হইল তাহা বন্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সংবাদ উপবিধি।

৫৩। গ্রাম ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের লী নর্দমার ছানি হয় কিছা ছানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীরে এমন নল কি জল যাওয়ার ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিছা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিল প্রতি ১৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইক্ষণে যে না যে২ নল দিয়া পড়িয়া কোন পথে বা নর্দমার ছানি করিতেছে, কমিশনারেরা তৎক্ষণিক সাড় দিলের মধ্যে তাহারের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিত মত কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য যত দিন না করা যায় তাহার দিল প্রতি তাহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশনারদের লিখিত অনুমতি না পাঠলে সরকারী কোন নর্দমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ছর কিছা কোন একপ্রকার গাঁথনী নিশ্চয় করিবেন না। অনুমতি পাঠনও তাহারো যেক্রমে আজ্ঞা করেন কেবল সেইরূপে রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। জরাজীর্ণ লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিল প্রতি ৩৭ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তিসরকারী কোন নর্দমার উপর নোকাল করিবে না কিছা সরকারী নর্দমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 ; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *sullak* or water-course ; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners ; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

৫৭। কোন ঘর কি দেওয়াল কি অন্য গাঁথনি কি ভাঙার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নর্দমা'র পাড়িয়া গেলে, য়ুনিসিপাল কমিশ্যনরেরা নোটিস দিয়া যে সময় নির্ধারণ করেন এই ঘরের কি দেওয়ালের কি গাঁথনির স্বামী সেই সময়ের মধ্যে ভাঙা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ পাঁচ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনের কোন পথ কাটিয়া মালা করিতে কি এই মালা দিয়া জন ঢালাইতে চাহিলে কমিশ্যনরেরা যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে ভাঙা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ ইচ্ছা টাকা'র দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি য়ুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত কোন মনোভে কি খালে কি পুকুরিনীতে কি গর্তে পাট ঠা শন কি ইশ কিম্বা উষ্টিজ্ঞ অন্য অবা ভিজাইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২ ইচ্ছা টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুকুরিনীর উপর কোন গাছ বা গুল্ম বুলিয়া পড়াতে ভাঙার জল মন্টে হইতে পারে বলিয়া কমিশ্যনরেরা এই গাছাদি যাহাতে পুকুরিনীর উপর বুলিয়া না থাকে এমতে ভাঙা কাটিবার বা ছাটিবার নিষিদ্ধ এই গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি এই আদেশমত কৰ্ম করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড ও এই আদেশমত কার্য্য সতদিন না করা যায় দিনপ্রতি তাঁহার ২০ ইচ্ছা টাকা'র অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নালার কি জল পুণালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশ্যনরের সাধারণের স্বাধারগার নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিনপ্রতি ৫০ চারি টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূ'কর আল্গা ছাড়িয়া দিবে না কিম্বা বন্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশ্যনরেরা যে স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন উক্তির ব্যক্তি বিশেষের বাটীর বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি জল ভাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশ্যনরের তদ্রূপ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে না যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এবং স্থানে কোন কয় বা জীর্ণজন্তু ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু রাখিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তালু কেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নর্দমা'র পাশে গবাদি বাছিয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা এইকণ্ঠে পুকুরিনী আছে ভাঙা কি অন্য খাঁজ বন্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

[পরবর্ত্তকালে গেজেট। ১৯৮৪। ২৭ মে।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or leather or skins of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating the disposal of offensive matter, rubbish, and dead bodies of animals.

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাণড়া বা ঘাস কাটিতে না কিম্বা মাটি ছুলিবে না কি ঘাস ছুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা কোন নদীমা হইতে মাটি লইবেন না কিম্বা মাটি বা অন্য দ্রব্য ডাছাতে ফেলিবেন না, অথবা জাহাজ অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নদীমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নদীমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নদীমার উপর তুলিয়া পড়া কোন বেড়া চাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও চাটিবার নিষিদ্ধ কমিশ্যনরেরা কোন ভূমির স্বামী কি দখলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য করিতে প্রতি করিলে তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চাল, ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, ঘরবাঁকিয়া আশুজলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় স্তম্ভন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরেরা উক্ত চাল বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ঐ নোটিশের লিখিত-মত কার্য করিতে প্রতি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরেরা লিখিয়া উপযুক্তমতে য.যাকে সমস্তা দেন তাহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিগথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি যুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কাহা নগরবাসিনের গৃহ কার্ঘ্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ঘান, গরুর গাড়ী, কুতুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর বা থুইবেন কি থোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিগথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি যুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি নোড়া কল কি জলের অন্য কাহা নগরবাসিনের গৃহকার্ঘ্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশু কি কাগড় কি পরিষের বস্ত্র কিম্বা রক্তের কি অন্য উজ্জ্বল বস্তু কি চর্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় থুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা থোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগপ্রসূ কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অধিকৃত কোন স্থানের স্থানে স্থান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জাল ও মরা জন্তু ফালাওর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরেরা সময়ে২ মরা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্দ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তদ্বিধি গলা স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্দ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরা জন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[সংস্করণ-১৯৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তার বা পথে কাঁচ, বোতল কি ইতি কুড়ি তালি ফেলিবেন কি রাখিবেন না কিবা আপন চাকরাদিগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। ওজন আবজ্ঞনা একেবারে মরলা ফেলা গাড়ীতে নিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৮। কুমির কোন স্বামী কি দখলকার আপন ভূমিতে কোন আবজ্ঞনা, গোবর, ছাড়, বিষ্ঠা কি অন্যান্যকর অশ্রব্য সর্কিয়া ফেলাটরা তালি মরলা করিতে দিবেন না। কিন্তু অসুপস্থিত স্বামির কি দখলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিশ দেওয়া না গেলে এই উপবিধি-মতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, এই ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিবা রাত্রে মরিলে প্রত্যাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনাদিগের ঘরে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিয়ারের নিকট এই জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেখোক্ত স্থানে কমিশ্যনরের যে ছাত্র ধরেন এই ব্যক্তি ওবরসিয়ারকে সেই ছাত্র এই মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার খরচ দিবেন। এই মরা জন্তু এই বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই এই খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরের প্রাপ্য খণের দায়ী তাঁহার স্থানে এই খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়ারকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে শৈথিল্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়ের যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন ওস্তির কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অনধিক দণ্ড।

রাস্তার গাড়ী প্রকৃতি টালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরের দস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন ওস্তির মুনিসিপালি-টীর অধীনে কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অসুস্থি বিনা দস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিশ পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল কমিশ্যনরের অসুস্থি না পাইলে কিবা কমিশ্যনরের বেরপ আদেশ করেন ওস্তির অধীনে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অধির বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় অস্ত্র ফুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে যুক্তি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অসুস্থি বিনা কোন পথে কোন অস্ত্রাধারে কোন অশ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৬। সূর্যাস্ত অবধি সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়গাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান তালি আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৭। বাঁশ, বাঁগদুরী কাঠ, রেল কিবা ওজন অশ্রব্য বোঝাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অঙ্গ কি পঞ্চাংভাবে ডিম হুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা এই অশ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ডিম অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে এই গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[পূর্বপনেক্টে গেজেট ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Narain-gunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

১৮। কমিশনারের বা মুনিসিপালিটির যে অংশে ১৮৭৮ সালের বজীরা ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশনারদের স্থানে উপযুক্তভাবে লাইসেন্স না পাইয়া যেতরের কণ্ড করিতেছে এমন কোন দোকানকে দেখা গেলে, যে লাইসেন্স না লইয়া যতদিন সেই কণ্ড করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাহার ৫৭ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি।

১৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিজন কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকা অর্থদণ্ড এবং উপযুক্তভাবে যতদিন না রাখা যায় তাহার দিন প্রতি ৫৭ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

২০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানায় চক্ষিণ ঘন্টার মধ্যে যে গলিজন কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, তাহা বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার তাহা চক্ষিণ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড ও যতদিন কার্য না করা যায় তাহার দিন প্রতি ৫৭ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

২১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যে গলিগথে কি হাঁটুরা দাঁড়িবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিরা বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া তাহা পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড, ও দিন প্রতি ২৭ দুই টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

২২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার নিমিত্ত যত্নতাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশনারদের বিবেচনায় আবশ্যিক হয়, কমিশনারের কোন বাজারের স্বামিকে কি দখলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশনারদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড ও দিন প্রতি ৫৭ পাঁচ টাকা দণ্ড।

২৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির বলমূল্য তাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্বে দ্বারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি যত্ন তাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

২৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী, কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারের কি দোকানের আমিতে কি থাকিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশনারের যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগোপন্যে তাহা মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

২৫। কমিশনারের কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে পূর্বে তাহার উন্নয় ও অন্তঃস্থ হইবার মধ্যে কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহার ডাকার গিয়া দেখিবার বাধ্য হইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সামারনের অবগতার্থে এডওয়ার্ড এট সৎবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সারকার ডারিং অবশিষ্ট মিস মন্তায়ে মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জুড লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাতুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাতুলিপি।

জুড লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুযায়ী এই আজ্ঞা করিলেন যে, পঞ্চাঙ্গ ৫ জিলার অন্তর্গত [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Doloo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong.
7. Karnafulli.	15. Bagkhali.
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salvaged by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be salvaged by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salvager shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong	2	Dhroong ditto.
Haldah	3	Patakcherry ditto.
Kalapania	4	Haldah ditto.
Sartah	5	Kalapania ditto.
Ishamatti	6	Sartah ditto.
	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylock	14	Sylock revenue station.
	15	Sungoo ditto.
Sungoo	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo	18	Doloo revenue station.
Hangar	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo	26	Rezoo ditto.

যেহ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আটকের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে কাপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেইহ স্থান নিম্নলিখিত মত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী ত্রিভূজ অধিকারের মধ্য দিয়া বহু দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।	৭। কনকুলী।	১২। ডাক বা ডোকাবতী।
২। সঙ্গ।	৮। মৈলোকা।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোরি।
৩। হলদা।	৯। সঙ্গ।	১৪। ইলগোজ।
৪। কালাপানিয়া।	১০। সঙ্গ।	১৫। বাগখালি।
৫। সাত্তা।	১১। কচাঁর।	১৬। রেঙ্গু।
৬। ইচ্ছামতী।		

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেডের সকল বাহাদুরী কাঠেরও উক্ত আটকের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধান হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর প্রদেশের ভাসিমান বাঁধবা বাহাদুরী কাঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসিমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রাধিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর প্রদেশ জিলার যেহ স্থানে ভারতীয় বন বিসয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ অক্টোবরের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৮ সালের মার্চের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে সেইহ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ ৬২২ খারকি ৬৭৮ করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, বাঁকুল লাগিলে বা চৈতিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহার রক্ষা করিতে পারবেন।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আঁজার লইয়া যাইবার কথা।—উপর্যুক্ত মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাঁধ রাধিবার কোং আঁজার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের মদী বিষয়ক বিধিতে বনের দে কোন রাজস্ব টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাঁহার কার্যের অধ্যক্ষতা তাঁরপ্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষণ এই বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ দিবেন। এই বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব টেশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আঁজা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার এইহ আঁজা হইবে।—

নদীর নাম।	নম্বর।	আঁজার নাম ও ভাষা যে স্থানে আছে।
ফেনী	১	আমদিয়াটে ফেনী রাজস্ব টেশন।—
সঙ্গ	২	সঙ্গ
হলদা	৩	ফটকচেরি
কালাপানিয়া	৪	হলদা
সাত্তা	৫	কালাপানিয়া
	৬	সাত্তা
ইচ্ছামতী	৭	ইচ্ছামতী
	৮	কালাপানিয়া
	৯	শিলাগরু
কনকুলী	১০	চকোয়া-১ থানায় কনকুলী
	১১	(কনকুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ রক্ষা রাধিবার আঁজা।
	১২	(চকোয়া-১ থানায়) ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আঁজা।
মৈলোকা	১৩	(চট্টগ্রাম ও বাহাদুরী কাঠের আঁজার) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠ রাধিবার আঁজা।
	১৪	মৈলোকা রাজস্ব টেশন।
সঙ্গ	১৫	সঙ্গ
	১৬	(আপকান লখ পার হইবার স্থানে) মোহাম্মাদী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আঁজা।
	১৭	(সঙ্গ ও মোলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুগু
মোলু	১৮	মোলু রাজস্ব টেশন।
হলদা	১৯	হলদা
ডাক বা ডোকাবতী	২০	ডোকাবতী
মাতামুড়ি বা মামোরি	২১	(মাতামুড়ি থানায়) মাতামুড়ি রাজস্ব টেশন।
	২২	(চকোয়া থানায়) চকোয়া ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আঁজা।
ইলগোজ	২৩	(মাতামুড়ি ও হলদার সংযোগ স্থানে) ইলগোজ
	২৪	(ডোকাবতী থানায়) ইলগোজ রাজস্ব টেশন।
বাগখালি	২৫	(রাধু থানায়) বাগখালি
রেঙ্গু	২৬	রেঙ্গু রাজস্ব টেশন।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13th May 1881.—In the notification, dated the 28th March 1881, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, for the words “trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road,” read “trees or hedges obstructing or overhanging any road.”

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 14th May 1881.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, for “Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry,” read “Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry.”

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th May 1881.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberiah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তসভে বাঁহাড়ুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাঁহাড়ুরী কাঠের আচ্ছাদন লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের মদৌ বিষয়ক বিধির ৫ ধারায় উক্ত কিছা ভাঙ্গার পর তৎক্ষণে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাড়ুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য প্রতিষ্ঠা প্তকর। ৫০৭ টাকার হিগাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার ব্যবস্থা হইতাম।

৪। ভাগ্যমান বাঁহাড়ুরী কাঠ দাওয়ারাদির সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়ারাদিকে স্থানীয় বনিয়া আকর্ষণ করা গেলে সেই দাওয়ারাদির উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা স্তূত ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না সেম ডাবৎ তাহার উক্ত বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাড়ুরী বাঁশ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে তাক্তা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাসমান যে সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ ভাঁরতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারামুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ারাদির সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই সালের পর সেই সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের মদৌ বিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাঁহাড়ুরী কাঠের উপর দাওয়ারাদির সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। মগু বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার দ্বয় সালের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি এই উভয় মগু হইবে।

এ, পি, মাকডোনাল.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুক্ষণোদন।

১৮৮৪ সাল ১৩ যে।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শান্তিপুর জিলার পথ কমিটীর প্রণীত উপবিধি স্তূত করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৫ অপ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া বা তদাঙ্কায়মকারি কোন রক্ষের বা বেড়ার” এইরূপ কথার পরিবর্তে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া রক্ষ বা বেড়ার” এইরূপ কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুক্ষণোদন।

১৮৮৪ সাল ১৪ যে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পক্ষে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যার তাহাতে “জীবুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” এই নামের পরিবর্তে “জীবুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ যে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জগন্নাথ জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক সালের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিলম্ব কারণ দর্শান না গেলে জীবুত মেন্টেনেন্ট গবর্ণর সার্কলের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কাছা করিয়া তিনি জয় রেজিষ্টারী করণের সঙ্গে যে পয্যন্ত সম্পর্ক রাখে সেই পয্যন্ত উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কপমা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

Names.	Attached to—
Third Class, Kally Prasanno Sen	... Jail and Police Hospitals, Maldah.
Ditto, Jeyan Krishna Dutta	... Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto, Banka Behary Ghose	... Dispensary, Garhbeta.
Ditto, Jaggobudhoo Gupta	... Police Hospital, Burdwan.
Ditto, Anundo Moy Sen	... Jail Hospital, Dinapore, officiating.
Ditto, Rojoni Canto Ganguly	... Ditto, Ranchi.
Ditto, Keshub Chunder Mohapatra	... Central Irrigation Hospital, Cuttack.
Ditto, Chockrothar Dass	... Police Hospital, Cuttack.
Ditto, Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto, Dina Nath Banerjee	... Dispensary, Tickerpara.

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

Names.	Attached to—
<i>Civil Hospital Assistants.</i>	
First class, Raj Coomarr Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class, Kumode Behary Samanta	... Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto, Bhobun Mohun Dutta	... Supernumerary, on leave.

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

Names	Attached to—	Date of declaration.	Class to which promoted.	Date of rank.	Date of passing English qualification for the higher pay, according to Acts, No. 94 of 7th Nov. 1871, and No. 995 of 1873.	REMARKS
<i>Civil Hospital Assistants.</i>						
Second class, Mutty Lall Gupta	Dispensary, Malda.	6th Nov. 1878	1st	17th April 1884
Third class, Raji Kant	Jail Hospital, Ranchi.	26th Sept. 1874	2nd	Ditto
Third class, Kumode Behary Samanta	Central Jail Hospital, Bhagulpore.	22nd July 1875	2nd	Ditto	15th April 1884	Re-tested
Fourth class, Bhobun Mohun	Supernumerary	6th July 1878	2nd	Ditto	Ditto	Ditto.
Third class, Indro Narain Banerjee	Police Hospital, Calcutta.	30th Jan. 1873	2nd	Ditto

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette*.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohalla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 419, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohalla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohalla of that municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2004 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresb Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresb Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাঁধাবনের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি জয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধনেনে গোণীয়ে টিকানানবিসয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধা ১২৫ প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিশিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—জুগলী ও চুঁচড়া মুনিশিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান প্রণীত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অধিনায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের গেজেট্রাণি মাসের ২৮ তারিখে এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেট্রাণি প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল যে উক্ত মহল্লায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত কা না যাওয়াতে সাঁধাবনের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের সমাবর্তিতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া এবং জুগলী ও চুঁচড়া মুনিশিপালিটির অন্তর্গত কমিশানবদের অমুরোধক্রমে তিনি এই আইন প্রচলিত করিলেন যে উক্ত মুনিশিপালিটির কমিশানবরা উক্ত মুনিশিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় সীমার মধ্যে শ্রী সর্বস্বামী বা ব্যক্তি বিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ অক্টোবর অবধি সিরিশতা রাখিবেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাঁধাবনের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে, ছাবড়া জিলার অন্তর্গত নীল মুনিশিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি জয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধনেনে গোণীয়ে টিকানানবিসয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধাবানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিশিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

জুডিশাল ডিপার্টমেন্ট।

২০০৪ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জিযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবার্ত্তে জিযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার ম্যাজিস্ট্রেট গণে যুক্ত হইয়া সাঁধাবন: শিউড়িতে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাঁধরগঞ্জের অসিগাঁও মাইষ্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুত এল, সি, শিরেস সাহেব কোমসারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেট জজ এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ জিযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি প্রেরণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জিযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আদালত হয়, সারনের দ্বিতীয় সবার্ডিনেট জজ জিযুত বাবু অমৃত লাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেট জজের এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.

Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigoree.

The 12th May 1884.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuldea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884.—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoulua, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Saren, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinapore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming-houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

মোহাম্মদগাঁও একটীং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—মিল্লিখিত মহালয়েরা বেনিনীপুর জিলার অন্তর্গত এপ্রা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু জিনাথচন্দ্র দাঁস মহাপাত্র । | জিহুত বাবু ভাগবতচন্দ্র মাইতি ।

জিহুত বাবু ব্রজেনচন্দ্র দাঁস মহাপাত্র ।

জিহুত বাবু রামচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দ্রবাড়ী বোর্ডা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে আর পদ ভ্যাগ করণার্থে বে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শাহাদাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত জে. আর. হাও সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৭২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্মকারী মোহাম্মদগাঁও মুন্সেফ জিহুত মুনশী হরিহরচরণ লাল আর মুন্সেফীর বিচারাবলম্বিত হানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার বেতু উপস্থিত হটলে উক্ত আইনমত মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে ও আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু নরেশচন্দ্র ঘোষের দুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু অধৈতচরণ চক্রবর্তী, বি, এল, নদীয়া জিলার মুন্সেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—জিহুত ডব্লিউ. রাইট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে গুলনার সর্ভিসনেট জজ জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী সর্ভিসনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন দত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ২৪ পরগনার প্রথম সর্ভিসনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ভিসনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে সারনের প্রথম সর্ভিসনেট জজ জিহুত মাতাঙ্গিন বাবু সর্ভিসনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর একটীং সর্ভিসনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সর্ভিসনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাতাঙ্গিন বাবুর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিরংকালী সর্ভিসনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিরংকালী সর্ভিসনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে রিমালপুরের একটীং সর্ভিসনেট জজ জিহুত বাবু জগদ্বজ্জ গঙ্গোপাধ্যায়, কিরংকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সর্ভিসনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরার একটীং আডিনামল সর্ভিসনেট জজ জিহুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য কিরংকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সর্ভিসনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্বাত্তক্রীড়ার ও সাধারণ দ্বাত্তগ্রহণ রাখিবার দত্ত বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 14 cottaks 7½ dhoores bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, tollah Balawoh, Toppoh Madhwal, pergunnah Majhawoh, zillah Chumpanu, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Goorahoy's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail, and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT - BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Arion Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3,600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জঙ্গর এতি নৃশংস ব্যবসার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জঙ্গর প্রতি নির্দিষ্টাচারের অপরাধিগণকে বিলা পরওয়ানা দ্বারা ধৃত করণার্থে পুলীসের কর্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদেহ মগো কোনও লক্ষ্যসম্পন্ন ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিষয় কল্যাণ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান হুগলী নদীর ছাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সরহকে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিয়া মোজার সানিল কীসপটী গ্রামে ময়াজিপুর কাঁড়ির কোটাঘরের জন্য রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিয়ার মোজার সানিল কীসপটী গ্রামে স্থানাদিক ১১।৪ কাঁটা ৭।। ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা পীগঙ্গার ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তরসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা বাঁহগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত মায়গুয়া পরগনার মাদোল ভম্পের বলাও চৌলার মতিহারী গ্রামে মতিহারী গ্রামের জন্য রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত মতিহারী গ্রামে স্থানাদিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুজগড়ার জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জলে যাটবার পথ, এবং পূর্ব সীমা বড় রাস্তা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের ১০২ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। মাগপুর রেলওয় লাইনের প্রথম স্টেশনের একমেকটি ইঞ্জিনিয়ার জিযুত জে, রায়সে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তাহাতিরিক্ত জিযুত জে টেমসকেটরী সাহেব তাহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জনসেচন নিয়মক।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের অর্থার্থে এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালার বর্জিতাংশের রক্ষা করিবার জন্য রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলাহরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্জিতাংশের উত্তর ধারের সমান্তরালগামি ও উত্তর ধারের দ্বিত ও ত্রৈত্যক খণ্ড ৩১.০০ ফুট। দীর্ঘ ও ১২।। ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে স্থানাদিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basititol, Kuopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Gorga Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 616½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বস্তুনিষ্ঠ বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

২১৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থীং গুজের জিলার অন্তর্গত মুন্সী, কুটিয়া, সৈয়দপুর, বালুয়া, কোলাকোহ, বাসলা, হুয়া, বসিঙাভোল, কুপেতা, মালতা, মালকুয়া, মবারকপুর, গুবগা গাঁওপারা ও বস্তিয়ারপুর গ্রামে মালশাই অবধি কুটিয়ারপুর পর্যন্ত পথ কঠিয়ার জমিদার গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতে এতদ্বারা এই মহাবাস দেওয়া গেল । পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে গজামদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনতম ৩৪১/১ বিঘা অর্থাৎ কতিমতে ৬৪৬/১০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন ।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাঁহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ জাইনর ৬ তারিখ বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের রাজসী গবর্নমেন্ট গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত এই মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

জি, এফ, ই, এল, মীল, মেজর, এম এল, সি,

পবালক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অক্ষয় বসু।
ইন্ডিয়ায় এড্‌ভি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে দুই সপ্তাহ

৮০ ডোলাস সেরের হিসাবে

ক্রমিক নং।	জিলা।	৮০ ডোলাস সেরের হিসাবে					
		মহ।		মহ।		তালচাউল।	
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

ক।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্ডমান ...	৮	৮	৮	১৭	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২ বীহড় ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩ বীরভূম ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪ বেদীপুর ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫ ভগলী ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬ বাঁকড়া ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

বঙ্গদেশের জিলা।

৭ কলিকাতা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮ ২৪ পরগণা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯ ঘনেশ্বরী ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১০ গুলশা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১১ মল্লিকপুর ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১২ রাজশাহী ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৩ রঙ্গপুর ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৪ বগুড়া ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৫ গাবরা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৬ সার্বিসিঙ্গ ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৭ জলপাইগুড়ি ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

ক। বহুবায়ল লবণের গুজরা মর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের, কাঁচগুয়া ১০ সের এবং রানীগঞ্জে ১২৫০ সের।

খ। মফঃসলে লবণের গুজরা মর টাকায় ১২ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের গুজরা মর টাকায় ১০ সের অবধি ১০/ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুবায়ল লবণের গুজরা মর টাকায় এই—জিরাপুরে ১০ সের, জালানাবাদে ১০ সের।

য। এই —বারাসাত ও শরীফাবাদে ১০ সের, ও কল্যাণীতে ১০ সের।

ঙ। এই —বেহেরপুরে ১০ সের, চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের, এবং রানীগঞ্জে ১২৫০ সের।

অবধি তপুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

ইকার বড় লাঙরা বার।														৪০ সেরের লবণের খোকে বিক্রয়ের দর।		জিলা।
রাণী বা বাড়ওয়ার ও চৌমা।		অমেরা।		ছোলা।		আলাদি কাঠ।		লবণ		লবণ।						
এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইকার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইকার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইকার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইকার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইকার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন		

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১২	১২	১২	৩/	৩/	৩/	৩১	৩১	১২	২৫০৮	২৫০৮	৩/০	বর্ডমান।
...	১৭৫	১৮	৫৬	৮	৮	৮	৮/	৮/	৮/	১২	১২	১২	৩০০	৩০০	৩০৬	বাঁকুড়া।
...	১২	১২	১২	৮/	৮/	৮/	১২	১২	১২	৩০৬	৩০৬	৩১/০	বীরভূম।
...	১২	১২	...	৩৫৫	৩৫৫	...	১২	১০	...	২৫০০	২৫০০	বেদিনীপুর।
...	৮	৮	১২	৩/	১/	৩/	১০	১০	১০	২৫০০	২৫০০	২৫০০	হুগলী।
...	৮	১০	১২	২/	২/	২/	১০	১০	১০	২৫	২৫	২৫	হাবড়া।

মধ্যপ্রদেশ জিলা।

...	১১১	১১১	১১১	১১১	২১০	২১০	২১০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	১১০	১১১	১১১	১১১	২১০	২১০	২১০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৪-লখনউ।
...	১১১/২	১১১	১১০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১৫	১৫	১৫	৫/	...	৫/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১১১	১১১	১১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১১০	১১০	১১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১৫	১৫	১৫	৫/	৫/	৫/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১১০	১১০	১১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
১২	১২	১০	১২	১৫	১৫	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।
...	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	মুন্সীগঞ্জ।

৮। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

৯। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১০। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১১। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১২। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১৩। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

১৫। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাতৃকাঁচ ও বাগীরহাটে ১২ সের।

৮- ভোলায় নেরের হিসাবে

নং।	বিলা।	৮- ভোলায় নেরের হিসাবে					
		সং।	ঘট।	ভালি টালি	সামান্য টালি।	কয় ও বাসরা।	চৌলখ ও মোয়ার।
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	এই সপ্তাহের রিটর্ন						
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						

পূর্বদিকস্থ জিলা।

১৮	চাঁকা ...	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	করীমপুর ...	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২০	বাঁকরাগঞ্জ	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১০
২১	দরদারসিংহ ...	১০	১০	১০	১২	১০	১৮	১৮	১৮	১০
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১৮	১৮	১২
২৩	বগুড়া	১৮	১৮	১০	১৮	১৮	১৮
২৪	জিলাপুর ...	১৮	১৮	১০	১০	১০	১৮	১৮	১৮	১৮
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব-দিকস্থ জিলাপুর	১২	১০	১৮	১৮	১৮	১৮
২৬	জিলাপুর ...	১২	১২	১০	১৮	১৮	১০	১৮	১৮	১৮

বেহার।

২৬	পাটনা ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৭	মুর্শাবাদ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৮	সামান্য ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৯	দারভাঙ্গা ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩০	মুর্শাবাদপুর ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩১	সারন ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩২	গোপালপুর ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৩	মুর্শাবাদ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৪	ভাগলপুর ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

ড। মহকুমায় সবধের খুজরা দর টাকায় এইহ—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মারিয়ারগঞ্জে ১০ সের ও মুন্সীগঞ্জে ১০১৮ সের।

ন। এই ... —গোপালপুর এবং মামারীপুরে ১২ সের।

ক। এই ... —পটুয়াখালিতে ১০১৮ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও ভোলায় ১০ সের।

খ। এই ... —কিশোরিগঞ্জে ১০১৮ সের, আটলিয়ায় ১২ সের, মেজকোণায় ১২/১ সের ও আমালপুরে ১১ সের,

ঘ। কলকাতায় সবধের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের।

ন। মকাসমে সবধের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১০১ সের পর্যন্ত।

প। মহকুমায় সবধের খুজরা দর টাকায় এইহ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২১০ সের।

ଜୀବନ ସକଳ ଲାଭର ସାଥୀ ।

৪* সেরের মণের
খোকে বিক্রয়ের দর।

[illegible]

गुरुनिष्ठु विम।

[illegible]

বেচাঁর ।

[illegible]

ক। মহাস্থানগড় লবণের খুজরাঁ মরু টাকায় এই২।—অরুণাচালে ১১৭ গের, ও নবদেহে ১০ গের।

ব। জ জ ।—গীতাঘটিতে ৩ সের এবং ছাতিপুরে ১১/০ সের।

৬। মেহরান নবকমার লদাণের খুফরা মরু জোকাই। ১।। মের।

৩। মকঃআলে লহরনর মুজরা দ্র টাকার ১১ সের অরধি ১২। সের পর্য্যন্ত।

খ। মহাকর্ষের লবণের গুণের মতে টাকার এইরূপ।—বেগুনকাইয়ে ১৫। মের ও অমুঠয়ে ১২ মের।

১২। ঙ ঞ ।—ইঁকার ১২ সের, মধবসিঙে ১০ সের ও গুণোলে ১১ সের।

টাকার বহা পাওয়া যায়।					৪০ সেরের ধানের থেকে বিক্রয়ের দর।
রাসী বা মাকড়া ও চীষা।	অঘেরা।	ছোলা।	কালাবিজাউ।	সবন।	সবন।
এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন
ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্বে সস্তাঘের দ্রিটন
সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন	সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন	সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন	সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন	সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন	সস্তা বহনসহের এই সস্তাঘের দ্রিটন

জিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূরনিয়া।
...	০।০০	০।০০	০।০০	...
...	০।০০	০।০০	০।০০	...
...	০।০০	০।০০	০।০০	...

উড়িষ্যা।

৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫
...
...

ছোট মাগপুর।

মন্দির-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
...
...

যঃ। অত্রঃ মকদুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

যঃ। চাঁদা ও বরক দিহা মকদুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

যঃ। টাঁয়া লবণের খুজরা দর এইঃ।—রখুলাখপুরে ১২ সের বরবাঁজার ও গোবিন্দপুরে ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটা এজেন্ট।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক নং	বন্দর।	৪০ সেরের														
		গম			যব।			ভাল চাউল			সামান্য চাউল।			কড় ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
২	শেরশাহগঞ্জ ...	১১০	২০০	২১০	১১০	১১০	১১০	২১০	২১০	২১০
৩	চাঁকী ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৪	নারায়ণগঞ্জ	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫	চট্টগ্রাম ...	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২১০	২১০	২১০
৬	পাটখা ...	১৫০০	১১০০	২০০	১১০	১১০	১০০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৭	বালেশ্বর ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮	পূরী
৯	কটক ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০

* বিবরণ পাঠ্য বই নাই।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

দশের দর ।

চৌলস ও জোরার ।			রাগী বা বাড়ওয়া ও চৌখা ।			জমেরা ।			হোলী ।			জ্বালানি কাঠ ।			লবণ ।			বন্দর ।
এই সপ্তাহের দ্বিটন			এই সপ্তাহের দ্বিটন			এই সপ্তাহের দ্বিটন			এই সপ্তাহের দ্বিটন			এই সপ্তাহের দ্বিটন			এই সপ্তাহের দ্বিটন			
টাকা	পাই	ফা	টাকা	পাই	ফা	টাকা	পাই	ফা	টাকা	পাই	ফা	টাকা	পাই	ফা	টাকা	পাই	ফা	
২/০	২৭	২/০	২৭	২৭০	১/৬	১/৬	১৭০	২৭০	২৭০	২৭০	কলিকাতা ।
...	২/০	২৭	২৭০	৩/৭	৩৭০	৩৭০	শেরাজগঞ্জ ।
...	২/০	২৭	২৭০	১/০	১/০	১৭০	৩৭০	৩৭০	৩৭০	চাঁদা ।
...	২/০	২৭	২৭০	১/০	১/০	১৭০	৩৭	৩৭	২৭০	খারাইনগঞ্জ ।
...	৩৭	৩৭০	৩৭	১০	৩৭০	৩৭	৩৭	চট্টগ্রাম ।
...	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১/০	১/০	১/০	৩৭	২৭০	৩৭	পাটখা ।
...	২৭০	২৭০	২৭০	১/০	১/০	১/০	৪/১০	৩/১০	৩/১০	বাগেশ্বর ।
...	পুরী ।
...	২/০	৩/৭	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১/০	১/০	১/০	২৭০	২৭০	২৭০	কটক ।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রি সেক্রেটারী ।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার সম্মানসূত্রে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গান্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওরাবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২৫৭৮	খানেন গটীতড়ি। মোজা কাঞ্চননগর তালুক রণুনেবা।।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮২০৬৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণতালুকা নিলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

নিলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া বাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার সীতের নিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তাহারি জমা ধায়া হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়ীরা ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৭ ২ দস্তি ৮৪ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৭ দস্তি ১১/১৫৮ ১/৮৮ — আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৭.০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের ১৫ ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

২৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদনসাঁ বনজগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১৯৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৮৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/২২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯৬৮ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের ১৫ ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪৭ নং পরগণে ফলিকাতা কিং বেণ্ডা ওগররহ নিধিত মালিক

কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/১০ টাকা দখল

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইমের ১০ খাঁরিতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একনা-
লিতে কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা তাহার
সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে
৭৫১৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যজুবাণী ওগররহ নিধিত মালিক

আমিন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা দার পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫৬৩ টাকা দখল

সন ১৮৫২ সালের ১১ আটমের ১০ খাঁরিতে ১/৬ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
একনালিতে আমিন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/৬ = আনার কাত সদর জমা দার পুলিশ
থানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২ ১৮১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আটমের ৬ খাঁরির বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিল
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কাপেটের সাহেবের আকিমে বাণী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাশা
নিলামে নিঃবেশ্যে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আশ্বিন।

ভগণীল।

ক্রমিক নং	খাস বেজের নং	এ বেজের নং	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আদার ১৮৮৪।	কৈবর্ত্য।
১২৪৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পাং বরদাখাত হিং ১৮১০—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাকান্ত সেন রজ- নীকান্ত সেন। জীমতী উমাকান্তা অং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গৌলোকচন্দ্র দেব। জীমতী উমাকান্তা গুণী অং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারজা পাং বরদাখাত ধানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	একাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবেশ্যের সরকারি রাজস্ব ২০২০ টাকা ব্যাধা হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২২১ সন হইতে দিতে হইবে।
১২৪৩	৭০	১৮৯	ভিলিঠা জোয়ার পাং বরদাখাত হিং ১৮১০— ক্রান্ত।	গীচরণ দাস মহুমদার সাং নৈয়াইর পাং জীচাইল, রামকিহর রায় সাং চান্দরাই একাশা আখিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পাং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫০	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আক্টেম্বর ৬ খান্দের বিধানামুসারে ইহা খাঁদা মকলকে জানাম বাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ খাঁদা তারিখের আদা বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনামুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতান। ১২১১ সালের ৬ আর্বাড় হুগলিভার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা মিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতান। ১২১১ সালের ৬ আর্বাড় হুগলিভার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা মিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার নামিকের নাম।	সবর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরৎ।
১	প্রথম (জগী) ইন্ডুরারি বন্দ-বন্দী মহাল। ২ মোলতপুর পরগনা।	টেনরস কজলে রহমান ওরফে আঞ্জা-রাধা নিগর। বাম গজাবর কর মোজা মিঠলা তে-সামিল পণী বাগান ডাঙ্গা ও মিঠ-পাড়া বরক / ১২। আদার সদর জমা বিঃ কুশুমকুমারী দাসী ১৫১।০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী টেনরস কজলে রহমান ওরফে আঞ্জা রাধা নিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২২২ ৪২৫০০ ৫১০ ৪৮০০		
১০	৩ রাধাকান্তবাণী পরগনা।	কতিমকী মিঠী নিগর ... বাম হাজি আছালকী মিঠী ৪০৫।১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কতিমকী মিঠী নিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫০০ ৪২৯৫/১১	১২২১১১১ ৪৬১/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবে। এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাস হইবে।
২০	৪ বসন্তপুর পরগনা ভূরগীটে।	সেখ হাকিমজাদী আদায়দার নিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে দাবিকলাল শীল দাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১/০ আদারকে খোল আদা করিয়া তাহার রকম ৬৪ আদার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮৫ ২৪২৪১/৬	৪২৯১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাস হইবেক।
৩৫	৫ বগলঘাট পরগনা বগলঘাট।	ভূর্ণাচরণ লাহা নিগর ... এই মহালের মধ্যে দাবিকলাল শীল দাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১৪ আদার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২০৭১৮৫ (৮) ৩১৮০৯/২	১২২৬৭২	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবেক।
৩৮	৬ সাঁখখালি পরগনা বালিড়া।	মলোহর মুখোপাধ্যায় নিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেকার ইন্ডেট গিরিজানীধ রায় চৌধুরী নিগর রকম / ১২ আদার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৮/০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পর- গনার নাম ।	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমা তাইম ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেকিয়া ।
৫৫	প্রথম শ্রেনী ইজ্জতুল্লাহ বন্দ- বস্তী মহাল ।	গড়মাথ ধলায় দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১/০	
৫৬	চাঁপাহাটি পং পাতুয়া ।	গড়মাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬৫/২	১১৩১/০০	
৫৭	এই এই	গড়মাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬৫/২	১১৩১/০০	
৫৮	মাথালডিহি পং পাতুয়া	সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... বাম অফিসার নন্দী রকম ১২৪৫ আমার সদর জমা এঃ উঃপক্ষনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ১২৪৫ আমার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭২২৫/১ ২২৪/০ ২২৪/০ ৪২৮/০ ২২৪/০		
৬২	এই এই	কানাইলাল শীল দিগর ...	১২৩৭৪৫২।	২৩২/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লায় হইবেক ।
৬৩	এই এই	এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাব লকের ডরক লরজকুমারী দাসী রকম ৫৫ আমার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২৭২৫১১/০	২৩২/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লায় হইবেক ।
৬৭	এই এই	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোহন গুণ্ডাবাড়ি ও হরিবাহুপুর ২ মোজার মোলজালা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২৬২৫৫৫ ৬২২৫৫	৪৭২/২	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লায় হইবেক ।
৭২	এই এই	সেখ কামেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাব লকের ডরক লরজকুমারী দাসী রকম ১১/ আমার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১০৩২১৫২ ৫৮৪৫৫১।	২০১৩১/২	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লায় হইবেক ।
১১০	এই এই	খালড়া পং খালড়া । রাণী লালনমণি দিগর ... বাম লালনমণি সিংহ ও নগেন্দ্র- বাহা দাসী রকম ৫০ আমার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আমার সদর জমা রাণী প্রথমমাথ রায় বাঁহাজুর রকম ৫০ আমার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী রাণী লালনমণি রকম /০ আমার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	১০৩২১৫২ ৭৭২০ ৬৪২/০ ১২২৮৫/ ২৭৪১০ ৬৪২/০	১৭১১/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লায় হইবেক ।

সহকারী নং	মহাল ও শব্দ- নার নাম	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর অফিস ডায়েরী ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেক্সিট ।
২১৪৮	মোদানিবন্দর অনুরূপপুর চাক- রানপাং সিংহুর	বাঁকী অমৃতলাল দেব দিগন্ত রকম ১০ আনা সদর অফিস ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাবালগের ডরফ শরৎকুমারী দামী দিগন্ত । এম কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার অফিস এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা অফিস বিঃ । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২৬৪১/৬ রোড নং ৪১৬৪১ ৬২৬১/৫ ৩২৩৫/০ ১৩১/০ ৫২৪০	১১০	এই বাঁকীর অফিস এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৩১৩৩	প্রথম জোমী ট- অমৃতপুর বন্দ- বস্তী মফল । চুটীপুরের সা- মিল অফিস- পুর পঃ চুটী- পুর ।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাবালগের ডরফ শরৎকুমারী দামী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । যতনাত দেব দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণস্ব দেব দামী ১০ আনা কে যোন আনা চরিত ডায়েরী রকম ১/৬১ = আনার সদর অফিস এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭০৬১০ ৪৮৬০০	১৬৫০	এই বাঁকীর অফিস এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৩১৩৭	জো-কুল পাঃ চুটীপুর ।	অক্ষয়লাল বন্দোপাধ্যায় দিগন্ত ...	৫১০১৬৭	২২৬০/৩	
৩১৪১	সামদপুর বাটক- পাং চুটীপুর	যতনাত দেব দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে অবিলাসচন্দ্র গাল রকম ১০ আনা অফিস এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৮২৪৬০/১১ ১২৪১১০	৩২৫/৬	এই বাঁকীর অফিস এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৩১৪৩	মোদানিবন্দর হাওড়া চাকর পাঃ বোর ।	বাঁকী কালীলাল দিগন্ত ... এম ব্রজনাথ জিনি রকম ১/২ আনা সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭২৬১৮১ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জোমী ই- অমৃতপুর বন্দ- বস্তী মফল । গোবিন্দপুর পাঃ আহানাবাদ । মোদানিবন্দর	বাঁকী কালীলাল দিগন্ত রকম ১০ আনা সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাবালগের ডরফ শরৎকুমারী দামী ।	৪২২০৮১ ১০৪০৭৭	৬২৫/০ ৩২৫৬০	এই বাঁকীর অফিস এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
১৭২১	গুণ্ডিপাড়া চাক- পাঃ মণ্ডলঘাট ।	কালিদাস দেব বেনেজার কান- দিগন্তনাথ রাঃ গোপূরী দিগন্ত । এই মহালের মধ্যে রকম ১০ আনার মানিক চুণীনারায়ণ দেব সদর অফিস ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । রকম ১২ আনার মানিক অমৃতনাথ দেব সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭১২৭ ০০৬৭ ৭১১০	১৮ মার্চ কি. খোর বাঁকা ১০৪১০ ১২ আনুয়ারি কীওয়ার ৮২১১/৬ ১২০৫০৮ ২৮ মার্চ কিওয়ার ২৬/৯ ১২ আনুয়ারি ১২/৯ ৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪ । ২৮ মার্চ নিলাম কওয়ার খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া ধন- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এবা- নার টাকা অফ- করা গিরাফে অফ- না এ অংশ খরি- দারের দায়িত্বে ও মুক্তি এই অংশ পুরনার নিলাম হইবেক ।

জেলা মুরসিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবতে জেলা মুরসিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাস সন ১২২০ সালের লাক্কী ফালগুণের বাকী রাজস্ব আদায় করা সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন বোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আখীর মজলবার জেলা মুরসিদাবাদের কালেকটরী কাছাড়ির একাংশ নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সন তারিখ ১৭ জুলাই।

জেতার নং।	মাকাসের একার।	ভৌমিক নং।	নাম মফাস ও পরগনা।	নাম ভাস্কর।	সনর কমা।	কৈকির।
১	এংক জেতার মাফাস	৪৪	ভরক কালুয়া পাওয়ার- বক পুর।	রুকমিকর রায় কল্যাণকর রায় গোপীকান্ত রায় অর্থা- বাকী মাস। মাক। আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মাফাস।	৩২৪৪।৭	এই মফাস মফা অর্থাৎ মাস। ও কল্যাণকর রায় পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটন কৃষ্ণকর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার কাল সনর কমা ১২৪৭।৪ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১১৫।০ টোকা।
২	এ	৪৪	ভরক কালুয়া পাওয়ার বক পুর।	এ	৩১২৪।৭	এই মফাস মফা অর্থাৎ মাস। পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকর রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাটন কল্যাণকর রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাল সনর কমা ১২৪৭।৭ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৭।৩ টোকা।
৩	এ	৬৭	ভরক কালুয়া পাওয়ার লগানী।	রায় মেতাধীন লাকার বাহাদুর	১১৪২।০	রাজস্ব বাকী ৪৪০৫।১ টোকার কল্যাণকর মাস। নিলাম হইবেক।
৪	এ	২২০	কিম্বত নোজগাতি- ভরক পরগনে বাকী- বক গির।	হিরামাল চৌধুরী বাসলগাল চৌধুরী অধিনীকৃত মুক্তকী বটুকদাশ মুক্তকী বাসলগাল গোয়ালা।	৭-২৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫।০ টোকা কল্যাণকর মাস। নিলাম হইবেক।

[illegible]

১২	এ	৫৪০	মৌজা এংলিগার পং তরঙ্গিনী এরফে লুইসগিরসী পাক মাঠের কামিনী কলকীতাসী বেলসানীপ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাস চৌধুরী চন্দ্রনাথ চৌধুরী সুভদ্রকণী চৌধুরানী রত্ননাথ সুভদ্রী পুতালীনাথ চৌধুরানী চাকচক্ক বসু উমেশচন্দ্র মিত্র স্বারানী চৌধুরানী মাতা আলি মশরুফী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরীনাথ মগ পরেশনাথ চৌধুরী কলিতামাহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরানী অমলমোহন চৌধুরী জেমসলাল।	১০৬/১১২ এই মাহাল মধ্যে; হারিহরনী চৌধুরানী আলিমাতা মাল-রানী সত্যচরণ ও চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাসে চাকচক্ক বসু মিত্রের এতদন্য অংশ ৫০/২ গোড়াকর্ত সত্ত্ব অংশ ২২/৫ টাকার দিলান হইবেক। বাণী ... ১১০ পাছ।
১৩	বিজয় জোর মাহাল	৫৮৮	জরগণী পং সমস-বন্দরজীনার দেউলানিয়ার দায় কাংলগার আলি খালী মাতা ত্রিপুরানন্দ্রী দেবী রামলাল দায় পংলাথ রায় কামগররায়।	৭৫৭/১ রাজস্বর বাণী : ৮৬/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৪	প্রথম জেগীর মাহাল	২৭৪০	কিং তরফ জেগীর-কোনংদে দায় জটিকনাথ রায় ও কদিনাথ যোঁম... পুরপং আসাও মগর	১২২০ সালের লিঃ অগ্রহারণ জলবেদ রাজস্বর বাণী ১২২৮ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক। ৬৬৬
১৫	এ	২৭৭২	জরফ কানই পাড়া রামলাল যোঁম পং আসাও মগর	১২২০ সালের লিঃ কালজুঃদর রাজস্বর বাণী ৮১১৬/৬ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884

J. C. VASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জেলাস্ত নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ পার্সি ক্রিয়ার সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন মোতাবেক ১৮৮১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছান্তিতে বিনা ওদরে প্রকাশ্য বিদ্যামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নং।	মহাল ও পল্ল- গণার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর অংশ।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর অংশ।	১৮৮৩। ৮৪ সালের পার্সি ক্রিয়ার বাকী।
১	পল্লগমে আগার- পাড়া বিলম্বত আশ-পাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২/৮	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুযায়ী সত্তর হিসাবের ১ হি- সা। জেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর বরম দ/আনা।	১৩৫৬/৮	৩৪
২৮	পল্ল হিলকি বিলম্বত কেড়গ ছি।	বিলম্বত রায় চৌধুরী দিগর।	৪৮৩৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৮৩৮	১৭৩১৩৮
২৯	পল্ল মলিসদান বৈলম্বত বিলম্বত দিগর।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	৮২৭৫১	২ ...	৮২৭৫১	১৩৫৫১
৩৪	পল্ল হিলকি কলম্বত গজরপুর।	জেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২১১৪	৪ হিসা। জেজেন্দ্রনাথ রায় বরম ১/২ পড়া।	১২১১৪	৩৪১১/২
৫৭	পল্ল মলিসদান বিলম্বত ভালিপুর।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	৪৮২৮	১ হিসা। ...	৪৮২৮	১৩৫৪
৭২	পল্ল মলিসদান বিলম্বত মলিসদান।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	১৭৩১৩৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৭৩১৩৮	১২৫৫১
১০৮	পল্ল বুদ্ধন বিলম্বত বালুদিগর।	বুদ্ধন বৈলম্বত দিগর।	৪১১৪	৩ হিসা। খুলনা আগার- বরম অংশ বরম ১/২ পড়া।	৪১১৪	৩৪
১১১	পল্ল বাজিতপুর লোম্বত কিলম্বত দিগর।	জেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১১২১১১/১১	২ হিসা। লোম্বত চৌধুরী বরম ১/২ পড়া।	৪৮২৮	১১/৩
১২৪	পল্ল বুদ্ধন বিলম্বত বৈলম্বত।	বুদ্ধন বৈলম্বত দিগর।	৭১১৪১১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১১৪১১	৭১১৪
১১৭	পল্ল মলিসদান বিলম্বত ভালুদিগর।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	১১২ ৩৮/৮	১ হিসা। জেজেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর বরম ১/২ পড়া।	৪৮২৮	২৭৫ ৭/১
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুযায়ী সত্তর হিসাবের ২১ হিসা। বরম ১/২ পড়া কৈলম্বত সরকার দিগর।	২০৭	৭/৮
১৩২	পল্ল বুদ্ধন বিলম্বত ভালুদিগর।	বুদ্ধন বৈলম্বত দিগর।	২০২২১৩	২ হিসা। বরম ১/২ পড়া।	১০১১১/১	১৪
১৩৩	পল্ল মলিসদান বিলম্বত মলিসদান।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	১১২১১১/১১	২ হিসা। জেজেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর।	২২২৭/৮	৮৭১৫৫
১৪০	পল্ল মলিসদান বিলম্বত ভালুদিগর।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	৪৪২৫/৮	১ হিসা। জেজেন্দ্রনাথ বরম ১/২ পড়া।	১০৭৪৫	৭১/১১
১৬৬	পল্ল মলিসদান বিলম্বত মলিসদান।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	১৮৮৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৮	১৩৫৫
১৬১	পল্ল মলিসদান বিলম্বত ভালুদিগর।	মলিসদান বৈলম্বত দিগর।	৮২০১০	৪ হিসা। জেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর বরম ১/২ পড়া।	৮২০	৩৪০

KHULNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

P. H. BARROW,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার আপসপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবুজারে জেলা দিনাজপুরের মহাবর্তী বিপুলবিভক্ত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানারী এবং অসমাপ্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাখনের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য মীলামে করা যাইবে।

প্রথম জেলার ইত্তমুরারি অসমাপ্য হওয়া মহাল।

নম্বর ক্রমিক।	নাম মহাল ও পরগণা।	মাফ মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য মীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	খোঁজে চারখতা গরুর পরগণা মীলাম বাড়ী।	কাজীরাখী দেবী জরকিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১১৯১৫১৫	২২২৫১	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	খোঁজে গৌলতপুর গরুর পরগণা রাজপুর।	ভারকখাণ চৌধুরী, জরকখরী চৌধু- রানী উদ্দি পক্ষে সোহমলাল চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০/১১	৪৮০৮	এই মফাৎের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৮০ আনা অংশ যাহার ৪৮২১/০ আনা সত্ত অধা হর ভাচার হিসাব ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৫/১ পাই সদর জমা হয় এই এজমালী অংশ বাকী পড়ায় তাৎই মীলাম হইবেক।
২৩৮ নং	খোঁজে গোবিন্দ- পুর গরুর পরগণা মফাৎ মোড়াখাট।	সিদ্দিক মজুমদার ও মোল্লকখাণ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯১/৮০	২৪১৭	খোঁজে কেমুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মফাৎের মোল্লকখাণ মজুমদারের ৮০-ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারাবিধ হিসাব পৃথক হইয়া ৫১০৮৫ পাই সদর জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ায় মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৪১/১	এ মফাৎ মজুমদারের হিসাব প্রকৃতপক্ষে ৮০-ক্রান্তি অংশের ৫১০৮৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ায় মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৪১/৩	এ মফাৎ কালীচন্দ্রের দেবার ৮০- ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১০৮৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ায় মীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	খোঁজে দাউদপুর গরুর পরগণা মীলাম বাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুসকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮৮/১১	১৪৭৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
৬৬১ নং	খোঁজে বাজিরপুর গরুর পরগণা মফাৎ	ভাগিরথী চৌধুরী	৬৬২/১১	৪৬৪৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTT,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সম ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর সাগাএন কিল্ডী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল সাগাএন কিল্ডী ফেব্রুয়ারি তালবের ২৮ মার্চ স্বর্ধান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ডির ডির জেলার কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদার হটরা যাঁরা বাকী আছে তাহা ১৮৮৫ । ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় খনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশরূপে নিলাম হইবেক, ইতি ।

ভৌমিক সংখ্য।	মহালের নাম ও পরগনা ।	মালিক ।	সদর জমা ।	বাকীর পরি- মাণ ।	মন্তব্য ।
৫৭	বড়াবাঁকী ওগররখমোজ মকলে কালির হাট ।	শ্যামকুমার বাস, বাম্বাছুমারী দাসীয়া কুম্ভমোহন ডাকি ডাকামণি দাসীয়া চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫:১৬০	৬১০	বাম্বাছুমারী দাসীয়ার ১১৮৫৬৯ পাউ সদর জমার অংশ ডাকার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
১০৭	গামনগর মোজা চাকলে কালির হাট	মৌদামিনী দাসীয়া	১০৪১৫৬১	৪২৮৬৪	
২২১	খোদপুরদিপুর ওগররখ মোজা পং পরগণা	জনকীবরুড সেন, আদবা বেদন, বাহুডমেছা চায়েদ শাক্তন, ও চরিল আলম চানুল চৌধুরী চৌধুরী নরক ডোমো দিকো ও দুল দিকো ।	২৫৩২৫৬৫১	৫০০১৬৮	বাবু জানকীবরুড সেন দের খারদা ১৬০ আনা অংশ বাস দেওয়া গেল । ডাকার অ- তন্ত্র দিবার খোলা গিয়াছে ।
২২৩	খামার কুরলা ও গররখ পং পরগণা	খাজে এনাচুলা চৌধুরী অচিন্তেছা চৌধুরী মহম্মদ মেহাজুদ্দিন খাঁ চৌধুরী ।	২১০৫৫৬১১	১৮২ ১৬	খাজে এনাচুলা চৌধুরী রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদা জমা ১০২৩ ১/৬ পাউ ই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
২৪২	১ক ছাগীপুর ওগররখ মোজা পং পরগণা ।	খাজেছা বিবি চৌধুরানী এনাচুরা দিকো খাজেছা বিবি চৌধুরানী, আনা চুলা চৌধুরী মুগিমেছা বিবি জতন বিবি চৌধুরী গানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইলেক্ট্রোনাথ লাহিড়ী মামেনজার মেহালদিকিন, মহম্মদ মেহাজুদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আদবমেছা বিবি অরু ও আলউছ পং আবদুল্লাহ চৌধুরী দাবালগ ।	১৮২২৫৬৮	১৪১৬৮	গবর্ণমেণ্টের ডাব্বারীনের অংশ ডাকার সদর জমা ৪৩১১/৬ পাউ ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাস্তব অপরাপর অংশ বাকী ।
৬২৭	আদিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, ইশামচন্দ্র চৌ- ধুরী, ঈশ্বারমণী চৌধুরানী ইলেক্ট্রোনাথ লাহিড়ী মামেনজার পং কোণ্ডর চন্দ্র কেশর রায় দাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার ।	৫২৮১৫৬১১	২০৫৬৪	কুড়ানু সরকারের নিজাম ১০ তিন আনা ই অংশ বাকী ।

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

[illegible]

BEVERHOOD COLLECTORATE, }
The 17th May 1884. }

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সর্বদা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাভের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কান্টোনিমেন্ট কাটারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই যে।—

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনা।	দায় দালিক।	সমস্ত অর্থ।	বাকী।	মন্তব্য।
১	ডিহি ফতেপুর পং ইলক সাহী	মন্মোহিনী দেবী ও কালীশঙ্কর সা- হালা প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫২।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মন্মোহিনী দেবীর ২৫৫০/০ পুঃ ৩৭/০ আনা সমস্ত অর্থার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
১	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীশঙ্কর সাহালা প্রভৃতির ৩৩১।।০/০ পুঃ ৩৭।০ আনা সমস্ত অর্থার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী ও প্রভৃতি	১১৪৪।০ পুঃ ১১।০	৩১।।০ ০	এই মহালের ১৮৫২।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী ও প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৭/০ আনা সমস্ত অর্থার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিং ধুবিল পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুজী প্রভৃতি	৫৭।০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৪	কিং আবড় কোল পং শোনা বাজু	কালীমারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতি	৭২৫৬। পুঃ ৮০।।০	৪৭।০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীমারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/ পুঃ ১।০ আনা অর্থার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৪	এ ...	এ ...	এ ...	১৪৭।০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫২।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা সম- স্ত অর্থার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান।

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ অগষ্টের ৬ তারিখ বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে মের হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিষিদ্ধ ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আঘাত দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তাহারি জমা দাবী হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌমভূক্ত মহাল মিদগ্রাম পরগণা আসাতিঃ মঙ্গলকোট পূর্বদুর্গী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক জিলায় অন্তর্ভুক্ত সেবাউ ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি জগজ্ঞ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যনারায়ণ ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যসমন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া পরমাশ্রুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া ডিঃ জিরাংপুর।

সমর জমা ৭৩১১।।/৬।।০ টাকা।

বাকী ১১১।।/০।। টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইরাছে।

নরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা পরমাশ্রুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা সত্যনারায়ণ ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭০৮৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনর মোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অনিমাড়া জিলায় হরমুন্দরী দেবী ১২১৮।।/৭ টাকা।

৬০ নং ভৌমভূক্ত মহাল পলনমা নিগর পরগণা যেকো ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মনিমুনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি মাতা ও প্রাপ্তপক্ষে স্মরণ লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেডলোকা মাধচন্দ্র সাঃ জিরাং ডিঃ কাটোয়া হরেকটান গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিজয় চরণ চন্দ্র, পরমশ্রু চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা জিমাড়া ভবতারিণী দাসা সাঃ জিরাং ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ এই।

সমর জমা ৭৪০।।/১১ টাকা।

বাকী ৪৮।।/০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনামে ৯২৫/৬ টাকা সমর জমার একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইরাছে।

৮৮ নং ভৌমভূক্ত মহাল মজকুরি পরগণা মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মন্তেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুড় মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মিলমনি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, শরানচন্দ্র চৌধুরী, মতিজীনী দেবী শরদাপ্রসাদ ও অরদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমনি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামনারায়ণ চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুকানী দেবী কুমারেশ্বরী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নমণী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণুস্বাম্বরায় ও শশীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র মন্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জিলায় চৌধুরী, রামানন্দ চৌধুরী সাঃ চাঁদুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ মাইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁদুনী ডিঃ কাটোয়া।

সমর জমা ১২২১।। টাকা।

বাকী ১৭৭ আনা।

এই মহালে মতিচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৫৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইরাছে।

৪১৭৪ নং ভৌমভূক্ত মহাল শামকুনী পরগণা বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক দেব আশিমমুলা সাঃ সীকারপুর কোন্ডলাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ কবিকেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিঅছি কল্যাণী দেবী সাঃ এই জিলায় দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, বিলমনি রায় সাঃ আরমোচাঁদহই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সমর জমা ১৬৯৩।।৫ টাকা।

বাকী ২১৫৫৮২ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইরাছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৫/২।। টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৬।। টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector.

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

Notice is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLERCHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNER'S OFFICE }
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER.
Official Assignee.
(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনালিক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর সাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্নমেন্ট কম্পচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি স্বগত মূল্যে একতরফী ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেক যথা, প্রতি ৪ আউন্স তিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তিনে ২।।০ আট আনা, ডাকখানায় দিতে হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

অন্নানক দানাবান্ধা সিন্ধুকোনা ।

সাল সিন্ধুকোনা ছাল হুইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুইল ও উৎকৃষ্টতর হুইল । বাহ্য নামা বাহ্যে না, একপ সানানান অন্নানক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থীং কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও রাজবা কীছোর জন্য এবং একলাসীম ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোল বাস্তি নগর মূল্য দিয়া ২৪৭ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগর মূল্য এবং প্রথম প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় হুইল বিক্রয়গণের মি ১৫৩২৭ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই হুইল পাঠতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক যাহুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 105, Dhurrumtoah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট বস্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গদেশের সিভিল সার্জিনে নিযুক্ত বর্ডনামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনের মেম্বর, টেনর টেম্পলের ব্রিট্রুড সি. ডি. কিল্ডে. এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাইতবের এণীত বঙ্গদেশের জিহুড লেন্টমেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের সুযাধিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা ।

একই খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্টেন্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে ।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1893.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>		Rs. A. P.	
Entire Gazette	10	0 0 per annum.
Postage	2	8 0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal			
...	4	0 0 „
Postage	1	0 0 „
<i>For a single copy—</i>			
Entire Gazette	6	4 0
Postage	0	1 0
Parts III, IV, V, and VI	0	1 0 for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.			
Postage	0	1 0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকসামল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে প্রদান দিতে হইবে :—

মকসলে ।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	১০	০০
ডাকসামল	২	৮০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
...	৪	০০
ডাকসামল	১	০০
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	৬	৪০
ডাকসামল	০	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	১০	০০
৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার প্রতি একই আশা ।			
ডাকসামল	১	০০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকসামল লাগিবে না ।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং হোটি সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৯৩ । ২৭ মে ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CANUCKA GAZETTE

Full page, per issue	20
Half " " " " " " " " " "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটে কিস্তি বাজালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া খাটেবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশের আধিকারিক এই মন্তব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

বরণমন্ডের কাগালার কিম্বা গবর্নমন্ডের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কাগালার জিহ্না কোন বাকি থাকান
লেজেটারিয়েটে ছাপাখানাহতে পুস্তকাদি প্রস্তুত করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম
করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাছানল সেক্রেটারিয়েটের আঁকোঁকাটোঁটের নিকট অস্ত্র মূল্য পাঠান না গেলে, উপস্থাপক কার্যালয় দ্বিত্ব কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকানি দেওয়া দিখা উক কোন যোগেটে ইশ্টিচার ঃক বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা বাউবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিটে পাঠান গেলে, জিরান্ডো-ই বাস মিবার জলো টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

ਜਿ, ਫੁ, ਮਿਏ, ਬਲੇਕ.

বঙ্গদেশের গঙ্গা-মেঘের ১৯টি মেঘ-টপা

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মতব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিয়ার প্রকাশ করিবার যার এইঃ—	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০
আর পৃষ্ঠা	১০
কখনই ইন্টিয়ার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

विष्णुपूजन ।

রাজকার্য্যালয়কে সজ্জামের প্রতিসংস্কার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্থানান্তরে গুরুত্ব
 টোলকালের স্বাভাবিক সজ্জামের গবনমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আশির্ষে প্রকৃষ্টতার
 দ্বারা শ্রেয়সাধন করা প্রার্থনাও পাঠাইতে হইবে।

চল্লি সকল আর্দ্রনের পুঙ্খক কলিকাতার শব্দগোষ্ঠে গ্লেসে, আকার স্পষ্ট কোম্পানির বাণীকে জরুরি করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দীদেও সর্বদেও জেলো জীবিত ও অকৃত্রিম মরিল পুত্র না হইবে
কর্তৃক বৃত্তি ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

যঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS

	PAGE.
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	65—67
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal	389—373
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	NIL.
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	NIL.
PART V.—Acts of the Bengal Council	7—0
PART VI.—Bills of the Bengal Council	NIL.
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	NIL.
PART VIII.—Advertisements	581—590
APPENDIX	NIL.

নিবন্ধ ।

	পৃষ্ঠা ।
প্রথম খণ্ড ।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	১৫—৩৭
দ্বিতীয় খণ্ড ।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৩৯—৫৭৩
তৃতীয় খণ্ড ।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাহি ।
চতুর্থ খণ্ড ।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাহি ।
পঞ্চম খণ্ড ।—বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৭—০
ষষ্ঠ খণ্ড ।—বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাহি ।
সপ্তম খণ্ড ।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের প্রদত্ত আদেশাদি	নাহি ।
অষ্টম খণ্ড ।—ইঙ্গিতপ্রদ প্রকৃতি	৫৯১—৫৯০
পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট	নাহি ।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন আদিত ।

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 151.E.—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanbai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girija Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of "Maharaja," as a personal distinction.

No. 1861I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of "Raja Bahadur" as a personal distinction.

No. 1863I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of "Rai Bahadur," as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India.

ভারত সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞাপন।

সিমনা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫৮/৪ নম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনাদের কার্যাবলী রাজাপুত্র পাইবার যোগ্য হওয়ায় ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারানী তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সম্পানিরনের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

দক্ষমেন সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের টেডরেট্টর ও শিক্ষাপ্রক্রান্ত কমিশনের ভূতপূর্ব মেম্বর শ্রীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রুস্ট সাহেব, এম, এ,।

শ্রীমাদমহা কাহেল মেডিকাল স্কুলের কিম্বী ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিচার ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ জজিগ শ্রীযুত রায় কাশাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং জাটন ও ব্যবস্থা প্রশমনার্থ মহিম্বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিপতির ভূতপূর্ব অতিরিক্ত মেম্বর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

শ্রীযুত এণ্ড মাজিষ্ট্র সাহেবের আদেশমতে,

সি, এন্ট,

ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী।

করিন্ ডিপার্টমেন্টে।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমনা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/১ নম্বর।—মহিম্বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারানী জীমতী শ্যামসংকনীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত কুমার গিরিজানাথ রায়ের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “মহারাজা” উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/১ নম্বর।—মহিম্বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মড়াইকলার মজ্জার শ্রীযুত কুমার উদয় মারায়নসিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রাজাবাহাদুর” উপাধি দান করিলেন।

১৮৬৩/১ নম্বর।—মহিম্বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব কাঁচড়া জিলার অন্তর্গত মহিম্বাড়ির শ্রীযুত বাবু কেশরনাথ কুণ্ডের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দান করিলেন।

সি, এন্ট,

ভারতেশ্বরীর গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

GENERAL.—*The 6th May 1884.*—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1884.—Baboo Prosuanno Coomarr Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1884.—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1884.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonomali Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoosha, and appointing Baboo Rojoni Kanto Moukerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1884.—Mr. J. F. Browne, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozepore, Backergunge is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozepore sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 26th May 1884.—Mr. W. Kemble, Officiating Oium Agent, Behar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—জীবিত এক, টি, বর্নর সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জীবিত সি, এচ, গিলাজ সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলশিয়ার রাইকল মলের কাণ্ডানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীবিত মৌলবী মুজাফ্ফার আলি আহম্মদের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, জীবিত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ডবলুকের মন-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত ব্রাহ্মনহলের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এক, ই, গিফার্ড সাহেব যে তারিখে ছুটি গৃহণ করেন তদবধি গিফিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি গিফিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আট মাসের নিষ্পত্তি ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাথরগঞ্জের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতাপাইলেন।

গুলনার অন্তর্গত সাঁওতালীর কিয়ৎকালীন মন-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু বনমালী পরামানিককে অসুস্থত্বের ছুটি দেওন এবং জীবিত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাঁওতালীর মন-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের বে আঞ্জা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা একত্বাঙ্গী রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীবিত জে, এক, ব্রোম্ সাহেব, সি, এম, নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাথরগঞ্জের অন্তর্গত শিরোজপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শশীশেখর মল্ল অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি গিফিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবিত বাবু শশীশেখর মল্লের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু জিনাথ গুপ্ত বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত শিরোজপুর মজুমদার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাঙ্গুণীর মৌকুমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্ররোক্তক জীবিত জি, সি, কিব্বি সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জীবিত এ, সি, মাকডেনল সাহেব কর্ম ভাগ করাতে শিহাবের আকীনের একটি একটে জীবিত ডবলিউ, কেম্বল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মোছ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত ডবলিউ, কেম্বল সাহেবের পরিবর্তে ঢাকার একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত এক, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত এক, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত এচ, বোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত এচ, বোসলী সাহেবের পরিবর্তে আইটে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এ, সি, মাকডেনল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। জীবিত মাকডেনল সাহেব যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয় এবিনিউ ও জেমসন ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে থাকিবেন।

জীবিত এ, সি, মাকডেনল সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর আইটে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি আইটে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এক, এচ, বি, ক্রাফন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মেইজেনীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। জীবিত ক্রাফন সাহেব যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয় বাবু সাহেবের মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট: ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The 15th May 1884.*—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16th May 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade,

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

„ Basanta Kumar Mitra.

„ Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20th May 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th May 1884.*—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16th May 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The 19th May 1884.*—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

OPIMUM.—*The 20th May 1884.*—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot.

| Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The 13th May 1884.*—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17th May 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furrceedpore.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

জিহুত এক, এচ, বি, স্যুইন সাহেবের পরিবার্হে চট্টগ্রামের একটিং আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত সি, জে. ও, ডোলেন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব ছোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আশ্রয়ীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্স্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদস্থিতি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে
জিহুত ই. সিলবট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর জিহুত বাবু গেরারীমোহন বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত মুনশী খোদাদাদ খাঁ।

” বাবু কুলদীপ নাথারায়।

” ” বলজকুমার মিত্র।

” ” গেরারীমোহন বসুর পরিবার্হে জিহুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—নগরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত আর, ডবলিউ, কেডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী প্রহর করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে ছুটি মাসের ছুটি পাইলেন।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—জিহুত শাহ ইরান্দ জমেন কর্ম্য ভাগ করাতে মুন্সের জিলার অন্তর্গত খরকপুরের একটিং আমা সব-রেজিস্ট্রার জিহুত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গড় আশ্রিল মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা বিহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জিহুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রদত্ত অসুপরিহিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারনের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় খ্যৈর পদোপলক্ষে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জিহুত ট, জি, কলবিন সাহেবের পরিবার্হে ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু সৈয়দচন্দ্র মিত্র, উক্ত জিলার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আকৌম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিচারের আকৌমের এজেন্টের অন্তর্গত মতিহারীর আকৌমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জিহুত এক, জে, আর, ফিল্ড সাহেব নিম্নলিখিত কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্রিল অবধি ছয় সাপ্তাহের ছুটি পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্যাকারকেরা নিম্নলিখিত ছুটি পাইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষমতে স্বয়ং মননের রিপোর্ট করেন।

জিহুত এ, এলিয়ট সাহেব।

। জিহুত ডবলিউ, টি, রাইবল সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। তেহজার আকৌমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জিহুত ডবলিউ, এল, এল, ব্রীড সাহেব নিম্নলিখিত কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই সাল পঁচিশ দিনের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বঙ্গার অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন জিহুত ডেব্রেনচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ জিলার অন্তর্গত মেঘালি কাড়ির চিকিৎসা কার্যের ভারপ্রাপ্তার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন জিহুত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎকালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত বাগারীপুর মহকুমার ও দাউদা ষষ্ঠখালরের চিকিৎসা কার্যের ভার প্রাপ্তার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison. | Mr. G. B. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nando Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolna, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullie. | Baboo Bhupendranath De.

Baboo Preomadhuh De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjee. | Baboo Motilal Mukerjee.
 „ Peary Lal Ghose. | „ Chandrakanta Tewari.
 „ Sarada Prosad Ghose. | „ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjee. | Baboo Rameswar Gangooly.
 „ Nibaran Chandra Bhattacharjee. | „ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul. | Baboo Pertap Chunder Banerjee.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty. | Baboo Jagesh Chunder Bagchi.
 Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbāl Ally is appointed to be a Commissioner of the Darbhanga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Darbhanga.
 Hujee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramnath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjee. | Baboo Srinibash Das,

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

আসিষ্টে সর্জন জীবুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টে-ণ্ডেন্টের কর্তব্য করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মার্জিলিঙ্গ ইডেন মাসিটোরগমের কার্য নির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত আর, হারিসন সাহেব।

জীবুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পাল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও খাদ্যবিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টে সর্জন জীবুত মন্দলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মার্জিলিঙ্গ চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টে-ণ্ডেন্ট আসিষ্টে সর্জন জীবুত মহেন্দ্রনাথ ও গু ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীবুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের এতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করাতে জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীবুত বাবু রামলাল রায় মওয়াখানী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বাটাল মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু নীলমাধব মল্লিক।

জীবুত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ দে।

জীবুত বাবু প্রিয়নাথ দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু কেশরনাথ মুখোপাধ্যায়।

জীবুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

„ „ পিরারিলাল ঘোষ।

„ „ চন্দ্রকান্ত ভেট্টারি।

„ „ শারদাশ্রম ঘোষ।

„ „ পুরুষনাথ ভূঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জীবুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

„ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ „ রামদাস মজুমদার।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু উমাচরণ মণ্ডল।

জীবুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজধানী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী।

জীবুত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।

জীবুত বাবু অগরাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঞ্চি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত ডাবলিউ. এচ. মাকেল্লি সাহেবকে আপনাদের এতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—জীবুত মোলবী একবল আলি হারডগা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজহারডগার কার্গ্যাণাক লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জীবুত আর, সি, মনি সাহেব।

জীবুত চাঁজি মহম্মদ ওরাহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীবুত সুহন মিলনে সাহেবকে আপনাদের এতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীবুত বাবু রমানাথ দেকে আপনাদের এতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত বাবু মনকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জীবুত বাবু অনিবার দাস।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CESS—*The 16th May 1884.*—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Sectamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipin, Manager, Amua Indigo Factory.

„ W. M. Reid, Manager of Dain, Coupna Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19th May 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21st May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Choodanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.
Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23rd May 1884.—Mr. B. Dé, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bemola Charan Bhattacharjee.

The 24th May 1884.—Mr. J. S. Davidson, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee, in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 144.—*The 13th May 1884.*—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttman-Johnson	Covenanted	Deputy Commissioner, first grade, Assam.	Within period of leave

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, c.s., Deputy Commissioner, fourth grade, Cachar, with effect from the 20th July 1881, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geidt, c.s., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 13.—*The 15th May 1884.*—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 15th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

পঞ্চম বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—জীবুত বাবু রাজগোপাল রায়েব পরিবর্তে একটি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত লোহারডাঙ্গা জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নজফপুর জিলার অন্তর্গত সীতামটীর শাখাপথ-কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

আমুয়া নী কুটী কাণাশাক জীবুত বক, ও. পাইলান সাহেব।

জীবুত জে. টাইল সাহেবের পরিবর্তে টেনা ছাপরা কুটীর কাণাশাক জীবুত ডবলিউ, এম, রৌড সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জীবুত ডবলিউ, সি, মলর, সাহেব কান্দ্রুরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু শরীফুলান চট্টোপাধ্যায় বঙ্গবান জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নমোরা জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার শাখাপথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীবুত এম, এল, মাকনাটন সাহেব। | জীবুত বাবু দেবেজনাথ বসিক।

জীবুত বাবু সেন্টনোথ কাণাশাক।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—জীবুত বাবু বমলাচাঁদ তট্টোপাধ্যায় পরিবর্তে জগদীশ একটি জাইন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বি. চে. নাহেব ভগানী জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—একটি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত জে. এম, ওয়েল্ডন সাহেব পুরী জিলার অন্তর্গত পুন্ডারী শাখাপথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন কার্যে মোকোটকটো উদ্ধৃত করা গেল।—

১৪৪ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জাইন্ট-মেম্বরের পদে জীবুত বাবু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিম্ন-লিখিত কার্যে মোকোটক ১৮৮৪ সালের ১০ জুলাইয়ের নিয়মবলির আদেশানুসারে কর্মে প্রকাশিত কর্তব্যের অনুমতি দিয়া গেল।

নাম।	পদ।	পদ।	পদে প্রকাশিত কার্যের অনুমতি। তারিখ।
জীবুত এচ, লটমসজরসন সাহেব...	জিজ্ঞাসিত	...	জাইন্ট-মেম্বরের প্রথম প্রেরিত ডেপুটী কমিশনার।

১৪৬ নম্বর।—জাইন্ট-মেম্বরের প্রথম প্রেরিত ডেপুটী কমিশনার জীবুত জে. কে. ওয়াটস সাহেব, সি. এম, ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই অবধি অথবা তাঁর পর যে তারিখে জুটী গ্রহণ করেন তাবধি নির্দিষ্ট কার্য-কারকদের জুটীর বিধির ৪৯ ধারামতে সাঠার মাসের সময়িত জুটী পাঠলেন।

১৪৭ নম্বর।—জাইন্ট-মেম্বরের জীবুত বি. জি. মেস্ট সাহেব, সি. এম, জাইন্ট জিলার অবস্থানিত হইয়া নকিল জাইন্ট মকুমার কাণেয়ার তার প্রকাশিত নিযুক্ত হইলেন।

১৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—জাইন্ট-মেম্বরের জীবুত বি. জি. মেস্ট সাহেব জাইন্ট প্রেরিত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৩ মে পুরী জুটী গ্রহণ করিয়া জাইন্ট কমিশনার জাইন্ট সাহেবের অকার আসি টাণ্ডের কাণেয়ার তার প্রকাশ করিলেন।

১৩ নম্বর।—জাইন্ট জিলার নিযুক্ত, মুনগেফ জীবুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় জীবুত বাবু সীতামটীর সরকারের স্থানে বোননী বাজারের প্রথম মুনগেফের কর্মের তার জীবুত বাবু সীতামটীর সরকার, জীবুত বাবু উমাকান্ত করের স্থানে ১৮৮৪ সালের ৬ মে পুরীক্ষে দ্বিতীয় মুনগেফের কর্মের তার গ্রহণ করিলেন।

এক, বি. পৌরক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কার্যে দর্শন না হইলে জীবুত মেম্বরের পদে সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ জাইন্ট দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ জাইন্ট দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ জাইন্টের ৩৮ ধারামতে মোকুমার প্রকাশিত হইয়াছে [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

ভগ্নস্বত্বের কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-
মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ধার্ত্তার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের
স্বাহারকরের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত উপবিধি প্রচু করিবার
কল্পনা করিয়াছেন ।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের
৩৭ ধারামত উপবিধি ।

প্রথম খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সকল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও সাহারা রাজকীয় কার্য্যকারক
সহেন এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে বাকি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎস-
রের মাঝ মাগের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অফিসে প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার পথে বৎসরের মধ্যে যদি কোন কারণে পদচ্যুত হইলে
কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রহণ হইল তিনি কিম্বা রাজকীয়
অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর
অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালানিবার বিধি ।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অটেন্ডনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তিনি কমিটীর সভাপতি হইয়া তাঁহাদের আদেশ
মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ রবিবার
কি বঙ্গের দিন হইলে তৎপশ্চাত্তে যে দিনে আকিস খোলা হয় সেট দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু
সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিবে প্রত্যেক জন
মেম্বরকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিশে বিবেচ্য বিষয়ের তাৎ নিদ্রিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের সম্মুখস্বত্রে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমগ্ৰস্থ্যক ব্যক্তিদের
সভাভিন্ন হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ
লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাঁচা উদ্ভূত থাকে তাহা
স্বত্ব আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অফিসে
সমর্পণে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গবর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক মণ্ড হইতে
উঠাইয়া অন্য মণ্ডায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার
সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত আতিরিক্ত ও
বিশেষ আয়লাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রযুক্ত
করিতে গেলে, অত্যাধিক মূল্যের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকার অধিক ধরিতে হইবে ।

১২। নগর সৌভব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হই-
য়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্ভূত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য করণে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন ।
এ রিপোর্ট জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্জতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিতা বা
হুগ্গলজনক অন্য প্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Rs. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

Part V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a licence under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licences shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের সীমা অংশে নিযুক্ত মেয়রদের এক রজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেয়র নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেয়রকে হাতুশ টিকিট দিবেন, সেট টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যেতানে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে মন্বা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যিক নোংরায় তাহা রূপিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেয়র পঞ্জীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে টেনাথলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা জিকা দুর্গন্ধজনক অন্য জব্বা পৌতে বা পুতিতে দেয় কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় নিয়মপূর্ণ করিয়া দেয় তাহার অধিক কাল আগমন বাটী মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০২ বিশ টাকা পর্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গালা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহিবে। কোন ব্যক্তি আগমন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন জব্বা পুতিলে কমিটী সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে টেনাথলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ ছই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কার্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আগমন মন্বা ভূমি বা বাটী গবাদি, গকরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারগাড়ী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিত্তর স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধা থাকিবেন, ও তাহার বাড়িতে আইন ৭৭ উপবিধি মজব্ব করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি তাহার অশুশযুক্ত মন্বা বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্বিত্ত নগরের কোন অংশে কোন মন্বা বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকার তৎপর মাসে আইনের কাণ্ড কিরূপে চলে ইহা পর্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেয়র নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যকারি এক বা অধিক জন মেয়রের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাণ্ডাবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাগাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এত কেতা ছাপা নোটিস জ্ঞয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাগাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বস্থানে থাকিতে পারে এই কথা তক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাগাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক কএক খানি টিকিট লটকা মিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাগাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ একই খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাগাবাড়ী

মন্তব্য।

মাসিক (বা কার্যার্থক)

ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1881.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 3rd June 1881*]

B চিহ্নিত কোড়পত্র ।
১২ ধারামতে পারদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম ।	বাসাবাড়ীর নং ও নাম ।	পরিদর্শনের বল ।	যাকিটে, বা আশ্চর্যক সাংকেতের অর্থ ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এন্টিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাঁধারায়ের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিগত বিলম্ব কোন দশান না গেলে, ত্রিযুক্ত মেম্বেন্ট গবর্ণর সাংকেতের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য করিয়া এবং মীতামতী মুনিসিপালিটীর সভাগত কনিশানরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।

উপবিধি ।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কনিশানরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে ।
- ২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন সাধারণ পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসিদ দিবে ।
- ৩। কনিশানরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে টাংখিয়া করলে তাহার তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক মণ্ড করিতে পারিবে ।
- ৪। কোন ব্যক্তি কি মালীকীরের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা পাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অক্ষয়ণ্য মণ্ড জল দাঁড়ায় এমন কোন স্থানে সেই পাঠখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে পারিবে না ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক মণ্ড ।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাঠখানার কিম্বা কোন গলিঅকুণ্ডের জব্য কোন মনোতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবে কি রাখিবে কি পড়িতে দিবে না কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আবেদন করেন তদ্বিম অনাক্রমে কার্য করিবে না ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক মণ্ড ।
- ৬। শব সাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্দিষ্ট হয় নাই কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে কোন শব সাহ করিবে না বা কড়াইবে না, এবং কোন ব্যক্তি ৪৮ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবে না, কেন না শবের উপর ৩৮ ফুট নাতি চাপা দিতে হইবে ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক মণ্ড ।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব সাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা সাহ করিবে কি করাইবে ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক মণ্ড ।
- ৮। সাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন বস্ত্র লম্বয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ্য করাইবে । কিন্তু পরিজ্ঞাত পরিজন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ্য করিবার পরচক্ষিতে অপারক জন (কনিশানরদের সেই কার্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শব প্রণীত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবে বা পোতাঁইবে ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক মণ্ড ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Ranceegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Ranceegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Ranceegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884,]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনিত কোন বস্তু বা আচ্ছাদন প্রব্য কণা বাসে বা চাঁচ করিবার স্থান পরীক্ষা প্রদত্ত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কণা স্থান হাতে দিয়া লবণাই স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০১ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব্দিক শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না তালিয়া ও মাপায়নের সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমীকৃত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০১ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিরতলায় বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজ পথে বা চরিকটে গিয়া নানাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০১ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গোমার ছাদের জন পাড়িয়া থাকিতে কোন সরকারী পথের বা নদীর ধারি কিম্বা স্থানি কংকার সম্মুখনা কোন ব্যক্তি জাতিবাদের বা নিষেধকংকার অন্য নল বা অন্য বিষয় বস ইবে না। কংকার অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫১ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড। মোটের পাঠ্যে পরে অন্যত্র লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১১ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর ধারি জনপদের জন পাড়িয়া এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনারেরা এই ঘরের আশ্রিত উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে এই নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি এই নোটিশ আশ্রিত কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহারা ১০১ দশ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাঁহার দিন প্রতি তাঁহারা ১১ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লহরা যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০১ দশ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নদী, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের অনুমতি বিনা তাঁহাদের পানী কটাবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৩০১ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদী হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবে না বা কাটি বা ঘাস উচাড়া লটবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০১ দশ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১৭। দুনিয়াপল কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনারেরা প্রেরণে আদেশ করেন ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তার কি রাস্তার নিকট প্রদ্রিষ্ট বেলুন কি আতলাসি কি জায়গায় অস্ত্র ছুটিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০১ দশ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

১৮। গাড়িওয়ান ভিন্ন আরে এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গাড়িগাড়ী ইল বোলাই করিয়া মুন্সিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০১ টাকা দণ্ড অর্থদণ্ড দণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি: সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জি. জি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনবাবা ও ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনবাবা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নিষ্পাদনার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত আদ্যক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাধারণ্যে রাণীগঞ্জ নগরের কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও আদ্যক্ষক সাহেবের সাধারণ্যে করণার্থে রাজকীয় চারিজন কার্যকারকে ও যাহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন এবং চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

২। রাজকীয় বোন বৎসরে যে বাক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মজুমদার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গৱর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে যদি কোন পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর যেশ্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট বাক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি ।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্য মজুমদার কর্তৃপক্ষ ও আহার্য্যক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গৱর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব মেসিয়ার জন্য মজুমদার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন । সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপক্ষতঃ যে দিনে কাছারী খোলা হন সেই দিনে অধিবেশন করিবেন । কিন্তু মজুমদার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত বক্তৃতিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাষ্টতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিয়ন্ত্রণকর তাঁহার অন্তঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন যেশ্বকেই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ইহার পূর্ব প্রস্তাব যে নোটিস দিবার বিধান হওয়াছে তদুপায় অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের তাঁর সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিঞ্চনা থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাত্রবে না ।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা যো বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ বাক্তিদের মতানুসারে সেই বা সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । মতভেদ হইলে মজুমদার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে আহার্য্যক সাহেব দ্বিতীয় মত নিতে পারিবেন ।

৮। স্থায় পদোপলক্ষে আহার্য্যক সাহেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মজুমদার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন । সেক্রেটারী একখানা বহী রাখিয়া তদুপায় প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার বিধি ।

৯। প্রতিবৎসর নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত আদায় ও প্রদেয়িত খরচের অনুমানপত্র গৱর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গৱর্ণমেন্টের আঁজামীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২ তারিখ সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক ।

১১। বৎসরের মধ্যে প্রাপ্তি ও অন্য কোন সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আয়লাগন নিযুক্ত করা আশোক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অপ্রাপ্যন্যাক স্থানের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত শতাংশ টাকার অনধিক খরচ হইবে ।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করে গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব ন বৎসরের অবসানে কত টাকা উত্তীর্ণ হইল তাঁহা লিখিয়া মজুমদার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্যক্রমে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার ত্রিপোটি অর্পণ করিবেন । এই ত্রিপোটি কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গৱর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

বিবিধ বিধি ।

১৩। যে ব্যক্তি বাঁশবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককোড ও ১৪ ধারার নিষ্কিঞ্চ এককোড ছাপা নোটিস আনানিয়া লইবেন । সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফৌড়পত্রের পাঠাঙ্গুলায় লেখা যাইবে ।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিক্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফৌড়পত্রের পাঠাঙ্গুলায় লিখিতে হইবে ।

[গৱর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৩ জুন ।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
 Proprietor (or Manager) A. B.
 Licensed to accommodate Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodgers.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. JAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "cours" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

১৫। বালাবাড়ীর ঐক্যক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাড়ী স্বত্বাধীন থাকিতে পারে এই কথা ওক্তার ইংরাজী ও বাংলা ভাষার লিপিতে লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই ওক্তার স্বাক্ষরকর লাইসেন্সের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাক্ষরকর সাহেব আঞ্জামিলে বালাবাড়ী বা হোটেলের ঐক্যক জন দ্রব্যক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একসিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বালাবাড়ীর মধ্যে যতজন আঙ্গি থাকে তাহাদের ঐক্যক জনকে প্রকৃষ্ট এক খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আঙ্গিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বালাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্যাব্যাস) ক, খ।
এত জন বাড়ীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কাগজাব্যাসের নাম।	বালাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	নামিষ্ট্রেট বা স্বাক্ষরকর সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এম, কোর,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একট্রিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মসিরা-বাস মুন্সিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, ঐযুক্ত মেম্বেরেন্টে গবর্নর সাহেবের ঐতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রস্তুত ফরমানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুন্সিপালিটীর সভাপতি কমিশানরদের প্রণীত নিয়মলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মসিরাবাস মুন্সিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশানরদের। যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া সেল ওস্তিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কো স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশানরদের স্বত্ত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী মর্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের বে মর্দমা সরকারী মর্দমা পর্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইথান বা দূত ত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গাি জত্র বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “দোড় দোড়ের পথে” গবাদি পশু রাখি দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুন্সিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইটরা যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না; কি দিতে দিবেন না; এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য অস্ত্রসরকারী কোন বড় রাস্তা, বাহিরিা দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা থাওয়াইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 131 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & H.F.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, vice Dr. F. F. Woulcott, deceased.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Baniapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gowalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of [Government Gazette, 3rd June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অথবা ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বাহনিত দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছুই টাকাৰ অর্থদণ্ড দণ্ড।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এডি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং যশোহর জিলায় অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অরোপক্রমে তিনি, উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলে ৭ লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে উক্ত তফসীলের নিষিদ্ধি তাহের অধিক তাহের টাক্স ধার্য করিবার অস্থমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ন্ত ব্যবহার হয় জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে তাহা রেজিটরী করিবার নিষিদ্ধ উক্ত আইনের ১৩৪ ধারামতে কী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তার এক্সক্‌উলেন্ট সাহেবের মৃত্যু তত্ত্বাভি জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এডি বঙ্গদেশীয় (পশ্চিম) সংক্রান্ত রোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপক্ষে ডাক্তার জিহুত জে, ডবলিউ, মাল্‌হিল, এম, আর্, সি, বি, এম, ও এচ, এফ, বি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশ্চিমের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, খুলনানগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলায় অন্তর্গত করলাখাট ও ছিলাটোলা মুক্ত খুলনা, গ্রাম লইয়, খুলনা নগর ও বগিরা খামার, তুতপাড়া, ও নিখপাড়া মুক্ত গোবরচক, মুরলগর, ও চড়াবাড়ী মুক্ত শিববাড়ী এবং বরিশাখাড়া মুক্ত ছোট বরুড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এই সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—টেকরবন।

পূর্ব সীমা।—টেকরবন ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—বাড়িয়াখালি খাল, লবনচোরা খাল, নাউদরার খাল এবং মরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বরুয়ার দক্ষিণ পূর্বদিক, গোয়ালপাড়া এবং মকগরি।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মাজিষ্ট্রিক মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

For Division No. II.

Baboo Nakulessur Banerjee.

For Division No. III.

Baboo Hari Mohun Mitra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nanda Roy	For Division No. I.
Rai Jada Nath Rai Bahadoor	For Division No. V.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Basarhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thak-bust number	Name of Pergunnah.
1	Goberdanga	113	Saestanagor.
	Gopur	111	Kooshda.
	Gandhariapur	112	Ditto
	Khatunia	85	Amirpur
5	Khoond Shahpur	88	Kooshda.
	Haidadpur	104	Ditto
	Raghunathpur	42	Ditto
8	Booxaorg Shahpur	105	Ditto

Note.—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

কারণ মর্শিম না গেলে জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দ কামান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাব্যতীত কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিমিশালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—মুনিমিশাল বাজার স্থাপন কনফার্সে শাহাদাত জিলার অন্তর্গত হুগুলা নগরে এক খণ্ড ভূমি যতন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ২৪ মর্শিমের মে বিজ্ঞাপন আগিল। যাহার ৮ ডিগ্রিদেশক বাজলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা বর্তমান রীতিতে করা গেল।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—শাহাদাতের অনগতার্থে প্রত্যাখ্যাত এই মর্শিম দেওয়া হইতেছে যে, ষাটতম মুনিমিশালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার জাতিগ অবশিষ্ট বঙ্গদেশের মর্শিম মুকিমিত্ত বিপক্ষ কারণ মর্শিম না গেলে জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দ কামান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাব্যতীত কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিমিশালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২৭ মে।—শাহাদাতের অনগতার্থে প্রত্যাখ্যাত এই মর্শিম দেওয়া হইতেছে যে, নিম্নলিখিত মহালদহ নদীজা জিলার অন্তর্গত কুশনগর মুনিমিশালিটির কামানদের পক্ষে মর্শিম ৩ হইলেন।

১ নং খণ্ডে।

২ নং খণ্ডে।

জীবুত বাঁধ মর্শিমের বঙ্গদেশীয়।

জীবুত বাঁধ, ক্রিষ্টোফলমিত্র।

নিম্নলিখিত মহালদহের আপন মর্শিমের পাশ্চাত্য লিখিত নগরের খণ্ডের কামানদের পক্ষে পুনর্বার বঙ্গদেশের মর্শিম ৩ হইলেন।

জীবুত বাঁধ মর্শিমের কামান

১ নং খণ্ডে।

৩ নং মর্শিমের কামান

২ নং খণ্ডে।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২৭ মে।—জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ২৪ পর্বত জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত লক্ষণগ্রাম ১৮৮২ সালের ১ মে প্রদত্ত মর্শিমের মর্শিমের বাজলা স্থাপন জাতিগ এলাকা হইতে বর্শিম ৩ হইলেন। তাহা পক্ষী ভুক্ত হইবার অন্তিম কামান।

নং	নাম	খণ্ড	নং	নাম
১	গোবীন্দজী	...	১১০	সায়েজাশহর।
২	জগদীশ	...	১১১	কুশনা।
৩	গজেন্দ্রপুর	...	১১২	এ
৪	শাহাদাত	...	১১৩	জামিনপুর।
৫	কুশনাশহর	...	১১৪	কুশনা।
৬	ইন্দ্রপুর	...	১১৫	এ
৭	রঘুনাথপুর	...	১১৬	এ
৮	কুশনাশহর	...	১১৭	এ

মর্শিম।—এই মর্শিমের কামান কামানদের ১৮৮৩ সালের ১ মে প্রদত্ত মর্শিমের মর্শিমের বাজলা স্থাপন জাতিগ এলাকা হইতে বর্শিম ৩ হইলেন। তাহা পক্ষী ভুক্ত হইবার অন্তিম কামান।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Ohupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoores, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivrām Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Bengal.

RESIDENT. Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Graud Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Haugar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Sartah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Kadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Sylock. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে ।—রাজকীয় কার্খ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাঁপরা মুন্সিপালি-
লিঙ্গীর আদ্বাজ চক পঞ্জীতে মুন্সিপাল গবর্ন গাঁড়ীর পথের অমো ছাঁপরা মুন্সিপালিঙ্গীর অর্থাৎ
গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীয়ুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা
প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেই কার্খ্যের নিমিত্তে ক্রমান্বিত ১৬ দূর
পর্যন্ত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কালীপ্রসাদের বাড়া, দক্ষিণ সীমা শিব-
রাম লালের বাড়া, পূর্ব সীমা সীতা গোরেরির দখলী ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা খাঁজুরা নাম ।

ইহাতে বীহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিন সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতার ।

বোম্বাই
সাধারণ লেন্টেনেন্ট সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে ।

এমনকি রেজিডেন্ট সাহেব এই বলিয়া তারিফে খবর দিয়াছেন ।—নিম্নলিখিত মর্মে এক
টেলিগ্রাম আলেক্সান্ডার ট্রিটিস কম্পানী সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে “সুন্দার উত্তর পশ্চিম
বিভাগে বড় আলমী নামক স্থানে ওলাউতা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । মিসরে ওত্রিফে করা-
টাইন ধাঁড় করা গিয়াছে ”—এখানে সুন্দার বিভাগে কাটা টাইন ধাঁড় করা গিয়াছে ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিন সেক্রেটারী ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—সাঁধারগের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার
তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীয়ুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর
সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অমুস্বাদন করিবার কামনা করিয়াছেন ।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ।

জীয়ুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তারতর্ঘ্যের বন বিষয় ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে
এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনান্তিরিক্ত এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলার
অন্তর্গত যে২ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাগাড়ুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও
তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্নমেন্টের
সম্পত্তি হইবে, সেই২ স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে ।

চট্টগ্রামের গরুড়ী প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী
ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর ।—

১ । সেনী ।

২ । মুর ।

৩ । হালদা ।

৪ । কালীগানিয়া ।

৫ । সাঁড়া ।

৬ । উদ্ভাসতী ।

৭ । কনফুলী ।

৮ । টালোকা ।

৯ । সজু ।

১০ । দলু ।

১১ । হুদার ।

১২ । তাকু বা তোরাবতী ।

১৩ । সাতাঘুড়ির মাঘোড়ি ।

১৪ । ইমগোজ ।

১৫ । বাঘবালা ।

১৬ । রেজু ।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাগাড়ুরী কাঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার
শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানমতে মুক্ত হইবে ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG

HILL TRACTS

1. *Drift timber may be saved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1881, may be saved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depot.*—The solver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

No. of No.	Name and locality of depot
1	Penny revenue station at the Archaghat
2	Bhonorag ditto
3	Fatichcherry ditto
4	Haldah ditto
5	Kalagana ditto
6	Sunak ditto
7	Shamara ditto
8	Rajashel ditto
9	Shalukha ditto
10	Karnafath ditto at Chandreghona thana
11	Islamatti M. Ch. drift depôt (at the junction of the Karnafath and Islamatti)
12	Kamalgahat drift depôt (on the Kadahar road)
13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depot)
14	Sylhet revenue station
15	Sungoo ditto
16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road)
17	Dohoo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Dohoo rivers)
18	Dohoo revenue station
19	Hargar ditto
20	Tunkawati ditto
21	Matamori ditto (at Manikpur village)
22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana)
23	Harhang ditto (at junction of the Matamori and Harhang)
24	Kadgong revenue station (at Bhomorighona village)
25	Bagkbali ditto (at Bamoo thana)
26	Rezoo ditto

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ভাসিরা বাওরা বাহাদুরী কাঠ
বিষয়ক বিধি।

১। ভাসিরা বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ জিলার যে২ স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের বাসের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেই২ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং বাড়ি কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাসিরা গেলে, বা জুলে লাগিলে বা চড়ার বাঁধিলে বা ফুধিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার লইয়া বাইবার কথা।—উপস্থুক্ত-
প্রভে বিজ্ঞাপিত ভাসিরা বাহাদুরী কাঠ রাখিবার কোন আকার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের
মন্ত্রী বিষয়ক বিধিতে বসের যে কোন রাজস্ব টেনশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে
তাঁহার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বসের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক এই বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ নিবে। এই
বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার হইবে। ১৮৮৪ সালের
১ জুন অবধি ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এই২ আকার হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আকার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
কেনী	১	আমদিয়াটে কেনী রাজস্ব টেনশন।
ক্রম	২	ক্রম
	৩	কটকচেদি
হলদা	৪	হলদা
কালোপানিরা	৫	কালোপানিরা
নার্জা	৬	নার্জা
ইন্দ্রাবতী	৭	ইন্দ্রাবতী রাজস্ব টেনশন।
	৮	বালিয়াট
	৯	শিরালবজা
কর্ণফুলী	১০	চন্দ্রাবনা খাঁসার কর্ণফুলী
	১১	(কর্ণফুলী ও ইন্দ্রাবতীর সংযোগ স্থানে) ইন্দ্রাবতী মুখে ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার।
	১২	(কোমলপুর নদে) কৈতিয়াট ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার।
সৈলোক	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আকার) চট্টগ্রামে ভাসিরা কাঠাদি রাখিবার আকার।
	১৪	সৈলোক রাজস্ব টেনশন।
সলু	১৫	সলু
	১৬	(আগাকান নদ পার হইবার স্থানে) মোহাকানী ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার।
	১৭	(সলু ও সলু নদীর সংযোগ স্থানে) সলুমুখ
সলু	১৮	সলু রাজস্ব টেনশন।
হলদা	১৯	হলদা
ভোকাবতী	২০	ভোকাবতী
মাতামুড়ি বা মাতোড়ি	২১	(মাতামুড়ি নামে) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন।
	২২	(চকরিয়া খানায়) চকরিয়া ভাসিরা কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আকার।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবনের সংযোগ স্থানে) হরবন
ইন্দ্রাবতী	২৪	(ভোকাবতী নামে) ইন্দ্রাবতী রাজস্ব টেনশন।
বাহাদুরী	২৫	(সলু খানায়) বাহাদুরী
বেঙ্গু	২৬	বেঙ্গু রাজস্ব টেনশন।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2015A.

The 13th May 1884.—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajepore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girendro Mohan Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Koushtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Koushtea, Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[Government Gazette, 3rd June, 1884.]

৩। রক্ষার্থে কীর কথ্য।—এই বিধিমাতে যে ব্যক্তি পূর্বেকৃতমতে বাঁহাচুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাগমান বাঁহাচুরী কাঠের আকার লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিস্তি ২২র পর তৎক্ষণে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাচুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য পরিমাণ শতকরা ৫০৯ টাকার হিসাবে রক্ষার্থে কী পাইবার আদান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাচুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকার দ্বারা আদানের কথ্য।—এনবিসয়ক আইনের ২৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা গেলে, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থে যতটুকু দাওয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অনামা স্বতঃ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না সেম ডাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাচুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাচুরী কাঠ গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে ডাকা মৌলীম বিক্রয় করিবার কথ্য।—এই বিধিমাতে ভাগমান সে সকল বাঁহাচুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়াদার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতিক্রম হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাচুরী কাঠ বা বাঁশ মৌলীমে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথ্য।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমাতে রক্ষা করা ভাগমান বাঁহাচুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনাদি সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। মণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কঠোর কারাবাদ কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড হইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশাল ডিপার্টমেন্টে।

২০১২১ নম্বর।

১৮৮১ সাল ১০ মে।—ত্রিভুজের অন্তর্গত হাজিপুরের মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশোর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বর্মণীয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্মণীয়ে থাকিবার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন। ১৭২ ছোট আদালতের বিচার্য্য ২০৯ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

যশাহরের অন্তর্গত বর্মণীয়ের মুনসেফ ঐযুত বাবু ঈশ্বরী পাল ২৪ পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কলগাহীতে অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুত বাবু ঈশ্বরী পাল কলগাহীতে থাকিবার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন ও ছোট আদালতের বিচার্য্য ১০৯ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত কলগাহীর মুনসেফ ঐযুত বাবু গিরীন্দ্রবোহন চক্রবর্তী নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ দুটায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলায় অন্তর্গত কুটীর মুনসেফ ঐযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকাছোপালকে ঐযুত আর. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আদালতী বা রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ ঐযুত বাবু করুণাদাস বসু ২৪ পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিৱালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Halidar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Moukerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May 1884.*—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, <i>sub. pro tem.</i>	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept. 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	<i>Sub. pro tem.</i>
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	<i>Sub. pro tem.</i>

No. 218.—*Leave*—Captain M. Laughton, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জীবুত বাবু শারদা প্রসাদ ঘোষ ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধাভ্যাসে হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিনের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীবুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মালভূম জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধাভ্যাসে বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটী প্রযুক্ত অমূল্যস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবুত বাবু বেনীমাধব রায়, বি. এ, ও বি. এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধাভ্যাসে বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীবুত বাবু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অমূল্যস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবুত বাবু উমামাধ ঘোষাল, বি. এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধাভ্যাসে ক্রিমিদহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীবুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পুণ্ড্রিয়ার সদর বেঞ্চের অট্টোমেন্ট মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ খ্যায় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন।

অন্তঃস্থোৎসব।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটির জাইন্টে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কমিস্টার জীবুত কে, জি, ও গুপ্তকে কোজদারী বোকাঙ্গার কার্যা-প্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারাব্যত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিনের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি, পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জীবুত এ. জে, হিউজ সাহেব অমুখ্যের ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মদীয়ার মদী খণ্ডের একসেকিটি ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।

২১৭ নম্বর।—পদস্থক্তি।—জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অন্তর্ভুক্ত পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার শিরোনামে নিম্নলিখিত পদস্থক্তি ও পদে প্রত্যাগমন অমুখ্যের করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ স্থতির তার।
জীবুত এ, এল, ডায়মন সাহেব...	কিরংকানীদ স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আনিস্টাট ইঞ্জিনিয়ারের।	দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিস্টাট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
" এ, এল, ডায়মন সাহেব...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিস্টাট ইঞ্জিনিয়ারের।	প্রথম শ্রেণীর আনিস্টাট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ১ অক্টোবর	কিরংকানীদ স্থায়ী।
" এ, এচ, খান সাহেব ...	ঐ	ঐ	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থায়ী।
" এক, লেপল সাহেব ...	ঐ	ঐ	ঐ	কিরংকানীদ স্থায়ী।

২১৮ নম্বর।—ছুটী।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরংের কিরংকানীদ স্থায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিটি ইঞ্জিনিয়ার কাশান জীবুত এম, লসার্ণ সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের অমুখ্যের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটী।—আর্য্য খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিস্টাট ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এচ, এক, বি, ক্রুস্ট সাহেব সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পদের দিনের অমুখ্যের ছুটী পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জাতীয় বঙ্গোপদ্রোণ বিবরণ ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে ।

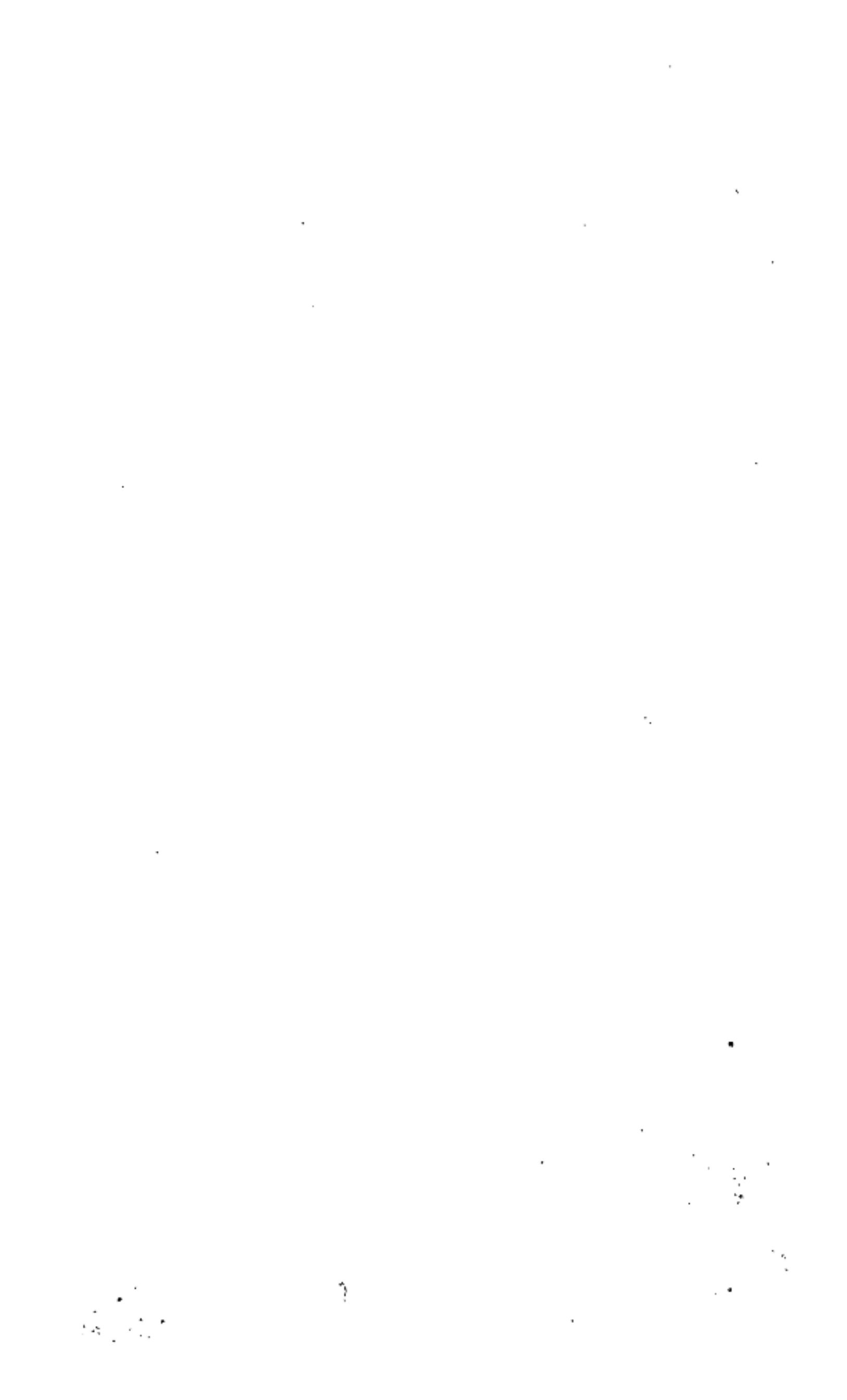
২২০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ডাঙ্গলপুর জিলার অন্তর্গত কাঁচালগাঁ পরগনার ঘোঁষা গ্রামে লোকের ইম্প্লেকুশন বাজারী ঘর করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের ঐক্য লেগেটমেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিম্নে এই কথা প্রকাশ করিতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোঁষা গ্রামে কতিপয় মুজাফিক ৩১ কাঠা ১০ গুণ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রায়সাহার সিংহের যোত, পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ঘোঁষা স্টেশন পর্যন্ত পূর্ব, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে স্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা মুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলের আম্র বাগান ।

ইহাতে বাঁধানের সম্পর্ক থাকে ডাঙ্গালগাঁকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি,এফ,ই,এস,লীল,সেকর,এম.এল.সি,

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।





গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করান, তাহা ১৮৮৪ সালের ২ মে তারিখে মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত চতুর্থ সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন ।

“ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংশোধন নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের এসীর ৪ আইন সংশোধন করা হইবে ।
বিহিত । অন্তঃর নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন ১৮৭৬ সালের এসীর ৪ আইনের সঠিত পঠিত ও তাহার আইনের অর্থকরণের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ; এবং ইহা যে তারিখে জ্যেষ্ঠ

গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

৩২৪ ধারায় যোগ করি-
ব্যবস্থা ।

৩ ধারা । ৩২৪ ধারার নিম্ন-
লিখিত কথাগুলি যোগ করিতে
হইবে ।

“ কিন্তু বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিপ্রাপ্তপূর্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাবারা প্রকারান্তর আদেশ না করিলে, ঐ সকল টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রার স্বণ লইতে হইবে । ”

পঞ্চম ভকসীলের ৮৫-
শোধনের কথা ।

৩ ধারা । পঞ্চম ভকসীলের
৫ পংক্তিতে “ টাকা ” শব্দ
উচ্চারণ হইতে হইবে ।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে সেক্রেটারী ।

Raj Krishna Mukherjee, M.A. and B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Act No. V of 1884.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অভিন্ন বস্তু।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মধ্যস্থলারে নিম্নলিখিত ডান্ডুক ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আদাচ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতিমত ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওরাবাদ।

নম্বর নাকিল	মহল ডান্ডুক।	নাম ডান্ডুক।	মালিকানাধিক।	সমর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেম।	রাজস্ব	সেম	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	ধানেন গটীকড়ি। মোজা কানুনগর ডান্ডুক রপুনাবা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮২০৫৮৮	১৪৮১১৬	৩৩৪২	৪২১১০	৫৮৩১০	সম্পূর্ণ ডান্ডুক নীলামে ইং।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সম ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সম ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক স্বাক্ষর সম ১২৯১ সাল ১৪ আদাচ শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কানুনগাডিয়া ওগররহ লিখিত মালিক

হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সমর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৮ ২ মতী ৮৪ × ১ = আদা চক্রম বক্তৃত্ত হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট একমালীতে হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৫/১৪৮৭ মতী ১১/১৫৫৫/১৮৫— আদার কাত সমর জমা ২৪৩১৮১০ টাকা তাহার সম ১২৯০ সালের লাং কানুনগাডিয়া কিং সম ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে ৭৬১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদনগা বনজগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সমর জমা ... ২১১৯৬৫/৪ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৫৫৮ আদা চক্রম বক্তৃত্ত হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট একমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আদার কাত সমর জমা ২১১৯১১/৮ টাকা তাহার সম ১২৯০ সালের লাং কানুনগাডিয়া কিং সম ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল—

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেণ্ডা ওগররহ লিখিত মালিক

টেকলামাথ বিধান ওগররহ সন্নর জমা

... ৩৬৭ ১১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে টেকলামাথ বিধান ওগররহ নাই ৥০ আনার কাঁচ সন্নর জমা ১৮৩৬/১০ ৥ টাকা ভাটার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে ৭৫৬ ১/৪ টাকার বাকী হওয়ার দীলানে ধরা গেল ।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরক বজুবাঈ ওগররহ লিখিত মালিক

আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সন্নর জমা মার পুলিশ ধানাদারি ... ৮৭১৫/৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ৥ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নাই ৥০ ১১১ - আনার কাঁচ সন্নর জমা মার পুলিশ ধানাদারি ৫৮১ ১/১০ টাকা ভাটার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২ ১/১০ টাকা বাকী হওয়ার দীলানে ধরা গেল ।

৪-৫-৪৬.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল মালী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে সেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাংশ দীনায়ে নিম্নবলেন্নে বিক্রয় হইবে । ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল ।

তফসীল ।

জোজির নম্বর ।	পরি মা পরিমাণ এক বোলে নম্বর ।	নাম মহাল ।	মালিকের নাম ।	সন্নর জমা ।	বাকী কিং মানুয়ারি ১৮৮৪ ।	টেকিয়াত ।
১২৩৩	১৮৯	টামটা পুতীরা জো- রার পাং বরদাখাত হিং ১১/১০ - ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন । ঈশ্বরী উমাতারা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব । ঈশ্বরী উমাতারা ওতা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারভু পাং বরদাখাত ধানেন বোলা ।	১৭৭৮	৫৩৪	একংশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯০ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খরিসারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে ।
১২৩৩	৭০	ডিলচিঠা জোয়ার পাং বরদাখাত হিং ১১/১০ - ক্রান্তি ।	রুগীচরণ দাস মজুমদার সাং মৈরাইর পাং জিচাইল, রাহিকির রায় সাং চাকরাই একাংশ আমিতাবাদ কানিচন্দ্র দে সাং তথা ঈশ্বরী ঈশ্বরী সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পাং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা ।	৬৬৩৫৩	২০২/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইন্ডাওয়ার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের আদালত বাণী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাণী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদালত হইবার বিধি আছে তাহা আদালত নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাণীনা ১২৯১ সালের ৬ আবার হুগলিবিহার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্যে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৭ সাল তারিখ ৫ বে।

মহালের নং	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাণীদার বাণীদেয় নাম।	সবর অবধি তাইন।	বাণীদার পরিমাণ।	টেকসিরত।
২	প্রথম জেগী ইন্দুরারি বঙ্গ- বস্তী মহাল। ২ মোলতপুর পর পাড়া।	দৈনন্দ কজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাম গজাধর কর খোজা সিতলা ও- সামিল পণ্ডী বাগান জালা ও মির- পাড়া রকম /১২। আদালত সদর জমা বিঃ হুগলীমারী দাসী ১৫।।০ বিধা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাণী দৈনন্দ কজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১৩২৫২ ৪২৫০/০ ৫১০ ৪৮০/০		
১০	রাধাকান্তবাণী পর পাড়া।	কহিমদী মিল্লী দিগর ... বাম হাজি আহামদী মিল্লী ৪০৫১ বিধা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাণী কহিমদী মিল্লী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	৬২৪।।০১১ ২৪৫০/০ ৪২৫৫/১১	১২২।।০১ ৪৬।।০	এই বাণীদার জমা এই অংশ মো- লায় হইবে। এই বাণীদার জমা এই অংশ মিলায় হইবে।
২৯	বসন্তপুর পর জুরনীটে।	সেখ হাকিমদীন আহামদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল দাবালগের ওরফে শরতকুমারী দাসী রকম ১।।০ আদালত বোল আদালত করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮১ ২৪২৪।।০	৪২২।।০৬	এই বাণীদার জমা এই অংশ মিলায় হইবেক।
৩৫	মণ্ডলঘাট পর মণ্ডলঘাট।	হুগলীমারী দাসী দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল দাবালগের ওরফে শরতকুমারী দাসী ১১১।।৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২।।৫ (৮) ৩১৮০২।।২	১২২৪০।।২	এই বাণীদার জমা এই অংশ মো- লায় হইবেক।
৩৬	সাঁথখালি পর বাণীদার।	মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মলোহর ইন্ডেট গিরিজানন্দ তারগোদুরী দিগর রকম /১২ আদালত সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮।।৮ ১০১৪৫।।০	৫০	এই বাণীদার জমা এই অংশ মো- লায় হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সমস্ত জমা তাইম।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়াৎ।
৫৫	এখম জেনী ইন্ডস্ট্রি বন্দ- বস্তী মহাল। চাঁপাহাটী পং পাণ্ডুরা।	বহুলাখ ধলা মিগর ...	৪৮১০/২	৩৫১০০	
৫৬	এ এ	বহুলাখ ধলা মিগর ...	৬০৬১০/২	১১০১১০৬	
৫৯	মাখালডিহি পং পাণ্ডুরা।	সৈয়দ আবুল মজ্জব্ব মিগর ... বাম অভ্যুতরণ মন্দী রুম ১১৪৫ আনার সমস্ত জমা এঃ উপেন্দ্রনারায়ণ মন্দী মিগর রুম ১১৪৫ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী সৈয়দ আবুল মজ্জব্ব মিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৫০/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০/০	৩০৪	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
৬২	হামজালাল পং মওলঘাট।	কানাইলাল শীল মিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ৫৫ আনার সমস্ত জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১২০৭৪৫২। ২৭২৫১১/০	২০২০/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
৬৭	গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় মিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজার মোলআলা সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২১১৫৫০ ৬২২০/০	৪৭২০/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
৭৯	সেতপুর পং বালিয়া।	নেখ কানৈরবকম মিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ১১/ আনার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০০৯১১০০ ৫৮৪৫০৬।	২০১০১১/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
১১০	খালড় পং খালড়।	রাণী লালমনি মিগর ... বাম ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রুম ৫০ আনার সমস্ত জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রুম /০ আনার সমস্ত জমা রাজা এখমলাখ রায় বাঁহাঙ্গুর রুম ৫০ আনার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রাণী লালমনি রুম /০ আনার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০০৯০১১০ ৭৭২০ ৬৪৯০ ১২২৮৫/০ ২৭৪১০ ৬৪৯০	১৭১১১/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।

সংখ্যা	মহাল ও পরগনার নাম।	বাণীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ফাইন।	বাণীদার পরিমাণ।	টেক্ষিরণ।
১১৭	প্রথম প্রেরী ই- জুরারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোলাপুত্র।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বান আমলময়ী দেবী একত্রিকিউটর ইক্রেট রুমাবনস্ত্র রার রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত লণিব পুর ও বৈদ্যবাণী ও অতিরামবাণী ভিন্ন মোজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ৮/০ আনা সদর জমা। প্রমোদদাস গোস্বামী রকম ১/১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব কর নাই।	৭২৬/৩ ২২৬৫/০ ৮২/০ ১৫১/০ ৪৬০/০ ২৬৫১/১০	৩১০/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লান হইবেক।
১৫৩	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রমোদ দাস গোস্বামী দিগর ... বান রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী প্রমোদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৫০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব কর নাই।	২২৬৮/৩ ৭৪২/১ ২২২১/৩	১৬৯১/৪	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লান হইবেক।
১৫৪	চাতরাবাঁদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বান রামানন্দ দেবী রকম ৫/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২০ আনা সদর জমা। কালীচাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১/৫৫ গণা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাঁদে চাতরা বাস- দেবপুর, বেহুড় ও মোজাব রকম ১/৪১৫ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব কর নাই।	৭৪০১/৪ ১৪৯১/০ ৬৬/১ ৫১৫/০ ৮৮১/০ ৩১৫/০ ১২৭৫/০ ৫১৫/১ ১২৪১/৪	৭৫/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লান হইবেক।
২০৩৪	মোদারি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর পং পাটমহল।	মহুতলাল সেন দিগর ... বান পূর্ণচন্দ্র রার রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২৬/১ ৪০৬৩/২ ৪৬৪১/৬ ৪১৫৪/১		

স্বত্বের নম্বর ।	মহাল ও পরগ- নার নাম ।	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার ভাইদ ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেকির ।
২১৪৮	মোনাধিবন্দবস্ত অনুর্কপুত্র চাঁক- রামপাং সিংহর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর । বাম কামাইলাল শীল রকম ১১/১২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৪৩৪১/৬ রোড কণ্ড ৪১১৪১ ৬৫৬১/৫ ৩২৩৫/০ ১৩১১/০ ৫২৫৬/০	২১১	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬০৩	প্রথম জেদী ই- জমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । চুটীপুরের সা- বিল অমর- পুর পাং চুটী- পুর ।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । যদুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেজ দেব রাঁর ১০ আনাকে বোল আনা করিয়া ভাইদ রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১৩১০৫ ৭০৬১৮ ৪৮৫০/০	৪২১০ ১৬৫০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক । এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬৩৭	এ জোলকুল পাং চুটীপুর ।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১/৭	২২৫০/০	
৩৮৪২	মায়দপুর বাটবে পাং চুটীপুর ।	যদুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিমানচন্দ্র শীল রকম ১/০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৮২৪৫/৫১১ ১৫৪১১০	৩২৭/৬	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৯২১	মোনাধিবন্দবস্ত বাঁওড়াচর পাং বোর ।	রাণী লালমণি দিগর ... বাম ব্রজনাথ জৈমানি রকম ১/০ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭২৬৮১ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জেদী ই- জমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । গোবিন্দপুর পাং আহানাবাদ । মোনাধিবন্দবস্ত	বাঁকী রাণী লালমণি দিগর রকম ১/০ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ।	৪২২০৮১ ১০৪০৭৭	৬২১১/০ ৩৫২৬৫৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
১৭২১	শুধিগাঁড়াচর পাং মণ্ডলঘাট ।	কালিদাস দেব মেনকার জামতে গির্জা-নাথ রাংগেশ্বরী দিগর । এই মহালের মধ্যে রকম ১/০ আনার মানিক চুগানারাম সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । রকম ১/১২ আনার মানিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭১৫৭ ০০৬৭ ৭১১১০	৮ মার্ক কি- স্তোর বাঁকী ১০৪১/০ ১২ আনুয়ারি কীওয়ার ৮২১১/৬ ১২৩৫৫৯ ২৮ মার্ক কীওয়ার ২৬/৯ ১২ আনুয়ারি ১১১৫৩ ৪৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪ । ২৪ মার্ক নীলাম হওয়ার পরিসর কেবল বাঁরমার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এ বাঁ- মার টাকা অস- করা গিয়াছে তজ্জ- না এ প্রথম পরি- দারের দাবিতে ও মুকিতে এই অংশ পুরমার নীলাম হইবেক ।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া ঘাইতেছে যে সম ১৮৫৩ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংজ্ঞাস্ত নিম্নলিখিত মাফাস সম ১২৯০ সালের লগিকিত কালগুজর বাকী রাখিয়া আদার জন্য সম ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সম ১২৯১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিন মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে আদার মৌলান বিক্রয় হইবেক ইতি সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আগ্রিল।

সেণীর নম্বর।	মাফাসের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মফাস ও পরগনা।	নাম ভাষিকদার।	সমর জন্য।	বৈকিরক।
১	প্রথম জেনীর মাফাস	৪৪	ওরফ কান্দুয়া পাংচা- বক পুর।	কৃষ্ণকিহর রায় কামলাপতি রায় গোলাপীকান্ত রায় প্রভা- বতী মাসা। মাতা আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মাঝালম।	৩২৪৪।০৭	এই মাস ১৭ মধ্যে প্রভাবতী মাসা ও কামলাপতি রায় পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আদার বাবে কৃষ্ণকিহর রায় ও গোলাপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আদার কাল সমর জন্য ১৬৪৭।৪ টোকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৫।০ টোকা।
২	ঐ	৪৪	ওরফ কান্দুয়া পাংচা- বক পুর।	ঐ	৩২৪৪।০৭	এই মাস ১৭ মধ্যে প্রভাবতী মাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আদার ও কৃষ্ণকিহর রায় গোলাপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আদার বাবে কামলাপতি রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আদার কাল সমর জন্ম ১২৩১।০৭ টোকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮০।৩ টোকা।
৩	ঐ	৩৭	তুঙ্গাগোপালপুর পাং পলাশী।	রায় মেতাবতীস লাহার বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজপুর বাকী ৪৬০৭।১ টোকার জন্য সমর মাহারাজীস হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিসমত নৌজোপাড়া- ডুইল পরগনে বাঁর- বক সিংহ।	ছিরামাল চৌধুরী বাসনলাস চৌধুরী অধিনীকহার মুক্তকী বটুকনার মুক্তকী বাসনলাস মোখামী।	৭০৯৭।১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫।১০ টোকার জন্য সমর মাহারাজীস হইবেক।

১২	ঐ	৫৪০	মোজা-এ-নিসিপুর পং কুলবাড়ীয়া।	১০৬১/১২	এই মহাল মধ্যে হারাদনী চৌধুরানী জমিদারী রখী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোটা বাটম চাকচক্ষ বন্দু লিগারের একমালী অংশ ৬০/১২ গোড়ারকাঁড় সমস্ত অংশ ২২১৬/৫ টাকা মৌলান হইবেক। বাকী ... ১১০ পাঁই।
১৩	বিজীর অগীর মহাল	৫৫৮	চরণগাথা পং সমস- খালী	৭৩৭/১	রাজস্বর বাকী : ১৬১১/০০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	অখম জেগীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোঁসন- পুর পং আসদ নগর	৬১৫৬/২ রৌড়ক ৩ ৬০/৩	১২২০ সালের লাই অত্রাহরণ জমাবের রাজস্বর বাকী ১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৩	ওরফ কাগাই পাড়া পং আশাদ নগর	১০৪২৪/৫	১২২০ সালের লাই কালকুন্ডার রাজস্বর বাকী ৮১১৬/৩ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

[পরবর্ত্তে গেজেট : ১৮৮৪ ও জুন]

BERHAMPORE,
The 13th May 1884.

J. C. VERNY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৪৯ সালে ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮০। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় করা আগামী ৩০ জুন বোতাবের ১৮৮১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখ সোমবার এই সর্বস্বত্বের কাছারিতে বিক্রি হইবে প্রকাশ্য নীতিতে যত্নে যাইবে হক সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও মহাল নামের নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর অর্থ।	যে অংশ বিক্রি হইবে।	বাকী পক্ষ অংশের সদর অর্থ।	১৮৮০। ৮৪ সালের মার্চ তারিখের বাকী।
৬	পরগণা আগর- লাড়া নিম্নমত আগরলাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১০৬৯/৮	১৮৪৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে অর্থ হিসাবের ১ বি- ল্যা জুয়েলানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আদ।	১০৬৬/২	০।৭
২৮	পদে দিল্লি বিদে কোড় গা হা।	মাজুমদার রায়চৌধুরী	৫৮০/৫	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০/৫	১৭০/২০৭
২৯	পদে বালিমালা বিদে বালিমালা	ইন্স সত্যবিনোদ দেব দিগর।	৮২৭৫/১	৫ ...	৮২৭৫/১	১০৫৫/১
৩০	পদে দিল্লি বিদে মহালপুর।	মহেশচন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	১২৮/৪	৫ বিল্যা আনন্দমোহন মোহনরকম/১২ মতা।	১২৮/০	৩০১/১
৩১	পদে মালভূমি জালি-পুণ।	মাজুমদার রায় চৌধুরী দিগর।	৫৩২/৬	১ বিল্যা ...	৫৩২/৬	১১০/৫
৩২	পদে মালভূমি মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১৭০২১/৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৭০২১/৬	১২০৫/১
৩৩	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	৫১১০/২	৩ বিল্যা খুলনা আগর- মহাল আনন্দমোহন রকম/১২ মতা।	৫১১০/০	৩০৫
৩৪	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২১১/১	২ বিল্যা মোক্তারনাথ চৌধুরী রকম/১২ মতা।	৫৮০/৮	১।৫
৩৫	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	৭১১৫/১৫	১ বিল্যা ...	৭১১৫/১৫	৩০৫/১৫
৩৬	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা মোক্তারনাথ চৌধুরী দিগর রকম ১৮৫/১১/১০	১৮৫/৮	২৫৫/১১
৩৭	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৩৮	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৩৯	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪০	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪১	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪২	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৩	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৪	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৫	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৬	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৭	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৮	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৪৯	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮
৫০	পদে বালিমালা বিদে মালভূমি।	মাজুমদার রায় চৌধুরী ...	১১২০০/৮	১ বিল্যা ...	১১২০০/৮	১৮৫/৮

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE, }

The 6th May 1884, }

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

F. H. BARROW,

Offg. Collector,

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাফারনামা কাজারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইস্তাফারি সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৮২ সালের ১১ আইনের ৩ ধারায় সর্দারজাদার নিবন্ধিত ভাণ্ডারকাপি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যুগান্ত পর্যন্ত বাকীপত্র রাখা ও রোডছেদ ও পাবলিকওয়ার্ক ছেদ আসারের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন বোতাবক ১২২১ বাজীলা ২৮ টেকাট রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে একশাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং ৩৮ ত্রিখ।

কাজিওয়াজার সব-ডিবিজনের এলাকাদীন।

ভৌমিক নম্বর।	ভালুকের নাম।	যাদিকের নাম।	সবর জমা।		বাকী।		মোট।	বক্তব্য।
			রাজস্ব।	হেছ।	রাজস্ব।	হেছ।		
২০১ ২৫১	মৌঃ ইমদী খানে টেকনাক ভালুক সহরত আলি চৌঃ	খোদ	১২৭/১০	২০৫৬	৪৩৮/৬	০	৪৩৮/৬	সম্পূর্ণ ভালুকা নীলাম হইবে।
৪৯ ১০৬১	মৌঃ টেকনাক খানে টেকনাক তাঃ জিনতী খাউ চৌঃ	খোদ	১২১৭৭	৭২/০	৬১৩৭	২৩১/৬	১০৬১/৬	৬
১৫৫ ১৫৮	মৌঃ রাজারতুল খানে রাজু ভালুক সেরপত খাঁ	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ।	১১০১/৬	১৫৮/১	৫০৩১/৬	৪৪/৬	৫৪৭/৬	৬
২০৪ ৪১৯	মৌঃ মিঠাছত্রি খানে রাজু ইজারা জিনতী মতিফা খাঁতুন লাদালগের পক্ষে কাজীদ আলি খাঁ।	মিঃ আহাদ আলি খাঁ।	১১৮৩/১০	১১০/৬	৪২০৭	৬৭/৬	৪২৭/৬	৬
২২৬ ২৮৬	মৌঃ দারপাকিয়া খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইলফাক	মিঃ দেওয়ান আলি সাদাগর।	৬৮৭/১/৩	২২৪৪/১	৪০৭	১২৬/১	৬২৬/১০	৬
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেতুরা খানে চকরিয়া ভালুক কজল খাঁলি	খোদ	২৫১২৭	১০২/৬	২০৪২৭	৭২৫/৬	২১১৪৭/৬	৬

C. A. SAMUELLS, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী ডিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ মন ১২৯০ সাল বাঙ্গালী। মাগাএম কিস্তী ফালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাইদাএম কিস্তী ফেব্রুয়ারি তালবের ২৮ মাজে স্বর্ধাল পর্ষাস্ত এবং তদনগরে ডিম ডিম জিলার কালেক্টরীর হুকী করা অনার হুকী বাধা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আশ্বিন শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশারূপে নীলাম হইবেক, ইতি :

ক্রমিক সংখ্যা।	ঘরালের নাম ও পরগানা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	বৃত্তব্য।
৫৭	বাড়াবাকী ওগরহাওল মতলে কাছারি হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাজুমারী দাসী। কুমারদাস চাকি তামামি দাসী। চন্দ্র গোবিন্দ দাস।	৫১৫/১০	১/১০	বামাজুমারী দাসীর ১১৮৫/১০ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১০৭	গায়নগর ঘোড়া চাকল কাছারি হাট।	মোহাম্মদ দাসী।	১০৪১৫/১	৪২৮/১৪	
২২১	খোদাখানপুর ওগরহাওল ঘোড়া পং পএরাবন্দ।	মহাকবিবল্লভ সেন। আছরা বেগম, রাহতবেছা ছায়েদ খাতুন, ও ছরিফুল আলম জাদুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোম দিকা ও বুলা দিকা।	২৫০২৫/১১	৫০০/১৮	বাবু জাহকিবল্লভ সেন- নের ধরনী ১৬০ আনা অংশ বাকি দেওয়া গেল। তাহার অ- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গরহাওল পং পএরাবন্দ।	গাজে এনাংজুলা চৌধুরী জাহিদবেছা চৌধুরী মহম্মদ মেজামুদ্দিন ও চৌধুরী।	২১০৫৫/১১	১৮২ ১/১০	গাজে এনাংজুলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২০ ১/৬ পাই এ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক হুগলীপুর ওগরহাওল ঘোড়া পং সরহাটী।	গএরবেছা বিবি চৌধুরানী এনাংজুলা দিকা হাটহালী বিবি চৌধুরানী, জনা জুলা চৌধুরী খুলিরবেছা বিবি জডন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রৈলোক্যানাথ নাথিকী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ মেজামুদ্দিন মহা মদ চৌধুরী, আমিরবেছা বিবি অরু ও আলিউদ্দিন পক্ষে আবদুললজক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫/১৮	১৪০/১৮	গবর্ণমেণ্টের ওজাদারীমের অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১/৬ পাই ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাকি অপরাপর অংশ বাকী।
৪২৭	আলিমগাঁও পং	চন্দ্রলিখর রাহ, গোপাল, চন্দ্র রাহ, রাজলক্ষ্য চৌধুরানী, ইমামচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইমামগাঁও চৌধুরানী রৈলোক্যানাথ নাথিকী ম্যানেজার পক্ষে কোণর চন্দ্রকণোড় রাহ নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী জুজান সরকার।	৫২৮১৫/১১	২০৫/৪	জুজান সরকারের নিজস্ব ১০ ডিম জমা এ অংশ বাকী।

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাঁকী খাজানার আপসপত্রের পাঠ।

জিলা দিবাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্থান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবশীতে জিলা দিবাঙ্গপুরের দ্বারাবর্তী বিদ্রুপিত মতান সন্থান ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী খাজানারী এবং অন্যান্য দায়িত্ব। উক্ত আইন এবং আর্ডার অনুসারে বাঁকী ঠাকুরের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলায় কালেক্টর দাবতের কাছাড়েতে বিদ্য। ওজরে ও প্রাপ্য খীলামে দয়া যাইবে।

প্রথম স্রেনীর ইত্তমুরারি অবদার্য দওয়া দখাল।

সন্থান জোজির।	সন্থান দখাল ও পরগনা।	সন্থান দায়িত্ব।	সন্থান জমা।	সেবাভীণ জমা খীলামে হইবেক।	মন্তব্য।
১০০ নং	খোঁজে চারখণ্ড, দত্তরহ পরগণা দিল্লিবাড়ী।	কাজীয়াসী দেবী জয়কিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১৬২১৫১৫	২২২৫১	পুরা দখাল খীলামে হইবেক।
২০৭ নং	খোঁজে চৌলতপুর দত্তরহ পরগণা র.জয়গর।	ভারতনাথ চৌধুরী, অরেন্দ্রী চৌধু- রানী, অর্ধ পক্ষে সোহনলাল চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই সন্থানের মধ্যে লালদেবী চৌধুরীর ৮০ জমা, অংশ যাহার ৪৮২১/০ আদায় সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারাব- শীতে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ জমা অংশ যাহার ৪০৭৭৫০১ পাই সদর জমা হয় এ অংশের অংশ বাঁকী পড়ায় তাহা খীলামে হইবেক।
২৬৩ নং	খোঁজে গোবিন্দ- পুর দত্তরহ পর- গণা ঘোড়াঘাট	দীপনাথ মজুমদার ও গোলাকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭২১১৮০	২৫১৮৭	খোঁজে কেকুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই সন্থানের গোলাকনাথ মজুমদারের ৪৮-ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারাবশীতে পৃথক হইয়া ৫১০৮৫ পাই সদর জমা দাওয়া আছে এ অংশ বাঁকী পড়ায় খীলামে হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮০	এ মত দীপনাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৪৮-ক্রান্তি অংশের ৫১০৮৫ পাই জমা দাওয়া আছে এ অংশ বাঁকী পড়ায় খীলামে হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮০	এ মত কানীতলাসী দেবার ৪৮- ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১০৮৫ পাই জমা দাওয়া আছে এ অংশ বাঁকী পড়ায় খীলামে হইবেক।
৩৭৬ নং	খোঁজে চার্টনপুর দত্তরহ পরগণা দিল্লিবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮০১১	১৫৭৮	পুরা দখাল খীলামে হইবেক।
৮৬১ নং	খোঁজে দাঙ্গাপুর দত্তরহ পরগণা দত্তরহ	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬২১০১	৪৬৪৮	পুরা দখাল খীলামে হইবেক।

DINAGPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা দিৱান

অমিলাৰি বিক্ৰেয় ইজাৰাৰ জিলা দিৱান

১৮৫৯ সালৰ ১১ আইনৰ ৬ ধাৰাৰ বিধান অনুসারে ইজাৰাৰ সকলক আনান যাইতেছে যে জিলা দিৱানৰ অধীনত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলাৰ কালেক্টৰ সাহেবৰ কাৰীসে হাকী ৱাজৰ এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালৰ ২৮ মাৰ্চ নিবেগে দেও হইলে বাকী ৱাজৰৰ ন্যায় এচলিও আইন অনুসারে জালায় হইবাব বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালৰ ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আৰাফ শুক্ৰবাৰ চিবেসে একাংশ নীলামে নিৰবশেষে বিক্ৰয় হইবে। ১৮৮৪ সাল ডাৱিথ ২২ আশ্বিন

ডকুমেন্ট

মহালৰ নাম	১৮৮৪ সালৰ ২৭ জুন	১৮৮৪ সালৰ ২৮ মাৰ্চ	পৰগনা ও মহালৰ নাম	মালিকগণৰ নাম	সকলৰ নাম	বাকী সংখ্যা	মতব্য
আম জো	...	১৯৮২	পাং ইছাপুৰ ৱিলা সাবিল হুমেদাসহিৱা	সৈয়দচন্দ্ৰেছা বিবি সাং আনখুলা সৈয়দ মজব্বৰ হোসেন ও পাহু বিবি ও মেথ মালিক বজ ও মেথ এনাএডউজা সাং এই হুমেদচন্দ্ৰ ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পীচুচুলী ও মনমুৰ আহম্মদ সাবালগেৰ আলি আবদুল মান্নান ওয়েক তহু মিঞা সাং আনু- খুলা মেথ মজব্বৰ উজা সাং এই মেথ ককিৰ উজা ও আকমেছা বিবি সাং এই সাজ্জেনৰহমান সাং বেড়গাঁও ও পুৰবোতমচন্দ্ৰ সাং উমকুণ্ডা ও বালিনী দাসা আলি আজ তৰকে সাবালগ পুত্ৰ মনমোহন চন্দ্ৰ সাং এই মজব্বৰেছা বিবি সাং আনখুলা ও সাজ্জেনৰহমান সাং বেড়গাঁও মৌৱমুন্দৰ পীড় ও নিতাইমুন্দৰ পীড় ও ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ সাং উমকুণ্ডা বালিনী দাসা আলি আজ তৰকে সাবালগ পুত্ৰ বালিনবৰেছা চন্দ্ৰ সাং এই।	৩৬২৫৫৬ ইছাপুৰক হিসাব ২০ লাং গোঁৱমুন্দৰ ও মিতাইমুন্দৰ পীড় ৩১৩১৬১ বালি ... ২৫৫৪১০/১১	৩৭/২	এজমালি আন সকলৰ জমা ২৫৫৪১০/১১ টাকা নীলাম হইবেক।
এ	...	৫১৮২	পাং হুজবপুত্ৰ সাবিল কেলবপুত্ৰ	মালিকমুল্লী দেবী সাং ডেকেরা ও বাসমনি দেবী আলি জানবে শশিভূষণ সরকার সাবালগ সাং এই ভগবতী দেবী ও ভাৰিনীএসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিশেষত্বী দেবী ও অগভেশ্বৰী দেবী সাং এই ও ঈশানচন্দ্ৰ ৱাৰ সাং সাওত।	৭৫৬৭	৫৭/৩	সোল আনি মহাল নীলাম হইবেক। এজমালি সকল জমা ২০৩৬/৫ টাকা নীলাম হইবেক।
এ	...	৫৩৮২	পাং সাহাপুত্ৰ	বালিনী দেবী সাং হুজবপুত্ৰ সাং হেজমপুত্ৰ ও মহেশচন্দ্ৰ সোম ও মনালচন্দ্ৰ সোম কালিচাঁদ সোম সাং হুজবপুত্ৰ গণেশচন্দ্ৰ সোম সাং কড়িয়া সত্যচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ও জিচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ও কালিশ মুখোপাধ্যায় আলি মিতাইনী দেবী ও জোয় রহমান।	৩৪২০১৬ বালি পুৰক হিঃ ২৪ ২২ ৱাজা ৱাশৰুজ চন্দ্ৰবতী বহাদুৰ ৪৮১১১০ ১৮৭ ২২ মনালচন্দ্ৰ ও মহেশচন্দ্ৰ সোম ৮৭২১১/২ ১৪৪৪১/৭ ২০৩৬/৫	৫০৩/৪	

[illegible]

BREEDHORN COLLEGE
The 17th May 1884.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সাবান দেওয়া বাড়িতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালভের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের আশা বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরসম্মত প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ অর্থাৎ মঙ্গলবার দিবে পাবনার কালেক্টরী কার্যারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরপেক্ষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে :—

ক্রমিক সংখ্যা	মালিক মহাল ও পর গনা	নাম মালিক।	সহর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশকশাহী	মন্মোহিনী দেবী ও কালিশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মন্মোহিনী দেবীর ২৪৫।/০ পুঃ ৩৬/০ আদায় সম্বর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশ বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩।।০ পুঃ ৩৬।০ আদায় সম্বর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশ বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী ও প্রভৃতি	১১৪৪।০ পুঃ ১১।০	৩১।।০ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী ও প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৬/০ আদায় সম্বর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশ বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিং ধুবিলা পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১০।০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৩	কিং জাবড় কোল পং সোণা বাজু	কালিমারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতি	৭২৫৯। পুঃ ৮০।।০	৪৬।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিমারায়ণ চৌধুরীর ২৮।/০ পুঃ ১।০ আদায় সম্বর হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশ বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৪	এ ...	এ ...	এ ...	১৪৬।/০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।/০ আদায় পুঃ ১৪।০ আদায় সম্বর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশ বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাঁকী খাজানার আঁগনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা মহাল মেওরা যাইতেছে যে ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুসারে জিলা চট্টগ্রামের স্থাবরত্ব নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে আঁগা বাঁকী মালিকজারি এবং অন্যান্য সাওতালী চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাঁকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখে ঐ জিলায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিলা ওজরে ও একশা নীলামে ধরা হইবে। ইতি মম ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ যে।

প্রথম অংশের কাএমি মহাল

বাঁকী রাজস্ব আদায়ের নীতিতে নিলাম হইবে।

সদর নোংরা	সদর মহাল।	মালিক মহাল।	সদর জমা।	বাঁকী পরিমাণ।	বন্দ্য।
২	২	তরফ অমোখ্যারাম ...	৭২৬৮/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৮/৭	১০২/০	ঐ ঐ
২৮	৪৪	তরফ কালন্দী রামচাঁদ	৮৪৯৮/৯	১৫৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতী ৫মং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির আংশের মঃ ১০৭৮/৫ পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ার বেল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৪	তরফ দুলাভরাম, কতে- রাবাদ।	৮১৯৭	১২৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মোজে হরিমণ বাং ৩২ মজত রাম জারি।	৬৯২৮/০	১৮৭৮/৪	ঐ ঐ
২৪০ ৩৭৭	১২৪২ ১৮২৪	তরফ ইমাম রজ ... তরফ মাগম মনে- শাম।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তদ্ব্যতী ১মং মনজুর বিবির ১০৫১০ আংশের অংশে বাঁকী পড়ার কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৩	২৫১২	তরফ রামচন্দ্রকাং ...	২১৮৮৮/৭	১৬৮/৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতী ১০মং পীত- স্বর কাং ৪৫৮৯ পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ার কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১২৮/৭	১০৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতী ৮মং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১৮/৮ জমার অংশে বাঁকী পড়ার কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩৩	তরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৮/৩	১২৮/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতী অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫৮/১১ পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ার কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৮৮	৩১২৫	তরফ জৈনসুরাম কাং	১৭৩৭৮/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতী ১মং আব- দুল্লাহ কাং ৭৮২৮/৬ পাই সদর জমার অংশে বাঁকী পড়ার কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৪	২৮৮০	তরফ ওবেদলায় সেখ মাহাং ওছ সেখ মাহাং আনী।	৬৭৮৮/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা রাজশাহী।—যাকী খাজানার আদায়পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সেওয়া সাইডেছে যে ১৮৪৯ সনের ১১ জানুয়ারি ৬ খারীয়াসার জিলা রাজশাহীর মহাবর্তি নিম্নলিখিত স্থান সকল ১৮৮৪ সালের লাগীএস ওভী কেজুগারি ডাইলের আদায় বাকী খাজানারি এবং অন্য লাগীএস ওভী চনিত কাইল এবং আট্টের ক্ষুসারি বাকী ডাইলের বাকী ডাইল করি সাইডে পাঠে ডাকী আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোকাবেক সম ১৮৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি ওজদার ডাইলিখে এই জিলার কালেক্টর সাইডের কাহারিডে বিলা ওজরে ও একাংশ নীলারি দর সাইডে ।

তফসীল

ডেজির নম্বর।	শাখ মরাস ও পরগনা।	লাস দানিক।	সমর জমা।	সেবাকীর জন্য নীলারি দর।	টেকিসহ।
১৮৪	তিহি মারসা মোটক বেকাদাকি পাং ম- বাকসপুর।	জঙ্গনি রাই জলি অতি পকে মৌলাদলাল সিংহ দ্বারা মাথা- লাগ, যে: এ গেলগুয়াইস সাইদে, গিরিগুজ মত, অতিমা- সুন্দরী মাসা, শ্যামাসুন্দরী রাই।	খাজানা ৪৩৭৪৫/ পুলিস ৩০৮০	৭১৯৬০	যার পুলিস ৪৪০৪০/০ খানা সমর জমার ডাইল লেখা দর ডুয়াধো বিশেষ মত ১ গিরিগুজ মত খাজানা ৫৮১০ খানা পুলিস ৪/০ খানা এতলে ৫৮৫৮/০ খানা বিশেষ মত ২ অতিমাসুন্দরী মাসা খাজানা ৫৮১০ খানা পুলিস ৪/০ খানা এতলে ৫৮৫৮/০ খানা বিশেষ মত ৩ যে: এ গেলগুয়াইস সাংহে খাজানা ১২০৪০ খানা পুলিস ৮৮/০ খানা এতলে ১২১০৮/০ খানা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত দ্বিগার পৃথক হইয়াছে ডুয়াধো অবশিষ্টে একখানি জহা খাজানা ২০০৭/ খানা পুলিস ১০৬৮/০ খানা এতলে ২০২০৬০ খানা সমর জমার দর নীলারি হইবেক।
২০৭	কিং পাং ডাহেদপুর	জমার আদায়পত্রের দর, ডাইলকর দর, হরগাবিল বহু মেনেকর পকে জমার বিশেষ মত ও কানিশ দর।	৩১৪১৮০	১০১৫৮৮	মোট সমর জমা ৩১৪১৮০ খানা ডুয়াধো বিশেষ মত ১ জমার আদায়পত্রের দর ১৪৭০৫ ৮/০ খানা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত দ্বিগার পৃথক হইয়াছে ডুয়াধো অবশিষ্টে এক- খানি জহা সমর জমা ১৪৭০৫ ৮/০ খানা দর নীলারি হইবেক।
২২৮	তিহি বাসুদেবপাড়া পাং ডেগাতি।	জমার আদায়পত্রের দর, জমার ডাইলকর দর, হরগাবিল বহু মেনেকর পকে জমার বিশেষ মত ও কানিশ দর।	খাজানা ১৮১০ পুলিস ১৮৮০	১০	মোট সমর জমা ১৮১০ খানা ডুয়াধো বিশেষ মত ১ জমার আদায়পত্রের দর ১৮১০ খানা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত ২/০ খানা এতলে ১৮৪০ খানা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত দ্বিগার পৃথক হইয়াছে ডুয়াধো অবশিষ্টে একখানি জহা খাজানা ১০৫৮ টাকা পুলিস ১৮০ খানা সমর জমার দর নীলারি হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা :	নাম বঙ্গাল ও পরগণা।	নাম মাসিক।	সময় জমা।	(সে বা কী) জমা নীলাম্বর	কৈফিয়ত।
২৬৭	ডিং পং দীঘা ...	কালিচন্দ্র ডালুজ্জার, জাঁরনকুজ চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র সেন, চৌধুরাণী, লাবালগ সৈয়দ কাবুলুল জেলায় মেরেজের বীরেশ্বর সেন, লাবালগ রাখালচাঁদ হুগড়ের কলি করচাঁদ বাই,	খাজানা ৪৪৭২১০ পুলিস ১১৮ ৪৪৮৪১০	১১০১১০ ১৮০	মোট সময় জমা মীর পুলিশ ৪৪৮৪১০ আনি তথ্যে বিশেষ সং ৪ করচাঁদ হুগড় জলি জমাফন্দক রাখালচাঁদ হুগড় খাজানা ৪২১১০ আনি পুলিশ ১১০ আনি একুশে ৪২২৫/০ আনি ১৮১২ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম্বর হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেলাখরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিন্দ্রেরাধর রাই, কুমার জাঁকেশ্বর রাই, হর- গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মেরেজের পক্ষে কুমার বিশেষ ও কুমার কালিধর রাই লাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবজ্ঞা, জানকিকান্ত বৈদ্য, রক্ষাকর বৈদ্য, সখিমুন্দরী মেহা, ঠাকুর দাস বৈদ্য, তিক্কাবর ওরফে রামচরণ বৈদ্য, চন্দ্রমণি দেবী, শ্যামচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত বৈদ্য, রাস- বিহারি, বিপিনবিহারী, শতেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা মেহা, রাধামুন্দরী, সুদামসরী, তারামুন্দরী দাসী, গিরিন- চন্দ্র ডালুজ্জার, কুমার খোতিজ্জনারায়ণ রাই, রামজর, রামলাল, রোহিনীকান্ত ওরফে রাম, রক্তাক্ত ওরফে রাম, আনি পক্ষে বিপিনবিহারী ওরফে রাম, সখিমুন্দরী মেহা মাগের ও 'আলিগঞ্জ পাণ্ডিত্র্য বজ্জনার লাবালগ, জানলা, অবমিকুমার চৌধুরী আনি সুধামাঙ্গাস ও হুগা- কান্ত সেন, মহর্ষি মেহা, তগবতী চৌধুরাণী, মনোহরী কুণ্ডী।	১০৮২৫০	৩৫১০	মোট সময় জমা ১০৮২৫০ আনি তথ্যে বিশেষ সং ১ সখিমুন্দরী মেহা সময় জমা ২২০১১/০ আনি বিশেষ সং ২ কুমার শশিন্দ্রেরাধর রাই ১৩৫১৬/ ১০০০ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাসে বিশেষ সং ৩ মেহা হিনী শুভা চৌধুরাণী মাগের সখিমুন্দরী মেহা মাগ সময় জমা ৪২১/০ আনি হিসাব পৃথক করা আনি ও একমাসী অংশ সময় জমা ৫৮৪৫০ আনি বঙ্গ নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজে সিংজারী ওগরহ পং বোল- পাণ্ডা খালিয়া।	ভগবতিচরণ বাই, লাবালগ রাখালচরণ মওলের মাঁতা ও আনি শ্যামামুন্দরী মাঁতা, চন্দ্রকানী চৌধুরাণী, আনি- মৌহন বৈদ্য।	খাজানা ১০৩৩১১/০ পুলিস ১১০ ১০৪৪৫০	২০২০ ১১১/০	মোট সময় জমা মীর পুলিশ ১০৪৪৫০ আনি তথ্যে বিশেষ সং ১ শ্যামামুন্দরী মাঁতা আনি অহি পক্ষে রাখালচরণ মওল খাজানা ২৫১৬/০ আনি পুলিশ ২৫০ আনি ১৮৫২ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও একমাসী অংশ খাজানা ৭৭৫০ আনি পুলিশ ৮১০ আনি সবই নীলাম্বর হইবেক।

২৯৬	বিঃ পঃ বোম্বাই ও জায়গীর।	টেকনাট্ট বিবি, নাবালগ রাখালচন্দ্র মণ্ডলের মাঠ ও আলি শ্যামলীজলদী মাঠ, নিমবন্ধু মাঠ, আলি নোহন টেক টেকনাট্ট মন্ডী মেঘা চৌধুরী, নাবালগ আবদুল হেলা- মের মেরজার বীরেন্দ্র সেন, করমচাঁল দুগড় আলি অধ্যক্ষ- পক্ষে রাখালচাঁল দুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩৪০০ পুলিস ১১৪০০ ১১৪৬০০	১১০২১১/০ ৭১/০	খোঁট সন্ন্যাসী মাঠ পুলিস ১১৪৬০০ আলি তদ্ব্যধা বিশেষ সং ১ টেকনাট্ট মন্ডী মেঘা চৌধুরী খাজানা ১২৪৬১১/০ আলি পুলিস ১২১১০ আলি একুশে ১২৭৪০ বিশেষ সং ২ টেকনাট্ট মন্ডী চৌধুরী খাজানা ১২৬১১/০ আলি পুলিস ১২১১০ আলি একুশে ১২৭৪০ আলি বিশেষ সং ৩ বীরেন্দ্র সেন মেরজার পক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলা খাজানা ৪৬৪৬০ পুলিস ৪৪০০ আলি একুশে ৪৪০০ টেকনাট্ট বিশেষ সং ৪ আলিমুহম্মদ টেক ও নিমবন্ধু মাঠ খাজানা ১৪১২৬০ পুলিস ১৪১০ আলি একুশে ১৪২৬০ আলি ১৪২৬ সন্ন্যাসী ১১ আইনবদ্ধ হিলাব পৃথক হইয়াছে তদ- বাস বিশেষ সং ৪ করমচাঁল দুগড় আলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁল দুগড় খাজানা ১০২৩১১০ আলি পুলিস ১০২/০ আলি একুশে ১০৩৭০ টেকনাট্ট ১৮৪৩ সন্ন্যাসী ১১ আইনবদ্ধ হিলাব পৃথক হইয়াছে তাহাও একশালী অংশ খাজানা ১৬০৮১১০ আলি পুলিস ১৬০০ আলি একুশে ১৬২৪১১/০ আলি সন্ন্যাসী বস্ত্র নীলাম হইবেক।
৩৯৭	ভরক মহিষ সুতী পঃ চান্দনাই।	হেলাজলদী চৌধুরী, হেলাজলদী চৌধুরী, কোমলজলদী চৌধুরী, বিবি উল্লভ কল্যাণ, টেকনাট্ট মন্ডী হোমেন, টেকনাট্ট আতাইর হোমেন বিবি, আতাইর হোমেন বিবি, আতাইর হোমেন বিবি, আহিকভরদী আহিকভরদী আহিকভরদী আহিকভরদী	৭২২২৬০০	৪২১১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৯৮	বিঃ পঃ জজুরাপুর	বেঃ এগেন ওয়াইন, সারদা, শ্যামলীজলদী বিবি, চান্দনাই বিবি, আহিকভরদী আহিকভরদী আহিকভরদী আহিকভরদী	১৬২২৬০০	৪৭২১০	খোঁট সন্ন্যাসী ১৬২২৬০ আলি তদ্ব্যধা বিশেষ সং ১ বেঃ এগেন, ওয়াইন, সারদা সন্ন্যাসী ১৬২২৬০ আলি ১৬২২৬০ সন্ন্যাসী ১১ আইনবদ্ধ হিলাব পৃথক হইয়াছে তদবাস এক- শালী অংশ নীলাম হইবেক।

ইত্তাফার নামা কাছারী কালেক্টরী ।—জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মধ্যস্থলারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষর পর্ষদ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোজ্‌মেস পাবলিকওয়ার্ডসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে ।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম দালিক।	সমর সমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেন।		খাজানা।	সেন।	মোটা।	
১৮২০	খানে সাতবাঁনিয়া যেহে নাকোরা মহল নয়াবাদ।	খোদদাশ ...	১০১৭০০	৪৪৮৬	১২২০ বাং	১২৭২	০	১২৭২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	খানে ঐ সে হে চাঁদল মহল নয়াবাদ।	তালুক জিমদা ও অমেছা চৌধু. রীয়া।	১১২০১০	১৭৬৫/১	...	২২৪২	২২০৯	২৪৬৩	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector

ইত্তাফার নামা কাছারী কালেক্টরী ।—জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মধ্যস্থলারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৪ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষর পর্ষদ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোজ্‌মেস পাবলিকওয়ার্ডসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে ।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম দালিক।	সমর সমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেন।		খাজানা।	সেন।	মোটা।	
১১০ ১৮৩০	খানে সাতবাঁনিয়া যেহে গা- মাণী মহল নয়াবাদ।	খোদ।	১১৪৮/০	২০৮/০	১২২০ বাং	১৮০২	৮৮২	১২৯০	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বর্জমান ।

অধিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাৱ ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা ঘাটা সকলকে জামান দাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কাপেটের সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল ঘাটী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ নিবনে দেয় হইবে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২১১। ১৪ আশাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরংশেণে বিক্রয় হইবে । সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে ।

উল্লীল ।

প্রথম শ্রেণীর উল্লীলারি জমা ধার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগনে আসাডি: মজলকোট পূর্বস্থলী আউবগ্রাম, কাটোরা, মনেশ্বর ও গাজুর মালিক জিগ্রাম অন্নপূর্বীর সেবতে ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জগজ মহেশ্বরনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সূর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিমহি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় সভামহাল ও সভ্যগ্রাম বন্দোপাধ্যায়, সভাজীবন ও সভামনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ ভেলিনিগাড়া পরমজ্যেষ্ঠ বন্দোপাধ্যায় সাঃ ভেলিনিগাড়া ডি: জিগ্রামপুর ।

সমর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১০ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত দায়কটী পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১১১১১/৬ টাকা পরমজ্যেষ্ঠ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৬ টাকা রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ১১১১১/৬ টাকা সভামহাল ও সভ্যগ্রাম বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭/৬ টাকা নবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সূর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অনিমতা জীনতা হরমুন্দরী দেবী ১১১১১/৬ টাকা ।

৬০ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গলপনা গির পরগনে বেঞা ভিবিজান কাটোরা মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নবালগ মনীন্দ্রনাথায় চন্দ্র অলিমহি ভাতি ও অজয়কণ্ডে অরং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেবলোকনাথ চন্দ্র সাঃ জিগ্রামী ডি: কাটোরা হরেকটর গোপেন্দ সাঃ আজিমগঞ্জ ডি: আশমপুর ভাঃহরিচন্দ্র ও বিদ্যুৎ চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিমহি মাতা জীমতা ভবতারিণী দেবী সাঃ জিগ্রামী ডি: কাটোরা হরমোহন চন্দ্র সাঃ জে ।

সমর জমা ৭৪০০১/১১ টাকা

বাকী ৪১৮১/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনাথে ৯২২/৬ টাকা সমর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডি: কাটোরা ডি: বর্জমান, ডি: মনেশ্বর ও ডি: গাজুর মালিক ভৌমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাগ্রাম ও আশুতোষ চৌধুরী অফরচন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরমচন্দ্র চৌধুরী, মাক্তিমী দেবী শ্যামগ্রাম ও অরমগ্রাম চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেশ্চন্দ্র চৌধুরী, মনমোহনী দেবী ভূর্ণাঙ্গ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামনথ চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃতাকালী দেবী, বৃদ্ধকেশী দেবী ভূর্ণাঙ্গ মুখে পাধী, ভবতারিণী দেবী, এসময়দী দেবী, ভূদনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু মুখারবর ও শশিকৃষ্ণ, মহেশ্চন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, অফরমার চৌধুরী জীমায় চৌধুরী, রামানথ চৌধুরী সাঃ চাঁদুনী ডি: কাটোরা ক্ষেত্রপাল চৌধুরী সাঃ দীইনটি ডি: কাটোরা গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডি: কাটোরা নিলমণি চৌধুরী সাঃ চাঁদুনী ডি: কাটোরা ।

সমর জমা ১৭২১/০ টাকা

বাকী ১৭১ আনা ।

এই মহালে মনিচন্দ্র ভট্টাচার্য র ন্যবে ৪৬৬২ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৪১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বর্জমান ডি: সাহেবগঞ্জ মালিক বেথ আলিমুল্লাহ সাঃ সীকারপুর কোরনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডি: সাহেবগঞ্জ অথিকেশ বন্দোপাধ্যায় চাঁদাংগের অলিমহি কলগনী দেবী সাঃ জে জিগ্রাম চৌধুরী সাঃ দেবীত জেগ্রাম সাঃ গোপাটাস সাঃ নিলমণি সাঃ আরমচৌধুরী ডি: সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাঃ ভিবিজান মজলকোট ।

সমর জমা ১৬২০১২ টাকা ।

বাকী ১৬২০১২ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র সাঃ ৩০৩৬/২১ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোপাটাস সাঃ ১০০৬১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,

Collector.

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhushan Mukurjee to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjee, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

জীমতি গিরিজামনি দেব্যা।

জীমতি ব্রজমুন্দরি দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃকারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২।।০ বার আনা, ডাকখানুল মিটে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা

সাল সিন্‌কোনা ছালা ছইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা সারা বাক্সে না, একপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থী কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্তৃকারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪।।০ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

১১. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেটে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিস যন্ত্রাণের বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অট-লী ও জিজ্ঞাস্তার একদেশের লিবিগ সর্কিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনারের স্বত্ব, ইন্ড টেম্পলের বারিষ্টার সি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এল. ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জিজ্ঞাস্তা লেপেন্টমেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূমিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংগ্রহ।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসের আকৌন্টেন্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাউতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

		<i>For the Mofussil.</i>		Rs. A. P.	
Entire Gazette	10	0 0 per annum,
	Postage	2	8 0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
	4	0 0 „
	Postage	1	0 0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4 0
	Postage	0	1 0
Parts III, IV, V, and VI	0	1 0 for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					
	Postage	0	1 0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ নভেম্বর।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত দ্বারে প্রদ্রিস দিতে হইবে :—

সকসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৫৭সর	১৭
ডাকমানুল	...	"	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ডারভর্গের ও বজ- মেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাতুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমানুল	...		।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		।০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বড অধিক হই তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমানুল	...		।০

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও সকসলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.						

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৩ ডিসেম্বর]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই নথির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী গেজেটারিয়েট স্থাপনাধীন হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনাধীন কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমিত্ত নগদ দ্বারা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী গেজেটারিয়েটের আটকোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম দ্বারা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

দুলাহার নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বার দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বার এইঃ—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	২০৭
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০৭
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মকাংগোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পলামেড ওয়েস্ট টৌনহালের স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের মাঝে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য জীবু ও এডউইন বরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	611—641	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৬১১—৬৪১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	695—636	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি ...	৬২৫—৬৩৬
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিপুষ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট ...	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

GENERAL—*The 27th May 1884.*—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 138, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Southal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.	Mr. E. B. Harris.	Mr. J. A. Craven.
„ S. S. Jones.	„ F. Grant.	„ E. McL. Smith.

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Berach railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghaffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshahye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০৩০ A নম্বর।

সাঁওতালী।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—গণেশচন্দ্রের অন্তর্গত মড়াইলের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আইনমতে যে ছুটি পাল তদন্ত-রিত্ত আড়াই মাসের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১০৪ ধারামতে ঐক্য মাসের ছুটি পাইলেন।

জিযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, জিযুক্ত বাবু আন্তর্জাতিক যুগোপাধিকার, যশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—মণ্ডলগাঁৱের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু জামেন্দ্রনাথ পাল অন্যান্য প্রতিকর্মের ভারপূর্ণ করিবার ভার অধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শাওতালীর অন্তর্গত বজারের একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত টি, এল, এল, জেন্টিফ সাহেব উক্ত মজুরমার ১৭০ মাসের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

মেন্দ্রিনীপুরের অন্তর্গত ডমরুর সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী মুজাফ্ফর আলি আহমদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় প্রৌদ্রুক্ত হইলেন।

বগুড়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী আবদুল হক কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় প্রৌদ্রুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পার্শ্বীয় প্রদেশের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় প্রৌদ্রুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মজুরমার কর্তৃপক্ষেরা জুনির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২৯ আইনের ৩ ধারামতে মৌতাল পরগনায় কালেক্টরের কর্মতারূপে কর্ম করিবার কর্মতা পাইলেন।

জিযুক্ত ডবলিউ, ডবলিউ, স্মি সাহেব।

জিযুক্ত এক, গ্রাউট সাহেব।

.. এস, এস, জোন্স সাহেব।

.. জে, এ, জোন্স সাহেব।

.. ই, বি, হারিস সাহেব।

.. ই, মকলিন্স সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত জে, সি, লরড সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

জিযুক্ত বাবু রাধানাথ সিংহের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু মনোমোহন পাটনা-বাইচ রেগুয়ের ছাড়া যেতের জন্য জিযুক্ত করিবার নিমিত্ত এই গবর্নমেন্টের পালক ওর্ডার পাটনা-বাইচ রেগুয়ের সাধারণ অধীনে নিযুক্ত হইবারে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুক্ত বাবু নবরত্নী লাল সারণ জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত জি, ই, ম্যানিটি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি প্রদান করেন তদবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেন্দ্রিনীপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যান্য প্রতিকর্মের ভারপূর্ণ করিবার ভার অধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জিযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, চাণ্ডী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী আবদুল গফুর মেন্দ্রিনীপুরে প্রেরিত হইয়া সেট জিলার সদর কোর্টায় অস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকাপোপলকে জিযুক্ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, রেজিষ্টারী করণ কার্যের একটিং ইন্সপেক্টর জেনারেল জিযুক্ত এক, এক, হাওলা সাহেব রাজকাপোপলকে ডিষ্ট্রিক্ট ও লেনন জেজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpigoree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Modni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 5th June 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

EDUCATION.—*The 28th May 1884.*—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

The Commissioner of the Bhagulpore Division	...	} <i>Ex-officio.</i>
„ Magistrate of Bhagulpore.	...	
„ Joint-Magistrate of ditto	...	
„ District Judge of ditto	...	
„ Inspector of Schools, Behar Circle	...	
„ Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division	...	
„ First Subordinate Judge, Bhagulpore	...	
„ Second ditto	...	
„ Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore	...	
„ Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore	...	
„ Head Master, Bhagulpore zillah school	...	

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.

„ Hari Mohun Thakur, ditto.

Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.

Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Baboo Surja Narain Singh, B.L., Pleader.

„ Shib Chandra Banerji, B.L., ditto.

„ Shushee Bhusan Mukherji, B.L., ditto.

„ Tarini Prosad, ditto.

„ Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L., ditto.

„ Akhileswar Prasad, B.L., ditto.

„ Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L., ditto.

„ Charu Chandra Mittra, B.L., ditto.

„ Kirti Chunder Chatterji, B.L., ditto.

Moulvie Ali Ahmed, B.L., ditto.

„ Abdul Gaffer, ditto.

„ Shujaet Ali Khan, Zemindar.

Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.

„ Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

গত ১১ আশ্বিনের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। মদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. বী. গুজানারায়ণ দাস, এম. এ. দ্বারা অন্য আজ্ঞা বা করা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হওয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিন অবধি এই জিলার সমস্ত থোকানে অবস্থাপিত ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মনসিংহের একটি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. ই. মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ আশ্বিন অবধি ১২ মে পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য পরিচালিত।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্নেল জি. বি. ডবলিউ. ডি. মটম সাহেব দুই সপ্তাহের জন্য জলপাইগুড়ির একটি ডেপুটী কমিশনার জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি দ্বারা অন্য আজ্ঞা বা করা ডেপুটী কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. বী. বেদিনী প্রসাদ সিংহ পূর্ণিমার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সমস্ত থোকানে অবস্থাপিত ছিলেন।

রাজকাঞ্চীপলকে জি. বি. পি. কালপার্স সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা দ্বারা অন্য আজ্ঞা বা করা সাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বী. রামাচন্দ্র দাস সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাগীরাম মহকুমার কাছার দ্বারা প্রেরিত নিযুক্ত ছিলেন।

রেকর্ডেরী করণ বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জি. জে. এ. বর্ডেন সাহেবের দুই প্রাক্তন অনুপস্থিতি কালে অথবা দ্বারা অন্য আজ্ঞা বা করা মদীয়ার জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. এ. ডবলিউ. পাল সাহেব রেকর্ডেরী করণ কার্যের ইন্স্পেক্টর জেনরলের কার্য করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—পূর্ণিমার সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল, নিম্নলিখিত মতানুসারে:—

ভাগলপুর থকের কমিশনার সাহেব
ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব
এ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব
এ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব
বিহার চকের স্কুল সন্থের ইন্স্পেক্টর সাহেব
ভাগলপুর থকের স্কুল সন্থের আসিষ্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর
ভাগলপুরের প্রথম সবার্ভিসেন্ট জজ
এ বিভীত এ
এ পলকোড ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
এ স্কুল সন্থের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক

সব পদোপলক্ষে

মদীয়ার জি. বী. ব্রজমোহন ঠাকুর।

” ” ” হরিমোহন ঠাকুর।

সব-রেকর্ডেরী জি. বী. মৌলবী মৈয়দ মাহম্মদ আলি।

বারিভার-আট-লা জি. বি. ডি. বসু।

উকীল জি. বী. শ্যামাচরণ সিংহ, বি. এল।

” ” ” শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” শশীচরণ মুখোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” তারিণীপ্রসাদ বসু।

” ” ” শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” অধিপেশ্বর প্রসাদ, বি. এল।

” ” ” চন্দ্রশেখর সরকার, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” বাবু চাক্রে দ্বিজ, বি. এল।

” ” ” বাবু কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আলি আহম্মদ, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আব্দুল গফর।

মদীয়ার জি. বী. শুভাশ্রয় আলি বা।

বমেলি রাজের কাঞ্চীপল জি. বী. বাবু ব্রজনাথ দাস।

কমিশনার সাহেবের স্বকীয় আসিষ্ট্যান্ট জি. বী. শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জি. বী. শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিশনার লেকচারের পদেও নিযুক্ত ছিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

OPIMUM.—*The 2nd June 1884.*—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May 1884.*—Assistant Surgeon Gobind Chuander Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Raneeunge Municipality in the district of Bardwan:—

Baboo Shamadhub Mookerjee, | Baboo TROYLOKHO NATH Mookerjee,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Koooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chuander Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs:—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality:—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Panchanun Banerjee,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub, Chuander Ghose Bahadoor to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality:—

1. Rai Badha Gobind Roy Sahib Bahadoor, | 4. Baboo Ram Nath Bhattacharjee,
2. Monvie Mahomed Ali Khan, | 5. „ Gopce Benode Das,
3. Baboo Moortaree Lal Bural, | 6. „ Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chuander Chuckerbutty.

ROAD CESS.—*The 5th June 1884.*—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookhray Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree District Road Committee:—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikarce Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette*:—

No. 195.—*The 30th May 1884.*—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, c.s., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May 1884.*—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

আগামী বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বানারস আগামীঃ এজেন্সীতে নিযুক্ত আগামীর আগি-
স্টেটস-ডেপুটী এজেন্ট জি. ৩ আর, ফেসর সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধিঃ ১০ অধ্যায়ের
১২৮ ধারায়ঃ ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকাগোঃলক্ষে ডাক্তর জি. ৩ জে. উইলসন
সাহেবের অসুপাশ্রিতকালে অথবা যখন অন্য আফা না হয়, আসিস্টেট সর্জন জি. ৩ পোন্সি চক্স
চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ন অবধি বালমহের সিভিল স্টেশনের চিকিৎসা
কার্যে র ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্ধমান জিলার অন্তর্গত
রাণীগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৩ বাবু শ্যামধর মুখোপাধ্যায় । | জি. ৩ বাবু টেলোকালাথ মুখোপাধ্যায় ।
জি. ৩ জে. জে. ডরলী সাহেব ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জি. ৩ অন্তর্গত কুটী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জি. ৩ বাবু
হরিচন্দ্র রাইকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জি. ৩ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব
তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৪ পঃগঞ্জ জি. ৩ অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের
পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৩ বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষাল । | জি. ৩ বাবু রক্ষাবলচন্দ্র ঘোষ ।
জি. ৩ বাবু শ্যামবিলাস রায় চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৩ বাবু অম্বিকাচরণ রায় । | জি. ৩ বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জি. ৩ বাবু জ্ঞানমোহন ঘোষ ।

দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জি. ৩ রায় বাদরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের
প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জি. ৩ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন
করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ১। জি. ৩ বাবু রাণীগোবিন্দ রায় সাহেব
বাঁচাঁচুর । | ৪। জি. ৩ বাবু রাধলাল ভট্টাচার্য্য । |
| ২। জি. ৩ মোনদী মহম্মদ আলি খাঁ । | ৫। জি. ৩ বাবু গোপীবিনোদ দাস । |
| ৩। জি. ৩ বাবু মুরারিলাল বড়াল । | ৬। জি. ৩ বাবু রামরতন পাঠ্য । |
| | ৭। জি. ৩ বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী । |

পঞ্চকবিয়াক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুখরাম বাঁচাঁচুর মৃত্যু হওয়ার্তে জি. ৩ রায় কালী-
প্রসাদ পাটন্য জি. ৩ পঞ্চকবিয়াকের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পঞ্চকবিয়াকের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৩ বাবু তিতোলাল দাস । | জি. ৩ বাবু ভিক্টরী মিজ ।
পোন্সিদের আসিস্টেট সুপারিন্টেন্ডেন্ট খীর পদোপলক্ষে ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটেইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৫ মম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রথম কমিশ্যনর সাহেবের আসিস্টেট সেক্রেটারী
জি. ৩ ডবলিউ. সি. মাকফার্সন সাহেব, সি. এস. সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধিঃ ৫ অধ্যায়ের
৭৭ ধারায়তে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস উদ্বিগ্ন দিনের অনুগ্রহে ছুটী পাইলেন।

এক, বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টেট বনরক্ষক জি. ৩ সি. এ. জি,
লিলিংটন সাহেব ৭ আগ্রিল অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্মকরিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, সি. মাকডবল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এন্টিং সেক্রেটারী

[গবর্নমেন্ট গেজেট : ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 441, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Moteejheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddopookur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nullooparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nullooparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhokylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhokylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road, Goragatchee road, Taraiollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Moteejheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjee."

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 17th June 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুলাই—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশবাসীগামি জাহাজের গুনাবসর সুক্ণ উক এবং লৌহ ইন্ডেন রেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া এই ডকের ও গুনাম ঘরের সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক জমিদারী আদায়ক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেমেন্টে গবর্নর লাইসেন্সের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড জমির এরোজল, উক্ত জমির সীমা এই—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গে পদ্মপুকুর পথ পর্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুকুরিনীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুকুরিনীর দক্ষিণদিকে এই পথে পশ্চিম মুখে ফিরিয়া এই পুকুরিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে থাকা দক্ষিণগামি এক রেখাভূমে বিবেশ্বর মুখুয়ার লেনে মিলে। সীমার রেখাপরে মাজুরা পাড়া লেনের সহিত বিবেশ্বর মুখুয়ার লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিবেশ্বর মুখুয়ার লেনের সঙ্গে যায় ও মাজুরা পাড়া লেনের সঙ্গে সরকালার গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত যায়। মাজুরা পাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে স্থানান্তরিত ১৫০ জুট পর্যন্ত সরকালার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গে যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে ফিরিয়া জুটকলাসের পশ্চিম সীমার ধারে চরাল পথে বা মিলন পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে জুটকলাস পথ পর্যন্ত হরবাস পথে পূর্বমুখে যায়। বঙ্গবাজার পথের সহিত জুটকলাস পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত ভাঁবার সঙ্গে চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছী পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় এই বিশেষ স্থান ছুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছী পথের সংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ জুট দূরত্ব। পরে এই রেখা এই স্থান হইতে সরকালার লেনের সঙ্গে সরকালার পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে সরকালার লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গে টালীর মালা পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর মালা পশ্চিমডাঙার সঙ্গে ১০০০ জুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও লাপুর। পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরল রেখায় পশ্চিম মুখে ফিরে। সীমা পরে শাপুরপথের গোঁরাগাছী পথের, ভাড়া টোলা পথের ও সোণাই তৃতীর লেনের সঙ্গে গার্ডন রীচ সরকালার পথের সহিত সোণাই তৃতীর লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। সরকালার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব মুখে ফিরিয়া এই পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পথ পর্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে ফিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পুকুরিনীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্যন্ত সীমা মতিঝিল পুকুরিনীর পশ্চিম পাড় হয়।

উক্ত রেখার সীমানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত জমির মক্কা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটি কালেক্টরের আকিসে দেখা যাইতে পারিবে।

এ, সি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেন্টেমেন্টে গবর্নর সাহেব পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাছী হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত পথে পানার নদীর ধারা বাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খেরা ঘাট বনিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

অনুচ্ছেদশোধন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—২মদীপুর ঊষখালর কমিটির মেম্বর ও জাগিরাতে সেক্রেটারীর পদে জিহুত বাবু আব্দুলচক্ক চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাইয়ের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জিহুত আব্দুলচক্ক চক্রবর্তী” এই নামের পরিবর্তে “জিহুত বাবু আব্দুল চক্ক চট্টোপাধ্যায়” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows:—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে মাউন্য উদ্যানের আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেণ্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রাপ্ত অর্পণ করিবার কপন্য করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের পেনের উত্তরদিকে মন-নির্গত হইবার মনোপ্রার্থী পরিষ্কার করণার্থে কৃপ করিবার জন্য কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থবাহুয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভূমি মওয়া আবেদনাক, বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিমাধিক ১০ চুটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে ১৮ নং;) একখণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত সীমা এই ২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা নদীবা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে বীচাদেশ সম্পর্ক থাকে তাঁহাবিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির মকুশা কলিকাতা নগরের সম্বারিত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই. এন. বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওল্ড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থবাহুয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভূমি মওয়া আবেদনাক, বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিমাধিক ১০ চুটাক ২২১ বর্গফুট পরিমিত মিরঙ্গ রেঞ্জ ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং মিরঙ্গ বেঞ্জ, দক্ষিণসীমা মিরঙ্গ বেঞ্জ, এবং পূর্ব সীমা ওল্ড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে বীচাদেশ সম্পর্ক থাকে তাঁহাবিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির মকুশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই. এন. বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটং সেক্রেটারী।

[তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাঁহাবাদের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অনতি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিশদ কারণ দর্শান না গেলে জিহুত সেন্টেমেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাৎক্ষণিক কার্য করিয়া তিনি যেমিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের আদ্যাককের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের সমিত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি প্রচু করিবার কপন্য করিয়াছেন।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

**BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF
GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.**

PART I.

*On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act
IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.*

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.
2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.
3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.
5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.
6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.
7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.
8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.
10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.
11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.
12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেড়ানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের অক্টোবর ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্যে সকল করণকাণ্ডে সাহায্যার্থ গড়বেড়ানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও তাঁহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন একপে নিযুক্ত একজন তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কাণ্ডে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেহে ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার গেই বৎসরের মধ্যে যদি কোন পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তির তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্টার বা অটোডনিক মাজিস্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিস মাসের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার নিষিদ্ধ কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি সন্ধ্যার দিন হইলে তৎপক্ষের দিনে আফিস খোলা হয় গেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিয়মিত হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরের এক অধিবেশনের নোটিস দেওয়া হইবে।

৬। ৫ ধারার নিমিত্ত নোটিসে বিনোদ্য বিষয়ের তাব নিশ্চিত না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মহাসম্মানে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন।

৮। সভাপতি একথানা বহী রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ টাকা উত্তর থাকে তাঁহা মুক্ত অগোপনিত রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্নমেন্টের অনুমত লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর তাহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য বোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রশমন আয়োজন নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের টেনসিটিক খরচ বিনিয় শতকরা ২৫ টাকা অধিক দিতে হইবে।

১২। মগর মোড়র ও পরিষ্কার করণের কিংবা কাঁচা কংক্রিটের তাহা ও কংক্রিটের জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিবরণিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উত্তর রাখিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ই রিপোর্ট, জিলা মাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্বস্বার্থভাবে বন্ধ সাধারণ তিন জন প্রকারে মগরের মধ্যে নিরা বিত্ত বা দুর্ভিক্ষজনক অন্য অন্য লইয়া গেলে তাহার ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book proscribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice proscribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Urya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটি বগরের মানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বাঁ ঘেঁ মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বাঁ ডাঁহাদের নাম ডাঁহাতে লেখা থাকিবে, ডাঁহারা তাহা পরিষ্কার রাগিবার দায়ী হইবে ও কমিটি প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুয় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে ডাঁহার মন্তর ও বগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, ডাঁহাও আঠানের ১৪ খারানিতে নির্দিষ্ট যে স্থানে যবলা ফেলিতে কর্তব্য সেই স্থানের কথা ও আলা যে কণা লেখা হইল্যক, বাঁ ওর ডাঁহা বহুদ্বিগা লেখা থাকিবে। কোন মেতর পঞ্জীর যে অংশের নির্দিষ্ট দায়ী সেই অংশের বিস্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার কেলাইতে দেখিলা করিলে তত বাঁর করে ডাঁহার প্রত্যেক বাঁরের নির্দিষ্ট ডাঁহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিস্তা ভূর্ণক্ষজনক অন্য ত্রব্য পৌঁতে বা পুতিতে দেয় কিম্বা মাটিতে ছেঁটে যে সময় নিক্রপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখা, তাহা হইলে তাহার ২০ দিন টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু আশ্চর্যকর সাহসের দান। ছালাস্তুর পরিবার মোটিস মা গিলে এই দণ্ড ভংগপ্রতি বর্জিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে ভূর্ণক্ষজনক কোন ত্রব্য পুতিলে কষিীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ছালাস্তুর পরিবার আশ্রয় করিয়া মোটিস নিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি সেই মোটিস অচুয়ায়ী কর্ম করিতে দেখিয়া করিলে মোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২০ ছুই টাকা অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটির সভাপতি স্বাক্ষরকরের সম্মতিক্রমে শব্দসহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত সভ্যবর্গে সগরের সীমার মধ্যে যত্নসহ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাখ না করিয়া বা কবর নষ্ট দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য করিলে বা করািলে তাহার ১০৯ টাকার অধিক নগদ হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন মখলী ভূমি বা বাঁটা গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার ছইতে দিলে সেট ভূমি বা বাঁটা স্বাধারফককে বা কমিটির সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে দিতে বাবা থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়ীতে আইন খা উৎপাদি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা ছইয়াছে তাঁহার দণ্ড দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আগারের অনুশযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মার্জিট্রোট বিজ্ঞাপন দিয়া যেহ স্থান নিগম করিয়াছেন তদ্বিত্ত নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

ਅੰਤਰਿ ਖੰਡੁ ॥

दिदिध दिधि ।

১৯। কমিটির প্রত্যেক সানিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কাণ্ড কিরণে চলে
ইহা পর্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যাব্যাপ্তি এক বা অধিক জন বেসম্প্রদায়ের প্রত্যেক মাসের মনুবা ও আঁজা এবং পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের মনুবা ৭ খারার নির্দিষ্ট কাগজবিশেষের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাঁশবাড়ী হাথিবার জন্য এই আটলমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আটলমের এক কেতা ও ১৪ মাণার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাণা নোটস জুয় করিবেন। সেই নোটস এই বিধির A চিহ্নিত কোডগতের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২০। আশ্রমের ১৫ দারার যে রেজিষ্টারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিবির D ডিফিক জোড-পত্রের পাঠ্যসারে লিখিত হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লক্ষ্য ও চৌড়া ও তাহার যশো কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এবং কথ্য ভাষায় উদ্ভিগ্ন ও হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া দেওর ঘরে লটকান থাকিবে ও সেট ভক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাংকেতের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাধীনতাক সাংস্কার আশ্রয় দিলে বাসানাজির বা গোটেলের প্রত্যেক জন ব্রহ্মক কএক স্থান টিকিটসইয়া মিকটে রাখিবেন ; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথ্যমত যতজন আশ্রয় প্রাপ্ত থাকিবে প্রত্যেক জনকে প্রকৃতি একই স্থান টিকিটে দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের কার্যস্থ বসিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি একল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত কোড়পত্র ।

১৪ ধারামত মোটিগের পাঠ।

ବାମନାଢ଼ୀ ବନ୍ଧୁ ।

मानिक (दा) कार्यालय) क, थ ।

এত কম যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(२१५)

B চিহ্নিত জোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের নোটিশের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম।	বালাবাড়ীর নয়নবাড়ী।	পরিদর্শনের কল।	মাসিকিটে বা মাধ্যমিক মাধ্যমের আজ্ঞা।

ই, এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণ অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিলম্ব কারণ মর্শন না গেলে জম্মু লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামতী মুন্সিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অধুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের প্রদত্ত উক্ত মুন্সিপালিটীর নিয়মিত উৎপাদিত দ্রব্য করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম পনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
- ২। উক্ত আদারকারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার সমীচিনেবেস।
- ৩। কমিশ্যনরদের দিব্যুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তে টেনথিল্য করিলে তাঁহার তাহার এক মাসের বেতনের অতিরিক্ত দণ্ড করিতে পারিবেস।
- ৪। কোন ব্যক্তি কি মর্শনকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন মর্শনকার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুকুরিণীতে, ঘাটে বা খাঁজে কিম্বা বাগানে অকল্পনা মরা জল মীড়ার এমনকি কোন স্থানে সেই পাঠখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জমা যাইতে কি পড়িতে দিবেস না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ বিন টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি মর্শনকার ময়লা জমা কিম্বা কোন মর্শনকার কি পাঠখানার কিবা কোন গলিঅবস্থার জমা কোন নদীতে, পুকুরিণীতে, খালে, কি জলপ্রণালীতে কি অন্যথায় ফেলিবেস কি রাখিবেস কি পড়িতে দিবেস না, কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জমা লইয়া বাগা করিতে হইবে বলিয়া মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আবেদন করেন উক্তির অন্যরূপে কার্য্য করিবেস না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিন টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।
- ৬। শব মাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমনকি কোন স্থানে কোন শব মাহ করিবেস বা করাইবেস না, এবং কোন ব্যক্তি ৪৮ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেস না, কেন না শবের উপর ৩৮ ফুট মাটি ঢালা দিতে হইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিন টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব মাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেট স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা মাহ করিবে কি করাইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিন টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।

৮। মাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন দ্রব্য সমুদয় জমা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবেস। কিন্তু করিঅতী নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুন্সিপাল কমিশ্যনরদের শর্তানি প্রদত্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবেস বা (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোড়াইবেস।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিন টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,
Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনৌ কোন এক বা আছানন করা বা তা'ন বা দাঁড় করিবার স্থান পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রযুক্ত করিবার আত্মপ্ররিত্তির অন্য অভিপ্রায়ে কোন কণ্ঠের দ্বারা হ'লে স্থান শব-সাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব্দিক শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাস পথে দিয়া গিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১১। সোকে শব বা শবের কোন অঙ্গ বহন করিবার সময়ে চিরন্তন বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাস পথে বা ভিত্তিকটে গিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাণেশ্বর ছাঁদের অন্তর্ভুক্তি ঘরোতে কোন সরকারী পথের বা সড়কের জামি দ্বারা কিম্বা তা'ন চত্বরে সজ্জাবন; কোন ব্যক্তি জব সাইবার বা নির্গত হইবার এক মল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে বিবেচনা না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড। মোটিন পাইলে পর ক্রমাগত সজ্জাবন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা সড়কের স্থানসমকভাবে কোন ঘরের ছাঁদের অন্তর্ভুক্তি এক বা অধিক মল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনারেরা এই ঘরের স্থানীয় উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁ'নের আদেশ-মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে এই মল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি এই নোটিশ অত্যাধিকারী করিতে ক্রটি করিলে তাঁ'নার ১০৭ মল টাকা'র অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত করিয়া না যায় তাঁ'হার দিন প্রতি তাঁ'নার ১০ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূন্য ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুতুলি, সড়কা, জাপথ বা অন্য খাঁজ আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারের অনুমতি বিনা তাঁ'নার দৃষ্টি বা গতির করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পাশ হইতে বা সরকারী কোন সড়কা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা খাঁজ বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১৭। যুনিসিপাল কমিশনারের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনারেরা কোন আদেশ করিলে তদ্বিধা অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নির বেলাইন কি আঁকিয়া অগ্নির সীমা চুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়নযান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গাড়নগাড়ী বাশ গোয়াই করিয়া যুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা'র অনধিক দণ্ড।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ বে।—জুজুত সেন্টেবেন্টে গবর্নর সাহেবে'র প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্জমান জিলায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত আনুমানিক সাহেবে'র সম্মতিরূপে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত বিধিবিধিত উপবিধি অনুমোদন ও সূচ্য করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সকল করণার্থে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও আনুমানিক সাহেবে'র সাহায্য করণার্থ রাণীগঞ্জ চারিজন কার্যকারককে ও বীহারী রাজকীয় কার্যকারক সছেন এত চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে গের ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিলে সেই বৎসরের মধ্যে যদিও পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে থাকি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইলে তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর সেশ্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল কার্য্যকার্য্য মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ক্ষমক সাক্ষেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও কিংবা মেম্বারদের অন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপক্ষে যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিয়মিত হয় তাহার অন্তঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বারকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তদ্বারা অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভার সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা গের বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অনিচ্ছাশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বা গের বিষয় নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অন্তর্গত স্থানীয় ক্ষমক সাক্ষেব দ্বিতীয় বত দিনে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পরামর্শদাতার ক্ষমক সাক্ষেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানা বচী রাখিয়া যেখানে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও প্রদাত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আদেশক্রমে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর তাহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনের সাক্ষেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে শুধু তাহা কি অন্য কোন সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আয়লাভ নিযুক্ত বা আয়লাভ হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রাপ্ত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থানের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ২৫ টাকার অধিক খরচ হইবে।

১২। নগর মেয়র ও পরিষদ করণের কিংবা কার্য্য পরিচালিত হওয়া ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার নিশ্চিত হিসাব ও বৎসরের অবগতি কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্যক্রমে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনের সাক্ষেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানভূমি রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লয়, তিনি এই আইন নর এককোড ও আইনের ১৪ ধারার নিম্নিত এককোডী ছাপা নোটিস জানাইয়া লইবেন, সেই নোটিস এই উপবিধির A চিত্রিত ফোড়নের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিত্রিত ফোড়নপত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
Proprietor (or Manager) A. B.
Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to enforce the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Sarinamund Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifcies in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884.—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tappore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 156, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Krishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naibati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo J. B. Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 7th June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Sriropal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipada Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Sriropal Chatterjee.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Maubhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuvan Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 4th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rangpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June 1884.*—Baboo Ramyad Lal, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolna. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediagara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত নৌদবী হামিদুল্লাহ সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত বাবু কেএমএম দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিহরচন্দ্র সালের পরিবর্তে মালভূমির অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুনসেফ ঐযুত বাবু চক্রবর্তী প্রমাদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বীণভূমির অন্তর্গত রামপুরঘাটের মুনসেফ ঐযুত বাবু এসমকুমার সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনের পরিবর্তে ঐযুতের অন্তর্গত কবিগঞ্জের মুনসেফ ঐযুত বাবু কালীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু ইণ্ডোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খুলনার অন্তর্গত মাতকীরার মুনসেফ ঐযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে পুরীর মুনসেফ ঐযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বগুড়ার মুনসেফ ঐযুত বাবু অঘোরজ্যোত্স্ন হাজরা কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত নৌদবী হামিদুল্লাহের পরিবর্তে ঢাকার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালজ্যোত্স্ন বসু কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কেএমএম দত্তের পরিবর্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

মুনসেফদের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ৬ জুন ।—মারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরার প্রথম মুনসেফ ঐযুত বাবু রামরান লাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ অকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নদীয়া জিলার অন্তর্গত চাগনানগরে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অমুমতি দিলেন । চাগনানগরে ১৮৮৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৮১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান কলবৎ হইবে ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরকাটে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অমুমতি দিলেন । উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে কলবৎ হইবে,—

বাগিরকাট ।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথগিয়া করণাড়া গথে দিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেলিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব সীমা ভৈরব নদ ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।

২২৫ নম্বর ।—ছুটি ।—বারান্দী-কটক রেলওয়ে সড়কের প্রথম শ্রেণীর জািসিটাটে ইঞ্জিনিয়ার ঐযুত ডব্লিউ, ই, মিউহান সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণের অমুমতি পান তদবধি তিন মাসের অন্ত-
এতদ্বারা ছুটি পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—*Notification*.—Mr. B. K. Finnamore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—*Leave*.—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code (6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Koue, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubber land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubber land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooon Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzabs Bankat, Mathila, Moogaon, Kopawa, Kasia, Akoni, Atan, and Nenooon in pergunnah Bhogpore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basant Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and 41 poles of land more or less, and passing through mouzabs Titahand, Pascon, Taboulee, Khavatcha, Bararha, Purmanandpore, Kujharna, Mathila, Lahava, and Ghata in pergunnah Bhogpore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY

The 9th June 1884.

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick-field of the East Indian Railway Company, in mouzabs Bamooongachy and Lelloah, pergunnah Boro, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beghas 10 cottas 2 chitracks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Camteer Achary, on the west by paddy lands held by Byeruto Natter Chuckerbatty, Mothasomun Ghose, Joynarain Prasonick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komoroddveen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamooongachy and Lelloah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালত ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এচ. এচ. গুপ্ত সাহেব ক্রিয়াকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আত্মাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সাতন জিলায় অন্তর্গত গোরা পরগনার রামপুর রও ও কোম মোজার বীথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে সন্মতিক্রম ৯ একর ১ রুড ৩৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্দারুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিহত রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্দারুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিহত রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বীথ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বীথ।

জলসেচন বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সাতন জিলায় অন্তর্গত গোরা পরগনার রামপুর রও ও কোম মোজার বীথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে সন্মতিক্রম ৯ একর ১ রুড ৩৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্দারুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিহত রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্দারুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিহত রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বীথ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বীথ।

ইহাতে বীহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেয়ূরান জল বিতরণার্থ উপমানার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবরি ১৫৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ সন্মতিক্রম ৭১ একর ২ কড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলায় অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বসকাটী মাথিলা মুগাওল, কোণ্ডুরা, কাসিরা, আকোনি, আতাওল ও নেহুরাওল মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে বীহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ উপমানার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবরি ১৬০ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ সন্মতিক্রম ১১২ একর ২ কড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলায় অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ভিত্রাঙ্গ, শাহাওল, ছুবোদী, খাটেরা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করমারুগা, মাথিলা, গছনা ও চুগাই মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে বীহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলায় অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেহুরা মোজার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বুদ্ধি করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেহুরা মোজায় সন্মতিক্রম ২ একর ৩ কড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ সন্মতিক্রম ৮।০৮ হটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচাধ্যার বাগান, পশ্চিম সীমা টেকুঠনাথ চক্রবর্তী, মধুসূদন ঘোষের, জয়নারায়ণ প্রাণাণের, হেরাশ মোজার, শেরিফ মোজার খামোর জমি ও দেখ ককদৌর মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোয়া বীর বাগান, এবং পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে বীহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No. 233.—Draft Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590' x 75') standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—Notification.—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tucavee embankment in the district of Mozaufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

No. 236.—Promotions.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson	Assistant Engineer, 1st grade, <i>sub. pro-tem.</i>	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Bobt Prosono Cosmar Munnery.	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>
F. J. H. Troup	Executive Engineer, 3rd grade (<i>sub. pro-tem.</i>)	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1884	Permanent.
A. C. C. Rogers	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>
B. W. Christopher	Executive Engineer, 4th grade (<i>temporary rank</i>).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Permanent.
J. P. Claghorn	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Temporary.
J. P. Coy	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

জীবীর বস্তুাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণসহরের অরপুর বা তেতুলিয়া পৌজার তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ পিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকাজ কার্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার তেতুলিয়া গ্রামে কতিমতে জুমাধিক ৮/৪ কাঠা ৬ গণ্ডা (১১২০' X ৭৫') পরিমিত এক খণ্ড জমির প্রয়োজন। উক্ত জমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, জমীদারের আশ্রয়গান, ও মদেরটান সরকারের মালের জমী, পূর্ব সীমা বরেন্দ্রার ঘাইবার গ্রাম পথ, ও দক্ষিণ সহরে ঘাইবার গ্রামপথ, দক্ষিণ সীমা বরেন্দ্রপুর গ্রামে ঘাইবার বড় পথ, বালুচের ঘাইবার পথ, জমীদারের আশ্রয় বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহানিকটে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মৌলভীবাজার জিলার অন্তর্গত বরকপুর পরগনার চরণাল ও শফিয়ারাম গ্রামে মসজিদ অবধি মোহাম্মদপুর পর্যন্ত মোহাম্মদপুর ও বরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকাজ কার্যের নিমিত্তে উক্ত চরণাল ও শফিয়ারাম গ্রামে কতিমতে জুমাধিক ২১।১১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড জমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহানিকটে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৬৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজলুমপুর জিলার অন্তর্গত ১ গণ্ডক ডাকাতি বীথ মেসারস ওরফা ও উৎসংক্রান্ত কার্য সম্পর্কে ১৮৮১ সালের ১ এপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিন বৎসরে কতটো না বাস সম্ভাব্য। জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারায়তে তাহার এক অনুমোদিত প্রস্তাব কার্যের আদেশ করিলেন। উক্ত বীথ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২১৬ নম্বর।—পত্রিক।—জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিম্নলিখিত পদ বৃত্তি করিলেন।—

নাম।	বেলায় বইতে।	বেলায়।	তারিখ।	পদবৃত্তির উ.বা।
জিহুত এ. এস. ডাবলন সাহেব ...	কিরৎকালীন স্থায়ী প্রথম জেনার ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৭ সাল ২৪ আগস্ট।	স্থায়ী।
" বাবু এসমুখার বনিহারি...	দ্বিতীয় জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরৎকালীন স্থায়ী।
" জে. এফ. হুগড সাহেব ...	কিরৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জি- নিয়ারের	তৃতীয় জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
" এ. সি. সি. রজাস সাহেব ...	চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরৎকালীন স্থায়ী।
" বি. ডবলিউ. কাম্বার সাহেব।	কিরৎকালীন চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	স্থায়ী।
" মে. সি. ক্রেমার সাহেব ...	প্রথম জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরৎকালীন।
" জে. সি. কল সাহেব ...	দ্বিতীয় জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেনার আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরৎকালীন স্থায়ী।

জে, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এস, এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোর্ট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব হইে সম্রাট

নং ।	জিলা ।	১০ কোলার সেরের হিসাবে											
		ময় ।		জুন ।		জুলাই ।		আগস্ট ।		সেপ্টেম্বর ।		অক্টোবর ।	
		এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট	এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট	এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট	এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট	এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট	এই সজ্জাধের হিট	ইহার পূর্ক সজ্জাধের হিট

বঙ্গদেশ । পাশ্চাত্যিক জিলা ।

	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের
১ বর্ডমান ...	১৫	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ বীরভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ বৈষ্ণবপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪ বৈষ্ণবপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫ বৈষ্ণবপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬ বৈষ্ণবপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৭ বৈষ্ণবপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

মধ্যস্থলের জিলা ।

	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের	মের
১ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৭ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৮ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৯ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১০ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১১ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১২ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৪ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৫ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৬ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৭ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

ক. বহুবায় লবণের খুজরা মর টাকার এই—কালিকাতা ১৪ সের, কাটওয়ার ১২ সের এবং রাণীগঞ্জ ১০ সের।

খ. মকসলে লবণের খুজরা মর টাকার ১১ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ. মকসলে লবণের খুজরা মর টাকার ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

ঘ. বহুবায় লবণের খুজরা মর টাকার এই—মকসলে ১০ সের এবং কাটওয়ার ১০ সের।

ঙ. এই—মিরাপুরে ১০ সের, জাহানাবাদে ১০ সের, জয়েপুরে ১০ সের
বৈষ্ণবপুরে ১০ সের, চণ্ডীদাস ১২ সের এবং বাহুবায়
বৈষ্ণবপুরে ১০ সের।

চ. এই—বাহুবায় ও বসীরহাটে ১০ সের, কলিকাতাতে ১০ সের এবং
বাহুবায় ১২ সের।

ছ. এই—কলিকাতা ১০ সের, বাহুবায় ১০ সের ও রাণীগঞ্জ ১২ সের।

অবধি তত্ত্বাবধি ধান্যজন্ম ও আলাবি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের দাঁকারি দর।

টাকার মত লাওরা খার ।												৪০ সেরের মনের থোকে বিক্রয়ের দর ।		জিলা ।
রাসী বা দাঁড়ওয়া ও চৌখা ।		অধেরা ।		চোলা ।		আলাবি কাঠ ।		লবণ ।		লবণ ।				
এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন			

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১৮/৪	১৮/৮	৩/	বঙ্গদ্বীপ।
...	১৭	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	৩৮/০	৩৮/০	৩৮/০	বাকুড়া।
...	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	৩৮/০	৩৮/০	৩৮/০	বীরভূম।
...	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২৮/০	২৮/০	২৮/০	ঘোড়ামুড়া।
...	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২৮/০	২৮/০	২৮/০	হুগলী।
...	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২৮/০	২৮/০	২৮/০	হাবড়া।

মধ্যপ্রদেশ জিলা।

...
...	কলিকাতা।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০-১১-১২।
...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১-১২।
...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২-১৩।
...	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩-১৪।
...	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪-১৫।
...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫-১৬।
...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬-১৭।
...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭-১৮।
...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮-১৯।
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১-৩২।
...	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫-৪৬।

অ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—নাটকীয়া ও বাগীরহাটে ১১ সের।

ব। এই এই —খিনিসহ ও মাতুরা ১২ সের, ও মড়াইলে ১৪ সের, এবং বসর্গায়ে ১০ সের।

ক। এই এই —লালবাগে ১১ সের, অক্লিপুয়ে ১০ সের ও কান্দিতে ১২ সের।

ট। নীতপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের ও রায়গঞ্জে ১১ সের।

ঠ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাটোয় ও মোর্গীয়ে ১২ সের।

ড। এই এই —দিলকামারিতে ও দ্বাধিবাকায় ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১০ সের।

ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ণ। কর্ণিলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং খিলীগড়িতে ১০ সের।

ত। অলীপুর মহকুমার অন্তর্গত সালকোটীর লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

৮০ ডেক্সার সেতের হিসাবে

ক্রমিক নং	জিলা।	গন।		ঘন।		ভাল চাউন		নাখাখা চাউন।		কলু ও বাঘরা।		তোলন ও কোয়ার।	
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বনিকস্থ জিলা।

ক্রমিক নং	জিলা।	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
১৬	চাঁকা ...	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৭	করীমপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৮	বাকরগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	মহম্মদপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২০	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২১	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২২	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৩	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৪	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৫	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

বেহার।

ক্রমিক নং	জিলা।	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
২৬	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৭	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৮	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৯	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩০	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩১	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩২	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৩	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৪	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৫	চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

খ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাণিকগঞ্জে ১২ সেত, মুসলীগঞ্জে ১০।১৬ সেত ও মারায়গঞ্জে ১০ সেত।

গ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—গোয়ালাবাদ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গিয়া ২ সেত এবং গোলাগঞ্জে ১২।৫৫ সেত।

ঘ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—পটুয়াখালিতে ১০।৮ সেত, পিরোজপুরে ১০ সেত ও ভোলায় ১১ সেত।

ঙ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—নিশোরীগঞ্জে ১০।১২ সেত, আটরাই ২ সেত, ও আমালপুরে ১৬ সেত, মেহেরগঞ্জ ১২।৮ সেত।

চ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সেত মাথাখালিতে ৮ সেত ও কলবাড়িতে ৮ সেত।

ছ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সেত অবধি ১০ সেত পর্যন্ত।

জ। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২।১০ সেত, ও চাঁদপুরে ১২।১০ সেত।

[Government Gazette, 17th June 1881.]

ଜୀବନ ସତ୍ତା ନୀତିର ସାଧନ ।

৪০ লেগের দলের
খোঁজে বিজয়ের দর।

[illegible]

पिना

शुद्धसिद्धि विना ।

ମେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ମେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ସମ	ସମ	ସମ	ସେଡ	ସେଡ	ସେଡ	ଟା/କା	ଟା/କା	ଟା/କା	
...	୫	୫	୫	୨୦	୨୦	୨୦	୧୨	୧୨	୨୦	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	ଟା/କା
...	୧୧	୧୨	୧୩	୦୭	୦୭	୦୭	୧୨	୧୨	୧୨	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	କରିଗୁମୁଡ଼ା
...	୧୧	୧୧	୫	୦୭	୦୭	୦୭	୧୦	୧୦	୧୦	୨୧୦	୨୧୦	୨୧୦	ବାଧାଗୁମୁଡ଼ା
...	୧୩	୧୩	୧୨	୧୨୦	୧୦	୧୨	୦୭	୦୭	୦୭	ସରସସିନିଷ
...	୧୫	୧୨	୧୨	୦୭	୦୭	...	୧୦	୧୦	୧୦	୦୭୦	୦୭୦	୦୭	ଝୁଆସି
...	୧୨	୧୨	୧୦	୧୦	୧୦	୧୦	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	ସରସସିନିଷ
...	୧୫	୧୩	୧୨୦	୧୨	୧୨	୧୨	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	ସିମ୍ବୁଡ଼ା
...	୦୭	୦୭	୦୭	୧୦	୧୦	୧୦	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	<div> ଝୁଆସି ନକଡ଼ି ଝୁଆସି ସିମ୍ବୁଡ଼ା </div>
...	୧୫	୧୫	୧୨	୧୨	୧୨	୧୨	୦୭୦	୦୭୦	୦୭୦	

ସେହିପରି ।

...	118	118	୧୨	115	115	1121	୧10	୧10	୦10	1011	15	1011	୦୧୦	୦୧	୦୧	ମାଟିସା ।
...	"	110	110	1101	୦10	୦10	୦10	15	15	12	୦10	୦10	୦10	ମାଟି ।
...	118	118	115-11୮	୦10	୦1	୦10	12	12	1211	୦10	୦10	୦10	ମାଟିସା ।
1101	1101	୧1	1101	1200	୧1	1150	1100	11୧	୧10	୦10	୦1	1011	121	10	୦10	୦10	୦10	ସାରିତଳ ।
...	1୮	1୮	୧୧	115	115	11୧	୦10	୦10	୦10	12	12	12	୦10	୦10	୦10	ସାରିତଳ ।
112	112	୧2	112	1151	୧2	112	1151	1୮	୦1	୦1	୦1	151	15	15	୦10	୦10	୦10	ମାଟି ।
...	12	110	11୮	151	15	151	୦10	୦10	୦10	ମାଟି ।
...	115	1100	୧01	1101	11୮	119	୦10	୦10	୦10	121	121	12	୦୧0	୦୧0	୦୧0	ମାଟି ।
...	1୮୧0	1୮୧0	୧୦1	11510	110୧	11୧1	୦୧51	୦୧51	୦12-10	1210	1210	1210	୦୧	୦୧	୦୧	ମାଟି ।

ক। সবসময় মহাকুমাৰ সন্দেহৰ খুজাৰী দৰ টোকাই ১০ মেৰু।

ਸ । ਸਕੁਮਾਸਿ ਸਰਗੇਰ ਖੂਕਰੀ ਸਰਫੋਕਾਸਿ ਐਰ ।—ਬਕਸ਼ਾਦਰ । ੨। ਸੇਰ ਐਰ ੧ ਭਰਗੀਸ । ੧। ਸੇਰ ।

য। ঐ ঐ (—ভাঙ্গপুরে ১৫০ দেব, ও মধুবাণিতে ১১ দেব।

১। ২ ৩ ৪—শীতামাটিতে ১০ সের এবং ছাজিপুড়ে ১০। সের।

ସଂ । ଐ ଐ ।—ମେଣ୍ଟାରେ ୧୨ ମେଡ଼ି ଓ ଗୋପାଳନାଥେ ୧୨ ମେଡ଼ି ।

১০। মকঃম্মালে লবণের গুণাগুণ মর টোকার ১০ সের অথবা ১২ সের পর্য্যন্ত।

য৪। মহাকুমাৰ নবদেৱ ধুজুৰী দৰ টাকায় এই২।—বেঙুলৱাইয়ে ১ সেৱ ও জমতয়ে ২ সেৱ।

১—বীকার ১২ সের, মহাপুরি ১০ সের ও সুপৌলে ১১ সের।

[সম্বর্ধনসমিতি গঠিত : ১৯৮৪। ১৭ জুন।]

৮০ জোয়ার সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গঘ।		ঘর।		ডাল চাউল।		মাষাণ চাউল।		বহু ও বাঁশরা।		চোষা ও মোয়ার।	
		এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গজ বহনসেরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গজ বহনসেরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গজ বহনসেরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গজ বহনসেরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন

বেঙ্গাল।

	নং	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
৩৫	পূর্ববঙ্গ।	১০	১৫	১৭	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৬	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৫	১৮	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৭	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৫	১৮	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

উড়িষ্যা।

	নং	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
৩৮	কটক।	১০	১৫	১৭	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৯	পুণ্ডী।	১০	১৫	১৭	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪০	বাঁকড়া।	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	...	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

চোটী নগর।

মাদ্রাস। মাদ্রাস। মাদ্রাস। মাদ্রাস।

	নং	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
৪১	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪২	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৪	মাদ্রাস।	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

• মাদ্রাসে মাদ্রাস। ট. উলের পুজুরা দর টাকার ১১৮। সের অবধি ৫৮৮ সের পর্যন্ত।

৪৫। মাদ্রাসে মাদ্রাস। ট. উলের পুজুরা দর টাকার ১১৮।—কুমারগে ৮০ সের, ও অরুণিমা মাদ্রাসে মাদ্রাসে মাদ্রাসে ১১ সের।

৪৬। মাদ্রাসে মাদ্রাস। ট. উলের পুজুরা দর টাকার ১১৮।—সেওয়াগে ১০ সের, বাঁকড়াগে ১১ সের এবং গদায়া ১২ সের।

৪৭। মাদ্রাসে মাদ্রাস। ট. উলের পুজুরা দর টাকার ১১৮।

কলকাতা

৮৮৮ মাদ্রাস। ২০ সের।

টাকাপ মও শাওয়া বাহ ।

[illegible]

दशहारा ।

[illegible]

डेडिम्स ११ ।

১৫	১০	১২০	(২) / (২) / ১১	২ /	২ /	২ /	১৬	১৪	১৪	২৩০	২৩০	২৩০	কটক।
...	(১) /	১১	১১	২ /	২ /	২ /	১২	১২	২৩	২৩	গুণী।
...	১৭	১০	১৮	১০	১০	১০	১০	২৩০	২৩০	২৩০	বালেশ্বর।

ଛୋଟି ବାମନୀ ।

৮ শিফ-পাশিতম(আমেদ এজেন্সী)

[illegible]

মূল। উদ্ভিদকে লবণের প্রভাব। ১৮ সেপ্টেম্বর।

ମ ୧୦ । ଟାଙ୍କି ଓ ଅନ୍ୟକିଛି ନଦମାନୁ ଖୁଲିବା ନଦ ଟାଙ୍କିର ୧୨ ମେଟର ।

১১১। পালিগোঁ মহকুমার অন্তর্গত নীলডাউনগঞ্জে সনদের খুজরা দর টাকায় ৭৮। (সং।)

ମୂଲ୍ୟ: ୧୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା। ମୁଦ୍ରଣ: ୧୯୮୫ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ।

সামান্যতমের অন্তর্গত একটি একক কণা গেল।

ই, এম. বেকার,

ଅକ୍ଷମେଧର ସମ୍ବଳକ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ମୋଡ଼ାଲିଟି

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের যে সালের ৩১ তারিখের পূর্ব

সংখ্যা	স্থান	৪০ সেরের														
		গজ।			হর।			তাল চাঁউস।			সাঁখায়া চাঁউস।			কৃষ্ণ বাজরা।		
		এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিউন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিউন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিউন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিউন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিউন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন
১	কলিকাতা ...	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
২	শেরাজগঞ্জ ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৩	চাকা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৪	বারানগঞ্জ	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫	চট্টগ্রাম ...	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
৬	পাটখড়ী ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
৭	বালেশ্বর ...	২১০	২১০	২১০	০৭	০৭	...	০৭	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮	পুরী	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৯	কটক ...	২১০	২১০	০৭	০৭	০৭	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২ জুন।

দুই মণ্ডাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আগানি কাষ্ঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার হয়।

ਅੰਤਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ।

[illegible]

সাধারণতঃ অবাধ্যত্বে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, ডেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটাই সেক্রেটারী।

জিলা হুগলি — জমিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাষার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৮২ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ খ্রীঃ তারিখের খালা বাকী রাজস্ব ৯৮৭ যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাঁহা আদার নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঁকীনা ১৯২১ সালের ৬ আর্বার হুগলিবিহার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে একাংশ মৌলানী বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৩ সাল তারিখ ৫ মে।

মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার বাসিন্দার নাম।	সরকারি জমিদারি।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং। ✓
এখ- অর্থাৎ ইজ্জতপুরি বন্দ-বস্তী মহাল।				
১০ মৌলভপুর পরগণা।	মৈয়দ কজলে রহমান ওরফে আঞ্জা-রাখা নিগর।	১১৩২২২		
	বান গজাবর কর মোজা সিডলা তৎ-সামিল শ্রী বাগাম ডাক্তা ও মিত্র-পাড়া বকম / ১২। আদার সময় বিঃ	৪২৫৫০		
	কুশুমকুমারী দাসী ১৪১০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫১০		
	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৮৫০		
	বাকী মৈয়দ কজলে রহমান ওরফে আঞ্জা রাখা নিগর সময় জমা।	১০৮৩৫৫২	১২২১।৫১	এই বাকীর জমা এই অংশ মৌলানী হইবেক।
	ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০ রাধাকান্তবাড়ী পরগণা।	কছিমদৌ মিত্রী নিগর ...	৬২৪১।৫১১		
	বান হাজি আব্দুলদৌ মিত্রী ৪০৫১ বিঘা জমির জমা।	২৪৫৫০		
	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
	বাকী কছিমদৌ মিত্রী নিগর সময় জমা।	৪২৪৫।১১	৪৬।০	এই বাকীর জমা এই অংশ মৌলানী হইবেক।
	ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২০ বসন্তপুর পরগণা।	সেখ হাকিমদৌ আদাম নিগর সময় জমা।	১১০৮৭		
	এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শ্রীকুমারী দাসী বকম ১১/০ আদারিৎ খোল আদার করিয়া তাহার বকম ৫৪ আদার সময় জমা এঃ	২৪২৪।০	৪২৪১।৫	এই বাকীর জমা এই অংশ মৌলানী হইবেক।
	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩০ মণ্ডলখাট পরগণা।	প্রাচীর লীলা নিগর ...	২২৩৭২৮৫		
	এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শ্রীকুমারী দাসী ৫১।৫৪ আদার সময় জমা এঃ	৩১৮০২।০	১২২৬৫।২	এই বাকীর জমা এই অংশ মৌলানী হইবেক।
	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৪০ সৌখনালি পরগণা।	সেখ মৃৎখণ্ডাধার নিগর ...	১০১৪৮৮		
	এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইফেটে গিফিআনাথ রাওগোদুদৌ নিগর বকম / ১২ আদার সময় জমা।	১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ মৌলানী হইবেক।
	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

সংখ্যক ক্রমিক	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার নামিকের নাম।	সমস্ত জমার তাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেক্ষিকণ।
৫৫	এখম শ্রেনী ইজুমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল।	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	চাঁপাহাটি পং পাতুরা।	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬১৬/২	১১৩১১০	
৫৭	এ	টেক্সদ আবল মজকর দিগর ...	৭২২৫০/১		
৫৮	মাণালডিহি পং পাতুরা।	এম অভয়চরণ মন্ডী রকম ১৩৪৫ আমার সমস্ত জমা এই উপেক্ষাকার্যে মন্ডী দিগর রকম ১৩৪৫ আমার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী টেক্সদ আবল মজকর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২১৪/০ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮/০		
৬১	এ	কানাইলাল শীল দিগর ...	১২০৭৪৫২।		
৬২	রায়জালাল পং বগলঘাট।	এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৫৫ আমার সমস্ত জমা এইঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৭২৫১/০	২৩২/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ শী- লায় হইবেক।
৬৭	এ	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৩২৫৫০		
৬৮	গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মেকার ঘোষজালাল সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬২২/২	৪৭২৫২	এই বাঁকীর জমা এই অংশ শী- লায় হইবেক।
৬৯	এ	সেখ কামেরবকস দিগর ...	১০৩২১১৫২		
৭০	সেরপুর পং বালিরা।	এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আমার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৫৮৪৫৫৫।	২০১৩১/২	এই বাঁকীর জমা এই অংশ শী- লায় হইবেক।
১১০	এ	খালড় পং খালড়।	১০৩৯০১১৬ ৭৭২০		
		রাণী লালমণি দিগর ...	১০৩৯০১১৬		
		বান ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আমার সমস্ত জমা উনচাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০ আমার সমস্ত জমা ৩৪২।০	১০৩৯০১১৬ ৭৭২০ ৩৪২।০		
		রাণী এখমনাথ রায় বাঁহাছুর রকম ৫০ আমার সমস্ত জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রাণী লালমণি রকম ১০ আমার সমস্ত জমা ৩৪২।০	১০৩৯০১১৬ ৭৭২০ ৩৪২।০	১৭১১৬	এই বাঁকীর জমা এই অংশ শী- লায় হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পরগণার নাম।	বাণীহার মালিকের নাম।	সমর সময় ভায়েন।	বাণী পরিমাণ।	টেকিয়া
১১৭	প্রথম খেনী ই- সুসুরারি বন্দ- বস্তী মহল। বাঁকড়াই পঃ খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাম কানন্দদেবী দেবী একতিনটিউট- ইফেট হুন্দানন্দ রায় রকম ১/০ আনা সমর জমা ৩২৮জ্ঞা বন্দে পাণ্ডারিসমত মালিক- পুর ও বৈদ্যবাণী ও অভিরামবাণী তিন নৌচার রকম ১/১০ আনার মতো ৬/০ আনা সমর জমা। প্রদানদাস গোস্বামী রকম ৬৩১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে। বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সমর জমা ইহার পৃথক হিসাব করি নাই।	৭১৬৮ ২২৬৫০ ৮২৬০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬১১৬৩	৩:০/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লমই হবেক।
১৪৩	মলিকবাণী পঃ বোর।	প্রদান দাস গোস্বামী দিগর ... বাম বাহিকাপ্রদাস গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে। বাঁকী প্রদানদাস গোস্বামী দিগর রকম ৫০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব করি নাই।	২২৬৮২ ৭২২ ২২২৬৩	১৬৯১/৪	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লমই হবেক।
১৪২	চাভরাবান পঃ বোর।	রাধানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাম বাঁধানন্দদেবী দেবী রকম ৬১০ আনার সমর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনা- সমর জমা। নিমচাঁদ চৌধুরী রকম ১/২০/১০ আনা- সমর জমা। করলাল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১ আনার সমর জমা। কালিকানন্দ গাল দিগর রকম ১/৫৫ গণ্ডা সমর জমা। মালজী চৌধুরী, বাঁদে চাভরা বাসু- দেবপুর, বেজুড় ও মোজার রকম ৬/৬১০ আনার সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে। বাঁকী রাধানন্দ লাহিড়ি দিগর সমর জমা। ইহার পৃথক হিসাব করি নাই।	৭৪১১/৪ ১০৯১/০ ৬৬১ ৫১৬০ ৮৮১/০ ৩১৬০ ১২৭৬০ ৫১৪১ ২২৪১/৪	৭৬/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লমই হবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। সুলতানপুর পঃ পাটখল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাম পূর্বচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সমর জমা ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে।	২০২৬০ ৪৬৪১/৬ ৪১৬৪১		

সর্বোচ্চ সংখ্যা - নং	মহাল ও পরগণা নাম	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর অফিস ডায়েরী নং ।	বাঁকী পরিমাণ ।	টিকিট নং ।
২১৪৮	মোদামিবিদ্যবস্ত অনুর্জপুর চাক- রানপাং সিংহুর	বাঁকী অমৃতলাল সেন সিংহুর রকম ১১০ আনা সদর অফিস ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল মালিকগের তরফ শরতকুমারী নামী সিংহুর । বাম কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার অফিস এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা অফিস বিঃ । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৪৬৪১১/৬ রোড নং ৪১৬৪১১ ৬৫৬১৬/৪ ৩৯৩৫৬/০ ১৩১১/০ ৪২৪৬০	২১১	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
২১৪৯	প্রথম জোঁড়ী উ- ত্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । ৩ টীপুরের সা- মিল অমর- পুর পঃ ছুটি- পুর ।	বাঁকী মানিকলাল শীল মালিকগের তরফ শরতকুমারী নামী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । ক. লামা ঘোষ সিংহুর এই মহালের মধ্যে পূর্ণেজ দেব রায় ১০ আনাকে খোল আনা করিয়া ভাঁহার রকম ১/৬১১ আনার সদর অফিস এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১৩১৬২ ৭০৬১৬ ৫৮৫৬০	৪৩১৬০ ১৬৫০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক । এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
২১৫০	জোঁড়ীকুল পঃ ছুটিপুর ।	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সিংহুর	৫১০১১৬৭	২২৫৬/৩	
২১৫১	মামদপুর বাটক পঃ ছুটিপুর ।	যতলাল দে সিংহুর এই মহালের মধ্যে অনিলাশঙ্কর শীল রকম ১০ আনা অফিস এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৮২৩৫৬/৮১১ ১৪৪১১০	৩৯৬/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
২১৫২	মোদামিবিদ্যবস্ত কাঁড়কাঁড় পঃ বোর ।	রাণী লালনমণি সিংহুর বাম ব্রজনাথ জৈমানি রকম ১/ আনা সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭২৬১৮১ ২২৭/০		
২১৫৩	প্রথম জোঁড়ী উ- ত্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল ।	বাঁকী রাণী লালনমণি সিংহুর রকম ১১০ আনা সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৪৯৯৬৮১	৬২১৬০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
২১৫৪	গোবিন্দপুর পঃ আহালাবাদ ।	মানিকলাল শীল মালিকগের তরফ শরতকুমারী নামী ।	১০৪০৭১৭	৩৪২৬৬৯	
২১৫৫	মোদামিবিদ্যবস্ত কাঁড়কাঁড় পঃ মণ্ডলখাট ।	কালিলাস দেব মেনেকার কালবে গিঃ আনাথ রাণচৌধুরী সিংহুর । এই মহালের মধ্যে রকম ১৬ আনার মানিক চরণী রাণচৌধুরী সেন সদর অফিস ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । রকম ১২ আনার মানিক অমৃতনাথ সেন সদর অফিস । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭৩৫৭ ৪০৬৭ ৭৬১০	১৮ মার্ক কি খোর বাঁকী ১০৮১৬৩ ১০ জাগুয়া কাঁড়ী ৮২১১ ৬ ১২৩৫৬৯ ২৮ মার্ক কিডোর ২৬/৯ ১২ জাগুয়া ২০৮৬৩ ৪৮১১৩	এই অংশ ১৮৮৪ । ২৪ মার্ক নীলাম হওয়ার পরিসর কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এ বায়- নার টাকা অফ- করা গিয়াছে তজ্জ- ন্য প্রথম খরি- দারের সংগ্রহে ও মুক্তি এই অংশ পুরায় নীলাম হইবেক ।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজ্জতপুর দেওরা মহিবেতহে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আশ্বিনের ১ ধারীমতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাফ সন ১২৯০ সালের ৯৭ কিস্তী কালগুরুর বাকী রাজস্ব আদায় করা সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশ্বিন মজলদার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছাতিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ কাশ্বিন।

জেদার নং।	মাফাফের প্রকার।	জেদার নং।	সান ও বয়ান বর্ণনা।	নাম ভাণ্ডার।	সনর সমা।	কৈলিফ।
১	প্রথম অধীন মাফাল	৪৪	ভরফ কানুজী গরদার- ২৮ পুর।	কৃষ্ণকিছর দাস মহলাপাঙ্ক রাই গোপীকান্ত রাই প্রকা- ২তী দাসী। নীতি আনি কৃষ্ণপ্রসাদ রাই নাওয়াল।	৩২৪৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রকারী দাসী ও কমলালাল দাঁটার পৃথক করিয়া ৯৫৫।১০ আদায়। ১০ আদায় বাবে কৃষ্ণকিছর রাই ও গোপীকান্ত রাইয়ের একমালী অংশ ১১০ আদায় কাজ সনর জমা ১২৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ভরফ কানুজী গরদার- ২৮ পুর।	ঐ	৩২৪৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রকারী দাসীরা পৃথক করিয়া ৯৫৫। ১০ আদায়। ১০ কৃষ্ণকিছর রাই গোপীকান্ত রাইয়ের একমালী অংশ ১১০ আদায় বাবে কমলালাল রাইয়ের পৃথক করিয়া ৯৫৫।১০ আদায়। ১০ আদায় কতি সনর জমা ১২৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।০৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুজাগোপালপুর গর- দাসী।	রায় দেতাচাঁদ নাহার বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজপুর বাকী ৫৬০৫।১০ টাকার জন্য মুনসফীহালনীলাফ হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিসমত মোরজপাড়া- ডুইশ গরগমে বারি- ২৮ পুর।	হিরালাল চৌধুরী দামনদাস চৌধুরী অধিনীতরাই মুন্সী বটুকনাথ মুন্সী দারাদন গোবিন্দী।	৭৩৯৭।১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৫৫/১০ টাকার জন্য মুনসফী মাফাল নীলাম হইবেক।

ক্রমিক নম্বর।	মহালয়ের নাম।	জমির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	মান ভূমিকূল্য।	সময়কর্ম।	টেকিসংখ্য।
১	একম শ্রেণীর মহাল	৫৩৬	কিসমত পরগনাসহ- জাহাঙ্গীর ৭২ মাইল- জাহাঙ্গীর।	রিপনবিহারী নদিমহিষী কৃষিকারিগার মুরুলজাল রাইচন্দ্র তগরচন্দ্র বনগরিদিল্লী মীনচন্দ্র ললিত- নোবিন বৈদ্যনাথ ওকরাম লক্ষ্মনলাস গণেশচন্দ্র গঙ্গাকীর্ত্তীয়ায় কুলনাগ্রাম গোপেশ্বর মেন মনুসকী মামা কামলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৪।৭	এই মহাল মধ্যে মনুসকী মামার ও কামলা মুখোপাধ্যায়ের পৃথক কর্তব্য লওয়া অংশ দ্বি- গোপেশ্বর মেন মিনগরের একমাইল অংশ ১১২২ গোপীর কতি মনর জমা ২০৯৪/১০ টাকা লোনাও হইবেক।
২	ঐ	৫৩৭	কিসমত পরগনাসহ- খালী পরগনাসহ- খালী।	বীরচন্দ্র নদীদারিন্দ্র চৌধুরী মামামানুসকী মামা সোমামিলী নদী কৃষ্ণমুখারী মামা গঙ্গার চৌধুরী অনন্তময়ী মামা ব্রজময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৫।২	এই মহাল মধ্যে মামার দৌরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক কর্তব্য লওয়া অংশ খালী মামামানুসকী মামা মিনগরের এক- মাইল অংশ ৬/১১০ কাড মনর জমা ৫৫৬।১১ টাকা লোনাও হইবেক।
৩	ঐ	৫৩৮	ডিহি আতাই সেরপুর।	চন্দ্রমোহিনী মামা মামামনি মামা অলি বাণ্ডা বিশেষ খোষ প্রদত্তাখ খোষ কার্ত্তিকচন্দ্র খোষ গোপীক- ন্দী মামা।	৩৫৫২।৮- ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৫৭২।৭	এই মহাল মধ্যে খোষ মামনি মামা মিনগরের পৃথক কর্তব্য লওয়া অংশ ১০ আনা বাকি চন্দ্রমোহিনী মামার এক- মাইল অংশ ১০ আনার কাড মনর জমা ১৭২৬।০ টাকা ও পুলিস ১০০৪ টাকা লোনাও হইবেক।
৪	ঐ	৫৩৯	কিস ৭২ টিকিয়ার ৭২ টিকিয়ার	বৈদ্যনাথ ও বৈদ্যনাথ পাশচৌধুরী গোলাপমনি মামা অগস্ত্য পাঠক লক্ষ্মীমনি মামা গোবিন্দ ভেট্টারী বৈদ্যনাথ মেন গণেশলাল কৃষ্ণজামা রাম।	১১৮৩।৬	এই মহাল মধ্যে বৈদ্যনাথ মেনের পৃথক কর্তব্য লওয়া অংশ ১২৫৩ মাইরকতি মনর জমা ৪৭১।১০ টাকা লোনাও হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে একে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনার জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী-বাকস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন ঘোড়াবেক ১২৯১ সালের ১০ অঘাট তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে দিনা ওক্রে প্রকাশ্য সীলনামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক সংখ্যা।	মহাল ও পর- গনার নাম।	খালিকের নাম।	ঘোট লম্ব জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পক্ষ অংশের লম্ব জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৮	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	মোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে মতজ্ঞ হিসাবের ১ হি- স্যা জুরেজ্ঞনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আনা।	১০৫৬।৬২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং রাজমোহন রায় চৌধুরী কেড়গা ছি।	...	৫৮০।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০।৪	১৭৩।১০৬
২৯	পং খলিসখালি কৈলাসকামিনী মেব্যা কিং খলিসখালি দিগর।	...	৮২৭।১১	২ ...	৮২৭।১১	১৩০।৫১
৩৪	পং হিলকি কিং মনোজনাথ রায় চৌধুরী গঙ্গরপুর।	দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ১/১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১/১
৬৭	পং তালিমপুর কিং গং-বিন্দমোহন বজু দি- তালিমপুর।	গং।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার রায় দিগর ... দাতিয়া।	...	৪৭০২২।৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭০২২।৬	১২০৬।২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাং দিগর ... বাবুলিয়া।	...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা মুন্সী আশা- বকীস আশাশয়ন রকম ১/১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৬৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী কিং বাজিতপুর।	দিগর।	২১২১।১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ১৮৬৫ হিস্যা।	৫৮২।৮	১১/৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং থাকনদি চৌধুরাণী দিগর বৈকাণি।	...	৭১২।৬১১৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৬১১৬	৩১।৬৭৬
১১৭	পং তালুকা কিং রাজকুমার ঘোষ দিগর ... তালুকা।	...	১৪২৪৩৭।৮	১ হিস্যা ঘোষেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৬/১১১/১৫	৮৫০।৮	২৫৬।৭।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালে ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী মতজ্ঞ হিসাবের ২১ হিস্যারকম ১৬১২তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭।৮
১০২	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাং দিগর ... তাউতিয়া।	...	২০০২২।৩	২ হিস্যা রং। ১০ আনা ...	১০০০।১/১	৬৫৬
১০২	পং মলই কিং পার্শ্বজীনাথ রায় চৌধুরী মলই।	দিগর।	২২২৭২।১১।	২ হিস্যা মনোজনাথ রায়- চৌধুরী দিগর।	২২২৭।৬	৮৭৬৬।৪
১৪২	পং নন্দরাজপুর জুবনমোহন মজুমদার কিং বামজাঙ্গা।	দিগর।	৫৪২৬।৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মজুমদার ২৫।০ আনা।	১০৭।৬৫	৩১/০।১
১৫৬	পং জুবনরাম কিং অধিবাসি সরদার দিগর ১৬৫ নং লাট আশুনি কুমার নগর।	...	১৮৮৪।৯	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।৯	১৪০০।৩
১২১	পং মলই কিং পার্শ্বজীনাথ রায় চৌধুরী জয়কান্তি।	দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা পার্শ্বজীনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং মাকিখিয়া।	৮২।৪	৩২৬।০।১

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্ভাব্য দেখা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের সম্ভাব্য নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৮ সালের লাগায়ের ২৮ দীর্ঘ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানার এবং অমান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের দ্বারা আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৬৮। ২১ জুলাই বোর্ড ১২৯১। ৭ প্রাপ্য সোমবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রাপ্য মিলানে করা যাইবে।

সং ক্রমিক।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর অংক।	বাকী।	টাকায়।
১২ নং	পং আদীরা জমিদারি দিয়া ১০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খাজনা বাদে এমদালি।	জগদানন্দ রায় চৌধুরী পরগনা।	২৪৭/৪	০	০
১৩	এ ১৮৫৯। ১১ আইনমতে ১০ দীর্ঘ-মতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে দিয়া ৭ গণা।	বরেন্দ্র মল্লিক	২৪৫৫/১০	০	০
১৪	এ এ দিয়া ১৫ ককা ...	নবাবখালি চৌধুরী পরগনা	৩১৫/৮	০	০
১৫	এ এ উক্ত ১০ আনা জমিদারি যোগে আদায় রকমে দিয়া ৭৭ গণা।	নিরিনন্দ রায় চৌধুরী পরগনা।	১৪৫/০	১২৫/৬	খাজনা দিয়া নিলাম হইবেক।
১৬ নং	পং বড়বাড়ী জমিদারি দিয়া ১০ আনা যোগে আদায় রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে বড়বাড়ী দিয়া বাদে এমদালি দিয়া ১০৮৪ দীর্ঘ।	নৈরুদ হাসানজান পরগনা ...	৪৪২/০	৭০৫	এমদালি দিয়া নিলাম হইবেক।
১৭	এ দিয়া ১৮১১ দীর্ঘ ...	যে কেরত সাহেব ...	৪১০/০	০	০
১৮	এ দিয়া ১০ গণা ...	খাজনা এমদালি উক্ত চৌধুরী	৩২৪১/০	১৪০/৬	খাজনা দিয়া নিলাম হইবেক।
১৯	এ দিয়া ১৮১২ দীর্ঘ ...	করিমচন্দ্র চৌধুরী	৮৭২/০	০	০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

১২৮	পং পুখুরিয়া চর আরদখানী ও যেমচন্দ্র চৌধুরী পরগনা ... যেটা পরগনা।	২০৫/০ উরেকন ১/০	১০৫/২ উরেকন ৩/০	যেটা মহাল নিলাম হইবেক।
-----	--	--------------------	--------------------	------------------------

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[পরগনা-গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

୧୫୫ ନଂ	ସେ. ଡାକ୍ତର ପଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ	ବି. ସାହିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଗିରିବାଳା ଦେବୀ ଓ ନାରୀଶକ୍ତି ମେହା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୀ ନ କାଶୀଧରୀ ମେହା ଓ ବରଗାମୀଳ ଆଗରୀ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ସୁଦେବୀମାଧବ ।	୧୫୫ ନଂ ୧୫୫ ୧୫୫ ୧୫୫	୧୫୫ ନଂ ୧୫୫ ୧୫୫ ୧୫୫	୧୫୫ ନଂ ୧୫୫ ୧୫୫ ୧୫୫
୧୫୬ ନଂ	ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ	ବି. ସାହିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଗିରିବାଳା ଦେବୀ ଓ ନାରୀଶକ୍ତି ମେହା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୀ ନ କାଶୀଧରୀ ମେହା ଓ ବରଗାମୀଳ ଆଗରୀ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ସୁଦେବୀମାଧବ ।	୧୫୬ ନଂ ୧୫୬ ୧୫୬ ୧୫୬	୧୫୬ ନଂ ୧୫୬ ୧୫୬ ୧୫୬	୧୫୬ ନଂ ୧୫୬ ୧୫୬ ୧୫୬
୧୫୭ ନଂ	ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ	ବି. ସାହିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଗିରିବାଳା ଦେବୀ ଓ ନାରୀଶକ୍ତି ମେହା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୀ ନ କାଶୀଧରୀ ମେହା ଓ ବରଗାମୀଳ ଆଗରୀ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ସୁଦେବୀମାଧବ ।	୧୫୭ ନଂ ୧୫୭ ୧୫୭ ୧୫୭	୧୫୭ ନଂ ୧୫୭ ୧୫୭ ୧୫୭	୧୫୭ ନଂ ୧୫୭ ୧୫୭ ୧୫୭
୧୫୮ ନଂ	ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରାଞ୍ଚଳିକ	ବି. ସାହିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଗିରିବାଳା ଦେବୀ ଓ ନାରୀଶକ୍ତି ମେହା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୀ ନ କାଶୀଧରୀ ମେହା ଓ ବରଗାମୀଳ ଆଗରୀ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚୌଧୁରୀ ସୁଦେବୀମାଧବ ।	୧୫୮ ନଂ ୧୫୮ ୧୫୮ ୧୫୮	୧୫୮ ନଂ ୧୫୮ ୧୫୮ ୧୫୮	୧୫୮ ନଂ ୧୫୮ ୧୫୮ ୧୫୮

কামেট্টী জিলা রংপুর।

বাঁকীর কর্তৃক সন ১২৯০ সাল, বাঁকীপুর লাগাএন কিস্তী কালক্রমে যোঁতাবেক ১৮৮৪ সাল জাগীএন কিস্তী কেসেরারি ডলবেক ২৮ মাজে স্বর্গাত্ত পর্যন্ত এবং তদনগরে তিন্ন তিন্ন জিলায় কামেট্টীর হুতী হারা আদার হুতরা যাঁহা বাঁকী আঁচে ডাঙা ১৮৮৫। ২১ জুন যোঁতাবেক বাঁকী ১২৯১ সাল ৮ আঁচি ননিবার অঞ্চে কাঁচারিতে একাশারপে মীলার চইবেক, ইতি।

কোঁচির নম্বর।	মহালার নাম ও পরিগণনা।	হালিক।	সময় কথা।	বাঁকীর পরি- মাণ।	বক্তব্য।
৫৭	হুতরাণী ও গরুর হোঁতা চকলে কাঁচারি হাট।	শ্যামকুমার দাস, বাঁকীপুর দাসী কুমারবাবু চাকি আদার দাসী চক গোবিন্দ দাস।	১৮৮১/৮০	১৮/১০	বাঁকীপুর দাসী ১৮৮৬/৮৭ পাই সন অদার আঁশ ডাঁচার পৃথক হিসাব আঁচে ডাঁহা ব্যক্তি অপরাপর অংশ বাঁকী।
১০৭	হাঁদনগর হোঁতা চকলে কাঁচারি হাট।	নৌদারিদাসী দাসী	১৮৮১/৮১	৮২/৮৮	
২২১	খোঁচ পুরানপুর ও গরুর হোঁতা পং পংরাবল	আমকীবরত সেম. আঁহরা বেময়, বাঁহরমেহা ডাঁহর বাঁহর, ও হুতর আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরকে ডোঁহা বিএ ও দুল। বিএ।	২৮০২/৮১	৫০০/৮৮	বাঁহর আমকীবরত সে. নৌদারিদাসী ১৮৮১ অংশ বাঁকী দেওরা সেল। ডাঁহার অংশ হিসাব খোঁচ গিরাছে।
২২০	বাঁহর হুতরা ও গরুর পং পংরাবল।	খোঁচ এনাঁহুতা চৌধুরী অহিমমেহা চৌধুর মহম্মদ নেআমুদ্দিন চৌধুরী।	২৮০৪/৮১	১৮২/৮৮	খোঁচ এনাঁহুতা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাঁহার সন। অংশ ১৮৮১/৮৮ পাইই অংশ ব্যক্তি অপরাপর অংশ বাঁকী।
২৪২	চক হুতরা ও গরুর সে আঁ পং নরহাট।	খোঁচমেহা বিবি চৌধুরী এনাঁহুতা বিএ। হাঁহর বিবি চৌধুরী, অংশ চুতা চৌধুরী হুতরমেহা বিবি অংশ বিবি চৌধু- রী, গরুরমেহা পং হোসেন, কামাথ লাঁহী দ্যানেজার মেহাল চাঁহন, মহম্মদ নেআমুদ্দিন অংশ চৌধুরী, আঁহরমেহা বিবি অংশ ও অলিঅহি পং আবুলস. অংশ চৌধুরী নাঁহাল।	১৮২২/৮৮	১৮/৮৮	গরুরমেহা ও হুতরা অংশ বাঁহার সন অংশ ৮০১/৮৮ পাই ও বাঁহার পৃথক হিসাব খোঁচ হইরাছে তদ- বাস্তব অপরাপর অংশ বাঁকী।
৬২৭	আলিমাঁ ও পং	চক্ষুদিগর রাঁচ, গোঁশাল- চক্ষু রাঁচ, রাঁহলকা চৌধুরী, এনাঁহুতা চৌ- ধুরী, ইহাঁহুতা চৌধুরী হোসেন, কামাথ লাঁহী দ্যানেজার পং কোঁচর চক্ষুদিগর রাঁচ বাঁহা- লগ, অংশ চৌধুরী হুতরা সরকার।	১৮৮১/৮১	১০/৮৮	হুতরা সরকারের নিজা ১০ তিন আঁশ অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[সংগ্রহেই বেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

H. J. NAWBERRY,

Offg. Collector.

[illegible]

W. FIDIAN,
Offg. Collector.

রাধাকান্ত তরুকার, যদুদাস তৌমিক, রাধাকান্তী তুরম-
মোহিনী, ভাণ্ডারী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রাধ-
কৃষ্ণ, ভাণ্ডারী, মন্মথচন্দ্র তরুকার, রামলাল তরুকার,
দীনবন্ধু সাম্রাণ, রোহিণীকান্ত তরুকার, দিকান্ত তরু-
কার কার্ধ্যাধিকারকে বিপ্লববিহারি তরুকার, নাবালগ
শ্যামচাঁদ সাহা।

গোবিন্দচন্দ্র ওরফে গদাগ্রাম স্কুল, দুর্গাশুকরী দে-
বকেশ্বরী দেবী, ভবমুখরী দাসী, অলি অধ্যাপকে
অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ লাবালগাল, মহারানী শিবে-
শ্বরী দেবী, মঙ্গলমোহন ঠাকুরের দেবী ও হরিমণি
দেবী, দুর্জয়কেশী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সাহা, সৌভা-
মিনী দেবী, রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের দেবী ও গিহি-
ধর দেবী ও অধ্যাপকে জোড়ারাম দেবে, মিত্র-
গোবিন্দকান্ত অলি স্বয়ং ও অলি-কে এমঙ্গলকালি ওরফে
রমজান, জীবনমোহন ওরফে হেরমমোহা বিবি, তরুজল-
কালি, তরুজলকীন, তরুজলকীন, গরিবহোসন চৌধুরী
শ্যামচন্দ্র চৌধুরী, হরিবহোহা খাতুন স্বয়ং ও অলি-
পকে খোজকরী তরুজলকীন মাধব ও আলতরোহা,
খাতুন ও মজিদমোহা খাতুন, উম্মেদমোহা খাতুন
নাবালগ অবিমালচন্দ্র সিকান্দারের মাতা ও অলি দেব-
কুমারী দাসী, হরিমণি দাসী, মকিনাকুমারী দাসী
মোদনমুখর, বিবেকমুখর, জিনাথ, শ্যামচন্দ্র সিকান্দার।

১৫৪৮

৭১১০

খাজানা ৫৭৬০/
পুলিস ৫৮৭১০২৫/০
৭

৫৮০৮/০

মোট সপ্ত জমা ১৫৪৮/০ আনা ওয়াহো বিলম্ব নং ১ মধু-
সূদন ভৌমিক সপ্ত জমা ১১০১/০ আনা বিলম্ব নং ২
রাধাকান্ত তরুকার ৮০৮ আনা ১৮২৯ সপ্ত ১১ অটলমুখ
হিসাব পৃথক হইয়াছে তদনুসারে অবশিষ্ট একমালী অংশ
৫৮০৮/০ আনা সপ্ত জমার বহু নীলাই হইবেক।

মোট সপ্ত জমা হার পুলিস ৫৮০৮/০ আনা ওয়াহো বিলম্ব
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সপ্ত জমা খাজানা
৭৩৭১/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা একুশ ৭৫৩১/০ আনা
বিলম্ব নং ২ মিত্র মোসাহের আনি স্বয়ং অলি অধ্যাপকে
মিত্র এমঙ্গলকালি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবনমোহন
ওরফে হেরমমোহন নাবালগ, তরুজলকালি তরুজলকীন
তরুজলকী বিখ্যাস গরিবহোসন চৌধুরী তরুজলকী চৌধু-
রী তরুজলকী দাসী হরিমণি দাসী মকিনাকুমারী দাসী
মোদনমুখর সিকান্দার বিবেকমুখর সিকান্দার দেবী চৌধুরী
অলি অধ্যাপকে অলি অধ্যাপক সিকান্দার, শ্যামচন্দ্র সিকান্দার
জিনাথ সিকান্দার খাজানা ৫৫০৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা
একুশ ৫৫২৮/০ আনা বিলম্ব নং ৩ গোবিন্দচন্দ্র ওরফে
গদাগ্রাম স্কুল খাজানা ১০২৫/০ আনা পুলিস ১৩১/০
আনা একুশ ১১১৮/০ আনা বিলম্ব নং ৪ মঙ্গলমোহন
স্কুল খাজানা ১০২৫/০ আনা পুলিস ৮৫৮ আনা একুশ
১০৭৪০/০ আনা বিলম্ব নং ৫ দেবকেশ্বরী দেবী খাজানা
৫৩২১/০ আনা পুলিস ৪১৮ আনা একুশ ৫৩৭৮/০ আনা
বিলম্ব নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সপ্ত খাজানা ১১২১/০ আনা
পুলিস ১৫/০ আনা একুশ ১১৪০/০ আনা বিলম্ব ৭ নং
৮ মঙ্গলমোহন ঠাকুরের দেবী ও হরিমণি দেবী খাজানা
১৪১/০ আনা পুলিস ৮/০ আনা একুশ ১৪১০ আনা ১৮২৯
সপ্ত ১১ অটলমুখ হিসাব পৃথক করিয়াছে তদনুসারে
অবশিষ্ট একমালী অংশ খাজানা ১১১০/০ আনা পুলিস
৮/০ আনা সপ্ত জমার বহু নীলাই হইবেক।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ସଂସଦଙ୍କ ନାମ	ସାଧାରଣ ନାମ	ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ	(ସଂସଦଙ୍କ ନାମ)	ବିବରଣ
୫୨୦	ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି କମିଟି	ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି	କମିଟି ୧୮୭୦ ପୁଲିସ୍ ୫୮୦	୦	କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ : ୧୮୭୦/୦ କମିଟି ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି
୫୨୧	କମିଟି	କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ : ୧୮୭୦/୦ କମିଟି ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିତମାନଙ୍କ ଉପାଧି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପାଧି	୧୮୭୦	୧୮୭୦	କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ : ୧୮୭୦/୦ କମିଟି ଉପାଧି

E. H. RYDNER,
Collector.

ইস্তাফা-নায়া কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানান্তে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার সম্মুখসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বয়ংস্ত পঞ্চাঙ্গ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্ডসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহুল্লভবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নং তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সমগ্র জমা।		বাকীর নং।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	ঘোটা।	
৬ ১৮২০	খানেন সাজ মনিয়া ঘোঁজে নাকোণ মহল ময়রাবান।	খোদায়াত ...	১০১৭০০	৪৪৮৬	১২২০ বাং	১২৭২	০	১২৭২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	খানেন এই ঘোঁজে চাঁদল মহল ময়রাবান।	কংগে'ম্বজ লিং জাফর আলি এবং আলি আবদুল মব্বু মায় কালীপুর।	১১২০১০	১৭৬৬/৮	"	২২৪২	২২৪২	২২৪২/২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

ইস্তাফা-নায়া কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানান্তে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার সম্মুখসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বয়ংস্ত পঞ্চাঙ্গ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্ডসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৩ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহুল্লভবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নং তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সমগ্র জমা।		বাকীর নং।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	ঘোটা।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাজ মনিয়া ঘোঁজে গড়া- মায়া মহল ময়রাবান।	খোদা ...	১১৪৮/২	২৩৬/১	১২২০ বাং	১৮২২	৮১২	১২০২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

[illegible]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাঁকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

উক্তার চারা মহাল মেওয়া বাটতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারায়ুসারে জিলা চট্টগ্রামের প্রাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মাহুজদারি এবং অন্যান্য দায়েরা চুক্তি অষ্টম এবং আঠের অনুসারে বাঁকী রাজস্বের মার আদায় করা সাইতে পারে তাহা আমার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখে এই জিলায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাউবে। ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাঁকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নিলাম হইবে।

নম্বর ক্রমিক	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর কমা।	বাঁকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	৩	১২৮ অয়েমদিয়া...	৭২৩৫/০	১২/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১মঃ রাসচক্র রায় প্রভৃতির অংশের ২ঃ ১০৭৫/০ পাই কমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৭	৪১	১২৮ আবুল ফকর	১৪০৮/৭	১০২৮/০	
২৮	৪৪	১২৮ কামদৌরাম।	৮৪৯/২০	১৫৫৮/১	
১৫৯	৮০৪	১২৮ মুন্সুররাম, ফতে- হা বান।	৮১৯৭	১৯৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১১৭	১১৪০	১২৮ মোজা চরিনা বাঃ ৩২ মজর রাম হাজারি।	৬৯৫৫/০	১৮১৫/৪	এ এ
১১০ ৩৭	১১৪০ ১৮৯৪	১২৮ ইমাম প্র... ১২৮ মালিক বনে- পাল।	৬৯৭১/৪ ৪১০১/০	১৫০১/৪ ২৭	এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে অম্বা পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১মঃ মজর বিসির ১০৫১/০ আদায়ের অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৪১৩	১১৮০	১২৮ রামচন্দ্ররাম...	১১৮৫/০	১১৫/৮	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১মঃ পীতা- স্বর কাঃ ৪৮৫৯ পাঃ অম্বার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীঃ বি হইবে।
৪৩১	১১৮১	১২৮ বাকিলোঠ কাঃ।	৮১৯৮/৭	১০৫/১	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১মঃ অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১/৮ কমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৪৭১	১১৮৩	১২৮ মজুররাম কাঃ	৮১১৫৫/০	১০৮/১০	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা অবশিষ্ট মালিকের ৭৪৫১/১১ পাউঃ কমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫০৮	১১৮৪	১২৮ জৈমন্তরাম কাঃ	১৭৫৭৫/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১মঃ অবশি- ষ্টকাঃ ৭৮২৫/৬ পাউঃ কমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	১৮৮০	১২৮ প্রদেবলা প্রো মালী ও প্রো মালী কাঃ।	১৭৮১/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLE,
Offg. Collector.

জিলা বাকরগঞ্জ।

অধিদারি বিক্রয়ের উল্লেখ।

১৯৮১ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খাতার বিধায় অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কমিটির সাইটের আওতায় নাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখে মের হইলে নাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৯৮৪ সালের ২০ জুন-১৯ মোঃ ১৯৮১ সনের ৮ আইন মজলদার বিধানে প্রকাশিত নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। মল ১৯৮৪ মাল তারিখ ২৬ মে।

ভগ্নমাল।

মহালের নাম।	ভৌমিক মহাল।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	মহাল সংখ্যা।	বাকী মহাল।	টাকায় বিক্রয়।
প্রথম মহাল।	১৪১০	বাকীগ্রাম বস্তু তার হিঃ ১০ আদী	কামিনীমোহন চক্রবর্তী বস্তু চৌধুরী বিঃ ১০৫	১৪১০/০ মিনাফ অপর হিসাব পৃথক আংশের সমা— ১২০০/১০ ২২০০/০৫	১০৬	এই হিসাব পৃথক হিসাব ১০৬ আদী অংশ নিলাম হই- বেক ইতি।
১	১৪১৭	ভীষনচক্রবর্তী মেন ও চক্রবর্তী মেন ও কমলচক্রবর্তী মেন ও গোবিন্দমোহন বস্তু ও লাল- মালিকচক্রবর্তী বস্তু ও বর্ণা মালি- ক ও চক্রবর্তী মহাল। ভগ্নমাল।	মল ১৪১—১ ভিল ভগ্নমাল ভগ্নমাল।	১৪১৭/০ মিনাফ হিসাব পৃথক অংশ- শের সমা— ১২০০/১০ ১২০০/০৫	১০৬	এই ভগ্নমালিক ১০৬ ভিল ভগ্নমাল হইবেক ইতি।
২	১৪২৮	জৈকান্ত চক্রবর্তী ভগ্নমাল।	বিঃ ১০৬ আদী বস্তুগ্রাম চক্রবর্তী মালিক	১০৬০/০৫ মিনাফ হিসাব পৃথক অংশের সমা— ১২০০/১০ ১২০০/০৫	১০৬/২	এই ভগ্নমালিক ১০৬ আদী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৩	১৪২৮	মহালিক কামিনী পূর্ব পূর্ব- হিঃ ১০ আদী	বিঃ ১০৬—এই মালিক মহালিক মালিক মহালিক	১০৬০/০৫ মিনাফ হিসাব পৃথক আংশের সমা— ১২০০/১০ ১২০০/০৫	১০৬	এই ভগ্নমালিক ১০৬— আদী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৪	১৪৩২	কামিনীমোহন মাল ভগ্নমাল।	চক্রবর্তী বস্তু চৌধুরী মাল- মালিক	১৪৩২/০৫	১০৬/০৫	এই ভগ্নমালিক ১০৬ আদী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
দ্বিতীয় মহাল।	১৪৩৩	মহালিক ও বস্তু কামিনীমোহন	চক্রবর্তী চক্রবর্তী মালিক ...	১৪৩৩/০৫	১০৬/০৫	এই ভগ্নমালিক ১০৬ আদী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম মহাল।	১৪৩৩	কামিনীমোহন কামিনীমোহন মালিক	বিঃ ১১ আদী কামিনীমোহন ভগ্নমালিক	১৪৩৩/০৫ মিনাফ হিসাব পৃথক অংশের সমা— ১২০০/১০ ১২০০/০৫	১০৬/০৫	এই ১১ আদী অংশ আদী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

মহালের নং	ভৌমিক নং	মহালের নাম	নাম মালিক	সমর কমা	বাকীর সংখ্যা	টেকিয়া
১১	১০০৭ নং মহা ১ নং	১ক চলুয়া মহা ১ নং হাওলা	হুমেদদি ...	১১২৭	৬৪২৭	এই বেরাদি হাওলা বিলম্ব হইবেক।
১২	১০০৭ নং মহা ২ নং	২ক চলুয়া মহা ২ নং হাওলা	কেতালি হাওলাদার গরুর...	১১৪২৭	৬৪০৭	২
১৩	১০০৭ নং মহা ৩ নং	৩ক চলুয়া মহা ৩ নং হাওলা	জারিনীচরণ দুখোপাধ্যায় গরুর...	৬৪১৭	৬৪১৭	৩
১৪	১০০৭ নং মহা ৪ নং	৪ক চলুয়া মহা ৪ নং হাওলা	আমল হাওলাদার গরুর...	৬৪১৭	৬৪১৭	৪
১৫	১০০৭ নং মহা ৫ নং	৫ক চলুয়া মহা ৫ নং হাওলা	হরিদাকী হাওলাদার গরুর...	৬৪২৭	৬৪১৭	৫
১৬	১০০৭ নং মহা ৬ নং	৬ক চলুয়া মহা ৬ নং হাওলা	আমল হাওলাদার গরুর...	১০৪১৭	১০৭১১৬	৬
১৭	১০০৭ নং মহা ৭ নং	৭ক চলুয়া মহা ৭ নং হাওলা	বেতাকী হাওলাদার গরুর...	৬৪২৭	২০০৭	৭

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান।

অমিদারি বিক্রয়ের ইশ্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আদৌমে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এতলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মৌঃ ১২২১। ১৪ আশ্বিন দিবসে একাধা নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর উত্তমুরারি জমা দাওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌমভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগণা আর্গা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ণস্বামী আউসগ্রাম, কাটোয়া মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক জিগ্রা মঙ্গপুত্র মেবাদ ৩৭৬৩৮৭ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ডিনকড়া দেবী ওজ মন্তেশ্বর বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিখিত খাতা হরসুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় সভাসদাল ও সভাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সভাসদাল ও সভামনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাজুঙ্গ বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ জিগ্রামপুর।

সমর কমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১০ টাকা :

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শেষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমাজুঙ্গ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সভাসদাল ও সভাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৬০২ টাকা নবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিখিত খাতা হরসুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

২০ নং ভৌমভুক্ত মহাল পলশমা দিগর পরগণা পেঞ্জা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নবালগ মনীন্দ্রনাথায় চন্দ্র অলিখিত খাতা ও গাঙ্গুড়কে অরং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলেকানায় চন্দ্র সাঃ জিবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকটান গোলেচা সাঃ আশ্রিতাঙ্গ ডিঃ আশ্রিতাঙ্গ ও বিদুর

[Government Gazette, 17th June 1884.]

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নারায়ণ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিকরচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅহি মাড়া জীমতা ডবতারিণী মায়া সাং জীমতা ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং এই ।

সমর জমা ৭৪০০০/১১ টাকা

বাকী ৪১৮০/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সমর জমার একটি পৃথক হিগাব আছে এই অংশের রাজস্ব মাখিল হইয়া শোধ করিতেছে ।

৮৮ নং জোক্তভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনেশ্বর ও ডিঃ গাজুর মালিক জোমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায়, পূর্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরামচন্দ্র চৌধুরী, মতিজিনী দেবী শরদাপ্রসাদ ও অন্নাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী ভূগান্দাম ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী সুজ্ঞানেশ্বরী দেবী ভূগান্দাম মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কানীবিষ্ণু সখারম্বর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মজ, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাং চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দীইচাঁট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাং সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া নীননাথ চৌধুরী সাং চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ।

সমর জমা ১৭২১০৭ টাকা

বাকী ১৭ আনা ।

এই মহালে নরীমচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৫৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিগাব আছে এই অংশের রাজস্ব মাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৪১৭৪ নং জোক্তভুক্ত মহাল মালকুণী পরগনে বর্জমান ডিঃ মাহেবগঞ্জ মালিক মেথ আলিমুল্লাহ সাং মীর্জাপুর কেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং মালকুণী ডিঃ মাহেবগঞ্জ সবিবেশ বন্দোপাধ্যায় নারায়ণ আলিমুল্লাহ কল্যাণী দেবী সাং এই জীমতা ভূগা চাঁকুরানীর দেবীচাঁক ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাং আয়নাচাঁদাই ডিঃ মাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাং ডিবিজান নঙ্গলকোট ।

সমর জমা ১৬৯০০৫ টাকা ।

বাকী ১১৬৫০২ টাকা ।

এই মহালে মিল্লিমাখত একটি পৃথক হিগাব আছে এই অংশের রাজস্ব মাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০০৫/১০ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৫০/১০ টাকা ।

T. E. COXHEAD, Collector.

মীর্জাপুর নোটিস ।

এক্সেসরিমায় কাছারি কালেক্টরী জিলা ১৪ পরগনা ।

সন ১৮৫২ সালের ১১ অক্টোবর ৬ বারীমতে সংবাদ দেওয়া গাইতেছে, জিলা ১৪ পরগনার মীর্জাপুর লিখিত সন ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ বিস্তারিত বাকী দায়ত ৪০০০০ সন ১৮৮৪ সালের ১৭ জুন মোর্তাদেক বাজল সন ১৯২১ সাল ১৪ অক্টোবর শুক্রবার এই দিনের কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা গাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল ।

প্রথম শ্রেণীর একমুরারি জমা দায়ত করিয়া যতান ।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাক্সনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সমর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৭৯ সালের ১১ অক্টোবর ১০ বারীমতে ৮৫৮ ১ মস্তী ৮৮/১— আনা একম স্বতন্ত্র হিসাব করিয়া বাদে অবশিষ্ট এই মালীতে হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৫৭ মস্তী ১১/১৫৫৫/১৫— আনার কতি সমর জমা ২৪০১১/০ টাকা তারিখ সন ১৯২০ সালের লাং ফালগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আনার না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

১৪৪ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনভগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ সমর জমা ... ২১১৬৫৮৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৭৯ সালের ১১ অক্টোবর ১০ বারীমতে ৫০৮ আনা একম স্বতন্ত্র হিসাব করিয়া বাদে অবশিষ্ট এই মালীতে কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/২২ আনার কতি সমর জমা ২১১৬৫৮ টাকার তারিখ সন ১৯২০ সালের লাং ফালগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আনার না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[গণনা-মোট পেন্সিট ১৮৮৪ ১ ১৭ জুন ।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেগম গঙ্গারহ লিখিত মালিক
কৈবলানাথ বিখাস গঙ্গারহ সমর জমা

... ৩৬৭ ১/৯ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট
একশালিতে কৈবলানাথ বিখাস গঙ্গারহ নায়ে ১০ আনার কাত সমর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকার
জাহার সম ১২২০ সালের লাং কালতুন কিস্তী সম ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না
হওয়াতে ৭৫৯১০৪ টাকার বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

৩২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ মজুবাগী গঙ্গারহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ গঙ্গারহ সমর জমা মাং পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫১৩ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১/২ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাবে অবশিষ্ট
একশালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ গঙ্গারহ নায়ে ১১১১৩ - আনার কাত সমর জমা মাং পুলিশ
থানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকার জাহার সম ১২২০ সালের লাং কালতুন কিস্তী সম ১৮৮৮ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাবে ১২ ১৫১০ টাকার বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৫.

C. C. SIVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের উল্লেখ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুযায়ী হওয়া দ্বারা সকলক জমীদার বাইতেছে যে
জিলারি পুরাতর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মকান সকল উক্ত জিলায় কাউন্টের সার্কেলের অফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৫ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন
অনুযায়ী জমীদার হইবার বিধি আছে তাহা কানার লিখিত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে জমিদার
নীলামে নিবরণে নিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

ক্রমিক নং।	১৮৫২ সালের ১১ আইন ১০ ধারা	১৮৫২ সালের ১১ আইন ১০ ধারা	নাম মকান।	মালিকের নাম।	সমর জমা	বাকী কিং আনুযায়ী ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১২৩৩	৭২	১৮২	ডামটা পুটীয়া জো- রাব পং বরদাখাত জিলা ১৩১—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মংল- চন্দ্র দাস নংলচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র মেন রজ- নীকান্ত মেন। জমদী উমাতারা জঃ মৃত অরুণচন্দ্র রায় নিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জমদী উমাতারা ওস্তা জঃ মৃত অরুণচন্দ্র রায় নিং মৃত কুমারো- হন মেন সাং দারডা পং বরদাখাত বাবে খোলা।	১৭০৮	৫৩৫	প্রকাশ দাঁতে যে এই মকানের লেন পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ১২২০ টাকা ধাওয়া হওয়াছে এই জমা খবরদারের ১২২১ সম হইতে নিতে হইবে।
১২৩৪	৭০	১৮২	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত জিলা ১৩১— ক্রান্তি।	গীতরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং উচাঠল, রামকিহর রায় সাং চান্দগাউ প্রকাশ্য আমিরতাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জমদী জয়কি সাং তথা, বাবরচন্দ্র দাস সাং বারপুত পং বিক্রমপুর, কণবকু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জেলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনায় জাপনপত্রের পাঠ।

ইতার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ অক্টোবর ৩ খাজনায় জেলা বগুড়ার মহাবর্তী নিম্নলিখিত সকল লোক ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখে আপা বাকী খাজনাজাবী এ২২ অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আর্ডার অনুসারে বাকী খাজনার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১২ জুলাই তারিখে জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাংশ নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

উপসীল সকল।

জোক্তির নম্বর ও বছরের নাম।	যালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিরং।
সং ১৮১৩ তরফ বেচার পাং সেনবর্ষ।	সৈয়দানী তরফের বিবি চৌধুরানী পররহ।	১৫০৭/১১	৮৮/১১	একশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে সৈয়দানী তরফের বিবি চৌধুরানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৭৭ পাউ সদর জমায় যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	গোবিন্দন, চক্রকিশোর, কালীকিশোর মুন্সী, আদিত্যের বিবি, মাল সিংহ স্বয়ং ও অনিউতি মো চুণিলাল, পার্শ্বলাল, ও অক্ষয় সিংহ নাথালক, ও হীরামাল সিংহ	৬৮১৮/১১	৮৮/১১	
সং ১৮১১ ডঃ কাচার সেনবর্ষ।	কাদেশারের বিবি প্রভৃতি	৭৪০/৪	৬৮/৭৭	একশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেশারের বিবি প্রভৃতির নামে ১৪৮/ আদায় সদর জমায় যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	আনন্দকিশোর তরফের গৌরমুন্সীর দাসা প্রভৃতি।	৬৮১৮/৪	৬৮/৭৭	

J. J. LIVESAY, Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjee to the Judge and Magistrate and Collector of Moorsshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjee, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

জমদী গিরিকামনি দেবর্ষ।

জমদী ব্রহ্মদেবর্ষী দেবর্ষ।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking twenty pounds at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, Rs. 4, ans. 8; per eight ounce tin, Rs. 8, ans. 8; per pound tin, Rs. 16, ans. 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only, at the undernoted rates, per four ounce tin, Rs. 5, ans. 8; per eight ounce tin, Rs. 10, ans. 8; per pound tin, Rs. 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[৪৮৭৫৫৫ গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনাশক সিন্ধুকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্সটার্টিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্খের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

অত্যাধিক সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীমে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীমে ৮০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

স্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা।

লাল সিন্ধুকোনা ছালা স্বর্গতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহ্যি দান্য বাঞ্ছনা, একপ সামান্য স্বরনাশক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থীক কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটার্টিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্খের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৮০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of Vedic hymns is the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, it is not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe even of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dharamtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট দফতরায় বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিক্টার-অফিসী ও জজমন্ডীর একদেশের সিবিল সার্জিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজিষ্টার-জেনারেলের সম্বন্ধে, ১৮৮৩ খ্রিঃ অব্দে টেম্পলের সিবিল সি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এম. ডি. সাহেবের প্রণীত একদেশের সিবিল কোডেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন একদেশের সুবাদিকারী ও প্রমাণিকর আইন সংহিতা।

একখ খামি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একখ খামি পুস্তকের মূল্য এবং তাক মাডক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাউতে পারে।

[Government Gazette, 17th June 1894.]

NOTICE.

The 21st February 1883. —The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	..
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	..
Postage	1	0	0	..
For a single copy—						
Entire Gazette	0	1	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ১১ ফেব্রুয়ারি ।—বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অর্ধে নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম নিবেশ করিবে :—

মফসসলে ।

		টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১০/০
ডাকমাশুল	...	২/৮
৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ১৬ খণ্ড (যাচাইতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের রাজস্বপত্র সনদের আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)		
...	...	৪/৮
ডাকমাশুল	...	১/৮
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	১০
ডাকমাশুল	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তদ্বার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		
...	...	১০
ডাকমাশুল	...	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফসসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৩। ১৭ জুন।]

NOTICE.

Is continuation of notice dated the 30th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 11th December 1882

NOTE—Rates for advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per week	20
Half	10
Cash advertisements.—1 anna per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই নম্বের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কাৰ্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাৰ্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী গেজেটারিয়ার কাৰ্যালয়াদিতে পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত কাৰ্যালয়াদি কোন ক্রমে প্রকাশিত হইতে চাহিলে তদ্বিস্তৃত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী গেজেটারিয়ার আকৌণ্ডালের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কাৰ্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টেট বান দিবার জন্য টাকার উপর আর এক কানা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর।

১ম বর্ষ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বার এইঃ—	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক বর্ষ প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের বঙ্গদেশের মন্দিরস্থায়ী আইনের প্রবর্তন হইলে কলিকাতা অফিসের ওয়েস্ট টেম্পলের ভাড়াভিত্তিক বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্যবিভাগের আদেশে রেজিষ্টারের নামে শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাসিতে প্রকাশিত হইবে।

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

কলিকাতা প্রোগ্রাম্মী জেন ব্রাহ্মসমাজের গবর্ণমেন্টের জন্য জীযুৎ এডউইন্স মন্দির লুইস সাইবের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

